শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যখণ্ড : প্রথমার্ধ

রাধাগোবিন্দ নাথ

সাধনা প্রকাশনী

শ্রীচৈতন্যভাগবত ঃ মধ্যখণ্ড (প্রথমার্ধ)

পূজ্যপাদ ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরমহোদয় -বিরচিত
এবং নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী-টীকাসম্বলিত সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত

(মধ্যখণ্ড ঃ প্রথমার্ধ)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় স্ফুরিত
এবং
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের, পরে নোয়াখালী চৌমুহানী কলেজের
প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ

রাধাগোবিন্দ নাথ

এম.এ., ডি.লিট্, পরাবিদ্যাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ
ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর
কর্তৃক লিখিত
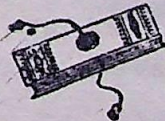
সাধনা প্রকাশনী

৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৭৬, বঙ্গাব্দ ১৩৬৯
মার্চ ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশ
রথযাত্রা, আষাঢ় ১৩৯৫
জুলাই, ১৯৮৮

তৃতীয় প্রকাশ
রথযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯
জুন, ২০১২

প্রকাশক ঃ সন্দীপন নাথ
সাধনা প্রকাশনী
৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সাধনা প্রেস
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন ঃ ২২৩৭ ৮৪৫৬ / ২২১২ ১৬০০
মোবাইল ঃ ৯৮৩০৯ ১১৪২৬

মুদ্রাকর ঃ
দাস এন্টারপ্রাইস
১৮০, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

সঙ্কেত-পরিচয়

সঙ্কেত		পরিচয়
অ. কৌ.	—	কবি কর্ণপূরের অলঙ্কার কৌস্তুভ (পুরীদাস-মহাশয়-সংস্করণ)
অ. প্র.	—	প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকা
উ. নী. ম.	—	উজ্জ্বলনীলমণি (বহরমপুর-সংস্করণ)
কঠ	—	কঠোপনিষৎ
কড়চা	—	মুরারিগুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্, কড়চানামে খ্যাত
গী. বা গীতা	—	শ্রীমদ্ভগবদগীতা
গো. পূ. তা.	—	গোপালপূর্বতাপনী শ্রুতি
গৌ. কৃ. ত.	—	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকা (রাধাগোবিন্দ নাথ)
গৌ. গ. দী.	—	কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (বহরমপুর-সংস্করণ)
গৌ. বৈ. অ.	—	শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান (হরিদাস দাস)
গৌ. বৈ. দ.	—	গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন (রাধাগোবিন্দ নাথ)
চৈ. চ.	—	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ)
ছান্দো., বা ছা., উ.	—	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
তন্ত্রসার	—	শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসগরকৃত অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-ভট্টাচার্য-সম্পাদিত। ১৩৩৪ সাল।
তৈ. উ.	—	তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ
নৃ. পু. তা.		নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষৎ
বি. পু.	—	বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)
বৃ. আ.	—	বৃহদারণ্যক-শ্রুতি
বৃ. ভা.	—	বৃহদ্ভাগবতামৃত (সনাতন গোস্বামী)
ব্র. সং.	—	ব্রহ্মসংহিতা (বহরমপুর-সংস্করণ)
ভ. র. সি.	—	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (বহরমপুর-সংস্করণ)
ভা.	—	শ্রীমদ্ভাগবৎ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)
মশ্রী	—	মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ (রাধাগোবিন্দ নাথ)
মাঠরশ্রুতি	—	প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১-অনুচ্ছেদ-ধৃত মাঠরশ্রুতিবাক্য।
মুণ্ড	—	মুণ্ডকোপনিষৎ

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ল. ভা.	—	লঘুভাগবতামৃত বা সংক্ষেপ ভগেবতামৃত (পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণ)
শতপথশ্রুতি	—	ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত।
শ্বেতা	—	শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি
সৌপর্ণশ্রুতি	—	প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৩২ অনুচ্ছেদ-ধৃত।
হ. ভ. বি.	—	শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংস্করণ)
১।২।১৪১ ইত্যাদি	—	শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখন্দ। দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৪১-পয়ার। ইত্যাদি

মধ্যখণ্ড (প্রথমার্ধের) সূচীপত্র

ইতি মধ্যখণ্ড-প্রথমার্ধের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

শ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥ আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥ অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥ নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥ জয় গৌরনিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গোসাঞির করি চরণবন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ॥ চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস। তাঁহার চরণ বন্দো মুঞি তাঁর দাস॥ ॥ জয় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ॥

বিষয়। মধ্যখণ্ডের মঙ্গলাচরণ। গয়া হইতে প্রত্যাগত প্রভুর দর্শনে নবদ্বীপবাসী সকলের আনন্দ, আপ্তবর্গের নিকটে প্রভুর তীর্থকাহিনী-কথন, ও দৈন্যবিনয়-প্রকাশ। প্রভুর বিনয়ে আপ্তবর্গের সন্তোষ, প্রভুর প্রতি তাঁহাদের আশীর্বাদ। শ্রীমান্ পণ্ডিতাদি দুই চারি জন ভক্তের নিকট পুষ্পোদ্যানে কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে প্রভুর অদ্ভুত প্রেমবিকার। পরের দিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে কয়েকজন ভক্তের সহিত উপস্থিত হওয়ার জন্য শ্রীমান্ পণ্ডিতকে প্রভুর অনুরোধ। পরের দিন প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিতের কুন্দ-কুসুমোদ্যানে শ্রীবাসাদি ভক্তগণের নিকটে শ্রীমান্ পণ্ডিতকর্তৃক প্রভুর প্রেমবিকারাদির কথা কথন, তাহাতে ভক্তবৃন্দের

(মঙ্গলাচরণ)

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ১ ॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

জয় জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভরপ্রিয় বৈষ্ণবসমাজ ॥ ১

জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্মসেতু মহা-ধীর।
জয় সঙ্কীর্ত্তনময় সুন্দরশরীর ॥ ২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরমানন্দ। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রেমাবিষ্ট প্রভুর মিলন, শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট প্রভুর শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য আর্তি-প্রকাশ, প্রভুর অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া ভক্তবৃন্দের **পরমানন্দ।** কিন্তু শচীমাতার দুশ্চিন্তা। শিষ্যদের নিকটে প্রভুকর্তৃক ব্যাকরণ-সূত্রাদির কৃষ্ণ-তাৎপর্যময় অর্থ-প্রকাশ। শচীমাতার নিকটে প্রভুকর্তৃক কৃষ্ণভক্তির মহিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে জীবগতি-**কথন।** প্রভুর প্রতি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের উপদেশ। রত্নগর্ভ আচার্যের মুখে ভাগবত-শ্লোক-শ্রবণে প্রভুর অদ্ভুত প্রেমাবেশ। শিষ্যদের নিকটে ধাতু-শব্দের ব্যাখ্যা। বিদ্যাবিলাসের অবসান ও **সংকীর্তনের আরম্ভ।**

শ্লো ॥ ১-২ ॥ অন্বয়াদি ১।১।১-২ শ্লোক-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

এই দুই শ্লোকে এবং পরবর্তী ১-৫ পয়ারে গ্রন্থকার মধ্যখণ্ডের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

১। **বিশ্বম্ভর**—শ্রীগৌরচন্দ্র। **বিশ্বম্ভর-প্রিয়**—বিশ্বম্ভরের প্রিয়, অথবা বিশ্বম্ভর প্রিয় যাঁহাদের। যাঁহারা বিশ্বম্ভরের প্রিয় এবং বিশ্বম্ভরও প্রিয় যাঁহাদের, সেই **বৈষ্ণবসমাজ**—বৈষ্ণববৃন্দের জয়।

২। **ধর্ম্মসেতু**—মায়িক সংসার হইতে মায়াতীত শ্রীকৃষ্ণচরণে উপনীত হওয়ার উপায়রূপ যে-সেতু, সেই পরমধর্মরূপ সেতু প্রবর্তিত হইয়াছে যাঁহাকর্তৃক, তিনি হইতেছেন ধর্মসেতু—শ্রীগৌরচন্দ্র। অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়া, মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া দেহসুখ-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে, পরব্রহ্ম-স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার স্বরূপানুবন্ধী প্রিয়ত্বের সম্বন্ধের কথা এবং তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার কথাও সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া রহিয়াছে। পরম করুণ শ্রীগৌরচন্দ্র তাহাকে তাহা জানাইয়াছেন এবং নিজে আচরণ করিয়া তাহাকে সেই পরমধর্মের শিক্ষাও দিয়াছেন, যেই পরমধর্মরূপ সেতু তাহাকে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে। নিজের আচরণের দ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্র এই ধর্মসেতু প্রবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া তিনি হইতেছেন ধর্মসেতু। **অথবা,** শ্রীগৌরচন্দ্র নিজেই ধর্মসেতু—কেবল ধর্মপ্রবর্তকরূপে নহে, পরন্তু তিনি নিজেই সেতু। সেতুকে আশ্রয় করিয়া যেমন নদী পার হওয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীগৌরের চরণ আশ্রয় করিলে অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সপরিকর গৌর সুন্দরের ভজন-সহযোগেই সপরিকর ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ হইতে পারে—ইহাই হইতেছে গৌর-চরণানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভজনের রীতি। এইরূপ ভজনে জীব সংসার-সমুদ্র

জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥ ৩
জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয়-অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয় ॥ ৪
জয় জয় শ্রীবাসাদি-প্রিয়বর্গ-নাথ।
জীব-প্রতি কর' প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত ॥ ৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইতে উত্তী হইয়া পার্ষদরূপে গৌরসুন্দরের লীলায় এবং ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের লীলায়ও প্রবেশ করিতে পারেন। ইহাই শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" **সঙ্কীর্ত্তনময়**—নিত্য-সংকীর্তনপরায়ণ। স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্যের আস্বাদনের লোভে শ্রীরাধার সহিত একই বিগ্রহে মিলিত হইয়া ভক্তভাবময় হইয়াছেন বলিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্তন করিয়া থাকেন এবং তদ্দারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদির মাধুর্য আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং আনুষঙ্গিকভাবে জগতের জীবকেও সংকীর্তন-শিক্ষা দিয়া থাকেন। "সংকীর্ত্তনময়"-স্থলে "সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয়"-পাঠান্তর আছে। উল্লিখিত কারণে সংকীর্তন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়।

৩। **নিত্যানন্দের বান্ধব** ইত্যাদি—শ্রীগৌরচন্দ্র হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দের সর্বস্ব—বান্ধব, ধন এবং প্রাণ। **প্রেমধাম**—প্রেমের পাত্র, প্রেমের বিষয়।

৪। **জগদানন্দ-প্রিয়-অতিশয়**—জগদানন্দের অত্যন্ত প্রিয় যিনি, অথবা জগদানন্দ হইতেছেন যাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, সেই গৌরচন্দ্র।

জয় বক্রেশ্বর-ইত্যাদি—বক্রেশ্বর পণ্ডিতের এবং কাশীশ্বর পণ্ডিতের হৃদয়তুল্য প্রিয় বিশ্বম্ভরের জয়। **বক্রেশ্বর**—বক্রেশ্বর পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভুর অতি প্রিয় পার্ষদ। কীর্তনকালে নৃত্যে তাঁহার পরম আনন্দ। এক সময়ে একাদিক্রমে ইনি চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহার নৃত্যকালে স্বয়ং মহাপ্রভুও কীর্তন করিতেন। প্রভুর চরণ ধরিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"প্রভু! আমাকে দশ সহস্র গন্ধর্ব দাও, তাহারা কীর্তন করিবে, আমি নৃত্য করিব; তাহা হইলেই আমার সুখ হইবে।" প্রভুও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি মোর পক্ষ এক শাখা। আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা॥ চৈ. চ. ১।১০।১৮।" বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গপ্রভাবেই ভাগবতী দেবানন্দ পণ্ডিতের চিত্তের পরিবর্তন হইয়াছিল এবং দেবানন্দ মহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীভাগবতের ভক্তি-প্রতিপাদক অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

কাশীশ্বর—কাশীশ্বর পণ্ডিত। ইনি ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক এবং পুর গোস্বামী নির্যানকালে ইহাকে নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে নীলাচলে আসিয়া তিনি প্রভুর সেবা করিতেন। তিনি অত্যন্ত বলবান্ ছিলেন। প্রভুর জগন্নাথ-মন্দিরে গমন-কালে, আগে থাকিয়া লোকের ভীড় সরাইয়া তিনি প্রভুকে নির্বিঘ্নে মন্দিরে লইয়া যাইতেন।

৫। **শ্রীবাসাদি-প্রিয়বর্গ-নাথ**—শ্রীবাস পণ্ডিতাদি প্রিয় ভক্তগণের প্রভু। **জীব-প্রতি** ইত্যাদি—

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৬
মধ্যখণ্ড কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেনমতে ॥ ৭
গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়ানগর ॥ ৮
ধাইলেন সভে যত আপ্তবর্গ আছে।
কেহো আগে, কেহো মাঝে, কেহো অতি পাছে ॥ ৯
যথাযোগ্য করে প্রভু সভারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর দেখি হৈল সভার উল্লাস ॥ ১০
আগুবাঢ়ি সভে আনিলেন নিজ-ঘরে।
তীর্থ-কথা সভারে কহেন বিশ্বম্ভরে ॥ ১১
প্রভু বোলে "তোমা' সভাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়াভূমি দেখি আইলাঙ নির্ব্বিরোধে ॥" ১২
পরম সুনম্র হই প্রভু কথা কহে।
সভে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয়ে ॥ ১৩
শিরে হাথ দিয়া কেহো 'চিরজীবী' করে।
সর্ব্ব অঙ্গে হাথ দিয়া কেহো মন্ত্র পঢ়ে ॥ ১৪
কেহো বক্ষে হাথ দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
"গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ ॥" ১৫
হইলা আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি ॥ ১৬
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল ॥ ১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইহা হইতেছে জগতের জীবের প্রতি গ্রন্থকারের আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ। "সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ।"

৬। মঙ্গলাচরণের পরে এই পয়ারে মধ্যখণ্ড-লীলা-বর্ণনের সূচনা করা হইয়াছে। **অমৃতের খণ্ড**—ঘনীভূত অমৃত; পরম আস্বাদ্য। **অন্তর-পাষণ্ড**—অন্তর-পাষণ্ডিত্ব, হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শী পাষণ্ডিত্ব—বহির্মুখতা।

৭। **যেন মতে**—যেইরূপে।

৮। **পরিপূর্ণ ধ্বনি** ইত্যাদি—গৌরসুন্দরের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের ধ্বনিতে (কথায়) নদীয়া নগর পরিপূর্ণ হইল, নবদ্বীপের সর্বত্র এই কথা প্রচারিত হইল।

১০। "করে"-স্থলে "কৈলা (করিলা)" এবং "হৈল সভার"-স্থলে "সভে হইলা"-পাঠান্তর।

১১। **আগুবাঢ়ি**—আগাইয়া গিয়া, অগ্রসর হইয়া, নিকটে যাইয়া।

১২। এই পয়ার, আপ্তবর্গের নিকটে প্রভুর দৈন্যোক্তি। "গয়া ভূমি দেখি আইলাঙ"-স্থলে "গয়া দেখি আইলাঙ আমি" এবং "গয়া ভূমি দেখিলাঙ অতি"-পাঠান্তর। **আইলাঙ**—আসিলাম। **নির্ব্বিরোধে**—নির্ঝঞ্ঝাটে, নিরাপদে।

১৩। "হৈলা দেখি প্রভুর"-স্থলে "হইলেন শুনিঞা"-পাঠান্তর।

১৪। **'চিরজীবী' করে**—'চিরজীবী (দীর্ঘায়ুঃ) হও' বলিয়া আশীর্বাদ করেন। **মন্ত্র**—মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবচ্চরণে প্রার্থনাত্মক মন্ত্র।

১৫। **গোবিন্দ শীতলানন্দ**—শীতল (স্নিগ্ধ) আনন্দস্বরূপ গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ)।

১৬। **কতি**—কোথায়।

১৭। **লক্ষ্মী**—শ্রীগৌরচন্দ্রের লক্ষ্মী (কান্তাশক্তি) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

সকল-বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেইক্ষণে কেহোকেহো গেলা॥ ১৮
সভারে করিলা প্রভু বিনয়-সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সভে গেলা নিজ বাস॥ ১৯
বিষ্ণুভক্ত গুটি দুই চারি জন লৈয়া।
রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিয়া॥ ২০
প্রভু বোলে "বন্ধু-সব! শুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিল যথা যথা॥ ২১
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাঙ মঙ্গল বিশেষ॥ ২২
সহস্র সহস্র বিপ্র পঢ়ে বেদধ্বনি।
'দেখদেখ বিষ্ণুপাদোদক তীর্থ-খানি॥' ২৩
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া-আগমন।
সইস্থানে রহি প্রভু ধুইলা চরণ॥ ২৪
যাঁর পাদোদক লাগি গঙ্গার মহত্ত্ব।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব॥ ২৫
সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল 'পাদোদক-তীর্থ' নাম॥" ২৬
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান॥ ২৭
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥ ২৮
ভরিল পুষ্পের বন মহা-প্রেম-জলে।
মহা-শ্বাস ছাড়ি প্রভু 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বোলে॥ ২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯। **বিনয়-সম্ভাষ**—বিনীতভাবে সম্ভাষণ। "বিনয়"-স্থলে "সরস"-পাঠান্তর। সরস সম্ভাষ—মধুর বাক্যে সম্ভাষণ। "নিজ"-স্থলে "স্ব-স্ব"-পাঠান্তর। **সম্ভাষ**—আলাপ, কথাবার্তা।

২০। **গুটি**—অল্পসংখ্যক, অল্প কয়েক জন। "জন"-স্থলে "প্রভু" এবং "সঙ্গে" পাঠান্তর। **রহঃকথা**—মনের গোপনীয় কথা।

২১। **কৃষ্ণের অপূর্ব্ব**—শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমা। **যথাতথা**—যে-খানে সে-খানে, সর্বত্র। পরবর্তী ২২-২৬ পয়ারে এই মহিমার কথা বলা হইয়াছে।

২৪। **প্রভু**—কৃষ্ণ। "সেই স্থানে রহি প্রভু"-স্থলে "এই স্থানে রহি কৃষ্ণ"-পাঠান্তর।

২৫। **যাঁর পাদোদক লাগি**—যাঁহার (যে-কৃষ্ণের) পাদোদক (পদ হইতে নিঃসৃত) বলিয়া। **মহত্ত্ব**—মহিমা, মাহাত্ম্য। "মহত্ত্ব"-স্থলে "মাহাত্ম্য"-পাঠান্তর।

শিরে ধরি শিব ইত্যাদি—শিব গঙ্গাকে স্বীয় শিরে (মস্তকে) ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক-তত্ত্ব জানে (জানিয়াছেন)। অর্থাৎ শিব শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক-তত্ত্ব (চরণ-জলের মহিমা) জানেন বলিয়াই কৃষ্ণ-পাদোদ্ভবা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

২৬। **সেই স্থান**—গয়া। "সেই"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর।

২৭। **অঝরে**—অঝোরে, নিরবচ্ছিন্নভাবে।

২৮। **অসম্বর**—আত্ম-সম্বরণ করিতে অসমর্থ।

২৯। **পুষ্পের বন**—ফুলের বাগান। দুই চারিজন বৈষ্ণবকে লইয়া প্রভু এক ফুলের বাগানে বসিয়াই রহঃকথা বলিতেছিলেন। **মহাপ্রেম-জলে** - প্রচুর পরিমাণ প্রেমাশ্রুতে।

পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্পভরে থরথর ॥ ৩০
শ্রীমান্‌পণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন ॥ ৩১
চতুর্দ্দিগে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসি করিলেন অবতার ॥ ৩২
মনেমনে সভে ভাবেন চমৎকার।
"এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর ॥ ৩৩
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে ॥" ৩৪
বাহ্যদৃষ্টি প্রভুর হইল কথোক্ষণে।
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সভা' সনে ॥ ৩৫
প্রভু কহে "বন্ধু সব! আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বোলোঁ তথা আসিবারে চাহ ॥ ৩৬
তোমা' সভা' সহিত নির্জ্জন এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে ॥ ৩৭
কালি সভে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-ঘরে।
তুমি আর সদাশিব চলিবে সত্বরে ॥" ৩৮
সময় করিয়া সভে করিলা বিদায়।
যথাকার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর-রায় ॥ ৩৯
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে ॥ ৪০
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা-আনন্দিত ॥ ৪১
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি প্রভু করেন ক্রন্দন।
আই দেখে পূর্ণ হয় সকল অঙ্গন ॥ ৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০। **কম্পভরে**—কম্পনামক সাত্ত্বিক ভাবের প্রাবল্যে। "কম্পভরে"-স্থলে "কম্পভাবে"-পাঠান্তর। কম্পভাবে—কম্পনামক সাত্ত্বিক ভাবে।

৩১। **শ্রীমান্ পণ্ডিত**—শ্রীবাস পণ্ডিতের এক সহোদর। যাঁহাদের নিকটে প্রভু মনের গূঢ় কথা বলিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান্ পণ্ডিত ছিলেন একজন।

৩৩। **এমত ইহানে** ইত্যাদি—এই নিমাই পণ্ডিতের এতাদৃশ প্রেমবিকার তো পূর্বে কখনও দেখি নাই!

৩৪। শ্রীমান্ পণ্ডিতাদি নিমাই পণ্ডিতের এইরূপ অদ্ভুত পরিবর্তনের হেতুসম্বন্ধে অনুমান করিতেছেন, এই পয়ারে। **কি বিভব** ইত্যাদি—গয়ার পথে শ্রীকৃষ্ণের কোনও বৈভবই (ঐশ্বর্যই) কিবা ইনি দর্শন করিয়াছেন। "বিভব"-স্থলে "বৈভব"-পাঠান্তর।

৩৬। **কালি যথা বলো** ইত্যাদি—আমি যে-স্থানের কথা বলিব, আগামীকল্য সেই স্থানে তোমাদের সকলের আসা চাই।

৩৮। "চলিবে"-স্থলে "আসিহ"-পাঠান্তর। **সত্বরে**—বিলম্ব না করিয়া।

৩৯। **সময় করিয়া**—শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে কোন্ সময়ে আসিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া। "সময়"-স্থলে "সম্ভাষা"-পাঠান্তর। সম্ভাষা করিয়া—মধুর বাক্য বলিয়া।

৪০। **কৃষ্ণাবেশ**—কৃষ্ণপ্রেমের আবেশ। **বিরক্ত**—সংসার-বিরক্ত; সাংসারিক বিষয়ে অমনোযোগী। **প্রায়**—ন্যায়। **ব্যবহার**—আচরণ।

৪১। **আই**—শচীমাতা। **পুত্রের চরিত**—পুত্র নিমাইর আচরণের মর্ম।

৪২। **আই দেখে** ইত্যাদি—শচীমাতা দেখিলেন, নিমাইর অশ্রুজলে সমস্ত অঙ্গন ভরিয়া

'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বোলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর ॥ ৪৩
কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।
কর-জোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ ॥ ৪৪
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস ॥ ৪৫
'প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।'
শুনি ধ্বনি যায় যথা ভাগবতবৃন্দ ॥ ৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গিয়াছে। এ-স্থলে অশ্রুনামক সাত্ত্বিকভাব সূদ্দীপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পূর্ববর্তী ২৯ এবং ৩২ পয়ারোক্তিতে সূদ্দীপ্ত অশ্রুর পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্রুনামক সাত্ত্বিকভাব সূদ্দীপ্ত হইলে এমন প্রবল বেগে এবং এমন প্রচুর পরিমাণে অশ্রুধারা নির্গত হইতে থাকে যে, সেই অশ্রুধারা নিকটবর্তী কোনও লোকের দেহে পতিত হইলে তাঁহার এইরূপ অবস্থা হয় যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন ডুব দিয়া সবস্ত্রে স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। (সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের লক্ষণ ভূমিকায় ৩০ অনুচ্ছেদে এবং ম. শ্রী. ॥ ১০।৭ ঙ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সাত্ত্বিকভাবসমূহ একমাত্র শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই সূদ্দীপ্ততা লাভ করে না, শ্রীকৃষ্ণবিরহভাবাবিষ্টা শ্রীরাধার মধ্যেই সাত্ত্বিকভাবসমূহ সূদ্দীপ্ত হয় (ম.শ্রী. ॥ ১০।১৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রভুতে যখন অশ্রুনামক সাত্ত্বিকভাবের সূদ্দীপ্ততা দেখা যাইতেছে, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, তিনি রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ এবং শ্রীমান্ পণ্ডিতাদির সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলার সময়ে তিনি শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। "পূর্ণ হয় সকল"-স্থলে "অশ্রুজলে ভরিল"-পাঠান্তর।

৪৩। এই পয়ার প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-ভাবে আবেশের পরিচায়ক।

৪৫। **আপন প্রকাশ**—আত্মপ্রকাশ, স্বীয় স্বরূপতত্ত্বের প্রকাশ। অনন্ত **ব্রহ্মাণ্ডময়**— ইত্যাদি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণপ্রেম স্বতঃই আনন্দস্বরূপ। "রতিরানন্দরূপৈব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥" শ্রীরাধার অখণ্ড প্রেম-ভাণ্ডার প্রভুর চিত্তে বিরাজিত; তাহাতে আনন্দেরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি। প্রভু সেই ভাব যখন প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেই সেই আনন্দের ধারা ছড়াইয়া পড়িল—নির্মল মধ্যাহ্ন গগনে অবস্থিত সূর্যের কিরণ যেমন সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, তদ্রূপ। অবশ্য গ্রহণের যোগ্যতা অনুসারেই তাহা গৃহীত বা অনুভূত হয়।

৪৬। **ধ্বনি**—শব্দ, সংবাদ। প্রভু প্রেম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—এই সংবাদ। **যথা**—যে-স্থানে, প্রভু যে-স্থানে থাকেন, সেই স্থানে। শুনি ধ্বনি ইত্যাদি—প্রভু প্রেম প্রকাশ করিতেছেন, এ-কথা শুনিয়া প্রভু যে-স্থানে প্রেম প্রকাশ করিতেছেন, ভাগবতবৃন্দ (ভক্তগণ) সে-স্থানে যাইতে লাগিলেন। "শুনি"-স্থলে "স্নান" এবং "গান" পাঠান্তর আছে। **স্নান ধ্বনি** ইত্যাদি– প্রভু কৃষ্ণপ্রেম-রসে স্নান করিতেছেন (কৃষ্ণপ্রেম-রসে পরিনিষিক্ত হইতেছেন)—এই সংবাদ পাইয়া ভাগবতবৃন্দ প্রভুর নিকট যাইতে লাগিলেন। গান ধ্বনি যথা ইত্যাদি– প্রভু "কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া যে-গান (কৃষ্ণের আহ্বান) করিতেছেন, তাহার সংবাদ পাইয়া, ইত্যাদি।

যে সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু-দরশনে।
সময় করিলা প্রভু তা' সভার সনে॥ ৪৭
"কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিব নিভৃতে বসিয়া॥" ৪৮
হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্‌পণ্ডিত।
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা-হরষিত॥ ৪৯
যথাকৃত্য করি উষঃকালে সাজি লৈয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া॥ ৫০
এক ঝাড় কুন্দ আছে শ্রীবাসমন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে॥ ৫১
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে॥ ৫২
উষঃকালে উঠিয়া যতেক ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন॥ ৫৩
সভেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণকথারসে।
গদাধর গোপীনাথ রামাঞি শ্রীবাসে॥ ৫৪
হেনই সময়ে আসি শ্রীমান্ পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে তথা হইলা বিদিত॥ ৫৫
সভেই বোলেন "আজি বড় দেখি হাস্য?"
শ্রীমান্ বোলেন "আছে কারণ অবশ্য॥" ৫৬
"কহ দেখি?" বোলে সব ভাগবতগণ।
শ্রীমান্‌পণ্ডিত বোলে "শুনহ কারণ॥ ৫৭
পরম-অদ্ভুত কথা, মহা-অসম্ভব।
নিমাঞিপণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥ ৫৮
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে॥ ৫৯
পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥ ৬০
নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥ ৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৭। **সময় করিলা**—পূর্ববর্তী ৩৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "সময়"-স্থলে "সম্ভাষা"-পাঠান্তর।

৫১। **এক ঝাড় কুন্দ**—কুন্দ ফুলের লতার একটি ঝাড় (ঝোপ)।

শ্রীবাসমন্দিরে—শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে। "ঝাড় কুন্দ"-স্থলে "ঝাড় পুষ্প" এবং "কুন্দ গাছ" পাঠান্তর। **কুন্দরূপে কিবা ইত্যাদি**—কুন্দগাছরূপে কি কল্পতরুই অবতীর্ণ হইয়াছে? ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ঐ কুন্দের ঝাড়ে অফুরন্ত ফুল ফুটিত (পরবর্তী ৫২ পয়ার দ্রষ্টব্য)। "অবতরে"-স্থলে "অবতারে"-পাঠান্তর—অবতীর্ণ হইল।

৫২। **তুলিতে না পারে**—তুলিয়া শেষ করিতে পারে না।

৫৪। "তোলেন"-স্থলে "তুলিলা"-পাঠান্তর। **কৃষ্ণকথারসে**—কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া।

৫৫। **হইলা বিদিত**—সে-স্থানে উপস্থিত সকলের বিদিত (নয়নের গোচরীভূত) হইলেন, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। "হইলা বিদিত"-স্থলে "আসি হৈলা উপনীত"-পাঠান্তর আছে।

৫৬। **আজি বড় দেখি হাস্য**—শ্রীমান্ পণ্ডিত খুব আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতে সে-স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া ভক্তগণ বলিলেন—আজ যে বড় হাসি দেখা যাইতেছে; কারণ কি?

৬০। **পরম বিরক্তরূপ-ইত্যাদি**—যাহা কিছু কথাবার্তা বলেন, তাহাতেই বুঝা যায়, সংসার বিষয়ে তাঁহার পরম বৈরাগ্য। **তিলার্দ্ধেক**—কিঞ্চিন্মাত্রও।

প্রাদপদ্মতীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব প্রূর্ণ হৈল স্থান ॥ ৬২
সর্ব্ব-অঙ্গ মহা-কম্প-পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ !' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত ॥ ৬৩
সর্ব্ব-অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত।
কথোক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হৈলা চমকিত ॥ ৬৪
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা ॥ ৬৫
যে ভক্তি দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে ॥ ৬৬
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
'শুক্লাম্বর-গৃহে কালি মিলিবা সকালে ॥ ৬৭
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা' সভা' স্থানে দুঃখ করিব গোহারি ॥' ৬৮
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা ॥" ৬৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬২। **নয়নের জলে** ইত্যাদি—এ-স্থলে অশ্রুনামক সাত্ত্বিক ভাবের সূদ্দীপ্ততা সূচিত হইতেছে (পূর্ববর্তী ৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৬৩। **মহা-কম্প-পুলকে**—মহাকম্পে ও মহাপুলকে। এ-স্থলেও কম্প এবং পুলক (রোমাঞ্চ) নামক সাত্ত্বিক ভাবদ্বয়ের সূদ্দীপ্ততা সূচিত হইতেছে (পূর্ববর্তী ৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **পড়িলা ভূমিত**—মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

৬৪। **ধাতু**—জীবনীশক্তি, চেতনা। **সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাই**—প্রভুর কোনও অঙ্গেই চেতনার কোনও লক্ষণই ছিল না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা, শ্বাস-প্রশ্বাস, উদর-স্পন্দনাদি কিছুই ছিল না। ইহা হইতেছে প্রলয় নামক সাত্ত্বিকের সূদ্দীপ্ততার পরিচায়ক (পূর্ববর্তী ৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **হৈলা চমকিত** -হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিলেন। "হৈলা চমকিত"-স্থলে "হইলা চকিত" এবং "হইলা সুচকিত" পাঠান্তর।

৬৫। এ-স্থলেও অশ্রু-নামক সাত্ত্বিক ভাবের সূদ্দীপ্ততা। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৬। **যে ভক্তি** ইত্যাদি—যে-প্রেমভক্তির বিকাশরূপ অশ্রু তাঁহার চক্ষুতে দেখিলাম। তাঁহার নয়নে প্রবলবেগে এবং প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত অশ্রুধারা যে-প্রেমভক্তির বিকার, তাহা তাঁহাতে বিরাজিত দেখিয়া **তাহানে মনুষ্যবুদ্ধি** ইত্যাদি—তাঁহার (নিমাই-পণ্ডিতের) সম্বন্ধে আমার (শ্রীমান্ পণ্ডিতের) মনে আর মনুষ্যবুদ্ধি স্থান পাইতেছে না। শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভুর নয়নে অশ্রু-নামক সাত্ত্বিকভাবের সূদ্দীপ্ততা বুঝিতে পারিয়াই স্থির করিয়ছেন—নিমাই-পণ্ডিত মনুষ্য—জীবতত্ত্ব—নহেন। কেননা কোনও জীবের মধ্যেই সাত্ত্বিকভাব সূদ্দীপ্ত হইতে পারে না। "যে ভক্তি"-স্থলে "যে অশ্রু"-পাঠান্তর।

৬৮। "করিব"-স্থলে "কহিব"-পাঠান্তর। **গোহারি**—গোচরীভূত। **করিব গোহারি**—গোচরীভূত করিব, জানাইব। **কহিব গোহারি**—তোমাদের গোচরে (নিকটে) বলিব।

৬৯। **ইথে**—এই বিষয়ে, আনন্দের হাসি-বিষয়ে। শ্রীমান্ পণ্ডিত আনন্দের হাসি হাসিতে

শ্রীমানের বচন শুনিঞা ভক্তগণ।
'হরি' বলি মহা-ধ্বনি করিলা তখন॥ ৭০
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"গোত্র বাঢ়াউক্ কৃষ্ণ আমা' সভাকার॥" ৭১

তথাহি—

"গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্॥ ৩॥" ইতি—

আনন্দে করেন সভে কৃষ্ণ-সঙ্কথন।
উঠিল মধুর কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ ৭২
'তথাস্তু তথাস্তু' বোলে ভাগবতগণ।
'সভেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥' ৭৩
হেনমতে পুষ্প তুলি সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পূজা করিবারে সভে করিলা গমন॥ ৭৪
শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী—তাহান মন্দিরে॥ ৭৫
শুনিঞা এ সব কথা প্রভু গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর॥ ৭৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হাসিতে ফুলবাগানে আসিয়াছিলেন (৫৫ পয়ার); তত্রত্য ভক্তগণ তাঁহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "আছে কারণ অবশ্য (৫৬ পয়ার)।" তাহার পরে তিনি প্রভুর অদ্ভুত কৃষ্ণপ্রেমের কথা বলিয়া সর্বশেষে বলিলেন "অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্বথা"—"আমি যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমার আনন্দের হাসি হাসিবার হেতু সর্বতোভাবেই বিরাজমান।" অথবা, তোমাদিগকে তাঁহার দুঃখ জানাইবার হেতু অবশ্যই আছে।

৭১। **গোত্র**—গোষ্ঠী। **গোত্র বাঢ়াউক্** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদের (বৈষ্ণবদের) গোষ্ঠী (সংখ্যা) বৃদ্ধি করুন। শ্রীবাস পণ্ডিত নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নিমাই-পণ্ডিত যখন বৈষ্ণব হইয়াছেন, তখন বৈষ্ণবের সংখ্যা বহুল পরিমাণেই বর্ধিত হইবে এবং তিনি তদুদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণচরণেও প্রার্থনা জানাইলেন।

শ্লোক॥ ৩॥ অন্বয়: সহজ।

অনুবাদ। আমাদের গোত্র (গোষ্ঠী) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক॥ ২।১।৩॥

৭২। **কৃষ্ণ-সঙ্কথন**—কৃষ্ণকথার আলাপন। **কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন**—কৃষ্ণকথার শ্রবণ ও কীর্তন। কেহ কৃষ্ণকথা বলেন (কীর্তন করেন), কেহ তাহা শুনেন (শ্রবণ করেন)। "কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্তন"-স্থলে পাঠান্তর—"মঙ্গলধ্বনি পরমমোহন"।—পরম মনোহর মঙ্গল-ধ্বনি (মঙ্গলময় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গের শব্দ)।

৭৩। পূর্ববর্তী ৭১-পয়ারের সহিত এই পয়ায়ের সম্বন্ধ। **তথাস্তু**—তাহাই হউক; "কৃষ্ণ আমাদের গোত্রবৃদ্ধি করুন"—এই বাক্য সত্য হউক। কিরূপে? তাহা বলা হইয়াছে,—**"সভেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ"**—সকলেই শ্রীকৃষ্ণভজন করুক, তাহা হইলেই বৈষ্ণবদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

৭৫। **তাহান মন্দিরে**—শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে। গঙ্গার তীরে তাঁহার গৃহ।

৭৬। **প্রভু গদাধর**—গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

"কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।"
থাকিলেন শুক্লাম্বরগৃহে লুকাইয়া ॥ ৭৭
সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর ॥ ৭৮
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা যথা বৈষ্ণবসমাজ ॥ ৭৯
পরম-আদরে সভে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টির প্রকাশ ॥ ৮০
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পড়িতে লাগিল শ্লোক—ভক্তির লক্ষণ ॥ ৮১
"পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা?"
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা ॥ ৮২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৭। **কি আখ্যান কৃষ্ণের** ইত্যাদি—নিমাই পণ্ডিত শুক্লাম্বরের গৃহে কি-সকল-কৃষ্ণকথা বলেন, তাহা শুনিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শুক্লাম্বরের গৃহে গিয়া গৃহের মধ্যে একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

৭৮। **মিলিলা**—শুক্লাম্বরের গৃহে একত্রিত হইলেন। "যত"-স্থলে "আসি"-পাঠান্তর। **প্রেম-অনুচর**—প্রভুর প্রেমী ভক্তপার্ষদ।

৭৯। "মিলিলা"-স্থলে "বসিলা"-পাঠান্তর। **যথা**—যে-স্থানে, শুক্লাম্বরের গৃহে। **বৈষ্ণব-সমাজ**—বৈষ্ণবগণ।

৮০। "আদরে"-স্থলে "আনন্দে"-পাঠান্তর। **করেন সম্ভাষ**—প্রভুকে সম্ভাষা করিলেন। কিন্তু **প্রভুর নাহিক** ইত্যাদি—প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি ছিল না, তিনি ভাবাবেশেই নিমগ্ন ছিলেন; তিনি ভক্তদের সম্ভাষার উত্তরে কোনও কথা বলিলেন না।

৮১। **দেখিলেন মাত্র** ইত্যাদি—প্রভু ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র; কিন্তু তাঁহারা কে-কে, তাহা জানিতে পারিলেন না। **পড়িতে লাগিলা শ্লোক**—নিজের ভাবাবেশে প্রভু শ্লোক পড়িতে লাগিলেন।

শ্লোক—পরবর্তী পয়ারোক্ত "পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা"—এই বাক্য।

ভক্তির লক্ষণ—প্রভুর চিত্তে তৎকালে যে-প্রেমভক্তির উদয় হইয়াছিল, প্রভুর পঠিত শ্লোকে তাহারই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কালে যেই রূপ ধারণ করে, সেই রূপাত্মক প্রেমই—বিপ্রলম্ভ-ভাবই—তখন প্রভুর চিত্তে বিরাজিত ছিল। পরবর্তী পয়ারের প্রথমার্ধ হইতেই তাহা জানা যায়।

৮২। "মোর"-স্থলে "মুঞি"-পাঠান্তর। মুঞি—আমি। **স্তম্ভ**—গৃহের একটি খুঁটি। প্রভু ঘরের যে খুঁটিটির নিকটে বসিয়াছিলেন, সেই খুঁটিটি। **কোলে করিয়া পড়িলা**—খুঁটিটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কৃষ্ণ-বিরহের গাঢ়ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু বোধ হয় ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই বোধ হয় খুঁটিটিকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ধৈর্য্য ফিরিয়া আসিল না, তিনি খুঁটিটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াই ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
"কোথা কৃষ্ণ ?" বলি পড়িলেন মুক্তকেশে ॥ ৮৩
প্রভু পড়িলেন মাত্র "হা কৃষ্ণ !" বলিয়া।
ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া ॥ ৮৪
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেলা গদাধর।
কেবা কোন্ দিগে পড়ে নাহি পরাপর ॥ ৮৫
সভেই হইলা প্রেম-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
হাসেন জাহ্নবী-দেবী দেখিয়া বিস্মিত ॥ ৮৬
কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥ ৮৭
"কৃষ্ণ রে প্রভু রে ! মোর কোন্ দিগে গেলা ?"
এত বলি প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা ॥ ৮৮
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি কান্দে ভাগবতগণ ॥ ৮৯
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেম-রঙ্গে ॥ ৯০
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন ॥ ৯১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৩। **মুক্তকেশে**—মুক্তকেশ হইয়া। তখন প্রভুর মস্তকের লম্বাচুলগুলির বন্ধন খসিয়া গেল, চুলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

৮৪। ভক্তগণও প্রেমাবিষ্ট হইয়া মাটীতে ঢলিয়া পড়িলেন।

৮৫। **পরাপর**—পর+অপর। **পর**—অন্য, নিজ হইতে অন্য। অপর—যাহা পর (অন্য) নহে, আপন। **নাহি পরাপর**—আপন-পর ভেদজ্ঞান ছিল না। নিজে অপর কাহারও গায়ের উপর পড়িতেছেন কিনা, এইরূপ বিচার-বুদ্ধিও তখন ভক্তদের মধ্যে ছিল না। প্রেমাবেশে তাঁহারা হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৮৬। **জাহ্নবী-দেবী**—গঙ্গাদেবী। **হাসেন জাহ্নবী-দেবী** ইত্যাদি—ভক্তদের প্রেমমূর্চ্ছা দেখিয়া গঙ্গাদেবী বিস্মিত হইলেন এবং প্রভুর আর্তি এবং প্রেমমূর্চ্ছা দেখিয়া এবং প্রভুর অদ্ভুত প্রেমের প্রভাবেই ভক্তদের এইরূপ অবস্থা জন্মিয়াছে বুঝিয়া, গঙ্গাদেবী পরমানন্দে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার পরমানন্দের হেতু হইতেছে এই। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া যমুনাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, কিন্তু যমুনার মত সৌভাগ্য তখন গঙ্গার হয় নাই। গঙ্গাদেবী বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই এবার নবদ্বীপে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দ্বাপরে তিনি যেভাবে যমুনাতে বিহার করিয়াছেন, এবার তিনি সেই ভাবেই গঙ্গায়ও বিহার করিবেন ভাবিয়াই গঙ্গাদেবীর পরমানন্দ।

৯০। **সমুচ্চয়**—সংখ্যা, সমূহ। **আছাড়ের সমুচ্চয়** ইত্যাদি—প্রভু যে কতবার আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছেন, তাহা প্রভু জানেন না। আছাড়ে যে অঙ্গে আঘাত লাগে, সেই আঘাতের এবং আঘাত-জনিত দুঃখের অনুভূতিও তাঁহার ছিল না। তিনি নিজের প্রেমাবেশেই বিভোর, আত্মস্মৃতিহারা। এজন্য তিনি এ-সমস্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই।

৯১। **কৃষ্ণের ক্রন্দন**—কৃষ্ণের জন্য, কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য, ক্রন্দন। **পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন**—

স্থির হৈয়া ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দধারা বহে নিরন্তর ॥ ৯২
প্রভু বোলে "কোন্ জন গৃহের ভিতর ?"
ব্রহ্মচারী বোলেন "তোমার গদাধর ॥" ৯৩
হেট-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষ প্রভু বোলে বিশ্বম্ভর ॥ ৯৪
প্রভু বোলে "গদাধর ! তোমার সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়-মতি ॥ ৯৫
আমার সে-হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে।
পাইলুঁ অমূল্য নিধি গেল দিন-দোষে ॥ ৯৬
এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্ব-সেব্য কলেবর ॥ ৯৭
পুনঃপুন হয় বাহ্য, পুনঃপুন পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে ॥ ৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরমানন্দময় কৃষ্ণবিষয়ক ক্রন্দন। কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপতঃই আনন্দ-স্বরূপ (২।১।৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই আনন্দ-স্বরূপ প্রেম চিত্তে বিরাজিত বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণবিরহে ভক্তের ক্রন্দন ; সুতরাং কৃষ্ণবিরহ-জনিত ক্রন্দনও পরমানন্দময়। "বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত। চৈ. চ. ২।২।৪৪ ॥" "ক্রন্দন"-স্থলে "কীর্ত্তন"-পাঠান্তর। ভক্তগণ কৃষ্ণকীর্তন করিতে লাগিলেন ; সেই কীর্তনও পরমানন্দময়। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদিই কীর্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদিও চিদানন্দ ॥ "কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ ॥ চৈ. চ. ২।১৭।১৩০ ॥"

৯২। "বসিলা"-স্থলে "রহিলা"-পাঠান্তর। **আনন্দধারা**—আনন্দের স্রোত—প্রেমাশ্রুরূপে।

৯৩। গৃহের ভিতরে লুক্কায়িত থাকিয়া গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীও কাঁদিতেছিলেন। সেই ক্রন্দন শুনিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ জন গৃহের ভিতর"। **ব্রহ্মচারী**—শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। **তোমার গদাধর**—গদাধর পণ্ডিত প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন বলিয়াই "তোমায় গদাধর" বলা হইয়াছে।

৯৬। এই পয়ার হইতেছে ভক্তভাবময় প্রভুর ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যোক্তি। ভক্তির স্বরূপগত স্বভাবই এই যে, যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, ভক্তি তাঁহার চিত্তে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে হেয়তা-জ্ঞান জন্মায়। 'ভক্ত "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হেয় করি মানে ॥ চৈ. চ. ২।২৩।১৪ ॥", "প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সে-ই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম-গন্ধ ॥ চৈ. চ. ৩।২০।২৩ ॥" অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধাও বলিয়াছেন, "দূরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ, সেহো মোর নাহি কৃষ্ণ-পায় ॥ চৈ. চ. ২।২।৪০ ॥" "সে হেন" স্থলে "এ হেন" পাঠান্তর। অর্থ—ভজনোপ-যোগী এই মনুষ্য-জন্ম। **বৃথা-রসে**—অনিত্য সংসার-সুখের অনুসন্ধানে। **অমূল্য নিধি**—শ্রীকৃষ্ণ **দিন-দোষে**—দৈব-দোষে, দুর্ভাগ্যবশতঃ। "দিন" স্থলে "দৈব"-পাঠান্তর। **দৈব**—পূর্বজন্মার্জিত কর্ম।

৯৭। **সর্ব্বসেব্য-কলেবর**—সকলের সেবনীয় বা উপাস্য শ্রীবিগ্রহ। "লোটায় সর্ব্বসেব্য"-স্থলে "ধূসর হয় সেব্য"-পাঠান্তর।

৯৮। **দৈবে রক্ষা পায় ইত্যাদি**—পুনঃ পুনঃ আছাড় খাইয়া ভূমিতে পতন সত্ত্বেও দৈব-বশতঃই নাক-মুখ রক্ষা পায়, নাকে ও মুখে ক্ষত হয় না।

মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেমজলে।
সবে মাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শ্রীবদনে বোলে ॥ ৯৯
ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
"কৃষ্ণ কোথা ? বন্ধুসব ! বোলহ সত্বর ॥" ১০০
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ।
কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন ॥ ১০১
প্রভু বোলে "মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ' মোরে নন্দগোপের নন্দন ॥" ১০২
এত বলি শ্বাস ছাড়ে, পুনঃপুন কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহো নাহি বান্ধে ॥ ১০৩
এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণ-প্রায়।
কথঞ্চিত সভা'-প্রতি হইলা বিদায় ॥ ১০৪
গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান্ পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর-আদি সভে হইলা বিস্মিত ॥ ১০৫
যে যে দেখিলেন প্রেম, সভেই অবাক্য।
অপূর্ব্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য ॥ ১০৬
বৈষ্ণবসমাজে সভে আইলা হরিষে।
আনুপূর্ব্বি কহিলেন অশেষ-বিশেষে ॥ ১০৭
শুনিঞা সকল মহাভাগবতগণ।
'হরি হরি' বলি সভে করেন ক্রন্দন ॥ ১০৮
শুনিঞা অপূর্ব্ব প্রেম সভেই বিস্মিত।
কেহো বোলে "ঈশ্বর বা হইলা বিদিত ॥" ১০৯
কেহো বোলে 'নিমাঞিপণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে ॥" ১১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৯। **মেলিতে**—খুলিতে। **দুই চক্ষু ইত্যাদি**—দুটি চক্ষু হইতেই এত অধিক প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে যে, প্রভু চক্ষু মেলিতে (খুলিতে) পারিতেছেন না। "দুই"-স্থলে "পূর্ণ-" পাঠান্তর।

১০০। "কৃষ্ণ কোথা ?"-ইত্যাদি পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাই সব! বোল নিরন্তর ॥"

১০৩। "ছাড়ে"-স্থলে "ছাড়ি"-পাঠান্তর।

১০৪। **কথঞ্চিত**—কোনও রকমে।

১০৭। "বৈষ্ণব সমাজে সভে আইলা"-স্থলে "বৈষ্ণব সমাজ তবে হইলা" পাঠান্তর। **আনুপূর্ব্বি**—আনুপূর্বিক, পূর্বাপর সমস্ত বিবরণ। "আনুপূর্বি"-স্থলে "সানুপূর্বে" পাঠান্তর। অর্থ একই। **কহিলেন**—শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে যে-সকল ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অন্যান্য ভক্তদের নিকট তাঁহাদের দৃষ্ট প্রভুর আচরণাদির কথা বলিলেন। **অশেষ-বিশেষ**—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

১০৯। "শুনিঞা"-স্থলে "দেখিয়া"-পাঠান্তর। **সভেই বিস্মিত**—যে নিমাই-পণ্ডিতের বিদ্যৌদ্ধত্য ও চাঞ্চল্যে সমস্ত নবদ্বীপবাসী অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই নিমাই-পণ্ডিতের মধ্যে অপূর্ব প্রেমবিকার দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। **ঈশ্বর বা** ইত্যাদি—তবে কি নিমাই-পণ্ডিতরূপে ভগবান্ নিজেই আত্মপ্রকাশ করিলেন? এমন অদ্ভুত প্রেমবিকার তো মনুষ্যের মধ্যে সম্ভব নয়?

১১০। **ভাল হৈলে**—ভক্ত হইলে। **হেলে**—অবহেলায়, অনায়াসে।

কেহো বোলে "হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাঞি জানিহ অবশ্য॥" ১১১
কেহো বোলে "ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণপ্রকাশ গয়াতে॥" ১১২
এইমত আনন্দে সকল ভক্তগণ।
নানা-জন নানা মতে করেন কথন॥ ১১৩
সভে মিলি করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ।
"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥" ১১৪
আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্ত্তন।
কেহো গায় কেহো নাচে করয়ে ক্রন্দন॥ ১১৫
হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন স্ব-বাসে॥ ১১৬
কথঞ্চিত বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর॥ ১১৭
গুরুর করিলা প্রভু চরণ-বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন॥ ১১৮
গুরু বোলে "ধন্য বাপ! তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলে মোচন॥ ১১৯
তোমার পঢ়ুয়া সব তোমার অবধি।
পুঁথি কেহো নাহি মিলে ব্রহ্মা বোলে যদি॥ ১২০
এখনে আইলা তুমি সভার প্রকাশ।
কালি হৈতে পঢ়াইবা, আজি যাহ বাস॥" ১২১
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে পঢ়ুয়া-বেষ্টিত শশধর॥ ১২২
আইলেন শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে॥ ১২৩
গোষ্ঠী-সহ মুকুন্দসঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ, তাহার নাহি অন্ত॥ ১২৪
পুরুষোত্তমসঞ্জয়েরে প্রভু কৈলা কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে॥ ১২৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১১। **হইবেক কৃষ্ণের রহস্য** ইত্যাদি—ইহা তোমরা নিশ্চিতভাবে জানিবে, কোনওরূপ সন্দেহ পোষণ করিবে না যে, নিমাই-পণ্ডিতের এতাদৃশী অবস্থার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, অথবা এই নিমাই-পণ্ডিতের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময়ী লীলা জগতে প্রকাশ পাইবে। "জানিহ"-স্থলে "আছে জানিবা"-পাঠান্তর।

১১২। **কৃষ্ণপ্রকাশ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ (বা রূপ)।

১১৫। "করয়ে"-স্থলে "করিয়া"-পাঠান্তর।

১১৬। **ঠাকুর**—গৌরচন্দ্র। **স্ব-বাসে**—নিজের গৃহে। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহ হইতে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসার পরেও প্রভু প্রেমাবিষ্ট ছিলেন। "স্ব-বাসে"-স্থলে "নিজ রসে" এবং "ভাবা-বেশে"-পাঠান্তর।

১২০। **তোমার অবধি**—তোমার অপেক্ষায় অথবা তোমার গয়া-গমনের সময় হইতে এখন পর্যন্ত। অথবা, "তোমার অবধি—তোমার সীমাভুক্ত অর্থাৎ তোমারই বাধ্য। অ. প্র.।" **ব্রহ্মা বোলে যদি**—ব্রহ্মার আদেশেও। **মিলে**—মেলে, খোলে।

১২১। **সভার প্রকাশ**—সকলের চিত্তে আনন্দের প্রকাশ, সকলেরই আনন্দ। **যাহ বাস**—বাসস্থানে (ঘরে) যাও।

১২৫। **পুরুষোত্তম সঞ্জয়**—মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র, প্রভুর শিষ্য (ছাত্র)।

জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন ॥ ১২৬
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি সভাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে ॥ ১২৭
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুগৃহের দুয়ারে।
প্রীত করি বিদায় দিলেন সভাকারে ॥ ১২৮
যেই জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহো না পারে বুঝিতে ॥ ১২৯
পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৩০
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা-বিষ্ণু পূজে ॥ ১৩১
"স্বামী নিলা কৃষ্ণ! মোর নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ ১৩২
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ' বর।
সুস্থ-চিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর ॥" ১৩৩
লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্রসমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চা'য় ॥ ১৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৬। **জয়কার**—জোকার, হুলুধ্বনি।

১২৯। "বুঝিতে"-স্থলে "লখিতে" এবং "কহিতে" পাঠান্তর। প্রভুর পূর্ব আচরণের কথা স্মরণ করিয়া বর্তমান আচরণের রহস্য বা হেতু কেহই বুঝিতে পারিলেন না; প্রভুর এই অবস্থা কেন হইল, তাহাও কেহ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, কেহ তাহা বলিতেও পারিলেন না। পরবর্তী ১৩০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৩১। শুদ্ধবাৎসল্যময়ী শচীমাতা তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুত্র নিমাইর পরম-বিরক্ত-ভাব (সাংসারিক ব্যাপারে পরম-ঔদাসীন্য) দেখিয়া চিন্তিত হইলেন,—নিমাইও না জানি বিশ্বরূপের ন্যায় সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন। গাঢ় বাৎসল্যের প্রভাবে তিনি মনে করিতে লাগিলেন—নিমাই যদি ঘরে থাকিয়া অন্যান্য দশজনের মতন সংসার-সুখ ভোগ করেন, তাহা হইলেই নিমাইর মঙ্গল। গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে নিমাইর কত কষ্ট হইবে, তাহা তো নিমাইর পক্ষে অমঙ্গল হইবে। "গঙ্গা-বিষ্ণু"-স্থলে "গঙ্গা-কৃষ্ণ"-পাঠান্তর। কৃষ্ণের পূজা করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে যাহা নিবেদন করিয়াছেন, পরবর্তী ১৩২-৩৩ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

১৩২। "নিলা"-স্থলে "নিলা সব"-পাঠান্তর। **পুত্রগণ**—সন্তানগণ। এ-স্থলে "পুত্রগণ"-শব্দের যথাশ্রুত অর্থের সঙ্গতি নাই; কেননা, আট কন্যার পরলোক-গমনের পরে শচীমাতার মাত্র দুই জন পুত্রই জন্মিয়াছিলেন—বিশ্বরূপ এবং নিমাই। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং একজনমাত্র পুত্রকেই শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে নিয়া গিয়াছেন, আর নিয়াছেন আট কন্যাকে। সুতরাং এ-স্থলে "পুত্রগণ"-শব্দে "সন্তানগণই" অভিপ্রেত। সকলে—সবেমাত্র। "সকলে আছয়ে"-স্থলে "সকলে দিয়াছ" পাঠান্তর। মাত্র এক জনকেই আমার নিকটে থাকিতে দিয়াছ।

১৩৪। **লক্ষ্মীরে**—পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে। গাঢ় বাৎসল্যের আবেশে শচীমাতা মনে করিলেন, পুত্রবধূকে দেখিলে তাঁহার প্রাণপুত্র নিমাইর সংসার-বিষয়ে ঔদাসীন্য ঘুচিয়া যাইতে পারে;

নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
"কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বোলে অনুক্ষণ॥ ১৩৫
কখনো কখনো যে বা হুঙ্কার করয়ে।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে॥ ১৩৬
রাত্র্যে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে॥ ১৩৭
ভিন্ন জন দেখিলে করেন সম্বরণ।
উষঃকালে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন॥ ১৩৮
আইলেন মাত্র প্রভু করি গঙ্গাস্নান।
পঢ়ুয়ার বর্গ আসি হৈলা উপস্থান॥ ১৩৯
'কৃষ্ণ' বিনু ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পঢ়ুয়া সকল ইহা কিছুই না জানে॥ ১৪০
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পঢ়াইতে।
পঢ়ুয়া-সভার স্থানে প্রকাশ করিতে॥ ১৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাই তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া তাঁহার পুত্রের নিকট বসাইলেন; কিন্তু প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। প্রভুর চিত্ত ভরপুর হইয়া রহিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায়; সেই চিত্তে অন্য কোনও বিষয়ের প্রবেশের স্থান কোথায়? বিষ্ণুপ্রিয়া যে তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন, কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে প্রভু তাহাও জানিতে পারেন নাই।

১৩৬। **হুঙ্কার**—কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত আর্তিতে হুংকার। **ডরে**—ভয়ে। "শচী পায় ভয়ে"-স্থলে "ধরে শচী-পা'য়ে"-পাঠান্তর—প্রভুর হুংকার শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করেন এবং শচীমাতার চরণ ধারণ করেন। শচীমাতার চরণ-ধারণের ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে—"মা, মা, এ কি হইল মা! উনি কেন এমন করিতেছেন মা!"

১৩৭। **কৃষ্ণরসে**—কৃষ্ণপ্রেমাবেশে। "নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে"-স্থলে "নাহিক প্রভুর প্রেমাবেশে"-পাঠান্তর। **বিরহে**—শ্রীকৃষ্ণবিরহে। **স্বাস্থ্য**—সোয়াস্তি, শান্তি। **উঠে পড়ে বৈসে**—কখনও বসিয়া থাকেন, কখনও উঠিয়া দাঁড়ায়েন, কখনও বা ভূমিতে পড়িয়া যায়েন। শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহের ভাবে আবেশবশতঃই প্রভুর এই অবস্থা।

১৩৮। **ভিন্ন জন**—অপর কোনও বহির্মুখ লোককে। **সম্বরণ**—প্রেমবিকারের সংবরণ (গোপন)। সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণবিরহ-জনিত অস্থিরতায় কাটাইয়া উষাকালে একটু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে প্রভু গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। "করিলা"-স্থলে "করয়ে"-পাঠান্তর। করয়ে—করেন। বর্তমান-কালবাচক "করয়ে"-ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জনা এই যে—গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রতি দিনই প্রেমাবেশ-জনিত অস্থিরতায় প্রভু নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করিয়া উষাকালে কিঞ্চিৎ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইতেন এবং তখন গঙ্গাস্নানে যাইতেন।

১৩৯। **উপস্থান**—উপনীত। উপস্থিত।

১৪০। **পঢ়ুয়া সকল** ইত্যাদি—প্রভুর প্রেমাবেশের কথা পঢ়ুয়াগণ কিছুই জানিতেন না।

১৪১। **অনুরোধে**—পূর্ববর্তী ১২১ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভুর অধ্যাপক-গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"কালি হৈতে পঢ়াইবা, আজি যাহ বাস।" প্রভুর গুরুর এই অনুরোধে বা আদেশে। অথবা ছাত্রদের অনুরোধে। **পঢ়ুয়া সভার স্থানে** ইত্যাদি—কৃষ্ণপ্রেমাবেশে প্রভুর

'হরি' বলি পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৪২
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিঞা হরিধ্বনি।
শুভদৃষ্টি সভারে করিলা দ্বিজমণি ॥ ১৪৩
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম ॥ ১৪৪
প্রভু বোলে "সর্ব্ব কাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বোলয়ে আন ॥ ১৪৫
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ ১৪৬
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য-কথনে ॥ ১৪৭
আগম বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥ ১৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মনের তখন যেই অবস্থা, তাহাতে তাঁহার শিষ্যদের নিকটে ব্যাকরণের সূত্রাদির পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাখ্যাদি তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তথাপি তাঁহার অধ্যাপক গুরুর আদেশে এবং শিষ্যদের অনুরোধে বা আগ্রহাতিশয্যে প্রভু শিষ্যদিগকে পড়াইতে বসিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাখ্যাদি করার জন্য বসিলেন না; তিনি বসিলেন—তাঁহার শিষ্যদের নিকটে প্রকাশ করিতে—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অত্যাবশ্যকতা প্রকাশ (ব্যক্ত) করার নিমিত্ত, অথবা (বা এবং) আত্মপ্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রভু শিষ্যদের পড়াইতে বসিলেন।

১৪২। **'হরি' বলি**—প্রভুর প্রভাবে তাঁহার শিষ্যদের মুখেও 'হরি'-নাম স্ফুরিত হইল এবং তাঁহারা 'হরিনাম' উচ্চারণ করিতে করিতেই পুঁথি খুলিলেন। **শুনিঞা আনন্দ**—শিষ্যদের মুখে 'হরিনাম' শুনিয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল।

১৪৪। **আবিষ্ট হইয়া**—কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া। **সূত্রবৃত্তি টীকা**—১।৬।৫৫-৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সকলে হরিনাম**—সূত্র, বৃত্তি, বা টীকা যাহা কিছু প্রভু ব্যাখ্যা করেন, সর্বত্রই "হরিনামেই" সূত্র-বৃত্তি-টীকার তাৎপর্য প্রদর্শন করেন।

১৪৫। **সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম**—নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার অভিন্নস্বরূপ "কৃষ্ণনামও" সর্বকালে সত্য—ত্রিকালসত্য। **কৃষ্ণ বই**—কৃষ্ণব্যতীত। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে "না বোলয়ে আন"-স্থলে "বা বোলয়ে আন"-পাঠ আছে। মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ "না"-স্থলে "বা" মুদ্রিত হইয়াছে মনে করিয়া আমরা "না"-পাঠই দিলাম।

১৪৭। **অকথ্য-কথনে** যাহা বলার যোগ্য নয়, তাহা বলাতে। "অকথ্য-কথনে"-স্থলে "অসত্য বচনে" এবং "অসত্য বল্গনে"-পাঠান্তর আছে। বল্গন—কথন।

১৪৮। **আগম**—"আগমঃ ॥ (পুং) শাস্ত্রমাত্রম্। ইতি মেদিনীকর-হেমচন্দ্রৌ ॥ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ॥"; "আগমম্। (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রম্। অস্যার্থঃ। আগতং পঞ্চবক্ত্রাৎ তু গতঞ্চ গিরিজাননে। মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতি॥ ইতি তন্ত্রশাস্ত্রম্॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" ক্লীবলিঙ্গ 'আগম-শব্দে' পঞ্চানন-শিবকথিত শিবাগমকে বুঝায়। শিবাগম হইতেছে তন্ত্রশাস্ত্র। "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ২।২।৩৭-ব্রহ্মসূত্রে" ব্যাসদেব এই মতের বেদবহির্ভূততার কথা বলিয়া গিয়াছেন (মত্রী ॥ ১৫।৮খ

মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥ ১৪৯
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন।
সেবকবৎসল নন্দগোপের নন্দন॥ ১৫০
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥ ১৫১
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥ ১৫২
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায়॥ ১৫৩
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে॥ ১৫৪
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি' মরে॥ ১৫৫
পড়িয়াশুনিঞা লোক গেল ছারখারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥ ১৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(৯) অনুচ্ছেদে পাশুপত বা শৈবদর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা, ৮৪৩-৪৯ পৃষ্ঠায়, দ্রষ্টব্য)। পুংলিঙ্গ "আগম" শব্দ হইতে ক্লীবলিঙ্গ "আগম"-শব্দের তাৎপর্য্যগত পার্থক্য আছে বলিয়া এবং ক্লীবলিঙ্গ "আগম"-শব্দে বেদবহির্ভূত শাস্ত্রবিশেষকে বুঝায় বলিয়া পুংলিঙ্গ "আগম"-শব্দে যে বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। "মন্ত্রবিধি শাস্ত্র, বৃহদ্ গৌতমীয়, ক্রমদীপিকা এবং নারদপঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্র" হইতেছে বেদানুগত আগম (-গৌ. বৈ. অ.)। গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই পয়ারে যে "আগম" বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে বেদানুগত আগম-শাস্ত্র; যে-হেতু, তিনি বলিয়াছেন—তাঁহার কথিত আগম ও "কৃষ্ণপদে ভক্তিধন"-এর কথাই বলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপাস্যত্বের **কথাই** বলেন; শিবাগম কিন্তু তাহা বলেন না। **বেদান্ত আদি যত দরশন**—বেদান্ত-দর্শনাদি যত **আস্তিক** এবং সেশ্বর দর্শন-শাস্ত্র আছে, তৎসমস্তই কৃষ্ণভক্তির কথাই উপদেশ করেন। (মশ্রী॥ ১৫।৮ **খ (৯)** অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১৪৯। **মুগ্ধ সব** ইত্যাদি—অন্বয়। কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ অধ্যাপক-সব। **ছাড়িয়া ইত্যাদি**—কৃষ্ণভক্তির পথ ব্যাখ্যা না করিয়া অন্যপথে (ভক্তির প্রতিকূল পথে) যাইয়া থাকে।

১৫১। **রতি**—প্রীতি। **মতি**—মনের গতি। "রতি"-স্থলে "দৃঢ়"-পাঠান্তর। দৃঢ় মতি—অবিচলা মনের গতি।

১৫৫। **বহি**—বহন করিয়া। **মরে**—ভার বহনের কষ্টই ভোগ করে। **গর্দ্দভের প্রায় ইত্যাদি**—গর্দভ চন্দনের বোঝা বহন করে, কিন্তু সুগন্ধ আস্বাদন করিতে পারে না, কেবল ভারবহনের কষ্টই ভোগ করে। তদ্রূপ যাঁহারা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, অথচ শাস্ত্রের মর্ম অবগত নহেন, তাঁহারাও কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কষ্টমাত্রই ভোগ করেন, শাস্ত্রের মর্মোপলব্ধিজনিত পরমানন্দ উপভোগের সৌভাগ্য তাঁহাদের হয় না।

১৫৬। এই পয়ারে পূর্ববর্তী ১৫৪-৫৫ পয়ারোক্ত অধ্যাপকদের এবং তাঁহাদের ছাত্রদের কথা বলা হইয়াছে। **পড়িয়া-শুনিঞা**—অধ্যাপকগণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং তাঁহাদের ছাত্রগণ তাঁহাদের নিকটে তাঁহাদের কথিত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া। **উৎসব**—আনন্দময় ব্যাপার।

পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান ॥ ১৫৭

অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন ॥ ১৫৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মহোৎসব—মহা + উৎসব ; অধিকতর আনন্দময় ব্যাপার। **মহামহোৎসব**—পরমানন্দময় ব্যাপার। **কৃষ্ণমহামহোৎসব**—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী পরমানন্দময় ব্যাপার, কৃষ্ণকথাদির অপরিসীম আনন্দ। **কৃষ্ণ মহা-মহোৎসবে বঞ্চিল** তাহারে—কৃষ্ণসম্বন্ধী পরমানন্দময় ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে (উল্লিখিত অধ্যাপকাদিকে) অপরিসীম আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিলেন ; কৃষ্ণকথাদির অপরিসীম আনন্দের উপভোগ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। "মহামহোৎসবে বঞ্চিল"-স্থলে "মহামহোৎসব বঞ্চিত"-পাঠান্তর আছে। তাৎপর্য একই।

১৫৭। **পূতনারে** ইত্যাদি—বালঘাতিনী বকী পূতনা দিব্য রমণীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবিনাশের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্তনে তীব্র কালকূট বিষ লেপন করিয়া সেই স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক স্তন্যাকর্ষণে পূতনার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এতাদৃশী পূতনাকেও পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ ধাত্রীগতি দান করিয়াছিলেন, আনুষঙ্গিকভাবে তাহার মুক্তিলাভও হইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী করুণার কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে পরম-ভাগবত উদ্ধব বলিয়াছেন—"অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ভা. ৩।২।২৩॥ —অহো! প্রাণ-হননের উদ্দেশ্যে অসাধ্বী বকী (পূতনা) যাঁহাকে স্বীয় স্তনস্থিত কালকূট পান করাইয়াও ধাত্র্যুচিতা গতি লাভ করিয়াছিল, সেই দয়ালু শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহার শরণ গ্রহণ করিব?" **মুক্তিদান**—ধাত্রীগতির আনুষঙ্গিকভাবে মুক্তিদান। **অন্যধ্যান**-শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কাহারও ধ্যান—স্মরণ-মনন। "অন্যধ্যান"-স্থলে "অন্যকাম"-পাঠান্তর আছে। অন্যকাম—শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবাব্যতীত অন্য বস্তুর বাসনা॥

১৫৮। **অঘাসুর হেন পাপী** ইত্যাদি—পূতনার সহোদর কংস-চর অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে এক বিরাটকায় অজগরের রূপ ধারণ করিয়া মুখ-ব্যাদন করিয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপরের ওষ্ঠ আকাশের অতি ঊর্ধ্ব স্থানে এবং বিরাট জিহ্বা ভূমিতে লম্বমান। কৃষ্ণের সখা গোপশিশুগণ অজগরাকৃতি অঘাসুরকে পর্বতেরই এক শোভাময় অংশ মনে করিয়া বৎসগণকে অগ্রবর্তী করিয়া অঘাসুরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া অঘাসুরের কণ্ঠদেশ পর্যন্ত গেলেন, তখন লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের দেহ এমনভাবে বর্ধিত হইল যে, অঘাসুরের কণ্ঠনালি সম্যক্‌রূপে রুদ্ধ হইয়া গেল, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অঘাসুরের প্রাণবায়ুর সহিত তাহার জীবাত্মাও বাহির হইয়া গেল। যে-অঘাসুর এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার সংকল্প করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। এত করুণা শ্রীকৃষ্ণের। **কোন্ সুখে**—কোন্ সুখের আশায়। "কোন্ সুখে"-স্থলে "কোন্ দুঃখে" এবং "কোন্ মুখে" পাঠান্তর আছে।

যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বোলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র॥ ১৫৯
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি নৃত্যগীত করয়ে মঙ্গল॥ ১৬০
অজামিল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে॥ ১৬১
শুন ভাই-সব! সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন॥ ১৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৯। **দুঃখিত জীব**—সংসার-দুঃখে দুঃখিত লোকগণ।

১৬০। **মঙ্গল**—মঙ্গলচণ্ডী-মনসা-মঙ্গলাদির কীর্তনে।

১৬১। **অজামিল ইত্যাদি**—অন্বয়। যে-কৃষ্ণের নাম অজামিলকে উদ্ধারিল (উদ্ধার করিল)। ব্রাহ্মণ সন্তান অজামিল একটি দাসীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ধর্মপরায়ণ পিতামাতাকে এবং সৎকুল-সম্ভূতা পতিব্রতা সুন্দরী পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সেই দাসীর গৃহে বাস করিতেছিলেন। এমন কোনও পাপ ছিল না, অর্থোপার্জনের জন্য অজামিল যাহা করেন নাই। দাসীটির গর্ভে অজামিলের কয়েকটি সন্তান জন্মিয়াছিল। অতি বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জন্মে, অজামিল তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—নারায়ণ। মুমূর্ষু অজামিল যমদূতগণের দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার এই কনিষ্ঠপুত্রটিকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলেন। পুত্রোপচারিত এই "নারায়ণ"-নামের (অর্থাৎ নামাভাসের) উচ্চারণের ফলেই অজামিল বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥ ৩।৩।১৭৭ পয়ারের গৌ. কৃ. ত টীকায় দ্রষ্টব্য। শ্রীভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে অজামিলের প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। অজামিল মহাপাপী ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার নামাপরাধাদি ছিল না।

ধন-কুল-বিদ্যা-মদে—ধন (বিষয়-সম্পত্তি), কুল (ব্রাহ্মণাদি উচ্চ কুল) ও বিদ্যার (পাণ্ডিত্যের) গর্বে মত্ত হইয়া লোক **তাহা নাহি জানে**—শ্রীকৃষ্ণনামের অচিন্ত্য-মহিমার কথা জানে না, জানিতে চেষ্টাও করে না। একথা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীমাতাও বলিয়াছিলেন। "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥ ভা. ১।৮।২৬॥—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি হইতেছ কেবল অকিঞ্চন ভক্তদেরই ('শ্রীকৃষ্ণচরণব্যতীত আপন বলিতে আমার অন্য কিছুই নাই'—এইরূপ অকপট ভাব যে-সকল ভক্তের চিত্তে নিত্য বিরাজিত, তাঁহারা হইতেছেন অকিঞ্চন ভক্ত। তাঁহাদেরই) গোচর (তাঁহারাই তোমাকে অবগত হইতে পারেন)। কিন্তু **জন্ম** (উচ্চ কুল), ঐশ্বর্য (ধন-সম্পত্তি), শ্রুত (বিদ্যা, পাণ্ডিত্য) এবং শ্রী (রূপ বা সৌন্দর্যাদি) আছে বলিয়া যাহার অভিমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই লোক কখনও তোমাকে ডাকিবার (তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ', 'গোবিন্দ'-প্রভৃতি নাম কীর্তন করিবার—স্বামিপাদের টীকা।) পক্ষে নিশ্চিতই যোগ্য নহে।"

১৬২। **শুন ভাই সব**—মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীতি ও স্নেহের সহিত তাঁহার শিষ্যদিগকে

যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস ॥ ১৬৩
যে চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদপদ্মে ভাই! সবে হই দাস ॥ ১৬৪

দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ॥" ১৬৫
পরং-ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্ত্তিময়।
যে শব্দে যে বাখানেন সে-ই সত্য হয় ॥ ১৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছেন। প্রভু পূর্বেও সর্বদা তাঁহার শিষ্যদিগকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

১৬৩। **যে চরণ সেবিতে** ইত্যাদি—পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবার জন্য লুব্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্যভোগ পরিত্যাগপূর্বক উৎকট ব্রত-নিয়ম ধারণ করিয়া সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ভা. ১০।১৬।৩৬ ॥" **শুদ্ধদাস**—শুদ্ধভক্ত।

১৬৪। **জাহ্নবী পরকাশ**—গঙ্গার প্রকাশ (আবির্ভাব)। **হই দাস**—মনে প্রাণে দাসত্ব অঙ্গীকার করি। "হই দাস"-স্থলে "কর আশ" এবং "হও দাস"-পাঠান্তর। কর আশ—আশা পোষণ কর।

১৬৫। প্রভু সূত্র-বৃত্তি-টীকার যে-কৃষ্ণ-তাৎপর্যময় অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে অকাট্য, অখণ্ডনীয়, এই পয়ারে তাঁহার শিষ্যদের নিকটে প্রভু তাহা জানাইলেন। **খণ্ডুক**—খণ্ডন করুক। **আমার সমীপে**—আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে আমার সহিত বিচার করিয়া আমার কৃত অর্থের দোষ-প্রদর্শন করুক। প্রভুর নিকটে আসিয়া বিচার করিতে বলার তাৎপর্য হইতেছে এই। প্রায়শঃ দেখা যায়, কাহারও উক্তির সমালোচনা করিতে যাইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে, অনেক পণ্ডিত লোকও নানারকম অসার বাক্‌চাতুর্যদ্বারা, কিংবা আলোচ্য বিষয়ের সহিত সংশ্রবশূন্য বাক্যদ্বারা, অথবা অশোভন ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কটূক্তিদ্বারা এবং নিজেদের পাণ্ডিত্যাদির স্পর্ধা প্রকাশ করিয়াও অনুগত লোকদের মুগ্ধ করিয়া তাহাদের প্রশংসা পাইয়া মনে করেন এবং অনুগত লোকদেরও বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, তাঁহারা সন্তোষজনকভাবে বিরুদ্ধপক্ষের উক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যাঁহার উক্তির সমালোচনা করেন, তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাহা করিতে গেলে তিনিও তাঁহাদের যুক্তি-প্রমাণাদির যাথার্থ্যসম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ পাইয়া থাকেন। এই অবস্থাতেই তাঁহার উক্তির যথার্থ খণ্ডন হইল, কি হইল না, তাহা জানা যাইতে পারে। তাঁহার অসাক্ষাতে আলোচনায় তাহা জানা যায় না।

১৬৬। **বিশ্বম্ভর**—সমগ্র বিশ্বের (অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহের) ধারণ-কর্তা এবং পোষণ-কর্তা। ভৃ-ধাতু হইতে "ভর"-শব্দ নিষ্পন্ন। ভৃ-ধাতুর অর্থ—ধারণ ও পোষণ। বিশ্বের ধারণ ও পোষণ করেন যিনি, তিনি বিশ্বম্ভর। প্রভুর একটি নামও "বিশ্বম্ভর"। তিনি সার্থকনামা। **পরংব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ংভগবান্। তিনি অনাদি, অথচ

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সকলের আদি—সমস্তের মূল। অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্ত ভগবদ্ধাম-সমূহের মূলও তিনি ; এ-সমস্ত তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত—তিনি এ-সমস্তের ধারণ-কর্তা এবং পালন-কর্তা। সুতরাং তিনিই বাস্তবিক বিশ্বম্ভর। শ্রুতিকথিত সমস্ত ভগবত-স্বরূপের এবং জীবান্তর্যামী পরমাত্মার এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও মূল তিনি। তিনিই "ব্রহ্মযোনি—নির্বিশেষ-ব্রহ্মেরও মূল নিদান।" ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে পরব্রহ্মকে বুঝাইলেও, রূঢ়িবৃত্তিতে ব্রহ্ম-শব্দে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বুঝায় বলিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পার্থক্য-জ্ঞাপনের জন্য সকলের মূল ব্রহ্মকে সাধারণতঃ পরব্রহ্ম বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণই এই পরমব্রহ্ম। "পরংব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ আহুস্ত্বমৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ গীতা ১০।১২-১৩॥ —অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র। [ভৃগু প্রভৃতি] সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস তোমাকে শাশ্বত পুরুষ, স্বয়ং-প্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত এবং বিভু (সর্বব্যাপক) বলিয়া থাকেন। তুমি নিজেও আমাকে ঐরূপ বলিলে।" শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ গীতা ॥ ৯।১৭-১৮॥ —আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্মফল-বিধাতা), বেদ্য (জ্ঞেয় বস্তু), পবিত্রতাকারক, ওঁ-কার (প্রণব), ঋক্, সাম, যজুঃ। আমি গতি, ভর্তা, (পোষণ-কর্তা), প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাস, শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ, প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহার-কর্তা), আধার, নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় কারণ।" শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ॥ গীতা ॥ ১৫।১৫ ॥ —সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য আমিই (পরব্রহ্মই হইতেছেন সমস্ত বেদের বেদ্য বা প্রতিপাদ্য তত্ত্ব)।" এ-সমস্ত গীতার শ্লোকের অন্তর্গত "পরম-ধাম", "নিবাস", "ভর্তা", "নিধান", "শরণ (রক্ষক)" প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন "বিশ্বম্ভর"।

শব্দমূর্ত্তিময়—এ-স্থানে "শব্দমূর্ত্তি"-শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্-প্রত্যয়। তাৎপর্য—শব্দের মূর্তরূপ, শব্দ-মূর্তি। পরংব্রহ্মকেই এ-স্থলে শব্দমূর্তিময় বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম হইতেছেন বিভু (সর্ববৃহত্তম বস্তু); তিনি যেই শব্দের মূর্তি, সেই শব্দও হইবে বিভু—সর্ববৃহত্তম শব্দ। সেই শব্দ হইতেছে প্রণব (ওঙ্কার)। "প্রণব যে মহাবাক্য—বেদের নিদান। ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম। সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ॥ চৈ. চ. ১।৭।১২১॥ মহাপ্রভুর উক্তি॥ প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগৎ উৎপত্তি॥ চৈ. চ. ২।৬।১৫৮॥ মহাপ্রভুর উক্তি॥" মহাপ্রভুর এ-সমস্ত উক্তি শ্রুতি-বাক্যেরই তাৎপর্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ॥ প্রশ্নোপনিষৎ॥ ৫।২॥ ওম্ ইতি ব্রহ্ম॥ ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্॥ তৈত্তিরীয়॥ ১।৮॥ ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরং ইদম্ সর্ব্বং তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতম্ ভবদ্ ভবিষ্যদ্ ইতি সর্ব্বম্ ওঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্ তদপি ওঙ্কার এব। সর্ব্বম্ হি এতদ্ ব্রহ্ম অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ ভূতানাম্॥ মাণ্ডুক্যশ্রুতি॥" সমস্ত বেদের এবং সমস্ত সাধনের লক্ষ্য যে এই ওঙ্কারই, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তৎতে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ॥ এতদ্ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ হি এব অক্ষরং পরম্॥ —কঠোপনিষদে নচিকেতার নিকটে যমরাজের উক্তি।" পূর্বোদ্ধৃত গীতাবাক্যেও বলা হইয়াছে—বিভু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন ওঙ্কার বা প্রণব। এ-সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল—প্রণব বা ওঙ্কারই হইতেছে—বিভু, সর্ববৃহত্তম শব্দ; যেহেতু, এই প্রণব হইতেই সমস্ত বেদের, সমস্ত জগতের উৎপত্তি, এবং এই প্রণব হইতেছে বিভু এবং সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এই প্রণবই পরব্রহ্মের মূর্তি। "প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি॥ চৈ. চ. ২।৬।১৫৮॥" প্রণব পরব্রহ্মের মূর্তি বলিয়া, প্রণব এবং পরব্রহ্মের অভিন্নত্ববশতঃ পরব্রহ্মও প্রণবের মূর্তি, প্রণবরূপ মহাবাক্যের—সর্ববৃহত্তম-শব্দের—মূর্ত-রূপ, প্রণব-রূপ "শব্দ-মূর্ত্তিময়"। **অথবা**। "শব্দমূর্তিময়"-শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে। "শব্দ" বলিতে শ্রুতি বা বেদকেও বুঝায়। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥ ২।১।২৭॥, শব্দাচ্চ॥ ২।৩।৪॥ উর্দ্ধরেতঃসু শব্দে হি॥ ৩।১৪।১৭॥"-প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে "শব্দ"-পদের অর্থ যে শ্রুতি বা বেদ, তাহা সমস্ত ভাষ্যকারগণই বলিয়াছেন। বেদের একটি নামও "শব্দব্রহ্ম"। "শব্দ"-পদের এই "বেদ"-অর্থে "শব্দ-মূর্তি"-শব্দের অর্থ হইবে—বেদমূর্তি। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে ধৃত "বেদো বেদবিদব্যঙ্গো বেদাঙ্গো বেদবিৎ কবিঃ॥"—এই বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রাংশে সর্বব্যাপক তত্ত্ব বিষ্ণুর নাম পাওয়া যায়—বেদাঙ্গ এবং বেদ। উক্ত অভিধানে ধৃত—"বেদৈঃ স বেদ্যঃ স তু বেদমূর্তিরাদ্যোঽখিল-বিশ্বমূর্তিঃ বিশ্বাশ্রয়ং জ্যোতিরবেদ্যবর্ম্মা ধর্ম্মাবদাতঃ পরমং পরেভ্যঃ॥" এই মার্কণ্ডপুরাণ-বাক্যে বেদবেদ্য সর্বাদি পরাৎ-পরতত্ত্বকে "বেদমূর্তি" বলা হইয়াছে। সুতরাং "শব্দমূর্তি"-শব্দের অর্থ—বেদমূর্তি হইতে পারে।

যে শব্দে যে বাখানেন ইত্যাদি—গৌরসুন্দর সূত্র-বৃত্তি-টীকার যে-কোনও শব্দের যে অর্থ করেন, সেই অর্থই সত্য—অখণ্ডনীয় এবং বেদসম্মত—হয়। কেননা, তিনি হইতেছেন "পরংব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দমূর্তিময়।" গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই উক্তি হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—তিনি গৌরসুন্দরকেই "পরংব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দমূর্তিময়" বলিয়াছেন। "বিশ্বম্ভর" গৌরসুন্দরের একটি নামও। নামকরণ-সময়ে প্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রভুর "বিশ্বম্ভর" নাম রাখিয়া-ছিলেন। এই পয়ারের "বিশ্বম্ভর"-শব্দে গ্রন্থকার প্রভুর "বিশ্বম্ভর"-নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য হইবে—বিশ্বম্ভর হইতেছেন শব্দমূর্তিময় পরংব্রহ্ম। সুতরাং তিনি যে-শব্দের যে অর্থ করেন, তাহাই সত্য হয়। কেননা, তিনি "শব্দমূর্তিময়" বলিয়া সমস্ত শব্দের প্রকৃত সত্য অর্থ তিনিই জানেন, তাঁহার কৃপা ব্যতীত অপর কেহ তাহা জানিতে পারেন না। পর-ব্রহ্মই বেদান্তের কর্তা এবং বেত্তা। "বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ গীতা ১৫।১৫॥"

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রশ্ন হইতে পারে, গীতাদি বেদানুগত শাস্ত্র যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন, যাঁহাকে সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য তত্ত্ব বলিয়াছেন, যাঁহাকে বেদান্তের কর্তা এবং বেত্তাও বলিয়াছেন এবং যাঁহাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ ব্রহ্মযোনি ॥ গীতা ॥ ১৪।২৭) বলিয়াছেন, তিনি তো শ্রীকৃষ্ণ। গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে গৌরসুন্দরকে পরংব্রহ্ম বলিলেন, তাহার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন এই। মুণ্ডকশ্রুতিতে একটি বাক্য আছে এইরূপ—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩।১।৩ ॥ —যখনই কেহ কর্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তখনই (তৎক্ষণাৎ) তাঁহার পুণ্য ও পাপ (সমস্ত কর্মফল সমূলে) বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (মায়ার দাগশূন্য) হয়েন এবং বিদ্বান্ হয়েন (পরাবিদ্যা—কৃষ্ণভক্তি বা প্রেম—লাভ করেন) এবং (দর্শনমাত্রে প্রেমদাতৃত্ব-বিষয়ে সেই রুক্মবর্ণ পুরুষের সহিত) পরম-সাম্য লাভ করেন।" (এই মুণ্ডক-বাক্যের বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী ॥ ২।৮ক অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতেও অনুরূপ একটি বাক্য দৃষ্ট হয়। "যদা পশ্যন্ পশ্যতি রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিহায় পরেঽব্যয়ে সর্বমেকীকরোত্যেবং হ্যাহ ॥ মৈত্রায়ণী ॥ ৫।১৮ ॥" (এই বাক্যের বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী ॥ ২।৮।খ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। উভয় শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য একই। এই শ্রুতিবাক্যদ্বয়ে এক রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ) ব্রহ্মযোনির (নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও নিদান—সুতরাং পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের) কথা বলা হইয়াছে। স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম যখন একাধিক থাকিতে পারেন না, তখন বুঝিতে হইবে—"একোঽপি সন্ যো বহুধাবিভাতি", "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যে জানা যায়, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতেই বহুরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত, সেই সমস্ত বহুরূপের মধ্যে একটি রূপ হইতেছেন—রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ বাপীতবর্ণ) এবং ইনিও "ব্রহ্মযোনি" বলিয়া স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম। অর্থাৎ অনাদিকাল হইতেই স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মের দুইটি স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম-রূপ বিরাজিত—এক রূপ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, অপর রূপ উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যদ্বয়-কথিত রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ) পুরুষ। মহাভারতের সহস্রনাম-স্তোত্রের "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী"-ইত্যাদি বচনের "সুবণবর্ণ"-শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাঁহার সহস্রনাম-ভাষ্যে মুণ্ডক-শ্রুতির উপরে উদ্ধৃত "যদা পশ্যঃ পশ্যতে"-ইত্যাদি বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অভিমত এই যে, মুণ্ডক-শ্রুতিতে যাঁহাকে "রুক্মবর্ণ—স্বর্ণবর্ণ—পুরুষ" বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই সহস্রনাম-স্তোত্রে "সুবর্ণবর্ণ" বলা হইয়াছে। (মহাভারত-শ্লোকের বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী ॥ ২।৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"-ইত্যাদি ভা. ১১।৫।৩২-শ্লোকেও পূর্বোল্লিখিত মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের তাৎপর্যই প্রকাশিত হইয়াছে (এই শ্লোকের বিস্তৃত

মোহিত পঢ়ুয়া-সব শুনে একমনে।
প্রভুও বিহ্বল হৈয়া সত্যে সে বাখানে॥ ১৬৭

সহজেই শব্দ-মাত্রে 'কৃষ্ণ সত্য' কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিব কিছু চিত্র নহে॥ ১৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আলোচনা মশ্রী॥ ৩।৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। শ্রীভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহহ্যস্য" ইত্যাদি ১০।৮।১৩-শ্লোকেও এক পীতবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা বলা হইয়াছে (এই শ্লোকের বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী॥ ২।৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে স্বয়ংভগবান্ পর-ব্রহ্মের এক পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম-স্বরূপের কথা জানা গেল। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে শ্রুতি-কথিত রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ) পুরুষের সমস্ত লক্ষণই বিরাজিত (মশ্রী॥ ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এজন্যই গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গৌরসুন্দরকে "পরংব্রহ্ম শব্দমূর্ত্তিময়" বলিয়াছেন।

১৬৭। **প্রভুও বিহ্বল হৈয়া**—প্রভুও প্রেমবিহ্বল (প্রেমাবিষ্ট) হইয়া। পূর্ববর্তী ১৪২-৪৪ পয়ারেই বলা হইয়াছে, শিষ্যদের মুখে হরিনাম শুনিয়া প্রভু আনন্দে বাহ্যস্মৃতিহারা হইয়াছেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া সূত্রাদির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। **সত্যে সে বাখানে**—যাহা বাস্তব সত্য, সূত্রাদির ব্যাখ্যায় তাহাই ব্যক্ত করেন। "প্রভুও বিহ্বল হৈয়া সত্যে সে"-স্থলে "পাঠান্তর"—"প্রভু অবিলম্বি হঞা সুসত্য" এবং "প্রভুও বিহ্বল হই আপনা।" অবিলম্বি হঞা বাখানে—অবিলম্বী হইয়া, বিলম্ব ত্যাগ করিয়া। ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেও প্রভু বিলম্ব করেন নাই, ব্যাখ্যার মধ্যেও কিছু বলার পরে বিলম্ব না করিয়াই পরবর্তী কথাও বলিয়াছেন—অবিচ্ছিন্ন-ভাবে দ্রুতগতিতে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। প্রভুও বিহ্বল হই আপনা বাখানে—আপনা বাখানে—নিজেকে ব্যাখ্যা করেন। প্রভু নিজেই স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া, তাঁহার কৃত সূত্রাদির কৃষ্ণতাৎপর্যময় অর্থও বস্তুতঃ গৌর-তাৎপর্যময় অর্থই।

১৬৮। **সহজেই**—স্বাভাবিকভাবেই। **শব্দ-মাত্রে**—প্রত্যেক শব্দই। **সহজেই শব্দ-মাত্রে 'কৃষ্ণ সত্য' কহে**—এই বাক্যে গ্রন্থকার বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সত্য বস্তু"—ইহাই হইতেছে শব্দমাত্রের—যে-কোনও শব্দের—সহজ বা স্বাভাবিক তাৎপর্য। কি রকম শব্দ এ-স্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত? প্রকরণ হইতে জানা যায়—প্রভু যে ব্যাকরণ পঢ়াইতেন, সেই ব্যাকরণের সূত্রাদিরই তিনি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, ব্যাকরণের সূত্রে যে-সকল শব্দ আছে, সে-সকল শব্দই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। পরবর্তী ১৭০ এবং ২৪৪-৪৮ পয়ার হইতেও তাহাই জানা যায়। **অথবা**, শব্দ বলিতে বেদও বুঝায় (পূর্ববর্তী ১৬৬ পয়ারের টীকায় **অথবা** অংশ দ্রষ্টব্য)। শব্দ-পদের "বেদ"-অর্থ গ্রহণ করিলে **শব্দমাত্রে** অর্থ হইবে—বেদমাত্রে, সকল বেদেই। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"—এই গীতাবাক্য অনুসারে, সকল বেদের প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা জানা যায়। **সহজেই শব্দ মাত্রে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণই যে সত্য—ত্রিকাল সত্য—তত্ত্ব, সকল বেদের

ক্ষণেকে হইলা বাহ্য-দৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর ॥ ১৬৯
"আজি আমি কোন্ রূপ সূত্র বাখানিল ?"
পঢ়ুয়া-সকল বোলে—"কিছু না বুঝিল ॥ ১৭০
যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে বা আছে পাত্র ?" ১৭১
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "শুন সব ভাই !
পুঁথি বান্ধ আজি চল গঙ্গস্নানে যাই ॥" ১৭২
বান্ধিলা পুস্তক সভে প্রভুর বচনে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন বিশ্বম্ভর-সনে ॥ ১৭৩
গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ-শশধর ॥ ১৭৪
গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর-রায়।
পরম-সুকৃতি-সব দেখে নদীয়ায় ॥ ১৭৫
ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্র-রূপে খেলায় জগতে ॥ ১৭৬
গঙ্গাঘাটে স্নান করে যত সব জন।
সভেই চা'হেন গৌরচন্দ্রের বদন ॥ ১৭৭
অন্যোহন্যে সর্ব্ব-জনে কহয়ে বচন।
"ধন্য মাতা পিতা যার এ হেন নন্দন ॥" ১৭৮
গঙ্গার বাঢ়িল প্রভু-পরশে উল্লাস।
আনন্দে করয়ে দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ ॥ ১৭৯
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করয়ে জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ-সেবী ॥ ১৮০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সহজ (মুখ্যাবৃত্তি হইতে লব্ধ) তাৎপর্য্যই তাহা। অথবা, পরবর্তী ২৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ঈশ্বর যে বাখানিব ইত্যাদি**—ঈশ্বর (স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম) শ্রীগৌরসুন্দর যে ব্যাকরণ-সূত্রাদির ব্যাখ্যায় কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যময় অর্থ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি থাকিতে পারে ?

১৬৯। **হইলা বাহ্য-দৃষ্টি**—প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। **লজ্জিত হইয়া**—শিষ্যদের নিকটে স্বীয় ভাবাবেশ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় প্রভু লজ্জিত হইয়াছেন।

১৭০। **কোন্ রূপ**—কিরূপ (বা কেমন) ভাবে। "কোন্ রূপ"-স্থলে "কেন মত"-পাঠান্তর। অর্থ একই। কেন—কেমন, কিরূপ।

১৭৫। "বিশ্বম্ভর"-স্থলে "শ্রীগৌরাঙ্গ"-পাঠান্তর।

১৭৬। "জগতে"-স্থলে "জলেতে" পাঠান্তর।

১৮০। পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে "যাঁর"-শব্দে গ্রন্থকার কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, পরিষ্কার বুঝা যায় না। "যাঁর" বলিতে "গঙ্গার" বুঝাইতে পারে এবং "প্রভুর"ও বুঝাইতে পারে। "যাঁর" বলিতে "গঙ্গার" বুঝাইলে পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থ হইবে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড (অনন্ত কোটি-ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণ) যাঁর (যে-গঙ্গার) পদযুগ-সেবী (চরণদ্বয় সেবা করেন), সেই গঙ্গা বা জাহ্নবী প্রভুর স্পর্শে উল্লাসবশত তরঙ্গের ছলে নৃত্য করিতেছেন। আর, "যার" বলিতে "প্রভুর" বুঝাইলে, অর্থ হইবে—অনন্তব্রহ্মাণ্ড (অনন্তব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণ) যাঁর (যে-প্রভুর) পদযুগসেবী (চরণদ্বয় সেবা করেন), সেই প্রভুর স্পর্শে উল্লাসবশতঃ তরঙ্গের ছলে জাহ্নবী নৃত্য করিতেছেন। অথবা, পরবর্তী পয়ারের সহিত এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অন্বয় করিলে অর্থ হইবে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে প্রভুর

চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেঢ়িয়া জহ্নুসুতা
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা ॥ ১৮১
বেদে মাত্র এ সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে ॥ ১৮২
স্নান করি গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর।
চলিলা পঢ়ুয়াবর্গ যথা যার ঘর ॥ ১৮৩
বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন ॥ ১৮৪
যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন ॥ ১৮৫
তুলসীর মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন।
মা'য়ে আনি সম্মুখে করিলা উপসন্ন ॥ ১৮৬
বিশ্বক্সেনেরে প্রভু করি নিবেদন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন ॥ ১৮৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পদদ্বয় সেবা করেন, (জহ্নুসুতা বা জাহ্নবী সেই প্রভুকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া তরঙ্গের ছলে জল দিতেছেন)।

১৮১। জহ্নুসুতা—জাহ্নবী, গঙ্গা। **জহ্নু**—এই শব্দের দুইটি অর্থ—বিষ্ণু এবং চন্দ্রবংশোদ্ভব কুরুরাজপুত্র জহ্নু (শব্দকল্পদ্রুম)। "বিষ্ণু"-অর্থে, জহ্নু-পাদোদ্ভবা (অর্থাৎ বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা) বলিয়া গঙ্গাকে জহ্নুসুতা (বিষ্ণুসুতা) বলা যায়। আর, কুরুরাজপুত্র জহ্নু-অর্থে "জহ্নুসুতা"-শব্দের অর্থ হইবে এইরূপ :—রামায়ণ হইতে জানা যায়, ভগীরথ যখন গঙ্গা লইয়া আসিতেছিলেন, তখন জহ্নু গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে ভগীরথের প্রার্থনায় তিনি স্বীয় উরুদেশ ভেদ করিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। এ-জন্য গঙ্গাকে জাহ্নবী (জহ্নু হইতে বহির্গতা) বলা হয় (শব্দকল্পদ্রুম)। **অলক্ষিতা**—ইহা "জহ্নুসুতার" বিশেষণ। জাহ্নবী অলক্ষিতভাবে (অর্থাৎ অপরের দৃষ্টির অগোচরে) প্রভুর অঙ্গে তরঙ্গের ছলে জল দিতেছিলেন। গঙ্গাদেবীকে কেহ দেখিতে পায় নাই ; লোকে দেখিতেছে—চারিদিক হইতে তরঙ্গ আসিয়া প্রভুর দেহে পড়িতেছে।

১৮২। পুরাণে—এ-স্থলে "পুরাণ"-শব্দে পরবর্তী কালের পুরাণ-লক্ষণবিশিষ্ট গৌরচরিতই বোধ হয় গ্রন্থাকারের অভিপ্রেত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থেও পুরাণের লক্ষণ বিরাজিত।

১৮৪। সেচন—সিঞ্চন, তুলসীর সমস্ত অঙ্গে জলদান।

১৮৬। তুলসী মঞ্জরী—ইহা হইতেই জানা যাইতেছে, শ্রীগোবিন্দে নিবেদিত অন্নই শচীমাতা প্রভুকে দিয়াছেন। **মা'য়ে**—শচীমাতা।

১৮৭। বিশ্বক্সেন—শ্রীকৃষ্ণসেবা-নিরত দেবতাবিশেষ। বিশ্বক্সেন এবং বিষ্বক্সেন একই দেবতার নাম। "বিষ্বক্সেনায় ভগবন্নৈবেদ্যাংশং নিবেদয়েৎ ॥ হ. ভ. বি. ॥ ৮।৮৪ ॥ —ভগবন্নৈবেদ্যের অংশ বিষ্বক্সেনকে নিবেদন করিবে।" নারদপঞ্চরাত্র হইতে শ্রীনারদের বচনও শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে। "বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্। পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ ॥ হ. ভ. বি. ॥ ৮।৮৪ ॥ —নৈবেদ্যের শত ভাগের এক ভাগ, চরণোদক ও প্রসাদ বিষ্বক্সেনকে অর্পণ করিবে। যদি লিঙ্গে শিবার্চন করা হয়, তাহা হইলে ঐ নৈবেদ্যাদি

সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
গৃহের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা ॥ ১৮৮
মা'য়ে বোলে "আজি বাপ! কি পুঁথি পড়িলা?
কাহার্ সহিত কিবা কন্দল করিলা?" ১৮৯
প্রভু বোলে "আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণ-ধাম ॥ ১৯০
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন ॥ ১৯১
সে-ই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥ ১৯২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চণ্ডেশ্বরকেও অর্পণ করিবে। (চণ্ডেশ্বর—শিবগণাধ্যক্ষ। টীকায় শ্রীপাদসনাতন গোস্বামী)।" নৈবেদ্যার্পণের বিধি—"শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্‌সেনায় তে নমঃ। ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরের্বামে তীর্থক্লিন্নং সমর্পয়েৎ ॥ হ. ভ. বি. ॥ ৮।৮৫ ॥ —'শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্ত বিষ্বক্‌সেন—তোমাকে নমস্কার'—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদোদকদ্বারা সিক্ত নৈবেদ্যাংশ শ্রীহরির বাম দিকে বিষ্বক্‌সেনকে অর্পণ করিবে।" **অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ** ইত্যাদি—অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগোবিন্দ-প্রসাদান্ন বিষ্বক্‌সেনকে নিবেদন করিয়া নিজে ভোজন করিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে—প্রভু নিজেই তো শ্রীগোবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ; তিনি আবার শ্রীগোবিন্দের প্রসাদান্নই বা ভোজন করেন কেন এবং নিজে ভোজনের পূর্বে তাঁহারই প্রসাদান্ন তাঁহার সেবায় নিরত বিষ্বক্‌সেনকেই বা অর্পণ করেন কেন? উত্তরে বক্তব্য—প্রভু স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও শ্রীরাধার সহিত একই দেহে মিলিত-স্বরূপ বলিয়া এবং তাঁহার মধ্যে শ্রীরাধাভাবেরই প্রাধান্য বলিয়া এবং শ্রীরাধা নিখিল-ভক্ত-মণ্ডলীর মুকুটমণি বলিয়া, তিনি ভক্তভাবময় (১।২।৬ এবং ১।১২।১২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ-ভুক্তাবশেষ গ্রহণে শ্রীরাধার যেমন পরমানন্দ, রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুরও তদ্রূপ পরমানন্দ। ইহা প্রভুর স্বরূপগত ভক্তভাবেরই লক্ষণ। আবার, "আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়"—এই সংকল্প লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ভক্তভাবে ভক্তের ন্যায় আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াও থাকেন। ভগবন্নৈবেদ্য বিষ্বক্‌সেনকে নিবেদন করিয়া তাহার পরে নিজে গ্রহণ করাই যে বৈষ্ণবের পক্ষে সঙ্গত, প্রভু তাহাই জানাইলেন।

১৮৮। গৃহের ভিতরে ইত্যাদি—গৌরলক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঘরের মধ্যে থাকিয়া প্রভুর ভোজন দর্শন করিতেছেন। ২।১।১৩৪ এবং ২।১।১৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৯। "সহিত কিবা"-স্থলে "সংহতি বাপ"-পাঠান্তর।

১৯০। ভক্তভাবময় প্রভু ভক্তভাবে মাতার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

১৯২। যা'য়—যাহাতে, যে শাস্ত্রে। **অন্যথা হইলে**—কৃষ্ণভক্তির কথা না থাকিলে। **পাষণ্ডত্ব**—বেদবিরোধিত্ব, বেদ-বহির্ভূততা। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি জৈমিনিভারতে চাশ্বমেধিকে পর্ব্বনি—
"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥" ৪ ॥

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎপথে চলে ॥" ১৯৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্লো ॥ ৪ ॥ অন্বয় ॥ যস্মিন্ শাস্ত্রে (যেই শাস্ত্রে) বা (অথবা) পুরাণে (যে পুরাণে) হরিভক্তিঃ (হরিভক্তি—হরিভক্তির কথা) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না, দেখা যায় না), যদি ব্রহ্মা (যদি ব্রহ্মা) স্বয়ং (নিজেও) বদেৎ (বলেন—সেই শাস্ত্রে বা পুরাণ শ্রবণের কথা বলেন, তাহা হইলেও) তৎ (সেই শাস্ত্র বা পুরাণ) নৈব শ্রোতব্যং (কিছুতেই শ্রবণ করিবে না)।

অনুবাদ। যে-শাস্ত্রে বা যে-পুরাণে হরিভক্তি (হরিভক্তির কথা) দেখা যায় না, (সেই শাস্ত্র বা পুরাণ শ্রবণের কথা) যদি ব্রহ্মা নিজেও বলেন, তাহা হইলেও সেই শাস্ত্র বা সেই পুরাণ শ্রবণ কিছুতেই কর্তব্য নহে ॥ ২।১।৪ ॥ "শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং"-স্থলে "ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং" পাঠান্তর আছে। অর্থ—শুনিবেও না, বলিবেও না।

ব্যাখ্যা। সাধক সর্বদা সর্বব্যাপক তত্ত্ব বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) স্মরণই করিবেন, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন না। ইহা শাস্ত্রের বিধান। "সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।" ইহার হেতু হইতেছে এই যে, অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে বলিয়াই জীবের সংসার-দুঃখ—ভবব্যাধি। জীবের এই ভবরোগের মূল-নিদান হইতেছে—কৃষ্ণবিস্মৃতি। এই মূলকে অপসারিত করিতে পারিলেই ভবরোগও অনন্তকালের জন্য অপসারিত হইবে। মূল নিদান কৃষ্ণবিস্মৃতিকে দূর করার একমাত্র উপায় হইতেছে—কৃষ্ণস্মৃতি ; অন্ধকার দূরীকরণের একমাত্র উপায় যেমন আলোকের আনয়ন, তদ্রূপ। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্য অয়নায় ॥" যে-গ্রন্থে কৃষ্ণ-কথাদি, বা কৃষ্ণভক্তির কথা নাই, সেই গ্রন্থের আলোচনা বা শ্রবণ করিতে গেলে, আলোচনায় বা শ্রবণে যে-সময়টুকু ব্যয়িত হইবে, সেই সময়টুকুতে তো কৃষ্ণস্মৃতি থাকিবে না ; সুতরাং সেই সময়টুকুই বৃথা ব্যয়িত হইবে। আবার, তাদৃশ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে যদি চিত্তের আবেশ জন্মে, তাহা হইলে সাধক তাঁহার বেদবিহিত সাধন-পথ হইতেও চ্যুত হইয়া যাইবেন। এজন্যই বলা হইয়াছে—তাদৃশ শাস্ত্র কিছুতেই শ্রবণ করা কর্তব্য নহে।

১৯৩। চণ্ডাল চণ্ডাল নহে ইত্যাদি—চণ্ডালকুলে জাত কেহ যদি 'কৃষ্ণ' বলেন, বা কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার চণ্ডালত্ব ঘুচিয়া যায়। "চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥ শ্রীশ্রীপাষণ্ডদলন-ধৃত পদ্মপুরাণবচন ॥ —বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও মুনিশ্রেষ্ঠ ; বিষ্ণুভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণও শ্বপচাধমঃ॥" শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ভা ১১।১৪।২১ ॥—আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা ভক্তি শ্বপচদিগকেও তাহাদের জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। (সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীত্যর্থঃ। শ্রীধরস্বামী)॥" জননী-দেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবকে বলিয়াছেন—"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ভা. ৩।৩৩।৬-৭॥—হে ভগবন্! যে-তোমার নাম শ্রবণ বা অনুকীর্তন করিলে, কিংবা কখনও যে-তোমাকে নমস্কার করিলে, কি স্মরণ করিলে শ্বপচও (কুক্কুরমাংসভোজী কুলে জাত লোকও) তৎক্ষণাৎ সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে, সেই তোমাকে দর্শন করিলে যে লোক পবিত্র হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? অহো! যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান থাকে, সেই ব্যক্তি শ্বপচ হইলেও, এই কারণে (তাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান থাকে বলিয়া); গরীয়ান্—পূজ্য—হয়েন। যাঁহারা তোমার নাম কীর্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সদাচার-সম্পন্ন, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং তাঁহারাই সর্ব-বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন (অর্থাৎ নামকীর্তনের ফলেই এই সমস্ত সৎকার্যের ফল তাঁহাদের লাভ হইয়া থাকে)।" এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, নামকীর্তনাদি করিলে শ্বপচেরও শ্বপচত্ব আর থাকে না, চণ্ডাল আর চণ্ডাল থাকে না। **বিপ্র নহে বিপ্র** ইত্যাদি—বিপ্র (ব্রাহ্মণ) যদি অসৎ পথে চলেন (ব্রাহ্মণ-বর্ণোচিত আচার পালন না করেন, ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া অন্যবৃত্তি গ্রহণ করেন, কিংবা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করেন), তাহা হইলে তাঁহার বিপ্রত্ব (ব্রাহ্মণত্ব) থাকে না। যাহা বেদাদি সৎ-শাস্ত্র-বিহিত নহে, কিংবা সৎ (সত্য অর্থাৎ ত্রিকালসত্য নিত্য বস্তু, বা তাদৃশ নিত্য বস্তু-সম্বন্ধীয়) নহে, পরন্তু যাহা দেহ-দৈহিকাদি অনিত্য বস্তু, বা তাদৃশ অনিত্য বস্তু-সম্বন্ধীয়, তাহাই হইতেছে অসৎ। এতাদৃশ অসৎ বস্তুর প্রতিই যাঁহার মন ধাবিত হয়, বিপ্রকুলে জন্ম হইলেও তিনি বাস্তবিক বিপ্র নহেন, শাস্ত্র-কথিত বিপ্রত্ব তাঁহার নাই। পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণ-চতুষ্টয়ের গুণ ও কর্ম উল্লিখিত হইয়াছে। ভা. ৭।১১ অধ্যায়ে বর্ণচতুষ্টয়ের বৃত্তি এবং বর্ণাভিব্যঞ্জক ধর্মের কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণের মুখ্যা বৃত্তি বলা হইয়াছে চারিটি—"বার্তা বিচিত্রা শালীন-যাযাবর-শিলোঞ্ছনম্। বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্দ্ধেয় শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা॥ ভা. ৭।১১।১৬॥—বিচিত্রা বার্তা (কৃষিকার্যাদি-রূপা), শালীন (ধৃষ্টতা ব্যতিরেকে অযাচিত-প্রাপ্তি), যাযাবর (প্রত্যহ ধান্য যাচ্ঞা) এবং শিলোঞ্ছন (শিল হইতেছে ধান্যক্ষেত্রে ক্ষেত্রস্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত শস্যমঞ্জরীর গ্রহণ এবং উঞ্ছন হইতেছে দোকানাদিতে পতিত শস্য-কণা গ্রহণ)—এই চারিটি হইতেছে বিপ্রবর্ণের বৃত্তি; ইহাদের মধ্যে পূর্ব-পূর্ব-হইতে পর-পরটি শ্রেষ্ঠ।" আর, ব্রাহ্মণবর্ণের গুণাভিব্যঞ্জক ধর্ম হইতেছে—"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥ ভা. ৭।১১।২১॥—শম (মনের নিগ্রহ), দম (বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা (কৃষ্ণচিত্ততা) এবং সত্য—এই সমস্ত ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণ।" তাহার পরে শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ভা. ৭।১১।৩৫—পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণের কথা বলা হইল,

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সেই লক্ষণ যদি অন্যত্রও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণের দ্বারাই সেই-স্থলে বর্ণ নির্দেশ করিতে হইবে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শমদমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, নতু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ।—শমাদি-লক্ষণের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ-ব্যবহার মুখ্য, পরন্ত জাতিমাত্রদ্বারা নহে—'যস্য যল্লক্ষণম্'-ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। যদি এই সকল লক্ষণ বর্ণান্তরেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণান্তরকে সেই লক্ষণ-নিমিত্ত বর্ণেই নির্দেশ করিবে, কিন্তু জাতিনিমিত্ত দ্বারা নহে।" তাৎপর্য হইতেছে এই—শৌক্রজন্মদ্বারা জাতি নির্ধারিত হয়; গুণ-কর্মানুগত ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত লোকের ঔরসজাত পুত্র হইবেন ব্রাহ্মণজাতিভুক্ত; তদ্রূপ শূদ্রবর্ণভুক্ত লোকের ঔরসজাত পুত্র হইবেন শূদ্রজাতিভুক্ত। শূদ্র-জাতিভুক্ত কাহারও মধ্যে যদি ব্রাহ্মণ-বর্ণোচিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বর্ণভুক্ত বলিয়াই গণনা করিতে হইবে, শূদ্রজাতি বলিয়া তিনি শূদ্রবর্ণ হইবেন না; তদ্রূপ ব্রাহ্মণজাতিভুক্ত কাহারও মধ্যে যদি শূদ্রবর্ণোচিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্রবর্ণ-ভুক্ত বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণবর্ণ হইবেন না। এইরূপে দেখা যায়, কোনও লোক জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও বর্ণে ব্রাহ্মণ না হইতেও পারেন এবং জাতিতে শূদ্র হইলেও বর্ণে শূদ্র না হইতেও পারেন। বর্ণ হইতেছে জন্ম-নিরপেক্ষ। মহাভারতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ ॥ বনপর্ব ॥ ১৮০।২৬ ॥—যাঁহাতে এই ব্রাহ্মণের বৃত্ত লক্ষিত হয়, তিনি ব্রাহ্মণ।" (বৃত্ত-শব্দের অর্থ-"বৃত্তম্। বৃত্তিঃ, ইতি মেদিনী ॥ বেদবোধিতস্য আচারস্য পরিপালনম্। ইতি বৃত্ত্যধ্যয়নর্দ্ধি-শব্দটীকায়াং ভরতঃ ॥ —শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ॥" এইরূপে জানা গেল—বৃত্ত-শব্দের অর্থ হইতেছে—বৃত্তি, বেদবিহিত আচারের পরিপালন। মহাভারতে আরও বলা হইয়াছে—"এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽস্তি, তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ ॥ বনপর্ব ॥ ১৮০ অধ্যায় ॥—এইরূপে সত্যাদি (ব্রাহ্মণ-বর্ণোচিত) লক্ষণ যদি শূদ্রেও (শূদ্রবংশজাত লোকেও) থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্রও ব্রাহ্মণই (ব্রাহ্মণ বর্ণই) হয়েন।" এবং "শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্মং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥ মহাভারত শান্তিপর্ব ॥ ১।৭।৮ ॥ —শূদ্রে (শূদ্রজাতিতে জাত কোনও লোকে) যদি এই (ব্রাহ্মণ-বর্ণোচিত) লক্ষণ থাকে এবং দ্বিজে (দ্বিজবংশে জাত কোনও লোকে) যদি তাহা-না থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্র (শূদ্রবংশে জাত লোক) শূদ্র (শূদ্রবর্ণ) হইবেন না, সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণবর্ণ) হইবেন না।" এবং "ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তুকারণম্ ॥ সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতশ্চ শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥ মহাভারত ॥ শান্তিপর্ব ॥ ১৪৩।৫০-৫১ ॥ —যোনি (উৎপত্তি-স্থান), সংস্কার (জাত্যুচিত সংস্কার), শ্রুত (বেদাধ্যয়নাদি) এবং সন্ততি, (বংশও) দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই হইতেছে কারণ। জগতে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বৃত্তদ্বারাই ব্রাহ্মণ অভিহিত হয়েন। বৃত্তে স্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্ত হয়েন।" অত্রিসংহিতায় আছে—"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ। সাঙ্খ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥ অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে। আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥ কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ। বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥ লাক্ষা-লবণ-সম্মিশ্র-কুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্। বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা। মৎস্য-মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ। নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতঃ। নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥ ৩৬৭-৭৪॥ —যিনি প্রত্যহ বেদান্তপাঠী, সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য-জ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ'-নামে অভিহিত হন। যিনি সমর-স্থলে সর্বসম্মুখে আরম্ভ-সময়েই ধন্বীদিগকে অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত করেন, সেই ব্রাহ্মণের 'ক্ষত্র'-সংজ্ঞা। কৃষিকার্যে রত এবং গো-প্রতিপালক এবং বাণিজ্যতৎপর ব্রাহ্মণ 'বৈশ্য' বলিয়া উক্ত হন। যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ 'শূদ্র' বলিয়া নির্দিষ্ট। চোর, তস্কর (বলপূর্বক পরধনাপহারী), সূচক (কুপরামর্শদাতা), দংশক (কটুভাষী) এবং সর্বদা মৎস্য-মাংসলোভী ব্রাহ্মণ 'নিষাদ' বলিয়া কথিত। যে-ব্রাহ্মণ বেদ এবং পরমাত্মতত্ত্ব কিছুই জানে না, অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত। যে নিঃশঙ্কভাবে (পাপের ভয় না করিয়া) কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ-ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে (তত্তৎ-স্থলের ব্যবহার বন্ধ করে), সেই ব্রাহ্মণ 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া কথিত হয়। ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্মহীন), মূর্খ, সর্বধর্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি)-রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দয় ব্রাহ্মণ 'চণ্ডাল' বলিয়া গণ্য। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।"

বর্ণাশ্রমধর্মকথন-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের কর্তব্যসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে॥ মনুসংহিতা॥ ২।২৪১॥ —ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আপৎকালে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর বর্ণাদির নিকটে অধ্যয়ন করিতে পারেন (পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)।" এই বর্ণাশ্রমধর্ম-কথন-প্রসঙ্গেই মনু বলিয়াছেন—"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতবরাদপি। অন্ত্যজাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ মনুসংহিতা॥ ২।২৩৮॥ —শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করিবে (পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ কল্লূকভট্ট "অন্ত্যজাৎ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"অন্ত্যজশ্চণ্ডালঃ তস্মাদপি—অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরম ধর্ম গ্রহণ করিবে এবং "পরং ধর্ম্মং"-বাক্যের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"পরং ধর্ম্মং

কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে। যে কহিল, তাই প্রভু কহয়ে এখানে ॥ ১৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মোক্ষোপায়মাত্মজ্ঞানম্—মোক্ষলাভের উপায়-স্বরূপ আত্মজ্ঞান।" এই মনুবাক্য হইতে জানা গেল, উপযুক্ত হইলে অন্ত্যজ চণ্ডালও ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত মোক্ষোপায় আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতে পারেন। যিনি আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন, শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে উপদেশ-দানের অধিকারী। বৃহদারণ্যকশ্রুতি হইতে জানা যায়, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেব তস্য তদ্ভবতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥ বৃ. আ. ॥ ৩।৮।১০ ॥ —হে গার্গি! যে-লোক এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া এই লোকে হোম করেন, যজ্ঞ করেন, তপস্যা করেন, সেই হোম-যজ্ঞাদি বহুসহস্রবর্ষব্যাপী হইলেও, তাহা অন্তবৎই (তাহার ফল অনিত্যই)। যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া এই লোক হইতে পরলোকে গমন করেন, তিনি কৃপণ—শোচনীয় (কেননা, তাঁহার সংসার-গতাগতিই ঘুচে না)। আর, যিনি অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া এই লোক হইতে পরলোকে গমন করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।" এই শ্রুতি-প্রামাণ হইতে জানা গেল, যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ। তাহা হইলে, মনুসংহিতা-কথিত ব্রহ্মবিৎ চণ্ডালও তত্ত্বের বিচারে বাস্তব ব্রাহ্মণ; কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জাত কোনও লোক ব্রহ্মবিৎ হইতে না পারিলে বাস্তব ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ হ. ভ. বি. ॥ ১০।১১২-ধৃত পাদ্মবচন ॥ —শ্বপচকে যেমন দর্শন করিতে নাই, তদ্রূপ অবৈষ্ণব বিপ্রকেও দর্শন করিবে না। বৈষ্ণব বর্ণবাহ্য (অন্ত্যজ) হইলেও ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র —এই চারি বর্ণের মধ্যে, যাঁহারা ভগবান্ জনার্দনে ভক্তিহীন, তাঁহারাই শূদ্র।"

এই সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা গেল—"বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎ পথে চলে।" এবং "চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বোলে।"

১৯৪। কপিলের ভাবে—ভগবান্ কপিলদেব-রূপে প্রভু বিশ্বম্ভর জননী দেবহূতির নিকটে যে-ভাবে তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন, সেই ভাবে। **যে কহিল** ইত্যাদি—কপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে যাহা বলিয়াছিলেন, প্রভু তাহাই শচীমাতার নিকটে বলিলেন। "এখানে"-স্থলে "এখনে"-পাঠান্তর। ১৯৫-২৩৩ পয়ারে জননী দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিল দেবের উক্তির মর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীভাগবতের ৩য় স্কন্ধ ৩০শ ও ৩১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

"শুন শুন মাতা ! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর' মাতা ! কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ১৯৫

কৃষ্ণের সেবক মাতা ! কভু নহে নাশ।
কালচক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণদাস ॥ ১৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৫। **অনুরাগ**—প্রীতি, ভক্তি।

১৯৬। **কৃষ্ণের সেবক** ইত্যাদি—কখনও কৃষ্ণভক্তের বিনাশ নাই। "কৃষ্ণের সেবক মাতা" ইত্যাদি স্থলে "কৃষ্ণসেবকের মাতা ! কভু নাহি নাশ" পাঠান্তর।" ইহার অর্থ এই নয় যে, কৃষ্ণভক্তের দেহের বিনাশ বা মৃত্যু নাই। মৃত্যুর দ্বার দিয়াই সাধককে ভগবদ্ধামে যাইতে হয়। উল্লিখিত বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—ভক্তের ভক্তত্বের বা ভক্তির বিনাশ নাই। যেহেতু, ভক্তি বিনাশশীল প্রাকৃত বস্তু নহে, পরন্তু বিনাশরহিত অপ্রাকৃত বস্তু, চিচ্ছক্তির বৃত্তি। এক জন্মের সাধনে চিত্তে যতটুকু ভক্তির আবির্ভাব হয়, পরজন্মেও তাহা থাকে এবং সাধক-ভক্তের পরজন্মের সাধন, ভক্তির সেই স্তর হইতেই আরম্ভ হয়। একথাই শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বলিয়াছেন —"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ গীতা ॥ ৯।৩১ ॥—অর্জুন ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে, আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্তের বিনাশ নাই।" **কাল**—পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। "যঃ কালঃ পঞ্চ-বিংশকঃ ॥ ভা. ৩।২৬।১৫ ॥ —দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি।" "যঃ কালঃ পঞ্চবিশকঃ প্রাকৃতেরবস্থাবিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ টীকায় শ্রীধরস্বামী ॥" ইহাতে জানা গেল, কাল হইতেছে প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ। এই কাল হইতে প্রাকৃত দেহপ্রাপ্ত অহংকারবিমূঢ় (দেহেতে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট) জীবের ভয় জন্মে। "প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্। অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥ ভা. ৩।২৬।১৬ ॥" এই কাল জীবের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। "কর্ত্তুর্জীবস্য যতো ভয়মিতি জীবক্ষোভকত্বেন কালো লক্ষিতঃ। টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।" এইরূপে জানা গেল, দেহেতে আত্মবুদ্ধিপোষণকারী মায়ামুগ্ধ (বিমূঢ়) জীবের ক্ষোভ-উৎপাদনই হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ কালের ধর্ম। **চক্র**—"ব্রজঃ ॥ সমূহঃ ॥ সৈন্যম্ ॥ রথাঙ্গম্। চাকা ইতি ভাষা ॥ অস্ত্রবিশেষঃ ॥ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান।" **কালচক্র**—কালসমূহ, অর্থাৎ সমগ্র কাল, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সমগ্র অবস্থাবিশেষ। অথবা, কালরূপ অস্ত্রবিশেষ। অথবা, কালের **চক্র** (চাকা)। চাকা যখন ঘুরিতে ঘুরিতে কাজ করিতে থাকে, তখন নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করে, যেমন কুমারের চাকা। তদ্রূপ, ঘূর্ণায়মান কালচক্র (কালের চাকা) মায়ামুগ্ধ দেহাত্মবুদ্ধি জীবের চিত্তে নানাবিধ ক্ষোভ জন্মাইয়া থাকে। **ডরায়েন**—ভয় প্রাপ্ত হয়েন। **কালচক্র ডরায়েন ইত্যাদি**—পূর্বোল্লিখিত ধর্মবিশিষ্ট কাল (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ) কৃষ্ণভক্তকে দেখিয়া ভয় প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণভক্তের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে, কৃষ্ণভক্তের চিত্তে ক্ষোভ জন্মাইতে, সাহস পায় না। তাৎপর্য হইতেছে এই—ভক্তির প্রভাবে কৃষ্ণভক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত হইয়া যায়েন, প্রকৃতির প্রভাবের ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়েন। সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি তাঁহার

গর্ব্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা! কিছুই না জানে ॥ ১৯৭
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ ॥ ১৯৮
চিত্ত দিয়া শুন মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥ ১৯৯
মরিয়া মরিয়া পুন পায় গর্ব্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে অমেধ্য পঙ্কের পরকাশ ॥ ২০০
কটু অম্ল লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার মহামোহ পায় ॥ ২০১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চিত্তক্ষোভ জন্মাইতে পারে না। প্রাকৃতগুণের দ্বারা কৃষ্ণভক্ত কখনও ক্ষুব্ধ হয়েন না, তিনি সর্বদা নির্বিকার থাকেন। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ"—ইত্যাদি ভা. ১০।৩৩।৩৯-শ্লোকের তাৎপর্য-কথন-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস। যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥ হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিন গুণ-ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥ উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ চৈ. চ.॥ ৩।৫।৪৩-৪৫॥"

১৯৭। গর্ব্ভবাসে ইত্যাদি—জন্মগ্রহণকালে মাতৃগর্ভে অবস্থান-সময়ে কিংবা মৃত্যুকালে। **কৃষ্ণের সেবক** ইত্যাদি—গর্ভবাস-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুযন্ত্রণা হইতেছে মায়ার কার্য। কৃষ্ণভক্ত মায়াতীত বলিয়া এ-সমস্ত মায়া-যন্ত্রণা তিনি উপলব্ধি করেন না।

১৯৮। জগতের পিতা কৃষ্ণ—সমস্ত জগতের, জগদ্‌বাসী জীবমাত্রের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই জগতের পিতা॥ "পিতামহস্য জগতঃ॥ গীতা॥ ৯।১৭॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥" **পিতৃদ্রোহী**—পিতার সেবা-শুশ্রূষা, পিতার প্রীতিবিধানই হইতেছে সন্তানের কর্তব্য। যে-সন্তান তাহা করে না, সে পিতৃদ্রোহী, পিতার প্রতি শত্রুবৎ আচরণকারী। জগতের পিতা শ্রীকৃষ্ণের ভজন যে-লোক করে না, সেই লোকও পিতৃদ্রোহী। **জন্ম জন্ম তাপ**—যে-লোক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে না, তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হয়, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ভা. ১১।৫।৩॥"

২০০। অমেধ্য পঙ্ক—বিষ্ঠা ও মূত্র। "শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্ত্তে॥ ভা. ৩।৩১।৫॥ —বিষ্ঠা ও মূত্রময় গর্তে শয়ন করিয়া থাকে।"

২০১। কটু অম্ল ইত্যাদি—"মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুঃ। ভা. ৩।৩১।৫॥ —মাতৃভুক্ত অন্ন-পানাদিদ্বারা তাহার ধাতুসমূহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।" **অঙ্গে গিয়া লাগে**—কটু, অম্ল, লবণাদি গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গে সংলগ্ন হয়। কর্মফল অনুসারে জন্মগ্রহণের জন্য জীব পুরুষের (পিতার) রেতঃকণ আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর (মাতার) উদরে প্রবিষ্ট হয় (ভা. ৩।৩১।১)। গর্ভমধ্যে পতিত শুক্র এক রাত্রিতে মাতার শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, ঐ অবস্থায় পাঁচ রাত্রি থাকিলে তাহা বুদ্‌বুদাকারে পরিণত হয়; তাহার পর দশ দিন গত হইলে বদরীফলতুল্য হইয়া কঠিন হয়, তদনন্তর যোনির মধ্যে মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করে (ঐ॥ ২)। এইরূপে একমাস গত হইলে তাহার শিরোদেশ

মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেঢ়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায় ॥ ২০২
নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে ॥ ২০৩
কোন অতিপাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ব্ভে গর্ব্ভে হয় পুন উৎপত্তি প্রলয় ॥ ২০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দুই মাসে হস্ত-পদাদি অঙ্গ সকলের বিভাগ এবং নখ, রোম, অস্থি, চর্ম, এবং তিন মাসে লিঙ্গ ও ছিদ্রের উদ্ভব হয় (ঐ। ৩)। চারি মাসে সপ্তধাতু (ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র) এবং পাঁচ মাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণা জন্মে। পরে যখন ছয় মাসের হয়, তখন জরায়ুদ্বারা বেষ্টিত হইয়া মাতার কুক্ষিতে অবস্থান করে (ঐ। ৪)। তখন মাতৃভুক্ত অন্নপানাদিদ্বারা তাহার ধাতু পুষ্ট হইতে থাকে (ঐ। ৫)। এই অবস্থাতেই তাহার অঙ্গে মাতৃভুক্ত কটু-অম্লাদি লাগে। "তার"-স্থলে "তাতে"-পাঠান্তর। তাতে—কটু অম্লাদি লাগে বলিয়া। **মহামোহ পায়**—অশেষ দুঃখ ভোগ করে এবং যন্ত্রণায় মোহপ্রাপ্ত হয়। "কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণক্ষারাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ। মাতৃভুক্তৈরূপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ ॥ ভা. ৩।৩১।৭ ॥ —মাতৃভুক্ত কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, ক্ষার, অম্ল প্রভৃতির দুঃসহ রসে স্পৃষ্ট হওয়াতে তাহার সর্বাঙ্গে বেদনা উপস্থিত হয়।"

২০২। **মাংসময় অঙ্গ** ইত্যাদি—"কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম্। মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈ র্মুহুঃ ॥ ভা. ৩।৩১।৬ ॥ —মাতৃগর্ভস্থ ক্ষুধিত কৃমিগণকর্তৃক তাহার অতি কোমল অঙ্গ প্রতিক্ষণে সর্বত্র ক্ষতবিক্ষত হয়; তাহাতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া সে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়।" **ঘুচাইতে** ইত্যাদি—পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২০৩। **তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে**—মাতার অতি উত্তপ্ত পাঁজরের মধ্যে। "উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ। আস্তে কৃত্বা শিরঃকুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ। অকল্যঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে ॥ ভা. ৩।৩১।৮ ॥ —সে ঐ প্রকার অসহ্য যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়াও শরীর বিস্তার করার উপায় পায় না। মাতার কুক্ষিদেশে মস্তক রাখিয়া পৃষ্ঠ, মস্তক ও গ্রীবা কুটিল করিয়া অবস্থান করে; ভিতরে জরায়ু এবং বাহিরে অন্ত্র (নাড়ী)-সমূহদ্বারা আবৃত বলিয়া, পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায়, স্বীয় অঙ্গচেষ্টাতেও (হস্ত-পদাদি প্রসারিত করিতেও) তাহার সামর্থ্য থাকে না।" **তবে প্রাণ রহে**—এইরূপ দুঃসহ যন্ত্রণাতেও যে সে বাঁচিয়া থাকে, তাহা কেবল **ভবিতব্যতার কাজে**—অদৃষ্ট-ফল ভোগের জন্য। ভবিতব্য—যাহা হইবেই, যাহার অন্যথা কখনও হইতে পারে না, তাহা হইতেছে ভবিতব্য। জীবের অদৃষ্ট (কর্মফল) জীবকে ভোগ করিতেই হয়, তাহার অন্যথা হওয়ার উপায় নাই। এজন্য অদৃষ্ট হইতেছে—ভবিতব্য। মরিয়া গেলে ভবিতব্য-ভোগ হয় না; এজন্য মাতৃগর্ভে অসহ্য যন্ত্রণাসত্ত্বেও জীব মরে না, ভবিতব্যতার কাজের জন্য—অদৃষ্ট-ফল ভোগের জন্য—জীব বাঁচিয়া থাকে।

২০৪। **জন্ম নাহি হয়**—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় না। **গর্ব্ভে গর্ব্ভে** ইত্যাদি—মাতৃগর্ভেই

শুন শুন মাতা ! জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত-মাসে জীবের গর্ব্ভেতে হয় জ্ঞান ॥ ২০৫
তখনে সে স্মঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্বাস ॥ ২০৬

রক্ষ কৃষ্ণ জগত-জীবন প্রাণনাথ !
তোমা' বই জীব দুঃখ নিবেদিব কা'ত ॥ ২০৭
যে করয়ে বন্দী, প্রভু ! ছাড়ায়ে সে-ই সে।
সহজ-মৃতেরে প্রভু ! মায়া কর' কিসে ॥ ২০৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহার উৎপত্তি বা জন্ম হয়, আবার মাতৃগর্ভেই তাহার প্রলয় বা মৃত্যু হয়। অতিপাতকবশতঃ কেবল গর্ভ-যন্ত্রণাই ভোগ করে, বাহিরে আসিয়া সাংসারিক সুখ-ভোগের সুযোগ তাহার হয় না।

২০৫। **জীবতত্ত্বের সংস্থান**—জীবের অবস্থা। **সাত-মাসে**—মাতৃগর্ভে স্থিতির সপ্তম মাসে। **জ্ঞান**—পূর্ব পূর্ব কর্মের জ্ঞান। "অত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্মশতোদ্ভবম্। স্মরন্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে॥ আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ। নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ॥ ভা. ৩।৩১।৯-১০॥ —এই গর্ভমধ্যে দৈবাৎ (পূর্ব পূর্ব কর্মবশতঃ) তাহার স্মৃতি লাভ হয়, পূর্ব শতজন্মকৃত কর্মের কথা স্মরণ করিতে করিতে (অনুতপ্ত হইয়া) দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে; এই অবস্থায় কোনও সুখই লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানোদয় হইলেও সপ্তম মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসব-কারণ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া, সমানোদরজন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায়, একস্থানে স্থির হইয়াও থাকিতে পারে না।"

২০৬। **স্মঙরিয়া**—পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মের কথা স্মরণ করিয়া। **স্তুতি করে কৃষ্ণেরে**— "নাথমান ঋষিভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ। স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ॥ ভা. ৩।৩১।১১॥ —সেই জীব তখন দেহাত্মদর্শী হইয়া পুনরায় গর্ভবাস-ভয়ে ভীত হইয়া সপ্তধাতুদ্বারা আবদ্ধ অবস্থাতেই কৃতাঞ্জলি হইয়া, যিনি তাহাকে মাতৃগর্ভে স্থাপন করিয়াছেন, ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার স্তব করিতে থাকে। ভা. ৩।৩১।১২-২১ শ্লোকসমূহে জীবেব স্তুতি উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে সে-সমস্ত শ্লোক এ-স্থলে উদ্ধৃত হইল না। নিম্নলিখিত পয়ারসমূহে সেই স্তুতির মর্ম দ্রষ্টব্য।

২০৭। **তোমা বই**—তোমার নিকটে ব্যতীত। **কা'ত**—কাহাতে, কাহার নিকটে।

২০৮। **যে করয়ে বন্দী** ইত্যাদি—যিনি যাহাকে বন্দী (বন্ধনযুক্ত) করেন, তিনিই তাহাকে ছাড়িতে (বন্ধনমুক্ত করিতে) পারেন, তাহাকে বন্ধনমুক্ত করার অধিকার তাঁহারই। আমার কর্মফল অনুসারে তুমিই আমাকে মায়াপাশে (বা মাতৃগর্ভে নাড়ী প্রভৃতিদ্বারা) বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ; তুমি ব্যতীত আর কে আমাকে বন্ধনমুক্ত করিতে সমর্থ? **সহজ মৃতেরে**—যে-ব্যক্তি সহজেই (সহজাত কর্মফলেই, আপনা-আপনিই) মরিয়া রহিয়াছে, তাহাকে। **মায়া কর কিসে**— কি জন্য তাহাকে আবার মারিবার উদ্দেশ্যে তোমার মায়াজাল বিস্তার করিতেছ? মৃতকে আবার মারিবার সার্থকতা কিছু নাই।

মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে বঞ্চিলুঁ জনম।
না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ ॥ ২০৯
যে পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্ম্মে ॥ ২১০
এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবে উদ্ধার ॥ ২১১
এতেকে জানিলুঁ সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ! তোর লইলুঁ শরণ ॥ ২১২
তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া ॥ ২১৩
উচিত তাহার এই শাস্তি যোগ্য হয়।
করিলা ত এবে কৃপা কর' মহাশয়! ২১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৯। মিথ্যা—অনিত্য। **ধন-পুত্র-রসে**—বিত্তসম্পত্তি উপভোগের এবং পুত্রাদির সঙ্গের সুখের লোভে। **বঞ্চিলুঁ জনম**—পূর্ব জন্মের জীবন অতিবাহিত করিলাম। অথবা, সেই পূর্বজন্মকে বঞ্চিত করিলাম। তোমার ভজনের জন্যই তুমি কৃপা করিয়া আমাকে মনুষ্যদেহে জন্ম দিয়াছিলে; কিন্তু তোমার ভজন না করিয়া, ভজনোপযোগী মনুষ্যদেহ পাইয়াও আমি অনিত্য ধন-পুত্ররসে মত্ত হইয়া, তোমার কৃপাদত্ত মনুষ্যদেহে লভ্য তোমার চরণ-সেবার পরম আনন্দ হইতে সেই জন্মকে (অর্থাৎ আমি নিজেকে) বঞ্চিত করিয়াছি।

২১০। **বিধর্ম্মে**—বিকৃত, বা যাহা মনুষ্যদেহের উদ্দেশ্য-সাধক নহে, তদ্রূপ অনিত্য বস্তু-সম্বন্ধীয় ধর্মে, দেহ-দৈহিক-বস্তু-বিষয়ক আচরণে। **সে সব**—পুত্রাদি। **কোথা বা সে সব ইত্যাদি**—আমার বিধর্মরূপ কর্মের ফলে এখন আমি যে-দুঃখ ভোগ করিতেছি, আমাকে এই অসহ্য দুঃখ হইতে উদ্ধার করার জন্য আমার পুত্রাদি তো এখন আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেছে না।

২১১। "করিবা"-স্থলে "করহ"-পাঠান্তর।

২১২। এতেকে—এ-সমস্ত (পূর্বপয়ারোক্ত) কারণে। **সত্য তোমার চরণ**—তোমার চরণ (তোমার চরণসেবার ফলই) সত্য, নিত্য; পুত্রাদির পোষণের ফল সত্য (নিত্য) নহে, সার্থকও নহে।

২১৩। ভুলিলাঙ ইত্যাদি-ধন-জন-পুত্রাদি হইতে অসৎ (অনিত্য) সুখপ্রাপ্তির পথে প্রমত্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে (তোমার চরণ-সেবার কথা) ভুলিয়া রহিয়াছি। "ভুলিলাঙ"-স্থলে "ভজিলুঁ মো"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—"তোমা হেন কল্পতরু ঠাকুরকে (যে-তোমার নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়, সেই তোমাকে) ছাড়িয়া (ভজন না করিয়া) প্রমত্ত হইয়া আমি অসৎ পথের (যে-পথে চলিলে কেবল অসৎ বা অনিত্যবস্তুই পাওয়া যায়, সেই পথেরই) ভজন করিয়াছি (সেই পথেই অনবরত চলিয়াছি)।

২১৪। অন্বয়—হে মহাশয়! এই (আমার গর্ভযন্ত্রণা-ভোগরূপ) শাস্তিই তাহার (অসৎ-পথে আমার চলার) যোগ্য শাস্তি হয়। তুমি আমার সেই উচিত (আমার কর্মের উপযুক্ত) শাস্তি তো

এই কৃপা আর যেন তোমা' না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি না মরি। ২১৫
যেখানে তোমার নাঞি যশের প্রচার।
যথা নাঞি বৈষ্ণবগণের অবতার ॥ ২১৬
যেখানে তোমার মহা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥ ২১৭

তথাহি (ভা. ৫।১৯।২৩)—
"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥"। ৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিলা ত (আমাকে দিয়াছই)। এবে (এখন) আমার প্রতি কৃপা কর। কিরূপ কৃপা, তাহা পরবর্তী কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে।

২১৫। অন্বয়। যেখানে-যেখানে (যখন যে-কোনও যোনিতেই) না জন্মি (জন্মগ্রহণ করি না কেন), এবং না মরি (মরিয়া যাই না কেন), তোমাকে যেন আর না পাসরি (আর ভুলিয়া না থাকি),—এই কৃপাই (তামার চরণে প্রার্থনা করিতেছি)। "এই কৃপা"-স্থলে "এই কর" এবং "জন্মি না"-স্থলে "জন্মিঞা না"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। প্রহ্লাদও ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ বি. পু. ॥ ১।২০। ১৮-১৯ ॥—হে নাথ! হে অচ্যুত! (আমার কর্মফল অনুসারে) আমি (পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি) যে-যে সহস্র যোনিতেই পরিভ্রমণ (জন্ম গ্রহণ) করি না কেন, সেই সেই যোনিতেই (জন্মেই) যেন তোমাতে আমার অচ্যুতা (অবিচলা) ভক্তি সর্বদা থাকে। অবিবেক (স্বীয় স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যসম্বন্ধে অজ্ঞ - সুতরাং সংসার-সুখে আসক্ত) লোকদিগের বিষয় (ইন্দ্রিয়ভোগ্য সংসার-সুখ-)-ভোগে যেরূপ অবিচলা প্রীতি থাকে, তোমার চরণ-স্মরণরত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ অবিচলা প্রীতি যেন অপসৃত না হয়।"

২১৬-১৭। **যেখানে তোমার** ইত্যাদি—যে-স্থানে তোমার যশের (গুণ-মহিমাদির) প্রচার নাই (কীর্তন হয় না)। **অবতার**—অবতরণ, আবির্ভাব, জন্ম। **মহা-মহোৎসব**—নাম-গুণ-লীলাদির কীর্তনরূপ পরমানন্দময় অনুষ্ঠান। "মহা"-স্থলে "যাত্রা"-পাঠান্তর। যাত্রা-মহোৎসব—জন্মলীলাদির উদ্‌যাপনরূপ পরমানন্দময় অনুষ্ঠান। **ইন্দ্রলোক**—স্বর্গ।

শ্লো ॥ ৫ ॥ অন্বয় ॥ যত্র (যে-স্থানে) বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগাঃ (বৈকুণ্ঠের—ভগবানের—কথারূপ-নাম-গুণ-লীলাদির কীর্তনরূপ - সুধাপগাঃ—অমৃতপূর্ণ-নদীসমূহ) ন [সন্তি] (নাই), যত্র (যে-স্থানে) তদাশ্রয়া (সেই ভগবৎ-কথারূপ সুধানদীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা, তাদৃশ ; সর্বদা ভগবৎ-কথা-কীর্তন-পরায়ণ) সাধবঃ ভাগবতাঃ (সাধু—স্বসুখ-দুঃখনিবৃত্তি বাসনাশূন্য ভক্তগণ) ন [সন্তি] (নাই),

"গর্ত্ত-বাস-দুঃখ প্রভু ! এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্ব কাল ॥ ২১৮
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর' প্রভু ! না ফেলিবা তথা ॥ ২১৯
এইমত দুঃখ প্রভু ! কোটিকোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর প্রভু ! সব মোর কর্ম্ম ॥ ২২০
সে দুঃখ-বিপদ প্রভু ! রহু বারেবার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব-বেদ-সার ! ২২১
হেন কর' কৃষ্ণ ! এবে দাস্যযোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া ॥ ২২২
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা' বই তবে প্রভু ! না গাইমু আর ॥" ২২৩
এইমত গর্ত্তবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভাল বাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ ॥ ২২৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যত্র (যে-স্থানে) মহোৎসবাঃ (নৃত্যগীতাদি সমন্বিত পরমানন্দময়) যজ্ঞেশমখাঃ (যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর পূজা) ন [ভবন্তি] (হয় না), সঃ (তাদৃশ) সুরেশলোকঃ অপি (ব্রহ্মলোকও) ন বৈ সেব্যতাম্ (নিশ্চয়ই সেবনীয় নহে—সেবা করিবে না।

অনুবাদ। যে-স্থানে ভগবানের (নাম-গুণ-লীলাদির) কীর্তনরূপ অমৃতপূর্ণ নদী নাই, যে-স্থানে সেই ভগবৎ-কথারূপ অমৃতময়ী নদীর আশ্রিত (সর্বদা ভগবৎ-কথা-পরায়ণ) সাধু (স্বীয়-সুখ-বাসনাশূন্য এবং স্বীয়-দুঃখনিবৃত্তি-বাসনাশূন্য) ভগবদ্ভক্তগণ নাই, এবং যে-স্থানে মহোৎসবপূর্ণ (নৃত্য-গীতাদিসমন্বিত পরমানন্দময়) যজ্ঞেশ-পূজা (যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পূজা বা সেবা) নাই, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও তাহা সেবনীয় নহে (তাহার সেবা করিবে না, সে-স্থানে বাস ইচ্ছা করিবে না)। ২।১।৫ ॥

এই শ্লোকের টীকায় "সুরেশলোকঃ"-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সুরেশস্য ব্রহ্মণোঽপি লোকঃ।" তদনুসারে "সুরেশ-লোক" হইতেছে ব্রহ্মলোক (সত্যলোক)।

২১৮। "মোর রহে সর্ব্ব"-স্থলে "প্রভু! হয় চির"-পাঠান্তর।

২২০। **কর্ম্ম**—কর্মফল।

২২১। **সর্ব্ব-বেদ-সার**—সমস্ত বেদের সার (সর্বশ্রেষ্ঠ) উপদেশ। ইহা "স্মৃতি"-পদের বিশেষণ। ভগবচ্চরণ-স্মৃতিই সমস্ত বেদের সার উপদেশ। **অথবা,** "সর্ব্ববেদ-সার"-শব্দটিকে সম্বোধনাত্মক পদও মনে করা যায়—হে সর্ববেদ-সার শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সমস্ত বেদের সারতত্ত্ব। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ॥ গীতায় শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥"

২২৩। "করহ"-স্থলে "দেখিয়ে" এবং "গাইমু"-স্থলে "চাহিমু"-পাঠান্তর।

২২৪। **পোড়ে**—দুঃখাগ্নিতে পুড়িয়া মরে, দগ্ধ হয়। **তাহো**—সেই দুঃখের জ্বালাও। **ভালবাসে**—ভাল বলিয়া মনে হয়। **কৃষ্ণস্মৃতির কারণ**—কৃষ্ণস্মৃতি হইয়াছে বলিয়া। পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিও পরমানন্দময়ী ; কৃষ্ণস্মৃতির এই পরমানন্দময় তরঙ্গে গর্ভবাসজনিত অসহ্য দুঃখও বহুদূরে ভাসিয়া যায়। যে-পর্যন্ত চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত না হয়, সে-পর্যন্তই গর্ভবাসজনিত দুঃখের অসহ্য দহন। "কৃষ্ণস্মৃতির"-স্থলে "কৃষ্ণস্ফূর্ত্তির" এবং "কৃষ্ণস্তুতির"-পাঠান্তর। কৃষ্ণস্ফূর্ত্তির কারণ—স্তব করিতে

স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন অনিচ্ছায় ॥ ২২৫
শুন শুন মাতা ! জীবতত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান ॥ ২২৬
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে।
কহিতে না পারে, দুঃখ-সাগরেতে ভাসে ॥ ২২৭
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায় ॥ ২২৮
কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি-জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সে-ই ভাগ্যবান্ ॥ ২২৯
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট-সঙ্গ করে।
পুন সেইমত মায়াপাপে ডুবি মরে ॥ ২৩০

তথাহি (ভা. ৩।৩১।৩২)—

"যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ ॥" ৬ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিতে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়েন বলিয়া। কৃষ্ণস্তুতির কারণ—শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে সেই স্তবেই চিত্তের তন্ময়তা জন্মে বলিয়া।

২২৫। **কালে**—যথা সময়ে। **পড়ে ভূমিতে**—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। "আপন অনিচ্ছায়"-স্থলে "আপন ইচ্ছায়"-পাঠান্তর।

২২৭। **শ্বাসে**—শ্বাস ফেলে। "কান্দে শ্বাসে"-স্থলে "বহে শ্বাসে" এবং "কান্দে হাসে"-পাঠান্তর। **দুঃখ সাগরতে ভাসে**—গর্ভবাস-কালে কৃষ্ণস্মৃতি-জনিত যে-আনন্দ ছিল, ভূমিষ্ঠ হইলে কৃষ্ণস্মৃতি থাকে না বলিয়া সেই আনন্দ আর থাকে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মায়ার কবলে পতিত হয় বলিয়া মায়ার প্রভাবে "দুঃখ সাগরেতে ভাসে—অশেষ দুঃখ পাইতে থাকে।"

২৩০। **মায়াপাপে**—মায়ার বশীভূত হইয়া পাপে (পাপকর্মে)। মায়াপাপে"-স্থলে "গর্ভবাসে"-পাঠান্তর।

শ্লো ॥ ৬ ॥ অন্বয় ॥ জন্তুঃ (জীব) পথি (সৎপথে) আস্থিতঃ (অবস্থিত থাকিয়াও) শিশ্নোদর-কৃতোদ্যমৈঃ (উপস্থ ও উদরের তৃপ্তির জন্য যত্নপরায়ণ) অসদ্ভিঃ (অসজ্জনগণের সহিত) যদি রমতে (যদি আমোদ-প্রমোদে রত হয়) [তর্হি—তাহা হইলে] পুনঃ (পুনরায়) পুর্ব্ববৎ (পূর্বোক্ত প্রকারে —পূর্বে ভা. ৩।৩০।২০-ইত্যাদি শ্লোকে কথিত প্রকারে) তমঃ বিশতি (নরকে প্রবেশ করে)।

অনুবাদ। সৎপথে থাকিয়াও জীব যদি উপস্থ ও উদরের তৃপ্তির জন্য যত্নপর অসজ্জন-গণের সহিত আমোদ-প্রমোদে রত হয়, তাহা হইলে, পুর্বপ্রকারে (ভা. ৩।৩০।২০-ইত্যাদি শ্লোকে কথিত প্রকারে) পুনরায় নরকে প্রবেশ করে ॥ ২।১।৬ ॥

ব্যাখ্যা। ভা. ৩।৩০।২০-২৩ শ্লোকে ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়সুখ-সর্বস্ব ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যমদূতগণ তাহাকে স্থূলদেহ হইতে যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করিয়া, গলদেশে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, সুদীর্ঘ (নিরনব্বই-সহস্রযোজন-পরিমিত) পথে লইয়া যায়। তাহাদের তাড়নায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে তাহাকে কুক্কুরে ভক্ষণ করিতে আসে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত, এবং পৃষ্ঠদেশে কষাদ্বারা তাড়িত, সূর্যকিরণ, দাবানল এবং উত্তপ্ত বায়ুদ্বারা সন্তাপিত হইয়া তপ্তবালুকাময় পথে তাহাকে চলিতে হয়। সে-স্থানে বিশ্রাম-

"অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ ॥" ৭॥

"অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে ॥ ২৩১
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত 'কৃষ্ণ' মাতা ! মুখে বোল 'হরি'॥ ২৩২
ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন,—পরহিংসা যা'য় ॥" ২৩৩
কপিলের ভাবে প্রভু মা'য়েরে শিখায়।
শুনি সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায় ॥ ২৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্থান, এবং জল পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই। শ্রান্তিবশতঃ বারংবার মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়। মূর্ছাপগমে পুনরায় নিজেই উঠিয়া চলিতে থাকে। এইরূপ অসহ্য কষ্টভোগ করিতে করিতে তাহাকে যমপুরীতে যাইতে হয়।" সেখানে গেলেই নরক-যন্ত্রণা-ভোগ আরম্ভ হয়। ভাগবতের পরবর্তী কতিপয় শ্লোকে সেই নরক-যন্ত্রণার কথা বলা হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৭ ॥ **অন্বয়াদি** ১।৫।১-শ্লোক প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২৩১। "স্মরণে"-স্থলে "শরণে"-পাঠান্তর। শরণ—আশ্রয়।

২৩৩। **ভক্তিহীন কর্ম্মে ইত্যাদি**—যে-কর্মের সহিত কৃষ্ণভক্তির সংশ্রব নাই, তাহা বেদবিহিত কর্ম হইলেও, তাহার অনুষ্ঠানে কোনও ফল পাওয়া যায় না। সমস্ত কর্মের ফলদাতা হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। "ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩।২।৩৮ ব্র. সূ. ॥"। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥৯।২৪॥" (প্রভু—ফলদাতা) যে-শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সমস্ত কর্মের একমাত্র ফলদাতা, তাঁহাতে ভক্তির সহিত কোনও কর্ম অনুষ্ঠিত না হইলে, তাঁহার প্রতি—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, সেই কর্মের ফল কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে? কর্মকর্তা যে একটি কর্ম করিতেছেন, ভক্তিই তো শ্রীকৃষ্ণকে তাহা জানাইবেন; ভক্তির অভাবে কে তাঁহাকে জানাইবে এবং ফলদানে উন্মুখ করিবে? **যা'য়**—যাহাতে, যে—কর্মে। **সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন ইত্যাদি**—যে-কর্মের (বেদবিহিত কর্মেরও) অনুষ্ঠানে পরহিংসা (কোনও না কোনও জীবের হিংসা) আছে, তাহাকে ভক্তিহীন কর্ম বলিয়া জানিতে হইবে। তাৎপর্য এইরূপ। যাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণভক্তি আছে, তাঁহারা কখনও কোনও জীবকে কোনওরূপ কষ্ট দেন না। "হরি-ভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ চৈ. চ. ২।২৪-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন।" তাহার হেতু এই যে—যাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণভক্তি বিরাজিত, ভক্তির কৃপায় তাঁহারা জানিতে পারেন, জীবমাত্রেরই একমাত্র প্রিয় হইতেছেন পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ (বৃহদারণ্যকশ্রুতি) এবং যে-কোনও জীবও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কোনও জীবের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করিলে কি শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রীত হইতে পারেন? কখনও তিনি তাহাতে প্রীতি লাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির সম্ভাবনা যাহাতে নাই, ভক্ত কখনও তাহা করেন না; ইহা হইতেই জানা গেল - যে-কর্মে জীব-হিংসা আছে, তাহাই ভক্তিহীন। অর্থাৎ যাঁহারা জীবহিংসা করেন, তাঁহারা ভক্তিহীন।

২৩৪। **মিলায়**—আনন্দে মিলিত (লীন) হইয়া যায়েন।

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে ॥ ২৩৫
আপ্তমুখে এ কথা শুনিঞা ভক্তগণ।
সর্ব্ব-গণে বিতর্ক ভাবেন মনেমন ॥ ২৩৬
"কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে ?
কিবা সাধু-সঙ্গে, কিবা পূর্ব্বের সংস্কারে ?" ২৩৭
এইমত মনে সভে করেন বিচার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সভার ॥ ২৩৮
খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ ॥ ২৩৯
বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগত দেখয়ে নিরন্তর ॥ ২৪০
অহর্নিশি শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম।
বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম ॥ ২৪১
যে প্রভু আছিলা ভোলা মহা বিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ-বিনু আর কিছু নাহি বাসে ॥ ২৪২
পঢ়ুয়ার বর্গ সব অতি উষঃকালে।
পঢ়িবার নিমিত্তে আসিয়া সভে মিলে ॥ ২৪৩
পঢ়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগত-রায়।
কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায় ॥ ২৪৪
"সিদ্ধ বর্ণসমাম্নায় ?" বোলে শিষ্যগণ।
প্রভু বোলে "সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥" ২৪৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৬। **আপ্তমুখে**—আপন লোকদের মুখে। "মনে মন"-স্থলে "অনুক্ষণ"-পাঠান্তর। অনুক্ষণ—সর্বদা।

২৩৭। **সে শরীরে**—নিমাই-পণ্ডিতের দেহে। **কিবা সাধুসঙ্গে**—অথবা কি সাধুসঙ্গের প্রভাবে নিমাই-পণ্ডিতের এই অবস্থা। **কিবা পূর্ব্বের সংস্কারে**—অথবা কি পূর্ব জন্মের ভক্তি-সংস্কারের ফলে এই অবস্থা।

২৩৮। **সুখময় চিত্তবৃত্তি** ইত্যাদি সকলের সমস্ত চিত্তবৃত্তিই সুখময় হইল, সকলেই সর্ববিষয়ে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। "বৃত্তি"-স্থলে "বিত্ত"-পাঠান্তর। চিত্তবিত্ত—চিত্ত এবং বিত্ত (ধন-সম্পত্তি) সুখময় হইল; চিত্তেও পরমানন্দ এবং তাহার ফলে গৃহ-বিত্তাদিও আনন্দের উৎস বলিয়া প্রতীয়মান হইল। যাঁহার চক্ষুতে নীল রংয়ের চশমা থাকে, তিনি সমস্ত বস্তুকেই নীলবর্ণ দেখেন।

২৩৯। **অন্বয়**। ভক্তের দুঃখ খণ্ডিল (দূর হইল); কেননা, মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রকাশ হইলেন (আত্মপ্রকাশ করিলেন) বলিয়া পাষণ্ডীর নাশ (বিনাশ) হইবে। "পাষণ্ডীর নাশ"-স্থলে "পাষণ্ড-বিনাশ"-পাঠান্তর)। অথবা, "পাষণ্ডীর নাশ" (বা পাষণ্ডি-বিনাশ) হইতেছে—"মহাপ্রভু বিশ্বম্বরের" বিশেষণ—পাষণ্ড-দলন মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিলেন।

২৪০। **বৈষ্ণব আবেশ**—ভক্তভাবে। প্রভু ভক্তভাবময়।

২৪২-৪৩। **ভোলা**—বিভোর, মত্ত। "ভোলা"-স্থলে "ভোরা"-পাঠান্তর। ভোরা—বিভোর। **বাসে**—ভালবাসে। **পঢ়ুয়ার বর্গ**—পঢ়ুয়া-সকল।

২৪৫। **সিদ্ধ বর্ণসমাম্নায়ঃ**—"কলাপব্যাকরণের প্রথম সূত্র এই—'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ', সিদ্ধঃ খলু বর্ণনাং সমাম্নায়ো বেদিতব্যঃ; বর্ণাঃ—অকারাদ্যাঃ, তেষাং সমাম্নায়ঃ—পাঠক্রমঃ। অর্থাৎ 'অকারাদি

শিষ্য বোলে "বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?" প্রভু বোলে "কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে ॥" ২৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বর্ণমালার পাঠক্রম নিত্যসিদ্ধ। অ. প্র.।" এ-স্থলে **বর্ণ**-শব্দের অর্থ হইতেছে—অক্ষর। অ. আ. ই ইত্যাদি এবং ক, খ, গ ইত্যাদি অক্ষরকেই এ-স্থলে "বর্ণ" বলা হইয়াছে। **সমাম্নায়**—পাঠক্রম। কোন্ বর্ণের বা অক্ষরের পরে কোন্ বর্ণ বা অক্ষর পড়িতে হইবে, অর্থাৎ অ-কারের পরে আ-কার, তাহার পরে ই-কার-ইত্যাদি ক্রম এবং ক-এর পরে খ, তাহার পরে গ ইত্যাদি ক্রম। বর্ণসমূহের বা অক্ষরসমূহের এই পাঠক্রম হইতেছে—**সিদ্ধ**—অতিপ্রসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ। ইহাই হইতেছে কলাপ ব্যাকরণের সর্বপ্রথম সূত্রের—"সিদ্ধো বর্ণাসমাম্নায়ঃ"-সূত্রের—তাৎপর্য। অ, আ-ইত্যাদি, বা ক, খ-ইত্যাদি অক্ষরগুলির উচ্চারণে যে-শব্দ বা ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা সকল দেশের সকল লোকের, এমন কি মনুষ্যেতর জীবের, মধ্যেও সকল সময়েই বিরাজিত। সুতরাং সেই শব্দ বা ধ্বনি হইতেছে নিত্য। অক্ষর হইতেছে সেই শব্দের বা ধ্বনির ব্যঞ্জকমাত্র—নামমাত্র, বাচকমাত্র ; আর সেই শব্দ হইতেছে অক্ষরের বাচ্য, ব্যঞ্জ্য, নামী। বাচ্য-বাচকের অভেদবশতঃ সেই শব্দ এবং তদ্বাচক অক্ষরও হইবে সেই শব্দের ন্যায় নিত্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশে অক্ষরের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সর্বত্রই অক্ষরই হইতেছে সেই শব্দের বাচক। আবার, কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠাধর, মুখগহ্বরাদির সহায়তাতেই অক্ষর উচ্চারিত হইয়া থাকে। কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠাধরাদির একই রকম অবস্থান-ভঙ্গীতে সকল অক্ষর উচ্চারিত হয় না, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণের জন্য তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান-ভঙ্গীর প্রয়োজন। অ, আ, ই-ইত্যাদি এবং ক, খ, গ-ইত্যাদি স্বরবর্ণমালার এবং ব্যঞ্জনবর্ণমালার অক্ষরগুলি যে ক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, জিহ্বা এবং ওষ্ঠাধরাদির একটা সহজ স্বাভাবিক, অথচ বিজ্ঞানসম্মত, অবস্থান-ভঙ্গীর ক্রম অনুসারেই-সেই অক্ষরগুলির ক্রম নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং সহজ, স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া অক্ষরসমূহের ক্রম-সন্নিবেশ এবং পাঠক্রমও নিত্য। এ-জন্যই বলা হইয়াছে—"বর্ণসমাম্নায়ঃ সিদ্ধঃ—বর্ণসমূহের বা অক্ষরসমূহের পাঠক্রম সিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ।" প্রভুর শিষ্যগণ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সিদ্ধ বর্ণসমাম্নায় ?", অর্থাৎ "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ"-এই সূত্রের তাৎপর্য কি ? "সমাম্নায়"-স্থলে "সমাশ্রয়" এবং "কোন্ সংজ্ঞায়" পাঠান্তর আছে। সিদ্ধ বর্ণসমাশ্রয়—বর্ণসমূহের সমাশ্রয় (তাহাদের আশ্রয়ের বা স্থানের সমাবেশ, সম্যক্ ক্রম) যে সিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য কি ? সিদ্ধ বর্ণ কোন্ সংজ্ঞায়—বর্ণগুলি (বর্ণগুলির পাঠক্রম যে) সিদ্ধ, একথার সংজ্ঞা (অর্থ বা তাৎপর্য) কি ?

শিষ্যদের প্রশ্ন শুনিয়া প্রভু বলিলেন—**সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ**—সমস্ত অক্ষরই (অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষরই) যে নারায়ণকে (মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে) উদ্দেশ করে, তাহা সিদ্ধ—অতি প্রসিদ্ধ (কেননা, ইহা বেদসম্মত ; সুতরাং নিত্যসিদ্ধ)। সূত্র-কথিত বাক্যের পূর্বোল্লিখিত অর্থ না করিয়া প্রভু তাহার কৃষ্ণতাৎপর্যময় অর্থ প্রকাশ করিলেন।

২৪৬। প্রভুর কথা শুনিয়া শিষ্যগণ বলিলেন—**বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে**—সমস্ত অক্ষরই যে

শিষ্য বোলে "পণ্ডিত ! উচিত ব্যাখ্যা কর' ।"
প্রভু বোলে "সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর ॥ ২৪৭

কৃষ্ণের ভজন কহি— সম্যক্ আম্নায় ।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণভজন বুঝায় ॥" ২৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে, এই উক্তি কিরূপে সিদ্ধ (স্থাপিত) হইল ? প্রত্যেক অক্ষর কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিতে পারে ? শিষ্যদের এই উক্তির উত্তরে প্রভু বলিলেন—**কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের কারণে—সমস্ত** (অর্থাৎ প্রত্যেক) অক্ষরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন বলিয়াই অক্ষরগুলি শ্রীকৃষ্ণকে নির্দেশ করিয়া থাকে। পূর্বে, ২৪০ পয়ারে, বলা হইয়াছে "মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর। কৃষ্ণময় জগত দেখয়ে নিরন্তর ॥" অক্ষরগুলিকেও প্রভু কৃষ্ণময় দেখিতেছেন এবং আরো দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রতি অক্ষরেরই শ্রীকৃষ্ণ-দৃষ্টিসূত্রে যোগ আছে ; সেই সূত্রকে আশ্রয় করিয়া নয়নকে বা চিত্তকে চালিত করিলে শ্রীকৃষ্ণেরই উদ্দেশ পাওয়া যায়। অথবা, কৃষ্ণদৃষ্টিপাতের—কৃষ্ণময়ী যে-দৃষ্টি, যে দৃষ্টি কোনও স্থলেই কৃষ্ণব্যতীত অন্য কিছু দেখে না, অক্ষরসমূহের প্রতি তাদৃশ-দৃষ্টিপাতের কারণে—হেতুতে, সমস্ত অক্ষরেই নারায়ণ সিদ্ধ হয়। তাদৃশী দৃষ্টিতে "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"।

২৪৭। **উচিত**—যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য, যথার্থ, ঠিক। **সর্ব্বক্ষণ** ইত্যাদি—তোমরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ কর ; তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বুঝিতে পারিবে, আমি যে-অর্থ করিয়াছি, তাহাই যথার্থ অর্থ।

২৪৮। **কৃষ্ণের ভজন কহি**—আমি যে তোমাদের নিকটে কৃষ্ণভজনের কথা বলিতেছি, ইহাই হইতেছে **সম্যক আম্নায়**—সমাম্নায়, বিশুদ্ধ ক্রম। জীব যথাক্রমে আশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ভজনোপযোগী মনুষ্যদেহ লাভ করে ; এই মনুষ্যদেহে শ্রীকৃষ্ণভজনই জীবের সম্যক্‌রূপে কর্তব্য। মনুষ্যেতর নানা যোনিতে ভ্রমণ-ক্রমে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণভজনই ক্রম-মনুষ্যযোনির একমাত্র কর্তব্য। অথবা, **আম্নায়**—বেদ (শব্দকল্পদ্রুম অভিধান)। সম্যক্ আম্নায় (**সমাম্নায়**)—বেদ ("এতদন্তঃ সমাম্নায়ঃ"-ইত্যাদি ভা. ১০।৪৭।৩৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সমাম্নায়ো বেদঃ।") কৃষ্ণভজনের উপদেশ দেন এবং বেদানুগত শাস্ত্রও তাহাই দিয়া গিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ বৃ. আ. ॥ ১।৪।৮ ॥ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি ॥ বৃ. আ. ॥ ২।৪।৫ ॥, মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ॥ গীতা ॥ ১৮।৬৫ ॥"

অথবা, **সম্যক্ আম্নায়। আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায়**—সমস্ত আম্নায় (বেদ বা বেদানুগত শাস্ত্র) আদিতে (প্রথম অংশে), মধ্যে (মধ্যবর্তী অংশে) এবং অন্তে (শেষ অংশেও) কৃষ্ণভজন জীবকে বুঝাইয়া থাকে। বেদে বা বেদানুগত শাস্ত্রে সর্বত্রই কৃষ্ণভজনের উপদেশ দৃষ্ট হয়। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ॥ গীতা ॥ ১৪।১৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি ॥", "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্‌বেদ কশ্চন ॥ মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে-হহম্। এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্। মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥

শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহো বোলে 'হেন বুঝি বায়ুর কারণ॥" ২৪৯
শিষ্যবর্গ বোলে "এবে কেমত বাখান?"
প্রভু বোলে "যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥" ২৫০
প্রভু বোলে "যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল-মনে॥ ২৫১
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন হই একঠাঁই॥" ২৫২
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি করিলা গমন॥ ২৫৩
সর্ব্ব-শিষ্য গঙ্গাদাসপণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন সব—যত ঠাকুর বাখানে॥ ২৫৪
"এবে যত বাখানেন নিমাঞিপণ্ডিত।
শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত॥ ২৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভা. ১১।২১।৪২ ৪৩॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥ —কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যদ্বারা বেদ কি বিধান করে? দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশ করে? এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে আশ্রয় করিয়া তর্ক-বিতর্ক করে? এ-সমস্তের গূঢ় তাৎপর্য আমিব্যতীত অপর কেহ জানে না। তাৎপর্য হইতেছে এই। কর্মকাণ্ড যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ড তত্তদ্ দেবতারূপে আমাকেই প্রকাশ করে এবং জ্ঞানকাণ্ড আমাকে আশ্রয় করিয়াই তর্ক-বিতর্ক করে। ইহাই হইতেছে সকল বেদের তাৎপর্য। বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র, মায়ামাত্র এই জগৎকে নিষেধ করিয়া, আমার অবতারাদিরূপ ভেদের কথাও বলিয়া, তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণরূপ আমাকে অবলম্বন করিয়াই কৃতকৃত্য হয়।", "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥ হরিবংশ-বচন॥ —বেদে, রামায়ণে, পুরাণে এবং মহাভারতে, আদিতে, মধ্যে এবং অন্তেও, সর্বত্রই শ্রীহরি কীর্তিত হইয়াছেন।"

২৪৯। **হাসে শিষ্যগণ**—প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যগণ হাসিতে লাগিলেন। প্রভুর মায়ায় তাঁহারা প্রভুর ব্যাখ্যার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিলেন, প্রভু যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হাস্যোদ্দীপক। **হেন বুঝি বায়ুর কারণ**—শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিলেন, তাঁহাদের অধ্যাপক নিমাই-পণ্ডিতের মধ্যে বোধ হয় বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহার ফলেই তিনি ব্যাকরণ-সূত্রের এইরূপ হাস্যোদ্দীপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২৫০। **এবে কেমত বাখান**—এখন তুমি এই কি রকম ব্যাখ্যা করিতেছ? **বাখান**—ব্যাখ্যা করিতেছ। **যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ**—শাস্ত্রের প্রমাণ বা বিধান যেরূপ, সেইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছি। "প্রমাণ"-স্থলে "বিধান"-পাঠান্তর। বিধান—বিধি।

২৫২। **বিরলে**—নির্জনে। **পুঁথি চাই**—পুস্তকের অনুশীলন (বিচারপূর্বক আলোচনা) করি।

২৫৩। "বাক্য"-স্থলে "ব্যাখ্যা"-পাঠান্তর

২৫৫। **শব্দ-সনে**—শব্দের সহিত, শব্দ-প্রসঙ্গে। **বাখানেন**—ব্যাখ্যা করেন। **কৃষ্ণসমীহিত**—সমীহিত=অভীষ্ট। **কৃষ্ণসমীহিত**—**কৃষ্ণই** অভীষ্ট যাহাতে, কৃষ্ণতাৎপর্যময়। **শব্দসনে বাখানেন**

গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে ॥ ২৫৬
সর্ব্বদা বোলেন 'কৃষ্ণ'—পুলকিত-রঙ্গ।
ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহু অঙ্গ॥ ২৫৭
প্রতি শব্দে—ধাতু সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥ ২৫৮
এবে ভাল বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি-সব বোলহ পণ্ডিত!" ২৫৯
উপাধ্যায়শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
শুনিঞা সভার বাক্য উপজিল হাস ॥ ২৬০
ওঝা ব'লে "ঘরে যাহ, আসিহ সকালে।
আজি আমি শিখাইব তাঁহারে বিকালে॥ ২৬১
ভালমত করি যেন পঢ়ায়েন পুঁথি।
আসিহ বিকালে সব তাঁহার সংহতি ॥" ২৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইত্যাদি—নিমাই পণ্ডিত ব্যাখ্যাকালে বলেন—প্রতিশব্দের অভীষ্ট বা অভিপ্রায় (তাৎপর্য) হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গেই তিনি কৃষ্ণ-তাৎপর্যময় অর্থ প্রকাশ করেন।

২৫৭। "করয়ে"-স্থলে "ক্ষণেই" এবং "কখনো"-পাঠান্তর।

২৫৮। (প্রভুর শিষ্যগণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে বলিলেন—নিমাই পণ্ডিত আজকাল) প্রতিদিনই বসিয়া বসিয়া, ধাতু ও সূত্র একত্র করিয়া, প্রতিশব্দে কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন। **সূত্র**—ব্যাকরণের সূত্র। **প্রতিশব্দে**—ব্যাকরণের কোনও সূত্রে যতগুলি শব্দ আছে, তাহাদের প্রত্যেক শব্দেই। **ধাতু**—সেই শব্দটি যে-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধাতু। পরবর্তী ৩১৭-পয়ারের টীকায় ধাতু-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **একত্র করিয়া**—ব্যাকরণ-সূত্রের ব্যাখা-কালে সূত্রের যে শব্দটির অর্থ প্রকাশ করিতে থাকেন, সেই শব্দটি যে-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধাতু এবং সূত্র—এই উভয়কে একত্র করিয়া (মিলাইয়া), সেই শব্দের **কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা**—কৃষ্ণ-তাৎপর্যময়অর্থ করেন—প্রকাশ করেন। ব্যাকরণের কোনও সূত্রে যতগুলি শব্দ আছে, তাহাদের প্রত্যেক শব্দেরই কৃষ্ণতাৎ-ময় অর্থ ব্যক্ত করিয়া নিমাই-পণ্ডিত সমগ্র সূত্রটীর যে অর্থ প্রকাশ করেন, তাহাকেই তিনি সেই সূত্রের বাস্তব অর্থ বলেন। অথচ প্রত্যেক শব্দেরই ধাতু-প্রত্যয়মূলক অর্থ করেন বলিয়া সেই অর্থও হয় মুখ্য অর্থ—সুতরাং অখণ্ডনীয়। কিন্তু সেই অর্থ ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীর কোনও কাজে আসে না। ইহাই বোধ হয় প্রভুর শিষ্যদের উক্তির তাৎপর্য।

২৫৯। **এবে ভাল** ইত্যাদি—নিমাই-পণ্ডিতের বর্তমান সময়ের আচরণের মর্ম (বা হেতু) আমরা ভাল রকম বুঝিতে পারিতেছি না। "ভাল"-স্থলে "তান"-পাঠান্তর। তান—তাঁহার, নিমাই-পণ্ডিতের। **পণ্ডিত**—গঙ্গাদাস-পণ্ডিতকেই এ-স্থলে "পণ্ডিত" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

২৬০। অধ্যাপক শিরোমণি হইলেও গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর আচরণের মর্ম, অথবা ব্যাখ্যার তাৎপর্য বা যাথার্থ্য, বুঝিতে পারেন নাই। প্রভুর শিষ্যদের মুখে, ব্যাকরণের সূত্রাদির কৃষ্ণ তাৎপর্য-ময় অর্থের কথা শুনিয়া, তিনিও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। প্রভুকৃত অর্থকে তিনিও হাস্যোদ্দীপক বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

২৬১-৬২। **ওঝা**—উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ। গঙ্গাদাস পণ্ডিত। **আসিহ সকাল**—বিলম্ব

পরম-হরিষে সভে বাসায় চলিলা।
বিশ্বম্ভর-সঙ্গে সভে বিকালে আইলা ॥ ২৬৩
গুরুর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে।
"বিদ্যালাভ হউ" গুরু আশীর্ব্বাদ করে ॥ ২৬৪
গুরু বোলে "বাপ বিশ্বম্ভর! শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য ॥ ২৬৫
মাতামহ যার—চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ যার—জগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দর ॥ ২৬৬
উভয়-কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিহ পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার ॥ ২৬৭
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয়? ২৬৮
ইহা জানি ভালমতে কর' অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ॥ ২৬৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

না করিয়া সকাল-সকাল আসিও। **তাঁহার সংহতি**—তাঁহার (নিমাই-পণ্ডিতের) সঙ্গে, নিমাই পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া। "বিকালে সব"-স্থলে "সকালে আজি"-পাঠান্তর। অর্থ—আজই সকাল-সকাল আসিও।

২৬৩। "বিকালে"-স্থলে "সকালে"-পাঠান্তর। অর্থ—বিকাল বেলাতেই (সেই দিন অপরাহ্ণেই) বিলম্ব না করিয়া সকাল সকাল আসিলেন।

২৬৬। "চক্রবর্ত্তী"-স্থলে "রাজচক্রবর্ত্তী" পাঠান্তর।

২৬৭। **ব্যাখ্যাতে টীকার**—ব্যাকরণের টীকার ব্যাখ্যার ব্যাপারে। "ব্যাখ্যাতে"-"স্থলে "বিখ্যাত"-পাঠান্তর। বিখ্যাত—প্রসিদ্ধ। টীকার ব্যাখ্যা বিষয়ে তুমি যে পরম যোগ্য, ইহা সর্বত্রই প্রসিদ্ধ।

২৬৯। **অধ্যয়ন হইলে সে ইত্যাদি**—শাস্ত্রের অধ্যয়ন হইলেই (অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত বিচার-পূর্বক অধ্যয়নের ফলে শাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধ হইলেই) বাস্তবিক ব্রাহ্মণও হওয়া যায়, বৈষ্ণবও হওয়া যায়, এবং বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণও হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে "অধ্যয়নমাত্র বতঃ ॥ ৩।৪।১২ ॥" ব্রহ্মসূত্রটিও বিবেচ্য। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য বলিয়াছেন—"বিদ্বানের সম্বন্ধে কর্মবিধান হেতু যে, বিদ্যাকে কর্মাঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কারণ, "বেদমধীত্য (ছান্দোগ্য শ্রুতি ॥ ৮।১৫।১ ॥)"-এই বাক্যে কেবল অধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ অধ্যয়নবিধিই ত লোককে বেদার্থবোধে প্রবর্তিত করে না; কেননা, অগ্নি প্রভৃতি গ্রহণের ন্যায় এই অধ্যয়ন-শব্দটিও কেবল অক্ষর-রাশি গ্রহণেই পর্যবসিত, অর্থাৎ 'অধ্যয়ন' বলিতে কেবল গুরুর নিকট হইতে বৈদিক অক্ষর-লাভ মাত্রই বুঝায়, কিন্তু সেই সঙ্গে যে তাহার অর্থও বুঝিতে হইবে, এরূপ ত বুঝায় না। অধীত বেদে কর্ম ও তাহার ফল-নির্দেশ দৃষ্ট হয়, তখন সেই কর্ম ও কর্মফল নির্ণয়ার্থ বেদার্থ-বিচারে লোকের আপনা হইতেই প্রবৃত্তি জন্মে; তাহার পর কর্মফলার্থী লোক কর্মে প্রবৃত্ত হয়, আর মোক্ষার্থী লোক ব্রহ্ম-জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির কর্মবিধি হইতেই বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে, অধ্যয়ন-বিধিকেই যদি বেদার্থবোধে লোকের প্রবর্তক বলিয়া মনে কর, তথাপি বিদ্যা কখনও কর্মাঙ্গ

ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কেমনে?
ইহা জানি 'কৃষ্ণ' বোল, কর' অধ্যয়নে॥ ২৭০
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পঢ়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর', মোর মাথা খাও॥" ২৭১
প্রভু বোলে "তোর দুই-চরণ-প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহো মোরে না পারে বিবাদে॥ ২৭২
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে ইহা স্থাপিবেক কোন্ জন? ২৭৩
নগরে বসিয়া এই পঢ়াইব গিয়া
দেখি কার্ শক্তি আছে দূষুক্ আসিয়া?" ২৭৪
হরিষ হইলা গুরু শুনিঞা বচন।
চলিলা গুরুর করি চরণ-বন্দন॥ ২৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইতে পারে না; কেননা, অর্থজ্ঞান আর বিদ্যা (উপাসনা) ত এক পদার্থ নহে, পরন্তু ভিন্ন পদার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্মের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞানাত্মক বেদার্থ-প্রতীতি হইতে ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দবাচ্য পুরুষার্থ-সাধনভূতা বিদ্যাও পৃথক্ পদার্থ; সুতরাং তাহার সহিত কর্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই; [অতএব বিদ্যা কখনও কর্মাঙ্গ হইতে পারে না] ॥—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ।" এইরূপে দেখা গেল, উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা গেল—শাস্ত্রের কেবল অধ্যয়ন মাত্র (শাস্ত্র কেবল পড়িয়া যাওয়া মাত্র, বা কণ্ঠস্থ-করা মাত্রই) বাস্তবিক শাস্ত্রাধ্যয়নের উদ্দেশ্য নহে; বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্যের উপলব্ধিতেই শাস্ত্রাধ্যয়নের সার্থকতা। শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্যের উপলব্ধি জন্মিলেই লোক জানিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণভজনই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য। ইহা জানিতে পারিলেই জীব অন্য সমস্ত বিষয়ে আগ্রহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং তাহার ফলে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

২৭০। **কৃষ্ণ বোল কর অধ্যয়নে**—তুমি "কৃষ্ণ" বলিতেই ভালবাস; বেশ, "কৃষ্ণও" বল, অধ্যয়নও (যথারীতি পূর্ববৎ অধ্যাপনও) কর।

২৭১। **ব্যতিরিক্ত অর্থকর**—ব্যাকরণ-শাস্ত্রের যাহা যথার্থ অর্থ, তাহা ব্যতীত অন্যরকম **অর্থ** যদি কর, তাহা হইলে **মোর মাথা খাও**—আমার দিব্যি।

২৭২ **বিবাদে**—শাস্ত্রবিচারে। **না পারে**—আমার সঙ্গে পারে না।

২৭৩। অন্বয়। আমি সূত্র যে বাখানি (ব্যাকরণ-সূত্রের যে-ব্যাখ্যা করি), তাহা খণ্ডন করিয়া, ইহা (সেই খণ্ডন—আমার ব্যাখ্যা-খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত বা ব্যাখ্যা) স্থাপিবেক (স্থাপন করিবে), নবদ্বীপে এইরূপ কোন্ জন আছে? (অর্থাৎ কেহই নাই)। "সূত্র"-স্থলে "সূত্রে"-পাঠান্তর।

২৭৪। **দূষুক**—আমার ব্যাখ্যার দোষ দেখাউক।

২৭৫। **হরিষ হইলা গুরু** ইত্যাদি—প্রভুর বাক্য শুনিয়া তাঁহার গুরু গঙ্গাদাসপণ্ডিত মনে করিয়াছেন, অন্যান্য পণ্ডিতগণ ব্যাকরণ-সূত্রাদির যে-জাতীয় অর্থ করেন, নিমাইপণ্ডিতও সেই জাতীয়, অথচ ভিন্ন রকম, অর্থই করিবেন এবং সেই ভিন্ন রকম অর্থও এমন বিচক্ষণতার সহিত

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতীপতি শিষ্য যাঁর ॥ ২৭৬
আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য।
যার শিষ্য চতুর্দ্দশ-ভুবন-আরাধ্য ॥ ২৭৭
চলিলা পঢ়ুয়া-সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকে বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর ॥ ২৭৮
বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে।
যাহার চরণ লক্ষ্মী-হৃদয়-উপরে ॥ ২৭৯
যোগপট্টছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন ॥ ২৮০
প্রভু বোলে "সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে 'ভট্টাচার্য্য' পদবী তাহার ॥ ২৮১
শব্দ-জ্ঞান নাহি যার, সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোনো জনে ॥ ২৮২
যে আমি খণ্ডন করি করিয়ে স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক্ কোনো জন ॥" ২৮৩
এইমত বোলে, বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ।
প্রত্যুত্তর করিবেক হেন শক্তি কা'ত ? ২৮৪
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়।
শুনিঞা সভার অহঙ্কার চূর্ণ পায় ॥ ২৮৫
কার্ শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক হেন আছে নবদ্বীপে ॥ ২৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিবেন যে, নবদ্বীপের কোনও পণ্ডিতই তাহা খণ্ডন করিতে পারিবেন না। ইহা ভাবিয়া স্বীয় শিষ্যের কৃতিত্বে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন।

২৭৭। "আর"-স্থলে "দেখ"-পাঠান্তর। **সাধ্য**—সাধনের দ্বারা লভ্য অভীষ্ট বস্তু। **আর কিবা ইত্যাদি**—চতুর্দ্দশ ভুবনের আরাধ্য শ্রীগৌরচন্দ্রকে যিনি স্বীয় শিষ্যরূপে পাইয়াছেন, সেই গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের আর অন্য কি বস্তুই বা অভীষ্ট থাকিতে পারে ?

২৭৮। **তারকে**—তারকাসমূহদ্বারা।

২৭৯। **অন্বয়।** যাঁহার চরণ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করেন, সেই প্রভু বিশ্বম্ভর আসিয়া এক নগরিয়ার (একজন নবদ্বীপ-নগরবাসীর) দ্বারে বসিলেন।

২৮০। **যোগপট্টছান্দে**—১।৭।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সূত্রের করয়ে ইত্যাদি**—প্রভু ব্যাকরণ-সূত্রের প্রথমে এক রকম অর্থ করেন, পরে তাহারই খণ্ডন করেন এবং পুনরায় সেই খণ্ডিত অর্থেরই স্থাপন করেন।

২৮১। **সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার**—কিরূপে দুইটি শব্দের সন্ধি করিতে হয়, তাহা যিনি জানেন না। ১।৭।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভট্টাচার্য্য**—১।৬।১৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮২। **শব্দ-জ্ঞান**—শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে জ্ঞান। **তর্ক**—তর্কশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র। **প্রবোধিতে**—প্রবোধ দিতে; যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় অভিমতের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত করিয়া আমার মুখ বন্ধ করিতে।

২৮৩। "করিয়ে"-স্থলে "যে করি"-পাঠান্তর।

২৮৪। **কা'ত**—কাহাতে, কাহার।

২৮৫। **শুনিঞা**—প্রভুর ব্যাখ্যা বা বাক্য শুনিয়া।

এইমত্ত আবেশে বাখানে বিশ্বম্ভর।
চারি-দণ্ড রাত্রি তভু নাহি অবসর ॥ ২৮৭
দৈবে আর নগরিয়ার দুয়ারে।
এক মহাভাগ্যবান্ আছে বিপ্রবরে ॥ ২৮৮
'রত্নগর্ভ-আচার্য্য' বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম ॥ ২৮৯
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র ॥ ২৯০
ভাগবত পরম আদরে' বিপ্রবর!
ভাগবত শ্লোক পঢ়ে করিয়া আদর ॥ ২৯১

তথাহি (ভা ১০।২৩।২২)—

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্য-বর্হ-
ধাতু-প্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্" ॥ ৮ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮৭। **অবসর**—বিরাম। "অবসর"-স্থলে "অপসর"-পাঠান্তর। অপসর—অপসরণ, ব্যাখ্যা হইতে অপসরণ, ব্যাখ্যার বিরাম।

২৮৯। "সঙ্গী"-স্থলে "সঙ্গে"-পাঠান্তর।

২৯০। **মকরন্দ**—পুষ্পমধু। **কৃষ্ণপদ-মকরন্দ**—শ্রীকৃষ্ণচরণই মকরন্দ (মধু, মধুর ন্যায় লোভনীয়) যাঁহাদের নিকটে, তাঁহারা "কৃষ্ণপদ-মকরন্দ"; শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-স্মরণেই যাঁহারা পরমানন্দ অনুভব করেন। ইহা "তিন পুত্র"-শব্দের বিশেষণ।

২৯১। **আদরে**—আদর করেন, ভালবাসেন। **ভাগবত পরম** ইত্যাদি—যেই বিপ্রবর 'রত্নগর্ভ আচার্য্য' শ্রীমদ্ভাগবতের অত্যন্ত আদর করেন। "ভাগবত পরম আদরে"-স্থলে "ভাগবতে পরম সাদর"-পাঠান্তর। অর্থ একই। "ভাগবত-শ্লোকে"-স্থলে "ব্যাখ্যা করি শ্লোক"-পাঠান্তর। **করিয়া আদর**—প্রীতির সহিত।

শ্লো ॥ ৮ ॥ অন্বয় ॥ শ্যামং (শ্যামবর্ণ) হিরণ্যপরিধিং (হিরণ্যের বা স্বর্ণের ন্যায় পরিধি বা পরিধান বা বসন, যাঁহার, তাঁহাকে; পীতবসন) বনমাল্য-বর্হ-ধাতু-প্রবাল-নটবেশং (বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু, এবং প্রবালসমূহদ্বারা নটতুল্য বেশধারী) অনুব্রতাংসে (অনুব্রতের —অনুগত সখার—অংসে—স্কন্ধে) বিন্যস্তহস্তং (যাঁহার হস্ত স্থাপিত, তাদৃশ), ইতরেণ (অপর হস্তদ্বারা) অব্জং (পদ্ম, কমল, লীলাকমল) ধুনানং (সঞ্চালনকারী) কর্ণোৎপলালক-কপোল-মুখাব্জহাসং (যাঁহার দুইটি কর্ণে দুইটি পদ্ম, যাঁহার গণ্ডদ্বয়ে অলকা বা চূর্ণ কুন্তল, এবং যাঁহার বদনকমলে সুমধুর হাস্য বিরাজিত, সেই) [শ্রীকৃষ্ণং স্ত্রিয়ঃ দদৃশুঃ—শ্রীকৃষ্ণকে যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণ দর্শন করিলেন]।

অনুবাদ। যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণ দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ শ্যামল; তাঁহার পরিধানে স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পীতবসন; বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু এবং প্রবাল-সমূহদ্বারা সজ্জিত তাঁহার নটতুল্য বেশ; তিনি তাঁহার একটি হস্ত (বামহস্ত) তাঁহার অনুগত সহচরের (সখার) স্কন্ধে স্থাপন করিয়া অপর (দক্ষিণ) হস্তে লীলাকমল সঞ্চালিত করিতেছেন; তাঁহার কর্ণদ্বয়ে দুইটি পদ্ম, কপোলদ্বয়ে (গণ্ডদ্বয়ে) অলকা (চূর্ণকুন্তল) এবং বদন-কমলে সুমধুর হাসি শোভা পাইতেছে॥ ২।১।৮

ভক্তিযোগ-শ্লোক পঢ়ে পরম-সন্তোষে। প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশে ॥ ২৯২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্যাখ্যা। কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা গোপকন্যাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীবলরাম ও প্রিয় সখাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে বহির্গত হইয়া অনেক দূরবর্তী স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন। তখন সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সখাগণ তাঁহাদের তীব্র ক্ষুধার কথা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"অদূরে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকামনা করিয়া আঙ্গিরস নামক যজ্ঞ করিতেছেন। তোমরা সে-স্থানে যাইয়া আমার অগ্রজের এবং আমার নাম করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অন্ন যাচ্ঞা করিয়া আন।" তদনুসারে গোপবালকগণ যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া করযোড়ে কৃষ্ণ-বলরামের ক্ষুধার কথা বলিয়া অন্ন প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ছিলেন কেবল স্বর্গমাত্রকাম, কর্মকাণ্ডানুষ্ঠানের কষ্ট-মাত্র বহুল পরিমাণে তাঁহারা স্বীকার করিতেন, তাঁহারা ছিলেন পরমার্থ-বিষয়ে অজ্ঞ এবং অত্যন্ত অভিমানবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা মানুষমাত্রই মনে করিতেন। এ-সমস্ত কারণে গোপবালকগণের নিবেদন তাঁহারা শুনিয়াও শুনিলেন না, হাঁ-না কোনও কথাই তাঁহারা বলিলেন না। গোপ-বালকগণ হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সমস্ত জানাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা সেই ব্রাহ্মণদের পত্নীদিগের নিকটে যাইয়া অন্ন চাহিয়া আন। তাঁহারা আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমতী, আমাতেই তাঁহাদের চিত্ত অবস্থিত। তাঁহারা তোমাদিগকে অন্ন দিবেন।" তদনুসারে গোপবালকগণ সেই ব্রাহ্মণপত্নীদিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন—"বলরাম ও সখাদের সহিত গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ এই নিকটবর্তী স্থানে আসিয়া সগণে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছেন। আপনারা দয়া করিয়া অন্নদান করুন।" এই দ্বিজপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্বে কখনও দেখেন নাই; তথাপি কৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাঁহারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মহিমাদির কথাতেই অনুরক্ত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এক্ষণে যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অতি নিকটে আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য এবং পেয়—চতুর্বিধ অন্ন বহু পরিমাণে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা ধাবিত হইলেন। পতি, পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেও সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা কৃষ্ণদর্শনের জন্য ছুটিয়া বাহির হইলেন—এতাদৃশী ছিল কৃষ্ণদর্শনের জন্য তাঁহাদের বলবতী উৎকণ্ঠা। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, অশোকের নবপত্রে মণ্ডিত যমুনার উপবনে গোপ-বালকগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাম-কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতেছেন। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যে মনোহর রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই আলোচ্য শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

২৯২। ভক্তিযোগ-শ্লোক—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীদিগের ভক্তিযোগ-ব্যঞ্জক শ্লোক—"শ্যামং হিরণ্যপরিধিম্"-ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত শ্লোক। **পঢ়ে**—রত্নগর্ভ আচার্য উচ্চারণ করেন।

ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিল থাকিয়া।
সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ২৯৩
সকল পঢ়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা।
ক্ষণেক অন্তরে প্রভু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ২৯৪
বাহ্য পাই "বোল বোল" বোলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী-উপর ॥ ২৯৫
প্রভু বোলে "বোল বোল",—বোলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র—কৃষ্ণ-সুখ মনোহর ॥ ২৯৬
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু কম্প পুলক সকল সুবিদিত ॥ ২৯৭
দেখে বিপ্রবর তাঁর পরম আনন্দ।
পড়ে ভক্তি-শ্লোক ভক্তি-সনে করি সঙ্গ ॥ ২৯৮
দেখিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন।
তুষ্ট হৈয়া প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন ॥ ২৯৯
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গনে।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হৈলা সেই ক্ষণে ॥ ৩০০
প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হৈলা বিপ্র চৈতন্যের প্রেমফান্দে ॥ ৩০১
পুনঃপুন পঢ়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া।
"বোল বোল" বোলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া ॥ ৩০২
দেখিয়া সভার হৈল অপরূপ-জ্ঞান।
নগরিয়া-সব দেখি করে পরণাম ॥ ৩০৩
"না পঢ়িহ আর" বলিলেন গদাধর।
সভে মিলি ধরিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৩০৪
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি গৌররায়।
"কি বোল কি বোল?" প্রভু জিজ্ঞাসে সদায়॥৩০৫
প্রভু বোলে "কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি ?"
পঢ়ুয়া-সকল বোলে "কৃতকৃত্য তুমি॥ ৩০৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৯৩। **ভক্তির প্রভাব মাত্র** ইত্যাদি—ভক্তির প্রভাব-জ্ঞাপক শ্লোকটি শুনিয়া থাকা মাত্রেই—শ্রবণ মাত্রেই। অথবা, **থাকিয়া**—ব্যাখ্যা থামাইয়া শ্লোক শুনিলেন।

২৯৪। **ক্ষণেক অন্তরে**—কিছুকাল পরে। পয়ারের 'প্রথমার্ধ'-স্থলে পাঠান্তর—"ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি যে আইলা (বাহ্যদৃষ্টি বেয়াপিলা)।" বেয়াপিলা - ব্যাপিলা, ব্যাপ্ত হইল।

২৯৬। **বোল বোল**—সেই শ্লোক আরও পঢ়, আরও পঢ়। **বিপ্রবর**—রত্নগর্ভ আচার্য।

২৯৭। **সুবিদিত**—সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

২৯৮। অন্বয়। বিপ্রবর (রত্নগর্ভ আচার্য) দেখে (প্রভুর সুবিদিত অশ্রু-কম্পাদি দেখিলেন। দেখিয়া) তাঁর (রত্নগর্ভ আচার্যের) পরম আনন্দ জন্মিল (এই পরমানন্দের আবেশে তিনি) ভক্তিসনে সঙ্গ করি (ভক্তির সহিত সঙ্গ করিয়া—পরম ভক্তি-ভরে, ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে) ভক্তি-শ্লোক (কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধীয় শ্লোক) পঢ়ে (আবৃত্তি করিতে লাগিলেন)। "দেখে বিপ্রবর তাঁর"-স্থলে "দেখিয়া প্রভুর ভাব"-পাঠান্তর। অর্থ—প্রভুর (প্রেমময়) ভাব দেখিয়া রত্নগর্ভ আচার্যের পরম আনন্দ জন্মিল। "ভক্তিসনে করি সঙ্গ"-স্থলে "ভক্তসনে করি রঙ্গ"-পাঠান্তর। অর্থ—ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গে (পরমানন্দে ভক্তি-শ্লোক পঢ়েন।

৩০৩। **অপরূপ**—অদ্ভুত। **পরণাম**—প্রণাম।

৩০৪। গদাধর পণ্ডিত রত্নগর্ভ আচার্যকে বলিলেন—"আর শ্লোক পঢ়িও না।" "মিলি ধরিলেন"-স্থলে "বেঢ়ি বসিলেন"-পাঠান্তর। **বেঢ়ি**—বেষ্টন করিয়া।

৩০৬। **কি চাঞ্চল্য** ইত্যাদি—আমি কিরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করিলাম ?

কি বলিতে পারি আমা'সভার শকতি।"
আপ্তগণে নিবারিল "না করিহ স্তুতি ॥ ৩০৭
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর আপনা' সম্বরে'।
সর্ব্ব-গণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে ॥ ৩০৮
গঙ্গা নমস্করি গঙ্গাজল লৈলা শিরে।
গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে ॥ ৩০৯
যমুনার তীরে যেন বেঢ়ি গোপগণ।
নানা রস করিলেন নন্দের নন্দন ॥ ৩১০
সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভকত-সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে ॥ ৩১১
কথোক্ষণে সভারে বিদায় দিয়া ঘরে।
বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন-মন্দিরে ॥ ৩১২
ভোজন করিয়া সর্ব্ব-ভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত ॥ ৩১৩
পোহাইল নিশা — সর্ব্ব পঢ়ুয়ার গণ।
আসিয়া মেলিলা পুঁথি করিতে চিন্তন ॥ ৩১৪
ঠাকুর আইলা ঝাট করি গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক-ব্যাখ্যান ॥ ৩১৫
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত আন।
শব্দ-মাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ৩১৬
পঢ়ুয়া-সকল বোলে "ধাতু-সংজ্ঞা কার ?"
প্রভু বোলে "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার ॥ ৩১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১০। **বেঢ়ি গোপগণ**—গোপগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া। "বেঢ়ি"-স্থলে "লৈয়া"-পাঠান্তর। **নানারস**—নানাবিধ রসময়ী ক্রীড়া। "রস"-স্থলে "ক্রীড়া" এবং "লীলা"-পাঠান্তর।

৩১৪। "মেলিলা"-স্থলে "মিলিলা" এবং "বসিলা"-পাঠান্তর।

৩১৭। **ধাতু-সংজ্ঞা কার**—ধাতু কাহাকে বলে ? ধাতুর স্বরূপ কি ? প্রভুর শিষ্যেরা ছিলেন ব্যাকরণের ছাত্র। ব্যাকরণে যে "ধাতু" কথিত হইয়াছে, সেই ধাতুর স্বরূপই প্রভুর নিকটে তাঁহারা জানিতে চাহিয়াছেন; ইহাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ব্যাকরণে "ধাতু"-শব্দ একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণের "ধাতু"-শব্দের অর্থ—"শব্দযোনিঃ। স চ সাধু-শব্দপ্রকৃতিঃ। কৃ-পচ্-পঠ-প্রভৃতিঃ॥ ইত্যমরভরতৌ॥ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান॥" "ধাতু" হইতেছে "শব্দযোনি"; ধাতুকে "প্রকৃতি"ও বলা হয় (যেমন, "ধাতু-প্রত্যয়"-স্থলে "প্রকৃতি-প্রত্যয়" বলা হয়)। কৃ, পচ্, পঠ—প্রভৃতি হইতেছে ধাতু। বিশেষ্য, বিশেষণ, কি ক্রিয়াপদাদি যত রকমের শব্দ আছে, তৎসমস্তই কোনও না কোনও ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; এজন্য ধাতুকে "শব্দযোনি" বলা হয়। যে-ধাতু হইতে যে-শব্দ নিষ্পন্ন হয়, সেই ধাতুর অর্থদ্বারাই সেই শব্দের অর্থ নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রাণের বা জীবনীশক্তির (জীবনদায়িনী শক্তির) সহিত সম্বন্ধশূন্য দেহের যেমন কোনও মূল্য নাই, তদ্রূপ, যে-ধাতু হইতে যে-শব্দ নিষ্পন্ন, সেই ধাতুর অর্থের সহিত সম্বন্ধশূন্য সেই শব্দেরও কোন মূল্য নাই। সুতরাং ধাতুকে শব্দের জীবনী শক্তিও (জীবনদায়িনী—অর্থ-প্রদায়িনী শক্তিও) বলা যায়। অর্থই হইতেছে শব্দের জীবন বা প্রাণ। শব্দের অর্থ-প্রদায়িনী—অর্থ-নির্ধারণী, অর্থরূপ জীবনদায়িনী—শক্তিই হইতেছে ব্যাকরণে ব্যবহৃত ধাতুর স্বরূপগত লক্ষণ। কৃ-পচ্-পঠ—প্রভৃতিতে এতাদৃশী শক্তি আছে বলিয়াই তাহাদিগকে ধাতু বলা হয়। স্বরূপগত লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় হয়। যে লক্ষণ সর্বদা বস্তুতে অবস্থিত থাকিয়া অন্য বস্তু হইতে তাহার পার্থক্য বা বিলক্ষণতা

ধাতু-সূত্র বাখানি—শুনহ ভাইগণ !
দেখি কার্ শক্তি আছে করুক্ খণ্ডন ? ৩১৮
যত দেখ রাজা -দিব্যদিব্য কলেবর।
কনকভূষিত—গন্ধচন্দনে সুন্দর॥ ৩১৯
'যম লক্ষ্মী যাহার বচনে' লোক কহে।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়ে॥ ৩২০
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহো ভস্মাকার, কারে এড়েন পুঁতিয়া॥ ৩২১
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহা-সনে করে স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি॥ ৩২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সূচিত করে, তাহাই হইতেছে সেই বস্তুর স্বরূপলক্ষণ বা স্বরূপগত লক্ষণ। প্রভুর শিষ্যগণ ব্যাকরণে ব্যবহৃত ধাতুর এই স্বরূপলক্ষণই জানিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রভুর মন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট; শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয়তাব্যতীত অন্য কোনও দিকেই তাঁহার মন যায় না। শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে তো জীব। সে জন্য প্রভু ধাতু-শব্দের উল্লিখিত "জীবনীশক্তি বা জীবনদায়িনী শক্তি" অর্থ গ্রহণ করিয়াই জীব-প্রসঙ্গে তাহার তাৎপর্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিষ্যদের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন—**শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার**—যাহার নাম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তাহাই ধাতু, অর্থাৎ ধাতু হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। "শক্তি"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তর আছে। অর্থ—কৃষ্ণবিষয়া ভক্তির নামই ধাতু। পরবর্তী ৩২২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১৯। **দিব্য দিব্য কলেবর**—সুন্দর সুন্দর দেহ। "রাজা দিব্য দিব্য"-স্থলে "রাজাদি দিব্য"-পাঠান্তর।

৩২০। **যাহার বচনে**—যাহার কথার বা আদেশের অধীন। "বচনে"-স্থলে "চরণে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। **লোক কহে**—তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব দেখিয়া সাধারণ লোকগণ মনে করে, **যম** এবং **লক্ষ্মী**ও তাঁহাদের আয়ত্তে, কথার অধীন। **ধাতু**—জীবন, জীবনীশক্তি (কৃষ্ণশক্তি)।

৩২১। **কেহো ভস্মাকার**—কেহ ভস্মের (ছাইর) আকারে পরিণত হয় (আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়)। "কেহো ভস্মাকার"-স্থলে "কেহো হয় ভস্ম" এবং "কারে ভস্ম করে"-পাঠান্তর। **কারে এড়েন পুঁতিয়া**—কাহাকেও বা মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখেন। **এড়েন**—রাখেন।

৩২২। পূর্ববর্তী ৩১৭ পয়ারে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণশক্তিই ধাতু। এই পয়ারে তাহার বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। **সর্ব্বদেহে** ইত্যাদি—সকলের শরীরেই (অথবা সমস্ত শরীরেই) ধতুরূপে (জীবনী-শক্তিরূপে) কৃষ্ণশক্তি বিরাজিত। মহাপ্রভু বলিয়াছেন, সকলের দেহেই ধাতুরূপে কৃষ্ণশক্তি বিরাজিত। জীবের দেহ হইতে সেই ধাতু চলিয়া গেলে দেহকে ভস্মীভূত বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয়, কেহই তখন আর সেই দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করে না, আদর করে না (পূর্ববর্তী ৩১৯-২১ পয়ার)। এজন্য এই ধাতুকে জীবনীশক্তি—জীবিত থাকার উপযোগিনী শক্তি—বলা যায়। যতদিন জীবের দেহে জীবাত্মা থাকে, ততদিনই জীব জীবিত থাকিতে, বাঁচিয়া থাকিতে, পারে। এই জীবাত্মাও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি—চিদ্রূপা বা চেতনাময়ী শক্তি (গীতা॥ ৭।৫॥)। সুতরাং যে-কৃষ্ণশক্তিকে প্রভু ধাতু বলিয়াছেন, সেই কৃষ্ণশক্তি হইতেছে—জীবাত্মা। এই জীবাত্মারূপ কৃষ্ণশক্তিই ধাতুরূপে (জীবনীশক্তিরূপে) সর্বদেহে

ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
'হয় নয়' ভাইসব! বুঝ মন দিয়া॥ ৩২৩
এবে যারে নমস্করি করি মান্য-জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান॥ ৩২৪
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা-সুখে।
ধাতু গেলে সে-ই পুত্র অগ্নি দেই মুখে॥ ৩২৫
ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সভার।
দেখি ইহা দুষুক্, আছয়ে শক্তি কার? ৩২৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(সকল জীবের দেহে) বিরাজিত। **তাহা সনে করে স্নেহ**—সেই জীবাত্মারূপ কৃষ্ণশক্তির সহিতই স্নেহময় ব্যবহার করে। "করে"-স্থলে "করি"-পাঠান্তর। যতক্ষণ জীবাত্মা দেহে থাকে, ততক্ষণই সেই দেহের আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা। যখন জীবাত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন সেই দেহের আদর-যত্ন কেহ করে না, সেই দেহকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। ইহাতেই বুঝা যায়, আদর-যত্ন ও স্নেহ-মমতার পাত্র হইতেছে বাস্তবিক জীবাত্মা, কেবল দেহ নহে। কেবল দেহই যদি আদর-যত্নের পাত্র হইত, তাহা হইলে জীবাত্মাহীন দেহেরও (শবদেহেরও) আদর-যত্ন করা হইত, সেই দেহকে ভস্মীভূত করা হইত না। **তাহানে সে ভক্তি**—সেই জীবাত্মারূপ কৃষ্ণশক্তির প্রতিই ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। পিতা-মাতা-প্রভৃতি গুরুজনের দেহের প্রতি তাঁহাদের জীবিত-কালেই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা হয়, মৃত্যুর পরে তাঁহাদের শবদেহকেও ভস্মীভূত করা হয়।

৩২৪। **পরশিলে**—স্পর্শ করিলে।

৩২৬। **ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি** ইত্যাদি—ধাতুনাম্নী (অর্থাৎ জীবাত্মানাম্নী) কৃষ্ণশক্তিই সকলের বল্লভ (প্রিয়); ধাতুহীন (জীবাত্মাহীন) দেহ কাহারও প্রিয় নহে। "কৃষ্ণশক্তি বল্লভ"-স্থলে "কৃষ্ণভক্তি দুর্ল্লভ"-পাঠান্তর। পূর্ববর্তী ৩১৭-পয়ারে "শক্তি"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে। তদনুসারে সেই পয়ারের অর্থ হয়—কৃষ্ণভক্তিই (কৃষ্ণবিষয়া ভক্তিই) হইতেছে ধাতু। এই ৩২৬-পয়ারের "কৃষ্ণ ভক্তি দুর্ল্লভ"-পাঠান্তরের সম্বন্ধ হইতেছে ৩১৭-পয়ারোক্ত পাঠান্তরের সহিত। তৎপর্য এই। লোকের মধ্যে যদি কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহা হইলেই তাহার মধ্যে জীবনীশক্তি (মানুষরূপে জীবিত থাকিবার উপযোগিনী শক্তি)-রূপ ধাতু আছে বলিয়া গণ্য করা যায়। কেননা, ভজনের অনুষ্ঠানে কৃষ্ণভক্তি লাভ করাই হইতেছে মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা। ভক্তি যদি না থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কিছু নাই। লৌকিকী দৃষ্টিতে তাদৃশ জীবিত মনুষ্যদেহও বস্তুতঃ মৃতদেহতুল্য; কেননা, সেই দেহে মানব-জন্মের লভ্যবস্তু থাকে না, তাহার জন্য চেষ্টাও থাকে না। তাদৃশ দেহ রাজা-মহারাজাদের ন্যায় দিব্য দেহ হইলেও মৃত্যু হইলে ভস্মীভূত বা মৃত্তিকায় প্রোথিতই হয়। কিন্তু ধাতুনাম্নী সেই কৃষ্ণভক্তি অতি দুর্লভ। "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥ ভ. র. সি.॥ ১।১।২৩॥" একেবারে অলভ্যা নহে। সাসঙ্গ (অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তির সহিত, 'ভগবানের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া কেবলমাত্র তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত আমি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছি'—এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া যে-সাধন করা হয়, সেই) সাধনের ফলে চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা দূরীভূত

এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি ।
হেন কৃষ্ণে ভাইসব ! কর' দৃঢ় ভক্তি ॥ ৩২৭
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম ।
অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর' ধ্যান ॥ ৩২৮
যাহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র ।
কভু যম তান অধিকারে নহে পাত্র ॥ ৩২৯
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈল মোচন ।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥ ৩৩০
পুত্রবুদ্ধ্যে অজামিল যাহার স্মরণে ।
চলিল বৈকুণ্ঠপুরী কৃষ্ণের চরণে ॥ ৩৩১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হওয়ার পরে কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যাইতে পারে। সাক্ষাদ্-ভজনে প্রবৃত্তিহীন বহুকালব্যাপী শত সহস্র সাধনেও তাহা একেবারে অলভ্য। "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা ॥ ভ. র. সি ॥ ১।১।২২ ॥" **ইহা দুষুক্**—ইহার (আমার এই উক্তির) দোষ প্রদর্শন করুক।

৩২৯। **যাহার চরণে**—যে-শ্রীকৃষ্ণের চরণে। **দুর্ব্বাজল**—দুর্বা এবং জল। "দুর্ব্বাজল"-স্থলে "দুর্ব্বাদল"-পাঠান্তর। দুর্ব্বাদল—দুর্বাপত্র। **কভু যম তান** ইত্যাদি—যম কখনও তান (তাঁহার, যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তির সহিত দুর্বাজল অর্পণ করেন, তাঁহার) অধিকারে (অধিকারবিষয়ে, তাঁহাকে নিজের অধিকারে বা আয়ত্তে আনিতে, নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাইতে) পাত্র নহেন (যোগ্য নহেন, পারেন না)।

৩৩০। **অঘ-বক-পূতনারে** ইত্যাদি—যিনি অঘাসুর, বকাসুর এবং পূতনাকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছেন। হতারিগতিদায়ক-শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হওয়ায় অঘাসুরাদি মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ২।১।১৫৭-পয়ারের টীকায় পূতনার এবং ২।১।১৫৮ পয়ারের টীকায় অঘাসুরের বিবরণ দ্রষ্টব্য। বকাসুরের বিবরণ ভা. ১০।১১ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপশিশুদের সহিত বৎস-চারণে বহির্গত হইয়াছেন। বৎসদিগকে জলপান করাইবার নিমিত্ত গোপশিশুগণ এক জলাশয়ের নিকটে আসিয়া বৎসদিগকে জলপান করাইলেন, নিজেরাও পান করিতে লাগিলেন। কংসচর এক অসুর এক বিরাটকায় তীক্ষ্ণচঞ্চু এবং মহাবলিষ্ঠ বক-পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই জলাশয়ের নিকটে বসিয়াছিল। গোপশিশুগণ তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র সেই বকরূপী অসুর বেগে ধাবিত হইয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; তাহা দেখিয়া ভয়ে গোপশিশুগণ অচেতন হইয়া পড়িলেন। লীলাশক্তির প্রভাবে বকাসুরের মুখগহ্বরস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ তাহার নিকটে অগ্নির ন্যায় অসহ্য জ্বালাময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল, অসুরের তালুমূল তাহাতে দগ্ধ হইতে লাগিল। অসহ্য দাহ-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বকাসুর তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বমন করিয়া ফেলিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহকে অক্ষত দেখিয়া, স্বীয় তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবিনাশের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গেল। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দুই হস্তে তাহার চঞ্চুদ্বয় ধারণ করিয়া গ্রন্থিহীন তৃণের মত তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, বকাসুর গতাসু হইল।

৩৩১। অজামিলের বিবরণ ২।১।১৬১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। "বৈকুণ্ঠপুরী কৃষ্ণের চরণে"-স্থলে "বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে"-পাঠান্তর। বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ-রূপে বিরাজিত।

যাহার চরণরসে শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর ॥ ৩৩২
যে চরণ-মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণপা'য় ॥ ৩৩৩
যাবত আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবত কৃষ্ণের পাদপদ্মে কর' ভক্তি ॥ ৩৩৪
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বোলোঁ 'কৃষ্ণে দেহ' মন' ॥" ৩৩৫
দাস্যভাবে কহে প্রভু আপন মহিমা।
হইল প্রহর দুই তভো নহে সীমা ॥ ৩৩৬
মোহিত পঢ়ুয়াসব শুনে একমনে।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো না আইসে বদনে ॥ ৩৩৭
সে সব কৃষ্ণের দাস – জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পঢ়ায়েন, সে কি অন্য হয় ? ৩৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩২। "চরণ-রসে"-স্থলে "চরণ সেবি"-পাঠান্তর। **দিগম্বর**– দিগ্ বসন, উলঙ্গ (কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততায় বাহ্যজ্ঞানহারা বলিয়া)। **লক্ষ্মীর আদর**—ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবার জন্য লালসাবতী হইয়া ষড়ৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্য-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া উৎকট ব্রতনিয়ম ধারণপূর্বক সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। কালিয়-নাগের ফণায়ফণায় নৃত্য-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে কালিয়পত্নীগণ বলিয়াছিলেন—"কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ভা. ১০।১৬ ॥ ৩৬ ॥ – হে দেব! তোমার যে-চরণ-সেবা-প্রাপ্তির বাসনায় সর্বোত্তমা রমণী লক্ষ্মীদেবী সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রতনিয়ম-ধারণ-পূর্বক সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, এই কালিয়নাগ কোন্ সৌভাগ্যের ফলে তোমার সেই চরণ-রেণু স্পর্শলাভের অধিকার পাইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।" কিন্তু দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও লক্ষ্মীদেবী ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

৩৩৩। অন্বয়। (সহস্র বদন) অনন্তদেব যে চরণের মহিমা এবং গুণ গান করেন, দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া (অর্থাৎ নিজেকে তৃণভোজী পশু মনে করিয়া, "আমি সর্বাপেক্ষা হেয়, আমার মতন হেয় জগতে কেহ নাই"—এইরূপ ভাব হৃদয়ের অন্তস্তলে পোষণ করিয়া) সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ভজন কর।

৩৩৪। অন্বয়। যাবত (যতদিন) দেহে প্রাণ থাকে (অর্থাৎ যতদিন তুমি জীবিত থাক) এবং যতদিন দেহে শক্তি (কর্ম-শক্তিও) থাকে, ততদিন কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি কর (কৃষ্ণভজন কর)। কর্ম-শক্তি লোপ পাইলে দেহে প্রাণ থাকিলেও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান দুষ্কর হইয়া পড়ে। "প্রাণ"-স্থলে "জীব"-পাঠান্তর। জীব—জীবাত্মা।

৩৩৬। **দাস্যভাবে**—ভক্তভাবে, স্বীয় স্বরূপগত ভক্তভাবের আবেশে। ১।১২।১২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "তভো নহে"-স্থলে "তার নাহি"-পাঠান্তর। **সীমা**—অবধি, শেষ।

৩৩৭। **দ্বিরুক্তি**—দ্বিতীয়বার উক্তি (কথা)। **দ্বিরুক্তি করিতে ইত্যাদি**—প্রভু একবার যাহা বলিয়া গেলেন, তাহার উত্তরে দ্বিতীয় বার কোনও কথা বলার সামর্থ্য কাহারও ছিল না।

৩৩৮। **সে সব কৃষ্ণের দাস**—এই পঢ়ুয়াগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীগৌরের) পরিকর-ভক্ত।

কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর।
চা'হিয়া সভার মুখ— লজ্জিত-অন্তর ॥ ৩৩৯
প্রভু বোলে "ধাতু-সূত্র বাখানিল কেন ?"
পঢ়ুয়া-সকল বোলে "সত্য অর্থ যেন ॥ ৩৪০
যে শব্দে যে অর্থ তুমি করিলে বাখান।
কা'র্ বাপে তাহা করিবারে পারে আন ? ৩৪১
যতেক বাখান' তুমি—সব সত্য হয়।
সবে যে উদ্দেশে পঢ়ি, তার অর্থ নয় ॥" ৩৪২
প্রভু বোলে "কহ দেখি আমারে সকল।
বায়ু বা আমারে করিয়াছয়ে বিহ্বল ॥ ৩৪৩
সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে ব্যাখ্যান ?"
শিষ্যবর্গ বোলে "সবে এক হরিনাম ॥ ৩৪৪
সূত্র, বৃত্তি, টীকায় বাখান' কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে আছয়ে পাত্র ? ৩৪৫
ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি হয়ে।
তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নহে ॥" ৩৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বয়ংভগবান্ স্বীয় পরিকরদের লইয়াই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। পরবর্তী ৩৮৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৩৪০-৪১। **বাখানিল**—ব্যাখ্যা করিলাম। **কেন**—কেমন, কি প্রকার। **সত্য অর্থ যেন**—সত্য (বাস্তব বা প্রকৃত) অর্থ যেরূপ হয়, সেই রকমই ব্যাখ্যা করিয়াছ। "সত্য"-স্থলে "ধাতু"-পাঠান্তর। অর্থ—ধাতু-শব্দের বাস্তব অর্থ যেরূপ, সেইরূপ অর্থই প্রকাশ করিয়াছ। **বাখান**—ব্যাখ্যা।

৩৪২। **সবে যে উদ্দেশে** ইত্যাদি—শিষ্যগণ প্রভুকে বলিলেন, "তুমি যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহা সবই সত্য, অখণ্ডনীয়। তবে কথা এই যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে (যেরূপ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তোমার নিকটে ব্যাকরণ পড়িতে আসিয়াছি, তোমার কথিত ব্যাখ্যায়, আমাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না।"—ইহাদ্বারা ব্যাকরণের সূত্রাদির তাৎপর্য-বোধের কোনও সহায়তাই হইতেছে না।

৩৪৩। **বায়ু বা আমারে** ইত্যাদি—বায়ু প্রকোপিত হইয়াই কি আমাকে বিহ্বল (হতবুদ্ধি) করিয়াছে ? "করিয়াছয়ে বিহ্বল"-স্থলে "থাকি করয়ে চঞ্চল" এবং "করিয়াছয়ে প্রবল"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

৩৪৪। **সূত্র**—ব্যাকরণের সূত্র। ১।৬।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। পূর্ববর্তী ৩৪২ পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বুঝা যায়, এ-স্থলে "সূত্র"-শব্দে ব্যাকরণের সূত্রই অভিপ্রেত। **বৃত্তি**—ব্যাকরণ-সূত্রের বৃত্তি। ১।৬।৫৫-পয়ারের টীকায় বৃত্তি-শব্দের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য। সূত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থই হইতেছে "বৃত্তি"। **সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি**—ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন, ব্যাকরণে সূত্ররূপে (সূত্রাকারে যাহা বলা হইয়াছে, আমি তাহার) কোন্ বৃত্তি (কিরূপ অর্থ) ব্যাখ্যা করিলাম। অর্থাৎ সূত্রের কিরূপ অর্থ আমি প্রকাশ করিয়াছি ?

৩৪৫। **বাখান**—ব্যাখ্যা কর। **পাত্র**—যোগ্য ব্যক্তি।

৩৪৬। **ভক্তির শ্রবণে**—ভক্তি-বিষয়ক প্রসঙ্গের শ্রবণে। যেমন, রত্নগর্ভ-আচার্যের মুখে

প্রভু বোলে "কোন্ রূপ দেখহ আমারে ?"
পঢ়ুয়া-সকল বোলে "যত চমৎকারে ॥ ৩৪৭
যে কম্প, যে অশ্রু, যে বা পুলক তোমার।
আমরা ত কোথাও কভু নাহি দেখি আর ॥ ৩৪৮
কালি যবে পুঁথি তুমি চিন্তাহ নগরে।
তখন পঢ়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে ॥ ৩৪৯
ভাগবতশ্লোক শুনি হইলা মূর্চ্ছিত।
সর্ব্ব-অঙ্গে নাহি প্রাণ, আমরা বিস্মিত ॥ ৩৫০
চৈতন্য পাইয়া তুমি যে কৈলা ক্রন্দন।
গঙ্গার আসিয়া যেন হইল মিলন ॥ ৩৫১
শেষে যে বা কম্প আসি হইল তোমার।
শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার ॥ ৩৫২
আপাদমস্তকে হৈল পুলক-উন্নতি।
লালা, ঘর্ম্ম, ধূলায় ব্যাপিত গৌরজ্যোতি ॥ ৩৫৩
অপূর্ব্ব সে সব লীলা দেখে যত জন।
সভেই বোলেন 'এ পুরুষ নারায়ণ' ॥ ৩৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভক্তিরসাত্মক শ্রীকৃষ্ণরূপ-বর্ণন-শ্রবণে। "শ্রবণে"-স্থলে "স্রবণে"-পাঠান্তর আছে। ভক্তির স্রবণে—ভক্তিরসের প্রস্রবণে বা উচ্ছ্বাসে। তোমার মধ্যে ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে। **যে তোমার আসি হয়ে**—তোমার যেরূপ অবস্থা হয়। **নর-জ্ঞান নহে**—মানুষ (জীব-তত্ত্ব) বলিয়া মনে হয় না। কেননা, কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ-শ্রবণে (কিম্বা কৃষ্ণপ্রেমের বা ভক্তিরসের উচ্ছ্বাসে) কোনও মানুষের তোমার মত অবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। প্রভুর অবস্থার কথা পরবর্তী ৩৪৮-৫৬ পয়ারে বলা হইয়াছে।

৩৪৭। **কোন্‌রূপ ইত্যাদি**—তোমরা তো বলিলে, আমাকে মানুষ বলিয়া তোমাদের মনে হয় না; তবে আমাকে কি বলিয়া তোমাদের মনে হয় ? উত্তরে শিষ্যেরা বলিলেন—**যত চমৎকারে**— তোমার যে-সকল অবস্থা আমরা দেখিয়াছি, সমস্তই চমৎকার, অদ্ভুত, বিস্ময়জনক। চমৎকার বলিতেছি কেন, তাহা বলি, শুন।

৩৪৯। **চিন্তাহ**—চিন্তা করাইয়াছিলে, আলোচনা বা ব্যাখ্য করিতেছিলে। "চিন্তাহ"-স্থলে "চিন্তহ"-পাঠান্তর। **নগরে**—এই নবদ্বীপ-নগরে গঙ্গাতীরবর্তী এক নগরিয়ার দ্বারদেশে। **শ্লোক**—"শ্যামং হিরণ্যপরিধিম্"-ইত্যাদি পূর্ববর্তী ২।১।৮ শ্লোক। **এক বিপ্রবরে**—একজন ব্রাহ্মণ, রত্নগর্ভ আচার্য।

৩৫০। **প্রাণ**—জীবনী শক্তি, চেতনা। "প্রাণ"-স্থলে "ধাতু"-পাঠান্তর।

৩৫৩। **পুলক-উন্নতি**—উন্নত (উচ্চ) পুলক (রোমাঞ্চ)। ৩৪৮-৫৩ পয়ারে প্রভুর প্রেম-বিকারের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, প্রভুর মধ্যে সাত্ত্বিকভাব-সকল সুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীগৌর যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, এ-সকল সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবই তাহার প্রমাণ। ২।১।৪২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৫৪। "অপূর্ব্ব সে সব লীলা"-স্থলে "অপূর্ব্ব মানয়ে (ভাবয়ে) সব"-পাঠান্তর। **নারায়ণ**—মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীরাধার সহিত মিলিতস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ)। বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণে বা ব্রজবিলাসী

কেহো বোলে 'ব্যাস, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
তাঁহাসভাকার যোগ্য এমত প্রসাদ' ॥ ৩৫৫
সভে মিলি ধরিলেন করিয়া শকতি।
ক্ষণেকে তোমার আসি বাহ্য হৈল মতি ॥ ৩৫৬
এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান'।
আর কথা কহি তাহা চিত্ত দিয়া শুন ॥ ৩৫৭
দিন দশ ধরি কর' যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণভক্তি কর' কৃষ্ণনাম ॥ ৩৫৮
দশ দিন ধরি আজি পাঠ-বাদ হয়।
কহিতে তোমারে সভে বড় বাসি ভয় ॥ ৩৫৯
শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর।
যে বাখান' হাসি তাহা কে দিব উত্তর ॥ ৩৬০
প্রভু বোলে "দশ দিন পাঠ বাদ যায়।
তবে কি আমারে কহিবারে না জুয়ায় ?" ৩৬১
পঢ়ুয়া-সকল বোলে 'বাখান' উচিত।
সত্য 'কৃষ্ণ' সকল-শাস্ত্রের সমীহিত ॥ ৩৬২
অধ্যয়ন এই সে—সকল-শাস্ত্র-সার।
তবে যে না লই, দোষ আমা' সভাকার ॥ ৩৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণে সাত্ত্বিকভাবের সুদ্দীপ্ততা সম্ভব নহে। অথবা, সাধারণ লোকের প্রতীতিই এই পয়ারে এবং পরবর্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৩৫৫। **প্রসাদ**—ভগবৎকৃপাজাত সৌভাগ্য।

৩৫৬। **করিয়া শকতি**—বলপূর্ব্বক।

৩৫৮-৫৯। (পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধস্থ) **কর**—ব্যাখ্যা কর। "সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণভক্তি কর"-স্থলে "সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ আর"-পাঠান্তর। **পাঠ-বাদ** পাঠ-বন্ধ।

৩৬০। "তাহা কে"-স্থলে "সেই হয়, কি"-পাঠান্তর।

৩৬১। **আমারে কহিবারে** ইত্যাদি—দশ দিন পর্যন্ত যে বাস্তবিক পাঠ বন্ধ আছে, ইহা কি আমাকে জানানো উচিত ছিল না? "তবে কি আমারে কহিবারে"-স্থলে "তবে ত আমারে কহিতে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

৩৬২। **বাখান উচিত**—তুমি উচিত (যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত) ব্যাখ্যাই কর। **সমীহিত**—সম্যক্‌রূপে অভিপ্রেত ; প্রতিপাদ্য।

৩৬৩। **অধ্যয়ন এই সে** ইত্যাদি—সত্য-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই যে সকল শাস্ত্রের অভীষ্ট প্রতিপাদ্য বস্তু—এই কথাটিই হইতেছে সকল শাস্ত্রের সার কথা এবং অধ্যয়নের ফলে এই সার কথাটির উপলব্ধি জন্মিলেই বাস্তবিক অধ্যয়ন হয়, অধ্যয়ন সার্থক হয়। ১৮।৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রহ্লাদের একটি উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ভা. ৭।৫।২৩-২৪—ভগবান্ বিষ্ণুর নাম-গুণাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, ভগবানের পাদসেবন (পরিচর্যা), অর্চ্চন (পূজা), বন্দন (নমস্কার), দাস্য (কর্মার্পণ), সখ্য (তদ্বিশ্বাসাদি), আত্ম-নিবেদন (দেহ-সমর্পণ। বিক্রীত গবাদির ভরণ-পোষণের জন্য বিক্রেতা যেমন কোনও চিন্তা করেন না,

মূলে যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজকর্ম্মদোষে ॥" ৩৬৪
পঢ়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর ॥ ৩৬৫
প্রভু বোলে "ভাইসব ! কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য ॥ ৩৬৬
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ, তাই ভাই ! বোলোঁ সর্ব্বথায় ॥ ৩৬৭
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম ॥ ৩৬৮
তোমা'সভা'স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ ৩৬৯
তোমা'সভাকার—যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার ঠাঞি পঢ়—আমি দিলাঙ নির্ভয় ॥ ৩৭০
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার ॥ ৩৭১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তদ্রূপ ভগবানে দেহ-সমর্পণ করিয়া দেহসম্বন্ধে-চিন্তার বর্জন)—এই নবলক্ষণা ভক্তি যিনি আগে ভগবানে অর্পণ করিয়া তাহার পরে (অর্থাৎ একমাত্র ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে) সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অধ্যয়নকেই উত্তম অধ্যয়ন মনে করি। (স্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)। **তবে যে না লই**—তবে যে তোমার ব্যাখ্যা গ্রহণ করি না, তোমার উপদেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণনাম করি না। **দোষ**—অদৃষ্ট-দোষ।

৩৬৬। **অকথ্য**—প্রকাশ করার অযোগ্য।

৩৬৭। অন্বয় ! আমি সবে (এই মাত্র) দেখি যে, কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজাইতেছেন। ভাই ! সর্ব্বথায় (সর্বত্র, সর্বপ্রকারে) তাই (তাহাই, সেই মুরলীবাদনরত কৃষ্ণবর্ণ শিশুর কথাই) আমি বলিয়া থাকি। "ভাই"-স্থলে "সেই"-পাঠান্তর। এইরূপ পাঠান্তর-স্থলে "তাই"-শব্দের অর্থ হইবে—তাহাতেই, সেই জন্যই, সর্বদা কৃষ্ণবর্ণ এক শিশুকে মুরলী বাজাইতে দেখি বলিয়া, তাঁহাকে ব্যতীত অপর কিছু দেখিনা বলিয়া। **কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু** এ-স্থলে "শিশু"-শব্দের মুখ্য অর্থের সঙ্গতি নাই ; কেননা, শিশু কখনও মুরলী বাজাইতে পারে না, কিশোরই পারে। এ-স্থলে "শিশু"-শব্দের গৌণ অর্থই, অর্থাৎ "শিশুর গুণবিশিষ্ট"-অর্থই গ্রহণীয়। শিশুর ন্যায় সরল, লাবণ্যবিশিষ্ট, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ, কৌতুক-চঞ্চল, ক্রীড়ামোদী এক কিশোর মুরলী বাজাইতেছেন (তিনি অবশ্যই কিশোর কৃষ্ণ)।

৩৬৮। **শ্রবণে**—কর্ণে। **গোবিন্দের ধাম**—সর্বত্রই আমি গোবিন্দের ধাম ব্রজলোক দেখি।

৩৬৯। **পরিহার**—নিবেদন, মিনতি, প্রার্থনা। **আজি হৈতে ইত্যাদি**—আজ হইতে আমি তোমাদিগকে আর পঢ়াইতে পারিব না।

৩৭০। **চিত্ত লয়**—ইচ্ছা হয়। **নির্ভয়**—অভয়।

৩৭১। প্রভু কি জন্য তাঁহার শিষ্যদিগকে আর পঢ়াইতে পারিবেন না, তাহা তিনি এই পয়ারে বলিয়াছেন। **আর বাক্য**- অন্য কথা। "আর বাক্য না স্ফুরে আমার"-স্থলে 'আমার না আইসে

এই বোল মহাপ্রভু সভারে কহিয়া।
দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥ ৩৭২
শিষ্যগণ বোলেন করিয়া নমস্কার।
"আমরাও করিলাঙ সঙ্কল্প তোমার॥ ৩৭৩
তোমার স্থানেতে প'ড়িলাঙ আমিসব।
আর স্থানে করিব কি গ্রন্থ-অনুভব॥" ৩৭৪
গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সভে করিয়া ক্রন্দন॥ ৩৭৫
"তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখান।
জন্মজন্ম হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান॥ ৩৭৬
আর স্থানে গিয়া কি আমরা পঢ়িবাঙ।
সেই ভাল যত তোমা' হৈতে জানিলাঙ॥" ৩৭৭
এত বলি প্রভুরে করিয়া হাথ-জোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর॥ ৩৭৮
'হরি' বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সভা' কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি॥ ৩৭৯
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ সুখে॥ ৩৮০
রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ ৩৮১
"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হউ তোমা সভার অভিলাষ॥ ৩৮২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মুখে (বাক্য) আর।"পাঠান্তর। অর্থ একই। **চিত্ত**—মনের কথা।

৩৭২। বোল—কথা। **অশ্রুযুক্ত**—প্রেমাশ্রুযুক্ত; প্রভুর নয়নে তখন কৃষ্ণপ্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছিল।

৩৭৩। সঙ্কল্প তোমার—তোমার সঙ্কল্পের অনুরূপ সঙ্কল্প। তুমি সঙ্কল্প করিয়াছ—তুমি আমাদিগকে আর পঢ়াইবে না। **আমরাও সঙ্কল্প করিলাম**—আমরাও আর অন্য কাহারও নিকটে পঢ়িব না।

৩৭৪। আর স্থানে—অন্য অধ্যাপকের নিকটে। "করিব কি"-স্থলে "না করিবাঙ"-পাঠান্তর। **গ্রন্থ-অনুভব**—গ্রন্থের তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য অধ্যয়ন।

৩৭৬। "রহুক"-স্থলে "বহুক" পাঠান্তর। বহুক—আমাদের হৃদয় জন্মে-জন্মে তোমার শিক্ষা (বা উপদেশ) বহন করুক, তাহাই ধ্যান করুক।

৩৭৭। সেই ভাল—তাহাই যথেষ্ট, উত্তম। "হৈতে জানিলাঙ"-স্থলে "স্থানে পাইলাঙ" পাঠান্তর।

৩৮১। রুদ্ধ-কণ্ঠ—প্রেমাশ্রুতে তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ (বাক্‌শক্তি হীন) হইয়া পড়িল। "রুদ্ধকণ্ঠ"-স্থলে "বদ্ধকণ্ঠ"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

৩৮২। হউ—হউক। "হউ"-স্থলে "হইবে" এবং "হবে" পাঠান্তর। **দিবসেকো আমি যদি** ইত্যাদি—শিষ্যদের নিকটে প্রভু বলিলেন—"যদি এক দিনের জন্যও আমি কৃষ্ণদাস হইয়া থাকি (কৃষ্ণদাস-অভিমান পোষণ করিয়া থাকি, অথবা কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকি), **তবে সিদ্ধ** ইত্যাদি—তবে (তাহা হইলে, আমি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা করিতেছি) তোমাদের সকলের অভিলাষ

তোমরা-সকল লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সভার বদন ॥ ৩৮৩
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা'সভাকার ধন প্রাণ ॥ ৩৮৪
যে পঢ়িল, সে-ই ভাল, আর কার্য্য নাঞি।
সভে মিলি 'কৃষ্ণ' বলিবাঙ একঠাঞি ॥ ৩৮৫
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক্ সভার।
তুমিসব জন্মজন্ম বান্ধব আমার ॥" ৩৮৬
প্রভুর অমৃত বাক্য শুনি শিষ্যগণ।
পরম-আনন্দমন হইলেন ততক্ষণ ॥ ৩৮৭
সে সব শিষ্যের পা'য় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার ॥ ৩৮৮
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পঢ়ায়েন, সে কি অন্য হয় ? ৩৮৯
সে বিদ্যাবিলাস দেখিলেন যে যে জন।
তাহরে দেখিলে হয় বন্ধবিমোচন ॥ ৩৯০
হইল—পাপিষ্ঠ, জন্ম নহিল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে সুখ দরশনে ॥ ৩৯১
তথাপিহ এই কৃপা কর' মহাশয় !
সে বিদ্যাবিলাস মোর রহুক হৃদয় ॥ ৩৯২
পঢ়িলেন নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে সর্ব্ব-নদীয়ায় ॥ ৩৯৩
চৈতন্য-লীলার কিছু অবধি না হয়ে।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কহে॥ ৩৯৪
এই হৈতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ ॥ ৩৯৫
চতুর্দ্দিগে অশ্রুযুক্ত হইল শিষ্যগণ
সদয় হইয়া প্রভু বোলেন বচন ॥ ৩৯৬
"পঢ়িলাঙশুনিলাঙ এত কাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর' পরিপূর্ণ করি॥" ৩৯৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(বাসনা) সিদ্ধ (পূর্ণ) হউক।" তাৎপর্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। ভক্তভাবের আবেশেই প্রভু এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

৩৮৫। "বলিবাঙ"-স্থলে "বলি ডাকিব"-পাঠান্তর। এক ঠাঞি—একই স্থানে, এক সঙ্গে।

৩৮৬। জন্মে জন্মে ইত্যাদি—প্রভুর শিষ্যগণ যে প্রভুর নিত্য পরিকর, তাহা প্রভু নিজ মুখে বলিলেন। ১।১০।১৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৮৭। "পরম-আনন্দমন"-স্থলে "পরমানন্দময়"-পাঠান্তর।

৩৯২। "রহুক"-স্থলে "বহুক"-পাঠান্তর। বহুক—বহন করুক।

৩৯৩। "পঢ়িলেন"-স্থলে "পঢ়াইলা"-পাঠান্তর।

৩৯৪। "কিছু"-স্থলে "কভু" এবং "আদি"-পাঠান্তর। অবধি—অন্ত, শেষ। প্রভুর প্রকট এবং অপ্রকট—সকল লীলাই নিত্য। ১।২।২৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯৫। এই হৈতে—পূর্ববর্তী পয়ারসমূহে উল্লিখিত লীলা হইতে, তাহার পর হইতে। "পরিপূর্ণ"-স্থলে "পূর্ণ হৈল" এবং "হইল"-স্থলে "করিলা"-পাঠান্তর।

৩৯৬। "অশ্রুযুক্ত হইল"-স্থলে "অশ্রু কণ্ঠে কান্দে"-পাঠান্তর।

৩৯৭। "এতকাল"-স্থলে "যত দিন"-পাঠান্তর। পরিপূর্ণ করি—পঢ়াশুনাকে (অধ্যয়নকে)

শিষ্যগণ বোলেন "কেমন সঙ্কীর্ত্তন ?"
আপনে শিক্ষায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৩৯৮

(কেদার রাগ)

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" ৩৯৯
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ॥ ৪০০
আপনে কীর্ত্তন-নাথ করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিগে বেঢ়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ ॥ ৪০১
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় আবেশে ॥ ৪০২
'বোল বোল' বলি প্রভু চতর্দ্দিগে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে-আছাড়ে ॥ ৪০৩
গণ্ডগোল শুনি সব-নদীয়ানগর।
ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর ॥ ৪০৪
নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিঞা সভে আইলা সত্বর ॥ ৪০৫
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পরম অপূর্ব্ব সভে ভাবে মনেমন ॥ ৪০৬
পরম সন্তোষ সভে হইলা অন্তরে।
"এবে সে কীর্ত্তন হৈল নদীয়ানগরে ॥ ৪০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরিপূর্ণ করিয়া। তাৎপর্য—কৃষ্ণকীর্তনেই অধ্যয়ন পূর্ণতা (সার্থকতা) লাভ করিবে। পূর্ববর্তী ৩৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯৮। **কেমন সঙ্কীর্তন**—সংকীর্তন কিরূপ? কিভাবে সংকীর্তন করিতে হয়? **শিক্ষায়**—শিক্ষা দেন। "শিক্ষায়"-স্থলে "শিখাও"-পাঠান্তর।

৪০০। **দিশা**—রীতি, পদ্ধতি, প্রণালী। কিভাবে কীর্তন করিতে হয়, তাহা।

৪০১। **নাথ**—ঐশ্যযুক্ত (শব্দকল্পদ্রুম), ঐশ্বর্যযুক্ত। তাহার কতকগুলির পর্যায় হইতেছে—নায়ক, পতি, আর্য্য প্রভু, ঈশ্বর (ইতি হেমচন্দ্রঃ)। তদনুসারে **কীর্ত্তন-নাথ**—কীর্তনের নায়ক, কীর্তনের প্রভু। যিনি কীর্তন-প্রবর্তন করিয়াছেন এবং যিনি সংকীর্তনের নায়ক, তিনি কীর্তননাথ। **অন্য অর্থে কীর্ত্তন-নাথ**—কীর্তনের নাথ (আর্য্য)। আর্য্য-শব্দের অর্থ—পূজ্যও হয় (শব্দকল্পদ্রুম)। তাহা হইলে "কীর্তন-নাথ" শব্দের অর্থ হয়—কীর্তনের দ্বারা পূজ্য—সেব্য। এই অর্থে **"কীর্ত্তননাথ'** হইতেছেন তিনি, যাঁহাকে "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ভা. ১১।৫।৩২ ॥—সুবুদ্ধিলোকগণ সংকীর্তন-প্রধান উপচারের দ্বারা যজন করেন।" তিনি হইতেছেন "কৃষ্ণবর্ণ, ত্বিষাকৃষ্ণ এবং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ ॥ ভা. ১১।৫।৩২ ॥" ১।২।৬-শ্লোকেব ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪০২। **আবিষ্ট**—প্রেমাবিষ্ট। **নিজ নাম-রসে**—স্বীয় নামকীর্তনের পরমানন্দে। "গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায়"-স্থলে "ধূলায় পড়িয়া গড়ি যায়েন"-পাঠান্তর। **আবেশে**—কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে।

৪০৪। **সর্ব্ব নদীয়ানগর**—নবদ্বীপবাসী সকলে।

৪০৫। "নিকটে বসয়ে"-স্থলে "নিকটে নিকটে"-পাঠান্তর। নিকটে নিকটে—কাছে কাছে, কাছাকাছি।

৪০৭। "হইলা"-স্থলে "পাইলা"-পাঠান্তর। **অন্তরে**—চিত্তে। তাঁহাদের সন্তোষের করাণ

এমত দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে ॥ ৪০৮
যত উদ্ধতের সীমা এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাঙ নারদাদির দুষ্কর ॥ ৪০৯
হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এ বা কিবা হয় ॥" ৪১০
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর রায়।
সবে প্রভু 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বোলয়ে সদায় ॥ ৪১১
বাহ্য হইলেও বাহ্য-কথা নাহি কহে।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়ে ॥ ৪১২
সভে মিলি ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণবগণ মহানন্দ হইয়া ॥ ৪১৩
কোন কোন পঢ়ুয়া-সকল প্রভুসঙ্গে।
উদাসীনপথ লইলেন প্রেমরঙ্গে ॥ ৪১৪
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ ॥ ৪১৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৪১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪১০ পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪০৯। "উদ্ধতের"-স্থলে "ঔদ্ধত্যের"-পাঠান্তর।

৪১০। **হেন উদ্ধতের**—বিশ্বম্ভরের ন্যায় উদ্ধত লোকের। "হেন উদ্ধতের"-স্থলে "হেন ঔদ্ধত্যের" এবং "এবা কিবা হয়"-স্থলে "এই কিবা নয়"-পাঠান্তর।

৪১১। "হইলা"-স্থলে "পাইলা"-পাঠান্তর।

৪১২। **বাহ্য-কথা**—শ্রীকৃষ্ণ-কথাব্যতীত অন্য কথা।

৪১৪। **উদাসীন-পথ**—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ব্যতীত অন্য বিষয়ে ঔদাসীন্য বা নিস্পৃহতা।

৪১৬। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা।

(৫.৬.১৯৬৩—১৫.৬. ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ৪৮)

অমূন্যধন্যাদি দিনান্তরাণি হরে! ত্বদালোকনমন্তরেণ। অনাথবন্ধো! করুণৈকসিন্ধো! হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ১ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। অদ্বৈত-সমীপে ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুর প্রেম-বিকার-কথন, তাহাতে অদ্বৈতের আনন্দ এবং স্বপ্নযোগে গীতাপাঠের অর্থপ্রাপ্তির এবং তৎপ্রসঙ্গে বিশ্বম্ভরই যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই অনুভবের বিষয়-কথন। প্রভুর বিনীত ব্যবহার ও বৈষ্ণবদের পরিচর্যা; প্রভুর প্রতি ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদ। ভক্তভাবের আবেশে প্রভুর প্রেমবিকার, অনভিজ্ঞ লোকগণের নিকটে তাহা বায়ু-রোগের লক্ষণ বলিয়া প্রতীতি, শচীমাতার দুঃখ। প্রভুকে দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত স্থির করেন—এ-সমস্ত প্রভুর প্রেম-বিকার, তাহা জানাইয়া শচীমাতার প্রতি শ্রীবাসের প্রবোধ-প্রদান। গদাধরের সহিত প্রভুর নবদ্বীপে অদ্বৈতভবনে আগমন, প্রভুর মূর্ছা, তদবস্থায় প্রভুর স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া অদ্বৈতকর্তৃক প্রভুর পূজা, তাহাতে গদাধরের বিস্ময়াত্মক উক্তি। মূর্ছাবসানে ভক্তভাবে প্রভুকর্তৃক অদ্বৈতের চরণ-বন্দনাদি এবং স্তব-স্তুতি। প্রভুর পরীক্ষার জন্য অদ্বৈতের শান্তিপুর-গমন। ভক্তদের নিকটে প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখ-কথন। নিজ গৃহে প্রভুর কীর্তনারম্ভ, তাহাতে পাষণ্ডীদের গাত্রদাহ; কীর্তন-কারীদের ধরিয়া নেওয়ার জন্য রাজ-নৌকা আগমনের গুজব, তাহাতে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভয়, তাঁহার ভয়-দূরীকরণের নিমিত্ত শ্রীবাস-গৃহে প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ, শ্রীবাসকর্তৃক প্রভুর স্তুতি, শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর কৃপা, প্রভুর আদেশে শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী চারি বৎসরের বালিকা নারায়ণী দেবীর 'কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমাবেশে ক্রন্দন, শ্রীবাসের দাস-দাসীগণের প্রতিও প্রভুর কৃপা।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয়॥ হা হন্ত (হায় হায়)! হা হন্ত (হায় হায়)! হে অনাথ-বন্ধো (হে অনাথের বন্ধো)! হে করুণৈকসিন্ধো (হে করুণার একমাত্র সমুদ্র)! হে হরে! ত্বদালো-কনং (তোমার দর্শন) অন্তরেণ (ব্যতীত) অধন্যানি (অধন্য) অমূনি (এই সমস্ত) দিনান্তরাণি (অহোরাত্রির অন্তর্গত ক্ষণ-লবাদি সময়কে) কথং (কিরূপে) নয়ামি (আমি অতিবাহিত করিব) ?

অনুবাদ। হায় হায়! হায় হায়! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! হে হরে! তোমার দর্শনব্যতীত অহোরাত্রির অন্তর্গত এই ক্ষণ-মুহূর্তাদি অধন্য সময়কে আমি কিরূপে অতিবাহিত করিব? ২।২।১ ॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধার উক্তি। কৃষ্ণবিরহের তীব্র জ্বালায় শ্রীরাধার উদ্বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছে; ক্ষণ-পরিমিত সময়ও যেন তাঁহার নিকটে কল্প-

জয় জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১
ভক্তগোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ২
ঠাকুরের প্রেম দেখি সর্ব ভক্তগণ।
পরম বিস্মিত হৈল সভাকার মন ॥ ৩
পরম সন্তোষে সভে অদ্বৈতের স্থানে।
সভে কহিলেন যত হৈল দরশনে ॥ ৪
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'অবতরিয়াছে প্রভু' জানেন সকল ॥ ৫
তথাপি অদ্বৈততত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখন লুকায় ॥ ৬
শুনিঞা অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা ॥ ৭
"মোর আজুকার কথা শুন ভাইসব!
নিশিতে দেখিলুঁ আজি কিছু অনুভব ॥ ৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরিমিত বলিয়া মনে হইতেছে। সময় যেন আর কিছুতেই কাটিতেছে না, তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরাধার এতাদৃশ ভাবই এই শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে। নীলাচলে অবস্থান-কালে শ্রীরাধার এতাদৃশভাবে আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোকটির উচ্চারণ-পূর্বক মহাপ্রভু প্রলাপ-বাক্যে শ্লোকটির তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রিদিনে, এই কাল না যায় কাটন। তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু, কৃপা করি দেহ দরশন ॥ চৈ. চ ॥ ২।২।৫১ ॥" ইহা হইতেছে কৃষ্ণকর্ণামৃতের ৪৮তম শ্লোক। প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের সংস্করণে এই শ্লোকটি মূলের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই; পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"মুদ্রিত পুস্তকে ও একখানি পুঁথিতে এই স্থানে (অর্থাৎ অধ্যায়ারম্ভে) এই শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে।" ইহার পরে তিনি উল্লিখিত শ্লোকটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর যে-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এই শ্লোক-কথিত ভাবই প্রভুর মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া এবং এই শ্লোকটি প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর দৃষ্ট "মুদ্রিত পুস্তকে ও একখানি পুঁথিতেও স্থান পাইয়াছে" বলিয়া আমরা এই শ্লোকটিকে মূলের অন্তর্ভুক্ত করিলাম।

১। "জগত-মঙ্গল"-স্থলে "জগত-জীবন"-পাঠান্তর। **পদদ্বন্দ্ব**—চরণযুগল।

৫। **মহাবল**—মহাশক্তিশালী। এ-স্থলে ভক্তিশক্তিই অভিপ্রেত, শারীরিক শক্তি নহে। **অবতরিয়াছে**—অবতীর্ণ হইয়াছেন। "অবতরিয়াছে"-স্থলে "অবতারিয়াছে"-পাঠান্তর। অবতারিয়াছে প্রভু—প্রভুকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর অবতরণের নিমিত্ত আরাধনা করিয়াছিলেন এবং প্রেমহুংকারে তাঁহার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের প্রেমের বশীভূত হইয়াই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং ইহাও বলা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈতই প্রভুকে অবতারিত করিয়াছেন। **জানেন সকল**—পরবর্তী ১৯ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬। **অদ্বৈত-তত্ত্ব**—শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা বা লীলা। **বুঝন না যায়**—দুর্বোধ্য। **সেই ক্ষণে প্রকাশিয়া ইত্যাদি**—যখনই প্রকাশ পায়, তৎক্ষণাৎই আবার লুক্কায়িত হয়। পরবর্তী ২৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৮। **নিশিতে**—রাত্রিতে স্বপ্নে। "আজি"-স্থলে "আমি"-পাঠান্তর। **অনুভব**—(পরবর্তী পয়ার-

গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া ।
থাকিলাঙ ছঃখ ভাবি উপাস করিয়া ॥ ৯
কথো রাত্র্যে আমারে বোলয়ে একজন ।
'উঠহ আচার্য্য ! ঝাট করহ ভোজন ॥ ১০
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে ।
উঠিয়া ভোজন কর' পূজহ আমারে ॥ ১১
আর কেনে ছঃখ ভাব' পাইলে সকল ।
যে লাগি সঙ্কল্প কৈলে, সে হৈল সফল ॥ ১২
যত উপবাস কৈলে, যত আরাধন ।
যতেক করিলে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন ॥ ১৩
যা' আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা ।
সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা ॥ ১৪
সর্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন ।
ঘরেঘরে নগরেনগরে অনুক্ষণ ॥ ১৫
ব্রহ্মার ছুর্লভ মূর্ত্তি জগতে যতেক ।
তোমার প্রসাদে মাত্র সভে দেখিবেক ॥ ১৬
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব ।
ব্রহ্মাদির ছুর্লভ দেখিব অনুভব ॥ ১৭
ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায় ।
আরবার আসিবাঙ ভোজনবেলায় ॥' ১৮
চক্ষু মেলি চা'হি দেখি—এই বিশ্বম্ভর ।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর ॥ ১৯
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে ।
কোন্ রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে ॥ ২০
ইহার অগ্রজ পূর্ব—বিশ্বরূপ নাম ।
আমা'-সঙ্গে আসি গীতা করিতা ব্যাখ্যান ॥ ২১
এই শিশু পরম-মধুর-রূপবান ।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান ॥ ২২
চিত্তবৃত্তি হরে' শিশু সুন্দর দেখিয়া ।
আশীর্বাদ করে'। 'ভক্তি হউক' বলিয়া ॥ ২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সমূহে বর্ণিত) স্বপ্নে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমি এই অনুভব (উপলব্ধি) লাভ করিয়াছি যে (বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার আরাধনার বস্তু অবতীর্ণ হইয়াছেন)।

৯। **গীতার পাঠের**—ইহা হইতেছে "সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ"-ইত্যাদি গীতা ॥ ১৩।১৩-শ্লোকের পাঠের। পরবর্তী ২।১০।১-শ্লোক দ্রষ্টব্য। **উপাস**—উপবাস

১০। **ঝাট**—শীঘ্র। "ভোজন"-স্থলে "গমন"-পাঠান্তর। গমন—ভোজনের জন্য গমন। "পূজহ আমারে"-স্থলে "পুজিয়া সত্বরে"-পাঠান্তর। অর্থ—শীঘ্র উঠিয়া আমার পুজা করিয়া ভোজন কর।

১৪। "যা আনিতে ভুজ তুলি"-স্থলে "যাহা আনিতেও যত্ন" এবং "তোমারে"-স্থলে "তোমার"-পাঠান্তর। **বিদিত**—তোমার নিকটে আবির্ভূত। ১।২।৮৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৬। **মূর্ত্তি**—রাম-নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপগণ। "মূর্ত্তি জগতে যতেক"-স্থলে "ভক্তি যতেক যতেক"-পাঠান্তর। ভক্তি—প্রেমভক্তি, ব্রজপ্রেম। **যতেক যতেক**—যত প্রকারের।

১৯। **হইলা অন্তর**—অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন, আর দেখিতে পাইলাম না।

২০। **প্রকাশ**—আত্মপ্রকাশ। **কাহাতে**—কাহার মধ্যে, অথবা কাহার সাক্ষাতে।

২১। **ইহার**—এই বিশ্বম্ভরের। "আসি গীতা করিতা"-স্থলে "গীতার অর্থ করিথা"-পাঠান্তর।

২২। **এই শিশু**—শিশুকালে এই বিশ্বম্ভর।

আভিজাত্যে আছে বড়মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—তাঁহার দৌহিত্র॥ ২৪
আপনেও সর্বগুণে উত্তম পণ্ডিত।
তাঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত॥ ২৫
বড় সুখী হইলাঙ এ কথা শুনিয়া।
আশীর্বাদ কর' সভে 'তথাস্তু' বলিয়া॥ ২৬
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সভারে।
কৃষ্ণনামে মত্ত হউ সকল সংসারে॥ ২৭
যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে।
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে॥" ২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪। **আভিজাত্যে**—বংশমর্যাদায় বা কুলগৌরবে। "আছে"-স্থলে "হয়"-পাঠান্তর। **বড় মানুষের**—সুপ্রসিদ্ধ মহদ্ব্যক্তির, জগন্নাথ মিশ্রের। "চক্রবর্তী—তাঁহার"-স্থলে "চক্রবর্তীর হএন"-পাঠান্তর।

২৫। **হইতে উচিত**—হওয়া সঙ্গত। অথবা, হইয়াছে যে, তাহা সঙ্গত।

২৭। "মত্ত"-স্থলে "পূর্ণ"-পাঠান্তর।

২৮। **যদি সত্য বস্তু হয়**—শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন—আমি যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাহা যদি সত্য (বাস্তব) হয়। **এই বামনার**—ঐ অদ্বৈত-বামনার (ব্রাহ্মণের)। শ্রীঅদ্বৈত স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তাঁহার আরাধনার ধনই বিশ্বম্ভর-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (পূর্ববর্তী ১০-১৯ পয়ার) এবং তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহার সত্যতা (বাস্তবতা) সম্বন্ধে তাঁহার "অনুভব"ও জন্মিয়াছে (পূর্ববর্তী ৮ পয়ার)। তিনি নিজমুখেই ভক্তদিগের নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বম্ভরের মধ্যে অদ্ভুত প্রেম-বিকার-দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভক্তগণ যখন তাঁহার নিকটে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট প্রেমবিকারের কথা বলিলেন (পূর্ববর্তী ৩-৪ পয়ার), তখনই শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার স্বপ্নের কথা ভক্তদের নিকটে প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীঅদ্বৈতের অনুভূতি এই যে—তাঁহার আরাধনার ধন বিশ্বম্ভরই ভক্তভাবের আবেশে অদ্ভুত প্রেম-বিকার প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুভূতির কথা ভক্তদের নিকটে ব্যক্ত করিয়াও তিনি আবার বলিলেন—"যদি সত্য বস্তু হয়"। এই "যদি"-শব্দ শুনিয়া শ্রোতা ভক্তদের মনে স্বভাবতঃই একটা সন্দেহ জাগিতে পারে এই যে—"শ্রীঅদ্বৈত বিশ্বম্ভর-সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য (বাস্তব) না হইতেও পারে, অর্থাৎ এই বিশ্বম্ভরই যে তাঁহার আরাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা সত্য না হইতেও পারে।" শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার বাস্তব অনুভূতির কথা পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, "যদি সত্য বস্তু হয়"—এই বাক্যে তাহাকে যেন আবার লুকাইবার চেষ্টা করিলেন—"সেই ক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে লুকায় (পূর্ববর্তী ৬-পয়ার॥" এ-স্থলে শ্রীঅদ্বৈতের এইরূপ বাক্যভঙ্গীর তাৎপর্য বোধ হয় এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণই যে বিশ্বম্ভররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতের নিজের কোনওরূপ সন্দেহই নাই। তিনি যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, ভক্তগণ এবং অন্যান্য লোকও তখন পর্যন্ত সেই অনুভূতি লাভ করেন নাই; তাই তাঁহাদের মনে তাঁহার উক্তিসম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিতে পারে। তাঁহাদের এই সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যেই শ্রীঅদ্বৈতের এই বাক্যভঙ্গী। এই বাক্যের ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে—

আনন্দে অদ্বৈত করে পরম হুঙ্কার।
সকল বৈষ্ণব করে জয়জয়কার ॥ ২৯
'হরিহরি' বলি ডাকে বদন সভার।
উঠিল কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার ॥ ৩০
কেহো বোলে "নিমাঞিপণ্ডিত ভাল হৈলে।
তবে সঙ্কীর্ত্তন করি মহাকুতূহলে ॥" ৩১
আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।
আনন্দে চলিলা করি কৃষ্ণের কীর্ত্তন ॥ ৩২
প্রভুসঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।
পরম-আদরে সভে রহি সম্ভাষয় ॥ ৩৩
প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব সভার সনে হয় দরশনে ॥ ৩৪
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীর্বাদ করে ॥ ৩৫
"তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে ॥ ৩৬
কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ! সব সত্য হয়।
না ভজিলে কৃষ্ণ, রূপ বিদ্যা কিছু নয় ॥ ৩৭
কৃষ্ণ সে জগতপিতা কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ ॥" ৩৮
আশীর্বাদ শুনিঞা প্রভুর বড় সুখ।
সভারে চা'হেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ ॥ ৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যাহাতে তাঁহাদের সন্দেহ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইতে পারে, তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভব যে সত্য, তাহা তাঁহারা নিজেরাও যাহাতে অনুভব করিতে পারেন, তিনি তাহা করিবেন (পরবর্তী ১২৫-৫৫ পয়ার, বিশেষতঃ ২।২।১৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অথবা "যদি সত্য বস্তু হয়"-এই বাক্যে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার অনুভবের সত্যতাই দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিলেন ("আমার নাম যদি 'অদ্বৈত' হয়, তাহা হইলে যাহা বলিলাম, তাহা সত্য হইবে"—এইরূপ বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, "আমার নাম যে 'অদ্বৈত', তাহা যেমন সত্য, আমি যাহা বলিলাম, তাহাও তেমনি সত্য"—এইরূপ বাক্যের অনুরূপই হইতেছে এ-স্থলে শ্রীঅদ্বৈতের বাক্য) এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, "তবে এই খানে। সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে ॥" তাৎপর্য—আমার অনুভবের সত্যতা-সম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, অবিলম্বেই তোমরা দেখিবে, সকল লোক এবং সেই বিশ্বম্ভরও এই স্থানে আসিবেন, বিশ্বম্ভরের ঐশীশক্তির প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই এ-স্থানে আসিবেন।

৩০। **কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার**—নামকীর্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার। নাম ও নামী ভগবান্ অভিন্ন বলিয়াই ভগবন্নামকে বা ভগবন্নামকীর্তনকে কৃষ্ণের অবতার (কৃষ্ণনামরূপ কৃষ্ণের অবতার) বলা হইয়াছে। "কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ-অবতার ॥ চৈ. চ. ॥ ১।১৭।১৯ ॥ —'হরের্ণাম'-শ্লোকের অর্থ-কথন প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর উক্তি।"

৩৫। **নমস্করে**—নমস্কার করেন। ভক্তভাবের আবেশে প্রভু ভক্তগণের চরণে নমস্কার করেন। লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীবাসাদি ভক্তগণও তখন পর্যন্ত প্রভুর স্বরূপের অনুভব পায়েন নাই; এজন্য তাঁহারাও প্রভুকে আশীর্বাদ করিতেন। "আপনি আচরি ভক্তি (সাধনভক্তি) শিখাইমু সভায় ॥ চৈ. চ. ॥ ১।৩।১৮ ॥"—এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবকে তাহা শিক্ষা দিতেছেন। পরবর্তী তিন পয়ারে ভক্তদের আশীর্বাদ কথিত হইয়াছে।

"তোমরা সে কর' সত্য করি আশীর্বাদ।
তোমরা বা কেনে অন্য করিবা প্রসাদ ? ৪০
তোমরা সে পার' কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥ ৪১
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম।
তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম॥ ৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪০। "করি"-স্থলে "মোরে"-পাঠান্তর। ভক্তদের ৩৬-৩৮ পয়ারোক্ত আশীর্বাদ-বাক্য শুনিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা যে আমাকে কৃষ্ণ-ভজনের জন্য আশীর্বাদ করিয়াছ, ইহাই সত্য (বাস্তব) আশীর্বাদ।" আশীর্বাদের তাৎপর্য হইতেছে—মঙ্গল-কামনা। শ্রীকৃষ্ণভজনেই জীব পঞ্চম এবং পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম এবং তাহার ফলে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা লাভ করিয়া চরম-কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। এই প্রেম, এই কৃষ্ণ সেবা এবং কৃতার্থতা হইতেছে সত্য—নিত্য, অবিনাশী ; ইহকালের এবং পরকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদির ন্যায় অনিত্য—অল্পকালস্থায়ী—নহে, পঞ্চবিধা মুক্তির ন্যায় জীবের স্বরূপগত ধর্মের প্রতিকূলও নহে (১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যা, ১।৪।১৮৩ এবং ১।৫।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং কৃষ্ণভজন-সম্বন্ধীয় আশীর্বাদই হইতেছে সত্য—বাস্তব—আশীর্বাদ, জীবের পক্ষে স্বরূপানুবন্ধী বাস্তব-বস্তু-প্রাপ্তির অনুকূল আশীর্বাদ। **প্রসাদ**—কৃপা, আশীর্বাদ। **তোমরা বা কেনে ইত্যাদি**—তোমরা কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্তির তুলনায় ভুক্তি-মুক্তি-আদি যে অতি তুচ্ছ, তাহা তোমরা বিশেষরূপেই জান। সুতরাং তোমরা অন্য (ভুক্তি-মুক্তি-আদির অনুকূল) আশীর্বাদই বা কেন করিবে ?

৪১। **কৃষ্ণভজন দিবারে**—কৃষ্ণভজনের অনুকূল মতি বা বুদ্ধি এবং সামর্থ্য দান করিতে। "মহৎ কৃপাবিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥ চৈ. চ.॥ ২।২২।৩২॥ কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ॥ চৈ. চ.॥ ২।২২।৪৮॥" শ্রীভাগবতও বলেন—"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥ ভা. ১০।৫১।৫৩॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের উক্তি॥—হে অচ্যুত! সংসারে নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোনও লোকের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই তাহার সাধুসঙ্গ-লাভ হয় ; সাধুসঙ্গ হইলেই সাধুদিগের একমাত্র গতিস্বরূপ পরাবরেশ তোমাতে তাহার মতি জন্মে।" **দাসে সেবিলে সে**—শ্রীকৃষ্ণদাসের (শ্রীকৃষ্ণভক্তের) সেবা করিলেই। **কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে**—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল, ভক্তপ্রিয়। যিনি কৃষ্ণভক্তের সেবা করেন, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়েন। বরং তাঁহার নিজের সেবা অপেক্ষাও ভক্তের সেবাতে তিনি অধিক প্রীতি লাভ করেন। "মদ্‌ভক্তপূজাভ্যধিকা॥ ভা. ১১।১৯।২১॥" (১।১।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যিনি ভক্তের সেবা করেন, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণও কৃপা করেন।

৪২। **বিষ্ণুধর্ম**—বিষ্ণু (কৃষ্ণ)-সেবারূপ ধর্ম (জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম)। **তেঞি বুঝি**—তাহাতেই আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, **আমার উত্তম ইত্যাদি**—আমার পূর্বজন্মের উত্তম কর্ম (সুকৃতি) আছে। তাহার ফলেই তোমাদের নিকটে এই শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

তোমা' সভা' সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।"
এত বলি কারো পা'য়ে ধরে সেই ঠাঁই ॥ ৪৩
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতিবস্ত্র তুলি' কারো দেন ত আপনে ॥ ৪৪
কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোন দিন চলে কারো ঘরে ॥ ৪৫
সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে।
"কি কর' কি কর" তবে বোলে বিশ্বম্ভরে ॥ ৪৬
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর ॥ ৪৭
কোন্ কর্ম্ম সেবকের কৃষ্ণ নাহি করে।
সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে ॥ ৪৮
'সকল-সুহৃৎ কৃষ্ণ' সর্ব্ব-বেদে কহে।
এতেকে কৃষ্ণের কেহো দ্বেষ্য-যোগ্য নহে ॥ ৪৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৪। **নিঙ্গাড়য়ে**—চিপিয়া জল বাহির করিয়া দেন। "দেন ত"-স্থলে "দেহেন" এবং "জোগান" পাঠান্তর।

৪৬। **সকল বৈষ্ণবগণ** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৪৩-৪৫-পয়ার-সমূহে কথিত প্রভুর আচরণ দেখিয়া বৈষ্ণবগণের সকলেই 'হায় হায়' করিতে থাকেন এবং **কি কর কি কর** ইত্যাদি—বিশ্বম্ভরকে বলেন, "তুমি এসব কি করিতেছ? কি করিতেছ?" **বোলে বিশ্বম্ভরে**—বিশ্বম্ভরকে বলেন। "তবে বোলে"-স্থানে "তবু করে"-পাঠান্তর। অর্থ—বৈষ্ণবগণ "হায় হায়" করেন এবং "কি কর কি কর" বলেন; তথাপি বিশ্বম্ভর তাঁহাদের হাতে গঙ্গামৃত্তিকাদি দেন এবং তাঁহাদের ফুলের সাজি বহন করেন।

৪৭। **হয় আপনে কিঙ্কর**—কিঙ্করের ন্যায় নিজে তাঁহার ভক্তদের পরিচর্যাদি সেবা করেন। ভক্তসেবায় ভক্তবৎসল ভগবান্ আনন্দ পায়েন এবং আনুষঙ্গিকভাবে ভক্তসেবার মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতা জগতের জীবকে শিক্ষা দেন।

৪৮। **কোন্ কর্ম** ইত্যাদি—ভক্তের প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্মই শ্রীকৃষ্ণ করিয়া থাকেন। অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ গীতা ॥ ৯।২২ ॥—অনন্যনিষ্ঠ হইয়া যাঁহারা আমার চিন্তা করিতে করিতে আমার ভজন করেন, সর্বপ্রকারে মদেকনিষ্ঠ সেই সকল লোকদিগের যোগ (তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অন্নাদি) বহন করিয়াও তাঁহাদের নিকটে লইয়া যাই এবং তাঁহাদের ক্ষেমও বহন করিয়া থাকি (তাঁহাদের সে-সমস্ত বস্তুর রক্ষাও করিয়া থাকি। গৃহস্থের কুটুম্ব-পোষণভারের ন্যায় তাঁহাদের পোষণ-ভারও আমারই)।" **পরিহরে**—পরিত্যাগ করেন। **নিজ ধর্ম পরিহরে**—ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য স্বীয় প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ করিয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিজ্ঞা-রক্ষা সকলেরই ধর্ম।

৪৯। **সকল-সুহৃৎ-কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সকল জীবের সুহৃৎ—একমাত্র প্রিয়। **সর্ব্ববেদে কহে**—সমস্ত বেদই তাহা বলেন। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ১।৫।৫৩ ও ১।৭।১৮৩ পয়ারের টীকা এবং ১।২।৩-৪ শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **এতেকে**—এই হেতুতে, শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র সুহৃৎ বা প্রিয় বলিয়া, **কৃষ্ণের কেহো দ্বেষ্য-যোগ্য নহে**—কোনও জীবই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দ্বেষ্য-যোগ্য (দ্বেষ্য—

তাহো পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে। তার সাক্ষী দুর্য্যোধনবংশের মরণে ॥ ৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিদ্বেষের পাত্র—হওয়ার যোগ্য—উপযুক্ত) নহে। "দ্বেষ্য"-স্থলে "শিষ্য" এবং "দাস্য"-পাঠান্তর। শিষ্য-
যোগ্য—শাসনের যোগ্য, শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। দাস্যযোগ্য—শাস্তিরূপ দাসত্ব পাওয়ার যোগ্য।
শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সুহৃৎ—প্রিয়। সৌহৃদ্য বা প্রিয়ত্ব স্বরূপতঃ পারস্পরিক বলিয়া সকল জীবও তাঁহার
সুহৃৎ বা প্রিয়; সুতরাং তাঁহার বিদ্বেষের পাত্রও কেহ নাই, শত্রুও কেহ নাই; শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত
শাস্তি পাওয়ার যোগ্যও কেহ নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে সংসারে লোকের দুঃখ-দৈন্য
কেন? নরক-ভোগই বা কেন? উত্তর—দুঃখ-দৈন্য-নরক-যন্ত্রণাদি শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইচ্ছা করিয়া দেন না;
কেননা, তাঁহার দ্বেষ্য কেহ নাই। দুঃখ-দৈন্যাদি হইতেছে জীবের স্বকৃত কর্মের ফল। স্বকৃত
কর্মের ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। "স্বকর্মফলভুক্ পুমান্।" কর্মফলদাতাও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণই;
তবে কর্মফল অনুসারেই তিনি জীবকে সুখ-দুঃখ দিয়া থাকেন। যাহার কর্ম দুঃখজনক, তাহাকেই
তিনি দুঃখ দেন; যাহার কর্ম সুখজনক, তাহাকে কখনও দুঃখ দেন না। জীবের কর্মফল-প্রদান
ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ। কিন্তু তিনি যখন সকলের সুহৃৎ, তখন যে লোক দুঃখ-
জনক কর্ম করে, তাহাকে দুঃখ না দিতেও তো পারেন? তাহাকে দুঃখ দেন তাহার প্রতি
কৃপাবশতঃ, তাহার সুহৃৎ বলিয়া। অনাদি-বহির্মুখ জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া দেহের
সুখের জন্যই লালায়িত এবং দেহের সুখের জন্য এমন সব কর্ম করে, যাহার ফল অত্যন্ত দুঃখ-
জনক। তাহাকে যদি শ্রীকৃষ্ণ তাহার কর্মানুরূপ দুঃখ দেন, তাহা হইলে দুঃখ ভোগ করিতে
করিতে কোনও ভাগ্যে কোনও সময়ে তাহার দুঃখের হেতুসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগিতে পারে এবং
সেই হেতুর নিরাকরণের জন্য চেষ্টাও আসিতে পারে। সুতরাং কর্মফলানুযায়ী দুঃখ দানও তাঁহার
কৃপা, সুহৃদের কার্য। ভক্তের প্রতি যে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, তাহাও তদ্রূপ। তিনি
ভক্তির বশীভূত। ভক্তের চিত্তে আবির্ভূতা ভক্তিই তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ভক্তের প্রিয়কার্য
করাইয়া থাকে। ইহাকেই লোক তাঁহার ভক্ত-পক্ষপাতিত্ব বলিয়া থাকে। ইহাই তাঁহার ভক্ত-
বাৎসল্য, ইহাই ভক্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ। ইহা তাঁহার দোষ নহে, বরঞ্চ পরম শ্লাঘনীয় গুণ।
অনন্ত ঐশ্বর্য-মাধুর্যময় হইলেও, মাধুর্যঘনবিগ্রহ এবং রসঘনবিগ্রহ এবং অশেষ-রসামৃত-বারিধি
হইলেও শ্রীকৃষ্ণ যদি ভক্তবৎসল এবং ভক্তের প্রতি কৃপালু না হইতেন, তাহা হইলে কে তাঁহার
ভজন করিত? ভজনই বা কি সার্থকতা লাভ করিত? তিনি সকলের সুহৃৎই বা কিরূপে
হইতেন? বস্তুতঃ ভক্তের ভক্তির বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রিয়কার্যই
করিয়া থাকেন, যদিও তিনি দুর্জনদিগকে তাহাদের কর্মানুযায়ী দুঃখাদি ফল দান করেন। ১।২।১৪০
পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫০। **তাহো পরিহরে কৃষ্ণ**—তিনি যে সকলের সুহৃৎ, সুতরাং তাঁহার দ্বেষ্য যে কেহ নাই, শ্রীকৃষ্ণ
এইরূপ ভাবটিও পরিত্যাগ করেন। কেন? **ভক্তের কারণে**—ভক্তের জন্য, ভক্তের ভক্তির বশীভূত

কৃষ্ণের করয়ে সেবা—ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব ॥ ৫১

কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা - দ্বারকানিবাসে ॥ ৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়া তাঁহার প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় কার্য করার জন্য। "ভক্তের"-স্থলে "ভক্তির"-পাঠান্তর। ভক্তির কারণে—ভক্তের ভক্তির বশীভূত হইয়া। **তার সাক্ষী**—তাহার প্রমাণ। সেই প্রমাণ হইতেছে **দুর্য্যোধন-বংশের মরণে**—সবংশে দুর্যোধনের মৃত্যুই তাহার প্রমাণ। ভক্ত পাণ্ডবদিগের ভক্তির বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রিয় কার্য করিয়াছেন; কিন্তু দুর্যোধনকে তাঁহার অসৎকর্মের ফল দিয়াছেন, দুর্যোধন সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫১। **কৃষ্ণের করয়ে সেবা** ইত্যাদি—ভক্তের স্বভাবই হইতেছে এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। "ভক্তের স্বভাব"-স্থলে "ভক্তির প্রভাব"-পাঠান্তর। অর্থ—ভক্তের চিত্তে যে ভক্তি আছে, সেই ভক্তির প্রভাবেই (মহিমাতেই—স্বরূপগত ধর্মবশতঃই) ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ভক্তিই ভক্তের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা (প্রীতিবিধান) করাইয়া থাকেন। কেননা, কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনাই হইতেছে ভক্তি বা প্রেম। **ভক্ত লাগি কৃষ্ণের** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণেরও সমস্ত অনুভাব (কার্য বা চেষ্টা) হইতেছে ভক্তের জন্য, ভক্তের প্রীতি বিধানের নিমিত্ত। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণে ভগবদুক্তি ॥—একমাত্র আমার ভক্তের চিত্তবিনোদনের নিমিত্তই আমি নানাবিধ কার্য করিয়া থাকি।" শ্রীকৃষ্ণের "ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ত্তিবিনু নাহি অন্য কৃত্য ॥ চৈ. চ. ॥ ২।১৫।১৬৬ ॥" কৃষ্ণের প্রীতিবিধান যেমন ভক্তের স্বভাব, তদ্রূপ ভক্তের প্রীতিবিধানও হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব। ভক্ত যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু আশা করেন না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণও ভক্তের নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু আশা করেন না। পরস্পরের প্রীতির জন্যই পরস্পরের ইচ্ছা ও চেষ্টা। ইহাই প্রিয়ত্বের ধর্ম। "ভক্ত লাগি কৃষ্ণের" ইত্যাদি পয়ারার্ধ-স্থলে "ভক্তি লাগি কৃষ্ণের সকল অনুরাগ"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে অনুরাগ (প্রীতি), তাহার হেতু হইতেছে ভক্তচিত্ত-স্থিতা ভক্তি। কেননা, পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠরশ্রুতি ॥ —ভক্তির বশীভূত।"

৫২। **ভক্তিরসে**—ভক্তচিত্ত-স্থিতা-ভক্তি যখন অনুকূল বস্তুর যোগে অনির্বচনীয় আস্বাদন চমৎকারিত্বময় বস্তুরূপ রসে পরিণত হয়, তখন সেই ভক্তিরসের প্রভাবে। **বেচিতে**—বিক্রয় করিতে। **কৃষ্ণেরে বেচিতে** ইত্যাদি—ভক্তিরসের প্রভাবে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকেও অপরের নিকটে বিক্রয় করিতে পারেন। ভক্তের ভক্তিরসের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ যেন ভক্তের বিত্তরূপে পরিণত হয়েন; ভক্ত তাঁহার সেই বিত্তরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বিক্রয় করিতে পারেন। তাৎপর্য হইতেছে এই। ভগবান্ পরম-স্বতন্ত্র পুরুষ হইলেও ভক্তপরাধীন, ভক্তের নিকটে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই। সাধু ভক্তগণ যেন তাঁহাকে নিজেদের হৃদয়ে গ্রাস করিয়া রাখেন। ভক্তির প্রভাবে তিনিও ভক্তগণের প্রিয়, ভক্তগণও তাঁহার প্রিয়। সাধুভক্তগণ তাঁহার হৃদয়তুল্য, তিনিও সাধুভক্তগণের হৃদয়তুল্য। ভক্তগণও তাঁহাকে

সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর। গূঢ়-রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥ ৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্যতীত অপর কিছু জানেন না। তিনিও তাদৃশ ভক্তগণব্যতীত অপর কিছুই জানেন না। সৎস্ত্রী সৎপতিকে যেমন বশীভূত করিয়া রাখেন, সাধুভগক্তনও ভক্তির প্রভাবে তাঁহাকে তেমনি বশীভূত করিয়া রাখেন। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ভা-৯।৪।৬৩॥ ময়ি নির্ব্বন্ধ-হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ভা. ৯।৪।৬৬॥ সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ভা. ৯।৪।৬৮॥ ভগবদুক্তি॥" তিনি হইতেছেন "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" এবং রসস্বরূপ বলিয়া ভক্তিরস-লোলুপ। সাধু ভক্তগণের চিত্তস্থিত ভক্তিরসের আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়া তিনি তাঁহাদের হৃদয়েই বাস করেন এবং নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়া ভক্তদের পরাধীন—সর্বতোভাবে অধীন—হইয়া পড়েন। সর্বতোভাবে ভক্তদের অধীন হয়েন বলিয়া তিনি তাঁহাদের আয়ত্তে, তাঁহাদের বিত্তের ন্যায়ই অবস্থান করেন। বস্তুতঃ ভক্তির সহিত ভক্ত যদি তাঁহাকে একপত্র তুলসী বা এক গণ্ডুষ জলও দান করেন, তাহা হইলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ সেই ভক্তের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন। "তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥ হ. ভ. বি. ১১।১১০-ধৃত গৌতমীয়-তন্ত্র-বচন॥" যিনি ভক্তের নিকটে আত্মবিক্রয় করেন, তিনি ভক্তের ক্রীত বিত্তই হইয়া পড়েন। কুন্তীমাতাও শ্রীকৃষ্ণকে অকিঞ্চন ভক্তের ("শ্রীকৃষ্ণচরণব্যতীত আপন বলিতে আমার আর কিছুই নাই"—এতাদৃশ ভাব যাঁহাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে সর্বদা বিরাজিত, তাঁহারাই অকিঞ্চন ভক্ত। এতাদৃশ অকিঞ্চন ভক্তের) বিত্ত বলিয়াছেন। "নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে। আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ॥ ভা. ১।৮।২৭॥—কুন্তীস্তব॥" নিজের বিত্ত-সম্পত্তি-বিক্রয়ের অধিকার সকলেরই আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ভক্তের বিত্ত, তখন কৃষ্ণকে বিক্রয় করিবার অধিকারও ভক্তের আছে।

তার সাক্ষী—ভক্ত যে কৃষ্ণকে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ। **সত্যভামা দ্বারকা-নিবাসে**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাধামে, শ্রীকৃষ্ণমহিষী সত্যভামা। তিনি তাঁহার ভক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া নারদের নিকটে বিক্রয় (দান) করিয়াছিলেন। "পুষ্পদামাবসজ্যাথ কণ্ঠে কৃষ্ণস্য ভাবিনী। ববন্ধ কৃষ্ণং সুভগা পারিজাতে বনস্পতৌ। অদ্ভির্দদৌ নারদায় ততোঽনুজ্ঞাপ্য কেশবম্॥ হরিবংশ-বিষ্ণুপর্বে ৭৬ অধ্যায়॥—শ্রীকৃষ্ণমহিষী সৌভাগ্যবতী সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে পুষ্প-মালা বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে পারিজাত-বৃক্ষে বন্ধন করিলেন এবং কেশব শ্রীকৃষ্ণকে অনুজ্ঞাপন করিয়া জলসহযোগে তাঁহাকে নারদের নিকটে দান করিলেন।"

৫৩। **সেই প্রভু** ইত্যাদি—পূর্বপয়ারসমূহে কথিত মহিমাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর বিশ্বম্ভর। **গূঢ়রূপে**—গুপ্তভাবে, আত্মপ্রকাশ না করিয়া। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য। **সেই প্রভু**—ভক্তের বশীভূত, অথচ ভক্তের প্রভু, সেই শ্রীকৃষ্ণ।

চিনিতে না পারে কেহো প্রভু আপনার।
যা'সভার লাগিয়া হইলা অবতার ॥ ৫৪
কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল নিজ দাস ॥ ৫৫
সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥ ৫৬
সাজি বহে, ধুতি বহে, লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হস্তে আসি ধরে ॥ ৫৭
দেখি বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণে।
অকৈতবে আশীর্ব্বাদ করে কায়-মনে ॥ ৫৮
"ভজ কৃষ্ণ, স্মর' কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ ॥ ৫৯
বোলহ বোলহ কৃষ্ণ, হও কৃষ্ণদাস।
তোমার হৃদয়ে হউ কৃষ্ণের প্রকাশ ॥ ৬০
কৃষ্ণ বই আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা' হৈতে দুঃখ যাউ আমা'সভাকার ॥ ৬১
যে যে অজ্ঞ জন সব কীর্ত্তনেরে হাসে'।
তোমা' হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে ॥ ৬২
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজি কর পাষণ্ডি-সংহার ॥ ৬৩
তোমার প্রসাদে যেন আমরা-সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল ॥" ৬৪
হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ।
আশীর্ব্বাদ করে দুঃখ করি নিবেদন ॥ ৬৫
"এই নবদ্বীপে বাপ! যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সভে হয় বক ॥ ৬৬
কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী, কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত ॥ ৬৭
কেহো না বাখানে বাপ! কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা আরো নিন্দে' সর্বক্ষণ ॥ ৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৫। "নিজ"-স্থলে "প্রিয়"-পাঠান্তর। **মঙ্গল**—দাস-শব্দের বিশেষণ; অর্থ—মঙ্গলস্বরূপ বা মঙ্গলময়।

৫৮। অকৈতবে—অকপট ভাবে, প্রাণের অন্তস্তল হইতে। "কায়মনে"-স্থলে "সর্ব্বগণে" "সর্ব্বজনে"-পাঠান্তর। পরবর্তী ৫৯-৬৪ পয়ারে এই আশীর্বাদ কথিত হইয়াছে।

৬১। **দুঃখ**—জগতের বহির্মুখতা-দর্শন-জনিত দুঃখ।

৬২। **হাসে**—উপহাস (ঠাট্টা-বিদ্রূপ) করে।

৬৩। **যেন**—যেমন, যে প্রকারে। **শাস্ত্রে**—শাস্ত্র-বিচারে। "শাস্ত্রে সব"-স্থলে "শাস্ত্র জয়ে"-পাঠান্তর। **তেন**—তেমন, সেই প্রকারে।

৬৪। "কৃষ্ণ"-স্থলে "কৃষ্ণরসে"-পাঠান্তর।

৬৬। **সভে হয় বক**—মৎস্যের অনুসন্ধানে বক যখন জলের নিকটে বসিয়া থাকে, তখন অধোবদনে চুপ্‌চাপ্ থাকে, কোনও শব্দ করে না। তদ্রূপ এই সকল অধ্যাপকও কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ উঠিলে মৌনী হইয়া অধোবদনে বসিয়া থাকেন, কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন না। বক—এক রকম মৎস্যাশী পক্ষী। "বক"-স্থলে "বোক"-পাঠান্তর। বোক—বোকা। কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে এই সকল অধ্যাপকগণ বোকা বনিয়া যায়েন, কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারেন না।

যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বোল ধরে।
তৃণ-জ্ঞান কেহো আমা'সভারে না করে ॥ ৬৯
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ! সব দেহভার।
কোথাহো না শুনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-প্রচার ॥ ৭০
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইলা সভারে।
এ-পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে ॥ ৭১
তোমা' হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিল নিশ্চয় ॥ ৭২
চিরজীবি হও তুমি বলি কৃষ্ণনাম।
তোমা' হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণ গ্রাম ॥" ৭৩
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়ে।
ভক্ত-আশীর্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়ে ॥ ৭৪
শুনিঞা ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর ॥ ৭৫
প্রভু বোলে "তুমিসব কৃষ্ণের দয়িত!
তোমরা যে বোল, সে-ই হইব নিশ্চিত ॥ ৭৬
ধন্য মোর জীবন—তোমরা বোল ভাল।
তোমরা রাখিলে গ্রাসিবারে নারে কাল ॥ ৭৭
কোন্ ছার হয় পাপ পাষণ্ডীর গণ।
সুখে গিয়া কর' কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন ॥ ৭৮
ভক্তদুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সর্ব্বত্র অবতারে ॥ ৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৯। **আমা সভারে**—আমরা কৃষ্ণকীর্তন করি বলিয়া আমাদিগকে তৃণজ্ঞানও করে না, নিতান্ত তুচ্ছ মনে করে। তাহাদের এই তুচ্ছতার লক্ষ্য—কৃষ্ণকীর্তন। তাহারা কৃষ্ণ-কীর্তনকে তুচ্ছ মনে করিয়াই কৃষ্ণ-কীর্তনকারী ভক্তদিগকে তুচ্ছ মনে করে।

৭০। **সন্তাপে পোড়য়ে**—কোথাও কৃষ্ণকীর্তন দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, বরং কৃষ্ণ-কীর্তনের নিন্দা সর্বত্র দৃষ্ট বা শ্রুত হয় বলিয়াই সন্তাপ (পরম দুঃখ)।

৭৩। **চিরজীবি হও ইত্যাদি**—তুমি কৃষ্ণনাম বলিয়া (কীর্তন করিয়া) চিরজীবি হও (তুমি চিরজীবি হও এবং সমস্ত জীবন ভরিয়াই কৃষ্ণনাম কীর্তন কর)। **তোমাহৈতে ইত্যাদি**—তোমাদ্বারা জগতে শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ (গুণ-মহিমাদি) ব্যক্ত হউক (সর্বত্র প্রচারিত হউক)। "চিরজীবি হও তুমি বলি"-স্থলে "চিরঞ্জীব হও তুমি বোল"-পাঠান্তর।

৭৫। **সত্বর প্রকাশ হইতে**—সত্বর (অবিলম্বে) আত্মপ্রকাশ করিতে, নিজের স্বরূপতত্ত্ব সকলের নিকটে প্রকাশ করিবার জন্য। "হইতে চিত্ত হইল"-স্থলে "করিতে চিত্তে হইল্যা"-পাঠান্তর। হইল্যা—হইলা।

৭৭। **গ্রাসিবারে**—গ্রাস করিতে, কবলিত করিতে। **কাল**—যম, অথবা কলিকাল। অথবা, কালচক্র (২।১।১৯৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "রাখিলে গ্রাসিবারে"-স্থলে "বাখানিলে গ্রাসিতে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—তোমরা যদি কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা কর, কৃষ্ণভক্তির উপদেশ কর, সেই ব্যাখ্যার ও উপদেশের অনুসরণ করিলে কাল কাহাকেও গ্রাস করিতে পারিবে না। তোমাদের ন্যায় কৃষ্ণভক্তের উপদেশ সকলকেই কৃষ্ণভজনে প্রবর্তিত করিবে এবং কালের প্রভাবের ঊর্ধ্বে লইয়া যাইবে।

৭৯। **ভক্ত-দুঃখ প্রভু ইত্যাদি**—১।২।১৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভক্তলাগি**—ভক্তের জন্য,

এতে বুঝি তোমরা আনাইবা কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ-আনন্দ ॥ ৮০
তোমা'সভা' হৈতে হৈব জগত-উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার ॥ ৮১
'সেবক' করিয়া মোরে সভেই জানিবা।
এই বর—মোরে কভু না পরিহরিবা ॥" ৮২
সভার চরণধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সভেই করেন বহুতর ॥ ৮৩
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা সভে ঘরে!
প্রভুও চলিলা কিছু হাসিয়া অন্তরে ॥ ৮৪
আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিঞা ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাঢ়িল প্রচুর ॥ ৮৫
"সংহারিব সব বলি" করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বোলে বারেবার ॥ ৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভক্তের দুঃখ-দূরীকরণ এবং চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত। ১৷২৷৩-৪ শ্লোক ও শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **সর্ব্বত্র অবতারে**—যখন যখন এবং যেখানে যেখানে অবতীর্ণ হয়েন, তখন-তখন এবং সে-খানে সে-খানেই ভক্তের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ। "সর্ব্বত্র"-স্থলে "সকল"-পাঠান্তর। অর্থ- যে সকল স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সমস্ত স্বরূপের অবতরণই কেবল ভক্তের জন্য।

৮০। **এতে বুঝি**—ইহাতেই বুঝিতেছি। তোমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, **তোমরা আনাইবা কৃষ্ণচন্দ্র**—তোমরা কৃষ্ণচন্দ্রকে আনয়ন করাইবা। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না; যখনই যে-স্থানে ভক্তগণের দুঃখ দেখেন, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তখনই সে-স্থানে অবতীর্ণ হয়েন। তোমাদের দুঃখ দেখিয়া এবার নবদ্বীপেও তিনি অবতীর্ণ হইবেন—ইহাই আমি বুঝিতে পারিতেছি। "আনাইবা"-স্থলে "সভে বুঝাইবা"-পাঠান্তর। অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভজনের মহিমা তোমরা সকলকে বুঝাইবে। এখন যাহারা কৃষ্ণকীর্তনাদির নিন্দা করিতেছে, যাহারা কৃষ্ণভজনের উপদেশের প্রতি কর্ণপাতও করে না, তোমাদের দুঃখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে, তাহারাও তোমাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে, কৃষ্ণকীর্তনে প্রবৃত্ত হইবে। **বৈকুণ্ঠ আনন্দ**—বৈকুণ্ঠধামের আনন্দ, অপ্রাকৃত চিন্ময় কীর্তনানন্দ। বৈকুণ্ঠ (মায়াতীত) আনন্দ। "বৈকুণ্ঠ"-স্থলে "বৈষ্ণব"-পাঠান্তর। বৈষ্ণব-আনন্দ—বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় আনন্দ, কৃষ্ণকীর্তনাদিজনিত পরমানন্দ।

৮২। **না পরিহরিবা**—পরিত্যাগ করিবে না, তোমাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত করিবে না। এ-সমস্ত হইতেছে প্রভুর ভক্তভাবের উক্তি।

৮৪। **হাসিয়া অন্তরে**—মনে মনে হাসিয়া। প্রভুর এই হাসির দুইটি কারণ থাকিতে পারে। এক কারণ -ভক্তদের আশীর্বাদ পাইয়াছেন বলিয়া ভক্তভাবে প্রভুর অন্তরে পরমানন্দ। সেই পরমানন্দ-জনিত হাসি। অন্য কারণ—ভক্তগণ তখনও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া আত্মগোপন-তৎপর রঙ্গীয়া প্রভুর কৌতুক-রঙ্গজনিত আনন্দ। সেই আনন্দ-জনিত হাসি, কৌতুক-রঙ্গের হাসি।

৮৫। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভুর আত্মপ্রকাশের সূচনা কথিত হইয়াছে।

৮৬। **সংহারিব সব**—সমস্ত পাষণ্ডীদের সংহার করিব। প্রভু কাহাকেও প্রাণে মারেন নাই

ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥ ৮৭
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষে ॥ ৮৮
স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আর।
সভারে কহেন বিশ্বম্ভর-ব্যবহার ॥ ৮৯
"বিধাতায়ে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে এক জন ॥ ৯০
তাহান্নো কিরূপ মতি বুঝনে না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥ ৯১
আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বোলে 'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা' ॥ ৯২
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চঢ়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ॥ ৯৩
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে ॥" ৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়া এ-স্থলে "সংহারিমু"-শব্দে পাষণ্ডীদের পাষণ্ডিত্বের সংহারই সূচিত হইতেছে। পাষণ্ডিত্বের সংহারেই পাষণ্ডের সংহার। এই কথাগুলি হইতেছে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাবের উক্তি। শ্রীকৃষ্ণই দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করেন। ১।২।৩-৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। **মুঞি সেই**—দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য যিনি অবতীর্ণ হয়েন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ।

৮৭। **ক্ষণে হাসে ইত্যাদি**—হাসি-কান্না-মূর্চ্ছা হইতেছে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বহির্বিকার। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম থাকিতে পারে না বলিয়া হাসি-কান্নাদিদ্বারা প্রভুর ভক্তভাবই সূচিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, এই সময়ে প্রভুর মধ্যে কখনও শ্রীকৃষ্ণের ভাব, এবং কখনও বা তাঁহার স্বরূপগত ভক্তভাবের আবেশ হইত। **লক্ষ্মীরে**—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে।

৮৮। **বৈষ্ণব-আবেশে**—বৈষ্ণব-ভাবের আবেশে। বৈষ্ণব-ভাব বলিতে ভক্তভাব বুঝায়। এই অর্থে বৈষ্ণব-আবেশ—ভক্তভাবের আবেশ (যেমন পূর্ববর্তী ৮৭ পয়ারে কথিত আবেশ)। বৈষ্ণব-ভাব বলিতে "বিষ্ণুসম্বন্ধীয় ভাব অর্থাৎ, বিষ্ণুর (কৃষ্ণের) ভাব"-ও বুঝাইতে পারে (যেমন পূর্ববর্তী ৮৬ পয়ারে কথিত ভাব)। এই অর্থে বৈষ্ণব-আবেশ—শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশ। ৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯০। **পুত্রগণ**—২।১।১৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯১। "বুঝনে"-স্থলে "কহনে"-পাঠান্তর। **ক্ষণে হাসে ইত্যাদি**—এ-সমস্ত হইতেছে প্রভুর ভক্তভাবের লক্ষণ।

৯২। **ছিণ্ডো ছিণ্ডো ইত্যাদি**—পাষণ্ডীর মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিব। ইহা হইতেছে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-ভাবের কথা। পূর্ববর্তী ৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৩। **ক্ষণে গিয়া গাছের ইত্যাদি**—সম্ভবতঃ পাষণ্ডি-সংহার-ভাবের পরমাবেশে বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়াই প্রভু পাষণ্ডীকে তাড়া করিয়া যাইতেছেন ভাবিয়াই গাছে উঠিয়াছেন। অথবা, গোপশিশুদের সহিত বনবিহারী শিশু-কৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু গাছের উপর-ডালে চঢ়িয়াছেন। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপশিশুগণও এইরূপ খেলা খেলিতেন।

৯৪। **দন্ত কড়মড়ি করে**—পাষণ্ডীদের প্রতি ক্রোধাবেশে দন্তে-দন্তে ঘর্ষণ করেন, তাহাতে

নাহি শুনে দেখে লোক কৃষ্ণের বিকারে।
বায়ু-জ্ঞান করি লোক বোলে বান্ধিবারে॥ ৯৫
শচীমুখে শুনি যায় যে যে দেখিবারে।
বায়ু-জ্ঞান করি সভে বোলে বান্ধিবারে॥ ৯৬
পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়।
বায়ুজ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥ ৯৭
অস্তেব্যস্তে মা'য়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোক বোলে "পূর্ব্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া" ॥ ৯৮
লোক বোলে "তুমি ত অবোধ ঠাকুরাণি!
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি ? ৯৯
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুই-পা'য়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥ ১০০
খাইবারে দেহ' ডাবু নারিকেল-জল।
যাবত উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল॥" ১০১
কেহো বোলে "ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত-প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে॥ ১০২
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥" ১০৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কড়্মড়্ শব্দ হয়। **মালসাট মারে**—মল্লের ন্যায় আস্ফালন করেন। ইহাও পাষণ্ডি-সংহার-ভাবের আবেশের লক্ষণ। অথবা ১।৮।৬৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **গড়াগড়ি যায়**—কখনও বা ভূমিতে পড়িয়া প্রেমাবেশে গড়াগড়ি করেন। ইহা ভক্তভাবের পরিচায়ক। ৯১-৯৪ পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, এই সময়ে প্রভু কখনও শ্রীকৃষ্ণভাবে, আবার কখনও বা ভক্তভাবে আবিষ্ট হইতেন।

৯৫। **নাহি শুনে** ইত্যাদি—লোক কখনও "কৃষ্ণের বিকার" (শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশ-জনিত বিকার এবং কৃষ্ণভক্ত-ভাবের আবেশ-জনিত বিকার) দেখেও নাই, তাহার কথা শুনেও নাই। তাই প্রভুর মধ্যে উল্লিখিতরূপ বিকার দেখিয়া, **বায়ুজ্ঞান করি** ইত্যাদি—লোকগণ মনে করিল, বায়ুর প্রকোপেই নিমাই-পণ্ডিতের এইরূপ অবস্থা জন্মিয়াছে; সুতরাং নিমাইকে বাঁধিয়া রাখার উপদেশই তাহারা দিতে লাগিল। বায়ুজ্ঞান হইতেছে লোকদের ভ্রান্তধারণা। ১।৮।৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৭। **পাষণ্ডী দেখিয়া** ইত্যাদি—এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশ সূচিত হইতেছে।

৯৮। **পূর্ব্ববায়ু**—পূর্ব্বে যে একবার বায়ুরোগ জন্মিয়াছিল, তাহা। ১।৮।৬৭ পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য। "জন্মিল আসিয়া"-স্থলে "নিবর্ত্তিল নিয়া"-পাঠান্তর।

১০০। "শরীরে"-স্থলে "অন্তরে"-পাঠান্তর। অন্তরে—মনে ; অথবা, কিছুকাল পরে।

১০১-২। **ডাবু-নারিকেল-জল**—ডাব নারিকেলের জল। "ডাবু"-স্থলে "তানে," "আনি" এবং "দিব্য"-পাঠান্তর। **নাহি করে বল**—বল বা প্রভাব বিস্তার না করে, অর্থাৎ বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হওয়া পর্য্যন্ত। **ইথে অল্প ঔষধে** ইত্যাদি—ডাব নারিকেলের জলরূপ এই সামান্য ঔষধে কি হইবে? **শিবাঘৃত**—বায়ুরোগ-প্রশমনের জন্য শৃগালের মাংস-ঘটিত আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত ঘৃতবিশেষ। **এ বায়ু**—এইরূপ উৎকট বায়ুরোগ।

১০৩। **পাকতৈল**—আয়ুর্ব্বেদের বিধান-অনুসারে অগ্নিপক্ব তৈল। **শিরে**—মাথায়। "করাইবা"-

পরম উদার শচী—জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা॥ ১০৪
চিন্তায় ব্যাকুল শচী কিছু নাহি জানে।
গোবিন্দ-শরণে গেলা কায়-বাক্য-মনে॥ ১০৫
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব—সভার স্থানে স্থানে।
লোকদ্বারে শচী করিলেন নিবেদনে॥ ১০৬
একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত।
উঠি প্রভু নমস্কার কৈলা সাবহিত॥ ১০৭
ভক্ত দেখি প্রভুর বাঢ়িল ভক্তি-ভাব।
লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগ॥ ১০৮
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে।
ভক্ত দেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইলা তখনে॥ ১০৯
বাহ্য পাই কথোক্ষণে লাগিলা কান্দিতে।
মহাকম্পে প্রভু স্থির না পারে হইতে॥ ১১০
অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে'।
"মহাভক্তিযোগ; বায়ু বোলে কোন্ জনে?" ১১১
বাহ্য পাই প্রভু বোলে পণ্ডিতের স্থানে।
"কি বুঝ পণ্ডিত! তুমি মোহর বিধানে॥ ১১২
কেহো বোলে মহা-বায়ু, বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কি লয়ে আমারে?" ১১৩
হাসি বোলে শ্রীবাসপণ্ডিত "ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই॥ ১১৪
মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥" ১১৫
এতেক শুনিল যবে শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে॥ ১১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্থলে "করাইহ" এবং "করাও যে" এবং "হইয়াছে"-স্থলে "হইবেক"-পাঠান্তর। **জ্ঞান**—স্বাভাবিক সুস্থ-অবস্থার জ্ঞান।

১০৫। "ব্যাকুল"-স্থলে "বিকল"-পাঠান্তর। **গোবিন্দ-শরণে ইত্যাদি**—শচীমাতা কায়মনোবাক্যে শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন।

১০৭। **সাবহিত**—সাবধানতার বা সতর্কতার সহিত, শ্রদ্ধাভক্তির সহিত।

১০৮। **ভক্ত দেখি**—ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতকে দেখিয়া। **ভক্তিভাব**—প্রেমভক্তির ভাব। **বাঢ়িল**—বৃদ্ধি পাইল, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। "ভক্তি-ভাব"-স্থলে "ভক্ত-ভাব"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। ভক্তিভাব-বৃদ্ধির প্রমাণ—লোমহর্ষাদি।

১১১। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাস পণ্ডিত। **মনে গণে**—মনে মনে বিবেচনা বা বিচার করিলেন। **মহাভক্তিযোগ**—প্রভুর রোমহর্ষ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, মহাকম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত বিচারপূর্বক স্থির করিলেন, প্রভুর মহাভক্তিযোগ লাভ হইয়াছে, প্রভুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রচুর পরিমাণে আবির্ভূত হইয়াছে। সেই প্রেমের প্রভাবেই প্রভুর দেহে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার এবং প্রভুর হাসি, কান্না, গড়াগড়ি, দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি। **বায়ু বোলে কোন্ জনে**—প্রভুর এ-সমস্ত প্রেমবিকারকে কে বায়ুরোগের লক্ষণ বলে? অর্থাৎ অজ্ঞ লোকেরাই তাহা বলিয়া থাকে।

১১২। **মোহর বিধানে**—আমার আচরণে অথবা, আমার সম্বন্ধে।

১১৪। **বাই**—বায়ু, বায়ুরোগ।

"সভে বোলে বায়ু, সবে আশংসিলে তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি ॥ ১১৭
যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি আমি গঙ্গার ভিতরে ॥" ১১৮
শ্রীবাস বোলেন "যে তোমার ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি বাঞ্ছয়ে এই ভোগ ॥ ১১৯
সবে মিলি একঠাঞি করিব কীর্ত্তন।
যে-তে কেনে না বোলে পাষণ্ডি-পাপি-গণ ॥"১২০
শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
"চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন ॥ ১২১
'বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি' বলিল তোমারে।
ইহা কভু অন্য জন বুঝিবারে নারে ॥ ১২২
ভিন্ন-লোক-স্থানে ইহা কিছু না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা ॥" ১২৩
এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
বায়ুজ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর ॥ ১২৪
তথাপিহ অন্তর-দুঃখিতা শচী হয়।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনে ভয় ॥ ১২৪ক

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৭। **আশংসিলে**—আশ্বাস দিলে। অভীষ্ট বলিয়া মনে করিলেন।

১১৮। "বলিতা"-স্থলে "বলিথে" এবং "প্রবেশিতোঁ"-স্থলে "প্রবেশিথুঁ"-পাঠান্তর। **প্রবেশিতোঁ**—প্রবেশ করিতাম।

১১৯। **এই ভোগ**—এই ভক্তিযোগের উপভোগ (আস্বাদন)।

১২০। **সভে মিলি ইত্যাদি**—তোমাকে লইয়া আমরা সকলে এক স্থলে মিলিত হইয়া কীর্তন করিব।

১২২। দ্বিতীয় পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"ইহা নাকি বুঝিবারে অন্য জন পারে!" এবং "ইহা লোক বুঝাবারে অন্য জন পারে!" তাৎপর্য—"অন্য লোক (অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণপ্রেমের বিকার-সম্বন্ধে যাহার কোন জ্ঞানই নাই, তাদৃশ কোনও লোক) ইহা (নিমাই পণ্ডিতের মধ্যে দৃষ্ট লক্ষণগুলির মর্ম) বুঝিতে পারে না" এবং "(তাদৃশ) অন্য লোক ইহা (নিমাই পণ্ডিতের আচরণাদির মর্ম কাহাকেও) বুঝাইতে পারে না।"

১২৩। "ভিন্ন-লোক-স্থানে ইহা কিছু"-স্থলে "ভিন্ন-জন স্থানে কভু কথা"-পাঠান্তর। **কৃষ্ণের রহস্য**—শ্রীকৃষ্ণমহিমাদির নিগূঢ় তত্ত্ব।

১২৪। **বায়ুজ্ঞান দূর ইত্যাদি**—নিমাইর বায়ুরোগ হইয়াছে বলিয়া শচীমাতার যে-ধারণা জন্মিয়াছিল, শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তর (মন) হইতে সেই ধারণা দূরীভূত হইল।

১২৪ক। **তথাপিহ**—নিমাইর কোনও রোগ জন্মে নাই শুনিয়া রোগের পরিণাম-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেও **অন্তর-দুঃখিতা শচী হয়**—শচীমাতার অন্তরে (চিত্তে) অত্যন্ত দুঃখ জন্মিল। দুঃখের হেতু এই যে, শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে বলিয়াছেন—নিমাইর মধ্যে কৃষ্ণভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; তাহার ফলেই নিমাইর হাসি-কান্নাদি। শচীমাতা ভাবিলেন, **বাহিরায় পুত্র পাছে**—নিমাইর যখন কৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছে, তখন সংসারে তো তাঁহার আসক্তি থাকিবে না; বিশ্বরূপের ন্যায় আমার নিমাইও

এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥ ১২৫
একদিন প্রভু-গদাধর করি সঙ্গে।
অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে॥ ১২৬
অদ্বৈত দেখিল গিয়া প্রভু-দুই-জন।
বসিয়া করয়ে জল-তুলসী-সেবন॥ ১২৭
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বোলে 'হরি হরি'।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অর্চ্চন পাসরি॥ ১২৮
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি—যেন মহারুদ্র-অবতার॥ ১২৯
অদ্বৈত দেখিয়া মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী-উপর॥ ১৩০
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'এই মোর প্রাণনাথ' জানিলা সকল॥ ১৩১
'কতি যাবে চোরা আজি' ভাবে মনে মনে।
"এতদিন চুরি করি বুল' এইখানে॥ ১৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

না জানি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। মাতার **এই মনে ভয়**—নিমাইর গৃহত্যাগের ভয় মনে আছে বলিয়াই শচীমাতা অন্তরে দুঃখিতা।

১২৫। **কে তানে** ইত্যাদি—১।১০।৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৬। **অদ্বৈতে দেখিতে**—শ্রীঅদ্বৈতের নবদ্বীপস্থিত গৃহে প্রভু তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

১২৭। **প্রভু-দুই-জন**—মহাপ্রভু এবং গদাধর প্রভু। **বসিয়া করয়ে** ইত্যাদি—তাঁহারা গিয়া দেখিলেন—অদ্বৈত বসিয়া বসিয়া জলতুলসী-সেবন করিতেছেন (গঙ্গাজল-তুলসীপত্রে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন)। "সেবন"-স্থলে "সেচন"-পাঠান্তর। জগতের বহির্মুখতা দূর করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে অবতারিত করাইবার সঙ্কল্প লইয়া শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাজল-তুলসীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিতেন এবং প্রেমা-বেশে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা জানাইতেন। পরবর্তী দুই পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতের প্রেমচেষ্টা কথিত হইয়াছে।

১৩০। "দেখিয়া"-স্থলে "দেখিবা"-পাঠান্তর। **পড়িলা মূর্চ্ছিত** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতের কৃষ্ণার্চন ও প্রেমচেষ্টা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণস্মরণে বা শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

১৩১। **মহাবল**—মহাভক্তি-শক্তিশালী, শ্রীঅদ্বৈতের চিত্তস্থিতা মহীয়সী ভক্তি তাঁহাকে দেখাইলেন এবং জানাইলেন—"এই বিশ্বম্ভরই তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ।" "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি ভক্তিরেব ভূয়সী॥ মাঠরশ্রুতি॥" "সকল"-স্থলে "নিশ্চল"-পাঠান্তর। অর্থ—নিশ্চল (নিশ্চিতভাবে, অবিচলিতভাবে) জানিলেন; শ্রীঅদ্বৈতের অবিচলা প্রতীতি জন্মিল যে, ইনিই তাঁহার প্রাণনাথ। অথবা, শ্রীঅদ্বৈত জানিলেন, মূর্ছাবশতঃ নিশ্চল এই বিশ্বম্ভরই তাঁহার প্রাণনাথ।

১৩২। কতি—কোথায়। "ভাবে"-স্থলে "বোলে"-পাঠান্তর। **মনে মনে**—মূর্ছিত বিশ্বম্ভরের দিকে দৃষ্টি করিয়া অদ্বৈত মনে মনে ভাবিতেছেন বা বলিতেছেন। "এত দিন" হইতে ১৩৩ পয়ারের শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতের মনঃ-কথা। **এতদিন চুরি করি**—এতদিন পর্যন্ত চুরি করিয়া (নিজেকে চুরি করিয়া, অপরের নিকট হইতে নিজেকে বা নিজের স্বরূপ-তত্ত্বকে গোপন করিয়া)। **বুল**—ভ্রমণ বা বিচরণ কর। **এইখানে**—এই নবদ্বীপে।

অদ্বৈতের ঠাঞি চোর ! না লাগে চোরাই ।
"চোরের উপরে চুরি করিব এথাই ॥" ১৩৩
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে ।
সর্ব্ব-পূজা-সজ্জ লই নাম্বিলা তখনে ॥ ১৩৪
পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনী লই সেই ঠাঞি ।
চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্যগোসাঞি ॥ ১৩৫
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে ।
পুনঃপুন এই শ্লোক পঢ়ি নমস্করে ॥ ১৩৬

তথাহি (বিষ্ণুপুরাণে ১।১৯।৬৫)—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৩। **ঠাঞি**—স্থানে, নিকটে। "চোর !"-স্থলে "তোর"-পাঠান্তর। **না লাগে চোরাই**—চোরামি খাটিবে না, সার্থক হইবে না। **চোরাই**—চোরামি, চৌর্যবৃত্তি, আত্ম-গোপন-চেষ্টা। **চুরি করিব**—তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার সম্বন্ধে একটা কাজ করিব। ১৩৫-৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য

১৩৪। **সর্ব্বপূজা-সজ্জ**—শ্রীকৃষ্ণপূজার জন্য অদ্বৈত পূর্বেই যে-সমস্ত উপচার আনিয়াছিলেন, তৎসমস্ত। **নাম্বিলা**—মূর্ছিত প্রভুর নিকটে নামিয়া আসিলেন। "তখনে"-স্থলে "আপনে"-পাঠান্তর।

১৩৬। "উপরে"-স্থলে "উপরি" এবং "পঢ়ি নমস্করে"-স্থলে "পঢ়িল বিচারি" এবং "পঢ়ি নমস্করি"-পাঠান্তর। **এই শ্লোক**—পরবর্তী "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"-ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয়। সহজ।

অনুবাদ। (হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া পর্বতের দ্বারা অচ্ছাদিত করিলে, প্রহ্লাদ ভগবান্ অচ্যুতের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন)—ব্রহ্মণ্যদেবকে এবং গো-ব্রাহ্মণের হিতকারীকে নমস্কার। জগতের হিতকারীকে, কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার। ২।২।২ ॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মণ্যদেব—ব্রহ্মণ্যদিগের (বেদবিদ্‌গণের) দেব (উপাস্য দেবতা) যিনি, তিনি ব্রহ্মণ্যদেব। **গো-ব্রাহ্মণ-হিতায়**—গো-গণের এবং ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, মঙ্গলকারী, রক্ষাকারী। গো-সমূহ হইতে যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মের উপচার দুগ্ধাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সুতরাং গো-সমূহের রক্ষণে এবং মঙ্গলবিধানে বৈদিক-ধর্মরক্ষণের আনুকূল্য হয়। ব্রাহ্মণ—বেদবিৎ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণই বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান, রক্ষণ এবং প্রচার করিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহাদের রক্ষণে এবং মঙ্গল-বিধানেও বৈদিকধর্ম-রক্ষণের আনুকূল্য হয়। বৈদিক ধর্মের রক্ষণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গো-সমূহের এবং ব্রাহ্মণগণের রক্ষা ও মঙ্গলবিধান করেন। এজন্য তাঁহার নমস্কার-কালে "গোব্রাহ্মণ-হিতায়" বলা হইয়াছে। **জগদ্ধিতায়**—তিনি যে কেবল গো-ব্রাহ্মণের হিতকর্তা তাহা নহে, সমস্ত জগতের (জগদবাসী সমস্ত জীবেরই) হিতকর্তা, মঙ্গলবিধানকর্তা। বেদবিহিত ধর্মের রক্ষণেই জগতের পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে ; গো-ব্রাহ্মণের রক্ষণাদিদ্বারা তিনি বেদবিহিত ধর্ম রক্ষণের আনুকূল্য করেন বলিয়াও তিনি জগতের মঙ্গল-বিধানকর্তা। **গোবিন্দায়**—বিন্দ্ ধাতু পালনে। যিনি গোসমূহের পালন করেন, তিনি গোবিন্দ। "গো-ব্রাহ্মণহিতায়"-শব্দেই সাধারণভাবে একবার গো-

পুনঃপুন শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে।
চিনিঞা আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে ॥ ১৩৭
পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে।
জোড়হস্ত করি দাণ্ডাইলা পদতলে ॥ ১৩৮
হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে।
"বালকেরে গোসাঞি! এমত না জুয়ায়ে ॥" ১৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সমূহের রক্ষণ বা পালনের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার পরে আবার "গোবিন্দ—গো-পালক"-বলার অবশ্যই একটা বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব হইতেছে—ভগবানের গোপালন-লীলা বা ব্রজের গোপ-লীলা। "স্বরভীরভিপালয়ন্তম্"-ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা (৫।২৯)-বাক্যে এবং পুরাণাদিতে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, সেই গোচারণ-লীলাপরায়ণকেই এ-স্থলে "গোবিন্দ" বলা হইয়াছে। কৃষ্ণায়—"কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ গো. পূ. তা ॥ ১ ॥"—কৃষি-শব্দ সত্তাবাচক, ণ-শব্দ আনন্দবাচক। এতদুভয়ের ঐক্য হইতেছে আনন্দস্বরূপ এবং সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণই সেই পরব্রহ্ম (কৃষ্ + ণ = কৃষ্ণ)। বৃহদ্-গৌতমীয়তন্ত্রও বলিয়াছেন-"কৃষি-শব্দো হি সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সত্তাস্বানন্দয়োর্যোগাচ্চিৎ পরং ব্রহ্মচোচ্যতে ॥" ইহা হইতেছে যোগবৃত্তি-লব্ধ অর্থ বা কৃষ্ণ-শব্দের যোগার্থ। কিন্তু "রূঢ়ির্যোগমপহরতি"-এই ন্যায়-অনুসারে যোগবৃত্তি অপেক্ষা রূঢ়িবৃত্তিরই উৎকর্ষ। রূঢ়িবৃত্তিতে কৃষ্ণ-শব্দে তমাল-শ্যামল-কান্তি যশোদা-স্তনন্ধয়কেই বুঝায়। "কৃষ্ণ-শব্দস্য তমাল-শ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িঃ। ভগবন্নাম-কৌমুদী ॥" পূর্বোল্লিখিত "গোবিন্দায়"-শব্দের সহিত এই-রূঢ়িবৃত্তি লব্ধ কৃষ্ণ-শব্দের অর্থই সঙ্গতিময়। আলোচ্য-শ্লোকে "ব্রাহ্মণ্যদেবায়," "গোব্রাহ্মণহিতায়," "জগদ্ধিতায়" এবং "গোবিন্দায়"-হইতেছে "কৃষ্ণায়"-শব্দের বিশেষণ। এই শ্লোকে গোচারণ-পরায়ণ শ্যামসুন্দর যশোদানন্দনেরই স্তব করা হইয়াছে।

এই শ্লোকের উচ্চারণ করিয়া যখন শ্রীঅদ্বৈত বিশ্বম্ভরের নমস্কার করিয়াছেন, তখন পরিষ্কার-ভাবেই জানা যায়—এই বিশ্বম্ভর যে ব্রজবিহারী যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে অনুভব করিয়াছেন। পরবর্তী ১৩৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৩৯। জিহ্বা কামড়ায়ে—জিহ্বা কামড়াইয়া, দন্তদ্বারা জিহ্বাকে চাপিয়া ধরিয়া। "জিহ্বা কামড়ায়ে"-স্থলে "জিহ্বা সে মোড়য়ে"-পাঠান্তর। কাহারও আচরণ অসঙ্গত বলিয়া মনে হইলে, সেই আচরণের দর্শনে বা তাদৃশ আচরণের কথা শ্রবণেও সাধারণতঃ লোক জিহ্বা কামড়াইয়া ধরে। এইরূপ জিহ্বা-দংশনে নিষেধও সূচিত হয়। কখনও কখনও লজ্জাবশতঃও এইরূপ করা হয়। শ্রীঅদ্বৈত যে বিশ্বম্ভরের চরণে পতিত হইয়া নমস্কার করিতেছেন, স্তবস্তুতি করিতেছেন, তাঁহার এই আচরণকে শ্রীগদাধর অন্যায় মনে করিয়াছেন বলিয়াই তিনি দাঁতের দ্বারা নিজের জিহ্বা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। গদাধর তখনও প্রভুর স্বরূপের পরিচয় পায়েন নাই। প্রভু অপেক্ষা শ্রীঅদ্বৈত বয়সে অনেক বড়, বিদ্যাবুদ্ধি-গাম্ভীর্যাদিতেও অতি প্রবীণ। তাঁহার তুলনায় বালক-প্রায় বিশ্বম্ভরের চরণ-বন্দনাদি অদ্বৈতের পক্ষে অসঙ্গত এবং বিশ্বম্ভরের পক্ষে অকল্যাণকর মনে করিয়াই শ্রীগদাধর জিহ্বা

হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
"গদাধর! বালক জানিবা কথোদিনে॥" ১৪০
চিত্তে বড় বিস্মিত হইয়া গদাধর।
"হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥" ১৪১
কথোক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিলা বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত-আচার্য্য॥ ১৪২
আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে জুড়ি দুই কর॥ ১৪৩
নমস্কার করি তাঁর পদধূলি লয়ে।
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয়ে॥ ১৪৪
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়!
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়॥ ১৪৫
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥ ১৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কামড়াইয়াছেন এবং বলিয়াছেন—"বালকেরে গোসাঞি"-ইত্যাদি। **এমত ন জুয়ায়ে**—এইরূপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

১৪০। **বালক জানিবা** ইত্যাদি—গদাধর! তুমি বলিতেছ, ইনি বালক। ইনি কি রকম বালক, তাহা কিছুকাল পরে জানিতে পারিবে। এখনও তুমি জান নাই।

১৪১। **হেন বুঝি** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতের কথায় গদাধর বিস্মিত হইলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, ভজনবৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য এ-সব কি বলিতেছেন! তাঁহার মতন সর্ববিষয়ে বিজ্ঞলোকের কথাকে তো একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে কি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন? এবং এই বিশ্বম্ভরই কি সেই কৃষ্ণ? নচেৎ এই বিশ্বম্ভরের প্রতি শ্রীঅদ্বৈত এইরূপ আচরণ করিতেছেন কেন? এবং "গদাধর! বালক জানিবা কথো দিনে"-ই বা বলিলেন কেন? —গদাধরের চিত্তে এইরূপ জিজ্ঞাসা জাগিল।

১৪২। "প্রকাশিলা"-স্থলে "প্রকাশিয়া"-পাঠান্তর। **আবেশময়**—প্রেমাবেশময়।

১৪৩। **আপনারে লুকায়েন**—আত্মগোপন (স্বীয় স্বরূপতত্ত্বকে গোপন) করেন। "আপনারে"-স্থলে "আকারে ত"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—আকার=আকৃতি, রূপ। "আকৃতিঃ কথিতা রূপে।" মূর্ছিত অবস্থায় প্রভুর যে-রূপ বা আকার ছিল, বাহ্যদশা-প্রাপ্তির পরেও সেই রূপই। সুতরাং এ-স্থলে "আকার"-শব্দের মুখ্য অর্থ (দেহের রূপ) গ্রহণ করিলে সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। ভাবের আকারই বোধ হয় এ-স্থলে অভিপ্রেত। প্রভুর মূর্ছা-কালে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণরূপে—প্রভুতে ঈশ্বর-ভাব—দেখিয়াছিলেন; বাহ্যদশা-প্রাপ্তির পরে প্রভু ভক্তভাব—অদ্বৈতের দৃষ্টিতে ঈশ্বর-ভাব গোপন করিয়া ভক্তভাব—প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাই "আকারে ত লুকায়েন"-বাক্যের তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়।

১৪৪। **আপনার দেহ** ইত্যাদি—প্রভু নিজের দেহকে অদ্বৈতাচার্যে সমর্পণ করেন।

১৪৫। **তোমার আমি সে**—আমি তোমারই (আজ্ঞাধীন, সেবক)। "আমি সে"-স্থলে "আশিষে"-পাঠান্তর। আশিষে—আশীর্বাদে। তাৎপর্য—আমি যে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, তোমার অনুগ্রহ-প্রাপ্তির বাসনা যে আমার চিত্তে জাগিয়াছে, তাহা কেবল তোমার আশীর্বাদেই—ইহা নিশ্চিতরূপে জানিও। এ-স্থলে প্রভু জগতের জীবকে জানাইলেন—ভক্তের আশীর্বাদ বা মঙ্গলেচ্ছা-ব্যতীত ভক্তের কৃপাপ্রাপ্তির বাসনা কাহারও চিত্তে জাগিতে পারে না।

তুমি সে করিতে পার' ভব-বন্ধ-নাশ
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রকাশ ॥" ১৪৭
ভক্ত বাঢ়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥ ১৪৮
মনে বোলে অদ্বৈত "কি কর' ভারি-ভূরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছোঁ চুরি ॥" ১৪৯
হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
"সভা' হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর! ১৫০
কৃষ্ণ-কথা-কৌতুকে থাকহ এই ঠাঁই।
নিরন্তর তোমা' যেন দেখিবারে পাই ॥ ১৫১
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে ॥" ১৫২
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম-হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাসে ॥ ১৫৩
জানিলা অদ্বৈত—হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে' চলিলেন শান্তিপুর-বাস ॥ ১৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৭। **ভব-বন্ধ**—সংসার-বন্ধন। "ভব"-স্থলে "সর্ব্ব"-পাঠান্তর।

১৪৮। **ভক্ত বাঢ়াইতে**—লোকসমাজে ভক্তের মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে। "ঠাকুর সে"-স্থলে "সে ঠাকুর ভাল"-পাঠান্তর। ভাল জানে—কিরূপে ভক্তের মর্যাদা বাঢ়াইতে হয়, তাহা ঠাকুরই উত্তমরূপে জানেন। **যেন করে ইত্যাদি**—ঠাকুরের (ভগবানের) সম্বন্ধে ভক্ত যেরূপ আচরণ করেন, **ভক্তসম্বন্ধে** ভগবানও সেইরূপ আচরণ করেন (১৪৩-৪৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

১৪৯। **ভারিভুরি**—চালাকী। **করিয়াছোঁ চুরি**—চুরি করিয়াছি। পূর্ববর্তী ১৩৪-৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৫০। **হাসিয়া অদ্বৈত**—রঙ্গীয়া প্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টারূপ রঙ্গ দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত কৌতুকের হাসি হাসিয়া **কিছু করিল উত্তর**—১৪৯-পয়ারোক্ত কথাগুলি মনে মনে বলিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন। কি বলিলেন, তাহা "সভা' হৈতে" হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২ পয়ারের শেষ পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে। প্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টায় বাধা দিলে প্রভু অসন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়াই বোধ হয় শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রতি প্রভুর ১৪৩-৪৭-পয়ারোক্ত আচরণে বাধা দেন নাই। ভগবানের প্রীতি-বিধানের কার্যে ভক্ত কখনও নিজের মঙ্গলামঙ্গলের, এমন কি নিজের অপরাধের কথাও চিন্তা করেন না, ইহাই হইতেছে ভক্তের স্বভাব। একমাত্র ভগবানের প্রীতিই ভক্তের কাম্য ; ভগবানের প্রীতিবিধানের কার্যে, অনন্যোপায় হইয়া যদি তাঁহাকে এমন কাজও করিতে হয়, যাহা তাঁহার পক্ষে অপরাধজনক, অম্লান-বদনে ভক্ত তাহাও করিয়া থাকেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর অঙ্গসেবক শ্রীগোবিন্দই তাহার সাক্ষী। প্রভুর পাদসম্বাহনের নিমিত্ত অনন্যোপায় হইয়া শ্রীগোবিন্দ প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়াও গম্ভীরার ভিতরে গিয়াছিলেন।

১৫১। "থাকহ"-স্থলে "থাকিব"-পাঠান্তর। **এই ঠাঁই**—এ-স্থানে, এই নবদ্বীপে, আমার এই স্থানে। **নিরন্তর ইত্যাদি**—সর্বদা যেন তোমাকে এই স্থানে দেখিতে পাই। পরবর্তী পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতের এতাদৃশী উক্তির হেতু বলা হইয়াছে।

১৫৪। **হৈল প্রভুর প্রকাশ**—প্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। **পরীক্ষিতে চলিলেন ইত্যাদি**—প্রভুকে পরীক্ষা করার (ইনি বাস্তবিকই তাঁহার আরাধনার ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ কিনা, তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করার)

"সত্য যদি প্রভু হয়ে, মুঞি হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ-পাশ ॥" ১৫৫
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার ?
যার শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥ ১৫৬
এ-সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অদ্বৈতের সেবা তার নিষ্ফল নিশ্চিত ॥ ১৫৭
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি-দিনে দিনে।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সনে ॥ ১৫৮
সভে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর।
লখিতে না পারে কেহো আপন ঈশ্বর ॥ ১৫৯
সর্ব্ব-বিলক্ষণ তাঁর পরম-আবেশ।
দেখিতে সভার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ ॥ ১৬০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উদ্দেশ্যে অদ্বৈতচার্য তাঁহার নবদ্বীপের গৃহ হইতে শান্তিপুরের গৃহে চলিয়া গেলেন। কিরূপে তিনি পরীক্ষা করিবেন, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত তো জানিয়াছেনই "হৈল প্রভুর প্রকাশ।"; "ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। 'এই মোর প্রাণনাথ' জানিল সকল ॥ ২।২।১৩১ ॥" আবার, স্বপ্নযোগে যিনি শ্রীঅদ্বৈতকে গীতাশ্লোকের অর্থ বলিয়াছিলেন, তিনি যে এই বিশ্বম্ভর, তাহাও শ্রীঅদ্বৈত দেখিয়াছেন (২।২।১৯) এবং এই বিশ্বম্ভর যে তাঁহার আরাধনার ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ (২।২।১২-১৮), তাহার প্রত্যক্ষ অনুভবও তিনি লাভ করিয়াছেন (২।২।৮)। তথাপি, সেই বিশ্বম্ভরকে পরীক্ষা করার জন্য অদ্বৈতের ইচ্ছা হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এই। শ্রীঅদ্বৈত নিজে জানিয়াছেন—এই বিশ্বম্ভরই শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু অন্যান্য লোকেরা, এমন কি অন্য ভক্তগণও, তখন পর্যন্ত প্রভুর স্বরূপ জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের জন্যই শ্রীঅদ্বৈতের এই ভঙ্গী। তাঁহার অভিপ্রেত পরীক্ষাও, গ্রাহকের সম্মুখে স্বর্ণ-বিক্রেতার স্বর্ণ-পরীক্ষার অনুরূপ। কোন্ সোনার কি মূল্য, কি, স্বরূপ, তাহা স্বর্ণ-বিক্রেতা জানেন; তথাপি গ্রাহকের তৃপ্তির নিমিত্ত আবার গ্রাহকের সম্মুখে কষ্টিপাথরে ঘষিয়া সোনার পরীক্ষা করেন। বিশ্বম্ভর যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, পরীক্ষা দ্বারা লোককে তাহা জানানই হইতেছে তাঁহার উদ্দেশ্য। ২।২।২৮ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

১৫৫। **সত্য যদি** ইত্যাদি—পূর্ব পয়ারের এবং ২।২।২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তবে মোরে বান্ধিয়া** ইত্যাদি—মহাপ্রকাশ-কালে প্রভু রামাই-পণ্ডিতকে পাঠাইয়া শান্তিপুর হইতে অদ্বৈতাচার্যকে নবদ্বীপে আনাইয়াছিলেন (পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১৫৬। **শক্তি-কারণে**—ভক্তিশক্তির প্রভাবে।

১৫৭। **এ সব কথায়**—মহাপ্রভুর স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতের অনুভব এবং প্রভু-সম্বন্ধে তাঁহার আচরণবিষয়ে পূর্ববর্তী পয়ারসমূহে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, সে-সকল কথায়, **যার নাহিক প্রতীত**—যাহার প্রতীতি (বিশ্বাস) নাই (যে তাহা বিশ্বাস করে না), **অদ্বৈতের সেবা** ইত্যাদি—সেই লোক অদ্বৈতের সেবা করিলেও তাহার সেই সেবা যে নিষ্ফল (অসার্থক) হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অদ্বৈতচরণে অপরাধের ফলেই সেবা নিষ্ফল হয়। "অদ্বৈতের সেবা তার নিষ্ফল"-স্থলে "সদ্য অধঃপাত তার জানিহ"-পাঠান্তর।

১৬০। "দেখিতে"-স্থলে "দেখিয়া"-পাঠান্তর। **সন্দেহ বিশেষ**—পরবর্তী ১৬৭-৭১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

যখন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ।
কে কহিব তাহা, সবে পারে পভু 'শেষ'॥ ১৬১
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
লোচনে বহয়ে শতশত-নদী ধারে॥ ১৬২
কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণেক্ষণে অট্টঅট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥ ১৬৩
ক্ষণে হয় আনন্দমূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥ ১৬৪
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্ত সব তরে'॥ ১৬৫
সর্ব্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণেক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥ ১৬৬
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব-ভাগবতগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে॥ ১৬৭
কেহো বোলে "এ পুরুষ অংশ-অবতার।"
কেহো বোলে "এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার॥" ১৬৮
কেহো বোলে "শুক কিবা প্রহ্লাদ নারদ।"
কেহো বোলে "হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥" ১৬৯
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী।
তাঁহারা বোলয়ে 'কৃষ্ণ জন্মিল আপনি॥" ১৭০
কেহো বোলে "এই বুঝি প্রভু অবতার।"
এইমত মনে সভে করেন বিচার॥ ১৭১
বাহ্য হৈলে ঠাকুর সভার গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে, তাহা কহিতে না পারি॥ ১৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬১। **শেষ**—শেষ-নাগ, সহস্রবদন অনন্তদেব।

১৬২। "শত শত নদী"-স্থলে "নদী শত শত"-পাঠান্তর। **ধারে**—ধারা, স্রোত।

১৬৩। **কনক-পনস**—সোনার কাঁঠাল। **পুলকিত অঙ্গ**—রোমাঞ্চিত দেহ।

১৬৫। **দুই শ্রবণ**—দুই কর্ণ (কর্ণ-পটহ)। **তরে**—কর্ণ-বিদরণ হইতে রক্ষা পায়।

১৬৬। **নবনীতময়**—নবনীতের ন্যায় কোমল। ১৬২-৬৬ পয়ারে প্রভুর যে-সমস্ত প্রেমবিকারের কথা বলা হইয়াছে, তৎ-সমস্ত হইতেছে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-বিকার (২।১।৪২, ৬২-৬৪, ৩৪৮-৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাদ্বারা প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবেশই সূচিত হইতেছে।

১৬৮। **অংশ-অবতার**—শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার। **কৃষ্ণের বিহার**—শ্রীকৃষ্ণের আবেশ। ১৬৮-৭১ পয়ারে, প্রভুসম্বন্ধে ভক্তগণের নিজ নিজ অনুমানের কথা বলা হইয়াছে।

১৬৯। **আপদ**—বহির্মুখ লোকগণের মুখে কৃষ্ণকীর্তন-নিন্দাদির শ্রবণ-জনিত আপদ।

১৭০। "তাহারা বোলয়ে কৃষ্ণ"-স্থলে "তারা বোলে কৃষ্ণ আসি"-পাঠান্তর।

১৭১। **প্রভু-অবতার**—ভগবানের অবতার। "এই বুঝি প্রভু"-স্থলে "হেন বুঝি এই" পাঠান্তর।

১৭২। **বাহ্য হৈলে**—পূর্ববর্তী ১৬৬-পয়ারের টীকায় কথিত রাধাভাবের আবেশ ছাড়িয়া গেলে, "সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক ভাবের তিরোধান হইলে"। "হৈলে ঠাকুর সভার"-স্থলে "হইলেও প্রভু সভা"-পাঠান্তর। **যে ক্রন্দন করে** ইত্যাদি—ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাব তখনও প্রভুর মধ্যে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত দিব্যোন্মাদেই শ্রীরাধার মধ্যে সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সূদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু দিব্যোন্মাদ প্রশমিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাব দূরীভূত হয় না।

"কোথা গেলে পাইব সে মুরলীবদন।"
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৭৩
স্থির হই প্রভু সব-আপ্তগণ-স্থানে।
প্রভু বোলে "মোর দুঃখ করো নিবেদনে॥" ১৭৪
প্রভু বোলে "মোহর দুঃখের অন্ত নাঞি॥"
পাইয়াও হারাইলুঁ জীবন-কানাঞি ॥" ১৭৫
সভার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি সভে বসিলেন চারিভিতে ॥ ১৭৬
"কানাঞির-নাটশালা-নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিলুঁ সেই স্থান ॥ ১৭৭
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা-সহিত কুন্তল মনোহর ॥ ১৭৮
বিচিত্র-ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ—লখিতে না পারি ॥ ১৭৯
হাথেতে মোহন বংশী পরম-সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি-মনোহর ॥ ১৮০
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার ॥ ১৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৩। কোথা গেলে ইত্যাদি—এ স্থলেও রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য আর্তি ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে। "মুরলী বদন"-স্থলে "নন্দের নন্দন"-পাঠান্তর। গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোনও স্থলে স্পষ্ট কথায় প্রভুর রাধাভাবাবেশের কথা না বলিলেও, তিনি প্রভুর আচরণের যে-বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রভুর রাধাভাবাবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। সাত্ত্বিক ভাবের সূদ্দীপ্ততা শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই দৃষ্ট হয় না।

১৭৪। দুঃখ—কৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখ। "করোঁ নিবেদনে"-স্থলে "করহ শ্রবণে"-পাঠান্তর।

১৭৬। "সভার সন্তোষ" ইত্যাদি প্রথম পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"প্রভু বসিলেন তবে রহস্য কহিতে।"

১৭৭। কানাঞির নাটশালা—"সাঁওতাল পরগণা দুমকা জেলায়। ই. আর তিন পাহাড়ী জংসনের পর তালঝারি ষ্টেশন হইতে হাঁটা-পথে (বর্ষা ভিন্ন) দুই মাইল মাত্র। অন্য পথ—তিন পাহাড়ী জংশন হইতে রাজমহল ষ্টেশন, তথা হইতে পাঁচ মাইল নাটশালা। পথে মঙ্গল-হাট নামক স্থান পড়ে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে উচ্চভূমিতে দেবালয়। নিকটেই পাহাড়। শ্রীমন্দির হইতে গঙ্গাদর্শন হয়। শ্রীমন্দিরে ধাতুময় শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ ও শ্রীশালগ্রাম আছেন। কানাইর নাটশালা হইতে রাজমহলের পাহাড়শ্রেণী প্রাচীরের মত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শৈলশ্রেণী বিহার ও গৌড়রাজ্যের সীমা নির্দেশ করে (গৌ. বৈ. অ.)। ৩।৪।১৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৮। কুন্তল—চুল।

১৭৯। "তদুপরি"-স্থলে "তছুপরি" এবং "লখিতে না পারি"-স্থলে "শোভে সারি সারি"-পাঠান্তর। লখিতে না পারি—লক্ষ্য (দৃষ্টিপাত) করিতে পারি না। মণিগণের চাক্‌চিক্য এবং উজ্জ্বলতা এত বেশী যে, দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়

১৮১। নীলস্তম্ভ জিনি ভুজে—গ্রন্থিহীন সুগোল গঠনে এবং উজ্জ্বল নীল কান্তিতে নীলবর্ণ স্তম্ভকেও পরাজিত করে, এতাদৃশ ভুজে (বাহুতে)। "জিনি"-স্থলে "যেন"-পাঠান্তর।

কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান।
মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান ॥ ১৮২
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা' আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে॥"-১৮৩
কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তাঁর কৃপা বিনে তাহা কে বুঝিতে পারে॥ ১৮৪
কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ!' বলি পৃথিবী-উপর ॥ ১৮৫
আথেব্যথে ধরে সভে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি ॥ ১৮৬
স্থির হইয়াও প্রভু স্থির নাহি হয়ে।
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দয়ে॥ ১৮৭
ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে হইলা অতি নম্র-কলেবর ॥ ১৮৮
পরম-সন্তোষ-চিত্ত হইল সভার।
শুনিঞা প্রভুর ভক্তিকথার প্রচার ॥ ১৮৯
সভে বোলে "আমরাসভার বড় পুণ্য।
তুমি-হেন সঙ্গে সভে হইলাঙ ধন্য ॥ ১৯০
তুমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে।
তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি ফল ধরে ॥ ১৯১
অনুপাল্য তোমার আমরা সর্ব্বজন।
সভার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন ॥ ১৯২
পাষাণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল।
এ তোমার প্রেমজলে করহ শীতল॥" ১৯৩
সন্তোষে সভার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্ত-সিংহ-প্রায় নিজ-বাস ॥ ১৯৪
গৃহে আইলেও নাহি ব্যাভার-প্রস্তাব।
নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব ॥ ১৯৫
কত বা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে ॥ ১৯৬
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' এইমাত্র বোলে।
আর কেহো কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে ॥ ১৯৭
যে বৈষ্ণব ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন "কৃষ্ণ কোন্ খানে?" ১৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮২। **পীত-ধটীর**—পীতবর্ণ বসনের। "পরিধান"-স্থলে "পরিধানে" এবং "কমল-নয়ান"-স্থলে "যুগল শ্রবণে"-পাঠান্তর। **শ্রবণে**—কর্ণে। **নয়ান**—নয়ন।

১৮৬। **আথেব্যথে**—অস্তব্যস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি।

১৮৮। **স্বভাবে**—স্বীয় ভক্তভাবের আবেশে। "স্বভাবে"-স্থলে "সভারে"-পাঠান্তর। **সভারে**—ভক্তদের সকলের প্রতি। **অতিনম্র কলেবর**—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বিনয়ের ভাব-প্রকাশক।

১৯২। **অনুপাল্য**—সর্বদা পালনীয়, রক্ষণীয়। "অনুপাল্য"-স্থলে "তত্ত্ব পাইল"-পাঠান্তর। অর্থ—তোমার কৃষ্ণবিরহ-দুঃখের রহস্য তোমার মুখে জানিতে পারিলাম।

১৯৫। **ব্যাভার-প্রস্তাব**—ব্যবহারিক (সাংসারিক) বিষয়ের প্রসঙ্গ।

১৯৬। "বহে"-স্থলে "আছে"-পাঠান্তর।

১৯৭। "এইমাত্র"-স্থলে "মাত্র প্রভু"-পাঠান্তর। **আর কেহ কথা ইত্যাদি**—প্রভুকে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরে প্রভুর নিকট হইতে "কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" ব্যতীত অন্য কোনও কথাই তিনি পায়েন না। এ-স্থলে "আর" হইতেছে "কথা"র বিশেষণ। "কেহ জিজ্ঞাসিলে আর কথা (অন্য কথা) নাহি পায়।"

বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যে-মত সেই-মত প্রবোধয় ॥ ১৯৯
একদিন তাম্বূল লইয়া গদাধর।
সন্তোষে হইলা আসি প্রভুর গোচর ॥ ২০০
গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা ?" ২০১
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব-হৃদয় বিদরে।
কি বোল বলিব হেন বচন না স্ফুরে ॥ ২০২
সম্ভ্রমে বোলেন গদাধর মহাশয়।
"নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয় ॥" ২০৩
'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া ॥ ২০৪
আথেব্যথে গদাধর দুই হাথে ধরি।
নানা মতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি ॥ ২০৫
"এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও খাণি।"
গদাধর বোলে, আই দেখিল আপনি ॥ ২০৬
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি।
"এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি ॥ ২০৭
মুঞি ভয়ে নাহি পারোঁ সম্মুখ হইতে।
শিশু হই কেন প্রবোধিল ভাল মতে ॥" ২০৮
আই বোলে "বাপ! তুমি সর্ব্বথা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথাহো না যাবা ॥" ২০৯
অদ্ভুত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি আই।
পুত্র হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই ॥ ২১০
মনে ভাবে আই "এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে ॥ ২১১
নাহি জানি আসিয়াছে কোন মহাশয়।"
ভয় পাই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয় ॥ ২১২
সর্ব্ব-ভক্তগণ সন্ধ্যাসময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে-অল্পে মিলে ॥ ২১৩
ভক্তিযোগসম্মত যে-সব শ্লোক হয়।
পঢ়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয় ॥ ২১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০২। **সে আর্ত্তি**—যে-আর্তির সহিত প্রভু "কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা" এই কথাগুলি বলিয়াছেন, সেই আর্তি। **কি বোল বলিব** ইত্যাদি—প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে কি বলিবেন, গদাধর তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না; সুতরাং তিনি কোনও কথাও বলিতে পারিলেন না। এই দ্বিতীয় পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"কে কি বলিবেক হেন (কি বলিব গদাধর) প্রবোধ না ষ্ফুরে।"—কে কি বলিয়া (গদাধর কি বলিয়া) প্রভুকে প্রবোধ (সান্ত্বনা) দিবেন, তাহা স্ফুরিত হইতেছে না (স্থির করিতে পারিতেছেন না)।

২০৬। অন্বয়। গদাধর বোলে (বলিলেন)—এই (এক্ষণেই) কৃষ্ণ আসিবেন, খাণি (ক্ষণেক, কিছুকাল) স্থির হও (স্থির হইয়া থাক)। (গদাধর প্রভুকে এইরূপ কথা বলিবার সময়) আই (শচীমাতা) আপনি (নিজে, স্বচক্ষে) দেখিল (দেখিতে পাইলেন)। "দেখিল"-স্থলে "দেখহ" এবং "দেখেন"-পাঠান্তর।

২০৮। **কেন**—কি প্রকারে। 'প্রবোধিল"-স্থলে 'কৈল প্রবোধ"-পাঠান্তর।

২০৯। "সর্ব্বথা"-স্থলে "সর্ব্বদা"-পাঠান্তর। **না যাবা**—যাইবে না। এই পয়ার গদাধরের প্রতি শচীমাতার উক্তি।

২১২। "ভয় পাই"-স্থলে "ভয়ে আই"-পাঠান্তর।

পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি ॥ ২১৫
'হরি বোল' বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিগে পড়ে, কেহো না পারে ধরিতে ॥ ২১৬
ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন।
একবারে সর্ব্ব-ভাব দিল দরশন ॥ ২১৭
অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥ ২১৮
সর্ব্ব-নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়।
প্রভাতে বা কথঞ্চিত প্রভু বাহ্য পায় ॥ ২১৯
এইমত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশিদিশি করেন কীর্ত্তন ॥ ২২০
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হয় দেখ নাশ ॥ ২২১
'হরি বোল' বলি ডাকে শ্রীশচীনন্দন।
ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ ॥ ২২২
নিদ্রাসুখভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেনমত ইচ্ছা বল্গিয়া মরয় ॥ ২২৩
কেহো বোলে "এ-গুলার হইল কি বাই।"
কেহো বোলে "রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥"২২৪
কেহো বোলে "গোসাঞি রুষিব ঘন ডাকে।
এ-গুলার সর্ব্বনাশ হৈব এই পাকে ॥" ২২৫
কেহো বোলে "জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
পরম-উদ্ধত-হেন সভার ব্যভার ॥" ২২৬
কেহো বোলে "কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাস-বামনে॥ ২২৭
মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।
'হরি' বলি ডাক ছাড়ে যেন মহাবাই ॥ ২২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১৬। " 'হরি বোল' বলি প্রভু"-স্থলে "বোল বোল বলি বাণী"-পাঠান্তর। বাণী—কথা। **গর্জ্জিতে**—গর্জন করিতে। **পড়ে**—প্রভু ঢলিয়া পড়েন।

২২০। **নিশিদিন**—দিবানিশি।

২২১। "দেখ"-স্থলে "দেখি"-পাঠান্তর।

২২২। "হরি বোল"-স্থলে "বোল. বোল"-পাঠান্তর। **ডাকে**—ডাক দেন, অতি উচ্চস্বরে "হরিবোল" বলেন। "ডাকে"-স্থলে "নাচে"-পাঠান্তর। **ঘন ঘন** ইত্যাদি—প্রভুর অতি উচ্চস্বরে অল্প কতক্ষণ পরপরই পাষণ্ডীদের জাগরণ (নিদ্রাভঙ্গ) হয়।

২২৩। "নিদ্রাসুখভঙ্গে বহির্ম্মুখ"-স্থলে "নিদ্রাসুখভঙ্গ-ভয়ে মূর্খ"-পাঠান্তর। **বল্গিয়া**—আস্ফালন-পূর্বক যাহা-তাহা বলিয়া।

২২৪। **বাই**—বায়ু, বাতিক।

২২৫। **গোসাঞি**—ভগবান্। **রুষিব**—রুষ্ট হইবেন। **ঘন ডাকে**—ঘন ঘন (কিছুক্ষণ পরপরই) চীৎকারে। "ঘন"-স্থলে "বড়"-পাঠান্তর। **এগুলার**—ইহাদের। "এ গুলার"-স্থলে "এ গোলার"—পাঠান্তর। অর্থ একই। **এই পাকে**—এই প্রকারে, এই ব্যাপারে (উচ্চ চীৎকারে)।

২২৬। **জ্ঞান-যোগ**—১।৭।১৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৭। **পাক**—চক্রান্ত।

মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয় !
রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময় ?" ২২৯
কেহো বোলে "আরে ভাই ! পড়িল প্রমাদ ।
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ ॥ ২৩০
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা ।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা ॥ ২৩১
শুনিলেক নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ ২৩২
যে-তে-দিগে পলাইব শ্রীবাস-পণ্ডিত ।
আমা' সভা' লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত ॥ ২৩৩
তখনে বলিলুঁ মুঞি হইয়া মুখর ।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর ॥ ২৩৪
তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে ।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥" ২৩৫
কেহো বোলে "আমরাসভের কোন দায় ।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যেবা আসি চায় ॥" ২৩৬
এইমত কথা হৈল নগরে নগরে ।
'রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে ॥' ২৩৭
বৈষ্ণবসমাজে সবে এ কথা শুনিলা ।
গোবিন্দ স্মঙরি সব ভয় নিবারিলা ॥ ২৩৮
"যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র—সে-ই সত্য হয় ।
সে প্রভু থাকিতে কোন অধমেরে ভয় ॥" ২৩৯
শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার ।
যেই কথা শুনে তাই প্রতীত তাঁহার ॥ ২৪০
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয় ।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় ॥ ২৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২৯। "রাত্রি"-স্থলে "বড়"-পাঠান্তর। বড়—উচ্চস্বরে।

২৩০। **শ্রীবাসের বাদে**—শ্রীবাসপণ্ডিতের জন্য। "বাদে"-স্থলে "লাগি"-পাঠান্তর। **উৎসাদ দেশের উৎসাদ**—দেশ উচ্ছন্ন।

২৩১। **দেয়ানে**—আদালতে, বা রাজদরবারে। **নাও**—নৌকা।

২৩২। 'ধরিয়া নিবারে"-স্থলে "ধরি আনিবারে" পাঠান্তর।

২৩৩। "লৈয়া সর্ব্বনাশ"-স্থলে "লইয়া প্রমাদ"-পাঠান্তর।

২৩৬। **কোন্ দায়**—কি ক্ষতি, কি ঠেকা।

২৩৯। **সে প্রভু**—সেই কৃষ্ণচন্দ্র।

২৪০। **উদার**—সরলচিত্ত। **প্রতীত**—বিশ্বাস।

২৪১। **যবনের রাজ্য ইত্যাদি**—হিন্দুধর্মবিদ্বেষী যবনরাজার রাজ্যে বাস করিতে হইতেছে বলিয়া এবং "কীর্ত্তনকারীদের ধরিয়া নেওয়ার জন্য রাজনৌকা আসিতেছে"—এই গুজবে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত ভীত হইলেন। **জানিলেন গৌরচন্দ্র ইত্যাদি**—ভক্তবৎসল এবং ভক্তদুঃখহারী গৌরচন্দ্র—রাজনৌকার কথা শুনিয়া ভক্তদের, বিশেষতঃ শ্রীবাসপণ্ডিতের, চিত্তে কি ভাবের উদয় হইয়াছে,—তাহা অবগত হইলেন। অথবা, "ভক্তের হৃদয়" হইতেছে "গৌরচন্দ্রর" বিশেষণ। ভক্তের হৃদয়সদৃশ গৌরচন্দ্র ভক্তদের মনের ভাব জানিলেন। "ভক্তের হৃদয়"-স্থলে "অন্তর হৃদয়"-পাঠান্তর—ভক্তদের হৃদয়ের অন্তস্তলের গুঢ় ভাব।

প্রভু অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৪২
নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদনসুন্দর ॥ ২৪৩
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ-অধর শোভে কমল-নয়ন ॥ ২৪৪
চাঁচর চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র-মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ ॥ ২৪৫
দিব্য বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বূল।
কৌতুকেকৌতুকে গেলা ভাগীরথীকূল ॥ ২৪৬
সুকৃতি যে হয় তারা দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডি-সব হয় বিমরিষ ॥ ২৪৭
"এত ভয় শুনিঞাও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায় ॥" ২৪৮
আর-জন বোলে "ভাই! বুঝিলাঙ থাক'।
যত দেখ এ সকল পলাবার পাক ॥" ২৪৯
নির্ভয়ে চা'হেন চারিদিগে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর ॥ ২৫০
গরু এক-যূথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হম্বা-রব করি আইসে জল খাইবারে ॥ ২৫১
ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ করি কেহো চতুর্দ্দিগে ধায়।
কেহো যুঝে, কেহো শোয়ে, কেহো জল খায়॥২৫২
দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বারেবার ॥ ২৫৩
এই মতে ধায়্যা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
"কি করিস্ শ্রীবাসিয়া!" বোলে অহঙ্কারে ॥ ২৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪২। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রভু-গৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, লীলাশক্তির প্রভাবে ইহা তখন পর্যন্ত ভক্তগণ জানিতেন না; এক্ষণে শ্রীশচীনন্দন তাহা জানাইতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ রাজনৌকার গুজবকে উপলক্ষ্য করিয়াই প্রভু ভক্তদের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্তী পয়ারসমূহ দ্রষ্টব্য।

২৪৭। "সব হয়"-স্থলে "তারা করে"-পাঠান্তর। **বিমরিষ**—বিমর্ষ, দুঃখিত।

২৪৮। এই পয়ার ও পরবর্তী ২৪৯ পয়ার হইতেছে প্রভুসম্বন্ধে পাষণ্ডীদের উক্তি। **এত ভয় শুনিঞাও**—কীর্তনকারীদের ধরিয়া নেওয়ার জন্য রাজনৌকা আসিতেছে—এই ভীতিজনক সংবাদ শুনিয়াও। "যেন"-স্থলে ("হেন"-পাঠান্তর)।

২৪৯। ভাই! ইত্যাদি—অন্বয়। ভাই! সব বুঝিয়াছি: (কিছুকাল) থাক (অবস্থান কর। তখন দেখিবে, এই নিমাই-পণ্ডিতের) যত (নির্ভীক আচরণ) দেখিতেছ, এ-সমস্ত হইতেছে পলাইবার পাক (চক্রান্ত)।

২৫২। **যুঝে**—মাথায় মাথা লাগাইয়া যুদ্ধ করে। **শোয়ে**—শুইয়া থাকে।

২৫৩। **দেখিয়া গর্জ্জয়ে ইত্যাদি**—গরুগুলিকে উল্লিখিতভাবে গঙ্গার পুলিনে দেখিয়া যমুনা-পুলিনে গো-চারণ-রত শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু হুংকার গর্জন করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—**মুঞি সেই মুঞি সেই**—আমিই যমুনা-পুলিনে গোচারণ-রত সেই শ্রীকৃষ্ণ।

২৫৪। "এই মতে"-স্থলে "তেঞি মতে" এবং "সেই মতে"-পাঠান্তর। অর্থ—"মুঞি সেই

নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃপুন লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥ ২৫৫
"কাহারে বা পূজিস্, করিস্ কার্ ধ্যান্?
যাহারে পূজিস্ তারে দেখ্ বিদ্যমান॥" ২৫৬
জ্বলন্ত-অনল যেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, চা'হে চারিভিত॥ ২৫৭
দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর॥ ২৫৮
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত-সিংহ-সার।
বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥ ২৫৯
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে॥ ২৬০
ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু "আরে শ্রীনিবাস!
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ? ২৬১
তোর উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে, নাঢ়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব্ব-পরিবারে॥ ২৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মুঞি সেই" বলিতে বলিতে। **অহঙ্কারে**—অহংকারের সহিত, উচ্চস্বরে দৃঢ়তার সহিত। "বোলে অহঙ্কারে"-স্থলে "বলিয়া হুঙ্কারে"-পাঠান্তর। প্রভু হুংকার করিয়া বলিলেন—"কি করিস্ শ্রীবাসিয়া।"

২৫৭। অন্বয়। (প্রভুর হুংকারে শ্রীবাস পণ্ডিতের) সমাধি-ভঙ্গ হইল; (তখন) শ্রীবাস পণ্ডিত চারিভিত (চতুর্দ্দিকে) চাহে (দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তিনি দেখেন চতুর্দ্দিকে) যেন জ্বলন্ত-অনল (অগ্নি)। **অথবা,** শ্রীবাস পণ্ডিত যেন জ্বলন্ত-অনল (তাৎপর্য—নৃসিংহের ধ্যানে নিমগ্ন শ্রীবাস পণ্ডিত যখন সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি এতাদৃশ জ্যোতির্ময় হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন জ্বলন্ত-অগ্নি। প্রভুর হুংকারে তাঁহার) সমাধি-ভঙ্গ হইল; তিনি চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। ("সমাধি-ভঙ্গ"-শব্দ হইতেই বুঝা যায়, তিনি ধ্যানের ফলে সমাধি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তদবস্থাতেই তিনি "জ্বলন্ত-অনল যেন" হইয়াছিলেন। এ-জন্যই দ্বিতীয় রকমের অন্বয় দেওয়া হইল। চারিদিকে চাহিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, পরবর্তী দুই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে)।

২৫৮। বীরাসন—১।৭।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৯। মত্ত-সিংহ-সার—সিংহের সার (অন্য অপেক্ষা বিলক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক) বস্তু হইতেছে তাহার বিক্রম। সুতরাং মত্ত-সিংহ-সার—মত্ত সিংহের বিক্রম বা পরাক্রম। গর্জন শুনিলে মনে হয় যেন মত্তসিংহ তাহার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া গর্জন করিতেছে। অথবা, মত্তসিংহ-সার—মত্তসিংহের "সেরা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"। মত্তসিংহগণের মধ্যে মত্ততায় এবং পরাক্রমে যে-সিংহটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার গর্জনের ন্যায় ভীষণ গর্জন।

২৬০। কম্প—ভয়জনিত কম্প। **কিছুই না স্ফুরে**—কোনও কথাই স্ফুরিত হয় না, বলিতে পারেন না।

২৬১। আমার প্রকাশ—আমার আবির্ভাব; আমি যে আবির্ভূত হইয়াছি, সে-কথা।

২৬২। নাঢ়ার হুঙ্কারে—শ্রীঅদ্বৈতের প্রেম-হুংকারে। প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে "নাঢ়া" বলিতেন। "নাড়া, নাঢ়া—নার-শব্দে জীবসমষ্টি, তাহাতে অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত তত্ত্বই 'নারা'-শব্দবাচ্য। সংস্কৃতে

নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুরে গেল নাঢ়া আমারে এড়িয়া ॥ ২৬৩
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পঢ়' মোর স্তব ॥" ২৬৪
প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর-ভয়, পাইয়া আশ্বাস ॥ ২৬৫
হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে জুড়ি দুই কর ॥ ২৬৬
সহজে পণ্ডিত বড়-মহা-ভাগবত।
আজ্ঞা পাই স্তুতি করে যেন অভিমত ॥ ২৬৭
ভাগবতে আছে ব্রহ্ম মোহাপনোদনে।
সেই শ্লোক পঢ়ি স্তুতি করয়ে প্রথমে ॥ ২৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

'ড', 'র' ও 'ল'-কারে অভেদ বলিয়া 'নারা'-শব্দই সম্ভবতঃ 'নাড়া' বা 'নাঢ়া' হইয়াছে—এই অর্থে 'মহাবিষ্ণু'। ২ মুণ্ডিত-মস্তক বলিয়াও তাঁহাকে শ্রীমহাপ্রভু হয়ত 'নাড়া' বলিতেন। ৩ কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি 'নাড়িয়াল-গাঁই'-সম্ভূত ছিলেন বলিয়া 'নাড়া' বলা হইত। গৌ. বৈ. অ. ॥" ২।৫।৪৬-পয়ারের টীকায় (তৃতীয় সংস্করণের) প্রভুপাদ শ্রীলঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর মস্তকের সম্মুখভাগে চুল ছিল না, এই নিমিত্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে 'নাঢ়া' বলিয়া ডাকিতেন। সন ১৩১১ সালের পৌষমাসের 'ভারতী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আমাদের এই শ্রীচৈতন্যভাগবতের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর 'নড়িয়াল' গাই বলিয়া তাঁহাকে 'নাঢ়া' বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা কোন প্রাচীন ও আধুনিক বিশেষজ্ঞের মুখে একথা পূর্বেও শুনি নাই, পরেও অনুসন্ধান করিয়া শুনিতে পাই নাই। 'নাড়া' বা 'নাঢ়া'-শব্দ সর্বত্রই কেশহীন অর্থেই অদ্যাবধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা সর্বজনবিদিত।" আবার অধুনা কেহ কেহ মনে করেন যে, গাছ নাড়া দিয়া যেমন ফল নামাইয়া আনা হয়, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈত ভগবদ্ধামকে নাড়া দিয়া মহাপ্রভুকে নামাইয়া (অবতরণ করাইয়া) আনিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে "নাড়া" বা "নাঢ়া" বলা হইত। মহাপ্রভু-ব্যতীত অপর কেহ যে শ্রীঅদ্বৈতকে 'নাঢ়া' বলিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। **বৈকুণ্ঠ**—মায়াতীত ভগবদ্ধাম। ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সর্ব্ব পরিবারে**—সপরিকরে। "সর্ব্ব"-স্থলে "সহ"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

২৬৩। "আমারে আনিয়া"-স্থলে "আমা না জানিঞা"-পাঠান্তর। **শান্তিপুরে গেল** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ১৫৪-৫৫ পয়ার দ্রষ্টব্য। **এড়িয়া**—ছাড়িয়া, এই স্থানে রাখিয়া। "আমারে এড়িয়া"-স্থলে "মোহরে জানিঞা (আনিঞা)"-পাঠান্তর।—আমারে (আমার তত্ত্ব বা পরিচয়) জানিঞাও (২।২।১৫৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২৬৫। "প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে"-স্থলে "দেখিয়া প্রভুর রূপ"-পাঠান্তর। প্রভুর রূপ—পূর্ববর্তী ২৫৮-৫৯ পয়ারোক্ত রূপ। **অন্তর ভয়**—মনের ভয় (যবন-রাজের উৎপীড়নের ভয়)। **আশ্বাস**—পূর্ব পয়ারোক্ত "তোর কিছু চিন্তা নাই"-বাক্যরূপ আশ্বাস। **"পাইয়া আশ্বাস"**-স্থলে "পাইল উল্লাস"-পাঠান্তর। উল্লাস—আনন্দ।

২৬৮। **ব্রহ্ম-মোহাপনোদনে**—ব্রহ্ম-মোহ (ব্রহ্মার মোহ)+অপনোদনে (দূরীকরণে)=ব্রহ্ম-

তথাহি (ভা॰ ১০।১৪।১)—
"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥" ৩॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মোহাপনোদনে। ব্রহ্মা-মোহন-লীলায়। "ব্রহ্মা-মোহাপনোদনে"-স্থলে "ব্রহ্মা-মোহ-পদ্যগণে"-পাঠান্তর—ব্রহ্মমোহন লীলার-পদ্য (শ্লোক)-সমূহে।

শ্লো ॥ ৩॥ অন্বয়॥ ঈড্য (হে পূজ্য!) অভ্রবপুষে (নবজলদকান্তি) তড়িদম্বরায় (বিদ্যুতের ন্যায় পীতবসনবিশিষ্ট) গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় (গুঞ্জানির্মিত কর্ণভূষণদ্বয়ে এবং ময়ূরপুচ্ছবিরচিত চূড়ায় শোভমান্ বদনমণ্ডলবিশিষ্ট) বন্যস্রজে (বনজাত-পুষ্পপত্ররচিত মালা কণ্ঠে ধারণকারী) কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-লক্ষশ্রিয়ে (কবল—দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাস, বেত্র, বেণু, বিষাণ—শৃঙ্গ,—এ-সকল লক্ষণে পরম সুন্দর) মৃদুপদে (কোমল-চরণ) পশুপাঙ্গজায় (গোপরাজ শ্রীনন্দের অঙ্গজ—পুত্র) তে (তোমাকে) নৌমি (নমস্কার বা স্তব করি)।

অনুবাদ। (শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে করিতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন) হে পূজ্য! তোমার দেহ নবজলধরের ন্যায় শ্যামল; বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ তোমার বসন। তোমার কর্ণদ্বয়ে গুঞ্জাবিরচিত কর্ণভূষণ এবং মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-বিরচিত চূড়া, ; তাহাতে তোমার বদনমণ্ডল বিশেষরূপে দীপ্তিমান হইয়াছে; বনজাত পত্র-পুষ্পে রচিত মালা তুমি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ। তোমার হস্তে কবল (দধিসিক্ত অন্ন-গ্রাস), বেত্র, বিষাণ (শৃঙ্গ—সিঙ্গা) এবং বেণু শোভা পাইতেছে; এ-সমস্ত লক্ষণে লক্ষিত তোমার সৌন্দর্য অপরিসীম। তোমার চরণযুগল অতিশয় কোমল; তুমি গোপরাজ-নন্দের নন্দন। এতাদৃশ তোমাকে আমি স্তুতি (বা নমস্কার) করিতেছি। ২।২।৩॥

ব্যাখ্যা। পূর্বে ২।১।১৫৮ পয়ায়ের টীকায় অঘাসুর-বধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা অবগত হওয়ার জন্য কিভাবে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বৎস ও বৎসপাল গোপশিশুদিগকে হরণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে সেই-সেই বৎস এবং বৎসপালরূপে আত্মপ্রকট করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও পূর্বে ১।৫।৫২ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে। ইহার পর হইতে পূর্বের ন্যায় প্রতিদিনই সে-সমস্ত বৎস এবং বৎসপালদিগকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে বাহির হইতেন। ব্রহ্মাকর্তৃক বৎসাদি-হরণের দিন হইতে এক বৎসরের পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বৎস এবং বৎসপাল গোপশিশুদের লইয়া গোবর্ধনের সানুদেশে আসিলেন। গোপশিশুগণ বৎসদিগকে একটি তৃণপূর্ণ স্থানে ছাড়িয়া দিয়া খেলা-ধূলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিতেছেন। বলরামও এক হাতে শ্রীকৃষ্ণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন। গোবর্ধনের উপরে বয়স্ক গোপগণ (শ্রীকৃষ্ণসখা গোপশিশুদের পিতৃগণ) গাভীদিগকে চরাইতেছিলেন। গাভীগণ সে-স্থান হইতে **বৎসদিগকে** দেখিতে পাইয়া তীব্রবেগে বৎসদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন, গোপগণের বাধা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। গাভীগণ দেখিতে পায়, এরূপ স্থানে বৎসদিগকে

রাখিয়াছেন বলিয়া, গোপগণ তাঁহাদের সন্তান গোপশিশুদের প্রতিও অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, এজন্য শাস্তি দিয়া শিশুদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্পও করিলেন। গাভীগণ এবং গোপগণ বৎস-বৎসপালদের নিকটে নামিয়া আসিলেন। গোপগণ তাঁহাদের সঙ্কল্পিত শাস্তিদানের পরিবর্তে, পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে-বর্ধমান স্নেহ ছিল, সেইরূপ স্নেহের সহিত, শিশুদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহাশ্রুধারায় তাঁহাদিগকে পরিষিক্ত করিলেন; আর গাভীগণও, শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল বৎসরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছিলেন, সেই সকল বৎসের নিকটে যাইয়া তাহাদের গাত্রলেহনাদি করিতে এবং তাহাদিগকে স্তন্যদান করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মাকর্তৃক গোবৎস-হরণের পরেও এই সকল গাভীর নূতন বৎস জন্মিয়াছিল; এক্ষণে কিন্তু গাভীগণ সেই নূতন বৎসদের নিকটে গেলেন না। গোপগণের এবং গাভীগণের এতাদৃশ আচরণ দেখিয়া বলদেব বিস্মিত হইলেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল—"গোপগণের এবং গাভীগণের এইরূপ ব্যবহার তো আজ নূতন নহে। গত একবৎসর যাবৎই তো আমি এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি; কিন্তু আজিকার পূর্বে তো গোপগণের এবং গাভীগণের এইরূপ অদ্ভুত আচরণ আমার মনে কোনওরূপ জিজ্ঞাসা জাগায় নাই! কোন্ মায়া আমাকেও এতদিন পর্যন্ত ভুলাইয়া রাখিয়াছে! ইহা কি দৈবী মায়া? না মানুষী মায়া? না আসুরী মায়া? না,—দৈবী মায়া, মানুষী মায়া, বা আসুরী মায়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না; ইহা বোধ হয় আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া (যোগমায়া বা লীলাশক্তি)। কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী। প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি মোহিনী॥ ভা. ১০।১৩।৩৭॥" বলদেব তখন দেখিলেন—এ-সকল বৎস এবং গোপশিশু—সমস্তই শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ। তখন তিনি তাঁহার প্রাণ-কানাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! এ-সকল গোপশিশু হইতেছেন দেবগণ এবং গাভীগণ হইতেছেন ঋষিগণ—ইহাই তো পূর্বে জানিতাম। এক্ষণে দেখিতেছি, সকলের মধ্যে তুমিই প্রকাশ পাইতেছ। এ-সকল কি ব্যাপার ভাই?" তখন বলদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত খুলিয়া বলিলেন—ব্রহ্মাকর্তৃক বৎস-বৎসপাল-হরণের কথা, বৎস-বৎসপালরূপে নিজের আত্ম-প্রকটনের কথা।

যাহা হউক, বৎস-বৎসপালদিগকে হরণ করার পরে ব্রহ্মা স্বীয় বাসস্থান সত্যলোকে চলিয়া গিয়াছিলেন। বৎস-হরণের দিন হইতে নরমানে ঠিক এক বৎসর (অবশ্য ব্রহ্মার সময়-পরিমাণে ত্রুটিমাত্র সময়) অতীত হইলে ব্রহ্মা আসিয়া হংসবাহনে আকাশে থাকিয়াই দেখিলেন, বৎস-বৎসপালদিগকে তিনি যে-স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানেই নিদ্রিত আছেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও তাঁহারা রহিয়াছেন। মায়াশয্যায় শায়িত বৎস-বৎসপালগণই সত্য, না কি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই সত্য—অনেক চিন্তা করিয়াও তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ব্রহ্মা মোহগ্রস্ত হইলেন। এমন সময় লীলাশক্তির প্রভাবে একটি অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। ব্রহ্মা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বৎস ও বৎসপাল গোপশিশু আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে এবং গোপশিশুদের যষ্ঠি-বিষাণাদি প্রত্যেকটি দ্রব্যও, তাঁহাদের স্ব-স্ব-রূপের পরিবর্তে ঘনশ্যাম পীতবসন শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, কিরীট-কুণ্ডল-হার-বনমালা-শ্রীবৎস-কঙ্কণ-নূপুর-কটক-কটিসূত্র-অঙ্গুরীয়ক-শোভিত চতুর্ভুজরূপে বিরাজিত। তাঁহাদের প্রত্যেকের মস্তকে ভক্তগণকর্তৃক

অর্পিত তুলসীমালা এবং চরণে তুলসী; আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্যন্ত সকলেই মূর্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের চরণ পূজা করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ। ভা ১০।১৩।৫৪॥" তাঁহাদের অদ্ভুত তেজে ব্রহ্মার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইল, তিনি চতুর্মুখ কনক-প্রতিমার ন্যায় স্বীয় বাহন হংস-পৃষ্ঠে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কোন্ স্থানে তিনি এ-সমস্ত দেখিতেছিলেন, তিনিই বা কে, তাহাও ব্রহ্মা তখন জানিতে পারেন নাই। লীলাশক্তির প্রভাবে ক্ষণকাল পরে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি নিজেকেও দেখিলেন, আর দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে তরুলতা-সমাকীর্ণ বৃন্দাবন এবং সে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ববৎ, বামহস্তে রক্ষিত দধিসিক্ত অন্ন, দক্ষিণ হস্তে ভোজন করিতে করিতে তাঁহার সখা বৎসপালগণকে এবং বৎসদিগকে খুঁজিয়া, বেড়াইতেছেন। ব্রহ্মা তখন তাড়াতাড়ি ভূমিতে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, যেন তাঁহার চারিটি মস্তকই শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। একবার নমস্কার করেন, আবার উঠেন, আবার নমস্কার করেন—পুনঃ পুনঃ কতক্ষণ এইরূপ করিয়া পরে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্রুলোচনে এবং ভয়কম্পিত-কলেবরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তের কয়েকটি কথা এই "নৌমীড্য"-ইত্যাদি শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—**হে ঈড্য**—হে পূজনীয়! আমি দেখিয়াছি, তোমার অংশ বৎস ও বৎসপালগণকে আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্ত সকলে পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের মস্তকে ও চরণে ভক্তগণ-প্রদত্ত তুলসীমাল্যাদিও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তোমার অংশসমূহও যখন এইভাবে সকলের পূজ্য, তখন তাঁহাদের অংশী তুমি যে সকলেরই,—সর্বপূজ্য তোমার অংশ-সমূহেরও,—পূজ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমিই বাস্তবিক সর্বপূজ্য, পূজার যোগ্যতম পাত্র। তোমাকে **নৌমি**—আমি নমস্কার করি। সকলের পূজার যোগ্যতম পাত্র তুমি কে, তাহাও বলিতেছি। **পশুপাঙ্গজায় নৌমি**—সেই তুমি হইতেছ গোপরাজ শ্রীনন্দের অঙ্গজ—পুত্র (১।১।২-শ্লোকের ব্যাখ্যায় "জগন্নাথসুতায়"-শব্দ-প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তুমি কি রকম, তাহাও বলিতেছি। **অভ্রবপুষে নৌমি**—নবমেঘের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং সুনীল হইতেছে তোমার দেহ। "নবঘন-স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ। চৈ. চ. ৩।১৫।৫৬॥" আর কি রকম? **তড়িদম্বরায়** নৌমি। তোমার পরিধানের বসনখানি হইতেছে বিদ্যুতের বর্ণের ন্যায় অতি রমণীয় পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। আর কি রকম? **গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়** নৌমি—তোমার কর্ণদ্বায়ের দুইটি অবতংস (কর্ণভূষণ); তাহারা গুঞ্জাপুঞ্জদ্বারা বিরচিত। আর তোমার মস্তকে যে চূড়া শোভা পাইতেছে, তাহার সর্বত্র (পরি) ময়ুরপুচ্ছবিরাজিত, যেন নবমেঘে ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে। এই কণ্ঠভূষণ ও ময়ুরপুচ্ছদ্বারা তোমার বদনমণ্ডল সমধিকরূপে দীপ্তিমান্ হইয়াছে। আর কি রকম? **বন্যস্রজে** নৌমি—বনজাত নানাবর্ণের পত্র-পুষ্পদ্বারা রচিত মালা তোমার কণ্ঠে শোভা পাইতেছে। আর কি রকম? **কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে** নৌমি—তোমার বামহস্তে কবল (দধিসিক্ত অন্ন), দক্ষিণ-হস্তে গ্রাসে গ্রাসে তুমি তাহা খাইতেছ। তুমি বৎস-চারণে বাহির হইয়াছ; রাখালের সঙ্গে যেমন থাকে, তেমন বেত্র, বিষাণ (শৃঙ্গ—সিঙ্গা) এবং বেণুও

"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নব-ঘন জিনি বর্ণ, পীতবাস যাঁর ॥ ২৬৯
শচীর নন্দন-পা য়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার ॥ ২৭০
গঙ্গাদাস-শিষ্যপা'য়ে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার ॥ ২৭১
জগন্নাথপুত্র-পদে মোর নমস্কার।
কোটি চন্দ্র যিনি রূপ বদন যাঁহার ॥ ২৭২
শিঙ্গা, বেত্র, বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥ ২৭৩
চারি বেদে যাঁরে ঘোষে 'নন্দের কুমার'।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥" ২৭৪
ব্রহ্মস্তবে স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বোলয়ে—যত আইসে বদনে ॥ ২৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তোমার সঙ্গে আছে। কিন্তু তোমার হস্তদ্বয় আবদ্ধ বলিয়া তুমি সে-সমস্তকে হাতে রাখিতে পারিতেছ না। তোমার কটিবস্ত্রে গুঁজিয়া রাখিয়াছ। হস্তে ভোজ্যমান দধিসিক্ত অন্নগ্রাস এবং কটিতটে বেত্র-বেণু-সিঙ্গা তোমার যে শোভা বিস্তার করিয়াছে, তাহা অপূর্ব এবং অনির্বচনীয়। আর কি রকম? **মৃদুপদে নৌমি**—তোমার পদদ্বয় অতি মৃদু (সুকোমল)। স্বাভাবিক পরিবেশে এবং স্বাভাবিকভাবে সম্যক্‌রূপে বিকশিত পদ্মপুষ্পের দলগুলি যেমন সুকোমল হয়, তোমার চরণদ্বয় তাহা অপেক্ষাও সুকোমল। "সুজাতচরণাম্বুরুহঃ ॥ ভা. ১০।৩১।১৯॥" এতাদৃশ **তে**—তোমাকে আমি নমস্কার করি।

এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে শ্রীবাসপণ্ডিত শচীনন্দন-বিশ্বম্ভরের স্তুতি করিলেন। ব্রহ্মা এই শ্লোকে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই স্তব করিয়াছেন। এই শ্লোকের দ্বারা শচীনন্দনের স্তব করাতে জানা যাইতেছে, শচীনন্দন যে বস্তুতঃ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রত্যক্ষভাবে তাহা অনুভব করিয়াছেন। যদিও তিনি বিশ্বম্ভরের (পূর্ববর্তী ২৫৮ পয়ারোক্ত) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজ রূপের দর্শন পাইয়াছেন, তথাপি—ব্রহ্মা যেমন অসংখ্য চতুর্ভুজরূপকে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তদ্রূপ—শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহার দৃষ্ট চতুর্ভুজরূপকেও বিশ্বম্ভরেরই এক প্রকাশ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। ব্রহ্মা যেমন অসংখ্য চতুর্ভুজরূপের মূল যে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীবাস পণ্ডিতও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহার দৃষ্ট চতুর্ভুজরূপের মূলও বিশ্বম্ভর এবং এই বিশ্বম্ভর হইতেছেন নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। এজন্য তিনি ব্রহ্মাকৃত নন্দ-নন্দনের স্তবাত্মক শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে শচীনন্দনের স্তব করিয়াছেন। ইহা হইতেছে শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রথম স্তব (পূর্ববর্তী ২৬৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী ২৬৯-৮৮ পয়ারসমূহে এই "নৌমীড্য" শ্লোকের তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়া এবং আরও অনেক কথা বলিয়া তিনি শচীনন্দনের আরও স্তব করিলেন।

২৬৯। **নবঘন-স্নিগ্ধ ইত্যাদি**—বিশ্বম্ভর যে শ্রীকৃষ্ণ, এই পয়ারার্ধে শ্রীবাসপণ্ডিত তাহাই ব্যক্ত করিলেন। এই পয়ারার্ধের স্থলে পাঠান্তর—"নব-ঘন বর্ণ, পীত বসন যাঁহার।"

২৭০। **নবগুঞ্জা ইত্যাদি**—২৬৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭১। **বনমালা ইত্যাদি**—২৬৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ওদন**—খাদ্য।

২৭৫। **ব্রহ্মস্তবে**—ব্রহ্মাকৃত স্তব-শ্লোক পাঠ করিয়া।

"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক—গঙ্গা তীর্থবর ॥ ২৭৬
জানকীবল্লভ তুমি, তুমি নরসিংহ।
আজ-ভব-আদি তোর চরণের ভৃঙ্গ ॥ ২৭৭
তুমি সে বেদান্তবেদ্য, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি—হইয়া বামন ॥ ২৭৮
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগত-জীবন।
তুমি নীলাচলচন্দ্র—সভার তারণ ॥ ২৭৯
তোমার মায়ায় কার্ নাহি হয় ভঙ্গ ?
কমলা না জানে—যার সনে একসঙ্গ ॥ ২৮০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৭। **জানকীবল্লভ**—শ্রীরামচন্দ্র। "জানকীবল্লভ"-স্থলে "জানকী-জীবন"-পাঠান্তর। শ্রীরাম, নৃসিংহ, নারায়ণ, বামন, হয়গ্রীব, নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপরূপে যে শ্রীশচীনন্দনই আত্ম প্রকট করিয়া বিরাজিত, ২৭৭-৭৯ পয়ারে শ্রীবাস পণ্ডিত তাহাই বলিলেন। ইহা দ্বারা তিনি শচীনন্দনের স্বয়ংভগবত্তাই ব্যক্ত করিলেন।

২৭৮। **বেদান্তবেদ্য**—বেদান্তের প্রতিপাদ্য এবং বেদান্ত বা বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রের দ্বারাই জ্ঞাতব্য। "বেদান্তবেদ্য"-স্থলে "বেদান্তবিৎ"-পাঠান্তর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫ ॥" **তুমি যে ছলিলা** ইত্যাদি—১।৬।২৪৪-৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭৯। **নীলাচলচন্দ্র**—শ্রীজগন্নাথ। **তারণ**—ত্রাণকর্তা। "তারণ"-স্থলে "কারণ"-পাঠান্তর। **কারণ**—বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ।

২৮০। **মায়ায়**—বহির্মুখ জীবের পক্ষে বহিরঙ্গা মায়া এবং ভগবৎ-পরিকরদের পক্ষে অন্তরঙ্গা যোগমায়া বা লীলাশক্তি (১।৩।১৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ভঙ্গ**—পরাভব। "কার নাহি হয় ভঙ্গ"-স্থলে "কারো নাহি ভয় ভঙ্গ"-পাঠান্তর। অর্থ—"তোমার মায়ায় কারো নাহি ভয় ভঙ্গ"—"মায়া"-শব্দের অর্থ কৃপাও হয়। "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ।" এ-স্থলে "মায়া"-শব্দের "কৃপা"-অর্থ গ্রহণ করিলে "ভয়ভঙ্গ"-শব্দের অর্থ হইতে পারে—সংসার-ভয়ের নিকটে পরাভব। তাহা হইলে সমস্ত বাক্যটির তাৎপর্য হইবে—তোমার কৃপায় (তোমার কৃপা হইলে) সংসার-ভয় (জন্ম-মৃত্যু-রোগ শোকাদির ভয়) কাহারো থাকে না, অর্থাৎ সকলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অথবা, মায়া-শব্দের অর্থ বহিরঙ্গা মায়াও হইতে পারে ; এই অর্থ গ্রহণ করিলে "ভয়-ভঙ্গ"-শব্দের অর্থ—"ভয়ের পরাভব, সংসার-ভয়ের অবসান" হইতে পারে। তাহা হইলে সমস্ত বাক্যটির তাৎপর্য হইবে—তোমার মায়ায় (তোমার বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে, বহিরঙ্গা মায়াদ্বারা কবলিত হইয়া আছে বলিয়া, সংসারী লোকদের মধ্যে) কাহারওই ভয়-ভঙ্গ (সংসার-ভয়ের ভঙ্গ বা অবসান) নাই (হয় না)। **কমলা**—লক্ষ্মীদেবী। **যার সনে একসঙ্গ**—যার (যে-কমলার) সনে (সহিত) একসঙ্গ (তোমার—তোমার নারায়ণ-স্বরূপের—একত্র অবস্থিতি)। **কমলা না জানে**—সেই কমলাও জানেন না, তোমার মহিমা সম্যক্‌রূপে জানেন না, অথবা তোমার অন্তরঙ্গা যোগমায়ার প্রভাব সম্যক্‌রূপে জানেন না। "সঙ্গ"-স্থলে "রঙ্গ"-পাঠান্তর। **একরঙ্গ**—এক সঙ্গে লীলারঙ্গ।

সঙ্গী, সখা, ভাই—সর্ব্ব-মতে সেবে যে।
হেন প্রভু মোহ মানে'—অন্য জনা কে? ২৮১
মিথ্যা-গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
তোমা' না জানিঞা মোর জন্ম গেল হেলে॥ ২৮২
নানা মায়া করি তুমি আমারে বঞ্চিলা।
সাজি-ধুতি আদি করি আমার বহিলা॥ ২৮৩
তাথে মোর ভয় নাহি, শুন প্রাণনাথ!
তুমি-হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাত॥ ২৮৪
আজি মোর সকল-দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ॥ ২৮৫
আজি মোর জন্ম-কর্ম্ম—সকল সফল।
আজি মোর উদয়—সকল সুমঙ্গল॥ ২৮৬
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার॥ ২৮৭
আজি মোর নয়ান-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি—যার শ্রীচরণ সেবে রমা॥" ২৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮১। **সঙ্গী, সখা, ভাই ইত্যাদি**—এ-স্থলে শ্রীবলরামের কথা বলা হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাইও এবং শিশুকাল হইতে একসঙ্গে খেলা-ধুলা করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সখাও। **সর্ব্বমতে সেবে**—সেবার সমস্ত উপকরণরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীবলরাম সর্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। বলরাম "কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে॥ চৈ. চ. ১৫।১০৭॥" ১।১।১৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **হেন প্রভু মোহ ইত্যাদি**—এতাদৃশ শ্রীবলরামও তোমার যোগমায়ার বা লীলাশক্তির প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। ২।২।৩-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ ভা. ১০।১৩।৩৭॥ —শ্রীবলরামোক্তি॥"

২৮২। **মিথ্যা-গৃহবাসে**—মিথ্যা (অনিত্য সুখের স্থান যে) গৃহ, সেই গৃহে বাসের (অবস্থানের) কার্যে। **ভোলে**—ভ্রান্তিতে। গৃহে থাকিয়া সংসার-সুখের উপভোগেই আমার সর্বার্থ-সিদ্ধি হইবে, এইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ, আমি সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি, সংসার-সুখ যে অনিত্য—সুতরাং তাহাতে যে সর্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না—তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। আমার দুষ্কর্মের ফলে, তুমিই তোমার জীব-মোহিনী বহিরঙ্গা মায়াদ্বারা, আমাকে এই মিথ্যা-গৃহ-বাসরূপ সংসারে ফেলিয়াছ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা॥ ১৮।৬১॥" এ-সমস্ত হইতেছে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যোক্তিমাত্র। "জানিঞা"-স্থলে "ভজিয়া" এবং "মানিঞা"-পাঠান্তর। **হেলে**—অবহেলায়, তোমার ভজন-ব্যাপারে অবহেলা-বশতঃ। **জন্ম গেল**—আমার এই জন্মটি বৃথাই অতিবাহিত হইল।

২৮৩। **নানা মায়া**—নানাবিধ ছল। **সাজি ধুতি আদি**—২।২।৫৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৮৫। **দিবস**—শুভদিন। **পরকাশ**—প্রকাশ।

২৮৭। **বসতি**—বাসস্থান, গৃহ।

২৮৮। **নয়ান-ভাগ্যের**—চক্ষুর সৌভাগ্যের। "নয়ান-ভাগ্যের নাহি"-স্থলে "নয়নের ভাগ্যের কি"-পাঠান্তর। **রমা**—লক্ষ্মীদেবী।

বলিতে আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
উর্দ্ধ-বাহু করি কান্দে, ছাড়ে ঘন শ্বাস॥ ২৮৯
গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিতে অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥ ২৯০
কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে॥ ২৯১
হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বোলে শ্রীবাসের প্রতি॥ ২৯২
"স্ত্রী-পুত্র-আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির॥ ২৯৩
সস্ত্রীক হইয়া পূজ' চরণ আমার।
বর মাগ' যেন ইচ্ছা থাকয়ে তোমার॥ ২৯৪
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাসপণ্ডিত।
সর্ব্ব-পরিকর-সহ আইলা ত্বরিত॥ ২৯৫॥
বিষ্ণুপূজা-নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পা'য়ে সাক্ষাতেই দিল॥ ২৯৬
গন্ধ-মাল্য-ধূপ-দীপে পূজে শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করয়ে ক্রন্দন॥ ২৯৭
ভাই, পত্নী, দাস দাসী সকল লইয়া।
শ্রীবাস করয়ে কাকু চরণে পড়িয়া॥ ২৯৮
শ্রীনিবাসপ্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব-শিরের উপর॥ ২৯৯
অলক্ষিতে বুলে প্রভু মাথায় সভার।
হাঁসি বোলে "মোরে চিত্ত হউ সভাকার॥"৩০০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮৯। **আবিষ্ট**—প্রেমাবিষ্ট।

২৯০। **দেখিতে**—দেখিয়া

২৯৪। "চরণ আমার" স্থলে "আমার চরণ", "থাকয়ে"-স্থলে "মনেতে" এবং "বর মাগ"-ইত্যাদি পয়ারার্ধ-স্থলে "বর মাগি লহ যেন ইচ্ছা লয় মন।" -পাঠান্তর।

২৯৭। "গন্ধমাল্য"-স্থলে "গন্ধপুষ্প"-পাঠান্তর। গন্ধপুষ্প—সচন্দনপুষ্প।

২৯৮। কাকু—মিনতি।

২৯৯। **সর্ব্ব শিরের উপর**—শ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁহার ভাই, পত্নী, দাস, দাসী প্রভৃতি সকলের মাথার উপর।

৩০০। **অলক্ষিতে**—শ্রীবাসাদির দৃষ্টির অগোচরে; শ্রীবাসাদি কেহই জানিতে না পারেন—এমন ভাবে। **বুলে**—ভ্রমণ করেন। হাঁটিয়া বেড়ায়েন। **অলক্ষিতে বুলে প্রভু** ইত্যাদি—শ্রীবাসাদি জানিতে না পারেন, এমন ভাবে প্রভু তাঁহাদের সকলের মাথায় (মাথার উপরে) হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাৎপর্য বোধ হয় এই যে—এক জনের পরে আর এক জনের, তাহার পরে আর এক জনের, ইত্যাদি ক্রমে শ্রীবাসাদি সকলের মাথাতেই প্রভু স্বীয় চরণ স্পর্শ করাইলেন, মনে হয় যেন তিনি সকলের মাথার উপর দিয়াই হাটিয়া বেড়াইতেছেন; অথচ শ্রীবাসাদি তাহা জানিতে পারিলেন না। অথবা, **বুলে**—বুলাইয়া দেন, যেমন হাত বুলাইয়া দেওয়া। "বুলে"-শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণযোগ্য হইলে, "অলক্ষিতে বুলে" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হইবে—প্রভু স্বীয় চরণের দ্বারা সকলের মাথায় বুলাইয়া দিলেন (পদতলের দ্বারা সকলের মাথাকে বারবার স্পর্শ করিলেন), অথচ শ্রীবাসাদি তাহা জানিতে পারিলেন না (তাঁহাদের অলক্ষিতে)।

হুঙ্কার গর্জ্জন করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস সম্বোধিয়া বোলেন উত্তর ॥ ৩০১
"অয়ে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও?
শুনি তোমা' ধরিতে আইসে রাজ-নাও ॥ ৩০২
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত জীব বৈসে।
সভার প্রেরক আমি আপনার রসে ॥ ৩০৩
মুঞি যদি বোলাঙ সেই রাজার শরীরে।
তবে সে বলিব সেই ধরিবার তরে ॥ ৩০৪
যদি বা এমত নহে,—স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বোলে, তবে মুঞি চাহোঁ ইহা ॥ ৩০৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সকলের মাথার উপর দিয়া হাটিয়া বেড়াইবার সময়ে (অথবা পদতলের দ্বারা সকলের মাথা-বুলাইয়া দেওয়ার কালে) প্রভু **হাসি বোলে**—হাসিতে হাসিতে বলিলেন, **মোরে চিত্ত ইত্যাদি**—তোমাদের সকলের চিত্ত (চিত্তের বা মনের গতি) আমার প্রতি হউক। "চিত্ত"-স্থলে "প্রীত" পাঠান্তর আছে। প্রীত—প্রীতি, ভক্তি। —আমার প্রতি তোমাদের সকলের প্রীতি বা ভক্তি হউক।

৩০১। **সম্বোধিয়া**—সম্বোধন করিয়া। "সম্বোধিয়া"-স্থলে "সম্বরিয়া"-পাঠান্তর। **সম্বরিয়া**—ক্রন্দন ও কাকুবাক্য হইতে শ্রীবাসকে নিবৃত্ত করিয়া। **উত্তর**—বাক্য, কথা (পরবর্তী ৩০২-১৭ পয়ারোক্ত কথা)।

৩০২। **রাজ-নাও**—রাজার নৌকা।

৩০৩। **বৈসে**—বাস করে, আছে। **আপনার রসে**—আমার নিজের মনের প্রীতি অনুসারে; যেরূপ ইচ্ছায় আমি আনন্দ অনুভব করি, সেইরূপ ইচ্ছা অনুসারে। **সভার প্রেরক**—সকলের নিয়ন্তা। অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে ভগবান্ প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই বিরাজিত থাকিয়া প্রত্যেক জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন—প্রেরণা দিয়া থাকেন, অর্থাৎ নানাবিধ কার্য করিবার ইচ্ছা জাগাইয়া থাকেন এবং সেই-সেই কার্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ গীতা ১৮।৬১ ॥", "এষ হি এব সাধুকর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নীনীষতে, এষ হি এব অসাধুকর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে ॥ কৌষীতকি শ্রুতি ॥ ৩।৮ ॥ (১।৯।১৩৬-৩৭ পয়ারের টীকায় অর্থ দ্রষ্টব্য)।

৩০৪। **বোলাঙ**—বলাই, প্রেরণা দেই। "বোলাঙ"-স্থলে "বলোঁ"-পাঠান্তর। বলোঁ—বলি। **রাজার শরীরে**—রাজার দেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমি যদি রাজাকে বলাই বা প্রেরণা দেই। **তবে সে**—তাহা হইলেই তো। "সে"-স্থলে "ত"-পাঠান্তর। **সেই**—সেই রাজা। **বলিব**—বলিবে। তোমাকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য রাজার চিত্তে আমি যদি প্রেরণা দেই, তাহা হইলেই তো তোমাকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য তিনি তাঁহার লোকদিগকে বলিবেন (আদেশ দিবেন)।

৩০৫। অন্বয়। যদি বা এমত নহে (আমি রাজার চিত্তে প্রেরণা না জাগাই), **স্বতন্ত্র হইয়া** (রাজা আমার প্রেরণাব্যতীত, নিজের ইচ্ছায় যদি) ধরিবারে (তোমাকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য) বোলে (তাঁহার লোকদিগকে বলেন—আদেশ করেন), তবে (তাহা হইলে) **মুঞি** (আমি) ইহা (পরবর্তী পয়ারসমূহে কথিত কার্য) চাহোঁ (চাই—করিতে ইচ্ছা করি)।

মুঞি গিয়া সর্ব্ব-আগে নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু॥ ৩০৬
মোরে দেখি রাজা কি রহিব নৃপাসনে ?
বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেইখানে ? ৩০৭
যদি বা এমত নহে, জিজ্ঞাসিব মোরে।
সেহো মোর অভীষ্ট শুনহ কহোঁ তোরে॥ ৩০৮
শুনশুন অয়ে রাজা ! সত্য মিথ্যা জান'।
যতেক মোললা কাজী সব তোর আন'॥ ৩০৯
হস্তী ঘোড়া পশু পক্ষী যত তোর আছে।
সকল আনহ রাজা ! আপনার কাছে॥ ৩১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০৬। **এই মত**—আমার এই রূপটি (পূর্ববর্তী ২৫৮ পয়ারোক্ত-রূপটি) প্রকটিত করিয়া। **রাজগোচর হইমু**—রাজার নিকটে উপস্থিত হইব।

৩০৭। **মোরে দেখি** ইত্যাদি—আমাকে (অর্থাৎ আমার এই ঐশ্বর্যাত্মক শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপটিকে) দেখিয়াও রাজা কি তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে পারিবেন ? অর্থাৎ পারিবেন না। "না"-স্থলে "যে" এবং "সেই খানে"-স্থলে "সেই ক্ষণে"-পাঠান্তর। **পাড়িমু**—সিংহাসন হইতে পতিত করাইব। **বিহ্বল করিয়া** ইত্যাদি— আমার এই রূপটি দেখাইয়া রাজাকে বিহ্বল (হতবুদ্ধি) করিয়া তৎক্ষণাৎ (দর্শন দান মাত্রে) সেই স্থানেই কি রাজাকে সিংহাসন হইতে ভূ-পতিত করিব না ? (অর্থাৎ করিব। আমার এই রূপটির দর্শনমাত্রেই হতবুদ্ধি হইয়া রাজা সিংহাসন হইতে ভূমিতে পড়িয়া যাইবেন, সিংহাসনে আর বসিয়া থাকিতে পারিবেন না)। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এই পয়ার-প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অতিরিক্ত পাঠ—'যদি বা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া। জিজ্ঞাসিব মোরে, তবে মুঞি চাহোঁ ইহা॥' ইহা বাস্তবিক পরবর্তী ৩০৮ পয়ারেরই পাঠান্তর।

৩০৮। অন্বয়। যদি বা এমত নহে (যদি এইরূপ না হয়, অর্থাৎ আমার এই রূপটি দেখিয়াও রাজা যদি সিংহাসন হইতে পড়িয়া না যায়েন, সিংহাসনে থাকিয়াই যদি) জিজ্ঞাসিব মোরে (আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে) মোর অভীষ্ট (আমার অভীষ্ট কি হইবে, আমি রাজাকে কি বলিতে ইচ্ছা করি), সেহো (তাহাও) তোরে কহেঁা (তোমাকে বলিতেছি), শুনহ (তুমি শুন)। "যদি বা"-স্থলে "নতুবা" এবং "নয় বা"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। প্রভু রাজাকে কি বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরবর্তী ৩০৯-১৪ পয়ারে বলা হইয়াছে।

৩০৯। **সত্য মিথ্যা জান**—(কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা তুমি জান (অবগত হও)। **মোললা**—মোল্লা, মুসলমানদের মধ্যে ধর্মযাজক। **কাজী**—মুসলমান বিচার-পতি; অথবা মুসলমানদের অনুসরণীয় রীতি-নীতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা-দাতা। "তোর"-স্থলে "ধরি"-পাঠান্তর। সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের জন্যই বোধ হয় মোল্লা-কাজীদের আনয়নের প্রয়োজন।

৩১০। "তোর"-স্থলে "কিছু"-পাঠান্তর। এই পয়ারের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এইরূপ। "রাজা, আমার ঐশ্বর্যাত্মক চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়াও তো তুমি বিচলিত হইলে না। তোমার প্রভাব দেখাইয়া আমাকে বিচলিত বা স্তম্ভিত করার জন্য তোমার হাতী-ঘোড়া প্রভৃতিকে তুমি তোমার নিকটে আনিতে পার।"

এবে হেন আজ্ঞা কর' সকল-কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র বলি কান্দাউ সভারে॥" ৩১১

না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা' ব্যক্ত করিব রাজাতে॥ ৩১২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১১। **এবে**—এখন। **আপনার শাস্ত্র**—কাজীদের নিজ শাস্ত্র, মুসলমানদের শাস্ত্র। **কান্দাউ**—কান্দাউক, নিজেদের শাস্ত্রকথা বলিয়া সকলের অশ্রুপাত ঘটাউক। "কান্দাউ"-স্থলে "কান্দাঙ"-পাঠান্তর। কান্দাঙ—কান্দাইব। "কান্দাঙ"-পাঠান্তরে "আপনার শাস্ত্র বলি"-ইত্যাদি পয়ারার্ধের অর্থ হইবে—"আমি আমার নিজের শাস্ত্রকথা বলিয়া সকলকে কান্দাইব।" কিন্তু পয়ারের প্রথমার্ধের সহিত এইরূপ অর্থের—সুতরাং "কান্দাঙ"-পাঠান্তরের—সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথম পয়ারার্ধে বলা হইয়াছে—"রাজা, তুমি সকল-কাজীকে হেন (এইরূপ) আজ্ঞা কর, (তাঁহারা যেন) 'আপনার শাস্ত্র বলি কান্দাউ সভারে'।" এ-স্থলে "কান্দাউ"-শব্দের "কান্দাউক" বা "কান্দায়" অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে। পরবর্তী ৩১২ পয়ারোক্তির সঙ্গেও "কান্দাউ"-পাঠেরই সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। "কান্দাঙ"-পাঠান্তর লিপিকর-প্রমাদও হইতে পারে।

৩১২। **তারা**—কাজীরা। **এতেক করিতে**—এইরূপ করিতে, আপন শাস্ত্র বলিয়া সকলকে কান্দাইতে। **না পারিল তারা** ইত্যাদি—সেই কাজীরা যদি সকলকে কান্দাইতে না পারেন। **তবে সে**—তাহা হইলে। **আপনা ব্যক্ত করিব রাজাতে**—রাজার নিকটে নিজেকে প্রকাশ করিব, নিজের স্বরূপগত প্রভাব, বা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করিব। কি সেই স্বরূপগত প্রভাব বা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাহা পরবর্তী ৩১৪-১৬ পয়ারে বলা হইয়াছে—রাজা, রাজার গণ বা পরিকর, এমন কি রাজার হাতী, ঘোড়া প্রভৃতিকেও 'কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দাইবেন, অর্থাৎ প্রেমদান করিবেন, সেই প্রেমাবেশে তাঁহারা ক্রন্দন করিবেন। রাজা এবং রাজগণাদির সম্বন্ধে যাহা করিবেন বলিয়া প্রভু ৩১৪-১৬ পয়ারে বলিলেন, তাহা করিবার সামর্থ্য যে তাঁহার আছে, নারায়ণী দেবীর প্রসঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকটে প্রত্যক্ষভাবে প্রভু তাহা দেখাইয়াছেন (পরবর্তী ৩১৭-২৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)। নারায়ণী দেবীকে প্রভু প্রেম দিয়াছেন, প্রেমাবেশেই নারায়ণী দেবী 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছেন, নারায়ণী দেবীও সম্বিৎ-হারা হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং রাজা এবং রাজার পরিকরাদিকে প্রেমদানের কথাই প্রভু বলিয়াছেন। প্রেমদান স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই একটি অসাধারণ প্রভাবের লক্ষণ; কেননা, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেমদান করিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণ লতাদিকেও প্রেমদান করিতে পারেন। "সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কোঽবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল. ভা. পূর্ব॥ ৫।৩৭॥" "আপনা ব্যক্ত করিব রাজাতে"-এই বাক্যে প্রভু জানাইলেন—"আমার অসাধারণ প্রভাব, আমার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যে প্রেমদাতৃত্ব—সুতরাং আমার স্বয়ং ভগবত্তা বা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত্ব—তাহা আমি রাজার নিকটে ব্যক্ত করিব।" তাৎপর্য এই যে, আমার ঐশ্বর্যাত্মক চতুর্ভুজরূপ দেখিয়া রাজা যদি বিচলিত না হয়েন, তাহা হইলে—আমি যে একমাত্র প্রেমদাতা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমদান

'সঙ্কীর্ত্তন মানা কর' এ গুলার বোলে।
যত তার শক্তি এই দেখিলি সকলে॥ ৩১৩
মোর শক্তি দেখ এবে নয়ন ভরিয়া।
এত বলি মত্ত-হস্তী আনিব ধরিয়া॥ ৩১৪
হস্তী, ঘোড়া, মৃগ, পাখী একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া॥ ৩১৫
রাজার যতেক গণ—রাজার সহিতে।
সভা' কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি ভাল-মতে॥ ৩১৬
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস' মনে।
সাক্ষাতেই করেঁা দেখ আপন-নয়নে॥" ৩১৭
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম 'নারায়ণী'॥ ৩১৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিয়া তাহাই আমি রাজাকে জানাইব। চতুর্ভুজরূপ ঐশ্বর্যাত্মক হইলেও স্বয়ংভগবানের স্বরূপগত রূপ নহে; তাঁহার প্রভাবও স্বয়ংভগবানের স্বরূপগত প্রভাব-বৈশিষ্ট্য নহে। প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, তিনি রাজাকে তাঁহার স্বরূপগত প্রভাবের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য—প্রেমদাতৃত্ব—রাজাকে প্রেমদান করিয়াই প্রত্যক্ষভাবে জানাইবেন। প্রেম লাভ করিলে প্রেমের প্রভাবেই সে-বিষয়ে রাজার অপরোক্ষ অনুভব জন্মিবে। পরবর্তী ৩২২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১৩। **এ গুলার বোলে**—এই কাজীদের কথায়। **যত তার শক্তি** ইত্যাদি—এই কাজীদের কত শক্তি আছে, তাহা তো সমস্তই তুমি দেখিলে (দেখিয়াছ)। তাহারা যে আপন শাস্ত্র-কথা বলিয়া কাহাকেও কান্দাইতে পারিল না, তাহা তো তুমি নিজেই দেখিয়াছ (পূর্ববর্তী ৩১২ পয়ারের প্রথমার্ধ দ্রষ্টব্য)।

৩১৫। **সেইখানে কান্দাইমু** ইত্যাদি—আমি সেইখানে (রাজার সাক্ষাতেই) "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া হস্তী, ঘোড়া প্রভৃতিকে কান্দাইব। আমার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া প্রেমাবেশে হস্তী, ঘোড়া প্রভৃতিও ক্রন্দন করিবে। "শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া"-স্থলে "কৃষ্ণ বোলাইয়া"-পাঠান্তর। অর্থ—হস্তী, ঘো. প্রভৃতির মুখেও কৃষ্ণ-নাম উচ্চারিত করাইব এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাবেশে তাহারাও ক্রন্দন করিবে।

৩১৭। **ইহাতে**—আমার এতাদৃশী শক্তির সম্বন্ধে। রাজা, রাজার পরিকরকগণ, রাজার হস্তী, ঘোড়া প্রভৃতিকেও কৃষ্ণ বলিয়া (বা কৃষ্ণ বলাইয়া) কান্দাইবার সামর্থ্য যে আমার আছে, সেই বিষয়ে **বা অপ্রত্যয়**—যদি অবিশ্বাস **তুমি বাস মনে**—তোমার মনে জাগে। পূর্বোক্ত রূপ সামর্থ্য আমার আছে বলিয়া যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে **সাক্ষাতেই করেঁা** ইত্যাদি—তোমার সাক্ষাতেই আমি সেই সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছি, তুমি নিজের চক্ষুতে তাহা দেখ। "দেখ আপন নয়নে"-স্থলে "এই দেখ বিদ্যমানে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

৩১৮। **সম্মুখে দেখয়ে** ইত্যাদি—প্রভু নিজেই তাঁহার সম্মুখভাগে এক বালিকাকে দেখিলেন। সেই বালিকার নাম—নারায়ণী। **শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা**—নারায়ণী ছিলেন শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শ্রীবাসপণ্ডিতেরা চারি সহোদর—শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীরামপণ্ডিত, শ্রীপতি এবং শ্রীনিধি (চৈ. চ. ১।১০।৬৭)। নারায়ণীদেবী শ্রীবাসপণ্ডিতের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, প্রাচীন চরিতকারদের উক্তি হইতে তাহা

অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী' ॥ ৩১৯
সর্ব্ব-ভূত-অন্তর্যামী—প্রভু গৌরচান্দ।
আজ্ঞা কৈলা "নারায়ণী! কৃষ্ণ বলি কান্দ॥" ৩২০
চারি-বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত ॥ ৩২১
অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥ ৩২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জানা যায় না। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে আছে—"প্রসিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের অগ্রজ শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা" ছিলেন নারায়ণী দেবী। কোন্ প্রমাণ-বলে ইহা লিখিত হইয়াছে, উক্ত অভিধানে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। শ্রীবাসপণ্ডিতের যে একজন অগ্রজ সহোদর ছিলেন, কিম্বা তাঁহার নাম যে শ্রীনলিনপণ্ডিত ছিল, কোনও প্রাচীন চরিতকারের গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায় না। প্রাচীন চরিতকারগণের উক্তিতে শ্রীবাসপণ্ডিতেরা চারি সহোদর ছিলেন বলিয়াই জানা যায়।

৩১৯। **অদ্যাপিহ**—এখন পর্য্যন্তও। এই "অদ্যাপিহ"-শব্দ হইতে মনে হয়, এই গ্রন্থ লেখার সময়ে নারায়ণীদেবী প্রকট ছিলেন না। **যাঁর ধ্বনি**—যাঁহার কীর্তি ধ্বনিত বা ঘোষিত হয়। কি সেই ধ্বনি বা কীর্তি? তাহা বলা হইয়াছে—**চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী**"-বাক্যে। এই বাক্যে নারায়ণী দেবীর একটি পরম সৌভাগ্যের কথা বলা হইয়াছে। মহাপ্রকাশ-কালে প্রভু তাঁহার চর্বিত তাম্বূল গ্রহণের জন্য ভক্তবৃন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন। চর্ব্বিত-তাম্বূল আজ্ঞা হইল সভারে॥ মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈয়া। কোটি-চান্দ-শারদ-মুখের দ্রব্য পায়্যা॥ ভোজনের অবশেষে যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥ শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান। তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান॥ পরবর্তী ২।১০।২৮৬-৮৯ পয়ার।" এজন্য নারায়ণী-দেবীকে "চৈতন্যের অবশেষ পাত্র" বলা হইয়াছে।

৩২১। **চারি বৎসরের**—তখন নারায়ণী দেবীর বয়স ছিল চারিবৎসর। **উন্মত্ত-চরিত**—উন্মত্ত লোকের ন্যায় চরিত্র বা আচরণ যাঁহার, তাঁহাকে বলে উন্মত্ত-চরিত। উন্মত্ত লোক যেমন কাহারও অপেক্ষা রাখে না, নিজের মনে যাহা আসে, তাহাই করে, তদ্রূপ শৈশব-চাপল্যবশতঃ নারয়ণীদেবীও কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তাঁহার মনে যখন যাহা জাগিত, তাহাই তিনি করিতেন। কাহারও আদেশের বা নিষেধের ধার তিনি ধারিতেন না। ইহাদ্বারা তাঁহার শৈশব-চাপল্যই সূচিত হইতেছে। চপল-স্বভাবা কোনও শিশু-বালিকার আচরণ দেখিয়া তাহাতে স্নেহপরায়ণ লোকগণ যেমন কৌতুকবশতঃ তাহাকে "পাগলা মেয়ে" বলিয়া থাকেন, নারায়ণী দেবীও শৈশবে ছিলেন তেমনি "পাগলা মেয়ে" — উন্মত্ত-চরিত। **নাহিক সম্বিত** — 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দিবার সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিলনা।

৩২২। নারায়ণী দেবীর নয়ন হইতে অজস্র অশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল; সেই অশ্রুধারা তাঁহার শরীরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল; তিনি যে-স্থানে বসিয়া ছিলেন, অশ্রুজলে সেইস্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

হাসিয়া হাসিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর ?" ৩২৩
মহা-বক্তা শ্রীনিবাস—সর্ব্ব-তত্ত্ব জানে।
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বোলে প্রভু-স্থানে॥ ৩২৪
"কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখনে সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে'॥ ৩২৫
তখনে না করি ভয় তোর নাম-বলে।
এখনে কিসের ভয়, তুমি মোর ঘরে॥" ৩২৬
বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ॥ ৩২৭
চারি-বেদে যারে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস॥ ৩২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কৌতুকবশতঃ কেহ কোনও "পাগলা মেয়েকে" যদি হাসিতে বা কাঁদিতে বলে, তাহা হইলে দেখা যায়, সেই "পাগলা মেয়েও" অনেক সময় হাসে বা কাঁদে। কিন্তু নারায়ণী দেবীর কান্না সে-রকম নহে! "হা কৃষ্ণ" বলিয়া তিনি সম্বিত-হারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে অজস্র অশ্রুধারা ক্ষরিত হইতেছিল। এ সমস্ত হইতেছে তাঁহার চিত্তে প্রেমোদয়ের লক্ষণ। প্রভুর কৃপাশক্তিতে নারায়ণী দেবীর চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদ্বারা প্রভুর নির্বিচারে প্রেমদাতৃত্বও সূচিত হইতেছে — সুতরাং মুণ্ডকশ্রুতি-কথিত রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের স্বরূপগত লক্ষণই সূচিত হইতেছে (২।১।১৬৬ পয়ারের টীকার শ্রুতিপ্রমাণ দ্রষ্টব্য)। নির্বিচারে প্রেমদাতৃত্ব হইতেছে প্রভুর গৌর-স্বরূপেরই অপূর্ব এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরও এই বৈশিষ্ট্য নাই। পূর্ববর্তী ৩১২ পয়ারে প্রভু বোধ হয় তাঁহার স্বরূপগত এই প্রভাবরূপ বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করার কথাই বলিয়াছেন। এই অসাধারণ-বৈশিষ্ট্যময় প্রভাবেই কীর্তনবিরোধী এবং কীর্তন-বিদ্বেষী যবনরাজাকেও প্রেমদান সম্ভব।

৩২৩। ডর—ভয়, রাজনৌকা-সম্বন্ধে ভয়।

৩২৫-২৬। অন্বয়। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুকে বলিয়াছেন — তোমার বিগ্রহ (তোমার এক বিভূ[illegible], প্রভাব-স্বরূপ) কালরূপী ভগবান্ (অনিমিষ কালচক্র) যখন সকল সৃষ্টি (সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ) সংহারিয়া আনে (সংহার করিতে থাকে), তোমার নামের বলে (প্রভাবে) তখনও মনে কোনও ভয় (পোষণ) করি না। এখন তো তুমি (স্বয়ংরূপে) আমার ঘরে বিদ্যমান। এখন আমার আর কিসের ভয়? (অর্থাৎ কোনও ভয় থাকিতে পারে না)। "সৃষ্টি"-স্থলে "মূর্ত্তি"-পাঠান্তর। মূর্তি — মূর্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় মূর্তবস্তু। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি" তৈ. উ॥ ব্রহ্মবল্লী ৪॥" যাঁহার নামে স্বয়ং ভয়ও ভয়ে দূরে পলায়ন করে, তিনি স্বয়ং যাঁহার গৃহে বিরাজিত, তাঁহার আবার ভয় কোথায়?

৩২৭। আবিষ্ট—প্রেমাবিষ্ট। **গোষ্ঠীর সহিত**—"পত্নী, বধূ ভাই, দাস, দাসী (২।২।৩৩৭)" প্রভৃতির সহিত। **প্রভুর প্রকাশ**—পূর্ববর্তী ২৮৫ পয়ারে কথিত প্রভুর চতুর্ভুজরূপ শ্রীবাস পণ্ডিত দেখিয়াছেন এবং শ্রীবাসের গৃহের সকলেও সেই রূপ দেখিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২৯৪-৯৫ পয়ার)। এই পয়ারে কথিত "প্রভুর প্রকাশ"ও সেই চতুর্ভুজরূপে প্রভুর আত্ম-প্রকাশই।

৩২৮। চারি বেদে ইত্যাদি—১।৬।১৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাহার চরণ-ধূলে সংসার পবিত্র॥ ৩২৯
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেবঘরে।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে॥ ৩৩০
জগন্নাথঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীপাসপণ্ডিতগৃহে সকল বিহার॥ ৩৩১
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয়—পণ্ডিত-শ্রীবাস।
তাঁর বাড়ী গেলে মাত্র সভার উল্লাস॥ ৩৩২
অনুভবে যারে স্তব করে বেদ মুখে।
শ্রীবাসের দাস দাসী তাঁরে দেখে সুখে॥ ৩৩৩
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম-উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণবকৃপায়॥ ৩৩৪
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"না কহিও এ সব কথা কাহারো গোচর॥" ৩৩৫
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত-অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘর॥ ৩৩৬
সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাসপণ্ডিত।
পত্নী, বধূ, ভাই, দাস, দাসীর সহিত॥ ৩৩৭
শ্রীবাস করিলা স্তুতি—দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে, সেই হয় কৃষ্ণদাস॥ ৩৩৮
অন্তর্য্যামি-রূপে বলরাম ভগবান্।
আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥ ৩৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩২৯। **চরণ-ধূলে**—চরণ-ধূলিতে, চরণ-ধূলির স্পর্শে।

৩৩০-৩১। অন্বয়। যেন (যেরূপ) বসুদেব-ঘরে (মথুরায় কংস-কারাগারে বসুদেবের গৃহে) কৃষ্ণ-অবতার (শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার) যতেক বিহার সব (মাধুর্য্যময়ী সমস্ত অন্তরঙ্গা লীলা) নন্দের মন্দিরে (ব্রজে নন্দমহারাজার মন্দিরে—নন্দগৃহে অবস্থান-কালে সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্রূপ) জগন্নাথ মন্দিরে (শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে), এই অবতার হৈল (সেই শ্রীকৃষ্ণই এইবার গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার) সমস্ত বিহার (সমস্ত অন্তরঙ্গা লীলা) শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে (অনুষ্ঠিত হইয়াছে)। ৩৩১-পয়ারে "সকল"-স্থলে "যতেক"-পাঠান্তর। **বিহার**—লীলা।

৩৩৩। বেদ (বেদাভিমানিনী দেবীগণ) অনুভবে (সাক্ষাদ্দর্শন না পাইয়া কেবলমাত্র হৃদয়ের অনুভবে—হৃদয়ে অনুভব লাভ করিয়া, পরোক্ষভাবে) যাঁরে (যে-প্রভুকে) মুখে (বেদাভিমানিনী দেবীগণের মুখবাক্যস্বরূপ গ্রন্থরূপ বেদের বাক্যে) স্তব করেন, শ্রীবাসের দাস-দাসীগণও তাঁরে (সেই প্রভুকে) সুখে (পরমানন্দে) দেখে (দর্শন করেন)। "অনুভবে"-স্থলে "অনুভাবে"-পাঠান্তর। **অনুভাব**—প্রভাব। অনুভাবে মুখে স্তব করে—বেদবাক্যে যে প্রভুর প্রভাবসমূহ বর্ণন করিয়া স্তব করেন।

৩৩৪। **এতেকে**—এই হেতুতে। শ্রীবাসের দাস-দাসীগণ পরম বৈষ্ণব শ্রীবাসের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই এতাদৃশ প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন; ইহা হইতেই জানা যায়, **বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়**—বৈষ্ণবসেবাই হইতেছে কৃষ্ণপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

৩৩৬ **বাহ্য পাই**—বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া। প্রভু এতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট ছিলেন; সেই আবেশ ছুটিয়া যাওয়ার পরে। **লজ্জিত অন্তর**—প্রভুর মনে লজ্জার উদয় হইল। ১।৪।৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩৯। এই পয়ার হইতে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থকারের নিজ সম্বন্ধীয় কথা। ১।১।৬০, ১।১২।১৪, ১।১২।১৪৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **বলরাম**—নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ বলরাম।

বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম।
জন্মজন্ম প্রভু মোর হউ বলরাম ॥ ৩৪০
'নরসিংহ' 'যদুসিংহ' যেন নাম-ভেদ।
এইমত জান'—'নিত্যানন্দ' 'বলদেব' ॥ ৩৪১
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।
এবে 'অবধূতচন্দ্র' করি যারে গাই ॥ ৩৪২
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেনমতে ॥ ৩৪৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩৪৪

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৪০। **মনস্কাম**—মনের বাসনা। "মনস্কাম"-স্থলে "নমস্কার" এবং "বলরাম"-স্থলে "হলধর" পাঠান্তর। হলধর—বলরাম।

৩৪১। ১।১।৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৪২। **প্রিয়-বিগ্রহ**—অতি প্রিয় বিগ্রহ (এক স্বরূপ)। **বলাই**—বলদেব। **অবধূতচন্দ্র**—১।৬।৩৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৪৩। **বৎসরেক কীর্ত্তন**—কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন "তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর। রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥ চৈ. চ. ১।১৭।৩০ ॥" কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন—"গয়ায়া ইত্যেবং স্বগৃহমগমদ্ভূরিকরুণ-প্রভুঃ পৌষস্যান্তে সকল-তনুভৃত্তাপশমনঃ। ততঃ মাঘস্যাদৌ নিরবধি নিজৈঃ কীর্ত্তনরসৈঃ প্রকাশং চাবেশং ভুবি বিকিরতিস্মানুদিবসম্ ॥ ৪।৭৬ ॥—পরম-করুণ এবং সর্ব্বজীব-তাপহর প্রভু পৌষমাসের শেষ ভাগে এইরূপে গয়া হইতে নিজের গৃহে আগমন করিলেন; তাহার পর মাঘ মাসের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভু প্রতিদিন নিজ কীর্তনরসের দ্বারা প্রকাশ ও আবেশ জগতে বিকীরণ করিতে লাগিলেন।" গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ১৪৩০ শকের মাঘ মাসের প্রথম হইতে সন্ন্যাসের নিমিত্ত প্রভুর গৃহত্যাগের পূর্বপর্যন্ত এই কীর্তন চলিয়াছিল। ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং বার মাসের কয়েক দিন বেশী কালই প্রভুর কীর্তন চলিয়াছিল। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু প্রথমে ভক্ত-বৃন্দের সহিত নিজ গৃহেই কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন (২।২।২১৩-২০); তাহাতে রুষ্ট হইয়া পাষণ্ডীগণ রাজনৌকার গুজব রটনা করে। তাহাতে শ্রীবাস পণ্ডিত ভীত হওয়ায় প্রভু তাঁহার গৃহে ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া তাঁহার ভয় দূর করেন। তাহার পরে একদিন এক শিব-ভক্তের প্রতি কৃপা করেন এবং "আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্তনবিলাস ॥ শ্রীবাস মন্দিরে প্রতিনিশায় কীর্তন। কোন্ দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ২।৮।১১০-১১ ॥" শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি হইতে জানা যায়, এই সময় হইতে সন্ন্যাসের পূর্ব পর্যন্ত এক বৎসর-কাল শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর কীর্তন চলিয়াছিল।

৩৪৪। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যেখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(১৫.৬.১৯৬৩—২৩.৬.১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ১ ॥

জয়জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥ ১
জয়জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তি-দান দেহ' প্রভু! উদ্ধারহ দীন ॥ ২
এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই সর্ব্ব-অনুচর ॥ ৩
প্রাণ-হেন সকল সেবক আপনার।
কৃষ্ণ' বলি কান্দে গলা ধরিয়া সভার ॥ ৪
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্ব-দাসগণ।
চতুর্দ্দিগে প্রভু বেঢ়ি করয়ে ক্রন্দন ॥ ৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। প্রভুর নানাবিধ ভাবের আবেশ। মুরারি গুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহ-রূপের প্রকটন, মুরারিকর্তৃক প্রভুর স্তুতি, বরাহরূপে প্রভুকর্তৃক কাশীস্থিত প্রকাশানন্দের বেদান্ত-ব্যাখ্যার নিন্দা। শ্রীনিত্যানন্দের প্রসঙ্গ—নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ-কাহিনী, মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের কথা-জানিতে পারিয়া মথুরা হইতে নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন ও নন্দনাচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান। ভক্তবৃন্দের নিকটে নিত্যানন্দসম্বন্ধে মহাপ্রভুর স্বপ্নবৃত্তান্ত-কথন, মহাপ্রভুর হলধর-ভাবে আবেশ, প্রভুর আদেশে শ্রীবাস-পণ্ডিত ও হরিদাস-ঠাকুর কর্তৃক নবদ্বীপের সর্বত্র নিত্যানন্দের বৃথা অন্বেষণ, ভক্তবৃন্দের সহিত মহাপ্রভুর নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন ও সে-স্থলে নিত্যানন্দের দর্শন।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয়াদি। ১।১।৩-শ্লোকের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে এই শ্লোকটি মূলে স্থান পায় নাই। পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন "মুদ্রিত পুস্তকে ও একখানি পুঁথিতে এই স্থানে এই শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে।" মঙ্গলাচরণে এই শ্লোকটির অসঙ্গতি নাই বলিয়া, বিশেষতঃ এই অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দের প্রসঙ্গও কথিত হইয়াছে বলিয়া, আমরা এই শ্লোকটিকেও মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিলাম। প্রথম দুই পয়ারও মঙ্গলাচরণাত্মক।

২। **অধীন**—ভক্তির বশীভূত। "দেহ"-স্থলে "দিয়া"-পাঠান্তর। **দীন**—এই দীনকে (গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি)।

৪। **প্রাণ-হেন**—প্রাণতুল্য প্রিয়। **আপনার**—প্রভুর নিজের। **কান্দে**- প্রভু কাঁদেন।

আছুক দাসের কাজ, সে প্রেম দেখিতে।
শুষ্ককাষ্ঠ-পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে ॥ ৬
ছাড়ি ধন, পুত্র, গৃহ—সর্ব্ব-ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্ত্তন ॥ ৭
হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময়।
যখন যেরূপ শুনে, সেইমত হয় ॥ ৮
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন ক্রন্দন।
হইল প্রহর-দুই গঙ্গা-আগমন ॥ ৯
যবে হাসে, তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্চ্ছিত হইলে—প্রহরেক নাহি শ্বাসে ॥ ১০
ক্ষণে হয় স্বানুভাব,—দন্ত করি বৈসে।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" ইহা বলি হাসে ॥ ১১
"কোথা গেল নাঢ়া বুঢ়া—যে আনিল মোরে ?
বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি-ঘরেঘরে ॥" ১২
সেইক্ষণে "কৃষ্ণ আরে বাপ !" বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পা'য়ে বান্ধে ॥ ১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬। **আছুক দাসের কাজ**—প্রভুর ভক্তদের কথা দূরে থাকুক। **মিলায় ভূমিতে**—গলিয়া গিয়া ভূমির সঙ্গে মিশিয়া যায়।

৭। "পুত্র"-স্থলে "জন"-পাঠান্তর।

৮। **যখন যেরূপ** ইত্যাদি—যখন যে-ভাবের পদ বা শ্লোকাদি শুনেন, প্রভু তখন সেইভাবে আবিষ্ট হয়েন।

৯। **হইল প্রহর দুই** ইত্যাদি—দুই প্রহর পর্যন্ত প্রভু অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন; দেখিলে মনে হয়, যেন প্রভুর নয়নে গঙ্গারই আগমন হইয়াছে।

১০। **নাহি শ্বাসে**—শ্বাস (নিশ্বাস) থাকে না।

১১। **স্বানুভাব**—স্ব + অনুভাব = স্বানুভাব। স্বীয় স্বরূপগত ঈশ্বর-ভাব; ২।৬।১১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মুঞি সেই**—আমিই সেই শ্রীকৃষ্ণ। 'ইহা'-স্থলে 'বলি'-পাঠান্তর।

১২। **নাঢ়া**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। ২।২।২৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বুঢ়া**—বৃদ্ধ। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-নামক গ্রন্থের মতে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতাচার্যের জন্ম। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী (অদ্বৈতাচার্যের আবির্ভাবতিথি) হইবে ১৩৫৫, কি ১৩৫৬ শকাব্দায়। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪০৭ শকে। তদনুসারে বয়সে অদ্বৈতাচার্য হইতেছেন মহাপ্রভু অপেক্ষা ৫১, কি ৫২ বৎসরের বড়। যে-সময়ের কথা এই পয়ারে বলা হইয়াছে, সেই সময়ে প্রভুর বয়স ২৩ বৎসর; সুতরাং অদ্বৈতাচার্যের বয়স ৭৪, কি ৭৫ বৎসর। এ-জন্যই প্রভু তাঁহাকে "বুঢ়া" বলিয়াছেন।

বিলাইমু ভক্তিরস ইত্যাদি—প্রভু যে নির্বিচারে, সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, সকলকেই ব্রজপ্রেম বিতরণ করিবেন, সুতরাং তিনি যে মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিকথিত পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্, গৌর-কৃষ্ণ (২।১।১৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য , তাহাই প্রভু এ-স্থলে বলিলেন। ১।২।১৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। **সেইক্ষণে** ইত্যাদি—তৎক্ষণেই প্রভুর স্বানুভাব (ঈশ্বর-ভাব) অন্তর্হিত হইল এবং

অক্রূর-যানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবত হৈয়া॥ ১৪
হইলেন মহাপ্রভু যেহেন অক্রূর।
সেইমত কথা কহে, বাহ্য গেল দূর॥ ১৫
"মথুরায় চল নন্দ! রাম-কৃষ্ণ লৈয়া।
ধনুর্ম্মখ রাজমহোৎসব দেখি গিয়া॥" ১৬
এইমত নানা-ভাবে নানা-কথা কহে।
দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয়ে॥ ১৭
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি॥ ১৮
অন্তরে মুরারিগুপ্ত-প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান-প্রতি প্রভু রঘুনাথ যেন॥ ১৯
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন॥ ২০
"শূকর শূকর" বলি প্রভু চলি যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত এইমত চায়॥ ২১
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখিলা জলভাজন সুন্দর॥ ২২
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥ ২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু "কৃষ্ণ আরে বাপ" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ১৷১২৷১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪। **অক্রূর-যানের শ্লোক**—কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছিলেন (১৷৬৷২৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাম-কৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় যাওয়ার জন্য নন্দমহারাজের নিকটে অক্রূর তখন যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, ভা ১০৷৩৯ অধ্যায়ে শ্লোকাকারে তাহা লিখিত রহিয়াছে। অক্রূরের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু সে-সকল শ্লোক বলিতে লাগিলেন। **দণ্ডবত**—দণ্ডের মত সোজা এবং নিস্পন্দ।

১৫। **সেই মত**—অক্রূরের মত। পরবর্তী ১৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৬। **ধনুর্ম্মখ**—ধনুর্যজ্ঞ। কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনাইয়া হত্যা করার উদ্দেশ্যে কংস এক ছলনাময় ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। কংস অক্রূরকে বলিয়াছিলেন—অক্রূর, তুমি ব্রজে গিয়া ধনুর্যজ্ঞ দর্শনের কথা বলিয়া রাম-কৃষ্ণের সহিত নন্দকে মথুরায় লইয়া আইস (১৷৬৷২৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৮। **বরাহ-ভাবের শ্লোক**—যে-সমস্ত শ্লোকে ভগবান্ বরাহ-দেবের লীলা-মহিমাদি বর্ণিত হইয়াছে, সে-সমস্ত শ্লোক (শুনিয়া বরাহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গর্জন করিতে করিতে প্রভু মুরারি গুপ্তের গৃহের দিকে চলিলেন)।

২১। **শূকর**—বরাহ। "এই মত"-স্থলে "চতুর্দিগে"-পাঠান্তর। প্রভুর গর্জন, এবং প্রভুর মুখে "শূকর শূকর"-শব্দ শুনিয়া বিস্ময়ে মুরারি গুপ্ত স্তম্ভিত (হতবুদ্ধি) হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। অর্থাৎ কোথাও শূকর আছে কিনা, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

২২। **জলভাজন**—জলপাত্র, জলের গাড়ু।

২৩। **স্বানুভাবে**—২৷৩৷১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে স্বীয় বরাহ-স্বরূপের ভাবে।

গর্জ্জে যজ্ঞবরাহ,—প্রকাশে' খুর চারি।
প্রভু বোলে "মোর স্তুতি বোলহ মুরারি!" ২৪
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব-দরশনে।
কি বলিব মুরারি, না আইসে বদনে॥ ২৫
প্রভু বোলে "বোল বোল কিছু ভয় নাঞি।
এতদিন নাহি জান' মুঞি এই ঠাঞি?" ২৬
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া বিনতি।
"তুমি সে জানহ প্রভু! তোমার যে স্তুতি॥ ২৭
অনন্ত—ব্রহ্মাণ্ড যার ফণা এক ধরে।
সহস্রবদন হই যারে স্তুতি করে॥ ২৮
তভু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কহে।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়ে? ২৯
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদ সর্ব্ব-তত্ত্ব না জানে তোমার॥ ৩০
যত দেখি শুনি প্রভু! অনন্ত ভুবন।
তোর লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন॥ ৩১
এক সদানন্দ তুমি যে কর' যখনে।
বোল দেখি বেদে তাহা জানিব কেমনে? ৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ—বরাহ-দেবও—বিরাজিত। ১৷৮৷৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রভুর মধ্যে অবস্থিত বরাহ-দেবের ভাবেই প্রভু আবিষ্ট হইয়াছেন, অর্থাৎ প্রভুর মধ্যে অবস্থিত বরাহ-দেবই, লীলাশক্তির প্রভাবে, এ-স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং—"প্রকাশে চারি খুর। পরবর্তী ২৪ পয়ার।" এবং এই বরাহ-দেবই স্বীয় দশনে (দন্তে) জলপাত্র গাড়ু তুলিয়া লইয়াছেন।

২৪। **যজ্ঞবরাহ**—সর্বযজ্ঞমূর্তি ভগবান্ বরাহ-দেব। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যে বেদকথিত সমস্ত যজ্ঞ, তাহা ভা. ৩৷১৩৷৩৪-৪৪ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। ২৷১০৷১২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "বোলহ"-স্থলে "করহ"-পাঠান্তর।

২৫। **কি বলিব মুরারি**—মুরারি গুপ্ত কি বলিবেন, কি বলিয়া স্তব করিবেন, তাহা। "কি বলিব মুরারি"-স্থলে "স্তব কি করিব বোল"-পাঠান্তর। অর্থ—কি স্তব করিব? আমার কোনও বোল (কথাই মুখে আসিতেছে না)।

২৬। "বোল বোল"-স্থলে "বোল তোর"-পাঠান্তর।

২৮। অন্বয়। যাঁহার একটি ফণাই ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া থাকে, সেই অনন্তদেব সহস্রবদন হইয়াও (সহস্রবদনেও) যারে (যাহাকে, যে তোমাকে) স্তুতি করেন।

২৯। **সেই প্রভু কহে**—সেই প্রভু অনন্তদেবই বলেন। "স্তবেতে"-স্থলে "স্তবের"-পাঠান্তর।

৩০। **মত করে**—মতের অনুসরণ করে। "করে"-স্থলে "কহে"-পাঠান্তর। মত কহে—সকল সংসার (সংসারবাসী সকল লোক) যে বেদের মতের কথা বলে (যে বেদের প্রামাণ্যত্বের কথা বলে)। পরবর্তী ৩১-৩২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৩১-৩২। অন্বয়। হে প্রভু! যত অনন্ত ভুবন (অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড) দেখি শুনি (আমরা দেখি এবং যত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা আমরা শুনিয়া থাকি, সে-সমস্তই, মহাপ্রলয়ে) যখন তোর লোমকূপে (তোমার, অর্থাৎ তোমার কারণার্ণবশায়ী স্বরূপের লোমকূপে) গিয়া মিলায়

অতএব তুমি সে তোমারে জান' মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোমার কৃপাপাত্র ॥ ৩৩

তোমার স্তুতিয়ে মোর কোন্ অধিকার ?"
এত বলি কান্দে গুপ্ত করে নমস্কার ॥ ৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(যাইয়া সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করে, সুতরাং যখন তাহাদের আর পৃথক্ স্থূল অস্তিত্ব থাকে না, তখনও) তুমি এক সদানন্দ (তখনও তুমি সৎ এবং আনন্দ এবং এক)। সৎ অর্থাৎ নিত্য-অস্তিত্ববিশিষ্ট, ত্রিকাল-সত্য, বলিয়া, মহাপ্রলয়ে যখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখনও তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, তুমি তখনও থাক। ব্রহ্মাণ্ডসমূহ মায়িক জড়বস্তু বলিয়া অসৎ—অনিত্য ; সেজন্য তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না ; তুমি কিন্তু মায়িক জড়বস্তু নহ, তুমি হইতেছ মায়াতীত আনন্দ—চিদানন্দ ; এজন্য কখনও তোমার বিলুপ্তি নাই। তুমি এক—(অদ্বিতীয়, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য তত্ত্ব। এতাদৃশ তুমি) যখন যে (যাহা) কর, বেদ তাহা কেমনে (কিরূপে) জানিবে (জানিতে পারিবে, তাহা) বল দেখি ? [**অর্থাৎ** তুমি অনন্ত, সর্ববিষয়ে অন্তহীন ; তোমার কার্য বা লীলাও অন্তহীন। তুমি এতাদৃশ অনন্ত বলিয়া, সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ হইয়াও, তুমিও তোমার এবং তোমার কার্যাদির বা লীলাদির অন্ত জান না। (দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি। ভা. ১০৮৭।৪১॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রুতিগণের উক্তি)। বেদ তাহা কিরূপে জানিবে ?] তাৎপর্য হইতেছে এই যে, যে-বস্তুর অস্তিত্বই নাই, তাহাকে জানিতে না পারিলে অজ্ঞতা সূচিত হয় না। আকাশ-কুসুমের, কিংবা শশ-শৃঙ্গের কোনও অস্তিত্বই নাই ; সুতরাং আকাশ-কুসুম বা শশ-শৃঙ্গ না দেখিলে কাহারও দৃষ্টিশক্তির অভাব সূচিত হয় না। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের স্বরূপের বা লীলাদির অন্তের বা সীমার অস্তিত্ব নাই ; যেহেতু তিনি এবং তাঁহার লীলাদি হইতেছে অনন্ত - অন্তহীন, সীমাহীন। সুতরাং তাহা জানিতে না পারিলে স্বয়ংভগবানেরও সর্বজ্ঞত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। "এক"-স্থলে "হেন"-পাঠান্তর।

৩৩। অন্বয়। অতএব (অর্থাৎ বেদও তোমাকে জানে না বলিয়া) মাত্র (একমাত্র) তুমিই তোমারে জান (তোমার স্বরূপ, তোমার মহিমাদি, সর্ববিষয়ে তোমার আনন্ত্যাদি একমাত্র তুমিই জান। সুতরাং) তুমি (তোমাকে) জানাইলেই তোমার কৃপাপাত্র (লোক তোমাকে) জানে (জানিতে পারেন)। তাৎপর্য—ভগবান্ হইতেছেন স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব ; তিনি কৃপা করিয়া যাঁহার নিকটে যতটুকু আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহার সেই কৃপাপাত্রই তাঁহাকে ততটুকু জানিতে পারেন। অন্যথা, মহাপণ্ডিতাদিও তাঁহাকে জানিতে পারেন না। শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥ ৩।২।৩॥, কঠশ্রুতি॥ ২।২৩॥" পূর্বপয়ারের টীকায় শ্রুতি-গণের উক্তির উল্লেখপূর্বক বলা হইয়াছে, কৃষ্ণগুণাদি স্বরূপতঃ অনন্ত বলিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাহার অন্ত পায়েন না। কিন্তু এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ প্রভুকে বলা হইল—"তুমি সে তোমারে জান মাত্র।" ইহার সমাধান কি ? সমাধান বোধ হয় এই :—ব্রহ্মাদি, এমন কি সহস্র-

গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হই বরাহ-ঈশ্বর।
বেদ প্রতি ক্রোধ করি বোলয়ে উত্তর॥ ৩৫

"হস্ত পাদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদ মোরে এইমত করে বিড়ম্বন॥ ৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বদন অনন্তদেবও শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদির অন্ত পায়েন না (নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽপি অগ্রজাস্তে মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে। গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥ ভা. ২।৭।৪২॥ -নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি)। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার গুণ-মহিমাদির অন্ত জানিতে পারেন না সত্য; কিন্তু সহস্রবদন অনন্তদেব অপেক্ষা স্বীয়-গুণমহিমাদি তিনি বেশী জানেন। শ্রীকৃষ্ণ যতটুকু জানেন, তাহাও অপর কেহ জানেন না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তাহা জানেন। অথবা, "তুমি যে তোমারে জান মাত্র—তুমি যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা কেবলমাত্র তুমিই জান, তোমার কৃপাব্যতীত অপর কেহ তাহা জানিতে পারে না।" "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ নারায়ণাধ্যাত্ম-বচন।"

৩৫। **গুপ্ত-বাক্যে**—মুরারি গুপ্তের বাক্যে (স্তবে)। **বরাহ-ঈশ্বর**—বরাহরূপী ভগবান্। অথবা বরাহ-স্বরূপেরও ঈশ্বর—অংশী (মহাপ্রভু)। বরাহ-স্বরূপে বরাহের অংশী মহাপ্রভুই তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উত্তর—মুরারি গুপ্তের বাক্যের উত্তরে। **বেদপ্রতি ক্রোধকরি**—বেদের প্রতি রুষ্ট হইয়া। বেদ যদি কোনও অসঙ্গত কথা বলিতেন, তাহা হইলেই বেদের প্রতি রুষ্ট হওয়ার হেতু থাকিত; কিন্তু পরবর্তী ৩৮-পয়ারে ভঙ্গীতে এবং ৩৯-৪২-পয়ারসমূহে স্পষ্ট কথায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বেদের প্রতি রুষ্ট হওয়ার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ-স্থলে "বেদপ্রতি ক্রোধ করি"-বাক্যের তাৎপর্য হইবে—যাঁহারা বেদের বা বেদবাক্যের কদর্থ করেন (যেমন, ৩৭-৩৮-পয়ারোক্ত 'পরকাশানন্দ'), তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ। পরবর্তী পয়ার-সমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬। **হস্তপাদ মুখ মোর** ইত্যাদি—এই পয়ারার্ধে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির একটি বাক্যের একাংশের মর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই শ্রুতিবাক্যটি হইতেছে এই—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সঃ শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ ৩।১৯॥—তাঁহার হস্ত নাই, অথচ তিনি গ্রহীতা—সকল বস্তু ধারণ করেন। তাঁহার পাদ বা চরণ নাই, অথচ তিনি জবন—গমন করেন। তাঁহার চক্ষুঃ নাই, অথচ তিনি দর্শন করেন। তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ তিনি শ্রবণ করেন। তিনি সমস্ত বেদ্য (জানিবার যোগ্য) বস্তু জানেন, অথচ তাঁহাকে কেহ জানেন না। (তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ) তাঁহাকে মহান্ আদিপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।" আলোচ্য পয়ারার্ধে এই শ্রুতি-বাক্যের হস্ত-পদাদি-হীনতা-বাচক অংশই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই শ্রুতিবাক্যে আদিপুরুষ পরব্রহ্মের হস্ত-পদাদি-হীনতার কথা বলা হয় নাই। তাঁহার হস্ত না থাকিলে তিনি কিরূপে "গ্রহীতা" হইতে—সকল বস্তু গ্রহণ বা ধারণ করিতে—পারেন? তাঁহার যদি চরণ না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কিরূপে "জবন" হইতে—গমন করিতে—পারেন? তাঁহার

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যদি চক্ষুঃ না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কিরূপে "পশ্যতি"—দর্শন করেন? তাঁহার যদি কর্ণ না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কিরূপে "শৃণোতি"—শ্রবণ করেন? তাঁহার গ্রহণ (ধারণ)-গমন-দর্শন-শ্রবণাদি যখন আছে, তখন তাঁহার তত্তৎ-কার্যোপযোগী ইন্দ্রিয়ও—হস্ত-পদ-চক্ষুঃ-কর্ণাদিও—অবশ্য আছে। তথাপি যে বলা হইয়াছে—তাঁহার হস্ত-পদাদি নাই, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহার প্রাকৃত কর-চরণাদি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত কর-চরণাদি আছে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যেই তাঁহাকে "অগ্র্য—আদি, সমস্তের আদি—সুতরাং সৃষ্টিরও আদি—বলা হইয়াছে। প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত হস্ত-পদাদির উদ্ভব—সৃষ্টি আরম্ভের পরে। অথচ তিনি সৃষ্টি-আরম্ভের পূর্বেই দর্শন করিয়াছেন, সৃষ্টিকাম হইয়া "স ঐক্ষত। শ্রুতি।", সৃষ্টির কামনাও তিনি করিয়াছেন—"স অকাময়ত। শ্রুতি।"; সুতরাং সৃষ্টির পূর্বেই তাঁহার চক্ষুঃ ছিল, মনও ছিল (কামনা হইতেছে মনের ধর্ম, যাঁহার মন নাই, তিনি কামনা করিতে পারেন না)। অথচ প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে তো প্রাকৃত চক্ষু বা প্রাকৃত মন থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার চক্ষু এবং মন—তদুপলক্ষণে কর-চরণাদিও—অপ্রাকৃত, চিন্ময়। তাঁহার যে দেহ (তনু) আছে, তাহা পূর্ববর্তী ৩৩ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত মুণ্ডকশ্রুতি-বাক্যও বলিয়া গিয়াছেন—"তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্—তাঁহার নিকট এই আত্মা স্বীয় দেহ প্রকটিত করেন।" সৃষ্টির পূর্বেও যখন তিনি ছিলেন, তখন তাঁহার তনু বা দেহ যে অপ্রাকৃত, চিন্ময়—সচ্চিদানন্দ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। শ্রুতি স্পষ্ট কথাতেই তাঁহাকে—"সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ" বলিয়াছেন—"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥ গো. পূ. তা.॥ ১।৮॥" তিনি যে কমল-নয়ন, পীতাম্বর, দ্বিভুজ, তাহাও সেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"গোপবেষমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্। তদিহ শ্লোকা ভবন্তি—সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিন-মীশ্বরম্॥ ইত্যাদি॥ গো. পূ. তা.॥ ১।২॥" এ-সমস্ত শ্রুতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবানের এবং তিনি যে-সকল ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে অনাদিকাল হইতেই আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদেরও, অপ্রাকৃত-সচ্চিদানন্দময় অঙ্গ আছে। পরবর্তী ৩৯ পয়ারে বরাহ-রূপী ভগবান্‌ও তাহা বলিয়াছেন এবং এ-সমস্ত কথা যে "বেদগুহ্য" পরবর্তী ৪১ পয়ারে তাহাও তিনি বলিয়াছেন। সুতরাং বেদের প্রতি তাঁহার ক্রোধ হওয়ার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না।

এইমত—এইভাবে, অর্থাৎ "হস্ত পাদ মুখ মোর নাহিক লোচন" বলিয়া। **বেদ মোরে এইমত ইত্যাদি**—"আমার অর্থাৎ ভগবানের হস্ত-পদাদি নাই"-বলিয়া বেদ "মোরে বিড়ম্বন করে"। কিন্তু, শ্রুতিবাক্যের উল্লেখপূর্বক পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবানের যে কর-চরণাদি নাই, একথা বেদ বলেন না। সুতরাং এ-স্থলে "বেদ"-শব্দের মুখ্য অর্থ-বেদগ্রন্থ, শ্রুতি—এই অর্থ—অভিপ্রেত হইতে পারে না; এই মুখ্য অর্থে বেদের প্রতি বরাহরূপী ভগবানের ক্রোধও জন্মিতে পারে না। তবে "বেদ"-শব্দের অর্থ কি? বেদবাক্যের কদর্থ করিয়া যাঁহারা প্রচার করেন যে, বেদবাক্যানুসারে ভগবানের বা পরব্রহ্মের কর-চরণাদি নাই, তাঁহাদের এইরূপ কদর্থই এ-স্থলে "বেদ"-শব্দের অভিপ্রেত। তাঁহারা নিজেদের কল্পিত যে-অর্থ প্রচার করেন, তাহাকেই তাঁহারা বেদবাক্য বা বেদ বলেন এবং

কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥ ৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রচারের ফলে, এই কদর্থের সহিত বেদবাক্যের সঙ্গতি আছে কি না, তাহা যাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন না, তাঁহারাও সেই কদর্থকে বেদবাক্যের অর্থ—সুতরাং বেদ—বলিয়া মনে করেন। এই পয়ারে এবং পূর্ববর্তী ৩৫ পয়ারেও "বেদ"-শব্দে এই তথাকথিত "বেদ"ই অভিপ্রেত। **বেদ মোরে এই মত করে বিড়ম্বন**—যথাশ্রুত অর্থে এই পয়ারার্ধের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—"আমার কর-চরণাদি নাই"-একথা বলিয়া "তথা কথিত" বেদ "আমাকে বিড়ম্বন করে।" এই যথা-শ্রুত অর্থের সঙ্গতি আছে কিনা, তাহা বিবেচ্য। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে "বিড়ম্বন"-শব্দের দুইটি অর্থ দৃষ্ট হয়—"অনুকরণম্—অনুকরণ" এবং "প্রতারণম্—প্রতারণা, বঞ্চনা"। বিড়ম্বন-শব্দের "অনুকরণ"—অর্থের সঙ্গতি আছে কি না, বিবেচনা করা যাউক। যে-বস্তু যে-রকম, সেই বস্তুকে ঠিক সেই রকম ভাবে দেখানোই হইতেছে সেই বস্তুর অনুকরণ। যেমন, নাটকের অভিনয়-কালে যিনি শ্রীরামাচন্দ্রের ভূমিকার অভিনয় করেন, তিনি শ্রীরামচন্দ্রেরই অনুকরণ করেন—নিজে রামচন্দ্রের সাজে সাজিয়া রামচন্দ্রের রূপ এবং রামচন্দ্রের কার্যাদি দর্শকদিগকে দেখাইয়া থাকেন। এ জন্যই অভিনেতাকে বলে—"অনুকর্তা—অনুকরণকারী" এবং যাঁহার ভূমিকা তিনি অভিনয় করেন, তাঁহাকে বলে "অনুকার্য-যাঁহার অনুকরণ করা হয়।" আলোচ্য পয়ারে বিড়ম্বন-শব্দের "অনুকরণ"-অর্থের সঙ্গতি নাই; কেননা, ভগবানের কর-চরণাদি থাকা সত্ত্বেও, উল্লিখিত তথাকথিত বেদ বলেন, ভগবানের কর-চরণাদি নাই—সুতরাং ভগবানের বাস্তব রূপটি এই তথাকথিত বেদ দেখায় না, তাহাতে এই তথাকথিত বেদকর্তৃক ভগবানের অনুকরণই হয় না। এক্ষণে বিড়ম্বন-শব্দের অপর অর্থ প্রতারণ-সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। "বেদ মোরে এই মত করে বিড়ম্বন"—"আমার কর-চরণাদি নাই"—একথা বলিয়া তথাকথিত বেদ আমাকে প্রতারণা বা বঞ্চনা করে, আমার ন্যায্য প্রাপ্য কর-চরণাদি হইতে আমাকে বঞ্চিত করে (লোকের নিকটে), লোককে জানায়—আমার কর-চরণাদি নাই। যাহারা এই তথাকথিত বেদের কথায় বিশ্বাস করে, তাহারাও আমার কর-চরণাদি হইতে আমাকে বঞ্চিত করে, আমার কর-চরণাদির মর্যাদা তাহারা আমাকে দেয় না। সারমর্ম—এই তথাকথিত বেদ যাহা বলে, তাহা সত্য নহে। এইরূপে দেখা যায়, এই পয়ারার্ধের উল্লিখিত যথাশ্রুত অর্থে বিড়ম্বন-শব্দের "প্রতারণ"-অর্থের সঙ্গতি আছে। "মোরে করে বিড়ম্বন"-বাক্যের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে—মোরে অর্থাৎ মো-বিষয়ে, আমার সম্বন্ধে, লোকদিগকে বিড়ম্বন (প্রতারণা) করে, সত্য কথা না বলিয়া লোকদিগকে আমার স্বরূপের অবগতি হইতে বঞ্চিত করে। এইরূপ অর্থ গ্রহণীয় হইলে ইহারও সঙ্গতি আছে। ৩৫-পয়ারে যে বেদের প্রতি ক্রোধের কথা বলা হইয়াছে, বিড়ম্বন-শব্দের "প্রতারণ"-অর্থে উল্লিখিত তথাকথিত বেদের প্রতি ক্রোধের হেতুও পাওয়া যায়।

পরবর্তী দুই পয়ারে এই পয়ারোক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

৩৭। **কাশীতে**—বারাণসীতে। **পড়ায়**—অধ্যাপন করে, নিজের শিষ্যদিগকে পড়ায়।

বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে'। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তভু নাহি জানে ॥ ৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরকাশানন্দ—প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইনি ছিলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বেদান্ত-দর্শনের শঙ্করাচার্যকৃত মায়াবাদ-ভাষ্যই পড়াইতেন। **সেই বেটা করে মোর ইত্যাদি**—সেই প্রকাশানন্দ সরস্বতী আমার অঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করেন। অর্থাৎ যে-সকল শ্রুতি-বাক্যে আমার কর-চরণাদি অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, কদর্থ করিয়া সেই সকল শ্রুতি-বাক্যের খণ্ডন করেন। অঙ্গ-শব্দে দেহও বুঝায়, দেহস্থিত কর-চরণাদিকেও বুঝায়। দেহকে এবং দেহস্থিত কর-চরণাদিকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিলে যেমন সমগ্র দেহেরই অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ, শ্রুতিবাক্যের কদর্থ করিয়া ভগবানের—পরব্রহ্মের—বিগ্রহের এবং কর-চরণাদির অস্তিত্ব-হীনতার কথা প্রচার করিলেও ভগবানের শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহেরই গোপন করা হয়, ভগবানের বিগ্রহের এবং কর-চরণাদির অস্তিত্ব নাই বলিয়া লোকের প্রতীতির উৎপাদন করা হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর পরব্রহ্মের সর্বতোভাবে নির্বিশেষত্ব—সর্ববিধ-বিশেষণহীনত্ব—প্রতিপাদন করার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রুতিবাক্যের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে তাহা করা যায় না। অথচ মুখ্য অর্থ গ্রহণ না করিলে বেদের স্বতঃপ্রমাণতা এবং প্রমাণ-শিরোমণিত্বও রক্ষিত হইতে পারে না। তথাপি ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীপাদ শঙ্করের এতই আগ্রহ ছিল যে, তিনি মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় কল্পিত অর্থের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মের কর-চরণাদি স্বীকার করিলে বিশেষত্ব স্বীকার করিতে হয় বলিয়া, যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের বিগ্রহের এবং কর-চরণাদির কথা বলা হইয়াছে, সে-সকল শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থেরও খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত শ্রীপাদ প্রকাশানন্দও শঙ্করাচার্যের আনুগত্যে শ্রুতিবাক্যাদির তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিতেন।

৩৮। **বাখানয়ে বেদ**—শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ বেদের অর্থাৎ বেদবাক্যের ব্যাখ্যাই করেন, কিন্তু **মোর বিগ্রহ না মানে**—আমার বিগ্রহ (দেহ) এবং কর-চরণাদি আছে বলিয়া স্বীকার করেন না (পূর্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "বাঁখানয়ে বেদ"-স্থলে "বাখানে বেদান্ত"-পাঠান্তর। বেদান্ত—বেদান্ত-দর্শন, ব্রহ্মসূত্র। **সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ**—ভগবদবজ্ঞা-জনিত তীব্র অপরাধের ফলে তাঁহার সমস্ত অঙ্গে কুষ্ঠরোগ জন্মিয়াছে। **তভু নাহি জানে**—তথাপি আমার, বেদকথিত স্বরূপ-তত্ত্বাদি, জানেন না, জানিবার জন্য চেষ্টা করেন না। "হইল কুষ্ঠ তভু"-স্থলে "হইব কুষ্ঠ তাহা"-পাঠান্তর। অর্থ—ভগবদবজ্ঞার ফলে যে তাঁহার সমস্ত অঙ্গে কুষ্ঠরোগ হইবে, তাহাও জানেন না। এই পাঠান্তরই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেননা, শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের সর্বাঙ্গে যে কুষ্ঠ হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে কাশীতে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তাহা কথিত হইয়াছে। তখনও তাঁহার দেহে কুষ্ঠ ছিল বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী বলেন নাই।

সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র ॥ ৩৯
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বোলে বেটা কেমন সাহসে ?" ৪০
"শুনরে মুরারিগুপ্ত !" কহয়ে শূকর।
"বেদ-গুহ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ ৪১
আমি যজ্ঞবরাহ—সকল-বেদ-সার।
আমি সে করিলুঁ পূর্ব্ব পৃথিবী-উদ্ধার ॥ ৪২
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহর অবতার।
ভক্ত-জন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার ॥ ৪৩
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ ॥ ৪৪
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি বোলোঁ গুপ্ত ! শুন মন দিয়া ॥ ৪৫
যে কালে করিলুঁ মুঞি পৃথিবী-উদ্ধার।
রহিল ক্ষিতির গর্ব্ভ—পরশে আমার ॥ ৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯। **সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ**—আমার যে-অঙ্গ সর্বযজ্ঞময়। ভগবান্ বরাহদেবের বিগ্রহ যে সর্বযজ্ঞময়, তাহা নারদের নিকটে ব্রহ্মাও বলিয়াছেন। "যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ ক্রৌড়ীং তণুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ ॥ ভা. ২।৭।১ ॥ —ভগবান্ বিষ্ণু যখন পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত সর্বযজ্ঞময় শূকর শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।" তাঁহার অঙ্গ যে সর্বযজ্ঞময়, বেদকথিত যজ্ঞসমূহই যে তাঁহার অঙ্গরূপে বিরাজিত, ভা. ৩।১৩।৩৪-৪৪ শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। ২।১০।২২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪০। **পুণ্য**—পবিত্র বস্তু। **মিথ্যা**—অস্তিত্বহীন। যাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই, অথচ অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়, মায়াবাদীরা তাহাকে "মিথ্যা" বলেন।

বেটা- প্রকাশানন্দ। **কেমন সাহসে**—কোন্ সাহসে ? যেমন তেমন বস্তু নহে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের ত্রিকালসত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে "মিথ্যা" বলা পরম দুঃসাহসেরই পরিচায়ক।

৪২। **যজ্ঞবরাহ**—২।৩।২৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **করিলুঁ**—করিলাম, করিয়াছি ; **পূর্ব্ব**—পূর্বে, যখন পৃথিবী প্রলয়-পয়োধিজলে নিমগ্ন হইয়াছিল। ভা. ৩।১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। "পূর্ব্ব"-স্থলে "সর্ব্ব"-পাঠান্তর।

৪৩। **সঙ্কীর্তন-আরম্ভে** ইত্যাদি—সংকীর্তনের আরম্ভে শ্রীগৌরের আবির্ভাব। স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দরের মধ্যে অবস্থিত বরাহ-দেবেরও সেই সময়েই গৌরের মধ্যে থাকিয়া অবতরণ। ১।৮।৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৪। **সেবকের দ্রোহ**—আমার ভক্তের প্রতি বহির্মুখ লোকগণের দ্রোহ (অত্যাচার) **সহিতে না পারোঁ**—সহ্য করিতে পারি না। "সহিতে"-স্থলে "দেখিতে"-পাঠান্তর। **পুত্র যদি হয়** ইত্যাদি—যে-ব্যক্তি আমার সেবকের দ্রোহ করে, সে আমার পুত্র হইলেও আমি তাহাকে সংহার করিয়া থাকি।

৪৬। "রহিল" স্থলে "হইল" পাঠান্তর। **ক্ষিতির**—পৃথিবীর। **রহিল ক্ষিতির গর্ভ** ইত্যাদি—পৃথিবীকে আমি যখন উদ্ধার করিয়াছিলাম, তখন পৃথিবীর সহিত আমার স্পর্শ হইয়াছিল ; সেই স্পর্শের প্রভাবেই পৃথিবীর গর্ভ (গর্ভসঞ্চার) হইয়াছিল। "অন্যাশ্চৈবংবিধা ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ। ভৌমং

হইল 'নরক' নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্ররে ধর্ম্ম কহিলুঁ সকল ॥ ৪৭
মহারাজা হইলেন আমার নন্দন।
দেব দ্বিজ গুরু ভক্ত করেন পালন ॥ ৪৮
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট-সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্ত-দ্রোহ-রঙ্গ ॥ ৪৯
সেবকের হিংসা মুঞি না পারি সহিতে।
কাটিলুঁ আপন পুত্র—সেবক রাখিতে ॥ ৫০
জন্মেজন্মে তুমি সেবিয়াছহ আমারে।
এতেকে সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে ॥" ৫১
শুনিঞা মুরারিগুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন ॥ ৫২
মুরারি-সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞবরাহ—সেবক-রক্ষাময় ॥ ৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ভা. ১০।৫৮।৫৮ ॥"-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে —"ভৌমং শ্রীবরাহতো ভূম্যাং জাতম্। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবন্তং প্রতি তস্যা এবোক্তৌ। 'যদাহমুদ্ধৃতা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্ত্তিনা। ত্বৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়ং ময্যজায়ত ॥" এই বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ হইতে জানা গেল, পৃথিবী নিজেই ভগবানকে বলিয়াছেন, শূকরমূর্তি ভগবান্ যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্পর্শের প্রভাবেই পৃথিবীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। পৃথিবীর এই গর্ভজাত সন্তানই হইতেছেন নরক। তিনি বরাহদেবেরই পুত্র।

৪৮। **মহারাজা**—প্রাক্জ্যোতিষ্পুরের রাজা। পরবর্তী ৫০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ভক্ত"-স্থলে "ধর্ম্ম" এবং "ভক্তি"-পাঠান্তর।

৪৯। **বাণ**—বলদর্পিত, মহাবীর্যবান্ এক ভীষণ দানব। ত্রিপুর-পুরে বাস করিতেন। "অতিবীর্য্যো মহাঘোরো দানবো বলদর্পিতঃ। বাণো নামেতি বিখ্যাতো যস্য বৈ ত্রিপুরং পুরম্ ॥ মৎস্যপুরাণ ॥ ১৮৭।৮ ॥" বাণ ছিলেন মহারাজ বলির জ্যেষ্ঠপুত্র, সহস্রবাহু। ইঁহার কন্যা উষার গোপন-গৃহে শ্রীকৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া ইনি অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ সসৈন্যে বাণরাজার পুরী আক্রমণ করেন। ভীষণ যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাণের চারিটি বাহু রাখিয়া অবশিষ্ট বাহুগুলিকে ছেদন করিলেন, মহাদেবের প্রার্থনায় বাণের প্রাণ বিনাশ করেন নাই। ভা. ১০।৬২-৬৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। "বাণের"—স্থলে "বাল্যের"-পাঠান্তর। বাল্যের সংসর্গে—বাল্যকালে দুষ্টলোকের সংসর্গবশতঃ। **ভক্তদ্রোহ-রঙ্গ**—ভক্তের প্রতি দ্রোহেতে (অত্যাচারে) রঙ্গ (কৌতুক. আমোদ, আনন্দ) যাঁহার, তিনি ভক্তদ্রোহ-রঙ্গ। **বাণের সংসর্গে** ইত্যাদি—বাণরাজার সহিত সংসর্গ হওয়ার ফলে আমার পুত্র (নরক) ভক্তদ্রোহ-রঙ্গ হইয়া গেল, অর্থাৎ ভক্তদের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নেই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

৫০। **কাটিলুঁ আপন পুত্র**—আমি আমার নিজের পুত্র নরককেও সংহার করিয়াছি। দুর্দ্দান্ত নরকাসুর প্রাগ্জ্যোতিষ্পুরের অধিপতি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ভা. ১০।৫৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫১। **জন্মে জন্মে**—ইত্যাদি—১।৪।৩৬ এবং ১।১০।১৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এইমত সর্ব্ব-সেবকের ঘরে ঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥ ৫৪
চিনিঞা সকল ভৃত্য—প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সভার ॥ ৫৫
পাষণ্ডীরে আর কেহো ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সভে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে ॥ ৫৬
প্রভু-সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্ত্তন ॥ ৫৭
মিলিলা সকল ভক্ত, বই নিত্যানন্দ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র ॥ ৫৮
'নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে' বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ—অন্তর-ঈশ্বর ॥ ৫৯
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম্ম কিছু কহি তান ॥ ৬০
রাঢ়-মাঝে একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্ ॥ ৬১
মৌড়েশ্বর-নামে দেব আছে কথোদূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥ ৬২
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই-পণ্ডিত।
মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত ॥ ৬৩
তাঁর পত্নী—পদ্মাবতী-নাম পতিব্রতা।
পরম-বৈষ্ণবীশক্তি—সেই জগন্মাতা ॥ ৬৪
পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥ ৬৫
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ—নিত্যানন্দ-রায়।
সর্ব্ব-সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায় ॥ ৬৬
তান বাল্যলীলা আদিখণ্ডে সে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর ॥ ৬৭
এইমত কথো-দিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়োপণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায় ॥ ৬৮
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী-তাত দুঃখের কারণ ॥ ৬৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৮। **বই নিত্যানন্দ**—নিত্যানন্দ-ব্যতীত। শ্রীনিত্যানন্দ তখনও নবদ্বীপে আসেন নাই। **ভাই**—ভাইকে, নিত্যানন্দকে। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন বলরাম, আর গৌরচন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ। এজন্য ভ. বলা হইয়াছে।

৫৯। অন্বয়। বিশ্বম্ভর নিরন্তর (সর্বদা) নিত্যানন্দকে স্মরে (স্মরণ করেন, নিত্যানন্দের বিষয় চিন্তা করেন)। অন্তর-ঈশ্বর (অন্তর্যামী) নিত্যানন্দ তাহা জানিতে পারিলেন (পরবর্তী ১২২-২৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৬০। **সূত্ররূপে**—অতি সংক্ষেপে। পূর্বে ১।৬।২০৫-৪১৫ পয়ারসমূহেও নিত্যানন্দ-চরিত বর্ণিত হইয়াছে।

৬১-৬৪। "রাঢ়-মাঝে"-স্থলে "রাঢ়-দেশে"-পাঠান্তর। ১।৬।২০৫-৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৬। **সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ—হাড়াই**-পণ্ডিত ও পদ্মাবতীদেবীর পুত্রগণের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ।

৬৭। **আদিখণ্ডে**—১।৬।২০৯-৯৭ পয়ারে।

৬৮। **কথোদিন**—কিছুকাল, দ্বাদশ বৎসর। ১।৬।৩০১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৯। **গৃহ ছাড়িবারে ইত্যাদি**—গৃহত্যাগ করিবার নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছা হইল। **তাত**—পিতা। পরবর্তী ৯৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তিল-মাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে', ততোধিক পিতা ॥ ৭০
তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই-ওঝা না যায় চলিয়া ॥ ৭১
কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা ঘাটে যত কর্ম্ম করে ॥ ৭২
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চা'য় ॥ ৭৩
ধরিয়া ধরিয়া পুন আলিঙ্গন করে।
নুনীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে ॥ ৭৪
এইমত পুত্র-সঙ্গে বুলে সর্ব্বঠাঁই।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই ॥ ৭৫
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ, ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালি আছে পিতা-সনে ॥ ৭৬
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দজনকের ঘর ॥ ৭৭
নিত্যানন্দপিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥ ৭৮
সর্ব্ব-রাত্রি নিত্যানন্দপিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-আনন্দে ॥ ৭৯
গন্তকাম সন্ন্যাসী হইলা উষঃকালে।
নিত্যানন্দপিতা-প্রতি ন্যাসিবর বোলে ॥ ৮০
ন্যাসী বোলে "এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।"
নিত্যানন্দপিতা বোলে "যে ইচ্ছা তোমার ॥" ৮১
ন্যাসী বোলে "করিবাঙ তীর্থ-পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ ৮২
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ-নন্দন তোমার।
কথোদিন লাগি দেহ' সংহতি আমার ॥ ৮৩
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে ॥" ৮৪
শুনিঞা ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর ॥ ৮৫
"প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্ব্বনাশ হয়' হেন বাসি ॥ ৮৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭২। **ঘাটে**—স্নানাদির জন্য জলাশয়ের ঘাটে। "ঘাটে"-স্থলে "বাটে"-পাঠান্তর। **বাটে**—পথে।

৭৪। **নুনীর**—নুনের, লবণের। অথবা, **নবনীতের**। "নুনীর"-স্থলে "লুনীর"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

৭৬। **পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালি**—পিতার সুখবিধানরূপ ধর্মের পালন (রক্ষা) করিয়া। "পালি আছে" স্থলে "পালিবারে আছে"-পাঠান্তর।

৭৮। **ভিক্ষা**—আহার। সন্ন্যাসীদের আহারকে ভিক্ষা বলা হয়।

৭৯-৮০। "আনন্দে"-স্থলে "প্রসঙ্গে"-পাঠান্তর। **গন্তকাম**—যাইতে ইচ্ছুক।

৮৩। **সংহতি**—সঙ্গে।

৮৫। **শুদ্ধ বিপ্রবর**—বিশুদ্ধচিত্ত (ছলনা-চাতুরীর ভাবশূন্য) ব্রাহ্মণবর।

৮৬। **সর্ব্বনাশ**—স্ববাক্য-লঙ্ঘন-জনিত পাপ। **বাসি**—মনে করি। পূর্ববর্তী ৮১ পয়ার হইতে জানা যায়, সন্ন্যাসী যখন নিত্যানন্দ-পিতাকে বলিলেন,—আমি তোমার নিকটে একটি ভিক্ষা চাই, **তখন** তিনি বলিয়াছিলেন—"যে ইচ্ছা তোমার।" হাড়াই পণ্ডিতের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়,

ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ-সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥ ৮৭
রামচন্দ্র পুত্র—দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন ॥ ৮৮
যদ্যপিহ রাম-বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে ॥ ৮৯
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর' মোরে ॥" ৯০
দৈবে সেই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি?
অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপতি? ৯১
চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ গেলা ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে ॥ ৯২
শুনিঞা বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা ॥" ৯৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সন্ন্যাসী যাহা চাহিবেন, তাহা দিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন; সন্ন্যাসীকে তাঁহার প্রার্থিত বস্তু তিনি দিবেন—এই বাক্যই তিনি দিয়াছিলেন। এজন্য স্ববাক্য-লঙ্ঘন-জনিত পাপের আশঙ্কা। অথবা, সামর্থ্য-সত্ত্বে সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রার্থিত বস্তু না দিলেও পাপ হয় বলিয়া তিনি মনে করিলেন। পরবর্তী ৮৮-৮৯ পয়ারোক্তি হইতে এই দ্বিতীয় রকমের অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

৮৭-৮৮। **প্রাণ দান দিয়াছেন** ইত্যাদি—প্রাণদান করিয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহারা নিজেদের মঙ্গল (মঙ্গল-সাধন) করিয়াছেন। "জীবন"-স্থলে "নন্দন"-পাঠান্তর। **পূর্ব্বে**—ত্রেতাযুগে। **বিশ্বামিত্র**—বিশ্বামিত্র ঋষি। **যাচন**—যাচ্ঞা, ভিক্ষা।

৮৯। **রামবিনে**—রামচন্দ্র-ব্যতীত, রামচন্দ্রের সঙ্গহারা হইলে। **রাজা**—রাজা দশরথ। "রাজা"-স্থলে "প্রাণে"-পাঠান্তর। **নাহি জীয়ে**—জীবিত (বাঁচিয়া) থাকিতে পারেন না।

৯১। এই পয়ারটি এবং পরবর্তী পয়ারও গ্রন্থকারের উক্তি। **দৈবে সেই বস্তু** দৈববশতঃ এই হাড়াই-পণ্ডিত সেইবস্তু—সেই দশরথ। **কেনে নহিব সে মতি**—হাড়াই-পণ্ডিত দশরথ বা... তাঁহার সেই (সেই দশরথের ন্যায়) মতি (বুদ্ধি) হইবে না কেন? (অর্থাৎ অবশ্যই হইবে। বিশ্বামিত্রের যাচ্ঞায় স্বীয় প্রাণতুল্য পুত্র রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেওয়ার জন্য দশরথের যেমন মতি হইয়াছিল, এই সন্ন্যাসীর যাচ্ঞায় হাড়াই-পণ্ডিতেরও মতি হইয়াছিল—সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিত্যানন্দকে দেওয়ার জন্য)। **অন্যথা**—হাড়াই-পণ্ডিত যদি দশরথ না হইবেন, তাহা হইলে **লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপতি**—তাঁহার গৃহে লক্ষ্মণের (শ্রীনিত্যানন্দরূপে) উৎপত্তি (জন্ম) হইবে কেন? (ব্রজের বলরামই স্বীয় অংশে লক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সেই বলরামই এখন শ্রীনিত্যানন্দ)। **উৎপতি**—উৎপত্তি, জন্ম। "লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে" স্থলে "লক্ষ্মণের কেনে গৃহে" এবং "লক্ষ্মণ কার গৃহেতে"—পাঠান্তর। কার গৃহেতে—দশরথ ব্যতীত অন্য কাহার গৃহে লক্ষ্মণের উৎপত্তি (জন্ম) হইতে পারে? এই পয়ারে গ্রন্থকার জানাইলেন—হাড়াই-পণ্ডিতরূপে দশরথই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সেজন্যই লক্ষ্মণের অংশী বলরাম নিত্যানন্দরূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্যথা তাঁহার গৃহে নিত্যানন্দ-বলরামের আবির্ভাব সম্ভব নহে।

৯৩। **পতির ইচ্ছাপূরণই পতিব্রতা রমণীর একমাত্র কর্তব্য।** এ-জন্য হাড়াই-পণ্ডিতের মুখে

আইলা সন্ন্যাসি-স্থানে নিত্যানন্দপিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র, নোঙাইয়া মাথা ॥ ৯৪
নিত্যানন্দ লই চলিলেন ন্যাসিবর।
হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥ ৯৫
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই-পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৯৬
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন্ জনে ?
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে ॥ ৯৭
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইলা বিহ্বল।
লোকে বোলে "হাড়ো-ওঝা হইলা পাগল ॥" ৯৮
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥ ৯৯
প্রভু কেনে ছাড়ে, যার হেন অনুরাগ ?
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব ॥ ১০০
স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া ॥ ১০১

নিতাইকরুণা-কল্লোলিনী টীকা

সমস্ত কথা শুনিয়া পদ্মাবতীদেবী বলিলেন যে—**তোমার ইচ্ছা** ইত্যাদি—তোমার যাহা ইচ্ছা, আমারও সেইকথা। তুমি আমার প্রভু; তোমার নিকটে আমার স্বতন্ত্র কোনও ইচ্ছা থাকিতে পারে না।

৯৫। "লই"-স্থলে "সঙ্গে"-পাঠান্তর। পূর্ববর্তী ৬৯-পয়ারে বলা হইয়াছে, "শ্রীনিত্যানন্দ নিজেই গৃহত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নিজে ইচ্ছা করিয়া গৃহত্যাগ করিলে পিতামাতার অত্যন্ত দুঃখ হইবে বলিয়া তখন তিনি গৃহত্যাগ করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন অন্তর-ঈশ্বর ॥ ২।৩।৫৯ ॥—সকলের চিত্তের নিয়ন্তা। তাঁহার প্রেরণাতেই বোধ হয় এই সন্ন্যাসী হাড়াই-পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া নিত্যানন্দকে যাচ্ঞা করিয়াছেন এবং তখন পিতামাতা নিজেরা ইচ্ছা করিয়াই শ্রীনিত্যানন্দের গৃহত্যাগের অনুমতি দিয়াছেন। সন্ন্যাসীর মাধ্যমব্যতীত নিত্যানন্দ যদি নিজের ইচ্ছাতে নিজেই গৃহত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে পিতামাতার যে দুঃখ হইত, তাহা এই দুঃখ হইতেও তীব্রতর হইত। পিতৃমাতৃবৎসল নিত্যানন্দ পিতামাতাকে সেই তীব্রতর দুঃখ দিলেন না। ১।৬।৩০৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৮। ভক্তিরসে—শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ে বাৎসল্য-প্রভাবে।

১০০। অন্বয়। যার (যাঁহার, যে হাড়াই পণ্ডিতের) হেন (এতাদৃশ) অনুরাগ (নিত্যানন্দের প্রতি প্রীতি-বাৎসল্য), তাঁহাকে প্রভু (নিত্যানন্দ) ছাড়েন কেন (ছাড়িয়া গেলেন কেন ?)। (উত্তরে বলা হইয়াছে) ইহা হইতেছে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অচিন্ত্যপ্রভাব (ভগবানের এবং ভগবদ্ভক্তের এক অদ্ভুত লীলা, যাহা সাধারণ লোকের নিকট অচিন্ত্য—যাহার-কার্য-কারণ-সম্বন্ধের বা হেতুর নির্ণয় লোকের পক্ষে অসম্ভব)। পরবর্তী তিন পয়ারে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে।

১০১। **স্বামিহীনা দেবহূতি** ইত্যাদি—দেবহূতি ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা; কর্দম-ঋষির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পূর্বপ্রবর্তিত সাংখ্যযোগ বিলুপ্তপ্রায় হইলে তাহার পুনঃপ্রবর্তনের নিমিত্ত কপিলদেবরূপে ভগবান্ দেবহূতির পুত্ররূপে আত্মপ্রকট করেন। পুত্র কপিলদেবের অনুমতি

ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা—উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥ ১০২
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি॥ ১০৩
পরামার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥ ১০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লইয়া কর্দমঋষি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া বনে চলিয়া গেলেন। তদবধি জননী দেবহূতি **স্বামিহীনা** (স্বামী ছাড়া)। তদনন্তর ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতিকে নানাবিধ তত্ত্বের উপদেশ করিয়া ব্রহ্মবাদিনী মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। "ইতি প্রদর্শ্য ভগবানুশীতমাত্মনো গতিম্। স্বমাত্রা ব্রহ্মবাদিন্যা কপিলোঽনুমতো যযৌ॥ ভা, ৩।৩৩।১২॥"

১০২। ব্যাসহেন বৈষ্ণব ইত্যাদি—পরমভাগবত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের তপস্যালব্ধ সন্তান ছিলেন শ্রীশুকদেব। তিনি দ্বাদশ বৎসর মাতৃগর্ভে ছিলেন; মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রেই মায়া জীবকে কবলিত করিয়া থাকে; তাঁহাকেও মায়া পাছে সেইরূপ কবলিত করে, এই ভয়ে শুকদেব ভূমিষ্ঠ হয়েন নাই। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অভয় পাইয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়াই তিনি বনের দিকে চলিয়া গেলেন; কোথায় ভূমিষ্ঠ হইলেন, কে তাঁহার পিতা-মাতা, ব্রহ্মানন্দ নিমগ্নতাবশতঃ সেই জ্ঞানও তখন তাঁহার ছিল না। "হা-পুত্র! হা-পুত্র!" বলিয়া ব্যাসদেব তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্যাসদেবের আহ্বান তাঁহার শ্রুতিগোচরও হয় নাই। পরে ব্যাসদেব অবশ্য কৌশলে তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরেও শুকদেব কৃষ্ণপ্রেম-রসে নিমগ্ন হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতেন।

১০৩। শচী হেন জননী ইত্যাদি—শচীনন্দন শ্রীগৌর সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত একাকিনী (পতিহীনা) শচীমাতাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। **ন্যাসিমণি**—সন্ন্যাসীদিগের শিরোমণি তুল্য শচীনন্দন।

১০৪। পরমার্থে এই ত্যাগ ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ১০০-১০৩ পয়ার-সমূহে যে ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহা ত্যাগ হইলেও পারমার্থিক-দৃষ্টিতে তাহা ত্যাগ নহে। "এই"-স্থলে "যত"-পাঠান্তর। অর্থ—পরমার্থে যত ত্যাগ, অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তুর জন্য স্বজনাদিকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া—বস্তুতঃ সে সমস্ত ত্যাগ নহে। একথা বলার হেতু এই। লৌকিক জগতে দেখা যায়, আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে নিজের ইচ্ছানুরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি না পাইলে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিরক্ত বা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া লোক তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহা হইতেছে ব্যবহারিক ত্যাগ। এই ত্যাগের হেতুও ব্যবহারিক ব্যাপার—নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি। যে-লোক এতাদৃশ ব্যবহারিক কারণে আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের কোনও

এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে' যেন ইহার শ্রবণে ॥ ১০৫

যেন পিতা—হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥ ১০৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্যবহারিক আনুকূল্যও সাধারণতঃ হয় না। পারমার্থিক আনুকূল্যের তো প্রশ্নই উঠিতে পারে না; কেন না, সেই লোক কোনও পারমার্থিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করে নাই। কিন্তু যিনি পরমার্থভূত বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিদ্বেষাদি তাঁহার থাকে না, তিনি আত্মীয়-স্বজনের পারমার্থিক মঙ্গল কামনাও করিয়া থাকেন। সাধন-ভজনের ফলে ভগবৎকৃপায় তিনি যদি ভক্তিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তির প্রভাবে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং তাঁহার কুলও কৃতার্থ হইতে পারে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে আত্মীয়-স্বজনের ত্যাগ বাস্তবিক ত্যাগ নহে। কেননা, তাঁহার ত্যাগের ফল আত্মীয়-স্বজনও ভোগ করেন। আর জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, তাহাও বাস্তবিক ত্যাগ নহে; কেননা, জগতের কল্যাণ আত্মীয়-স্বজনেরও কল্যাণ, আত্মীয়-স্বজন জগৎ-ছাড়া নহেন। ব্যবহারিক ত্যাগে সম্বন্ধ থাকিলেও সম্বন্ধের অনুরূপ প্রীতির বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; কোনও কোনও স্থলে সম্বন্ধও বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেমন পতিকর্তৃক পত্নীর বা পত্নীকর্তৃক পতির আইনানুমোদিত ত্যাগে। কিন্তু পারমার্থিক ত্যাগে সম্বন্ধের বন্ধন ব্যবহারিকতার গ্লানিমুক্ত হইয়া শুদ্ধা প্রীতির বন্ধনে পরিণত হয় এবং পারমার্থিকতার নির্মল কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। **কোন মহাশয়ে**—কোনও কোনও মহদাশয় ব্যক্তি, পরম ভাবগতই, এ-জাতীয় ত্যাগের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন, অপর লোক তাহা পারেন না।

১০৫। **এ-সকল লীলা ইত্যাদি**—১০১-৩ পয়ারসমূহে কথিত কপিল-শুক-শচীনন্দনের ত্যাগ এবং শ্রীনিত্যানন্দের পিতামাতা-ত্যাগ হইতেছে কেবল জীবের কল্যাণার্থ; ইহা তাঁহাদের লীলামাত্র। আনন্দের উচ্ছ্বাসে যাহা অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহার পরিণামও বাস্তব আনন্দ, তাহাই লীলা। **মহাকাষ্ঠ দ্রবে ইত্যাদি**—এ-সমস্ত ত্যাগের বিবরণ এত করুণ এবং এত মর্মস্পর্শী যে, তাহা শুনিলে অতি কঠিন কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। **দ্রবে**—দ্রবীভূত হয়, গলিয়া যায়। "মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন"-স্থলে "মহাকাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে"-পাঠান্তর।

১০৬। **যেন**—যেমন, যথা। পূর্ব-পয়ারোক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়ার উপক্রমে যেন (যথা) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। **পিতা**—দশরথ। **হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে**—রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে হারাইয়া। তাৎপর্য—পিতৃসত্য পালনের (সুতরাং পিতার পারমার্থিক মঙ্গলের) জন্য শ্রীরামচন্দ্র পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। তখন রামচন্দ্রকে হারাইয়া পিতা দশরথের যে অবস্থা হইয়াছিল, সেই অবস্থার কথা ("নির্ভরে শুনিলে" ইত্যাদি)। "পিতা-হারাইয়া"-স্থলে "পিতা ছাড়িলেন" এবং "সীতা হারাইয়া"-পাঠান্তর আছে। "পিতা ছাড়িলেন"—এই পাঠান্তরের তাৎপর্য

হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ-রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ ভ্রমিঞা বেড়ায়॥ ১০৭

গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী।
নরনারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি॥ ১০৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পূর্বকথিত তাৎপর্যের অনুরূপ। "সীতা হারাইয়া"-পাঠান্তরের তাৎপর্য এইরূপ। "যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে"—যথা, সীতাকে হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দন রামচন্দ্রের যে অবস্থা হইয়াছিল, সেই অবস্থার কথা ("নির্ভরে শুনিলে" ইত্যাদি)। সীতাদেবী দীর্ঘকাল লঙ্কাপুরে ছিলেন বলিয়া এবং সেই সীতাকে রামচন্দ্র পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, প্রজাদের মধ্যে কাণাঘুষা হইতেছে—গুপ্তচর-মুখে এ কথা শুনিয়া, প্রজাদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করিয়া, সীতাদেবীর নির্মল চরিত্রের কথা জানিয়াও যে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় এ-স্থলে "সীতা হারাইয়া"-বাক্যের অভিপ্রেত। অথবা রাবণকর্তৃক সীতার অপহরণের পরের অবস্থাও হইতে পারে। **নির্ভরে**—নিশ্চিন্ত হইয়া, সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, বিশ্বাস করিয়া। "তোমার এই কথায় আমি নির্ভর করিতে পারি না"—এই বাক্যে "নির্ভর"-শব্দের যে অর্থ, এ-স্থলেও সেই অর্থ। **নির্ভরে শুনিলে তাহা**—ইত্যাদি পূর্বোল্লিখিত অবস্থার করুণ কাহিনী বিশ্বাস করিয়া মনঃপ্রাণ দিয়া একান্তচিত্তে শ্রবণ করিলে যবনের চিত্তও দ্রবীভূত হয়, যবনও ক্রন্দন করে।

১০৭। **হেনমতে**—এইরূপ পারমার্থিক উদ্দেশ্যে। **স্বানুভাবানন্দে**—স্বীয় স্বরূপগত ভাবের অনুভাবে (বহির্বিকাশের) আনন্দে। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন বলরাম। বলরামের ভাব হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত ভাব। শ্রীবলরামও বহু তীর্থভ্রমণ করিয়াছেন। তীর্থভ্রমণে তাঁহার হৃদ্‌গত ভাব ছিল জগতের কল্যাণ। তীর্থভ্রমণে তাঁহার হৃদ্‌গত ভাবই বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল। এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দরূপেও তিনি জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার এই তীর্থভ্রমণের আনন্দ হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত বা হৃদ্‌গত ভাবের বহির্বিকাশজনিত আনন্দ। বলরামের তীর্থভ্রমণের কাহিনী ভা. ১০।৭৮-৭৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবলদেব যে-সকল তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দও সে-সকল তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন। "ভ্রমিঞা"-স্থলে "করিয়া"-পাঠান্তর।

১০৮। তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে শ্রীনিত্যানন্দ যে-সকল স্থানে গিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটি স্থানের নাম ১০৮-১৩ পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বে ১।৬ অধ্যায়েও এ-সকল স্থানের নাম বলা হইয়াছে। **গয়া**—১।১২।৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কাশী**—১।৯।১৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রয়াগ**—এলাহাবাদে অতি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ; এ-স্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম হইয়াছে। **মথুরা**—অতি প্রসিদ্ধ স্থান। "রামায়ণ (উত্তর ৮৩) মতে ইহার নাম 'মধুরা' বা মধুপুরী। হরিবংশ-মতে শত্রুঘ্ন ইহার নির্মাতা। সমগ্র ব্রজমণ্ডল। মধু-নামক দৈত্য কর্তৃক রচিত পুরীই উত্তরকালে মধুপুরী বা মথুরা নাম ধারণ করে। মধুদৈত্যের পুত্র লবণকে বধ করিয়া শত্রুঘ্ন ঐ নগরে সর্বপ্রথম

বৌদ্ধাশ্রম দিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, গেলেন মলয়॥ ১০৯
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
ভ্রমেন নির্জ্জন-বনে পরম-নির্ভয়॥ ১১০
গোমতী, গণ্ডকী, গেলা সরযূ, কাবেরী।
অযোধ্যা, দণ্ডকবন বুলেন বিহরি॥ ১১১
ত্রিমল্ল, বেঙ্কটনাথ, সপ্তগোদাবরী।
মহেশ্বর-স্থান গেলা কন্যকানগরী॥ ১১২
রেবা মাহিষ্মতী, মনু তীর্থ, হরিদ্বার।
যহিঁ পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার॥ ১১৩
এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়।
সব দেখি পুন আইলেন মথুরায়॥ ১১৪
চিনিতে না পারে কেহো অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করয়ে দেখি পূর্ব্ব-জন্ম-স্থান॥ ১১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হিন্দু রাজধানী স্থাপন করেন (বাল্মীকি রামায়ণ)। গৌ. বৈ. অ॥" এই মথুরাই দ্বাপরে উগ্রসেন ও কংসের রাজধানী ছিল। **দ্বারাবতী**—দ্বারকা। "গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের মধ্যে বিখ্যাত তীর্থ। আমেদাবাদ হইতে ২৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম এবং বরোদা হইতে ২৭০ মাইল পশ্চিমে। গৌ. বৈ. অ॥" **নরনারায়ণাশ্রম**--১।৬।৩৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৯। "বৌদ্ধাশ্রম দিয়া"-স্থলে "বৌদ্ধ কাশীপুর" এবং "বৌদ্ধালয় গিয়া"-পাঠান্তর। **বৌদ্ধাশ্রম**—বৌদ্ধের ভবন (১।৬।৩৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ব্যাসের আলয়**—১।৬।৩৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **রঙ্গনাথ**—শ্রীরঙ্গম। "ত্রিচিনোপল্লী জিলায় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কুম্ভকোণম্ হইতে ৪।৫ মাইল পশ্চিমে। ভারতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির। ইহার সাত প্রাকার। গৌ. বৈ. অ.॥" এই স্থানে শ্রীরঙ্গনাথের (শেষ-শয্যাশায়ী শ্যামবর্ণ নারায়ণের শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত (গৌ. বৈ. অ.)। **সেতুবন্ধ**—১।৬।৩৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মলয়**—মলয় পর্বত। ১।৬।৩৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১০। "অনন্তের পুর"-স্থলে "অন্তেশ্বর তীর্থ"-পাঠান্তর। **অনন্তের পুর**—'অনন্তপুরম্—[তিরু অনন্তপুরম্ বা পদ্মনাভ-ক্ষেত্র] **বিষ্ণুমূর্ত্তি**—শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ অনন্ত-শয্যাশায়ী। ঐ স্থানের বর্তমান নাম—ত্রিবান্দ্রম। গৌ. বৈ. অ.॥"

১১১। **গোমতী**, গণ্ডকী, সরযূ, কাবেরী ও অযোধ্যার বিবরণ যথাক্রমে ১।৬।৩২৮, ১।৬।৩২৮, ১।৬।৩২৭, ১।৬।৩৩৭ ও ১।৬।৩২৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **দণ্ডকবন**—দণ্ডকারণ্য। "উত্তরে 'খান্দেশ' হইতে দক্ষিণে আহম্মদনগর এবং মধ্যে নাসিক ও আওরঙ্গাবাদ পর্যন্ত গোদাবরী নদীর তীরবর্তী ভূভাগ বা বিস্তৃত বনভূমি। গৌ. বৈ. অ.॥"

১১২। ত্রিমল্ল, বেঙ্কটনাথ, সপ্ত গোদাবরী ও কন্যকানগরীর বিবরণ যথাক্রমে ১।৬।৩৯৮, ১।৬।৩৩৭, ১।৬।৩৩০, ১।৬।৩৪৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। কন্যকানগরীই মহেশ্বর"-স্থান।

১১৩। "রেবা"-স্থলে-"রেমা" এবং "মনু"-স্থলে "মল্ল"-পাঠান্তর। **রেবা**, মাহিষ্মতী, মনুতীর্থের বিবরণ ১।৬।৩৫২ পয়ারের এবং হরিদ্বারের বিবরণ ১।৬।৩২৯ পয়ার টীকায় দ্রষ্টব্য। **যঁহি**—যে-স্থানে, যে-হরিদ্বারে।

১১৫। **অনন্তের ধাম**—সহস্রবদন অনন্তদেবের ধাম (অর্থাৎ আশ্রয়, মূল) বলরাম (অর্থাৎ

নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে ॥ ১১৬
আহারের চেষ্টা নাহি করয়ে কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায় ॥ ১১৭
কেহো নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার ॥ ১১৮
কদাচিত কোনো দিনে করে দুগ্ধ-পান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান ॥ ১১৯
এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ॥ ১২০
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন—পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ ॥ ১২১
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস ॥ ১২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিত্যানন্দরূপ বলরাম)। চিনিতে না পারে ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ যে ব্রজের বলরাম, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। **পূর্ব্ব জন্মস্থান**—পূর্বে (দ্বাপর যুগে) বলরামরূপে স্বীয় জন্মস্থান। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ স্থলে-পাঠান্তর—"হুঙ্কার গর্জন ঘন (পুন) দেখি পূর্বস্থান ॥" পূর্বস্থান—দ্বাপরযুগে স্বীয় লীলাস্থান।

১১৬। **আর নাহি স্ফুরে**—বাল্যভাবব্যতীত অন্যভাব স্ফুরিত হয় না।

১১৮। "তান চরিত্র উদার"-স্থলে "ভাব চরিত্র তাঁহার"-পাঠান্তর—তাঁহার ভাব ও আচরণের মর্ম। **কৃষ্ণরস বিনে**—দ্বাপর-লীলায় বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম যে-ভাবে খেলাধূলা করিতেন, শ্রীনিত্যানন্দও বলরামের বাল্যভাবে আবিষ্ট হইয়া যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিতই খেলাধূলা করিতেছেন—এইভাবে আবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে খেলাধূলা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত এইভাবে খেলাধূলার আনন্দকেই এ-স্থলে "কৃষ্ণরস" বলা হইয়াছে। এই আনন্দে তিনি এতই বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণার কথাও মনে জাগিত না; এই আনন্দই ছিল তখন তাঁহার একমাত্র উপজীব্য।

১২০। **এইমত**—উল্লিখিতরূপ খেলাধূলায় এবং কৃষ্ণরস-পানে। **নবদ্বীপে প্রকাশ** ইত্যাদি—তখন শ্রীশচীনন্দন নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

১২১। **দুঃখ পায়** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৫৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১২২। **নিত্যানন্দ জানিলেন** ইত্যাদি—মহাপ্রভু যে নবদ্বীপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, বৃন্দাবনে থাকিয়া নিত্যানন্দ তাহা জানিতে পারিলেন। পূর্ববর্তী ৫৯ পয়ার দ্রষ্টব্য। **যে অবধি**—অবধি অর্থ—শেষ। এ-স্থলে "অবধি"-শব্দে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আত্মগোপনের শেষই অভিপ্রেত। **যে অবধি লাগি**—মহাপ্রভুর যে আত্মগোপনের শেষের জন্য—শেষের অপেক্ষায়, **করে বৃন্দাবনে বাস**—নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, এক্ষণে মহাপ্রভুর আত্ম-প্রকাশের কথা জানিয়া নিত্যানন্দ বুঝিতে পারিলেন, প্রভুর আত্মগোপনের শেষ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ১।৬।৪১২-১৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

জানিঞা আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্যের ঘরে ॥ ১২৩
নন্দন-আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্য-সম ॥ ১২৪
মহা-অবধূত-বেশ — প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি-গতি-স্থান দেখি মহা-ধীর ॥ ১২৫
অহর্নিশ বদনে বোলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম ॥ ১২৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৩। **জানিঞা**—নবদ্বীপে মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া। **ঝাট**—অবিলম্বে তাড়াতাড়ি।

১২৪। **দেখি**—দেখিয়া; নন্দনাচার্য নিত্যানন্দের কোটিসূর্য্যসম মহা তেজোরাশি দেখিয়া (এবং তাঁহাকে নিজগৃহে পাইয়া হরষিত হইলেন। পরবর্তী ১৩৫ পয়ারের সহিত অন্বয়)। নন্দনাচার্য নিত্যানন্দের সম্বন্ধে আরও কি দেখিলেন, তাহা পরবর্তী ১২৫-৩১ পয়ারে বলা হইয়াছে।

১২৫। **নিরবধি-গতি**—নিরবধি (নিরন্তর, সর্বদা) গতি (চাঞ্চল্য) যাহার, তাহা হইতেছে নিরবধি-গতি (প্রতিক্ষণে চঞ্চল, অস্থির) বহুব্রীহি সমাস। **নিরবধি গতি-স্থান**—নিরবধি-গতি (প্রতিক্ষণে চঞ্চল) স্থানসমূহ (অঙ্গের স্থানসমূহ—চক্ষুর আবরণ প্রভৃতি) দেখি—দেখিতে **মহাধীর**—অতি স্থির। লোকের চক্ষুর আবরণাদি যে-সকল স্থান সর্বদা চঞ্চল থাকে, নিত্যানন্দের সে-সমস্ত স্থান অত্যন্ত স্থির, অচঞ্চল। তাঁহার চক্ষুর পলকাদির উত্থান-পতন ছিল না। "গতি-স্থান"-স্থলে "গতিস্থলে" এবং "গভীরতা"-পাঠান্তর। "গতি-স্থলে"-পাঠান্তর অর্থ পূর্ববৎ। "গভীরতা"-পাঠান্তরে, গভীরতা—গাম্ভীর্য। নিরবধি-গভীরতা—নিরন্তর (সর্বদা) গাম্ভীর্য। সেজন্য "দেখি—দেখিতে—মহাধীর"।

১২৬। **ধাম**—ধাম-অর্থ জ্যোতিও হয়, আসন-শয্যাদি আধারও হয়। এ-স্থলে উভয় অর্থই প্রযোজ্য। **চৈতন্যের ধাম**—শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন শ্রীচৈতন্যের জ্যোতিঃ বা আলোক। শ্রীচৈতন্যরূপ সূর্যের কিরণ-স্থানীয় হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ। সূর্য উদিত হইলে তাহার কিরণে জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, ধর্ম-কর্মের প্রকাশ হয়। তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের দ্বারা, ভগবদ্‌বিষয়ে এবং নিজের বিষয়ে জীবের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূর করাইয়াছেন এবং জীবকে ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। আবার শ্রীবলদেব যেমন শয্যা, আসন, পাদুকাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের আধার-রূপেও) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই বলরাম শ্রীনিত্যানন্দরূপেও শ্রীচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের তৎসমস্ত সেবা করিয়া থাকেন। ১।১।১৪-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **ত্রিভুবনে অদ্বিতীয়**—শ্রীচৈতন্যের ধামরূপে শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ত্রিভুবনে অদ্বিতীয়, ত্রিভুবনে তাঁহার দ্বিতীয় স্থানীয় কেহ নাই। কেননা যে-কারণে বলরামের একটি নাম "শেষ", সেই কারণে নিত্যানন্দরূপ বলরামও "শেষ"। এই "শেষত্ব" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা, অপর কাহারও নাই (১।১।১৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং তিনি হইতেছেন অদ্বিতীয়।

নিজানন্দে ক্ষণেক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহা-মত্ত যেন বলরাম-অবতার ॥ ১২৭
কোটি চন্দ্র জিনিঞা বদন মনোহর।
জগত-জীবন হাস সুরঙ্গ অধর ॥ ১২৮
মুকুতা জিনিঞা শ্রীদশনের জ্যোতি।
আয়ত অরুণ দুই লোচন-সুভাঁতি ॥ ১২৯
আজানু-লম্বিত ভুজ, সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কমলবত পদযুগ দক্ষ ॥ ১৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৭। **নিজানন্দে**—স্বীয় স্বরূপভূত আনন্দে ; অর্থাৎ গৌরপ্রীতির আনন্দে। শ্রীনিত্যানন্দ সর্বদা গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা। এই গৌরপ্রেম হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত বস্তু। **মহামত্ত**—গৌরপ্রেমে মহামত্ত। **যেন বলরাম অবতার**—বলরাম যেরূপ (যেন) কৃষ্ণপ্রেমে মহামত্ত, তাঁহার (সেই বলরামের) অবতার শ্রীনিত্যানন্দও তদ্রূপ গৌরপ্রেমে মহামত্ত। এ-স্থলে "যেন বলরাম অবতার"-এই বাক্যের "ঠিক যেন বলরামের অবতার"-এইরূপ অর্থ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না ; কেননা, এইরূপ অর্থে, নিত্যানন্দ যে বলরামের অবতার, অর্থাৎ বলরামই যে নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ অর্থের প্রতীতি জন্মে না ; বলরামের অবতারের যেরূপ আচরণ, নিত্যানন্দের আচরণও তদ্রূপ—এইরূপ প্রতীতিই জন্মে। কিন্তু নিত্যানন্দ যে স্বয়ং বলরাম—একথা গ্রন্থকার পূর্বে বহুস্থলেই বলিয়া গিয়াছেন (১।১।৫৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)। "যেন"-শব্দটিকে যদি সংস্কৃত শব্দ (যৎ-শব্দের তৃতীয়ার একবচন) মনে করা যায়, তাহা হইলে "মহামত্ত যেন"-ইত্যাদি পয়ারার্ধের অর্থ বেশ পরিস্ফুট হয়। "যেন"—যেন হেতুনা, যেহেতু। "মহামত্ত—যেন (যেহেতু তিনি) বলরামের অবতার (বলরামই নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন)।

১২৮। **জগত-জীবন হাস**—শ্রীনিত্যানন্দের হাসি জগতের (জগতবাসী জীবের) জীবন (জীবনী-শক্তি) তুল্য। জগদ্‌বাসী অনাদিবহির্মুখ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া সংসার-সুখে মত্ত। শ্রীকৃষ্ণসেবা—অর্থাৎ জীবস্বরূপের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য—তাহার নাই ; সুতরাং জীব-স্বরূপ বা জীবাত্মা যেন জীবনীশক্তিহীন হইয়াই রহিয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দের হাসি তাহার অনাদিবহির্মুখতা এবং তজ্জনিত সংসার-সুখ-প্রয়াসকে দূরীভূত করিয়া দেয়, জীবকে তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রবর্তিত করে, জীবকে যেন জীবনী-শক্তি দান করিয়া থাকে। **সুরঙ্গ**—সু (উত্তম) রঙ্গ (নিজানন্দ) যাহাতে, তাহা হইতেছে সুরঙ্গ। ইহা অধরের বিশেষণ। শ্রীনিত্যানন্দের অধরে তাঁহার স্বরূপগত গৌরপ্রেমের আনন্দ খেলা করিতেছে। অথবা, অতি উত্তম রক্তবর্ণবিশিষ্ট। "সুরঙ্গ"-স্থলে "সুন্দর"-পাঠান্তর।

১২৯। **মুকুতা**—মুক্তা। **শ্রীদশনের**—পরম-শোভাসম্পন্ন দন্তের। **ভাঁতি**—"প্রকার (হিন্দী-ভাঁতি)। অ. প্র.।" **সুভাঁতি**—উত্তম প্রকার। **লোচন-সুভাঁতি**—চক্ষুর উত্তম প্রকার (উত্তম-প্রকারের গঠনাদি)। নিত্যানন্দের চক্ষুর গঠনাদি অতি উত্তম—আয়ত (আকর্ণ-বিস্তৃত), অরুণ (ঈষৎ রক্তাভ), ঘন-সুন্দর পক্ষ্মবিশিষ্ট ইত্যাদি।

১৩০। **সুপীবর**—সুন্দররূপে উন্নত। **কমলবত পদযুগ**—নিত্যানন্দের চরণদ্বয় পদ্মের ন্যায়

পরম-কৃপায়ে করে সভারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখবাক্য কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ ॥ ১৩১
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল-ভুবনে জয়জয়ধ্বনি গায় ॥ ১৩২
সে মহিমা বোলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিলা গৌরসুন্দরের দণ্ড ॥ ১৩৩
বণিক অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁর ॥ ১৩৪
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হৈয়া।
রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া ॥ ১৩৫
নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ ১৩৬
নিত্যানন্দ-আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত-হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥ ১৩৭
পূর্ব্ব ব্যপদেশে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহো মর্ম্ম নাহি জানে ॥ ১৩৮
"আরে ভাই! দিন দুইতিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে ॥" ১৩৯
দৈবে সেইদিন বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ ॥ ১৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(সুকোমল)। "কমলবত"-স্থলে "কোমল বড়"-পাঠান্তর। **চলিতে দক্ষ**—অতি সুকোমল হইলেও চরণদ্বয় চলিতে (চলা-ফেরা করিতে) নিপুণ।

১৩১। **কৃপায়ে**—কৃপাবশতঃ। **করে সভারে সম্ভাষ**—সকলের সঙ্গে সম্ভাষা করেন (কথা-বার্তা বলেন)। **কর্ম্মবন্ধনাশ**—মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের সমস্ত কর্মবন্ধন (মায়াবন্ধন) বিনষ্ট হয়।

১৩৩। **সে মহিমা**—সেই নিত্যানন্দের মহিমা। **প্রচণ্ড**—মহাশক্তিশালী। **যে প্রভু ভাঙ্গিলা** ইত্যাদি—সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে শ্রীনিত্যানন্দ-জগদানন্দাদিকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন। যাওয়ার পথে যখন তিনি স্বর্ণরেখা-নদীতীরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

১৩৪। **বণিক**—সুবর্ণবণিকাদি-কুলে জাত লোকদিগকে। **অধম**—অধম-কুলে জাত লোক-দিগকে। **মূর্খ**—মূর্খ লোকদিগকেও। **যে করিলা পার**—যিনি ভবসমুদ্র পার করিয়াছেন, সংসার-বন্ধন ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তিমান্ করিয়াছেন। "বণিক"-স্থলে "বালক"-পাঠান্তর।

১৩৭। "অনন্ত"-স্থলে "অন্তরে" এবং "অন্তর"-স্থলে-"বিস্তর"-পাঠান্তর।

১৩৮। **পূর্ব্ব**—পূর্বে, নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমনের পূর্বে। **ব্যপদেশে**—কথার ছলে, কথায়-কথায়, ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে। **ব্যঞ্জিয়া আছেন**—ব্যক্ত করিয়াছেন। **কেহো মর্ম্ম নাহি জানে**—ইঙ্গিতে প্রভু যে নিত্যানন্দের আগমনের কথাই বলিয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। প্রভু কি বলিয়াছিলেন, পরবর্তী পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

১৩৯-১৪০। "দিন"-স্থলে "সব" এবং "সবে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য্য—সবেমাত্র দুই-তিন দিনের মধ্যে, বেশী বিলম্বে নহে। **এথারে**—এই স্থানে, নবদ্বীপে। **সেই দিন**—যেই দিন শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে নন্দনাচার্যের গৃহে আসিয়াছেন, তাহার পরের দিন।

সভাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে।
"আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে ॥ ১৪১
তাল-ধ্বজ এক রথ—সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ—আমার দুয়ার ॥ ১৪২
তার পাছে দেখি এক প্রকাণ্ড-শরীর।
মহা এক স্তম্ভ কান্ধে, গতি নহে স্থির ॥ ১৪৩
বেত্র-বান্ধা এক কাণা-কুম্ভ বাম-হাথে।
নীলবস্ত্র-পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে ॥ ১৪৪
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর হেন তান বুঝিয়ে চরিত্র ॥ ১৪৫
'এই বাড়ী নিমাঞিপণ্ডিতের হয়ে হয়ে ?'
দশ-বার বিশ-বার এই কথা কহে ॥ ১৪৬
মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ॥ ১৪৭
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাঙ আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি 'কোন্ মহাজন তুমি' ? ১৪৮
হাসিয়া আমারে বোলে 'এই ভাই হয়ে।
তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে' ॥ ১৪৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪১-১৪২। **আজি**—পূর্বরাত্রিতে। **অপরূপ**—অদ্ভুত। প্রভু স্বপ্নে কি দেখিয়াছেন, পরবর্তী ১৪২-৫০ পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে। **তালধ্বজ**—সম্ভবতঃ তালবৃক্ষাঙ্কিতধ্বজাবিশিষ্ট। তালধ্বজ —শব্দে শ্রীবলরামকেও বুঝায়। "তালধ্বজঃ। বলদেবঃ। ইতি হলায়ুধঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান।" **তালধ্বজ এক রথ**—যাহার শীর্ষদেশে তালবৃক্ষাঙ্কিত ধ্বজা শোভা পাইতেছে, এমন একখানা রথ। ইহা তালধ্বজ-বলরামের রথ। **সংসারের সার**—অসার (অনিত্য) সংসারে একমাত্র সার (নিত্য) বস্তু। চিন্ময়। **দুয়ার**—দ্বারে, দ্বারদেশে।

১৪৩। **তার**—সেই রথের। **পাছে**—পশ্চাতে, পেছনে। "পাছে"-স্থলে "মাঝে"-পাঠান্তর। তার মাঝে—সেই রথের মধ্যে। "মাঝে" পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় ; যিনি রথ লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে রথে উপবিষ্ট থাকাই স্বাভাবিক। তবে বিশ্বম্ভরের দ্বারদেশে আসিয়া তিনি যদি রথ হইতে নামিয়া থাকেন, তাহা হইলে রথের পাছে থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব না হইলেও তিনি রথের পশ্চাতে থাকিলে সম্মুখভাগ হইতে তাঁহাকে কিরূপে দেখা যাইবে ? রথের সম্মুখভাগে থাকিলে তিনি দৃষ্ট হইতে পারেন। **প্রকাণ্ড শরীর**—বিরাট-কায়। **স্তম্ভ**—মুষল, লৌহ-নির্মিত মুদ্গর। **গতি নহে স্থির**—তাঁহার গতি স্থির নহে, তিনি চঞ্চল, প্রেমোন্মত্ততায় অস্থির।

১৪৪। **কাণাকুম্ভ**—ভাঙ্গা কলসী। "কাণা কুম্ভ"-স্থলে "কালা কুম্ভ" এবং "কমণ্ডলু"-পাঠান্তর। কালা কুম্ভ—কালো বর্ণের কলসী। কমণ্ডলু—জলপাত্র।

১৪৫। **বাম শ্রুতি মূলে**—বাম কর্ণের মূলদেশে। **হলধর হেন** ইত্যাদি—তাঁহার চরিত্র (আচরণে—প্রেমচাঞ্চল্যে, বেশ-ভূষাদিতে এবং রথে তাঁহার) চরিত্র (আচরণ-প্রেমচাঞ্চল্য, ব্যবহৃত বেশ-ভূষাদি, তালধ্বজ-রথে আগমনাদি) দেখিলে বুঝা যায়, তিনি যেন হলধর—বলরাম।

১৪৭। **অবধূত**—১।৬।৩৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পরম প্রচণ্ড**—অত্যন্ত শক্তিশালী, মহা-বলবান্। **উদ্দণ্ড**—মহাপ্রতাপশালী। "উদ্দণ্ড"-স্থলে "উদ্ধত"-পাঠান্তর।

১৪৯। **এই ভাই হয়ে**—ওহে! আমি তোমার ভাই হই। **কালি**—আগামী কল্য।

হরিষ বাঢ়িল শুনি তাহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই সম ॥" ১৫০
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর-ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর ॥ ১৫১
"মদ আন' 'মদ আন' " বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥ ১৫২
শ্রীবাসপণ্ডিত বোলে "শুনহ গোসাঞি!
যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি ॥ ১৫৩
তুমি যারে বিলাও, সে-ই সে তারে পায়।"
কম্পিত সকল-গণ, দূরে রহি চায় ॥ ১৫৪
মনেমনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
"অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ ॥" ১৫৫
আর্য্যা তর্জ্জা পঢ়ে প্রভু অরুণ-নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ—যেন সঙ্কর্ষণ ॥ ১৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫০। **বাসোঁ**—মনে করি। **সেই সম**—সেই মহাপুরুষ যাহা বলিলেন, তাহার মত—তাঁহার ভাইয়ের মত। অথবা, তাঁহার মতন। "সেই সম"-স্থলে "তান সম"-পাঠান্তর। তান সম—তাঁহার (সেই মহাপুরুষের) সমান। বস্তুতঃ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ সমান; যেহেতু, বলদেব শ্রীকৃষ্ণের "বিলাস"-রূপ। তেমনি নিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যও তত্ত্বতঃ সমান; নিত্যানন্দও শ্রীচৈতন্যের "বিলাস"রূপ। "বিলাস" হইতেছে একটি পারিভাষিক শব্দ, শ্রীকৃষ্ণের এক স্বরূপকে বুঝায়। লঘুভাগবতামৃতে "বিলাসের" এইরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। "স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥—স্বয়ংরূপের যে স্বরূপ, লীলা-বিশেষের জন্য, ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়েন, অথচ শক্তিতে যে স্বরূপ প্রায়শঃ মূলরূপের তুল্য (প্রায়শঃ শব্দে কোনও কোনও গুণে মূলস্বরূপ হইতে ঊনতা বুঝায়। টীকায় বলদেববিদ্যাভূষণের উক্তি), তাঁহাকে বিলাস-রূপ বলে।" এই শ্লোকের মর্ম প্রকাশ করিয়া কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় 'বিলাস' তার নাম ॥ যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ। যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ। চৈ. চ. ১।১।৩৮-৩৯ ॥" শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, কিন্তু বলরাম শ্বেতবর্ণ; বর্ণ ভিন্ন বলিয়া, অথচ স্বরূপে অভিন্ন বলিয়া, বলরাম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের "বিলাস-স্বরূপ"। শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরবর্ণ, কিন্তু নিত্যানন্দ ঈষৎ-রক্তাভ গৌরবর্ণ বলিয়া এবং স্বরূপে অভিন্ন বলিয়া নিত্যানন্দও শ্রীগৌরাঙ্গের "বিলাস-স্বরূপ"।

১৫১। **হলধর ভাবে**—শ্রীবলদেবের ভাবে। স্বপ্নে প্রভু বলদেবকেই দেখিয়াছেন, বলদেবের সঙ্গেই কথা বলিয়াছেন। ভক্তবৃন্দের নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত, অর্থাৎ বলদেবের বৃত্তান্ত, বলিতে বলিতে প্রভু বলদেবের ভাবে আবিষ্ট হইলেন।

১৫৩। **তুমি যে মদিরা** ইত্যাদি—তুমি যে মদিরা (মদ) চাহিতেছ, তাহা তোমার নিকটেই আছে, আমাদের কাহারও নিকটে তাহা নাই; সুতরাং আমরা তোমাকে তাহা কিরূপে দিব। শ্রীবাসপণ্ডিত "প্রেমরূপ মদিরার" কথাই বলিয়াছেন।

১৫৪। **তারে পায়**—সেই প্রেম-মদিরাকে পাইতে পারে। "তারে"-স্থলে "তাহা"-পাঠান্তর।

১৫৬। **আর্য্যা-তর্জ্জা**—আর্যা ও তর্জা হইতেছে দুইটি ছন্দের নাম। লৌকিকী ভাষায় আর্যা-তর্জা বলিতে "ছড়া" ও "হেয়ালী" বুঝায়। **সঙ্কর্ষণ**—বলরাম।

ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন-অর্থ সভারে বাখানে রামমিত্র ॥ ১৫৭
"হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এই কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা ॥ ১৫৮
পূর্ব্বে মুঞি বলিয়াছোঁ তোমা' সভার স্থানে।
'কোন মহাজন সনে হৈব দরশনে' ॥ ১৫৯
চল হরিদাস! চল শ্রীবাসপণ্ডিত!
চাহ গিয়া দেখি কে আইলা কোন্ ভিত ॥" ১৬০
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব-নবদ্বীপ চাহি বুলয়ে হরিষে ॥ ১৬১
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই-জন।
"এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণ ॥" ১৬২
আনন্দে বিহ্বল দুঁহে চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেকো উদ্দেশ কোথাও নাহি পায় ॥ ১৬৩
সকল নদীয়া তিন-প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহোঁ না দেখিয়া ॥ ১৬৪
নিবেদিল আসি দোঁহে প্রভুর চরণে।
"উপাধিক কোথাহ নহিল দরশনে ॥ ১৬৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৭-১৫৮। স্বভাবচরিত্র—স্বাভাবিক আচরণবিশিষ্ট, সহজ অবস্থাপ্রাপ্ত। **স্বপ্ন-অর্থ**—স্বপ্নের তাৎপর্য। **বাখানে**—ব্যাখ্যা করেন, খুলিয়া বলেন। "স্বপ্ন-অর্থ সভারে বাখানে"-স্থলে "স্বপ্ন অনুভবে বাখানেন"-পাঠান্তর। অর্থ—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারে যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা খুলিয়া বলিলেন। **রামমিত্র**—বলরামের মিত্র (বান্ধব বা সখা); শ্রীগৌর-কৃষ্ণ। **কোন মহাপুরুষেক**—কোনও এক মহাপুরুষ। **এথা**—এই নবদ্বীপে।

১৬০। "আইলা"-স্থলে "আইসে"-পাঠান্তর। **কোন্‌ভিত**—কোন্ দিকে।

১৬১। দুই মহা ভাগবত—শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাস ঠাকুর। **বুলয়ে**—ভ্রমণ করেন।

১৬৫। উপাধিক—ঔপাধিক। উপাধি-শব্দ হইতেই উপাধিক (ঔপাধিক)-শব্দ নিষ্পন্ন। যাহা সাধ্যের (উৎপাদ্য বস্তুর) ব্যাপক, কিন্তু সাধনের (হেতুর) ব্যাপক নহে, তাহাকে বলে উপাধি। "সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিঃ ॥" আর্দ্র কাষ্ঠের সহিত অগ্নির সংযোগ হইলে ধূমের উৎপত্তি হয়। এ-স্থলে "ধূম" হইতেছে "সাধ্য—উৎপাদ্য বস্তু", আর তাহার সাধন বা হেতু হইতেছে অগ্নি। কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব হইতেছে উপাধি; কেননা, সাধ্য ধূমের উপর আর্দ্রত্বের ব্যাপ্তি আছে—কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব আছে বলিয়াই ধূমের উৎপত্তি; আর্দ্রত্ব না থাকিলে ধূম জন্মিত না; কিন্তু এই ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্দ্রত্বের ব্যাপ্তি নাই; অগ্নির উৎপত্তির জন্য আর্দ্রত্বের প্রয়োজন হয় না। সকল দাহ্যবস্তুতেই যে আর্দ্রত্ব থাকে, তাহা নহে। দাহ্যবস্তুতে যদি আর্দ্রত্ব থাকে, তাহা হইলেই ধূমের উৎপত্তি হয়। এই আর্দ্রত্বরূপ উপাধি হইতেছে আগন্তুক বস্তু, দাহ্যবস্তুতে আর্দ্রতার (জলের) আগমন হয় বলিয়াই ধূমের উৎপত্তি। জীবের সংসারিত্বের উপাধিও হইতেছে অনাদি-বহির্মুখতা; তাহাও আগন্তুক, জীবের স্বরূপভূত বস্তু নহে। আগন্তুক বলিয়াই বহির্মুখত্ব অপসারণীয়। উপাধি আগন্তুক বস্তু বলিয়া উপাধিক বা ঔপাধিককেও আগন্তুক বলা যায়। এই পয়ারের "উপাধিক"-শব্দের অর্থও আগন্তুক। **উপাধিক কোথা ইত্যাদি**—শ্রীবাসপণ্ডিত এবং হরিদাসঠাকুর প্রভুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, কোনও স্থানেই আগন্তুক কোনও লোকের (অর্থাৎ নবদ্বীপে নবাগত কোনও লোকের, নবদ্বীপের স্থায়ী বাসীন্দা নহেন, এমন কোনও লোকের দর্শন পাইলাম না)।

কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী. কি গৃহস্থ স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর-আদি—দেখিল সকল ।। ১৬৬
চাহিলাঙ সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু! গিয়া আর গ্রাম ॥" ১৬৭
দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝায়েন 'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ' ॥ ১৬৮
এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি উঠিয়া পলায় ॥ ১৬৯
পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে' শঙ্কর।
এই পাকে অনেক যাইব যম-ঘর ॥ ১৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৬। কি কি রকম লোকের গৃহে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন, এই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। "কি গৃহস্থ"-স্থলে "কিবা জ্ঞানী"-পাঠান্তর। **স্থল**—স্থান, গৃহ।

১৬৭। **আর গ্রাম**—নবদ্বীপের বাহিরের কোনও গ্রাম।

১৬৮। **ছলে**—ব্যপদেশে, ভঙ্গীতে। শ্রীবাস এবং হরিদাস বহু অনুসন্ধান করিয়াও যে নিত্যানন্দকে পাইলেন না—এই ব্যাপারে মহাপ্রভু ভঙ্গীতে জগতের জীবকে বুঝাইলেন যে, **বড় গূঢ় নিত্যানন্দ**—নিত্যানন্দ অত্যন্ত গোপনীয়, অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। পরবর্তী ১৭১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৬৯-১৭০। **গৌরচন্দ্র গায়**—গৌরচন্দ্রের গান করে, গৌরচন্দ্রের নাম-মহিমাদি-কীর্তন করে; কিন্তু **নিত্যানন্দ-নাম শুনি** ইত্যাদি—নিত্যানন্দের নাম শুনিতেও ইচ্ছা করে না, যে-স্থানে নিত্যানন্দের প্রসঙ্গ হয়, সে-স্থান ছাড়িয়া বরং অন্যত্র পলায়ন করে। নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি তো নাই-ই, বরং উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা আছে। আবার কেহ **যেন**—যেমন, **পূজয়ে গোবিন্দ**—গোবিন্দের, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করে; কিন্তু **না মানে শঙ্কর**—শঙ্করকে (মহাদেবকে, শিবকে) মানেনা, শিবের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করে না, বরং উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই রকম **অনেক** লোক আছে। তাহাদের সকলেই **এই পাকে**—এই প্রকারে, এই প্রকার আচরণে, এক ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রদর্শন করিয়াও অপর ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে **যমঘর**—নরকে, **যাইবে**—গমন করিবে। ভগবৎ-স্বরূপের অবজ্ঞাজনিত অপরাধে তাহাদের সকলকেই নরক-ভোগ করিতে হইবে। "পাকে"-স্থলে "পাপে"-পাঠান্তর।

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সকল ভগবৎ-স্বরূপ মহিমাদিতে স্বয়ংভগবানের সমান না হইলেও তত্ত্বে সমান—এক। মায়াতীত সকল ভগবৎ-স্বরূপই সচ্চিদানন্দ এবং সর্বগ, অনন্ত, বিভু। সুতরাং যাঁহারা স্বয়ংভগবানের (গৌরচন্দ্রের বা গোবিন্দের) প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন, অথচ অপর ভগবৎ-স্বরূপের (নিত্যানন্দের বা শিবের) প্রতি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের এই উপেক্ষা বা অবজ্ঞা তাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র স্বয়ংভগবানের উপেক্ষায় বা অবজ্ঞাতেই পর্যবসিত হয়। বৃক্ষের মূলদেশে জল দিয়াও যদি কোনও একটি শাখায় আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে যেমন সেই বৃক্ষেই আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়, কিম্বা কোনও লোকের চরণ-বন্দনাদি করিয়াও যদি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে ॥ ১৭১

না বুঝি যে নিন্দে' তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥ ১৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আঘাত করা হয়, তাহা হইলে যেমন সেই লোককেই আঘাত করা হয়, তদ্রূপ শ্রীগৌরের বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়াও যদি কেহ তাঁহাদরই অংশ, তাঁহাদেরই আবির্ভাব-বিশেষ শ্রীনিত্যানন্দের বা শিবের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সেই অবজ্ঞা শ্রীগৌরের বা শ্রীকৃষ্ণের অবজ্ঞাতেই পর্যবসিত হয়। বস্তুতঃ কোনও এক ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিয়াও যদি কেহ অপর ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে এই অবজ্ঞা তাঁহার উপাস্য-স্বরূপের অবজ্ঞাতেই পর্যবসিত হয়; কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, সকল মায়াতীত ভগববৎ-স্বরূপই তত্ত্বতঃ অভিন্ন। এইরূপ যাঁহারা করেন, তাঁহারা ভগবদবজ্ঞাজনিত অপরাধে অপরাধী; এই অপরাধের অনুরূপ শাস্তি তাঁহাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে।

১৭১। **বড় গূঢ় ইত্যাদি**—এই শ্রীচৈতন্য-অবতারে শ্রীচৈতন্যেরই এক স্বরূপ যে নিত্যানন্দ, তিনি হইতেছেন অত্যন্ত গূঢ় (গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন); তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব, স্বরূপ-গত গুণ—মহিমাদি—একটা আবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; সেই আবরণের অন্তরালে অবস্থিত তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বাদি নিজের চেষ্টায় কেহ জানিতে পারে না। তবে **চৈতন্য দেখায় যারে ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়া যাঁহাকে জানান, একমাত্র তিনিই শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব-মহিমাদি জানিতে পারেন। "দেখিতে পারে"-স্থলে "দেখিব তাঁরে"-পাঠান্তর।

১৭২। **না বুঝি ইত্যাদি**—অগাধ (অতি গভীর) সমুদ্রের বাহিরের তরঙ্গাদি মাত্র দেখিয়া তাহার তলদেশে কি বস্তু আছে, তাহা যেমন কেহ বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্রের (আচরণের) বাহিরের আবরণটি দেখিয়াও সেই আচরণের গূঢ়মর্ম কেহ বুঝিতে পারে না; বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ নিত্যানন্দের নিন্দা করে, তাহা হইলে, **পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি ইত্যাদি**—নিত্যানন্দের নিন্দার পূর্বে তাহার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকিলেও, তাহার সেই কৃষ্ণভক্তি আর থাকে না, তাহার কৃষ্ণভক্তি বাদ পড়িয়া যায়, ক্ষয় হইয়া যায়। **বাধ**—বাদ; জমা হইতে যেমন খরচ বাদ দেওয়া হয়, তদ্রূপ। অথবা, পাতনার সহিত ধান আনিয়া যেমন পাত্‌না বাদ দেওয়া হয়, তদ্রূপ। যাহা বাদ দেওয়া হয়, তাহা আর ভাণ্ডারে থাকে না। এই "বাধ"-শব্দ-সম্বন্ধে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"সকল পুঁথিতে সর্ব্বত্রই 'বাধ'—পাঠের পরিবর্তে 'বাদ' পাঠ আছে।" এজন্য তিনি "বাধ"-এবং "বাদ" একার্থক মনে করিয়াছেন। ভগবৎ-স্বরূপের নিন্দার প্রভাবেই ভক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই গ্রন্থেরই পরবর্তী বিবরণে দেখা যাইবে, ব্রজবিহারী শ্রীবলরামের বাল্যভাবের আবেশে শ্রীনিত্যানন্দ কখনও কখনও উলঙ্গ হইয়া বিচরণ করিতেন। তাঁহার এই সময়ের উলঙ্গতার গূঢ়রহস্য যাহারা জানিতে পারে না, তাহারা তাঁহার নিন্দা করিতেও পারেন; কিন্তু এই নিন্দার ফল কিরূপ বিষময়, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

সর্ব্বথা শ্রীবাস-আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে ॥ ১৭৩
ক্ষণেকে ঠাকুর বোলে ঈষত হাসিয়া।
"আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়া ॥" ১৭৪
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব-ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি সভে করিলা গমন ॥ ১৭৫
সভা' লই প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
জানিঞা উঠিলা গিয়া শ্রীগৌরসুন্দরে ॥ ১৭৬
বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ রতন।
সভে দেখিলেন—যেন কোটি-সূর্য্য-সম ॥ ১৭৭
অলক্ষিত-আবেশ—বুঝন নাহি যায়।
ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায় ॥ ১৭৮
মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণ-সহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার ॥ ১৭৯
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্ব-গণ দাণ্ডাইয়া।
কেহো কিছু না বোলয়ে রহিল চা'হিয়া। ১৮০
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ—প্রাণের ঈশ্বর ॥ ১৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৩। **সর্ব্বথা শ্রীবাস-আদি** ইত্যাদি—শ্রীবাস পণ্ডিতাদি পরম-ভাগবত ভক্তগণ তাঁহাদের ভক্তির প্রভাবে এবং গৌরচন্দ্রের কৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব সর্ব্বথা (সম্যক্‌রূপেই) অবগত আছেন। তথাপি **না হইল দেখা** ইত্যাদি—তাঁহারা যে শ্রীনিত্যানন্দের দর্শন পাইলেন না, তাহা হইতেছে **কোন কৌতুক-কারণে**—এই প্রসঙ্গে শ্রীগৌরচন্দ্র কোনও কৌতুক (রঙ্গ) করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা নিত্যানন্দের দর্শন পায়েন নাই।

১৭৫। "প্রভুর সঙ্গে"-স্থলে "সভার স্থানে"-পাঠান্তর। উল্লাসে সভার স্থানে—প্রভুর কথা শুনিয়া সকলের নিকটেই উল্লাসের উদয় হইল (সকলেই উল্লসিত হইলেন); সেই উল্লাসের সহিত "সর্ব্বভক্তগণ" ইত্যাদি।

১৭৬। জানিঞা—নিত্যানন্দ যে নন্দনাচার্যের গৃহে আছেন, সর্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া।

১৭৭। **পুরুষ রতন**—পুরুষ-সমূহের মধ্যে অমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য রত্নতুল্য এক মহাপুরুষ। "বসি আছে এক মহাপুরুষ"-পাঠান্তর।

১৭৮। **অলক্ষিত আবেশ**—অপরের পক্ষে দুর্বোধ্য কোনও ভাবের আবেশ। **ধ্যান সুখে** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ তখন ধ্যান করিতেছিলেন। যাঁহার ধ্যান করিতেছিলেন, তাঁহার উপলব্ধি-জনিত আনন্দে ছিলেন তিনি সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ এবং সেই আনন্দের আস্বাদনেই তিনি সর্বদা হাসিতেছিলেন।

১৮০। "রহিল চাহিয়া"-স্থলে "চাহেন রহিয়া"-পাঠান্তর। রহিয়া—দণ্ডায়মান থাকিয়া।

১৮১। **চিনিলেন নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—সম্মুখে দণ্ডায়মান বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া নিত্যানন্দ চিনিতে পারিলেন, তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরই তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। "প্রাণের"-স্থলে "আপন"-পাঠান্তর। পরবর্তী ১৮২-৮৮ পয়ারসমূহে নিত্যানন্দের সম্মুখে দণ্ডায়মান বিশ্বম্ভরের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

কেদার রাগ

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন-সমান।
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥ ১৮২
কি হয় কনক-জ্যোতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে ॥ ১৮৩
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার নাম।
সে কেশ-বন্ধান দেখি না রহে গেয়ান ॥ ১৮৪
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ান।
আর কি 'কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান ॥ ১৮৫
সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে শুভ্র যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥ ১৮৬
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
আভরণ-বিনে সর্ব্ব-অঙ্গ মনোহর ॥ ১৮৭
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চা'হিতে।
সে হাস দেখিতে কিবা করিব অমৃতে ॥ ১৮৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৮৯

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দমিলনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮২। **দিব্য বাস**—দিব্য (পরম রমণীয়) বসন।

১৮৩। **কি হয় কনক-জ্যোতি** ইত্যাদি—বিশ্বম্ভরের দেহের জ্যোতির নিকটে কনকের (সোনার) জ্যোতিও অতি তুচ্ছ। **সাধ লাগে**—ইচ্ছা হয়। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'মনোহর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। ভকতজন সঙ্গে নগরে বেড়ায় ॥"

১৮৪। **গেয়ান**—জ্ঞান।

১৮৭। **আভরণ**—অলঙ্কার। **বিনে**—ব্যতীত, অলঙ্কার না থাকিলেও।

১৮৮। **কিবা হয় কোটি মণি**—বিশ্বম্ভরের নখের নিকটে কোটি কোটি মণিও তুচ্ছ। ক দীপ্তি সেই নখের। **সে হাস** ইত্যাদি—বিশ্বম্ভরের হাসিতে যে সুধা ক্ষরিত হয়, তাহার নিকটে স্বর্গের অমৃতও তুচ্ছ।

১৮৯। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(২৩. ৬. ১৯৬৩—২৮. ৬. ১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন-ঈশ্বর ॥ ১
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর-রূপ চা'য় ॥ ২
রসনায় লেহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ ॥ ৩
এইমত নিত্যানন্দ হইলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু, সভেই বিস্মিত ॥ ৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। ভক্তবৃন্দের নিকটে নিত্যানন্দকে জানাইবার নিমিত্ত প্রভুর কৌশল, নিত্যানন্দের কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততা, বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দের পরস্পরের স্তুতি, ঠারে-ঠোরে নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভরের আলাপ, ভক্তগণের রসপূর্ণ সম্ভাষণ, নিত্যানন্দের তত্ত্ব।

১। ২।৩।১৮১-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৩। হর্ষ-স্তম্ভিত নিত্যানন্দ এমন তন্ময় হইয়া একদৃষ্টিতে বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন যে, দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন তাঁহার প্রতি-ইন্দ্রিয়দ্বারা বিশ্বম্ভরের প্রতি অঙ্গকে আস্বাদন করিতেছেন, তিনি যেন **রসনায় লেহে**—তাঁহার জিহ্বাদ্বারা বিশ্বম্ভরের অঙ্গ-লেহন করিতেছেন, **দরশনে পান**—চক্ষুদ্বারা যেন বিশ্বম্ভরের রূপসুধা পান করিতেছেন, **ভুজে যেন আলিঙ্গন**—স্বীয়-বাহুদ্বয়দ্বারা যেন বিশ্বম্ভরকে আলিঙ্গন করিতেছেন এবং **নাসিকায়ে ঘ্রাণ**—স্বীয় নাসিকাদ্বারা যেন বিশ্বম্ভরের অঙ্গের ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছেন। অসাধারণ রূপের এমনই আকর্ষণী শক্তি। কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনেও তত্রত্য লোকগণের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। তাঁহারা "পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া। জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ ॥ ভা. ১০।৪৩।২১ ॥—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দিকে এমনভাবে চাহিয়া রহিয়াছেন যে, দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন চক্ষুদ্বারা রামকৃষ্ণকে পান করিতেছেন, জিহ্বাদ্বারা যেন তাঁহাদিগকে লেহন করিতেছেন, নাসিকাদ্বারা যেন তাঁহাদের ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছেন এবং বাহুদ্বারা যেন তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন।" "লেহে"-স্থলে "লিহে"-পাঠান্তর।

৪। নিত্যানন্দ স্তম্ভিত হইয়া বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, **না বোলে**—তিনি কোনও কথাও বলেন না, **না করে কিছু**—কিছু করেনও না। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া **সভেই বিস্মিত**—ভক্তগণের সকলেই বিস্মিত হইলেন। নিত্যানন্দের এইরূপ অবস্থার কোনও হেতু বুঝিতে না পারিয়াই ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন।

বুঝিলেন সর্ব্বপ্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দে জানাইতে সৃজিলা উপায় ॥ ৫
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বোলেন ঠাকুরে।
এক ভাগবতের বচন পড়িবারে ॥ ৬
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস-পণ্ডিত।
কৃষ্ণ-ধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত ॥ ৭

তথাহি (ভা. ১০।২১।৫)—
"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌গীতকীর্ত্তিঃ" ॥ ১ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫। **অন্বয়।** সর্ব্বপ্রাণনাথ গৌররায় বুঝিলেন (ভক্তগণের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। নিত্যানন্দকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়াই যে ভক্তগণ বিস্মিত হইয়াছেন, মহাপ্রভু তাহা বুঝিলেন। তখন তিনি) নিত্যানন্দে জানাইতে (ভক্তদের নিকটে নিত্যানন্দকে পরিচিত করাইবার নিমিত্ত প্রভু এক) উপায় সৃজিলা (উপায়ের সৃষ্টি করিলেন, এক কৌশল বিস্তার করিলেন)। কি সেই উপায়, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৬। "বোলেন ঠাকুরে"-স্থলে "বলিলেন ঠারে" এবং "বোলেন ঈশ্বরে"-পাঠান্তর। ঠারে—ঠারে-ঠোরে, নয়নাদির ভঙ্গীতে।

৭। "কৃষ্ণ-ধ্যান"-স্থলে "কৃষ্ণ-রস"-পাঠান্তর। **কৃষ্ণ-ধ্যান**—ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণরূপ-বর্ণনাত্মক। **কৃষ্ণ-রস**—রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয়।

শ্লো॥ ১॥ অন্বয়॥ নটবরবপুঃ (নটবর-দেহ) [শ্রীকৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ] বর্হাপীড়ং (ময়ূর-পুচ্ছ-রচিত চূড়া) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং (কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-কুসুম) কনক-কপিশং (স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণবিশিষ্ট) বাসঃ (বসন, বস্ত্র), চ (এবং) বৈজয়ন্তীং মালাং (পঞ্চবর্ণ-পুষ্প-রচিত বৈজয়ন্তী মালা) বিভ্রৎ (ধারণ করিয়া) অধরসুধয়া (স্বীয় অধর-সুধা-দ্বারা) বেণোঃ (বেণুর) রন্ধ্রান্ (ছিদ্রসমূহকে) পূরয়ন্ (পরিপূর্ণ করিতে করিতে) গোপগণৈঃ (গোপগণের দ্বারা) গীতকীর্ত্তিঃ (গীতকীর্তি হইয়া) স্বপদরমণং (স্বীয় অসাধারন চরণচিহ্ন-সমূহদ্বারা সকলেরই আনন্দজনক) বৃন্দারণ্যং (বৃন্দাবনে) প্রাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন)।

অনুবাদ। নটবর-বপু শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছ-রচিত চূড়া, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার (পীতবর্ণ উৎপলাকৃতি)-কুসুম, পরিধানে স্বর্ণবর্ণ-পীতবসন এবং গলদেশে পঞ্চবর্ণ-পুষ্পরচিত বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া, স্বীয় অধর-সুধায় বেণুর ছিদ্রসমূহকে পরিপূর্ণ করিতে করিতে, স্বীয় অসাধারণ চরণ-চিহ্নদ্বারা শোভিত বলিয়া সকলের আনন্দজনক বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সঙ্গের গোপবৃন্দও তাঁহার যশঃকীর্তন করিতে লাগিলেন। ২।৪।১ ॥

ব্যাখ্যা। শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গাভী ও গোপবালকদের সহিত বেণুবাদন করিতে করিতে বলরামের সহিত পরম-রমণীয় বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার তখনকার সর্ব-চিত্তাকর্ষক রূপাদি এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া—নাহিক চেতন ॥ ৮
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
"পড় পড়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥ ৯
শ্লোক শুনি কথোক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ১০
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ ॥ ১১
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
সভে মনে বাসে' 'কিবা চূর্ণ হৈল হাড়' ॥ ১২
অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!" সভেই স্মরয় ॥ ১৩
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥ ১৪
বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ—ক্ষণেক্ষণে মহাহাস ॥ ১৫
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গড়ি, ক্ষণে বাহু-তাল।
ক্ষণে জোড়েজোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল ॥ ১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০-১১। **প্রভু**—নিত্যানন্দ-প্রভু। **উন্মাদ**—প্রেমোন্মত্ততা বা আনন্দোন্মত্ততা।

১২। **অলক্ষিতে**—যাহা পূর্বে কেহ কখনও লক্ষ্য করে নাই (অর্থাৎ দেখে নাই, এইরূপ ভাবে; বিস্ময়জনকভাবে)। **অন্তরীক্ষে**--ভূমির উপরিভাগে, শূন্যস্থানে। **অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে ইত্যাদি**--শ্রীনিত্যানন্দ ভূমি হইতে লাফ দিয়া এত উচ্চস্থানে উঠেন যে, লাফ দিয়া কেহ যে এত উচ্চস্থানে উঠিতে পারে, তাহা কেহ কখনও দেখে নাই। এইরূপ উচ্চস্থানে উঠিয়া আবার তিনি আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়েন। **মনে বাসে**—মনে করেন।

১৩। **অন্যের কি দায়**—অপর লোকের কথা দূরে। **বৈষ্ণবের লাগে ভয়**—প্রেমোন্মত্ততায় ভক্ত লাফ দিয়া শূন্যে উঠিয়া যায়েন, আবার ভূতলে পতিত হয়েন, ইহা বৈষ্ণবেরা জানেন; কিন্তু এইভাবে কোনও ভক্ত যে এত উচ্চস্থানে উঠেন এবং পরে এমনভাবে আছাড় পড়েন, এ-কথা সেইস্থানে উপস্থিত বৈষ্ণবগণেরও জানা ছিল না; এজন্য শ্রীনিত্যানন্দের লম্ফ ও আছাড় দেখিয়া তাঁহার হাড় চূর্ণ হইয়া যাইবে মনে করিয়া তাঁহারাও ভীত হইলেন।

১৫। **বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি ইত্যাদি**—"বর্হাপীড়ম্"-ইত্যাদি শ্লোকটি শুনিয়াই শ্রীনিত্যানন্দের উল্লিখিতরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং তিনি বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘন-শ্বাস ছাড়িতে-ছিলেন। ইহাতে মনে হয় তিনি বিশ্বম্ভরকে উক্ত শ্লোক-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণরূপেই দেখিতেছিলেন এবং নিজে বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিলেন।

১৬। **ক্ষণে**—কখনও। **গড়ি**—ভূমিতে গড়াগড়ি। "গড়ি"-স্থলে "পড়ে", "জড়", "গতি" এবং "নত"-পাঠান্তর। **পড়ে**—ভূমিতে পড়িয়া যায়েন। **জড়**—জড়প্রায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন। **গতি**—গমন, দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকেন। **নত**—প্রণত। **বাহুতাল**—বাহুর উপরার্ধ দ্বারা পার্শ্বদেশে আঘাত (আনন্দের উচ্ছ্বাসে বালকেরা এইরূপ করিয়া থাকে), অথবা এক করতলদ্বারা অপর বাহুতে আঘাত (গোপবালকগণ মল্লক্রীড়ার উপক্রমে এইরূপ করিয়া প্রতিপক্ষকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন)। **যোড়ে যোড়ে লাফ**—দুই চরণ একত্র করিয়া ঊর্ধ্বে লম্ফ।

দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ আনন্দ।
সকল-বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র ॥ ১৭
পুনঃপুন বাঢ়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সভেই—কেহো নারে ধরিবার ॥ ১৮
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব সকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে ॥ ১৯
বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ ॥ ২০
যার প্রাণ, তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥ ২১
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যেহেন রাম-কোলে ॥ ২২
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র ॥ ২৩
কি আনন্দ-বিরহ হইল সর্ব্ব-গণে।
পূর্ব্বে যেন শুনিঞাছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ ২৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮। **অনিবার**—অনিবার্য, নিবারণ বা বন্ধ করার অযোগ্য। "অনিবার"-স্থলে "অনির্বার"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। দুর্দ্দমনীয়। **ধরেন সভেই** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ১৬-পয়ারোক্ত আচরণে নিত্যানন্দ অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে স্থির করার জন্য সকলেই তাঁহাকে ধরিতেছেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না।

২০। "প্রাণ"-স্থলে "দেহ"-পাঠান্তর। **তানে**—তাঁহাকে, বিশ্বম্ভরকে। **নিস্পন্দ**—স্থির। শ্রীনিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের কোলে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

২২। **প্রেমজলে**—প্রেমাশ্রুতে। **শক্তিহত**—শক্তিশেলে বিদ্ধ।

২৩। **প্রেমভক্তি-বাণে** ইত্যাদি—রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের শক্তিশেল-বাণে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মূর্ছিত লক্ষ্মণকে কোলে করিয়া রামচন্দ্র ভ্রাতৃশোকে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বিদ্ধ হইয়াছেন প্রেমভক্তিরূপ বাণের দ্বারা এবং তাহাতেই তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং মূর্ছিত নিত্যানন্দকে কোলে করিয়া গৌরচন্দ্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, কাঁদিতেছেন। তাৎপর্য—প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দকে যখন প্রভু বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তখন প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে নিত্যানন্দ নিস্পন্দ হইয়া প্রভুর বুকের উপর মূর্ছিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন, প্রভুর নয়ন হইতেও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া নিত্যানন্দকে ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

২৪। **বিরহ**—বিচ্ছেদ, অভাব। **আনন্দ-বিরহ**—আনন্দের বিচ্ছেদ বা অভাব, নিরানন্দ, দুঃখ। **সর্ব্বগণে**—প্রভুর গণ (পরিকর)-ভুক্ত ভক্তগণের মধ্যে। **কি আনন্দ-বিরহ** ইত্যাদি—মহাপ্রভুর কোলে মূর্ছিত নিত্যানন্দকে দেখিয়া ভক্তগণের চিত্তে যে কি অদ্ভুত নিরানন্দ (দুঃখ) উদিত হইল, তাহা বলা যায় না। শ্রীনিত্যানন্দের মূর্চ্ছাপ্রাপ্তিই ভক্তগণের দুঃখের হেতু। পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পূর্ব্বে**—ত্রেতাযুগে। **পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি** ইত্যাদি—ত্রেতাযুগে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের ব্যাপারে যেরূপ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি, এ-স্থলেও যেন তাহাই। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের কোলে শক্তিশেল-বিদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখিয়া রামচন্দ্রের পরিকরগণও অত্যন্ত নিরানন্দ (দুঃখিত) হইয়াছিলেন। এ-স্থলে বিশ্বম্ভরের কোলে মূর্ছিত নিত্যানন্দকে দেখিয়া ভক্তবৃন্দেরও তদ্রূপ দুঃখ হইয়াছে। "সর্ব্বগণে"-স্থলে

গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বই নাহিক উপমা ॥ ২৫
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কথোক্ষণে।
হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করে সর্ব্ব-গণে ॥ ২৬
নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর ॥ ২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"দুই জনে"-পাঠান্তর। প্রকরণ অনুসারে এ-স্থলে "দুই জনে" বলিতে "নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র" এই দুই জনকেই বুঝায়। সুতরাং এই পাঠান্তর গ্রহণ করিলে, পয়ারের প্রথমার্ধের অর্থ হইবে—নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের চিত্তে অপরিসীম দুঃখের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ অর্থ প্রকরণ-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কেন না, পূর্ববর্তী ২২ পয়ারে বলা হইয়াছে, নিত্যানন্দকে কোলে করিয়া গৌরচন্দ্র প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন (দুঃখাশ্রুর কথা বলা হয় নাই)। আবার ২৩-পয়ারেও বলা হইয়াছে, নিত্যানন্দের এই মূর্ছা ছিল প্রেমাবেশ-জনিত মূর্ছা (তীব্র দুঃখজনিত মূর্ছা নহে)। সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের "আনন্দ-বিরহ" বা মহা দুঃখের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধের সহিতও এই পাঠান্তরের সঙ্গতি দেখা যায় না। যেহেতু, শক্তিশেল-বিদ্ধ লক্ষ্মণকে কোলে করিয়া ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ রামচন্দ্রের অপরিসীম দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু তখন লক্ষ্মণ মূর্ছিত ছিলেন বলিয়া কোনওরূপ দুঃখের অনুভব তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এ-স্থলে "দুই জনে"-পাঠান্তরের হেতু বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদ।

২৫। গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দের মধ্যে যে স্নেহের বা প্রীতির বন্ধন। তাহার একমাত্র উপমা হইতেছে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মধ্যে স্নেহের বা প্রীতির বন্ধন। এই পয়ারে পূর্ববর্তী ২৪-পয়ারোক্ত ভক্তগণের পরম দুঃখের হেতুর কথা বলা হইয়াছে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মধ্যে অসাধারণ প্রীতিবন্ধনের কথা স্মরণ করিয়া, লক্ষ্মণের চরম অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, আশঙ্কিত সেই চরম অমঙ্গলে রামচন্দ্রের অসহ্য দুঃখ হইবে মনে করিয়া, রামচন্দ্রের পরিকরগণের চিত্তে তীব্র দুঃখ উদিত হইয়াছিল। তদ্রূপ গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দের মধ্যে অসাধারণ প্রীতিবন্ধনের কথা স্মরণ করিয়া, মূর্ছিত নিত্যানন্দের চরম-অমঙ্গলে গৌরচন্দ্রের কিরূপ অসহ্য দুঃখ জন্মিবে, তাহা ভাবিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন।

২৬। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে পাঠান্তর-"হরি বলি জয়ধ্বনি করে ভক্তগণে।" ভক্তগণ নিত্যানন্দের যে চরম অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসাতে, সেই চরম অমঙ্গলের আশঙ্কা ভিত্তিহীন জানিয়া ভক্তগণ পরমানন্দে হরিধ্বনি-জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

২৭। **গদাধর**—মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত-পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। **বিপরীত**—উল্টা ব্যাপার। বিশ্বম্ভর যে নিত্যানন্দকে স্বীয় কোলে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এই ব্যাপারটিই গদাধর-চিত্তে বিপরীত (উল্টা) বলিয়া মনে হইল। নিত্যানন্দ যদি বিশ্বম্ভরকে কোলে ধারণ করিতেন, তাহা হইলেই ঠিক হইত, ইহাই গদাধরের মনের ভাব। কিন্তু তিনি তাহার বিপরীত ব্যাপার

"যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ—কোলের ভিতর॥" ২৮
নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর॥ ২৯
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সভাকার মন॥ ৩০
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহো কিছু না বোলে, ঝরয়ে মাত্র আঁখি॥ ৩১
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইলা।
দোঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা॥ ৩২
বিশ্বম্ভর বোলে "শুভ-দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ—চারি-বেদ সার॥ ৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দেখিয়া গদাধর **মনে হাসে**—কৌতুক অনুভব করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। বিপরীত ব্যাপার মনে করার হেতু পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

২৮। যে-কথা মনে মনে ভাবিয়া গদাধর মনে মনে হাসিয়াছেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে। নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন প্রসঙ্গে ভক্তবৃন্দের নিকট মহাপ্রভু যে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝা গিয়াছিল—নিত্যানন্দই তালধ্বজ বলরাম, যিনি অনন্তদেবরূপে শ্রীবিশ্বম্ভরকে নিরন্তর ধারণ করিয়া থাকেন। এখন গদাধর দেখিলেন, বিশ্বম্ভরই নিত্যানন্দরূপ অনন্ত-দেবকে ধারণ করিয়া বিরাজিত। এতাদৃশ বিপরীত ব্যাপার দেখিয়াই কৌতুকবশতঃ গদাধর মনে মনে হাসিয়াছেন। **আজি তাঁর গর্ব্বচূর্ণ**—নিরন্তর বিশ্বম্ভরকে ধারণ করেন বলিয়া যে অনন্তের (নিত্যানন্দরূপ অনন্তের চিত্তে গর্ব হওয়া সম্ভব) আজি (অদ্য তাঁহার তদ্রূপ) গর্ব চূর্ণ হইল; কেননা, **কোলের ভিতর**—আজ সেই অনন্তই বিশ্বম্ভরের কোলের মধ্যে বিরাজিত (বিশ্বম্ভরই আজ সেই অনন্তকে ধারণ করিয়া বিরাজিত)।

২৯। গদাধর পণ্ডিত হইতেছেন মহাপ্রভুর নিজশক্তি—স্বরূপশক্তি। "গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি॥ চৈ. চ. ১।১।২৩॥" কবিকর্ণপূরও গদাধর পণ্ডিতের তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্মও এই যে, তিনি প্রভুর স্বরূপ-শক্তি; কর্ণপূর ইহাও বলিয়াছেন যে, অথবা গদাধর-পণ্ডিত প্রভুরই একটি রূপ (গৌ. গ. দী॥ ১৪৭-৫৩, অথবা চৈ. চ. ১।১।২৩ পয়ারের গৌ. কৃ. ত. দ্রষ্টব্য)। সুতরাং গদাধর-পণ্ডিতের পক্ষে নিত্যানন্দের মহিমা অবগত হওয়া স্বাভাবিক। এ-জন্যই বলা হইয়াছে **নিত্যানন্দ প্রভাবের** জ্ঞাতা গদাধর—গদাধর পণ্ডিত নিত্যানন্দের প্রভাব (অনন্তদেবরূপে নিত্যানন্দ যে বিশ্বম্ভরকে নিত্য ধারণ করিয়া আছেন, এই প্রভাবও) অবগত আছেন। আবার **নিত্যানন্দ জ্ঞাতা** ইত্যাদি—নিত্যানন্দও গদাধর পণ্ডিতের অন্তর (চিত্তের ভাব) অবগত আছেন।

৩২। **বিবশ**—আনন্দ-বিহ্বল। "বিবশ"-স্থলে "হরিষ"-পাঠান্তর। হরিষ—হর্ষ, আনন্দ।

৩৩। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ৪১ পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে ভক্তভাবাপন্ন মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-স্তুতির কথা বলা হইয়াছে।

ভক্তিযোগ চারিবেদ সার—চারিবেদের সার বস্তু ভক্তিযোগ। "ভক্তিযোগ বলিতে সাধারণতঃ ভক্তিমার্গের সাধনকে বুঝায়। চারিবেদে যত রকমের সাধনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে

এ কম্প, এ অশ্রু, এই গর্জ্জন হুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বরশক্তি বই হয় আর॥ ৩৪
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনো কালে॥ ৩৫

বুঝিলাম—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি।
তোমা' ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥ ৩৬
তুমি কর, চতুর্দ্দশভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥ ৩৭

নিতাইকরুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভক্তিমার্গের সাধনই হইতেছে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিমার্গের সাধনও নানা রকমের আছে; তাহাদের মধ্যে শুদ্ধাভক্তির বা প্রেমভক্তির সাধনই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং বেদে কথিত সাধন-পন্থা সমূহের মধ্যে শুদ্ধাভক্তির বা প্রেমভক্তির সাধনই হইতেছে সাধন-পন্থা-সমূহের সারবস্তু—সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। বেদকথিত বিভিন্ন সাধন-পন্থার অনুসরণে যে সমস্ত ফল পাওয়া যায়, প্রেমভক্তির সাধন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া, তাহাদের মধ্যে প্রেমভক্তির সাধনের ফলই হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই হইতেছে বেদকথিত সাধনের ফলে প্রাপ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ফল –চারিবেদের সার বস্তু। পূর্ববর্তী ১০-১২ এবং ১৪-১৬ পয়ার-সমূহে শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে প্রেমভক্তির বিকারের কথাই—সুতরাং এ-সমস্ত বিকার-লক্ষিত প্রেম ভক্তির কথাই—বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী ২৩-পয়ারেও বলা হইয়াছে—"প্রেমভক্তি বাণে মূর্ছা গেলা নিত্যানন্দ।" এইরূপে দেখা গেল—শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে প্রেমভক্তিই দৃষ্ট হইয়াছিল, প্রেম-ভক্তির সাধন দৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং "দেখিলাঙ ভক্তিযোগ চারিবেদ সার"-বাক্যে যে "ভক্তিযোগ" বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বস্তুতঃ ভক্তিযোগলভ্য "প্রেমভক্তি", তাহা প্রেমভক্তির সাধন হইতে পারে না। কার্য-কারণের অভেদ-বিবক্ষাতেই শুদ্ধাভক্তিযোগ-লভ্য প্রেমভক্তিকে "ভক্তিযোগ" বলা হইয়াছে। **বিশ্বম্ভর বোলে** ইত্যাদি—প্রভু বিশ্বম্ভর বলিলেন, "আজ আমার শুভ দিন; যেহেতু, চারি বেদের সার যে ভক্তিযোগ (অর্থাৎ প্রেমভক্তি), আজ আমি তাহা দর্শন করিলাম—শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।" শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারী বিশ্বম্ভর তাঁহার প্রেমভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃই এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাও ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহাও শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতিই। স্তুতিতে গুণ-মহিমাদিই খ্যাপিত হয়।

৩৪। "এ অশ্রু, এই স্থলে "এ পুলকাশ্রু"-পাঠান্তর। **বই**—বিনা, ব্যতীত।

৩৫। **সকৃৎ**—একবার মাত্র।

৩৬। **ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি**—মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, তোমার মধ্যে যে প্রেম-ভক্তির বিকার দেখিলাম (পূর্ববর্তী ৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য), তাহাতেই বুঝিতে পারিতেছি, তুমি হইতেছ ঈশ্বরের (স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ণশক্তি (পূর্ণ-ভক্তিশক্তি)। "ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে। চৈ. চ. ১৷৬৷৭৫॥ মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ॥ চৈ. চ. ১৷৬৷৯৮॥" শ্রীবলরাম হইতেছেন "মূল ভক্ত-অবতার", তাঁহাতেই "মূল ভক্ত অভিমান"; সুতরাং শ্রীবলরামেই মূল-ভক্তিশক্তি। সেই বলরামই হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দেও "মূল-ভক্তিশক্তি" বিরাজিত। ইহা হইতে জানা

তোমা' লখিবেক হেন আছে কোন্ জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন ॥ ৩৮
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়ে।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নহে ॥ ৩৯
বুঝিলাঙ—কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধারে।
তোমা' হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে ॥ ৪০
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা' ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥" ৪১
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে,—নাহি অবসর ॥ ৪২
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ ॥ ৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যায়, এই পয়ারে নিত্যানন্দকে যে "ঈশ্বরের পূর্ণশক্তি" বলা হইয়াছে সেই "পূর্ণশক্তি" হইতেছে "পূর্ণ-ভক্তি শক্তি।" **তোমা ভজিলে ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দের ভজনেই জীব কৃষ্ণভক্তি পাইতে পারে। যেহেতু, নিত্যানন্দ হইতেছেন "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা" (১।২।৩৬ এবং ১।২।১২৭)।

৩৮। **লখিবেক**—লক্ষ্য করিবে, বুঝিবে, স্বরূপতত্ত্ব-মহিমাদি জানিতে পারিবে। **মূর্ত্তিমন্ত ইত্যাদি**—তুমি কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির মূর্তবিগ্রহ। **কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি-ধন**—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমভক্তিরূপ ধন (সম্পত্তি)। প্রেমভক্তিকে "ধন" বলার হেতু এই। যাহাদ্বারা লোক স্বীয় অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাকেই তাহার "ধন" বলা হয়। জীবের স্বরূপানুবন্ধী অভীষ্ট বস্তু হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা এবং একমাত্র প্রেম-ভক্তিদ্বারাই তাহা পাওয়া যাইতে পারে; সুতরাং প্রেমভক্তিই হইতেছে জীবের একমাত্র বাস্তব ধন। যিনি প্রেমভক্তিহীন, তিনিই বাস্তবিক দরিদ্র। শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সে-ই দীন"—যিনি অভিমানী (মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করেন যিনি, তিনি ধন-জন-বিদ্যা কৌলিন্যাদির অভিমান হৃদয়ে পোষণ করেন; তাঁহার এতাদৃশ অভিমানই তাঁহার উপরে মায়ার প্রভাব সূচিত করে। এতাদৃশ অভিমান পোষণ করেন যিনি, তিনিই অভিমানী) সেই অভিমানীও হইতেছেন ভক্তিহীন; যেহেতু, যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ার প্রভাব অভিমান, অর্থাৎ মায়া, চিত্তে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব,—চিত্তের সহিত ভক্তির যোগ—হইতে পারে না। ভক্তিহীন বলিয়া তিনিই বাস্তবিক দরিদ্র, ব্যবহারিক জগতে কোটি কোটি টাকার অধিকারী হইলেও তিনি দরিদ্র; কেননা, ব্যবহারিক ধনসম্পত্তিদ্বারা জীবের স্বরূপানুবন্ধী অভীষ্ট বস্তু কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা পাওয়া যায় না।

৩৯। **মন্দ নহে**—অসদ্‌গতি হইবে না। তিলার্ধেক সময়ের জন্যও যদি নিত্যানন্দের সঙ্গ হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গের প্রভাবেই কোটি জন্মের পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৪০-৪১। এই দুই পয়ার হইতেছে ভক্তভাবে মহাপ্রভুর দৈন্যোক্তি। মহাপ্রভুর এই নিত্যানন্দ-স্তুতিতে নিত্যানন্দ-ভজনের অত্যাবশ্যকতাই প্রভু জগতের জীবকে জানাইলেন।

৪২। **অবসর**—বিরাম। **নাহি অবসর**—গৌরকর্তৃক নিত্যানন্দ-স্তুতির বিরাম নাই। প্রভু অনবরত নিত্যানন্দের স্তুতি করিতেছিলেন।

৪৩। **আলাপ**—কথাবার্তা। **কিন্তু সব কথা ঠারে-ঠোরে**—সমস্ত কথা তাঁহারা "ঠারে-ঠোরে

প্রভু বোলে "জিজ্ঞাসা করিতে বাসি ভয়।
কোন্ দিগ হৈতে শুভ করিলা বিজয় ?" ৪৪
শিশুমতি নিত্যানন্দ—পরম-বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল ॥ ৪৫
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম্ম।
করজোড় করি বোলে হই বড় নম্র ॥ ৪৬
প্রভু স্তুতি করে, শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব্ব-কথা কহেন ভাঙ্গিয়া ॥ ৪৭
নিত্যানন্দ বোলে "তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক ॥ ৪৮
স্থান মাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল-লোক ঠাঁই ॥ ৪৯
সিংহাসন-সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত ?
কই ভাইসব! কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত ? ৫০
তারা বোলে—কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি গিয়াছেন কথোক দিবসে ॥ ৫১
নদীয়ায় শুনি বড় হরিসঙ্কীর্ত্তন।
কেহো বোলে তথায় জন্মিলা নারায়ণ ॥ ৫২
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিঞা আইলুঁ মুঞি পাতকী এথায় ॥" ৫৩
প্রভু বোলে "আমরা সকলে ভাগ্যবান্।
তুমি-হেন ভক্তের হইল উপস্থান॥ ৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

—ইঙ্গিতে, নয়নাদির ভঙ্গীতেই" ব্যক্ত করিয়াছেন, অপরের শ্রুতিগোচর-ভাবে উচ্চারণ করিয়া মুখে কোনও কথা বলেন নাই। **নাহিক প্রকাশ**—কোনও কথাই শ্রুতিগোচরভাবে প্রকাশ পায় নাই। "নাহিক প্রকাশ"-স্থলে "বুঝে কার বাপ"-পাঠান্তর—তাহা বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও বাপেরও নাই; অর্থাৎ অপর কেহ তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

৪৪। **বিজয়**—আগমন।

৪৫। **শিশুমতি**—শিশুর ন্যায় মতি (মনের ভাব) যাঁহার, তিনি শিশুমতি। বাল্যভাবের আবেশে শ্রীনিত্যানন্দ শিশুমতি হইয়াছেন। **পরমবিহ্বল**—বাল্যভাবের আবেশে অত্যন্ত বিভোর—যেন বিচার-বুদ্ধিহীন। **বালকের প্রায় ইত্যাদি**—বাল্যভাবের আবেশে তিনি বালকের মতনই বচন (কথাবার্তা) বলেন এবং বালকের মতনই তিনি চঞ্চল (চঞ্চলতা প্রকাশ করেন)। **প্রায়**—মতন।

৪৬। **এই প্রভু ইত্যাদি**—তাঁহার প্রভু শ্রীকৃষ্ণই যে এই বিশ্বম্ভররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই রহস্য নিত্যানন্দ বুঝিতে পারিলেন।

৪৭। **ব্যপদেশে**—তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী বলিবার ছলে। **সর্ব্বকথা**—এই বিশ্বম্ভরই যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সে-সকল কথা।

৫০। **আচ্ছাদিত**—আবৃত, ঢাকা। শূন্য বলিয়াই আচ্ছাদিত। সিংহাসন আছে; কিন্তু সিংহাসনে উপবেশনকারী শ্রীকৃষ্ণ নাই; তাই বস্ত্রাদিদ্বারা সিংহাসন ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে।

৫২। **নারায়ণ**—শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ববর্তী ৫১-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৫৩। এই পয়ার শ্রীনিত্যানন্দের দৈন্যোক্তি।

৫৪। **উপস্থান**—উপস্থিতি, আগমন।

আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারি-ধারা ॥” ৫৫
হাসিয়া মুরারি বোলে “তোমরা তোমরা।
উহা ত না বুঝি কিছু আমরা-সভারা ॥” ৫৬
শ্রীবাস বোলেন “উহা আমরা কি বুঝি ?
মাধব-শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি ॥” ৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৫। **আনন্দ-বারি-ধারা**—নয়নে আনন্দাশ্রুর ধারা (স্রোত)।

৫৬। **তোমরা তোমরা**—নিত্যানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি শুনিয়া মুরারিগুপ্ত হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“ভাগ্যবান হইয়াছ, কৃতকৃত্য হইয়াছ, তোমরা (তোমরা দুইজন—নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভর)।” তাৎপর্য বোধ হয় এই। পূর্ববর্তী ৫৪-পয়ারে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দের আগমনে “আমরা সকলে ভাগ্যবান্” ; আবার ৫৫-পয়ারে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দের আনন্দ-বারিধারা-দর্শনে “আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা”। উভয় স্থলেই মহাপ্রভু “আমরা” বলিয়াছেন—“আমরা ভাগ্যবান্” এবং “আমরা কৃতকৃত্য”। মুরারি গুপ্ত এবং অন্যান্য ভক্তগণও এই “আমরার” অন্তর্ভুক্ত। তথাপি মুরারিগুপ্ত “তোমরা তোমরা” বলিলেন কেন ? মুরারিগুপ্তের এই “তোমরা তোমরা”-উক্তির ব্যঞ্জনা হইতেছে—“তোমরাই ভাগ্যবান্, তোমরাই কৃতকৃত্য, আমরা নহি”। কিন্তু মহাপ্রভু যে বলিয়াছেন, “আমরা সকলে ভাগ্যবান্, আমরা কৃতকত্য”—ইহা তো নিরর্থক নয়, উপেক্ষণীয় নয়। কেন না, মুরারিগুপ্ত-আদি সকলেই নিত্যানন্দের উপস্থিতি দেখিয়াছেন, তাঁহার “আনন্দ-বারিধারা”-দর্শন করিয়াছেন। এই দুই ব্যাপারে মহাপ্রভুর সহিত মুরারি গুপ্ত-প্রভৃতির পার্থক্য কিছু নাই। তবে একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতিরূপ পূজা করিয়াছেন ; মুরারি গুপ্ত-প্রভৃতি তাহা করেন নাই। আবার শ্রীনিত্যানন্দও মহাপ্রভুর স্তুতিরূপ পূজা করিয়াছেন। পরস্পরের এই স্তুতিরূপ পূজার ব্যাপারে তাঁহারা উভয়ে যে উভয়ের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা জানা যায়। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহারা উভয়েই ভাগ্যবান্, উভয়েই কৃতকৃত্য। কিন্তু মুরারি গুপ্ত-প্রভৃতি এই বিষয়ে ভাগ্যবান্‌ও নহেন, কৃতকৃত্যও নহেন। নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের মধ্যে স্বরূপগত সম্বন্ধ কি, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। এজন্যই বোধ হয় মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন—“তোমরা তোমরা” ; ব্যঞ্জনা—“আমরা নহি, আমরা নহি”। পরবর্তী পয়ার-সমূহ হইতেও তাহাই বুঝা যায়। এজন্যই মুরারি গুপ্ত আরও বলিয়াছেন—উহাত না বুঝি ইত্যাদি—আমরা সকলে উহা তো (তোমরা কেন পরস্পরের স্তুতিরূপ পূজা করিলে, তোমাদের মধ্যে স্বরূপগত সম্বন্ধটিই বা কি, তাহা তো) আমরা সকলে বুঝিতে পারি না। “আমরা সভারা”-স্থলে “আমরা আমরা”-পাঠান্তর।

৫৭। **উহা আমরা কি বুঝি**—উহা (অর্থাৎ গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ পরস্পরকে পূজা করেন, কেন, তাহা) আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের পরস্পরের পূজা দেখিয়া মনে হইতেছে, **মাধব-শঙ্কর যেন** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশঙ্কর (শিব) যেন পরস্পরকে পূজা করিতেছেন। অথবা, শ্রীশঙ্কর এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরস্পরকে পূজা করেন, গৌর এবং নিত্যানন্দও তদ্রূপ পরস্পরকে পূজা করিতেছেন।

গদাধর বোলে "ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম-লক্ষ্মণ-চরিত ॥" ৫৮
কেহো বোলে "দুইজন যেন দুই কাম।"
কেহো বোলে "দুই জন কৃষ্ণ-বলরাম ॥" ৫৯
কেহো বোলে "আমি কিছু বিশেষ না জানি
কৃষ্ণকোলে যেন 'শেষ' আইলা আপনি ॥" ৬০
কেহো বোলে "দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেইমত দেখিলাঙ স্নেহ পরিপূর্ণ ॥" ৬১
কেহো বোলে "দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছু না বুঝিয়ে—সব ঠারে কথা কয় ॥" ৬২
এইমত হরিষে সকল-ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে কহেন কথন ॥ ৬৩
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥ ৬৪
সঙ্গী, সখা, ভাই, ছত্র, শয়ন, বাহন।
নিত্যানন্দ বই অন্য নহে কোন জন ॥ ৬৫
নানা-রূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার, সে-ই জন পায় ॥ ৬৬
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা নাহি জানে সব ॥ ৬৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করের সেব্য বলিয়া শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন। ভক্তসেবাতে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ লাভ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার পরমভক্ত শঙ্করের পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশঙ্করের মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ। গৌর-নিত্যানন্দও পরস্পরের পূজা করিতেছেন। তাহা দেখিয়া শ্রীবাস বলিলেন, এইরূপ পরস্পরের পূজার রহস্য তো আমরা বুঝিতে পারি না। গৌর-নিত্যানন্দের মধ্যেও কি কৃষ্ণ-শঙ্করের ন্যায় সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ? তাহাই যদি হয়, তবে এই দুই জনের মধ্যে কে কাহার সেব্য?

৫৮। পণ্ডিত—শ্রীবাস পণ্ডিত। "বলিলা"-স্থলে "বুঝিলে"-পাঠান্তর। **সেই বুঝি ইত্যাদি**—বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দের আচরণ যেন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের চরিত্রের (আচরণের) তুল্য। **"সেই"-স্থলে** "স্নেহে"-পাঠান্তর—গৌর-নিত্যানন্দের মধ্যে যে স্নেহ, তাহা রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে স্নেহের তুল্য।

৫৯। "কৃষ্ণ-বলরাম"-স্থলে "যেন কৃষ্ণ-রাম"-পাঠান্তর। কৃষ্ণ রাম—কৃষ্ণ ও বলরাম। **কাম**—কামদেব, মদন।

৬০। **শেষ**—অনন্তদেব।

৬১। **কৃষ্ণার্জ্জুন**—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন।

৬৫-৬৬। ১।১।১৪-শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৭। অন্বয়। আদিদেব (ঈশ্বর-তত্ত্ব দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—মহাদেব) মহাযোগী (মহা-ভক্তিযোগ-পরায়ণ—শিব), ঈশ্বর (ঈশ্বর-তত্ত্ব—শিব) এবং বৈষ্ণব (বৈষ্ণবাগ্রগণ্য—বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ ॥ ভাগবত) (এতাদৃশ মহাদেবও শ্রীনিত্যানন্দের) মহিমার অন্ত—সব (সমস্ত) নাহি জানে (জানেন না)।

অথবা, ১।১।৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। তাৎপর্য—সহস্রবদন অনন্তদেবও শ্রীনিত্যানন্দের মহিমার অন্ত (শেষ) জানেন না; তাঁহার মহিমা অনন্ত—অন্তহীন, সীমাহীন।

না জানিঞা নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥ ৬৮
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ—এই মনস্কাম ॥ ৬৯
তাহান প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।
তাহান আজ্ঞায়ে লিখি চৈতন্যের স্তুতি ॥ ৭০
'রঘুনাথ' 'যদুনাথ' যেন নাম ভেদ।
এইমত ভেদ 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব' ॥ ৭১
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক্ নিতাইচান্দেরে ॥ ৭২
যেবা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
গোষ্ঠীসহ বরদাতা তারে বিশ্বম্ভর ॥ ৭৩
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর-নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য—সভার ধর্ন প্রাণ ॥ ৭৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৭৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-চৈতন্য-দর্শনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৮। ২।৩।১৭২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭১। ১।১।৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭২। ১।১।৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৩। **গায়**—গান বা কীর্তন করেন। **এই কথা**—এই অধ্যায়ে কথিত গৌর-নিত্যানন্দের কথা। **গোষ্ঠীসহ বরদাতা ইত্যাদি**—গোষ্ঠীসহ (সপরিকর) বিশ্বম্ভর তাঁহার (কীর্তনকারীর সম্বন্ধে) বরদাতা হয়েন (তাঁহাকে বরদান করেন)। অথবা, বিশ্বম্ভর তাঁহাকেও বর দান করেন, তাঁহার গোষ্ঠীকেও (স্বজনাদিকেও) বরদান করেন।

৭৪। **জগতে দুর্লভ ইত্যাদি**—বিশ্বম্ভরের নাম জগতে অত্যন্ত দুর্লভ; জগদ্‌বাসী লোক বিশ্বম্ভরকে, বিশ্বম্ভরের মহিমাদি, জানে না, তাঁহার নাম কীর্তনও করে না। যিনি বিশ্বের ধারণ ও পোষণ করেন, যিনি ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ ব্রজপ্রেম দান করিয়া বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই বিশ্বম্ভর বলে। অনাদিবহির্মুখ এবং দেহসুখ-সর্বস্ব জীব তাঁহাকে জানে না। অথচ তিনি হইতেছেন **সভার ধনপ্রাণ**—সমস্ত জীবের ধন-প্রাণ—তাঁহার কৃপাতেই জীব তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা পাইতে পারে। (সুতরাং তিনিই বাস্তবিক ধনতুল্য) এবং তাঁহার কৃপাতেই জীব প্রাণবন্ত হইতে পারে, অর্থাৎ জীবাত্মা তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিতে পারে। কে সেই বিশ্বম্ভর ? যিনি 'সভার ধনপ্রাণ', তিনি কে ? সেই প্রভু চৈতন্য—তিনি হইতেছেন প্রভু শ্রীচৈতন্য।

৭৫। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"একখানি পুঁথিতে এই স্থানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত"। অর্থাৎ সেই পুঁথিতে চতুর্থ অধ্যায়টিও তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইতি মধ্যখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(২৯. ৬. ১৯৬৩—৩০. ৬. ১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথারসে সভে হইলা বিহ্বলে॥ ১
সভে মহাভাগবত পরম-উদার।
কৃষ্ণ-রসে মত্ত সভে করেন হুঙ্কার॥ ২
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিগে দেখি।
বহয়ে আনন্দধারা সভাকার আঁখি॥ ৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ব্যাসপূজার অধিবাস। মহাপ্রভুর বলরাম-ভাবে আবেশ ও অদ্বৈত-তত্ত্ব-কথন। প্রেমাবেশে নিত্যানন্দকর্তৃক স্বীয় দণ্ড-কমণ্ডলু-ভঙ্গ। নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, ব্যাসদেবের গলায় অর্পণীয় মাল্য মহাপ্রভুর মস্তকে অর্পণ। নিত্যানন্দের সমক্ষে মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-রূপ-প্রকটন। প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণবনিন্দার ও বৈষ্ণবের প্রতি অনাদরের কুফল-কথন।

১। **হেনমতে**—পূর্ব অধ্যায়ে কথিতরূপে।

প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন, এই পয়ারের পূর্বে, অর্থাৎ এই অধ্যায়ের আরম্ভে "একখানি পুঁথিতে অতিরিক্ত পাঠ—'জয় জয় সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর। জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর॥ জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন। ভক্তিদান দেহ প্রভু! উদ্ধারহ দীন॥"।

এই অধ্যায়ের আরম্ভসম্বন্ধে প্রভুপাদ আরও লিখিয়াছেন—"এই স্থানে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—"পঠমঞ্জরী রাগ॥ হরি বোল হরি বোল গৌরাঙ্গ-সুন্দর। বাহু তুলি বুলে যেন মত্ত করিবর॥ জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ-প্রভাবঃ পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ। স্বনাম-সংখ্যা-জপসূত্রধারী চৈতন্য-চন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ॥" [যিনি নবদ্বীপের নূতন-প্রদীপের প্রভাবস্বরূপ (জ্যোতিঃস্বরূপ), যিনি পাষণ্ডরূপ হস্তি-গণের পক্ষে একমাত্র সিংহস্বরূপ (পাষণ্ড-দলনে যিনি একমাত্র সমর্থ), যিনি স্বীয় নামের (ভবন্নামের) জপ-কালে নাম-সংখ্যা রক্ষণের নিমিত্ত গ্রন্থিবিশিষ্ট সূত্র ধারণ করেন, চৈতন্যচন্দ্র-নামক সেই ভগবান্ মুরারি জয়যুক্ত হউন।] নাম-সংখ্যা রক্ষণের নিমিত্ত মহাপ্রভু যে গ্রন্থিযুক্ত সূত্র ধারণ করিতেন, একথা কোনও গৌর-চরিতকারের উক্তিতে পাওয়া যায় না, এমন কি শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্যত্র কোথাও একথা লিখেন নাই। মহাপ্রভু স্বীয় হস্তে সংখ্যা রাখিতেন বলিয়াই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়।

৩। **আঁখি**—চক্ষু। **আনন্দধারা**—আনন্দাশ্রুর স্রোত।

দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু বলিলা উত্তর ॥ ৪
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি!
ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন্ ঠাঞি? ৫
কালি হৈব পৌর্ণমাসী—ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বোল, যারে লয় মন ॥" ৬
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাথে ধরি আনিলেন শ্রীবাসপণ্ডিত ॥ ৭
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "শুন বিশ্বম্ভর!
ব্যাসপূজা এই মোর বামনের ঘর ॥" ৮
শ্রীবাসের প্রতি বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥" ৯
পণ্ডিত বোলেন "প্রভু! কিছু নহে ভার।
তোমাদের প্রসাদে সব ঘরেই আমার ॥ ১০
বস্ত্র, মুদ্গ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ—সব বিদ্যমান ॥ ১১
পদ্ধতি পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্যে ব্যাসপূজন দেখিব ॥" ১২
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
হরি হরি ধ্বনি কৈলা বৈষ্ণব-সকলে ॥ ১৩
বিশ্বম্ভর বোলে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
শুভ কর' সভে পণ্ডিতের ঘর যাই ॥" ১৪
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেইক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে ॥ ১৫
সর্ব-গণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রাম-কৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুলকিঙ্কর ॥ ১৬
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস-মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সভার শরীরে ॥ ১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪। "মহাপ্রভু"-স্থলে "মহামত্ত"-পাঠান্তর। মহামত্ত—অত্যন্ত প্রেমোন্মত্ত।

৫। **ব্যাস পূজা**—আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ন্যাসিগণ ব্যাসদেবের পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন। **কোন্ ঠাঞি**—কোন্ স্থানে।

৬। **পৌর্ণমাসী**—পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা। **যারে লয় মন**—যাঁহার গৃহে বা যাঁহাকে পুরো করিয়া ব্যাসপূজা করিতে তোমার ইচ্ছা হয় (নিজে বিবেচনা করিয়া তাহা বল)।

৮। **ব্যাসপূজা এই ইত্যাদি**—নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে নিজ হাতে ধরিয়া আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আমার ব্যাসপূজা এই শ্রীবাস-ব্রাহ্মণের ঘরে (গৃহে) হইবে।" **বামনের**—ব্রাহ্মণের। "ব্রাহ্মণ"-শব্দের অপভ্রংশই "বামন"।

৯। **বড় ভার**—ভারী বোঝা। গুরু দায়িত্ব।

১১। **মুদ্গ**—মুগ। "মুদ্গ"-স্থলে "গন্ধ" এবং "দুগ্ধ" পাঠান্তর। **বিধিযোগ্য**—শাস্ত্রবিধি-সঙ্গত। **সজ্জ**—ব্যাস-পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্য। "সজ্জ"-স্থলে "দ্রব্য"-পাঠান্তর।

১২। **পদ্ধতি-পুস্তক**—ব্যাসপূজার পদ্ধতি (নিয়ম বা বিধান) যে-পুস্তকে আছে, সেই পুস্তক। **মাগিয়া**—কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া।

১৪। **শুভ কর**—শুভগমন কর, চল।

১৬। **রাম-কৃষ্ণ**—বলরাম ও কৃষ্ণ। **গোকুল-কিঙ্কর**—গোকুলবাসী গোপগণ।

১৭। **বড়**—অত্যন্ত। **কৃষ্ণানন্দ**—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ।

কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনে আর যাইতে না পায়॥ ১৮
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি, বাহ্য গেল দূর॥ ১৯
ব্যাসপূজা-অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে, বেঢ়ি গায় ভক্তগণ॥ ২০
চির-দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে একঠাঁই॥ ২১
হুঙ্কার করয়ে কেহো, কেহো বা গর্জ্জন।
কেহো মূর্চ্ছা যায়, কেহো করয়ে ক্রন্দন॥ ২২
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্চ্ছিত।
ঈশ্বরের বিকার—কহিতে জানি কত॥ ২৩
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন॥ ২৪
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চাহে।
পরম চতুর দোঁহে—কেহো নাহি পায়ে॥ ২৫
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন-লীলায়॥ ২৬
বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি রহে।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায়ে॥ ২৭
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥ ২৮
'বোল বোল' বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দজলে সর্ব্ব-কলেবর॥ ২৯
চির-দিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি, আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসে॥ ৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯। **বাহ্য**—বাহ্যজ্ঞান।

২০। **ব্যাসপূজা-অধিবাস**—ব্যাসপূজার পূর্বদিনে কৃত্যবিশেষ।

২১। **চির-দিবসের**—বহুদিনের, অনাদি, নিত্য। **চিরদিবসের প্রেমে**—চৈতন্য ও নিতাইর মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে-প্রেম বা প্রীতি, তাহা বহু দিনের, অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, নিত্য; সেই নিত্য-প্রেমের উচ্ছ্বাসে (তাঁহারা এক স্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন)। "প্রেমে"-স্থলে "পরে"-পাঠান্তর। চিরদিবসের পরে—বহুকাল পরে। **দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি**—শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দকে এবং শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে ধ্যান করিয়া (একাগ্রচিত্তে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন)। প্রীতির বস্তু বলিয়া উভয়ে উভয়ের চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছেন। পরবর্তী কতিপয় পয়ারে তাঁহাদের প্রেমবিকারের কথা বলা হইয়াছে।

২৩। "পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্চ্ছিত"-স্থলে "পুলক, আনন্দ-মূর্চ্ছা তত"-পাঠান্তর। **আনন্দ-মূর্চ্ছিত**—আনন্দ-মূর্চ্ছা, আনন্দের আধিক্যজনিত মূর্চ্ছা। পাঠান্তরের—**তত**—সেই পরিমাণ; যেই পরিমাণে কম্প-স্বেদাদি, সেই পরিমাণেই মূর্চ্ছা। **ঈশ্বরের বিকার**—ঈশ্বর-তত্ত্ব গৌর-নিত্যানন্দের প্রেম-বিকার।

২৪। **স্বানুভাবানন্দে**—১।৬।১১৯, ১৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু"-স্থলে "স্বানুভাবানন্দ হইয়া নাচে"-পাঠান্তর।

২৬। **আপন লীলায়**—নিজ নিজ লীলার আবেশে।

৩০। **চির-দিনে**—বহুকাল পরে। **পাই**—পাইয়া। **অভিলাষে**—অভিলাষকে (অর্থাৎ

বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি-মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর ॥ ৩১
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদতালে।
ভূমিকম্প-হেন মানে' বৈষ্ণব-সকলে ॥ ৩২
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কা'ত ? ৩৩
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর ॥ ৩৪
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম-ভাবে।
" 'মদ আন' 'মদ আন' " বলি ঘন ডাকে ॥ ৩৫
নিত্যানন্দ প্রতি বোলে শ্রীগৌরসুন্দর।
"ঝাট দেহ' মোরে হল মুষল সত্বর ॥" ৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অভিলষিত বস্তুকে)। **চির-দিনে নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—বহুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার অভিলষিত বস্তু (শ্রীবিশ্বম্ভরকে) পাইয়া। বিশ্বম্ভররূপ শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যানন্দের বহু দিনের অভীষ্ট বস্তু, তাহা ২।৪।৪৮-৫৩-পয়ারসমূহে উল্লিখিত তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায়। সে-স্থলে বলা হইয়াছে—তিনি বহু তীর্থে কৃষ্ণকে খুঁজিয়াছেন, কিন্তু কোথাও পায়েন নাই ; পরে শুনিলেন কৃষ্ণ গৌড়দেশে নদীয়ায় গিয়াছেন। একথা শুনিয়াই তিনি নদীয়ায় আসিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বম্ভররূপ শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যানন্দের বহুদিনের অভীষ্ট-বস্তু, তাহাই বুঝা যায়। উল্লিখিতরূপ অর্থে "নিত্যানন্দ" হইতেছে "পাই"-ক্রিয়ার কর্তা এবং "বিশ্বম্ভর—যাহা উহ্য, তাহা" হইতেছে "পাই"-ক্রিয়ার কর্ম। অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। ২।৩।৫৮-৫৯ পয়ারদ্বয় হইতে জানা যায়—প্রভু বিশ্বম্ভরও বহুদিন যাবৎ নিত্যানন্দের সহিত মিলনের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন—"মিলিলা সকল ভক্ত, বই নিত্যানন্দ। ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র॥ নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বম্ভর। জানিলেন নিত্যানন্দ—অন্তর-ঈশ্বর॥ ২।৩।৫৮-৫৯॥" এ সকল উক্তি হইতে জানা যায়—বহু দিন পর্যন্ত নিত্যানন্দও বিশ্বম্ভরের অভিলষিত বস্তু ছিলেন। সুতরাং "চির দিন নিত্যানন্দ" ই পয়ারার্ধের এইরূপ অর্থও হইতে পারে—বিশ্বম্ভর বহু কাল পরে তাঁহার অভিলষিত বস্তু নিত্যানন্দকে পাইয়া। এইরূপ অর্থে "পাই"-ক্রিয়ার কর্তা হইতেছে "বিশ্বম্ভর—উহ্য" এবং কর্ম হইতেছে "নিত্যানন্দ—নিত্যানন্দকে"। **বাহ্য নাহি** ইত্যাদি—বহু দিন পরে অভিলষিত বস্তুকে পাইয়া নিত্যানন্দ (বা বিশ্বম্ভর) আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, তাঁহার (নিত্যানন্দের বা বিশ্বম্ভরের) বাহ্য নাহি (বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল)।

৩২। **পদ-তালে**—চরণের তালে। নিত্যানন্দ যখন তালে তালে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চরণের আঘাতে। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে পাঠান্তর-"টলমল করে ভূমি নিত্যানন্দ-তালে"। তাৎপর্য একই।

৩৩। **দুই নাথ**—দুই প্রভু। **কা'ত**—কাহাতে, কাহার মধ্যে।

৩৪। **নিত্যানন্দ প্রকাশিতে**—নিত্যানন্দের স্বরূপ-তত্ত্ব (স্বরূপতঃ নিত্যানন্দ কি বস্তু, তাহা) ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে। **খট্টা**—খাট, বিষ্ণুখট্টা।

৩৬। **হল মুষল**—হল ও মুষল হইতেছে বলরামের অস্ত্র। **হল**—লাঙ্গল।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু-নিত্যানন্দ।
করে দিলা, কর পাতি লৈলা গৌরচন্দ্র ॥ ৩৭
কর দেখে কেহো আর কিছুই না দেখে।
কেহো বা দেখিল হল মুষল প্রত্যক্ষে ॥ ৩৮
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে, সে জানে।
দেখিলেহ শক্তি নাহি কহিতে কথনে ॥ ৩৯
এত বড় নিগূঢ় কথা কেহো মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই-সব-জন-স্থানে ॥ ৪০
নিত্যানন্দ-স্থানে হল মুষল লইয়া।
"বারুণী বারুণী" প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া ॥ ৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৭। **করে দিলা**—নিত্যানন্দ নিজ হাতে হল ও মুষল বিশ্বম্ভরের হাতে দিলেন। **কর পাতি ইত্যাদি**—গৌরচন্দ্রও নিজে হাত পাতিয়া নিত্যানন্দের হাত হইতে হল ও মুষল গ্রহণ করিলেন।

৩৮। **কর দেখে**—হাতই দেখেন। **কেহো বা দেখিল**—কেহ প্রত্যক্ষভাবে হল ও মুষল দেখিলেন। অন্ত্যখণ্ডের একটি উক্তি হইতে বুঝা যায়, বনমালী পণ্ডিত হল ও মুষল দেখিয়াছিলেন। "চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল। যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল মুষল ॥ ৩।৯।২৫ ॥"

৩৯। **কহিতে কথনে**—কথায় (বাক্যদ্বারা) প্রকাশ করিয়া বলিতে।

৪০। **নিগূঢ়**—অতি গোপনীয়, অতি রহস্যময়। **কেহো মাত্র**—কোনও কোনও লোকমাত্র। নিত্যানন্দ বা গৌরচন্দ্র কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে জানান, কেবলমাত্র তাঁহারাই। **নিত্যানন্দ ব্যক্ত ইত্যাদি**—নিত্যানন্দের স্বরূপ-তত্ত্ব (তিনি যে বলরাম, তাহা) কেবল সেই সকল কৃপাপ্রাপ্ত লোকগণই জানিতে পারেন।

৪১। **বারুণী**—বলরামের পেয় এক অপূর্ব মদ্য। "বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ। পতন্তী তদ্বনং সর্ব্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥ ভা. ১০।৬৫।১৯ ॥ — বরুণদেব-কর্তৃক প্রেরিতা বারুণীদেবী বৃক্ষ-কোটর হইতে পতিত হইয়া স্বীয় সুগন্ধদ্বারা সেই বনের সকল স্থানকে আমোদিত করিল।" এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—"দেবী তন্মদিরাধিষ্ঠাত্রী। বারুণী বরুণকন্যা সৈব বৃক্ষকোটরাৎ শ্রীবৃন্দাবনকদম্বকুহরাৎ ধারারূপেণাপতন্তীত্যধিষ্ঠানাধিষ্ঠাত্র্যোরভেদেন নির্দ্দেশো নদ্যাদিবৎ স চ দ্বয়োরপি লাভবিবক্ষয়া। তথা চ শ্রীহরিবংশে তং প্রতি তস্যা এব বাক্যম্। সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘেতি।" এই টীকার তাৎপর্য—বারুণী হইতেছেন বরুণ-দেবের কন্যা। শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, বারুণীদেবী বলরামকে বলিয়াছেন—"আমার পিতা বরুণ কর্তৃক আমি তোমার নিকটে প্রেরিত হইয়াছি।" এই বারুণীদেবী হইতেছেন বারুণী-নামক মদিরার অধিষ্ঠাত্রী। পিতার আদেশে তিনি বৃন্দাবনের কদম্ববৃক্ষের কোটর হইতে ধারারূপে আপতিত হইয়াছিলেন। এ-স্থলে অধিষ্ঠান (মদিরা) এবং অধিষ্ঠাত্রীর অভেদরূপেই নির্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বারুণী-নামক মদিরাই কদম্ববৃক্ষ-কোটর হইতে পতিত হইয়াছিল। উল্লিখিত ভা. ১০।৬৫।১৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বারুণী সুধয়া সহোৎপন্না মদিরা—বারুণী হইতেছে সুধার সহিত উৎপন্ন মদিরা।" উল্লিখিত শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন, সেই মধুধারার সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বলরাম আসিয়া তাহা পান করিয়াছিলেন। "তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ। আঘ্রায়োপগতস্তত্র

কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায়।
অন্যোঽন্যে সভার বদন সভে চা'য় ॥ ৪২
যুগতি করিয়া সভে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গাজল সভে দিল লৈয়া ॥ ৪৩
সর্ব্ব-জন দেই জল, প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে—হেন ভাণ ॥ ৪৪
চতুর্দ্দিগে রামস্তুতি পঢ়ে ভক্তগণ।
"নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া" প্রভু বোলে অনুক্ষণ ॥ ৪৫
সঘনে ঢুলায় শির "নাঢ়া নাঢ়া" বোলে।
নাঢ়ার সন্দর্ভ কেহো না বুঝে সকলে ॥ ৪৬
সভে বলিলেন "প্রভু! 'নাঢ়া' বোল কা'রে?"
প্রভু বোলে "আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে ॥ ৪৭
'অদ্বৈত-আচার্য্য' বলি কথা কহ যার।
সেই নাঢ়া লাগি মোর এই অবতার ॥ ৪৮
মোহরে আনিলা নাঢ়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈয়া ॥ ৪৯
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহর অবতার।
ঘরেঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার ॥ ৫০
বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে ॥ ৫১
সে অধম-সভারে না দিমু প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ ॥" ৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥ ভা. ১০।৬৫।২০ ॥" **প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া**—বলরামের ভাবে মত্ত হইয়া প্রভু "বারুণী বারুণী" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

৪৪। **কাদম্বরী**—বারুণী-মদিরা। **পীয়ে**—পান করে। **ভাণ**—ভঙ্গী। "হেন ভাণ"-স্থলে "হেন হয় জ্ঞান"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

৪৫। **রামস্তুতি**—বলরামের স্তব। **নাঢ়া**—অদ্বৈতাচার্য। ২।২।২৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬। **সন্দর্ভ**—গূঢ় অর্থ; প্রভু কাহাকে 'নাঢ়া' বলিতেছেন, তাহা। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য। **কেহো না বুঝে সকলে**—সকলের মধ্যে কেহই বুঝে না। "না বুঝে সকলে"-স্থলে "বুঝিতে না পারে"-পাঠান্তর।

৪৯। **বৈকুণ্ঠ থাকিয়া**—বৈকুণ্ঠ-থেকে, বৈকুণ্ঠ হইতে। **রহিল**—শান্তিপুরে গিয়া সে-স্থানে রহিলেন।

৫১। **জ্ঞান**—জ্ঞানমার্গের সাধন। **তপস্যা**—কষ্টকর সাধন। **মদে**—মত্ততায়। **বিদ্যা, ধন, কুল—ইত্যাদি**—বিদ্যা (শাস্ত্রাধ্যয়ন), ধন (বিষয়-সম্পত্তি), কুল (উচ্চ বংশে জন্ম), জ্ঞান ও তপস্যাদি-জনিত মত্ততাবশতঃ, **মোর ভক্তস্থানে ইত্যাদি**—আমার ভক্তের নিকটে যাঁহাদের অপরাধ আছে, অর্থাৎ বিদ্যা-ধন-কুলাদির গর্বে গর্বিত হইয়া যাঁহারা আমার ভক্তগণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন।

৫২। **সে অধম-সভারে**—পূর্বপয়ারে কথিত অধম লোকদিগকে, আমি **না দিমু প্রেমযোগ**—প্রেমভক্তি দিব না। **না দিমু**—দিব না। "দিমু"-স্থলে "দেঙ"-পাঠান্তর। না দেঙ—দিব না। **নগরিয়া প্রতি**—সমস্ত নগরবাসীদিগকে। **ব্রহ্মাদির ভোগ**—ব্রহ্মাদি দেবগণেরও উপভোগ্য বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (অর্থাৎ প্রেমভক্তি—ব্রহ্মাদি দেবগণও যাহা উপভোগ করার জন্য ইচ্ছা করেন)।

আপামর-সাধারণকে নির্বিচারে প্রেমভক্তি বিলাইয়া দেওয়ার নিমিত্তই মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনি তাহা করিয়াছেনও। তথাপি এ-স্থলে তিনি কেন বলিলেন—৫১ পয়ারোক্ত

শুনিয়া আনন্দে ভাসে সব-ভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫৩
"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ?" প্রভু জিজ্ঞাসয়ে।
ভক্ত সব বোলে "কিছু উপাধিক নহে॥" ৫৪
সভারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
"অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্ব-ক্ষণ॥" ৫৫
হাসে সর্ব্ব-ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায় ॥ ৫৬
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেমরসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ'॥ ৫৭
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব-কলেবর ॥ ৫৮
কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডুল।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল ॥ ৫৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অধম লোকদিগকে তিনি প্রেমভক্তি দিবেন না? এই প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এই। ইহা ৫১-পয়ারোক্ত লোকদের প্রতি প্রভুর একটি ধমকমাত্র; এই ধমকের কথা শুনিয়া তাঁহারা যেন অনুতাপানলে দগ্ধ হয়েন এবং তাঁহাদিগকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে দেখিয়া অপর লোকও যাহাতে সতর্ক হইতে পারেন, বিদ্যা-ধনাদির মদে মত্ত হইয়া অপর লোকও যাহাতে ভক্তদের প্রতি অসদ্ ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হয়েন, এই উদ্দেশ্যেই প্রভুর এতাদৃশ ধমক। ইহা প্রভুর অন্তরের কথা বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু, আপামর-সাধারণকে নির্বিচারে প্রেমভক্তি বিলাইয়া দেওয়াই প্রভুর সঙ্কল্প এবং আন্তরিক বাসনা।

৫৪-৫৫। **কি চাঞ্চল্য করিলাম?**—সুস্থির হইয়া, অর্থাৎ বলরাম ভাবের আবেশ দূরীভূত হওয়ার পরে, মহাপ্রভু ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি কিছু চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছি?" প্রভুর এই উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি যে বলরাম-ভাবে ঐশ্বর্য-প্রকাশ করিয়াছেন এবং তখন যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তখন তাঁহার কোনও জ্ঞান ছিল না। কেবল এ-স্থানে নহে, যখনই মহাপ্রভুর মধ্যে ঐশ্বর্যের বিকাশ হইত, তখনই প্রভুর উল্লিখিতরূপ অবস্থা হইত।

এ সম্বন্ধে পরবর্তী ২।১৬।৩৫ পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য। **উপাধিক**—আগন্তুক (২।৩।১৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); যাহা স্বরূপভূত নহে, এমন কিছু। **কিছু উপাধিক নহে**—প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ভক্তগণ বলিলেন—"প্রভু তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার স্বরূপের বহির্ভূত কিছু নহে, আগন্তুক, বা তোমার পক্ষে অস্বাভাবিক, কিছু নহে। তোমার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক বা স্বরূপ-সম্মত, তাহাই তুমি করিয়াছ।" **অপরাধ মোর ইত্যাদি**—ভক্তভাবে মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের নিকটে এই কথাগুলি বলিয়াছেন। **অপরাধ মোর**—তোমাদের সাক্ষাতে চাঞ্চল্য-প্রকাশ-জনিত আমার অপরাধ। **না লইবা সর্বক্ষণ**—কখনও গ্রহণ করিবে না।

৫৭। **প্রভু শেষ**—প্রভু বলরাম। বলরামের একটি নাম "শেষ"। ১।১।১৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীবলরামই যে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল।

৫৮। **দিগম্বর**—দিগ্ বসন, নগ্ন। "ক্ষণে দিগম্বর"-স্থলে "হই দিগম্বর" এবং "হয় দিগম্বর"-পাঠান্তর। "বাল্যভাবে"-স্থলে "ভাবাবেশে"-পাঠান্তর। **ভাবাবেশে**—বাল্যভাবের আবেশে।

৫৯। **"কমণ্ডুল"-স্থলে "কমুণ্ডল" এবং "কমণ্ডলু"-পাঠান্তর।** নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া

চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহা ধীর ।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥ ৬০
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে' ।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে ॥ ৬১
"স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস ।"
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ-বাস ॥ ৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দণ্ড ও কমণ্ডলু ব্যবহার করিতেন। নাহি আদি মূল—যাহা হইতে যে-বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহা হইতেছে সেই বস্তুর আদি ; যেমন, বৃক্ষ হইতে পত্রাদির উৎপত্তি ; বৃক্ষ হইল পত্রাদির আদি। আবার বৃক্ষও ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া থাকে তাহার মূলের শক্তিতে। যে পত্রাদি বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে, সেই পত্রাদির আদি যে কোন্ বৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষের মূলই বা কোথায় (অর্থাৎ সেই বৃক্ষটি কোন্ স্থলে অবস্থিত), তাহা যেমন নির্ণয় করা যায় না, তেমনি শ্রীনিত্যানন্দ যখন বাল্যভাবে আবিষ্ট হইয়া দিগম্বর হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দণ্ড, কমণ্ডলু এবং বসন তাঁহা হইতে ছুটিয়া গিয়া এত দূরবর্তী স্থানে পড়িয়া গিয়াছিল যে, বাহির হইতে কেহ আসিয়া দেখিলে এই দণ্ড-কমণ্ডলু-আদি কাহার, তাহা তিনি নির্ণয় করিতে পারিতেন না। তাৎপর্য এই যে, নিত্যানন্দের দণ্ড, কমণ্ডলু ও বসন তাঁহা হইতে বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছিল।

৬০। মহাধীর—স্বভাবতঃ অত্যন্ত ধীর (স্থির, গম্ভীর, চাঞ্চল্যহীন) হইলেও। "করিলেন"-স্থলে "করাইলা"-পাঠান্তর ।

৬১-৬২। অন্বয়। মত্তসিংহ (মত্ত সিংহের ন্যায় চঞ্চল) নিত্যানন্দ সবে (কেবলমাত্র) চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ (বাক্যরূপ অঙ্কুশকেই, দৃঢ় এবং কঠোর বাক্যকেই) মানে (মান্য করেন, শিরোধার্য করেন। তিনি) আর নাহি জানে (চৈতন্যের বাক্যরূপ অঙ্কুশ ব্যতীত আর কিছুকেই জানেন না, জানিয়াছেন বা শুনিয়াছেন বলিয়াও মনে করেন না, অর্থাৎ গ্রাহ্য করেন না)। অঙ্কুশ—হস্তীকে নিয়ন্ত্রিত করার নিমিত্ত মাহুতের হাতে কণ্টকবিশিষ্ট যে লৌহদণ্ড থাকে, তাহাকে বলে অঙ্কুশ। হস্তী চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে এই অঙ্কুশের আঘাতে মাহুত তাহাকে স্থির করে। কিন্তু হস্তী উন্মত্ত হইয়া যখন চঞ্চলতা প্রকাশ করে, তখন অঙ্কুশের দ্বারাও মাহুত তাহাকে স্থির করিতে পারে না, মহাপরাক্রান্ত সিংহই তখন মত্ত হস্তীকে স্থির করিতে পারে। এতাদৃশ মহাপরাক্রান্ত সিংহ যখন উন্মত্ত হইয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করে, তখন কেহই তাহাকে স্থির করিতে পারে না। নিত্যানন্দের প্রেমোন্মত্ততা-জনিত চাঞ্চল্য মত্ত সিংহের চাঞ্চল্যের ন্যায়, দুর্নিবার। প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ চঞ্চল নিত্যানন্দকে স্থির করার সামর্থ্য কাহারওই নাই ; প্রেম-চঞ্চল নিত্যানন্দকে কেহ ধরিয়া রাখিতেও পারে না, কাহারও প্রবোধ-বাক্যও তিনি গ্রাহ্য করেন না। চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া স্থির হওয়ার জন্য যদি দৃঢ় এবং কঠোরভাবে একমাত্র শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আদেশ করেন, তাহা হইলেই নিত্যানন্দ স্থির হয়েন, অন্য কিছুতে নহে। স্থির হও ইত্যাদি—মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "যদি কালি (আগামীকল্য) ব্যাস (ব্যাসদেবকে) পূজিবারে (পূজা করিতে) চাহ (চাও, ইচ্ছা কর, তাহা হইলে) স্থির হও (চঞ্চলতা পরিত্যাগ কর)। ইহা হইতেছে নিত্যানন্দের প্রতি প্রভুর অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠোর বাক্য

ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে॥ ৬৩
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥ ৬৪
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড॥ ৬৫
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই-পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু, দেখিয়া বিস্মিত॥ ৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

—"মনে রাখিও নিত্যানন্দ! চঞ্চলতা ত্যাগ না করিলে আগামীকল্য তোমার ব্যাসপূজা করা চলিবে না। সাবধান।" নিজ বাস—প্রভুর নিজের গৃহে।

৬৪-৬৫। **হুঙ্কার**—প্রেমাবেশ-জনিত হুঙ্কার। **অখণ্ড**—যাহা খণ্ডিত হওয়ার যোগ্য নহে, পূর্ণ, অনন্ত, অসীম। "অখণ্ড"-স্থলে "অগম্য"-পাঠান্তর। অগম্য—যে-স্থানে যাওয়া যায় না, তাহাই অগম্য। নিত্যানন্দের লীলা অনন্ত—অসীম বলিয়া কেহই তাহা সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে না। বিচার-বুদ্ধিরও অগোচর। **কেনে ভাঙ্গিলেন ইত্যাদি**—সন্ন্যাসীর পক্ষে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণই বিধি। সন্ন্যাসী হইয়াও নিত্যানন্দ নিজের হাতে নিজের দণ্ড-কমণ্ডলু কেন ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাস-গ্রহণের যোগ্য অধিকারী জীব সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁহাকে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিতে হয়; তিনি যদি নিজে নিজের দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাহা হইবে তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কর্মের বিরুদ্ধ কর্ম—নিতান্ত অন্যায়। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ জীবতত্ত্ব নহেন; তিনি হইতেছেন স্বয়ং বলরাম—সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্ব। তাঁহার সন্ন্যাস হইতেছে তাঁহার লীলামাত্র; যখনই তিনি গৌর-পরিকররূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জীব সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন—সাধন-ভজনের জন্য। শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বর-তত্ত্ব -"মূল-ভক্ত-অবতার বলরাম" বলিয়া জীবের ন্যায় সাধন-ভজনের কোনও প্রয়োজনই তাঁহার থাকিতে পারে না। তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ইহা হইতেছে, প্রকটলীলায় শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসের ন্যায়, শ্রীনিত্যানন্দেরও একটি লীলামাত্র (মশ্রী॥ ৯।৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি যে নিজ হাতে নিজের দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়াছেন, ইহাও তাঁহার একটি লীলা। কোন্ উদ্দেশ্যে ভগবান্ কখন কি লীলা করেন, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য ব্রহ্মারও নাই, অপরের কথা তদূরে। ("কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্"-ইত্যাদি ভা. ১০।১৪।২১-ব্রহ্মবাক্য দ্রষ্টব্য)। পূর্ববর্তী ৬৪ এবং পরবর্তী ৬৮ পয়ার হইতে জানা যায়, নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়াই তাঁহার দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়াছেন। পরবর্তী ৭০ পয়ার হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু নিজেই নিত্যানন্দের ভাঙ্গা-দণ্ড-কমণ্ডলু গঙ্গায় বিসর্জন দিয়াছেন। ইহার পরেও নিত্যানন্দ আর কখনও দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করেন নাই, মহাপ্রভুও তাঁহাকে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণের জন্য কখনও বলিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় না কি, নিত্যানন্দের সন্ন্যাস লৌকিক সন্ন্যাস নহে? ইহা তাঁহার লীলামাত্র?

৬৬। "দেখে"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। **রামাই-পণ্ডিত**—শ্রীবাস পণ্ডিতের সহোদর ভ্রাতা। "দেখিয়া বিস্মিত"স্থলে "দেখি আচম্বিত"-পাঠান্তর।

পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বোলেন "যাও ঠাকুরের স্থানে॥" ৬৭
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥ ৬৮
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈয়া॥ ৬৯
শ্রীবাসাদি সভেই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায়ে আপনে॥ ৭০
চঞ্চল সে নিত্যানন্দ, না মানে' বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে গর্জ্জন॥ ৭১
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়'॥ ৭২
সাঁতরে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥ ৭৩
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাসপূজা আসি ঝাট করহ সত্বর॥" ৭৪
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু-সনে॥ ৭৫
আসিয়া মিলিলা সব-ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিতে কীর্ত্তন॥ ৭৬
শ্রীবাসপণ্ডিত—ব্যাসপূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব-কার্য্য॥ ৭৭
মধুরমধুর সভে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভবন॥ ৭৮
সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা সেই ঠাকুর-পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য যে বিধিবোধিত॥ ৭৯
দিব্য-গন্ধ-সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ-হাথে দিয়া বলিতে লাগিলা॥ ৮০
"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর।
বচন পঢ়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥ ৮১
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে, সর্ব্ব-অভীষ্ট পাইবা॥" ৮২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৭। **পণ্ডিতের স্থানে**—শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকটে। **ঠাকুরের স্থানে**—শ্রীবিশ্বম্ভরের নিকটে।

৬৯। "চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ"-স্থলে "করিলেন গঙ্গাস্নান সর্বগণ"-পাঠান্তর।

৭১। "গর্জ্জন"-স্থলে "তর্জ্জন"-পাঠান্তর।

৭২। **কুম্ভীর দেখিয়া**—গঙ্গায় কুম্ভীর দেখিয়া নিত্যানন্দ তারে ইত্যাদি—সেই কুম্ভীরকে ধরিতে যায়েন। তাহা দেখিয়া ভয়ে, **গদাধর শ্রীনিবাস** ইত্যাদি—গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস পণ্ডিত "হায় হায়" করেন।

৭৪। "আসি ঝাট"-স্থলে "আজি তুমি"-পাঠান্তর।

৭৬। **করিতে**—করিতে করিতে।

৭৭। **আচার্য্য**—গুরু, এ-স্থলে পুরোহিত।

৭৯। **ঠাকুর পণ্ডিত**—আচার্য শ্রীবাস পণ্ডিত। **বিধিবোধিত**—শাস্ত্রবিধি দ্বারা বোধিত (বিহিত), শাস্ত্রসম্মত। "বিধিবোধিত"-স্থলে "বিধিয়ে বোধিত"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

৮০। **বনমালা**—বনজাত ফুলের মালা। **দিব্য-গন্ধ সহিত**—মনোরম গন্ধ (চন্দনাদি)-দ্বারা লিপ্ত।

৮১। **বচন পঢ়িয়া**—মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। **নমস্কর**—(মালা দিয়া) নমস্কার কর।

যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ—প্রবোধ না লয় ॥ ৮৩
কি বা বোলে ধীরে ধীরে, বুঝন না যায়।
মালা হাথে করি পুন চারিদিগে চা'য় ॥ ৮৪
প্রভুরে ডাকিয়া বোলে শ্রীবাস উদার।
"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥" ৮৫

শ্রীবাসের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর ॥ ৮৬
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! শুনহ বচন।
মালা দিয়া ঝাট কর' ব্যাসের পূজন॥" ৮৭
দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক-উপর ॥ ৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৩। **প্রবোধ না লয়**—প্রবুদ্ধ হয় না, বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না। অথবা, শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা গ্রাহ্য করেন না।

৮৪। **কিবা বোলে** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ অস্পষ্টভাবে কি বলেন, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না।

৮৮। **দেখিলেন নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ প্রভু-বিশ্বম্ভরকে নিজের সম্মুখে দেখিয়া বিশ্বম্ভরের মাথার উপরেই মালা তুলিয়া দিলেন এবং এইভাবেই নিত্যানন্দ তাঁহার ব্যাস-পূজার সমাপ্তি করিলেন।

মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায়, ভগবান্ মৎস্যদেব মনুর নিকটে বলিয়াছেন, "কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ ॥ ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে। চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ॥ তথাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে। অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥" ৫৩।৮-১০॥—হে নৃপ! কালক্রমে লোকে পুরাণ-প্রস্তাব গ্রহণ করে না দেখিয়া আমি ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে তাহা সংহরণ (সঙ্কলন) করিয়া থাকি। প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ-শ্লোক-সম্বলিত পুরাণ অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে (ব্যাসরূপে) আমি প্রকাশ করিয়া থাকি। এই দেবলোকে অদ্যাপি শতকোটি-শ্লোকাত্মক পুরাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।" যে ভগবান্ মৎস্যদেব এই কথাগুলি বলিয়াছেন, তাঁহারও মূল হইতেছেন বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরাঙ্গ; সুতরাং বিশ্বম্ভরের পূজাতেই ব্যাসদেবের এবং অন্যান্য সমস্তেরই পূজা হইয়া যায়। যেহেতু, শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণ-মচ্যুতেজ্যা ॥ ভা. ৪।৩১।১৪॥—বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেমন তাহার স্কন্ধ (প্রথম বিভাগ), শাখা, উপশাখা (এবং উপলক্ষণে পত্র-পুষ্পাদিও) তৃপ্তি লাভ করে, (কিন্তু বৃক্ষের মূলে জল-সেচন না করিয়া তাহার স্কন্ধাদিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জল সেচন করিলেও যেমন তৎসমস্ত তৃপ্ত হয় না), ভোজনের দ্বারা প্রাণকে তৃপ্ত করিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তৃপ্ত হয় (কিন্তু ভোজন না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্নলেপন করিলে যেমন ইন্দ্রিয়সমূহ তৃপ্ত হয় না), তদ্রূপ অচ্যুতের আরাধনাতেই সর্বদেবতার আরাধনা হইয়া থাকে (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেবতাদের আরাধনাতে তাহা হয় না)। শ্রীধর স্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ।" বস্তুতঃ,' সর্বগুরু গৌরচন্দ্র

চাঁচর-চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥ ৮৯
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥ ৯০
ষড়্ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে—ধাতু মাত্র নাই॥ ৯১
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
"রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!" করেন স্মরণ॥ ৯২
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দেই ঘন-বিশাল-গর্জ্জন ॥ ৯৩
মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গা'য়ে হাথ দিয়া ॥ ৯৪
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর' চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুন—যে তোমার সমীহিত ॥ ৯৫
যে কীর্ত্তন-নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর॥ ৯৬
তোমার সে প্রেমভক্তি, তুমি প্রেমময়।
বিনে তুমি দিলে, কারো ভক্তি নাহি হয় ॥ ৯৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(গৌরকৃষ্ণ) ব্যাসদেবেরও গুরু। গৌরচন্দ্রের পূজাতে ব্যাসদেবেরও আনন্দ, পরমা তৃপ্তি। আবার মূল ভক্ত-অবতার শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস-মূর্তি—সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব, সুতরাং ব্যাসদেবেরও পূজনীয়। সেই বলরামই হইতেছেন নিত্যানন্দ। সুতরাং তত্ত্বতঃ নিত্যানন্দও ভক্তভাবময় ব্যাসদেবের পূজনীয়। ভক্তভাবে শ্রীনিত্যানন্দ ব্যাসদেবের পূজা করিলে নিত্যানন্দের প্রীতির জন্য ব্যাসদেব সেই পূজা গ্রহণ করিয়া যে প্রীতি লাভ করিতে পারেন, নিত্যানন্দ যদি গৌরচন্দ্রের পূজা করেন, তাহা হইলে ব্যাসদেব তাহা অপেক্ষাও অত্যধিক প্রীতি লাভ করেন। ইহা জানিয়াই বোধ হয় লীলাশক্তি মাল্যহস্ত-নিত্যানন্দের দ্বারা চতুর্দিকে গৌরচন্দ্রের অনুসন্ধান করাইয়াছেন (পূর্ববর্তী ৮৪ পয়ার) এবং গৌরচন্দ্রের মস্তকে মাল্য অর্পণ করাইয়াছেন।

৮৯। **ছয়ভুজ** ইত্যাদি—বিশ্বম্ভরের মস্তকে নিত্যানন্দের মাল্যার্পণ মাত্রেই, বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের সম্মুখে স্বীয় ষড়্ভুজ-রূপ প্রকটিত করিলেন (লীলাশক্তিই ইহা করাইলেন। ২।১৬।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "বিশ্বম্ভর হইলা"-স্থলে "নিত্যানন্দে দেখাইল"-পাঠান্তর।

৯০। ষড়্ভুজরূপের ছয়টি হস্তে যে ছয়টি অস্ত্র আছে, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং হল ও মুষল। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হইতেছে বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের এবং দ্বারকা-মথুরানাথের অস্ত্র; আর হল ও মুষল হইতেছে বলরামের অস্ত্র। এই ষড়্ভুজরূপের প্রকটনে ইহাই সূচিত হইল যে—বৈকুণ্ঠনাথ, দ্বারকা-মথুরানাথ এবং বলদেবও এই বিশ্বম্ভরেরই অভ্যন্তরে অবস্থিত। ১।৮।৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সুতরাং এই বিশ্বম্ভর হইতেছেন স্বয়ংভগবান্। "বিস্মিত"-স্থলে "চিত্রিত", "চিন্তিত" এবং "মূর্চ্ছিত"-পাঠান্তর।

৯১। **ধাতুমাত্র নাই**—জীবনীশক্তির চিহ্ন মাত্র নাই (২।১।৩১৭, ৩২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯৩। "দেই"-স্থলে "দিয়া"-পাঠান্তর।

৯৫। **সমীহিত**—সম্+ঈহিত; সম্যক্‌রূপে (একান্তভাবে) অভীষ্ট।

৯৭। **তোমার সে প্রেমভক্তি**—প্রেমভক্তি তোমারই সম্পত্তি। নিত্যানন্দ "মূল ভক্ত-অবতার

আপনা' সম্বরি উঠ, নিজ-জন চা'হ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ ॥ ৯৮
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেহ সে আমার প্রিয় কভু নহে ॥" ৯৯

পাইয়া চৈতন্য প্রভু—প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্ভুজ-দর্শনে ॥ ১০০
যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান' নিত্যানন্দ ॥ ১০১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলরাম" বলিয়া একথা বলা হইয়াছে। **বিনে তুমি দিলে**—তুমি না দিলে। "কারো ভক্তি"-স্থলে "কারো শক্তি"-পাঠান্তর। অর্থ—তুমি না দিলে কেহই প্রেমভক্তি পাইতে পারে না।

৯৮। **নিজ জন চাহ**—তোমার অনুগত লোকদের, তোমার সেবকদের, প্রতি কৃপাদৃষ্টি-পাত কর। অথবা, **নিজ জন**—ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবমাত্রই তোমার নিজের জন; কেননা, তুমিই এই বিশ্বের—সুতরাং জীবসমূহের—সৃষ্টিকর্তা। তুমিই "মূলে সর্বপিতা ॥ ১।২।৩৫-৩৬ ॥" ১।১।১৫-শ্লোক ও তদ্ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। "ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ ॥ ভা. ১০।১৫।৩৫ ॥" "শ্রীবলরামগোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। সৃষ্টি-লীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥ চৈ. চ. ১।৫।৬-৭ ॥" জগতের সৃষ্টিকর্তা বলরামই নিত্যানন্দ বলিয়া নিত্যানন্দই জগদ্বাসী জীবমাত্রের সৃষ্টিকর্তা, সকলের পিতা; সুতরাং জগদ্বাসী জীবমাত্রেই তাঁহার নিজ জন। এই সমস্ত "নিজ জনের" সম্বন্ধেই মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন, **নিজ জন চাহ**—তোমার নিজ জন জগদ্বাসী জীবগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত কর, আর, **যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ**—যাহাকে প্রেমভক্তি দেওয়ার জন্য তোমার ইচ্ছা হয়, তাহাকেই তাহা "বিলাও"—বিনামূল্যে, সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, বিতরণ কর।

৯৯। **ভজিলেহ**—আমার ভজন করিলেও। পরবর্তী ১২৭ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

১০০। **পাইয়া চৈতন্য প্রভু ইত্যাদি**—অন্বয় ॥ প্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর (মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরের) বচনে (পূর্ব্ববর্তী ৯৫-৯৯ পয়ারোক্ত বাক্যে) চৈতন্য (সম্বিৎ, জ্ঞান, বাহ্যদশা) পাইয়া, ষড়্ভুজ-রূপের দর্শনে আনন্দময় হইলেন। "বচনে"-স্থলে "চরণে"-পাঠান্তর। প্রভুর চরণসান্নিধ্যেই শ্রীনিত্যানন্দ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মূর্ছাভঙ্গেও সে-স্থানেই তিনি ছিলেন।

১০১। **যে অনন্ত-হৃদয়ে**—যে অনন্তদেবের হৃদয়ে; অর্থাৎ যে বলরামের হৃদয়ে। বলরামের একটি নাম যে অনন্ত, তাহার প্রমাণ ১।১।৩৪-৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **বৈসে**—বাস করেন, প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন। **অবিস্ময়**—বিস্ময় নাই যাঁহার, তিনি হইতেছেন অবিস্ময়। **অবিস্ময় জান**—অবিস্ময় হইয়া (কোনওরূপ বিস্ময়ের ভাব মনে পোষণ না করিয়া, ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই, এইরূপ মনে করিয়া) জান (জানিবে, বিশ্বাস করিবে)।

পয়ারের অন্বয়। যে অনন্ত-হৃদয়ে (যে অনন্ত-দেবের, বলরামের) হৃদয়ে গৌরচন্দ্র বৈসেন (অনন্ত-দেবের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরমানন্দে বাস করেন), নিত্যানন্দ যে সেই প্রভু (সেই প্রভু-অনন্তদেব অর্থাৎ সেই বলরাম) অবিস্ময় হইয়া (ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই, এইরূপ

ছয়-ভুজ-দৃষ্টি তানে কোন্ অদভুত।
অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক ॥ ১০২
রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা।
প্রত্যক্ষ হইয়া আসি দশরথ লৈলা ॥ ১০৩
সে যদি অদ্ভুত, তবে এহো অদভুত।
নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কৌতুক ॥ ১০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মনে করিয়া) তাহা জান (জানিবে, বিশ্বাস করিবে)। তাৎপর্য হইতেছে এই যে, নিত্যানন্দের গৌর-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গৌরচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা অবস্থান করেন এবং তাহাতে গৌর-চন্দ্র পরমানন্দ অনুভব করেন।

১০২। **ছয়-ভুজ-দৃষ্টি**—ষড়্ভুজ-রূপের দর্শন। **তানে**—তাঁহাকে, নিত্যানন্দকে। **ছয়-ভুজ-দৃষ্টি তানে** ইত্যাদি—এতাদৃশ নিত্যানন্দকে গৌরচন্দ্র যে ষড়ভুজ রূপের দর্শন পাওয়াইবেন, ইহা অদ্ভুত (আশ্চর্য) ব্যাপার নহে। **অবতার-অনুরূপ**—যে অবতারে যাহা করা আবশ্যক, তাহা করার জন্যই **এ-সব কৌতুক**—ষড়্ভুজ-রূপের প্রদর্শনাদিরূপ কৌতুক (গৌরচন্দ্রের কৌতুক-রঙ্গ, তামাসা)। এস্থলে ষড়্ভুজ-রূপ-প্রকটনের আবশ্যকতা বোধ হয় এইরূপ। প্রথমতঃ, নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে। নিত্যানন্দের হৃদয়েই যে গৌরচন্দ্র বাস করেন, কেবল তাহাই নহে; গৌরচন্দ্রের মধ্যেও, গৌরচন্দ্রের হৃদয়েও, নিত্যানন্দ বাস করেন। নিত্যানন্দের যে-রূপ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের হৃদয়ে বাস করেন, নিত্যানন্দের প্রতিও সেইরূপ প্রীতি আছে বলিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, জগতের জীব সম্বন্ধে। পূর্বেই (পূর্ববর্তী ৯০ পয়ারের টীকায়) বলা হইয়াছে, প্রভুর ষড়্ভুজ-রূপের প্রকটনে তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইয়াছে এবং "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা ॥ ১।২।৩৬ ॥"-নিত্যানন্দরূপ বলরামও যে তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত এবং তাঁহার বাহিরেও নিজরূপে অবস্থিত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নিত্যানন্দই যে একমাত্র ভক্তিদাতা, তাহাও মহাপ্রভু বলিয়াছেন (পূর্ববর্তী ৯৭ পয়ারে)। এইরূপে দেখা গেল, এই ষড়্ভুজ-রূপের প্রকটনে এবং নিত্যানন্দের অসাধারণ-মহিমা-কথনে গৌরচন্দ্র জগতের জীবকে জানাইলেন যে, জীবের চিন্তার কোনও হেতু আর থাকিবে না; যাঁহার অবতরণের নিমিত্ত এবং যে উদ্দেশ্যে, অদ্বৈতাচার্য আরাধনা করিয়াছিলেন, তিনিই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অদ্বৈতাচার্যের সকল জীবের উদ্ধার-রূপ উদ্দেশ্যও অবিলম্বেই সিদ্ধ হইবে।

১০৩-৪। নিত্যানন্দকে ষড়্ভুজ-রূপ-প্রদর্শন করা যে অদ্ভুত ব্যাপার নহে, তাহা পূর্ববর্তী ১০২ পয়ারে বলিয়াছেন। এই দুই পয়ারে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। রঘুনাথ বা রাম-চন্দ্ররূপে এই গৌরচন্দ্রই যখন দশরথকে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তখন দশরথ রামচন্দ্রের প্রত্যক্ষ (রামচন্দ্রের দৃষ্টির গোচরীভূত) হইয়া সেই পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ রামচন্দ্রের অচিন্ত্য-শক্তিতে দশরথকে তিনি নিজের সাক্ষাতে প্রকটিত করিয়াছিলেন)। **সে যদি অদ্ভুত ইত্যাদি**—দশরথের প্রকটন যদি অদ্ভুত হয়, তাহা হইলে ষড়্ভুজ রূপের প্রকটনও অদ্ভুত। তাৎপর্য—দশরথের প্রকটন যেমন অদ্ভুত নহে, তদ্রূপ ষড়্ভুজ-রূপের প্রকটনও অদ্ভুত নহে। **নিশ্চয় সকল ইত্যাদি**—এ-সমস্ত যে শ্রীকৃষ্ণের (গৌর-কৃষ্ণের) কৌতুকমাত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

নিত্যানন্দস্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।　　　　তিলার্দ্ধেকো দাস্যভাব না হয় অন্যথা॥ ১০৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৫। **নিত্যানন্দ-স্বরূপের**—বলরামের এই নিত্যানন্দ-স্বরূপের। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন অবতারে বলরামও ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে তিনি বলরাম-স্বরূপে, রাম-অবতারে লক্ষ্মণ-স্বরূপে এবং গৌর-অবতারে নিত্যানন্দ-স্বরূপে, শ্রীকৃষ্ণের তত্তৎ-স্বরূপের সেবা করিয়া থাকেন। স্বরূপ-শব্দের অর্থ হইতেছে স্বীয়-স্বরূপানুবন্ধী রূপ।

কেহ কেহ বলেন, "নিত্যানন্দ-স্বরূপ"-এর অন্তর্গত "স্বরূপ"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে অন্যরূপ। তাহা এই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত সন্ন্যাস-সম্প্রদায়ে এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে যে, যাঁহারা শিখা-সূত্রমাত্র ত্যাগ করেন, অথচ যোগপট্ট গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি উপাধির কোনও উপাধি গ্রহণ করেন না বা তখনও এইরূপ কোনও উপাধি যাঁহাদিগকে দেওয়া হয় না, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচারী বলা হয়, এবং তাঁহাদিগকেই "স্বরূপ" বলা হয়। তাঁহারা মঠে শাস্ত্রাদির অধ্যাপন করেন। এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ নবদ্বীপের শ্রীল পুরুষোত্তম আচার্যের দৃষ্টান্তও দিয়া থাকেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় বারাণসীতে গিয়া চৈতন্যানন্দ-নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকটে তিনি "সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ। যোগপট্ট না লইল—নাম হৈল 'স্বরূপ'॥ চৈ. চ. ২।১০।১০৬॥" এ-সমস্ত কারণে কেহ কেহ বলেন, নিত্যানন্দপ্রভু কোনও শঙ্কর-মঠের অধ্যাপক ব্রহ্মচারী ছিলেন কিনা, তাহাও বিচার্য। স্থূলকথা এই যে, তাঁহাদের মতে শ্রীনিত্যানন্দ শঙ্কর-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন; যোগপট্ট গ্রহণ না করায় তিনি "স্বরূপ"-নামে অভিহিত হইতেন এবং এজন্যই তাঁহাকে "নিত্যানন্দ-স্বরূপ" বলা হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে নিবেদন এই। শ্রীনিত্যানন্দ যে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তিনি যে শঙ্কর-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, তাহারই যথেষ্ট প্রমাণ বরং পাওয়া যায়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সত্যতাই স্বীকৃত হয় না, কৃষ্ণভক্তির সার্থকতাও স্বীকৃত হয় না। অথচ শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যকাল হইতেই ছিলেন কৃষ্ণভক্তি-রসে মাতোয়ারা (১।৬।২১৫-৯৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। এতাদৃশ নিত্যানন্দ যে কৃষ্ণভক্তি-বিরোধী কোনও সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে যাইবেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন এবং তিনি "অবধূতরূপে" তীর্থ-পর্যটন করিয়াছিলেন (১।৬।৩৩৩)। তীর্থভ্রমণকালেও তাঁহার "নিরন্তর কৃষ্ণাবেশ শরীর অবশ। ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস॥ ১।৬।৩৫৪॥" কখনও কখনও তিনি প্রেম-মূর্ছায় নিস্পন্দ হইতেন (১।৬।৩৫৯), কখনও কখনও তাঁহার "অশ্রু, কম্প, পুলক, ভাবের অন্ত নাই॥ ১।৬।৩৬৬॥" নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় যখন তিনি মথুরায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি "নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি। কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি॥ ১।৬।৪০৬॥" এ-সমস্ত কি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদী সন্ন্যাসীর লক্ষণ? শ্রীনিত্যানন্দ শঙ্কর-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং শঙ্কর-

লক্ষ্মণের স্বভাব যেহেন অনুক্ষণ।
সীতাবল্লভের দাস্যে মন প্রাণ ধন ॥ ১০৬
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্য প্রতি অনুক্ষণ ॥ ১০৭

যদ্যপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু জগন্ময় ॥ ১০৮
সর্ব্ব-সৃষ্টি-তিরোভাব যে সময়ে হয়ে।
তখনো অনন্ত-রূপ সত্য বেদে কহে ॥ ১০৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সম্প্রদায় হইতে "স্বরূপ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহাকে "নিতানন্দ-স্বরূপ" বলা হইয়াছে, তাহা নহে। ভক্ত-সম্প্রদায়েই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ণাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের পরে একটি বিশেষ তুরীয়াতীত অবস্থা লাভ করিয়া তিনি "অবধূত" হইয়াছিলেন। তুরীয়াতীতোপনিষদে অবধূতের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, নিত্যানন্দে সে-সকল লক্ষণ বিদ্যমান ছিল (১৷৬৷৩৩৩ পয়ারের টীকায় তুরীয়াতীতাবধূত-শ্রুতি-প্রমাণ ও আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা নিজেদিগকে "ব্রহ্ম" মনে করেন, "আমি ব্রহ্মের দাস" এইরূপ দাস্য-ভাব কখনও তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন না। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের **স্বভাব সর্ব্বথা। তিলার্দ্ধেকো দাস্যভাব না হয় অন্যথা**—ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার চিত্ত দাস্যভাব-ছাড়া হয় না। বলরাম-স্বরূপেই হউক, কি লক্ষ্মণ-স্বরূপেই হউক, কিম্বা নিত্যানন্দ-স্বরূপেই হুউক, সকল স্বরূপেই তাঁহার দাস্যভাব (পরবর্তী ১১০-১৫ পয়ার দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত ভাব এবং এই পয়ারে এবং অন্যত্রও যে-যে স্থলে তাঁহাকে "নিত্যানন্দ-স্বরূপ" বলা হইয়াছে, সে-সে স্থলেও "স্বরূপ"-শব্দে তাঁহার স্বরূপগত বা স্বরূপানুবন্ধী রূপই বুঝায়।

১০৬। **সীতাবল্লভের**—সীতাপতি রামচন্দ্রের। "সীতাবল্লভের দাস্যে"-স্থলে "সীতার বল্লভ-দাস্যে"-পাঠান্তর। অর্থ একই। পরবর্তী ১০৮-১৫ পয়ার-সমূহে এই পয়ারোক্তিরই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে।

১০৮-৯। এই দুই পয়ারে শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ-তত্ত্ব কথিত হইয়াছে। **অনন্ত**—বলরাম। ১৷১৷৩৪-৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ঈশ্বর**—বলরাম বলিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব। নিরাশ্রয়—আশ্রয়হীন। বলরাম সকলের (এমন কি আসন-শয্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণেরও) আশ্রয়, কিন্তু তাঁহার কোনও আশ্রয় নাই। **সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের** হেতু—২৷৫৷৯৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **জগন্ময়**—সূত্র যেমন ওতপ্রোত ভাবে সমস্ত বস্ত্রকে ব্যাপিয়া থাকে, বলরামও (সুতরাং নিত্যানন্দও) তেমনি ওতপ্রোতভাবে জগৎকে ব্যাপিয়া বিরাজিত। "ওতপ্রোতমিদং যস্মিন্" ইত্যাদি ভা. ১০৷১৫৷৩৫-শ্লোক দ্রষ্টব্য। **সত্য**—ধ্বংসহীন, অবিকৃতরূপে বিরাজিত। যেহেতু, ত্রিকালসত্য। "নিরাশ্রয়"-স্থলে "দাস্যময়" এবং "সত্য"-স্থলে "সব" এবং "সাম"-পাঠান্তর। দাস্যময়—ঈশ্বর হইলেও দাস্যভাবময়। "সব এবং সাম"-পাঠান্তর-স্থলে "সববেদে কহে" এবং "সামবেদে কহে"। এ-স্থলে "তখনো অনন্তরূপ"-বাক্যের অর্থ হইবে—অনন্তের রূপ তখনও বিদ্যমান থাকে, তিরোভাব প্রাপ্ত হয় না। "সত্য"-স্থলে "সাম" পাঠান্তরটি লিপিকর-প্রমাদ কি না বলা যায় না।

তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম দাস্যভাবে অনুরাগ ॥ ১১০
যুগেযুগে—প্রতি-অবতারে-অবতারে।
স্বভাব তাঁহার দাস্য বুঝহ বিচারে ॥ ১১১
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত—দাস হৈয়া ॥ ১১২
অন্ন পানী নিদ্রা ছাড়ি শ্রীরামচরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ ॥ ১১৩
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম অবতারে।
দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে ॥ ১১৪
'স্বামী' করিয়াও সে বোলেন কৃষ্ণপ্রতি।
ভক্তি বই কখনো না হয় অন্য-মতি ॥ ১১৫

তথাহি (ভা. ১০।১৩।১৪) বৎসহরণে বলদেববাক্যং—
"কেয়ং বা কুত আয়াতা
দৈবী নার্য্যুত বাসুরী
প্রায়ো মায়াস্তু ভর্ত্তু
র্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥" ১ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১০। **তথাপিহ**—পূর্ব-পয়ারদ্বয়ে কথিতরূপ ঈশ্বর, নিরাশ্রয় এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু হওয়া সত্ত্বেও এবং ত্রিকালসত্য হওয়া সত্ত্বেও।

১১২। **নিরবধি ইত্যাদি**—অনন্ত (বলরাম, লক্ষ্মণ-স্বরূপে রামচন্দ্রের) দাস হইয়া নিরবধি সেবা করেন। "দাস হৈয়া"-স্থলে "দাস্য পাইয়া"-পাঠান্তর।

১১৩। "অনুক্ষণ"-শব্দের অন্বয় "সেবিয়াও"-শব্দের সঙ্গে—অনুক্ষণ সেবিয়াও।

১১৫। **স্বামী**—ভর্তা, প্রভু। প্রথম পয়ারার্ধ-স্থলে "স্বামী করিয়া সেবিলেন, কৃষ্ণপতি" এবং "স্বামী করি শব্দে সে বোলেন কৃষ্ণ প্রতি", এবং দ্বিতীয় পয়ারার্ধ-স্থলে "সর্ব্বকাল স্বভাব হইল (তাঁর) এই মতি"-পাঠান্তর। বলরাম যে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় ভর্তা (স্বামী, পতি, প্রভু) বলিয়া মনে করেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ কা ইয়ং (কে এই মায়া)? কুতঃ বা (কোথা হইতেই বা) আয়াতা (আসিয়াছে)? দৈবী (ইহা কি দৈবী, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-দেবগণকর্তৃক বিস্তারিতা, মায়া)? বা নারী (নর সম্বন্ধিনী, অর্থাৎ ঋষি প্রভৃতি নরগণ কর্তৃক বিস্তারিতা, মায়া)? উত বা (অথবা কি) আসুরী (কংসাদি অসুরগণকর্তৃক বিস্তারিতা মায়া)? প্রায়ঃ (প্রায়শঃ। বিতর্কে—তাৎপর্য, তবে কি) মে ভর্ত্তুঃ (আমার ভর্তার—প্রভুর—শ্রীকৃষ্ণেরই) মায়া (এই মায়া) অস্তু (হউক, হওয়া সম্ভব, হইবে)। অন্যা (অন্যমায়া, অন্য কাহারও মায়া) মে অপি (আমারও) বিমোহিনী ন (বিমোহিনী হইতে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুগ্ধ করিয়া রাখিতে, পারে না)। ২।৫।১ ॥

অনুবাদ। (শ্রীবলরাম বলিলেন) কে এই মায়া? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে? ইহা কি দৈবী (ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক বিস্তারিতা) মায়া? অথবা কি নারী মায়া (ঋষি-প্রভৃতি নরগণ কর্তৃক বিস্তারিতা মায়া)? না কি আসুরী (কংসাদি অসুরগণ কর্তৃক বিস্তারিতা) মায়া? তবে কি, ইহা আমার প্রভুরই (শ্রীকৃষ্ণেরই) মায়া হইবে? কেননা, অন্য কোনও মায়া আমাকেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। ২।৫।১ ॥"

সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয়॥ ১১৬

ইহাতে যে নিত্যানন্দ বলরাম প্রতি।
ভেদ দৃষ্টি হেন করে—সে-ই মূঢ়মতি॥ ১১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকের আনুষঙ্গিক বিবরণ ২।২।৩-শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। "মায়াস্তু মে ভর্তুঃ"-এই বাক্যে মায়া-শব্দ যোগমায়া বা লীলাশক্তিকেই বুঝায়, বাহিরঙ্গা মায়াকে বুঝায় না; কেন না, বহিরঙ্গা মায়া কখনও ভগবৎস্বরূপের উপরে, বা ভগবানের নিত্য পরিকরদের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ১।৩।১৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। **প্রায়ঃ**—"প্রায়েণ ভক্তিযোগেন" ইত্যাদি ভা. ১১।১১।৪৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"প্রয়েণেতি বিতর্কে।" ইহা হইতে জানা গেল—বিতর্কেও "প্রায়ঃ"-শব্দ ব্যবহৃত হয়। "বিতর্ক" হইতেছে বিচার। "ইহা কোন্ মায়া?" সম্ভবতঃ বলরাম মনে মনে বিচার করিতেছিলেন—দৈবী মায়া? না কি নারী মায়া? না কি আসুরী মায়া? ইত্যাদিরূপে। "এ-সমস্ত মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না," এইরূপ মনে করিয়া তিনি আরও বিচারে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"প্রায়ঃ"; এই "প্রায়ঃ"-শব্দ বিতর্কই সূচিত করে; ইহার তাৎপর্য হইবে—"তবে কি।" **অস্তু**—হউক। অস্-ধাতুর উত্তর এক বচনে "লোট্"-প্রত্যয়। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, এ-স্থলে সম্ভাবনা-অর্থে লোট্-প্রত্যয় হইয়াছে। "অস্তু ইতি সম্ভাবনায়াং লোট্।" এই অর্থে "অস্তু"-শব্দের অর্থ হইবে—হওয়ার সম্ভাবনা, হইতে পারে বা হইবে। "প্রায়ো মে ভর্তুঃ মায়া অস্তু—তবে কি ইহা আমার প্রভুর মায়াই হইতে পারে (হইবে)? **মেঽপি**—মে অপি। আমারও। এ-স্থলে "অপি—ও"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, বলরাম ভাবিতেছিলেন, "এই মায়া তো সমস্ত ব্রজবাসীকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আবার আমাকেও মুগ্ধ করিয়াছে।" **বিমোহিনী**—বিশেষরূপে মোহনকারিণী। এ-স্থলে "বি"-শব্দ দীর্ঘকাল সূচিত করিতেছে। "বি শব্দো দীর্ঘকালত্বাদ্যপেক্ষয়া॥ বৈষ্ণবতোষণী॥" দীর্ঘকাল—প্রায় এক বৎসর। ২।২।৩-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে যে নিজের ভর্তা (প্রভু, স্বামী, পতি বা পালনকর্তা) মনে করেন, এই শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১৬। অন্বয়। সেই প্রভু অনন্ত (বলরাম)-মহাশয়ই আপনে (স্বীয় স্বরূপে, লক্ষ্মণাদি-স্বরূপে নহে) নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু—ইহা নিশ্চয় (নিঃসন্দেহে) জানিহ (জানিবে)।

১১৭। অন্বয়। ইহাতে (ইহাতেও, অনন্ত—বলরামই শ্রীনিত্যানন্দ—একথা সত্ত্বেও) যে (যে-ব্যক্তি) নিত্যানন্দ-বলরাম প্রতি ভেদ-দৃষ্টি হেন করে (নিত্যানন্দ ও বলরাম হইতেছেন ভিন্নবস্তু, তাঁহারা এক এবং অভিন্ন নহেন—এইরূপ মনে করেন, ভিন্নরূপে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করেন), সে-ই (সে ব্যক্তিই) মূঢ়-মতি (মূর্খ, অজ্ঞ, ভ্রান্তবুদ্ধি)। "ভেদ-দৃষ্টি হেন"-স্থলে "ভক্তজ্ঞানে হেলা"-পাঠান্তর। অর্থ—নিত্যানন্দ হইতেছেন ভক্তমাত্র, ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন—এইরূপ মনে করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি হেলা (অবহেলা, অবজ্ঞা) করেন, সে ব্যক্তি মূঢ়-মতি।

সেবা বিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্বথা তাহার॥ ১১৮

তথাহি শ্রীরামচন্দ্রবাক্যং—
অজপ্ত্বা লাক্ষ্মণং মন্ত্রং রামচন্দ্রং জপেৎ তু যঃ।
তস্য কার্য্যং ন সিধ্যেত কল্পকোটিশতৈরপি॥" ২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৮। এই পয়ারে নিত্যানন্দরূপ বলরামের প্রতি অনাদরের কুফলের কথা বলা হইয়াছে। বলরাম হইতেছেন সেবাবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণসেবারই বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণসেবার মূর্তরূপ। তিনি নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের লীলায় সাক্ষাদ্ভাবে সেবা করিতেছেন—বলরামরূপে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের, লক্ষ্মণরূপে রামচন্দ্রস্বরূপের এবং নিত্যানন্দরূপে গৌর-স্বরূপের লীলায় আনুকূল্য-রূপ সেবা করিতেছেন। আবার সহস্রবদন অনন্তদেবরূপে তিনি "ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥ সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণ-গান। নিরবধি গুণ-গান—অন্ত নাহি পান॥ সনকাদি-ভাগবত শুনে যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে॥ চৈ. চ. ১।৫।১০৩-৫॥"; অধিকন্তু "ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান (বালিশ), বসন। আরাম (উদ্যান), আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন॥ এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥ চৈ. চ. ১।৫।১০৬-৭॥" তিনি শ্রীকৃষ্ণের ছত্র-পাদুকাদিরূপে, সেবার নানাবিধ উপকরণরূপে, আত্ম-প্রকট করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, ছত্র-পাদুকাদি সেবোপকরণ তাঁহারই মূর্তরূপ (১।১।১৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ী—এই চারি স্বরূপেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি-লীলার সহায়তারূপ সেবা করিয়া থাকেন। "আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি চারি কায়॥ সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন। শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥ চৈ. চ. ১।৫।৭-৮॥" সুতরাং শ্রীবলরাম যে "সেবাবিগ্রহ", তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। সেই বলরামই গৌরলীলায় নিত্যানন্দ বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দও হইতেছেন "সেবাবিগ্রহ।" এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥ ২॥ অন্বয়॥ যঃ তু (যিনি কিন্তু) লাক্ষ্মণং মন্ত্রং (লক্ষ্মণ-সম্বন্ধীয় মন্ত্র) অজপ্ত্বা (জপ না করিয়া) রামচন্দ্রং (রামচন্দ্রকে, রাম-মন্ত্রকে) জপেৎ (জপ করেন), কোটিকল্পশতৈঃ অপি (শতকোটি কল্পেও) তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (কার্য) ন সিধ্যেত (সিদ্ধ হইবে না। ২।৫।২॥

অনুবাদ। লক্ষ্মণ-মন্ত্রের জপ না করিয়া যিনি কিন্তু রামমন্ত্রের জপ করেন, শতকোটি কল্পেও তাঁহার কার্য সিদ্ধ হইবে না। ২।৫।২॥

ব্যাখ্যা। রামচন্দ্র-স্বরূপের সেবাবিগ্রহ হইতেছেন শ্রীলক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের মন্ত্র যিনি জপ করেন না, লক্ষ্মণের প্রতি যে তাঁহার আদর নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। লক্ষ্মণের প্রতি আদর না দেখাইয়া তিনি যদি রামচন্দ্রের মন্ত্র-জপ, রামচন্দ্রের সেবা-পূজাদিও করেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি রামচন্দ্রের কৃপা হয় না, সেজন্য তাঁহার কার্যও সিদ্ধ হয় না। রামচন্দ্রের চরণে তাঁহার অপরাধ হয় বলিয়াই তাঁহার প্রতি রামচন্দ্র কৃপা করেন না। ভগবানের নিকটে ভক্তের (সেবাবিগ্রহের) পূজা তাঁহার নিজের পূজা

ব্রহ্মা-মহেশ্বর বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তভু তাঁর স্বভাব—চরণসেবা খেলা ॥ ১১৯
সর্ব-শক্তি-সমন্বিত 'শেষ' ভগবান্।
তথাপি স্বভাব-ধর্ম্ম—সেবা সে তাহান ॥ ১২০
অতএব তান যেন স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে ॥ ১২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী-টীকা

অপেক্ষাও অধিকতর প্রীতিদায়িনী। "মদ্ ভক্তপূজাঽভ্যধিকা।" ভক্তবৎসল ভগবান্ কখনও ভক্তের প্রতি অনাদর সহ্য করিতে পারেন না।

এই শ্লোক-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"রামার্চ্চনচন্দ্রিকা-গ্রন্থের প্রথম পটলে এই শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক বিন্যস্ত হইয়াছে। যথা—'অজপ্ত্বা লক্ষ্মণমনুং রামমন্ত্রান্ জপন্তি যে। তজ্জপস্ত ফলং নৈব প্রযান্তি কুশলাঅপি'।।" এই শ্লোকের তাৎপর্য পূর্বশ্লোকের তাৎপর্যের অনুরূপই।

১১৯। অন্বয়। যদ্যপি (যদিও) কমলা (লক্ষ্মীদেবী—ঈশ্বর-তত্ত্ব) ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদিরও বন্দ্য (বন্দনীয়া, পূজ্যা), তভু (তথাপি) চরণসেবা-খেলা (নারায়ণের চরণ-সেবা-রূপ লীলাই) হইতেছে তাঁর (তাঁহার—লক্ষ্মীদেবীর) স্বভাব (স্বরূপগত ভাব বা ধর্ম)। পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২০। অন্বয়। (যদিও) সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত "শেষ" (বলরাম হইতেছেন) ভগবান্ (ভগবৎ-স্বরূপ, ঈশ্বর-তত্ত্ব), তথাপি তাহান্ (তাঁহার—বলদেবের) স্বভাব-ধর্ম্ম (স্বরূপগত ধর্ম হইতেছে) সেবা (শ্রীকৃষ্ণের সেবা)।

শক্তির স্বরূপগত ধর্ম্ম হইতেছে শক্তিমানেরই আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা। যাঁহার বাক্শক্তি আছে, তাঁহার সেই বাক্শক্তি কেবল তাঁহাদ্বারাই কথা বলায়, একজনের বাক্শক্তি অপর জনের দ্বারা কোনও কথা বলায় না ; তিনি যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাব যাহাতে প্রকাশ পাইতে পারে, তাঁহার বাক্শক্তি সেইরূপ কথাই বলাইয়া থাকে, তদ্‌বিপরীত কোনও কথা বলায় না। লক্ষ্মীদেবী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—স্বরূপশক্তি, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম বা স্বভাব। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ-স্বরূপের সঙ্গিনী বলিয়া নারায়ণের চরণ-সেবাই তাঁহার স্বভাব। অংশীর আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবাই হইতেছে অংশের স্বরূপগত ধর্ম। মূল হইতেছে বৃক্ষের অংশ ; মূল ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টিবিধানরূপ সেবা করিয়া থাকে। এক বৃক্ষের মূল ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া কখনও অন্য বৃক্ষকে যোগায় না; যাহাতে বৃক্ষের পুষ্টি সাধিত হইতে পারে, ভূমি হইতে মূল সেই রসই আকর্ষণ করে, বৃক্ষের ক্ষতিজনক রস আকর্ষণ করে না। ইহাই হইতেছে মূলকর্তৃক বৃক্ষের আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা। বলরাম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ—সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্ব। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময়ী সেবাই হইতেছে তাঁহার স্বভাব—স্বরূপগত ধর্ম। অন্যান্য ভগবৎস্বরূপগণও (অবতারগণও) শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদেরও ভক্তভাব। "অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার ॥ চৈ. চ. ১।৬।৯৭ ॥"

১২১। অন্বয়। অতএব (শ্রীকৃষ্ণের, বা গৌরচন্দ্ররূপ কৃষ্ণের সেবাই বলরামের, বা নিত্যানন্দরূপ

ঈশ্বর স্বভাব সে—কেবল ভক্ত-বশ।
বিশেষ প্রভুর সুখ শুনিতেই যশ ॥ ১২২
স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাব-চরিত ॥ ১২৩
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেইমত লিখি আমি পুরাণ-প্রমাণে ॥ ১২৪
নিত্যানন্দ-স্বরূপের এই বাক্য মন।
"চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তাঁর এক জন ॥" ১২৫
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
"মুঞি তাঁর, সেহো মোর ঈশ্বর সর্ব্বথা ॥ ১২৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলরামের, স্বভাবধর্ম বলিয়া) তান (তাঁহার—বলরামের বা নিত্যানন্দের) যেন (যেরূপ) স্বভাব, (তাহা) কহিতে (কীর্তন করিতে) প্রভু (শ্রীকৃষ্ণ, বা গৌরচন্দ্র) সকল হইতে (অন্য সমস্ত ব্যাপার হইতেও অধিক) সন্তোষ (আনন্দ) পায়েন (অনুভব করেন)। পরবর্তী পয়ারে ইহার হেতু বলা হইয়াছে।

১২২। অন্বয়। ঈশ্বর-স্বভাব সে (ঈশ্বরের—ভক্তবৎসল ভগবানের—স্বভাবই হইতেছে এই যে, তিনি) কেবল ভক্তি-বশ (একমাত্র সর্ববশীকর্তা হইয়াও তিনি নিজে কিন্তু ভক্তির বশীভূত। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" ভক্তির বশীভূত বলিয়া তিনি তাঁহার বশীকারিণী ভক্তির আশ্রয় ভক্তেরও বশীভূত। ভক্তের ভক্তিরসের আস্বাদনে আনন্দোন্মত্ত হইয়া তিনি নিজেও ভক্তের গুণকীর্তনে সমধিক আনন্দ অনুভব করেন। পূর্ববর্তী ১২১ পয়ার দ্রষ্টব্য। এবং) যশ (ভক্তের যশ—গুণাদি) শুনিতেই (অন্যের মুখে শ্রবণ করিতেই) প্রভুর (ভগবানের) বিশেষ সুখ (সমধিক আনন্দ জন্মে)। "ঈশ্বর-স্বভাব সে" ইত্যাদি পয়ারার্ধ-স্থলে "ঈশ্বরের স্বভাব কেবল ভক্ত-বশ।" এবং "শুনিতেই"-স্থলে "মুখে শুনিতে এ"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

১২৩। অন্বয়। স্বভাব (ভক্তের স্বভাব—গুণাদি) কহিতে (কীর্তন করিতে) বিষ্ণু-বৈষ্ণবের (বিষ্ণুর—ভগবানের এবং বৈষ্ণবের) প্রীত (প্রীতি বা সুখ জন্মে)। অথবা, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্বভাব (বিষ্ণুর ভক্তবশ্যতারূপ স্বভাব এবং বৈষ্ণবের ভগবৎ-সেবারূপ স্বভাব) কহিতে (কীর্তন করিতে) প্রীত (সকলেরই প্রীতি বা আনন্দ জন্মে)। অতএব (এজন্য) বেদে (বেদে এবং বেদানুগত পুরাণাদিতে) স্বভাব-চরিত (ভক্তের স্বভাব-চরিত্র—স্বীয় স্বরূপগত ভাবানুরূপ আচরণ, অথবা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্বভাব-চরিত) কহে (কথিত হইয়াছে)।

১২৪। **আমি**—গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর। **পুরাণ-প্রমাণে**—বেদানুগত পুরাণ-শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে, গ্রন্থকারের কল্পনা-অনুসারে নহে।

১২৫। **নিত্যানন্দ-স্বরূপের**—২।৫।১০৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অন্বয়। নিত্যানন্দ-স্বরূপের বাক্য ও মন (মনের ভাব) হইতেছে এই যে, চৈতন্য ঈশ্বর (শ্রীচৈতন্য হইতেছেন আমার ঈশ্বর—প্রভু; ইহা তাঁহার বাক্য, মুখে তিনি সর্বদা এ-কথাই বলেন); আর মুঞি তাঁর একজন (আমি হইতেছি শ্রীচৈতন্যের একজন—এক ভৃত্য, দাস। ইহা তাঁহার মন—মনের ভাব। সর্বদা তিনি মনে এই ভাব পোষণ করেন)।

১২৬। **শ্রীমুখে**—নিত্যানন্দের মুখে।

চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহোর স্তুতি করে।
সে-ই সে মোহোর ভৃত্য, পাইবেক মোরে॥" ১২৭
আপনে কহিয়া আছেন ষড়্ভুজদর্শনে।
তান প্রীতে কহি তান এ সব কথনে॥ ১২৮
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়ে।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়ে॥ ১২৯
তথাপিহ অবতার-অনুরূপ খেলা।
করেন ঈশ্বরসেবা, বুঝ তান লীলা॥ ১৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৭। এই পয়ার শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি। এই পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দের স্তুতি করিলেই নিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের স্তুতি না করিয়া কেবল নিত্যানন্দের স্তুতি করিলে নিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের প্রতি প্রীতি না করিয়া কেবল নিত্যানন্দের প্রতি প্রীতি করিলে সেই নিত্যানন্দ-প্রীতির কোনও মূল্য নাই। পূর্ববর্তী ৯৯ পয়ারে শ্রীচৈতন্যও বলিয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি যাঁহার প্রীতি নাই, অথচ শ্রীচৈতন্যের প্রতি যাঁহার প্রীতি আছে, তাঁহার সেই শ্রীচৈতন্য-প্রীতিরও কোনও মূল্য নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রতি প্রীতি, অথচ শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি উপেক্ষা বা অনাদর, কিংবা শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রীতি, অথচ শ্রীচৈতন্যের প্রতি উপেক্ষা বা অনাদর—ইহা হইতেছে অর্ধ-কুক্কুটিন্যায়ের মতন। একের প্রতি প্রীতি, অপরের প্রতি উপেক্ষা বা অনাদরে উভয়ের প্রতিই বাস্তবিক অনাদর সূচিত হয়; কেন না, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ভিন্ন তত্ত্ব নহেন, কুক্কুটির সম্মুখভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগ যেমন কুক্কুটি হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ। যুগপৎ উভয়ের সেবাতেই উভয়ের প্রতি বাস্তব-প্রীতি প্রকাশ পায়।

১২৮। অন্বয়। আপনে (শ্রীনিত্যানন্দ নিজে) ষড়্ভুজ-দর্শনে (ষড়্ভুজ-দর্শনের কথা) কহিয়া আছেন (বলিয়াছেন)। তান (তাঁহার—শ্রীনিত্যানন্দের) প্রীতে (প্রীতির নিমিত্ত) তান এ-সব কথনে (তাঁহার এ-সকল কথা) কহি (বলিতেছি)। এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, ষড়্ভুজরূপ-দর্শনের কথা স্বয়ং নিত্যানন্দই গ্রন্থকারের নিকটে বলিয়াছেন। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

১২৯। **পরমার্থে**—তত্ত্বের বিচারে, বস্তুতঃ। **তাহান হৃদয়ে**—গৌরচন্দ্রের হৃদয়ে—মধ্যে—বিরাজিত। **দোঁহে দোঁহা**—গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে এবং নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রকে।

১৩০। **তথাপিহ**—তথাপিও, নিত্যানন্দ গৌরের হৃদয়ে থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁহারা যে পরস্পরকে দেখিতে পায়েন, তাহা সত্ত্বেও, নিত্যানন্দ **অবতার অনুরূপ** খেলা (লীলা) করেন, অর্থাৎ **ঈশ্বর-সেবা**—গৌরচন্দ্রের সেবা করেন। **বুঝ তান লীলা**—তাঁহার (নিত্যানন্দের) লীলা যে কি অদ্ভুত, তাহা বুঝিয়া লও। **অবতার অনুরূপ খেলা**—স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্য যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন শ্রীনিত্যানন্দও এক স্বরূপে তাঁহার মধ্যে অবস্থান করেন (১।৮।৯৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং তখন তাঁহারা উভয়েই উভয়কে দেখেন। আবার, নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করেন। এই অবস্থাতেও তাঁহারা উভয়ে উভয়কে দেখেন। কিন্তু এই দুই অবস্থার কোনও অবস্থাতেই, শ্রীচৈতন্যের দর্শনানন্দ উপভোগ

সহজে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায় বর্ণে' বেদে ভারতে পুরাণে ॥ ১৩১

যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু, সেই হয় বেদ।
তাহি গায় সর্ব্ব-বেদ ছাড়ি সর্ব্ব-ভেদ ॥ ১৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্যতীত অন্য কোনও লীলাই নিত্যানন্দের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্যের অবতার-কালে শ্রীনিত্যানন্দ বাহিরেও শ্রীচৈতন্যের পরিকররূপে এক স্বরূপে অবস্থান করেন, এবং এতাদৃশ পরিকররূপে শ্রীনিত্যানন্দ তখন শ্রীচৈতন্যের অবতারের অনুরূপ খেলা বা লীলা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রকট লীলায় (অবতারে) যে লীলার অনুষ্ঠান আবশ্যক, সেই লীলা করিয়া থাকেন। জগতের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, জগতের জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে অবতারের একটি কারণ; ইহাও শ্রীচৈতন্যের একটি লীলা। পরিকরগণই লীলার আনুকূল্য করিয়া থাকেন। পরিকররূপে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সেবা করিয়া জীবের প্রতি গৌরের ভজন-শিক্ষা-দানরূপ লীলার আনুকূল্য করিয়া থাকেন; ইহা হইতেছে নিত্যানন্দের পক্ষে গৌরের "অবতার-অনুরূপ-খেলা।" ইহাকে নিত্যানন্দের খেলা বা লীলা বলার তাৎপর্য এই যে—আনন্দের উচ্ছ্বাসেই খেলায় প্রবৃত্তি জন্মে। আনন্দের উচ্ছ্বাসেই শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সেবায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং সেবাতেও আনন্দ অনুভব করেন। নিত্যানন্দের পক্ষে গৌরের সেবা কর্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় নহে, পরন্তু আনন্দের প্রেরণায়।

"করেন ঈশ্বর-সেবা" ইত্যাদি পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"করেন ঈশ্বর কে বা বুঝে তাঁর লীলা" এবং "করেন ঈশ্বর-সেবা কে বুঝিব লীলা।"

প্রথম পাঠান্তরের তাৎপর্য—"নিত্যানন্দ ঈশ্বর (ঈশ্বর-তত্ত্ব) হইয়াও শ্রীচৈতন্যের অবতার-অনুরূপ খেলা করিয়া থাকেন; তাঁহার এই লীলার রহস্য কে বুঝিতে পারে?" দ্বিতীয় পাঠান্তরের তাৎপর্য মূল-পাঠের অনুরূপই।

১৩১। **সহজে**—স্বাভাবিক ভাবেই, স্বরূপগত ভাবেই। মূল-ভক্ত-অবতার বলরামই হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং ভক্তি বা সেবা হইতেছে তাঁহার সহজ, বা স্বরূপগত, বা স্বাভাবিক ভাবের কার্য। **স্বীকার প্রভু ইত্যাদি**—প্রভু নিত্যানন্দ নিজেই তাহা (ঈশ্বর-সেবা) অঙ্গীকার করেন। **তাহা**—শ্রীনিত্যানন্দ যে সহজেই ঈশ্বর-সেবা অঙ্গীকার করেন, সে-কথা **গায় বর্ণে ইত্যাদি**—বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র (অথবা পঞ্চমবেদ) মহাভারত এবং পুরাণ গায় (গান বা কীর্তন করে), বর্ণে (বর্ণন করে)। বেদানুগত শাস্ত্র-কথিত বলরামের গুণমহিমাদিও বস্তুতঃ নিত্যানন্দের গুণমহিমা। "সহজে"-স্থলে "সেহো যে" এবং "করয়ে"-স্থলে "যে করে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—"সেহো যে স্বীকার প্রভু যে করে আপনে",—সেহো (সেই ঈশ্বর-সেবা) প্রভু যে নিজেই স্বীকার করেন, তাহা "গায় বর্ণে" ইত্যাদি)।

১৩২। অন্বয়। প্রভু যে কর্ম্ম (কার্য) করয়ে (করেন—যাহা কিছু করেন), সেই (তাহাই) বেদ হয় (বেদের কথা হয়; বেদ-কথিত ব্যাপার ব্যতীত অন্য কিছু হয় না। কেননা) তাহি (তাহাই, প্রভু যাহা করেন, তাহাই) সর্ব্বভেদ ছাড়িয়া (পরিত্যাগ করিয়া) সর্ব্ববেদ (সকল বেদ) গায় (গান করে, বর্ণন করে। অর্থাৎ বেদে প্রভুর লীলাদি-সম্বন্ধে যাহা-যাহা কথিত হইয়াছে, প্রকট-

ভক্তিযোগ বিনে ইহা বুঝন না যায়। জানে জন-কথো গৌরচন্দ্রের কৃপায় ॥ ১৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লীলায় প্রভুর আচরণেও তাহা-তাহাই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; বেদে কথিত হয় নাই—এমন কোনও আচরণই প্রভু কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় না)। **সর্ব্বভেদ ছাড়ি**—সকল রকম ভেদ পরিত্যাগ করিয়া। "ভেদ" বলিতে কি বুঝায়, তাহা বিবেচিত হইতেছে। যে-বস্তু স্বরূপতঃ যাহা নহে, তাহা হইতেছে সেই বস্তুর ভেদ। যেমন, লৌহ এবং স্বর্ণ স্বরূপতঃ এক নহে, অর্থাৎ তাহাদের উপাদান এক নহে ; এজন্য স্বর্ণ হইতেছে লৌহের ভেদ, অর্থাৎ স্বর্ণ হইতেছে লৌহ হইতে ভিন্ন বস্তু। ধাতুরূপে একজাতীয় হইলেও উপাদান এবং গুণাদিতে ভেদ আছে বলিয়াই স্বর্ণকে লৌহের এবং লৌহকে স্বর্ণের ভেদ বলা হয়—স্বর্ণ হইতে লৌহ এবং লৌহ হইতে স্বর্ণ ভিন্ন বস্তু—একথা বলা হয়। ভেদ-শব্দের এইরূপ তাৎপর্য অনুসারে কেবল লৌহই যে স্বর্ণের ভেদ, তাহা নহে ; রৌপ্য, তাম্রাদি অন্যান্য ধাতু, বৃক্ষ-লতা মনুষ্য পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি সমস্তই হইতেছে স্বর্ণের ভেদ বা স্বর্ণ হইতে ভিন্ন বস্তু। স্বর্ণ-বিষয়ক কোনও বিবরণে যদি স্বর্ণের এ-সমস্ত ভেদের বিবরণ না থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে স্বর্ণের সর্ববিধ-ভেদবর্জিত বিবরণ। অবশ্য স্বর্ণবিষয়ক বিবরণে প্রসঙ্গক্রমে যদি স্বর্ণের তাম্রাদি কোনও ভেদের কথা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেও তাহা স্বর্ণের ভেদবর্জিত বিবরণই হইবে। বৃক্ষ-সম্বন্ধীয় কোনও প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বা আনুষঙ্গিকভাবে যদি বৃক্ষস্থিত কীট-পতঙ্গাদির, বা রৌদ্র-বৃষ্টি-প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষার জন্য, কিম্বা বৃক্ষের ফলাদি সংগ্রহের জন্য, বৃক্ষের নিকটে আগত লোকাদির, কথা বলা হয়, তাহা হইলেও তাহা বৃক্ষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধই হইবে এবং বৃক্ষের ভেদবর্জিত প্রবন্ধই হইবে ; কেন না, সে-স্থলে কীট-পতঙ্গাদির বর্ণনার প্রাধান্য নাই, বরং প্রয়োজন আছে ; যেহেতু, কীট-পতঙ্গাদির যথোপযুক্ত বর্ণনা না থাকিলে বৃক্ষের মহিমাদিই প্রকাশ-পাইবে না, সুতরাং বৃক্ষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধও অঙ্গহীন হইয়া পড়িবে। তদ্রূপ, স্বরূপতঃ যাহা-যাহা ভগবানের কর্ম বা লীলা নহে, ভগবানের কর্মের সহিত যাহা-যাহার কোনও সম্বন্ধও নাই, অর্থাৎ ভগবানের কর্মের আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক যাহা-যাহা নহে, তাহা-তাহাই হইতেছে ভগবানের কর্মের বা লীলার ভেদ। এতাদৃশ কোনও ভেদের কথাই যে-লীলা-বর্ণনে থাকে না, তাহা হইবে সর্বভেদ-বর্জিত লীলাবর্ণন। **যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু, সেই হয় বেদ**—ভগবান্ যে-সকল কর্ম (লীলা) করেন, সে-সমস্ত কর্মই বেদ (বেদে কথিত হয়) ; তিনি যাহা করেন না, তাহা হইতেছে তাঁহার কর্মের ভেদ (কর্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন বস্তু)। **তাহি গায় সর্ব্ব-বেদ ছাড়ি সর্ব্ব-ভেদ**—সমস্ত বেদ, সমস্ত ভেদ পরিত্যাগ করিয়া (যাহা-যাহা স্বরূপতঃ ভগবানের কর্ম্ম নহে, ভগবৎ-কর্মের আনুষঙ্গিকও নহে, প্রসঙ্গতঃ ভগবৎ-কর্মের সহিত যাহা-যাহার সম্বন্ধও নাই, অর্থাৎ যাহা-যাহা স্বরূপতঃ ভগবৎ-কর্মের ভেদ, তাহা-তাহা পরিত্যাগ করিয়াই) তাহি (তাহাই—ভগবান্ যে কর্ম্ম করেন, তাহাই) গায় (গান করে, বর্ণন করিয়া থাকে)। "তাহি গায়"-স্থলে "তাই গাই"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

১৩৩। **ভক্তিযোগ বিনে**—চিত্তের সহিত ভক্তির যোগ না হইলে। **জন-কথো**—কয়েকজন।

নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল॥ ১৩৪
ইহা না বুঝিয়া কোনোকোনো বুদ্ধি-নাশ।
এক 'বন্দে', আর 'নিন্দে', যাইবেক নাশ॥ ১৩৫

তথাহি নারদীয়ে—
"অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
দূষয়ন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৪। **নিত্য**—ধ্বংসহীন। **শুদ্ধ**—মলিনতা-বর্জ্জিত। **শুদ্ধজ্ঞান**—মায়াস্পর্শ-রূপ মলিনতা-শূন্য জ্ঞান। একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি হইতে উত্থিত জ্ঞানই এতাদৃশ শুদ্ধজ্ঞান হইতে পারে। **নিত্য শুদ্ধজ্ঞান**—উল্লিখিতরূপ শুদ্ধজ্ঞান (শুদ্ধাভক্তি হইতে উত্থিত জ্ঞান) হইতেছে নিত্য, ধ্বংসহীন। **বৈষ্ণব**—বিষ্ণুর জন। "আমি একমাত্র বিষ্ণুরই (সর্বব্যাপক-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই) জন বা সেবক, অপর কাহারও (কামাদির) সেবক নহি"—শুদ্ধাভক্তির কৃপায় এইরূপ অকপট-বুদ্ধি যাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে নিত্য বিরাজিত, তিনিই বাস্তবিক বৈষ্ণব-শব্দবাচ্য। এতাদৃশ বৈষ্ণবগণই **নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবন্ত**—শুদ্ধাভক্তি হইতে উত্থিত বলিয়া যে জ্ঞান শুদ্ধ এবং নিত্য, সেই জ্ঞানবান্। শুদ্ধজ্ঞানবান্ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে মত-বিরোধ থাকিতে পারে না, সুতরাং কোনওরূপ কলহ (ঝগড়া-বিবাদও) থাকিতে পারে না। **তবে যে কলহ দেখ**—তথাপি যে সময়-বিশেষে এতাদৃশ শুদ্ধজ্ঞানবান্ বৈষ্ণবদের মধ্যে কলহ দেখা যায়, তাহা বাস্তবিক কলহ নহে, তাহা হইতেছে **সব কুতূহল**—তাঁহাদের কুতূহল (রঙ্গ-তামাসা বা রসাস্বাদনের ভঙ্গী)-মাত্র। যেমন কৃষ্ণলীলা-স্থলের শুক-শারীর বাক্যের কথা স্মরণ করিয়া কোনও ভক্ত যদি অপর ভক্তকে বলেন—"আমার কৃষ্ণ মদন-মোহন", আর এ-কথা শুনিয়া অপর ভক্ত যদি বলেন—"আমার রাধা বামে যতক্ষণ", তাহা হইলে বাহিরের কোনও লোক তাঁহাদের কথা শুনিয়া মনে করিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা—এই দুই জনের মধ্যে কাহার উৎকর্ষ বেশী, তাহা লইয়া এই ভক্ত-দ্বয় কলহ করিতেছেন; কিন্তু এ-স্থলে ভক্তদ্বয়ের মধ্যে বাস্তবিক কলহ নহে; ইহা হইতেছে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য-আস্বাদনের একটা ভঙ্গী। যেখানে বাস্তবিক কলহ, সেখানে শুদ্ধজ্ঞানের অভাব আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

১৩৫। **ইহা না বুঝিয়া**—ইহা যে কলহ নহে, পরন্ত কুতূহল-মাত্র, তাহা বুঝিতে না পারিয়া। ইহা বুঝিতে পারে না কাহারা? **কোনো কোনো বুদ্ধি-নাশ**—যে-সমস্ত লোক বুদ্ধি-নাশ (নষ্টবুদ্ধি, অশুদ্ধ-বুদ্ধি—সুতরাং ভক্তিকৃপাহীন), তাহারাই ইহা বুঝিতে পারে না। তাহারা **একে বন্দে**—এক ভক্তের বন্দনা করে, **আর নিন্দে**—অন্য ভক্তের নিন্দা করে। তাহার ফলে তাহারা **যাইবেক নাশ**—ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, ভক্তনিন্দাজনিত অপরাধে তাহাদের সর্বনাশ হইবে। "যাইবেক"-স্থলে "যাইবারে"-পাঠান্তর। যাইবারে নাশ—ধ্বংস-প্রাপ্তির জন্যই এইরূপ করিয়া থাকে। তাৎপর্য মূলপাঠের অনুরূপই। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥ ৩॥ অন্বয়॥ প্রতিমাসু (প্রতিমাতে) বিষ্ণুং (বিষ্ণুকে) অভ্যর্চ্চয়িত্বা (সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া), সর্ব্বগতং তম্ (সর্বব্যাপক-তত্ত্ব—সুতরাং অন্তর্যামিরূপে সর্বজন-চিত্তে অবস্থিত—সেই বিষ্ণুকেই) এব (যেন—

অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ দ্বিজনস্য মূর্দ্ধ্নি,
দ্রুহন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥" ৩ ॥

বৈষ্ণব-হিংসার কথা, সে থাকুক দূরে।
সহজ-জীবেরে যে অধম পীড়া করে ॥ ১৩৬
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে ॥ ১৩৭
'সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু' না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥ ১৩৮
এক হস্তে যেন বিপ্র-চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢিলা মারে মাথায় কপালে ॥ ১৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সেই বিষ্ণুর প্রতিই যেন দোষারোপ করিয়া) জনে দূষ্যন্ (জনগণের প্রতি দোষারোপ যে ব্যক্তি করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি)—দ্বিজনস্য (ব্রাহ্মণের) পাদৌ (চরণদ্বয়) অভ্যর্চ্চ্য (সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া) মূর্দ্ধ্নি (সেই ব্রাহ্মণেরই মস্তকে) দ্রুহন্ (দ্রোহাচরণকারী) অজ্ঞঃ ইব (অজ্ঞের ন্যায়) নরকং প্রযাতি (নরকে গমন করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। কোনও ব্যক্তি যদি সম্যক্‌প্রকারে (শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যথাবিহিত ভাবে) কোনও ব্রাহ্মণের চরণ-পূজা করিয়াও সেই ব্রাহ্মণেরই মস্তকের উপরে (প্রহারাদিরূপ) দ্রোহাচরণ করেন, তাহা হইলে সেই অজ্ঞ (মূঢ়) ব্যক্তি যেমন নরকে গমন করেন, তদ্রূপ, যিনি প্রতিমাতে (যথাবিহিত ভাবে) বিষ্ণুর সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়াও, সেই সর্বগত-সর্বব্যাপক-তত্ত্ব বিষ্ণু অন্তর্যামিরূপে যেই জনগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন, সেই জনগণের প্রতি (নিন্দা-প্রহার-উৎপীড়নাদিরূপ) দোষজনক আচরণ করেন, তাঁহার সেই দোষ-জনক আচরণ বাস্তবিক সেই বিষ্ণুর প্রতি দোষজনক আচরণেই পর্যবসিত হয়। সেই অপরাধে তাঁহাকেও নরকে গমন করিতে হয়। ২।৫।৩। (শ্লোকস্থ "দূষ্যন্"-স্থলে "নিন্দন্"-পাঠান্তর আছে)।

ব্যাখ্যা। জনসাধারণের নিন্দাদিরূপ দোষজনক কার্যেও যখন নরক-গমন হয়, তখন নিত্য-শুদ্ধ জ্ঞানবান্ ভক্তের নিন্দাদিতে যে নরক-গমন হইবে, সর্বনাশ হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পাদটীকায় লিখিয়াছেন—এই শ্লোকের "পর একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'ধানশীরাগ। হরিবলি গোরা পঁহু নাচে বাহুতুলি। জগমন বান্ধল করুণা বোল বুলি ॥'"

১৩৬-৩৭। **এই দুই পয়ারে এবং পরবর্তী ১৩৮-৪৫ পয়ারসমূহেও, উল্লিখিত শ্লোকেরই তাৎপর্য কথিত হইয়াছে। সহজ জীবেরে**—জীব-সাধারণকে। "সহজ-জীবেরে" স্থলে "সহজে জীবের"-পাঠান্তর। সহজে—স্বভাবতঃ। **পীড়া করে**—পীড়ন করে, দুঃখ দেয়। **প্রজার দ্রোহ**—জীবের প্রতি দোহাচরণ (উৎপীড়নাদি)। "যে প্রজার দ্রোহ"-স্থলে "সে পূজার পীড়া"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—বিষ্ণুপূজা করিয়াও, সেই বিষ্ণু অন্তর্যামিরূপে যে জনগণের হৃদয়ে অবস্থিত, সেই জনগণের পীড়ন, বিষ্ণুর পীড়নেই পর্যবসিত হয় বলিয়া, জনগণের পীড়নও পূজার পাত্র বিষ্ণুর পীড়নই হয়।

১৩৮। **অতি প্রাকৃত হইয়া**—সামান্য ব্যক্তির ন্যায়, অথবা পরবর্তী ৪ শ্লোকে কথিত "প্রাকৃত ভক্তের" ন্যায়।

এ সব লোকের কি কুশল কোন-ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক ?—বুঝ ভাবি মনে ॥ ১৪০
যত পাপ হয় প্রজাগণের হিংসনে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব-নিন্দনে ॥ ১৪১
শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে, ভক্ত না আদরে'।
মূর্খ-নীচ-পতিতেরে দয়া নাহি করে ॥ ১৪২
(ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে।
'প্রভু' 'অবতার' যেই জন ভেদ করে ॥) ১৪৩
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার ॥ ১৪৪
বলরাম-শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে ॥ ১৪৫

তথাহি (ভা. ১১।২।৪৭)—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥" ৪ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪০। "ভাবি"-স্থলে "ভাল" এবং "দেখি"-পাঠান্তর।

১৪৩। **প্রভু**—নিত্যধামে বিরাজিত ভগবান্‌। **অবতার**—ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন যিনি। **'প্রভু' 'অবতার' ইত্যাদি**—যিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকে এবং যিনি নিত্যধামে বিরাজিত, সেই ভগাবান্‌কে, যে-লোক ভিন্ন মনে করে ; নিত্যধামে বিরাজিত ভগবান্‌ই যে এক প্রকাশরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা যে-লোক মনে করে না বা বিশ্বাস করে না (সেই লোক ভক্তাধম)।

১৪৪। **আর**—অন্য অবতার। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণই অনাদিকাল হইতে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপও সচ্চিদানন্দ এবং সর্বগ, অনন্ত, বিভু। মহিমায় ভেদ থাকিলেও তত্ত্বতঃ তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ ভেদ নাই। ভেদ আছে মনে করিলে, ভগবত্তত্ত্বের অবজ্ঞাজনিত অপরাধ হয়। "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ চৈ. চ. ২।৯।১৪০ ॥ মহাপ্রভুর উক্তি।"

এ-সমস্ত পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ৪ ॥ অন্বয় ॥ যঃ (যিনি) হরয়ে (শ্রীহরির প্রীতির উদ্দেশ্যে) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অর্চ্চায়াম্‌ এব (কেবলমাত্র শ্রীবিগ্রহেই) পূজাম্‌ (পূজা) ঈহতে (করেন), তদ্‌ভক্তেষু ন (কিন্তু তাঁহার—শ্রীহরির—ভক্তসমূহে), অন্যেষু চ ন (এবং অন্য কাহাতেও তাহা করেন না), সঃ (সেই) ভক্তঃ (ভক্ত) প্রাকৃতঃ (প্রাকৃত) স্মৃতঃ (কথিত হয়েন) ॥ ২।৫।৪ ॥

অনুবাদ। যিনি (যে ভক্ত) শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত শ্রদ্ধার সহিত কেবল শ্রীবিগ্রহেই পূজা করেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্তসমূহে এবং অন্য কাহাতেও তাহা করেন না, সেই ভক্তকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয় ॥ ২।৫।৪ ॥

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটি হইতেছে, ভাগবতধর্ম-কথন-প্রসঙ্গে নিমিমহারাজের নিকটে নবযোগীন্দ্রের একতম শ্রীহবি-নামক যোগীন্দ্রের উক্তি। রতি-প্রেম-তারতম্যে যে ভক্তের প্রকার-ভেদ হয়, সেই বিষয়-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীহবি-যোগীন্দ্র এই শ্লোকটি বলিয়া একপ্রকার ভক্তের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রকারের ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত কেবল অর্চাতেই শ্রীহবির পূজা করেন, অন্যত্র তাহা করেন না।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কি উদ্দেশ্যে সেই ভক্ত শ্রীহরির পূজা করেন? **হরয়ে**—শ্রীহরির সুখের বা প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে। "হরি"-শব্দের চতুর্থী বিভক্তির একবচনে "হরয়ে" হয়। "হিত-সুখ-নমোভিঃ"-এই ব্যাকরণ-সূত্রানুসারে "সুখং হরয়ে"-এই অর্থে "হরি"-শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে; তাৎপর্য—হরির সুখের বা প্রীতির নিমিত্ত এই পূজা। কি ভাবে পূজা করা হয়? **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধার সহিত। কোথায় পূজা করা হয়? **অর্চ্চায়াম্**—অর্চাতে, অর্চারূপ অধিষ্ঠানে বা আধারে। অর্চ-ধাতু হইতে অর্চা-শব্দ নিষ্পন্ন (অর্চ্চ+অ-প্রত্যয়)। অর্চ-ধাতুর অর্থ—পূজা। অর্চা-শব্দের অর্থ পূজাও হয়, অর্চনীয় বিগ্রহ বা প্রতিমাও হয়। এ-স্থলে যখন অর্চাতে পূজার কথা বলা হইয়াছে, তখন অর্চা-শব্দের অর্থ "পূজা" হইবে না, হইবে বিগ্রহ বা প্রতিমা। যে বিগ্রহে বা প্রতিমায় অর্চনীয় ভগবানের পূজা বা অর্চনা করা হয়, তাহাকেই এ-স্থলে "অর্চা" বলা হইয়াছে। **এব**—ই। এব-শব্দ ঔপম্যে বা সাদৃশ্যে এবং নির্ধারণে প্রযুক্ত হয়; এ-স্থলে নির্ধারণ অর্থ। তাৎপর্য—তিনি কেবলমাত্র অর্চাতেই (অর্চারূপ অধিষ্ঠানেই) শ্রীহরির পূজা করেন, অর্চাতে অধিষ্ঠিত বা অবস্থিত শ্রীহরিরই পূজা করেন, অন্যত্র (অন্য কোনও অধিষ্ঠানে) পূজা করেন না। শ্রীহরির অন্য অধিষ্ঠান আবার কি? শ্রীহরির শাস্ত্রকথিত তত্ত্ব জানিলেই তাঁহার অধিষ্ঠানের কথা জানা যাইতে পারে। শাস্ত্রানুসারে শ্রীহরি হইতেছেন—সর্বগত, সর্বত্র বিরাজিত, সর্বব্যাপক বিষ্ণুতত্ত্ব। সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানও কোথাও নাই, যে-স্থানে তিনি নাই। আবার, স্থাবর-জঙ্গম—বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি, কি মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি, কি দেবতা-গন্ধর্বাদি—সমস্ত জীবের হৃদয়েও তিনি অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত; সুতরাং স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত জীবই তাঁহার অধিষ্ঠান। আবার, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীহরি অনাদি-কাল হইতেই কৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, শিব প্রভৃতি যে-সকল ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত, সে-সকল ভগবৎ-স্বরূপও তিনিই, সে-সকল ভগবৎ-স্বরূপে তিনিই অধিষ্ঠিত। সমস্ত জীবের মধ্যে আবার ভক্তের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জীবমাত্রের মধ্যেই শ্রীহরি অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত; কিন্তু ভক্তের মধ্যে তিনি অন্তর্যামিরূপে তো আছেনই, আবার ভক্তের ভক্তির বশীভূত হইয়া স্বয়ংরূপেও তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করেন। "যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ ভা. ২।৯।৩৪ ॥ ভগবদুক্তি ॥ অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ভা. ৯।৪।৬৩ ॥ ভগবদুক্তি ॥" সুতরাং ভক্তগণও শ্রীহরির বিশেষ অধিষ্ঠান। যে ভক্তের কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, তিনি কেবল অর্চারূপ অধিষ্ঠানেই শ্রীহরির পূজা করেন, অন্য অধিষ্ঠানে তাহা করেন না। **ন তদ্ভক্তেষু**—শ্রীহরির ভক্তগণরূপ অধিষ্ঠানে শ্রীহরির পূজা করেন না; **ন চান্যেষু**—অন্য কোনও অধিষ্ঠানেও, অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গম-জীবসমূহরূপ অধিষ্ঠানে, কিম্বা বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপ অধিষ্ঠানেও শ্রীহরির পূজা করেন না। কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে, তিনি "শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধার সহিত" শ্রীহরির পূজা করেন। শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ—"আদরঃ। শুদ্ধিঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী ॥ শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান॥" শ্রদ্ধা-শব্দে আদরও বুঝায়, শাস্ত্রবাক্যের অর্থে দৃঢ় বিশ্বাসও বুঝায়। কিন্তু এই ভক্তের আচরণ হইতে বুঝা যায়—শাস্ত্র-

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বাক্যেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস নাই, শ্রীহরির প্রতি বাস্তবিক আদরও নাই। শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে তিনি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন—শ্রীহরি সর্বত্রই অধিষ্ঠিত ; সুতরাং তিনি শ্রীহরির সমস্ত অধিষ্ঠানেই যথাসম্ভবভাবে শ্রীহরির পূজা করিতেন ; কিন্তু তিনি তাহা করেন না ; ইহাতেই বুঝা যায়, যে-শ্রদ্ধার সহিত তিনি পূজা করেন, তাহা শাস্ত্রার্থের নির্ধারণপূর্বক শাস্ত্রবাক্যে যে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ-শ্রদ্ধা—তাহা নহে। আর, শ্রীহরিতে যে তাঁহার বাস্তব আদর বা প্রীতি আছে, তাঁহার আচরণে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি বাস্তব আদর থাকিত, তাহা হইলে, শ্রীহরির কোনও অধিষ্ঠানের প্রতিই তাঁহার উপেক্ষা থাকিত না ; সমস্ত অধিষ্ঠানেই তিনি যথাযোগ্যভাবে শ্রীহরির পূজা করিতেন, সমাদর করিতেন, "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে"-ইত্যাদি ভা. ১০।৮৪।১৩-শ্লোকের তাৎপর্যের অনুসরণে তিনি যত্নপর হইতেন। [যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ ভা. ১০।৮৪।১৩॥ —যে-ব্যক্তি ত্রিধাতুক (বায়ু-পিত্ত-কফময়) শরীরে আত্মবুদ্ধি পোষণ করে (দেহকেই "আমি" মনে করে), কলত্রাদিতে (স্ত্রী-পুত্র-বিত্তাদিতে) যাহার আত্মীয়-জ্ঞান, ভৌমবস্তুতে (মৃত্তিকা, দারু, শিলাদি ভূমিজাত দ্রব্যময় অধিষ্ঠানে) যাহার পূজ্যত্ব-বুদ্ধি (অর্থাৎ যে-ব্যক্তি পূজ্যত্ববুদ্ধিতে মৃদ্দারু-নির্মিত প্রতিমারই পূজা করে, প্রতিমায় ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন—এই বুদ্ধিতে প্রতিমাতে ভগবানের পূজা করে না); নদী প্রভৃতির সামান্য জলে (গঙ্গা-যমুনাদির জলে নহে) যাহার তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু অভিজ্ঞজনের প্রতি (অর্থাৎ বেদার্থতত্ত্ববিৎ এবং ভগবদ্-ভক্তি-মাহাত্ম্যবিৎ লোকের প্রতি) যাহার কখনও তাদৃশী বুদ্ধি থাকে না, সেই ব্যক্তিই গোখর (তৃণাদি-ভারবাহী গর্দভ, অত্যন্ত অবিবেকী)]। স্নেহময়ী জননী তাঁহার সন্তানের কেবল একটি অঙ্গেরই যে আদর করেন, অন্যান্য অঙ্গের প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা নহে। সন্তানের সমস্ত অঙ্গের প্রতিই তাঁহার সমান আদর। বৃহদারণ্যকশ্রুতি-অনুসারে শ্রীহরিই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয়বস্তু ; সেই একমাত্র প্রিয়বস্তু যে-খানে-যেখানেই থাকিবেন, শাস্ত্রমর্মে দৃঢ়বিশ্বাস-বিশিষ্ট ব্যক্তি সে-খানে-সেখানেই, শ্রীহরির সমস্ত অধিষ্ঠানেই, শ্রীহরির আদর করিবেন। কিন্তু এই ভক্ত তাহা করেন না। ইহাতেই বুঝা যায়—শাস্ত্রকথিত আ রূপ শ্রদ্ধাও শ্রীহরিতে তাঁহার নাই। তথাপি কেন বলা হইয়াছে, তিনি "শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধার সহিত" শ্রীহরির পূজা করেন ? উত্তরে বলা যায়—তাঁহার এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থের নির্ধারণ-জাত শ্রদ্ধা নহে। তবে তাহা কি রকম শ্রদ্ধা ? "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে"-ইত্যাদি আলোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী (এবং শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম-প্রকাশক দীপিকা-দীপন-টীকাকারও) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ইত্যাদি শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ। তস্মাৎ লোকপরম্পরা প্রাপ্তৈব।—এই শ্রদ্ধা কিন্তু শাস্ত্রার্থের অবধারণজাত শ্রদ্ধা নহে ; যেহেতু এই ভক্তের মধ্যে 'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে"-ইত্যাদি (ভা. ১০।৮৪।১৩)-শ্লোকোক্ত শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয়। এজন্য এই শ্রদ্ধা হইতেছে লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাই।" লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা হইতেছে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লৌকিকী শ্রদ্ধা, গতানুগতিকভাবে শ্রদ্ধা, লৌকিক সৌজন্যাদির ন্যায়। যাহা হউক, এ-সমস্ত কারণে এতাদৃশ ভক্তকে প্রাকৃতভক্ত বলা হইয়াছে। "স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।" প্রাকৃত—শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ—সকলেই লিখিয়াছেন—"প্রাকৃতঃ প্রকৃতপ্রারম্ভঃ অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ—প্রাকৃত-শব্দের অর্থ হইতেছে, অধুনামাত্র প্রারব্ধভক্তি; অল্প কিছুকালমাত্র হইল যিনি ভজন আরম্ভ করিয়াছেন, বা ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" শ্রীধর-স্বামিপাদ এবং চক্রবর্তিপাদও এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"শনৈরুত্তমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ—ক্রমে ক্রমে তাঁহার ভক্তিও উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হইবে।" এইরূপ ভক্তের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ন তদ্ভক্তেষু। অন্যেষু চ সুতরাং ন। ভগবৎপ্রেমাভাবাৎ। ভক্তমাহাত্ম্যজ্ঞানাভাবাৎ। সর্ব্বাদর-লক্ষণ-ভক্তগুণানুদয়াচ্চ। —তিনি যে ভক্তরূপ অধিষ্ঠানে, সুতরাং অন্য অধিষ্ঠানেও, শ্রীহরির পূজা করেন না, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, তাঁহার মধ্যে ভগবৎ-প্রেমের অভাব, ভক্ত-মাহাত্ম্য-জ্ঞানের অভাব এবং সকলের আদর করা যে ভক্তের একটি গুণ, সেই গুণ তাঁহার মধ্যে উদিত হয় নাই।" তাঁহার মধ্যে শাস্ত্রার্থের অবধারণ-জাত শ্রদ্ধা নাই বলিয়া শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"অতশ্চাজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যঃ কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ। —অতএব, অজাতপ্রেম (যাঁহার মধ্যে প্রেমের বা ভক্তির এখনও আবির্ভাব হয় নাই, সেই), অথচ শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকই হইতেছেন মুখ্য কনিষ্ঠভক্ত, ইহাই জানিতে হইবে।" উল্লিখিত প্রাকৃতভক্তও অজাত-প্রেম; কিন্তু তাঁহার শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা নাই; সুতরাং তাঁহাকে মুখ্য-কনিষ্ঠ ভক্ত বলা সঙ্গত নয়। অজাতপ্রেম হইলেও যাঁহার শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা আছে, তিনিই মুখ্য-কনিষ্ঠ ভক্ত।

যাহা হউক, অর্চাব্যতীত অন্য অধিষ্ঠানে ভগবৎ-পূজা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। অর্চারূপ অধিষ্ঠানে যে ভাবে পূজা করা হয়, ঠিক সেই ভাবে জীবরূপ অধিষ্ঠানে ভগবৎ-পূজা সম্ভব নয়, কোনও কোনও বিষয়ে সঙ্গতও নয়। অর্চারূপ অধিষ্ঠানে, ভগবচ্চরণকে উদ্দেশ করিয়া অর্চার চরণে তুলসীপত্র অর্পণ করা হয়; এই তুলসী অর্চার চরণে অর্পিত হইলেও বস্তুতঃ ভগবচ্চরণেই অর্পিত হয়; কেন না, ভক্ত যে অর্চার পূজা করেন, শ্লোকে তাহা বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে "অর্চায়াং পূজা—অর্চারূপ অধিষ্ঠানে ভগবানের পূজা।" অর্চার পূজার কথা যদি বলা হইত, তাহা হইলেই তুলসীর দ্বারা অর্চার পূজা করা হইতেছে, বলা সঙ্গত হইত। কিন্তু জীবরূপ অধিষ্ঠানে ভগবৎ-পূজাকালে জীবের চরণে তুলসী অর্পিত হইতে পারে না; জীবের চরণে তুলসীপত্রের অর্পণ শাস্ত্রসম্মত নহে। জীবরূপ অধিষ্ঠানে ভগবৎ-পূজার তাৎপর্য হইতেছে—জীবমাত্রের সম্বন্ধেই হিংসা-বর্জন, উদ্বেগের অনুৎপাদন (প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥ চৈ. চ. ২।২২।৬৬॥ মহাপ্রভুর উক্তি॥), সর্বজীবে পরমাত্মারূপে ভগবান্ অধিষ্ঠিত আছেন মনে করিয়া জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন (জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ॥ চৈ. চ. ৩।২০।২০॥ মহাপ্রভুর উক্তি॥); এবং মনেতে বহু সম্মানের সহিত ভূমিতে দণ্ডবৎ-পতিত হইয়া জীবমাত্রের প্রণাম। (অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ। সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ॥ ভা. ৬।৪।১৩॥ শ্রীশুকদেবের উক্তি॥ বিসৃজ্য স্ময়মানান্।

প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণে।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ-দর্শনে ॥ ১৪৬
এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে—তার বন্ধ-বিমোচন ॥ ১৪৭
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে।
মহানদী বহে দুই কমল-নয়নে ॥ ১৪৮
সভা' প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা, করহ কীর্ত্তন ॥" ১৪৯
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সভে আনন্দিত।
চৌদিগে উঠিল কৃষ্ণধ্বনি আচম্বিত ॥ ১৫০
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঞি।
মহামত্ত দুই ভাই, কারো বাহ্য নাঞি ॥ ১৫১
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাসপূজা-মহোৎসব মহা-কুতূহল ॥ ১৫২
কেহো নাচে, কেহো গায়, কেহো গড়ি যায়।
সভেই চরণ ধরে, যে যাহার পায় ॥ ১৫৩
চৈতন্যপ্রভুর মাতা—জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই ॥ ১৫৪
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখি দুইজনে।
"দুই জন মোর পুত্র" হেন বাসে' মনে ॥ ১৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্। প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ ভা. ১১।২৯।১৬॥ উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥ মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ ভা. ৩।২৯।৩৪॥ জননী দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি॥ ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি। দণ্ডবত করিবেক বহু মান্য করি॥ চৈ. ভা. ৩।৩।২৮ ॥" ঐকান্তিক ভক্ত স্বীয় উপাস্যস্বরূপ ব্যতীত অন্য ভগবৎ-স্বরূপের পূজা করেন না; কিন্তু তিনিও অন্য ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন না; পরন্তু তাঁহার উপাস্যেরই একটি রূপ মনে করিয়া অন্য ভগবৎ-স্বরূপের প্রতিও তিনি যথাযোগ্যভাবে শ্রদ্ধা-প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকব্যাখ্যায় শ্লোকস্থ "অন্যেষু"-শব্দের তাৎপর্যে যে অন্য ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, ইহাই গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। যেহেতু, যে-সমস্ত পয়ারোক্তির সমর্থনে তিনি এই শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সমস্ত পয়ারের মধ্যে কয়েকটি পয়ারে (পূর্ববর্তী ১৪৩-৪৫ পয়ারে) তিনি অন্য ভগবৎস্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং—"অন্যেষু"-শব্দের তাৎপর্যে অন্য ভগবৎ-স্বরূপের কথা না বলিলে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইবে না, এই শ্লোকটি ১৪৩-৪৫ পয়ারের সমর্থকও হইবে না। তিনি এই শ্লোকে কথিত "প্রাকৃত ভক্তকে" "ভক্তাধম" বলিয়াছেন (১৪৩, ১৪৫, ১৪৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। পূর্ববর্তী ১৩৮ পয়ারে তিনি "প্রাকৃত"-শব্দটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। শ্লোকোক্ত "প্রাকৃত ভক্ত"-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীর যে-উক্তি এই ব্যাখ্যায় পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের উক্তির সমর্থক বলিয়াই মনে হয়।

১৪৬। পূর্ণ—আনন্দে পূর্ণ।

১৫০-১৫১। আচম্বিত—মহাপ্রভুর আদেশমাত্র। "ভাই"-স্থলে "প্রভু" এবং "জন"-পাঠান্তর।

১৫৩। "নাচে"-স্থলে "বায়"-পাঠান্তর। বায়—বাজায়।

১৫৫। "দেখি দুই জনে"-স্থলে "দেখেন যখনে"-পাঠান্তর।

ব্যাসপূজা-মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার॥ ১৫৬
সূত্র আমি কিছু কহি চৈতন্যচরিত।
যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত॥ ১৫৭
দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজা-রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে॥ ১৫৮
পরানন্দে মত্ত মহাভাগবতগণ।
"হা কৃষ্ণ!" বলিয়া সভে করেন ক্রন্দন॥ ১৫৯
এইমতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-গণ লৈয়া॥ ১৬০
ঠাকুর-পণ্ডিত প্রতি বোলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর॥" ১৬১
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব-উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সভার॥ ১৬২
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ॥ ১৬৩
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সভারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ-করে॥ ১৬৪
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে॥ ১৬৫
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে॥ ১৬৬
এইমত নানা-দিন নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব-লোকে॥ ১৬৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ১৬৮

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীব্যাসপূজন-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৭। দ্বিতীয় পয়ারার্ধ-স্থলে "যেমতে তেমতে কৃষ্ণ গাইলেই হিত।"-পাঠান্তর।

১৬০। "নিজ"-স্থলে "নৃত্য" এবং "নিত্য"-পাঠান্তর।

১৬১। **ঠাকুর পণ্ডিত**—ব্যাসপূজার আচার্য শ্রীবাস পণ্ডিত।

১৬৫। **যাহা**—যে-প্রসাদ। "যাহা"-স্থলে "যারে" এবং "পায়"-স্থলে "খায়"-পাঠান্তর।

১৬৭। "নানাদিন"-স্থলে "প্রতিদিন"-পাঠান্তর। **নানাদিন**—ভিন্ন ভিন্ন দিনে।

১৬৮। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(১.৭.১৯৬৩—৬.৭.১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

জয় জয় জগতজীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১
জয় জয় জগতজীবন বিশ্বম্ভর।
জয় জয় যত গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর ॥ ২
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণ ধন ॥ ৩
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥ ৪

জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু! শুভ-দৃষ্টিপাত ॥ ৫
হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গ ॥ ৬
এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যেনমতে হৈল দরশন ॥ ৭
একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ-রসে ॥ ৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। শ্রীঅদ্বৈতকে শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আনয়নের নিমিত্ত ঈশ্বর-ভাবাবিষ্ট প্রভুকর্তৃক রামাই-পণ্ডিতকে শান্তিপুরে প্রেরণ। রামাই-পণ্ডিতের শান্তিপুরে উপস্থিতি এবং শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে প্রভুর আদেশ-জ্ঞাপন। রামাই-পণ্ডিতের সহিত সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্যের নবদ্বীপে আগমন এবং প্রভুর পরীক্ষার্থ প্রভুর নিকটে না যাইয়া নন্দনাচার্যের গৃহে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান। প্রভুর সহিত অদ্বৈতের মিলন। শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে প্রভুর ঐশ্বর্য প্রকটন। তদ্দর্শনে অদ্বৈতকর্তৃক প্রভুর পূজা, স্তব, প্রেমাবেশে নৃত্য। প্রভুর আদেশে প্রভুর নিকটে অদ্বৈতের বর-প্রার্থনা এবং প্রভুকর্তৃক তাহার অঙ্গীকার।

১। পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, এই পয়ারের পূর্বে, অর্থাৎ এই অধ্যায়ের আরম্ভে "একখানি পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি জয়তি কীর্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা। জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্'" ॥। অনুবাদাদি ১।১।৪-শ্লোকপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২। "জগতজীবন"-স্থলে "জগতমঙ্গল"-পাঠান্তর।

৫। **দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ**—১।৭।২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। **ঈশ্বর-আবেশে**—ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া। পরবর্তী ২।১৬।৩৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **রামাইরে**—শ্রীবাসপণ্ডিতের সহোদর রামাইপণ্ডিতকে। **পূর্ণরসে**—আনন্দে বা প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া।

"চলহ রামাঞি ! তুমি অদ্বৈতের বাস ।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ ॥ ৯
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন ।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ॥ ১০
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস ।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ ॥ ১১
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন ।
আপনি আসিয়া ঝাট কর' বিবর্ত্তন ॥ ১২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯। **অদ্বৈতের বাস**—অদ্বৈতাচার্যের গৃহে, শান্তিপুরে। **আমার প্রকাশ**—আমার আত্ম-প্রকাশের কথা। রামাইপণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যকে কি বলিবেন, পরবর্তী ১০-১২-পয়ারত্রয়ে প্রভু তাঁহাকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

১১। "উপবাস"-স্থলে "অভিলাষ"-এবং "লাগি"-স্থলে "আসি"-পাঠান্তর। অভিলাষ—ইচ্ছা, যাঁহার অবতরণের জন্য ইচ্ছা। আসি (অর্থাৎ সে প্রভু তোমার আসি)—তোমার সেই প্রভু আসিয়া।

১২। **ভক্তিযোগ**—প্রেমভক্তি; অথবা সাধনভক্তি। **বিলাইতে**—বিনামূল্যে (সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, যাহাকে-তাহাকে প্রেমভক্তি) বিতরণ করিতে। অথবা, জাতিকুল-ধনিদরিদ্র-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলকেই সাধন-ভক্তি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। **ঝাট**—শীঘ্র, অবিলম্বে। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধের অন্বয়—"আপনি (তুমি নিজে) ঝাট (অবিলম্বে) আসিয়া (নবদ্বীপে আসিয়া) **বিবর্ত্তন** কর। এ-স্থলে কোন্ অর্থে "বিবর্তন"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সহজে বুঝা যায় না। শব্দ-কল্পদ্রুম অবিধানে "বিবর্ত্তন"-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—পরিভ্রমণ। "বিবর্ত্তনম্ (ক্লী) পরিভ্রমণম্। বিপূর্ব্বকবৃতধাতোরনট্প্রত্যয়েন নিষ্পন্নম্।" তাহা হইলে আলোচ্য পয়ারার্ধের অর্থ হইবে—"তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে আসিয়া পরিভ্রমণ কর।" কিন্তু এই অর্থের সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, প্রভুর আদেশ অনুসারে নবদ্বীপে যাইয়া অদ্বৈতাচার্য যে পরি… করিয়াছেন, অর্থাৎ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, পরবর্তী বিবরণ হইতে তাহা জানা যায় না। একই "বৃত"-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া "বিবর্ত্তন" এবং "বিবর্ত্ত"—এই শব্দদ্বয়কে যদি একার্থক মনে করা যায়, তাহা হইলে কি অর্থ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। "বিবর্ত্তঃ (বি+বৃত+অল্, ভাবে) (পুং) সমুদায়ঃ। অপবর্ত্তনম্॥ নৃত্যম্।) ইতি বিশ্বঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" এই অর্থগুলির মধ্যে একমাত্র "নৃত্য"-অর্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে। —"তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া নৃত্য কর।" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের "বিবর্ত্তবাদ"-শব্দের অন্তর্গত "বিবর্ত্ত"-শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে। শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ হইতেছে—অবস্তুতে বস্তুজ্ঞানরূপ ভ্রম। যেমন, শুক্তিতে রজত-জ্ঞানরূপ ভ্রম, অথবা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানরূপ ভ্রম। এই অর্থেরও সঙ্গতি নাই। যেহেতু, নবদ্বীপে যাইয়া, অবস্তুতে বস্তু-জ্ঞান করার জন্য প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায় না এবং নবদ্বীপে গিয়া শ্রীঅদ্বৈত যে অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান করিয়াছেন, পরবর্তী বিবরণ হইতে তাহাও জানা যায় না। এক্ষণে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের আনুগত্যে "বিবর্ত্তন"-শব্দের ধাতুপ্রত্যয়-লব্ধ অন্যান্য অর্থের আলোচনা করা যাউক। ধাতু-প্রত্যয়লব্ধ অর্থই হইতেছে শব্দের মুখ্য অর্থ। বিবর্ত্তন—বি+বর্ত্তন। "বি"

নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন।
যে কিছু দেখিলে তাঁরে কহিও কথন ॥ ১৩
আমার পূজার সজ্জ উপহার লৈয়া।
ঝাট আসিবারে বোল' সস্ত্রীক হইয়া ॥" ১৪
শ্রীবাস-অনুজ-রাম আজ্ঞা শিরে করি।
সেইক্ষণে চলিলা স্মঙরি 'হরি হরি' ॥ ১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইতেছে একটি উপসর্গ; ইহার অর্থ পরে বিবেচিত হইবে। এক্ষণে "বর্ত্তন"-শব্দের অর্থ বিবেচিত হইতেছে। "বর্ত্তনম্—বৃত+অনট্, ভাবে।" বৃত-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অনট্প্রত্যয়যোগে বর্ত্তন-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে "বৃত"-ধাতুর অর্থ বিবেচিত হইতেছে। শব্দকল্পদ্রুমে "বৃত"-ধাতুর কয়েকটি অর্থ লিখিত হইয়াছে; যথা—দীপ্তৌ (কবিকল্পদ্রুম), বর্ত্তনে (কবিকল্পদ্রুম), সম্ভক্তৌ এবং বরণে (কবিকল্পদ্রুম)। সম্ভক্তিঃ সেবনম্। ইতি দুর্গাদাসঃ॥" আলোচ্য পয়ারে, এই অর্থ-গুলির মধ্যে কোন্ অর্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে, তাহা বিবেচিত হইতেছে। (১) বৃত-ধাতুর দীপ্তি অর্থে "বর্ত্তন"-শব্দের অর্থ হইবে—দীপ্তিশীল বস্তু; যেমন দীপবর্তিকা, দীপশিখা। এই অর্থের সঙ্গতি নাই। বৃত-ধাতুর বর্ত্তন অর্থ গ্রহণ করিলে, বর্ত্তন-শব্দের অর্থ হয়—বৃত্তি (জীবিকানির্বাহের উপায়)। "বর্ত্তনম্—বৃত্তিঃ। ইত্যমরঃ॥" এই অর্থেরও সঙ্গতি নাই। (৩) বৃত-ধাতুর সম্ভক্তি (সেবন)-অর্থে বর্ত্তন-শব্দের অর্থ হয়—সেবন। এই অর্থের সঙ্গতি আছে। শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপে গিয়া প্রভুর সেবন বা পূজা করিয়াছিলেন। (৪) বৃত-ধাতুর বরণ-অর্থে বর্ত্তন-শব্দের অর্থ হইবে—বরণ। বরণ-শব্দের অর্থ—"বরণম্—কন্যাদিবরণম্। বেষ্টনম্। ইতি মেদিনী॥ পূজনাদি। ইতি শব্দরত্নাবলী॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" এ-স্থলে বরণ-শব্দের "পূজনাদি" অর্থেরও সঙ্গতি আছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, আলোচ্য পয়ারে "বর্ত্তন"-শব্দের প্রকরণ-সঙ্গত অর্থ হইতেছে—নৃত্য, সেবন, পূজাদি। এক্ষণে "বি"-উপসর্গের অর্থ বিবেচিত হইতেছে। শব্দকল্পদ্রুমে আছে—"বি। উপসর্গবিশেষঃ। অস্যার্থাঃ। বি বিশেষ-বৈরূপ্য নঞর্থ গতিদানেষু। ইতি মুগ্ধবোধটীকায়াং দুর্গাদাসঃ॥" আলোচ্য বিষয়ে, বি-উপসর্গের বৈরূপ্যাদি অর্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে না, "বিশেষ"-অর্থেরই সঙ্গতি আছে। বি-উপসর্গের এই "বিশেষ"-অর্থ গ্রহণ করিলে **বিবর্ত্তন-শব্দের অর্থ** হইবে—বিশেষ নৃত্য, বিশেষ সেবা, বিশেষ পূজাদি। বিশেষ নৃত্য—বিশাল নৃত্য, মধুর নৃত্য, কীর্তনের ভাবানুরূপ নৃত্য। নবদ্বীপে গিয়া শ্রীঅদ্বৈত এ-সমস্ত বিশেষ বিশেষ নৃত্য করিয়াছিলেন (পরবর্তী ১৪০, ১৪২ পয়ার দ্রষ্টব্য)। বিশেষ-সেবা-পূজাদি—পঞ্চোপচারে এবং ষোড়শোপচারে পূজা, নমস্কার, স্তব-স্তুতি প্রভৃতি। নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীঅদ্বৈত এ-সমস্ত করিয়াছিলেন (পরবর্তী ১০৪-২৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)। "কর' বিবর্ত্তন"-স্থলে "করহ নর্ত্তন"-পাঠান্তর।—নৃত্য কর। এই পাঠান্তরের অর্থ সহজবোধ্য।

১৩-১৪। **নিত্যানন্দ-আগমন**—নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমনের কথা। **যে কিছু দেখিলে**—এই স্থানে আমার সম্বন্ধে, কি নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে, তুমি যাহা কিছু দেখিয়াছ। "দেখিলে তাঁরে"-স্থলে "কহিল তায়" এবং "দেখিলে তাহা"-পাঠান্তর। **সজ্জ**—সামগ্রী, দ্রব্য।

১৫। **রাম**—রামাই-পণ্ডিত। "করি"-স্থলে "ধরি"-পাঠান্তর।

আনন্দে বিহ্বল—পথ না জানে রামাঞি।
চৈতন্যের আজ্ঞা লৈয়া গেলা সেই ঠাঞি ॥ ১৬
আচার্য্যেরে নমস্করি রামাঞি-পণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা, আনন্দে পূর্ণিত ॥ ১৭
সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে।
'আইল প্রভুর আজ্ঞা' জানিঞাছে আগে ॥ ১৮
রামাঞি দেখিয়া হাসি বোলয়ে বচন।
"বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা' নিবার কারণ ?" ১৯
করজোড় করি বোলে রামাঞি-পণ্ডিত।
"সকল জানিঞাছহ, চলহ ত্বরিত ॥" ২০
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য-গোসাঞি।
হেন নাহি জানে, দেহ আছে কোন্ ঠাঞি ॥ ২১
কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিঞাও নানা-মত কহয়ে কথন ॥ ২২
"কোথার গোসাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে।
কোন্ শাস্ত্রে বোলে নদীয়ায় অবতারে ॥ ২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮। **আইল প্রভুর** ইত্যাদি—স্বীয় ভক্তিযোগের (শুদ্ধাভক্তির) প্রভাবে শ্রীঅদ্বৈত সর্বজ্ঞ, **ভক্তি তাঁহাকে সমস্তই জানাইয়া থাকেন।** তাই রামাই-পণ্ডিত তাঁহার নিকটে উপনীত হওয়ার পূর্বেই অদ্বৈতাচার্য জানিতে পারিয়াছেন যে, "**আইল প্রভুর আজ্ঞা**—আমাকে নবদ্বীপে নেওয়ার জন্য প্রভু রামাইকে আজ্ঞা (আদেশ) করিয়াছেন ।" পরবর্তী ১৯-পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৯। **নিবার কারণ**—নেওয়ার নিমিত্ত। এই বিশ্বম্ভরই যে শ্রীকৃষ্ণ, নবদ্বীপস্থ স্বগৃহে তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারিয়া অদ্বৈতাচার্য তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। তথাপি বিশেষ কারণে প্রভুকে আরও পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, "সত্য যদি প্রভু হয়, মুঞি হঙ দাস। তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ পাশ ॥ ২।২।১৫৫ ॥"-এইরূপ বলিয়া তিনি শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি জানিতে পারিলেন, সেই বিশ্বম্ভরই তাঁহাকে নবদ্বীপে "নিজ পাশ" নেওয়ার জন্য রামাই-পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই।

২১। **হেন নাহি জানে** ইত্যাদি—আনন্দ-বিহ্বলতায় অদ্বৈতাচার্য দেহস্মৃতিহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

২২। **গহন**—গভীর, গূঢ়। **জানিয়াও**—শ্রীশচীনন্দন যে তাঁহার আরাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা জানিয়াও (২।২।২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **নানা-মত** ইত্যাদি—নানারূপ কথা বলেন। "শচীনন্দন কোনও ভগবৎ-স্বরূপ নহেন"-এইরূপ ভাবব্যঞ্জক বাক্যও বলেন (পরবর্তী দুই পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২৩। **কোথার**—কোথাকার, কোন্ ধামের। **গোসাঞি**—গোস্বামী, জগৎ-পতি, ভগবান্। **নদীয়ায় অবতারে**—নবদ্বীপে যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন, তাহা। এ-সমস্ত হইতেছে ভক্তিরস-রসিক অদ্বৈতাচার্যের রহস্যময়ী বাক্যভঙ্গী। পরমভাগবত রামাই-পণ্ডিতের নিকটে ভক্তিরস-রসিক অদ্বৈতাচার্যের এ-সকল কথা শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারেন, গৌরচন্দ্রের ভগবত্তা-সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈত রামাইপণ্ডিতের সহিত কলহ করিতেছেন ; কিন্তু বাস্তবিক কলহ নহে। ইহা হইতেছে শ্রীঅদ্বৈতের এক কুতূহল (২।৫।১৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী ৩৫-৪৪ পয়ারোক্তির সহিত উল্লিখিতরূপ তাৎপর্যেরই সঙ্গতি।

মোর ভক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস—ভাই তোর॥" ২৪
অদ্বৈতের চরিত্র রামাঞি ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে॥ ২৫
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ॥ ২৬
পুন বোলে "কহ কহ রামাঞি পণ্ডিত!
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত?" ২৭
বুঝিলেন—আচার্য্য হইলা শান্তচিত।
তখনে কান্দিয়া কহে রামাঞি পণ্ডিত॥ ২৮
"যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥ ২৯
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ॥ ৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪। অধ্যাত্ম—মন (ভা. ৩।২০।৭-শ্লোকটীকায় শ্রীধরস্বামী)। "অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান"-স্থলে "প্রকাশ বৈরাগ্য দান"-পাঠান্তর। এই পয়ারেও শ্রীঅদ্বৈতের কৌতুকই প্রকাশ পাইতেছে—"আমার ন্যায় লোকের সঙ্গে চালাকি!"

২৫। **হাসে মনে মনে**—শ্রীঅদ্বৈতের এ-সকল কথা যে তাঁহার হৃদয়ের ভাবব্যঞ্জক নয়, পরন্তু কৌতুকমাত্র, তাহা বুঝিতে পারিয়া রমাইপণ্ডিতও কৌতুক অনুভব করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

২৬। অগাধ—অত্যন্ত গভীর, রহস্যময়, সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্বোধ্য। **সুকৃতির ভাল**—যাঁহারা সুকৃতি, অর্থাৎ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির উদয় হইয়াছে, ভক্তির প্রভাবে তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের চরিত্র-রহস্য বুঝিতে পারেন। তাঁহাদেরই ভাল হয়, মঙ্গল হয়। কিন্তু **দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ**—যাঁহারা দুষ্কৃতি, অর্থাৎ যাঁহারা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করেন নাই, বরং নানাবিধ দুষ্কার্য করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের চরিত্র বুঝিতে পারেন না; তাঁহার কুতূহলময় বাক্যের গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া, সেই বাক্যকে অদ্বৈতের অন্তরের কথা মনে করিয়া তাঁহারা শচীনন্দনের ভগবত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের কার্যবাধ হয়"—তাঁহাদের সকল কার্যেরই সিদ্ধির পথে অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, সকল কার্যই পণ্ড হইয়া যায়, কোনও কার্যই সিদ্ধ হয় না। এ-স্থলে "কার্য"-শব্দে সৎকার্যই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। যেহেতু, সাধারণতঃ দেখা যায়, দুষ্কৃতি লোকদের অসৎকর্মে প্রবৃত্তি স্বাভাবিকীপ্রায় এবং অসৎকার্যে তাহাদের অগ্রগতিও প্রায়শঃ নির্বাধভাবেই চলিতে থাকে। ভগবত্তত্ত্বের অবজ্ঞাজনিত অপরাধে অপরাধী লোকদের ইহাই শাস্তি—ক্রমশঃ অধঃপতন। "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ভা. ১১।৫।৩॥"

২৭। **পুন বোলে**—অদ্বৈতাচার্য রামাই-পণ্ডিতকে আবার বলিলেন।

২৮। **বুঝিলেন**—রামাইপণ্ডিত বুঝিতে পারিলেন। **শান্তচিত**—শান্তচিত্ত; যে-প্রেমাবেশে শ্রীঅদ্বৈত ২৩-২৪-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন, সেই প্রেমাবেশ ছুটিয়া গিয়াছে।

২৯। "ক্রন্দন"-স্থলে "স্তবন"-পাঠান্তর। স্তবন—স্তুতি।

৩০। "লাগি"-স্থলে "আসি"-পাঠান্তর। পূর্ববর্তী ১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন ॥ ৩১
ষড়ঙ্গ-পূজার বিধিযোগ্য সজ্জ লৈয়া।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া ॥ ৩২
নিত্যানন্দস্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন ॥ ৩৩
তুমি সে জানহ তাঁরে, মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিমু ॥" ৩৪
রামাঞির মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনি তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা ॥ ৩৫
কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
দেখিয়া সকল-গণ হইলা বিস্মিত ॥ ৩৬
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য, করয়ে হুঙ্কার।
"আনিলুঁ আনিলুঁ" বোলে "প্রভু আপনার ॥" ৩৭
"মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।"
এত বলি কান্দে পুন ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৩৮
অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিতা ॥ ৩৯
অদ্বৈতের তনয়—'অচ্যুতানন্দ' নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম ॥ ৪০
কান্দেন অদ্বৈত পত্নী-পুত্রের সহিতে।
অনুচর-সব বেঢ়ি কান্দে চারি-ভিতে ॥ ৪১
কে বা কোন্ দিগে কান্দে, নাহি পরাপর।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর ॥ ৪২
স্থির হয় অদ্বৈত—হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায়ে শরীর ॥ ৪৩
রামাঞিরে বোলে "প্রভু কি বলিলা মোরে?"
রামাঞি বোলেন "ঝাট চলিবার তরে ॥ ৪৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১। **বিবর্ত্তন**—পূর্ববর্তী ১২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২। **ষড়ঙ্গ পূজার বিধিযোগ্য সজ্জ**—শাস্ত্রবিধি অনুসারে ষড়ঙ্গ-পূজার দ্রব্য—অন্ন, জল, বস্ত্র, দীপ, তাম্বুল ও আসন।

৩৪। **তাঁরে**—শ্রীনিত্যানন্দকে। "একত্র"-স্থলে "দিনেক"-পাঠান্তর। দিনেক—একদিন। **একত্র**—তোমাকে ও নিত্যানন্দকে একসঙ্গে।

৩৫। **কান্দিতে**—প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে। "কান্দিতে"-স্থলে "নাচিতে"-পাঠান্তর। এই পয়ারোক্তি এবং পরবর্তী ৩৬-৩৮ এবং ৪৩ পয়রোক্তি হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, পূর্ববর্তী ২৩-২৪ পয়ারোক্তিতে শ্রীঅদ্বৈতের কৌতুকই প্রকাশ পাইয়াছে, গৌরচন্দ্রের ভগবত্তার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ পায় নাই।

৩৯। **অদ্বৈতগৃহিণী**—সীতাঠাকুরাণী। **প্রভুর প্রকাশ**—মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশ। অথবা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "প্রভুর প্রকাশ শুনি"-স্থলে "প্রভু প্রভু বলি প্রেমে"-পাঠান্তর।

৪০। **পরম বালক**—অতি অল্প বয়সের শিশু।

৪১। **পত্নী-পুত্রের সহিত**—পত্নী ও পুত্রের সহিত। **অনুচর**—শ্রীঅদ্বৈতের অনুচর বা সেবক। **বেঢ়ি**—শ্রীঅদ্বৈতাদিকে বেষ্টন করিয়া। **চারিভিতে**—চারিদিকে।

৪২। **নাহি পরাপর**—২।১।১৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৪। প্রথম **পয়ারার্ধ-স্থলে** "অদ্বৈত বোলয়ে—'প্রভু কি বোলয়ে মোরে?' "-পাঠান্তর।

অদ্বৈত বোলয়ে "শুন রামাঞি পণ্ডিত !
মোর প্রভু হেন তবে আমার প্রতীত ॥ ৪৫
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহোরে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেই আমার মাথায় ॥ ৪৬
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য সত্য এই কহিলুঁ তোমা'ত ॥" ৪৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৫। "হেন"-স্থলে "হন" এবং "হয়"-পাঠান্তর। প্রতীত—প্রতীতি, বিশ্বাস। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধের অন্বয়। মোর প্রভু বিশ্বম্ভর হেন (এইরূপ—পূর্ববর্তী ২৯-৩১ পয়ারে তুমি যাহা বলিয়াছ, সেইরূপ; অর্থাৎ ইহা তো তুমি বলিলে); তবে (তোমার কথায় কিসে) আমার প্রতীত (বিশ্বাস হইতে পারে, তাহা বলিতেছি শুন। পরবর্তী দুই পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৪৬-৪৭। অন্বয়। (তিনি যদি) মোহোরে (আমাকে তাঁহার) আপন (নিজস্ব, নিজের স্বরূপগত) ঐশ্বর্য দেখায় (দেখাইতে পারেন), (আর তাঁহার) শ্রীচরণ আমার মাথায় তুলি দেই (নিজে তুলিয়া দেন), তবে সে (তাহা হইলেই) জানিমু (আমি বুঝিতে পারিব যে, তিনি) মোর (আমার) প্রাণনাথ (প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণ) হয় (হয়েন)। (আমার প্রতীতির জন্য আমি যাহা বলিলাম, তাহা) সত্য সত্য সত্য—এই (এ-কথা) তোমা'ত (তোমাকে) কহিলুঁ (কহিলাম তিনবার "সত্য" বলার ব্যঞ্জনা এই যে, তাহা না হইলে, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণত্ব-সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস জন্মিবে না)।

শ্রীঅদ্বৈত দুইটি সর্তের উল্লেখ করিলেন। প্রথমতঃ, "প্রভুকে আপন ঐশ্বর্য্য" দেখাইতে হইবে। প্রভু যদি বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণ হয়েন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার স্বরূপগত ঐশ্বর্য (বিশ্বরূপের প্রকটন, নিজের মধ্যে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের অন্তর্ভুক্তি-প্রভৃতি, যাহা অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ দেখাইতে পারেন না, সেই ঐশ্বর্য) আমাকে দেখাইতে পারিবেন। তিনি যদি তাহা দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নহেন। দ্বিতীয়তঃ, "আপনা হইতেই প্রভুকে তাঁহার নিজের শ্রীচরণ আমার মাথায় তুলিয়া দিতে হইবে।" এ-কথা বলার হেতু এই। লৌকিকী লীলায় প্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-উভয়েই ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর মন্ত্রশিষ্য; সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত ছিলেন প্রভুর গুরু-পর্যায়ভুক্ত। সেজন্য প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন এবং শ্রীঅদ্বৈতের চরণে পতিত হইয়া নমস্কার করিতেন। তিনি যদি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হয়েন, তাহা হইলে তিনি হইবেন জগদ্‌গুরু, অদ্বৈতেরও গুরু, অদ্বৈত হইবেন তাঁহার সেবক। সুতরাং আপনা হইতে শ্রীঅদ্বৈতের মাথায় নিজের শ্রীচরণ তুলিয়া ধরিতে তাঁহার কোনওরূপ সঙ্কোচই থাকিবে না। শ্রীঅদ্বৈতের এই দ্বিতীয় সর্তের ব্যঞ্জনা এই যে, "তিনি যদি আমার মস্তকে আপনা হইতে তাঁহার চরণ তুলিয়া না দেন, তাহা হইলে বুঝিব, তিনি শ্রীকৃষ্ণ নহেন, মানুষ মাত্র।" "সত্য সত্য সত্য এই"-স্থলে "সত্য সত্য এই মুঞি"-পাঠান্তর।

এ-স্থলে একটি কথা বিবেচ্য। অদ্বৈতাচার্য তাঁহার নবদ্বীপস্থ গৃহে প্রভুকে তাঁহার আরাধনার ধন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া প্রভুর পূজা করিয়াছেন এবং "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"-ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া

রামাই বোলেন "প্রভু! মুঞি কি বলিমু।
যদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখিমু॥ ৪৮
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সে-ই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু! এই অবতার॥" ৪৯
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভ-যাত্রা-উদ্‌যোগ করিলা ততক্ষণে॥ ৫০
পত্নীরে বলিলা "ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান॥" ৫১
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র অশেষ-বিধানে॥ ৫২
ক্ষীর, দধি, সুনবনী, কর্পূর, তাম্বূল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল॥ ৫৩
সপত্নীক চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু।
রামেরে নিষেধে "ইহা না কহিবা কভু॥ ৫৪
'না আইলা আচার্য্য' তুমি বলিবা বচন।
দেখি প্রভু মোরে তবে কি বোলে তখন॥ ৫৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"কৃষ্ণায় গোবিন্দায়" বলিয়া প্রভুকে নমস্কার করিয়াছেন (২।২।১২৬-৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য)। আবার, রামাই-পণ্ডিতের নিকটেও পূর্ববর্তী ৩৭-৩৮ পয়ারে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায়, প্রভু যে তাঁহার আরাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতের কোনও সন্দেহ ছিল না; সন্দেহ থাকিলে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইতেন না (৩৮, ৪৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)। তথাপি তিনি রামাই পণ্ডিতের নিকটে ৪৫-৪৭ পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিলেন কেন? তাঁহার এই কথাগুলিতে বুঝা যায়, শচীনন্দনের শ্রীকৃষ্ণত্ব-সম্বন্ধে তখনও তাঁহার সন্দেহ ছিল।

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। প্রভু যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সে-সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতের কোনও সন্দেহই ছিল না; সন্দেহ থাকিলে তিনি প্রভুর পূজার সজ্জ যোগাড় করার জন্য তাঁহার গৃহিণীকে আদেশ করিতেন না এবং প্রভুর আদেশ অনুসারে, তিনি সপত্নীক নবদ্বীপে যাত্রা করিতেন না (পরবর্তী ৫০-৫৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। সন্দেহ যদি থাকিত, তাহা হইলে, সন্দেহ দূর হওয়ার পরেই প্রভুর পূজার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি ও উদ্যোগ হইত। তথাপি যে তিনি ৪৫-৪৭-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার হেতু হইতেছে এই। তিনি তো প্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিনিয়াছেনই; যাঁহারা তখনও প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রতীতির জন্যই শ্রীঅদ্বৈত এই ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন। অদ্বৈতের নিকটে প্রভু যদি স্বীয় স্বরূপগত ঐশ্বর্য প্রকটিত করেন এবং যদি আপনা হইতেই প্রভু অদ্বৈতের মস্তকে স্বীয় চরণ ধারণ করেন, তাহা জানিলে বা দেখিলে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণত্ব-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। ইহাই ছিল তাঁহার উক্তির তাৎপর্য।

৪৯। যে তোমার ইচ্ছা ইত্যাদি—জগতের সমস্ত লোক প্রেমভক্তি লাভ করুক, ইহাই তো তোমার ইচ্ছা। প্রভুর ইচ্ছাও তাহাই; কেন না, তিনিই বলিয়াছেন, "ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।" পূর্ববর্তী ১২, ৩১ পয়ার।

৫১-৫৩। আগুয়ান—আগাইয়া, অগ্রসর হইয়া। দ্বিতীয় পয়ারার্ধ-স্থলে "চল তুমি লইয়া পূজার গুয়াপান"-পাঠান্তর। **গুয়া—সুপারি।** "বস্ত্র"-স্থলে "দীপ"-পাঠান্তর। **সুনবনী**—উত্তম নবনীত। **অনুকূল**—পূজার অনুকূল (উপযোগী)।

গুপ্ত থাকোঁ মুঞি নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
'না আইলা' বলি তুমি করিবা গোচরে ॥" ৫৬
সভা'র হৃদয়ে বৈসে প্রভু-বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥ ৫৭
আচার্য্যের আগমন জানিঞা আপনে।
ঠাকুর-পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে ॥ ৫৮
প্রায় যত চৈতন্যের নিজ-ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন ॥ ৫৯
'আবেশিত-চিত্ত প্রভু' সভেই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইয়া ॥ ৬০
হুঙ্কার করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায় ॥ ৬১
"নাঢ়া আইসে, নাঢ়া আইসে" বোলে বারে বারে।
"নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে ॥" ৬২
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত ॥ ৬৩
গদাধর বুঝি দেই কর্পূর তাম্বুল।
সর্ব্ব-জনে করে সেবা—যেন অনুকূল ॥ ৬৪
কেহো পঢ়ে স্তুতি, কেহ কোন সেবা করে।
হেনই সময়ে আসি রামাঞি গোচরে ॥ ৬৫
নাহি কহিতেই প্রভু বোলে রামাঞিরে।
"মোরে পরীক্ষিতে' নাঢ়া পাঠাইল তোরে?" ৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৬-৫৭। **গুপ্ত থাকোঁ**—গোপনে, লুকাইয়া, থাকিব। "করিবা"-স্থলে "করিও" এবং "কহিও"-পাঠান্তর। **গোচরে**—প্রভুর গোচরে (নিকটে)। **গোচর**—বিদিত।

৫৮। **ঠাকুর-পণ্ডিত-গৃহে**—শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহে। প্রভু যখন শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্কল্প অবগত হইয়াছিলেন, তখন তিনি নিজ গৃহে ছিলেন।

৫৯। **প্রভুর ইচ্ছায়** ইত্যাদি—প্রভু মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—ভক্তগণও যেন শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হয়েন। তাঁহার এই ইচ্ছার প্রভাবেই ভক্তগণও সব (সকলে) মিলিলা তখন (শ্রীবাস-গৃহে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন)।

৬০। **আবেশিত চিত্ত**—ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট-চিত্ত। **সশঙ্কে**—শঙ্কিত বা ভীত হইয়া।

৬১। "করয়ে"-স্থলে "করিয়া"—পাঠান্তর। **ত্রিদশের রায়**—স্বয়ংভগবান্। ১।৪।৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **খট্টায়**—খাটে, সিংহাসনে।

৬২। **নাঢ়া**—অদ্বৈতাচার্য। ২।২।২৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ঠাকুরাল**—ঠাকুরালি, ঐশ্বর্য।

৬৩। **ইঙ্গিত**—ইসারা, ভঙ্গী। **প্রভুর ইঙ্গিত**—প্রভুর ইঙ্গিতের তাৎপর্য। বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশনরূপ ইঙ্গিতের (ভঙ্গীর) দ্বারা প্রভু কি জানাইলেন, তাহা। তাহা হইতেছে—প্রভুর ঈশ্বর-ভাবের আবেশ। **বুঝিয়া**—প্রভু ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া।

৬৪। **গদাধর বুঝি**—গদাধরও বুঝিলেন যে, প্রভু ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন। **দেই**—দেন (গদাধর)। **যেন অনুকূল**—যাহাতে প্রভুর প্রীতির আনুকূল্য হয়, তদ্রূপভাবে।

৬৫-৬৬। **রামাই গোচরে**—রামাই-পণ্ডিত প্রভুর গোচরে (দৃষ্টির গোচরে, নিকটে) আসিয়া উপনীত হইলেন। **নাহি কহিতেই**—প্রভুর নিকটে যাহা বলিবার জন্য শ্রীঅদ্বৈত রামাই-পণ্ডিতকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলিবার পূর্ব্বেই। রামাইকে আর মিথ্যা কথা বলিতে হইল না।

"নাঢ়া আইসে" বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিঞাও নাঢ়া মোরে চালয়ে সদায় ॥ ৬৭
এথাই রহিল নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে' নাঢ়া পাঠাইল তোরে ॥ ৬৮
আন' গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে ॥" ৬৯
আনন্দে চলিলা পুন রামাঞি-পণ্ডিত।
সকল অদ্বৈত-স্থানে করিলা বিদিত ॥ ৭০
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত-আচার্য্য।
আইলা প্রভুর স্থানে, সিদ্ধ হৈল কার্য্য ॥ ৭১
দূরে থাকি দণ্ডবত করিতে করিতে।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পঢ়িতে পঢ়িতে ॥ ৭২
আইলা নির্ভয়-পদ, হইলা সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে ॥ ৭৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৭। **জানিঞাও**—আমি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা জানিয়াও। **চালায়**—পরীক্ষা করে। ১।৬।৩৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭১। **সিদ্ধ হৈল কার্য্য**—অদ্বৈতাচার্যের কার্য (অভীষ্ট) সিদ্ধ হইল। অন্য লোকদের নিকটে প্রভুর ভগবত্তা-জ্ঞাপনই ছিল শ্রীঅদ্বৈতের অভিপ্রায়। এখন প্রভু আপনা হইতেই যখন প্রকাশ্যে বলিলেন, অদ্বৈতাচার্য নন্দন-আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তখন সকলেই প্রভুর সর্বজ্ঞত্বের কথা জানিতে পারিয়াছে। সর্বজ্ঞত্ব হইতেছে ভগবত্তার লক্ষণ। ইহাতেই শ্রীঅদ্বৈতের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

৭২। "করিতে করিতে"-স্থলে "হইতে হইতে"-পাঠান্তর।

৭৩। **আইলা নির্ভয়-পদ**—এ-স্থলে "নির্ভয়-পদ"-শব্দটি শ্রীঅদ্বৈতের বিশেষণও হইতে পারে, প্রভুর বিশেষণও হইতে পারে। শ্রীঅদ্বৈতের বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে—শ্রীঅদ্বৈত নির্ভয়-পদে প্রভুর সম্মুখে আসিলেন, আসিবার সময়ে তাঁহার পদ-চালনে কোনওরূপ ভয় প্রকাশ পায় নাই, তাঁহার পদযুগল ভয়ে কম্পিত হয় নাই। আর প্রভুর বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে—নির্ভয়-পদ প্রভুর সম্মুখে আসিলেন। যে-প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে কোনওরূপ ভয়ই এবং ভয়ের হেতুই আর থাকে না, তিনি হইতেছেন—নির্ভয়-পদ প্রভু। প্রথম পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"পাইলা নির্ভয়-পদ হইলা (আইলা) সম্মুখে।" এ-স্থলে "নির্ভয়-পদ—প্রভুর নির্ভয়-পদ, যে পদে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোনও ভয়ই থাকে না। **অপরূপ**—আশ্চর্য, অদ্ভুত। **বেশ**—অলঙ্কার-রচনাদিকৃত শোভা (শব্দ-কল্পদ্রুম)। "অলঙ্কার-রচনাদি"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে লাবণ্য, জ্যোতিঃ, সুবলন-গঠন, প্রসন্নতা, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিও বুঝাইতে পারে এবং পরিবেশ বা সর্বদিকে অবস্থিত বস্তুও বুঝাইতে পারে; কেন না, এ সমস্ত দ্বারাও শোভা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পরবর্তী পয়ার-সমূহেও এ-সমস্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। **নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ**—সমগ্র বা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের (ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণের) পক্ষে অপরূপ (আশ্চর্য-জনক বা অদ্ভুত)। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণ কখনও এইরূপ বেশ (অলঙ্কার-রচনাদি-কৃত শোভা) দেখে নাই, এইরূপ বেশের কথা শুনেও নাই; শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সম্মুখবর্তী হইয়া প্রভুর এতাদৃশ এক অদ্ভুত বেশ (শোভা) দেখিলেন। অদ্বৈতাচার্য কি "অপরূপ বেশ" দেখিলেন, তাহা পরবর্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে।

শ্রীরাগ

জিনিঞা কন্দর্প-কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর॥ ৭৪
প্রসন্ন-বদন কোটি-চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥ ৭৫
দুই-বাহু—কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি।
তহিঁ দিব্য অলঙ্কার—রত্নের খেঁচনি॥ ৭৬
শ্রীবৎস কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে। ৭৭
কোটি-মহা-সূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥ ৭৮
কিবা নখ কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥ ৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৪। **কনক-সুন্দর**—কনকের (স্বর্ণের) ন্যায়, অথবা স্বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর; **কলেবর**—দেহ।

৭৫। **প্রসন্ন-বদন** ইত্যাদি—প্রভুর প্রসন্ন বদন (মুখ) হইতেছে কোটি কোটি **চন্দ্রের ঠাকুরের** (প্রভুর) তুল্য। কোটি কোটি চন্দ্রের প্রসন্নতাও প্রভুর বদনের প্রসন্নতার এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, প্রভুর বদনের প্রসন্নতা হইতেই উদ্ভূত। "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। শ্রুতি।" **সদয় প্রচুর**—অত্যধিক রূপে সদয় (কৃপালু)।

৭৬। **দুই-বাহু** ইত্যাদি—সুগোলত্বে, গ্রন্থিহীনত্বে, ক্রমঃসরুত্বে, প্রভুর বাহু দুইটি কোটি কনকের (স্বর্ণের) স্তম্ভকেও পরাজিত করে; কোটি কোটি স্বর্ণস্তম্ভের মধ্যেও এইরূপ—সুগোল, গ্রন্থিহীন (উচ্চ-নীচতাহীন), ক্রমঃসরু এবং এইরূপ স্বর্ণাপেক্ষাও উজ্জ্বল পীতবর্ণ একটি স্বর্ণস্তম্ভ পাওয়া যাইবে না। "কোটি"-স্থলে "দিব্য"-পাঠান্তর। দিব্য—অলৌকিক। **তহিঁ**—তাহাতে, সেই বাহু দুইটিতে। **রত্নের খেঁচনি**—রত্নের খেচন, রত্ন-খচিত (অলঙ্কার)। "খেঁচনি"-স্থলে "খিচনি"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

৭৭। **শ্রীবৎস কৌস্তুভ**—১।৩।২৭১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য;

৭৮। **রমা**—লক্ষ্মীদেবী। **অনন্ত**—অনন্তদেব।

৭৯। **কিবা নখ কিবা মণি** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত-দৃষ্ট প্রভুর কর-চরণের নখগুলি এতই **জ্যোতির্ম্ময়** যে, এ-গুলি কি নখ, না কি অপূর্ব দীপ্তিশালী মণি, তাহা নির্ণয় করা যায় না। **ত্রিভঙ্গে বাজায়** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত দেখিলেন, প্রভু ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন।

এই দ্বিতীয় পয়ারার্ধের একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। পূর্ববর্তী ৭৪-পয়ার হইতে জানা যায়, অদ্বৈতাচার্য-দৃষ্ট প্রভুর দেহটি ছিল "কনক-সুন্দর"-উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ, পীতবর্ণ। ৭৬-পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু তখনও ছিলেন দ্বিভুজ, নরবপু। তাঁহার এই দুইটি হস্তেই তিনি বাঁশী বাজাইতেছিলেন। একমাত্র স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই ব্রজলীলায় বাঁশী বাজাইয়া থাকেন, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ যে বংশী-বাদন করেন, তাহা জানা যায় না। ইহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা গেল, শ্রীঅদ্বৈতকে প্রভু যে-রূপটি দেখাইলেন, তাহা হইতেছে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ; তবে বিশেষত্ব এই যে, এই রূপটিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ টি নাই, তৎ-স্থলে আছে স্বর্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ টি যখন তাঁহার অনাদিসিদ্ধ এবং স্বরূপগত, তখন তাহার অপসারণ অসম্ভব। তথাপি যখন

কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥ ৮০
দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চশত মুখ।
মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক ॥ ৮১
মকরবাহন-রথ এক-বরাঙ্গনা।
দণ্ড-পরণামে আছে যেন গঙ্গা-সমা ॥ ৮২
তবে দেখে—স্তুতি করে সহস্রবদন।
চারি-দিগে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ ॥ ৮৩
উলটিয়া চা'হে নিজ চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি 'কৃষ্ণ' বোলে ॥ ৮৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এ-স্থলে তাঁহার পীতবর্ণ দেখা যাইতেছে, তখন ইহাই নিশ্চিত যে, এই পীতবর্ণের অন্তরালে তাঁহার শ্যামবর্ণটি লুক্কায়িত, অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত-দৃষ্ট রূপটি হইতেছে পীতবর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতকে জানাইবার নিমিত্ত রামাই পণ্ডিতের নিকটে প্রভু নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায়, যে-শ্রীকৃষ্ণের অবতারণের উদ্দেশ্যে অদ্বৈতাচার্য বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলেন, প্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণই (পূর্ববর্তী ২৯-৩১ পয়ার দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে পীতবর্ণ কেন? প্রভুর উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। "রামাই! তুমি অদ্বৈতকে আমার সম্বন্ধে বলিও—'ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন ॥ পূর্ববর্তী ১২-পয়ার ॥" তিনি বলিলেন—"ভক্তিযোগ বিলাইতেই" অর্থাৎ নির্বিচারে, সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, যাহাকে-তাহাকে প্রেমভক্তি দেওয়ার জন্যই, তিনি আসিয়াছেন, অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্যামকৃষ্ণ-রূপে তিনি নির্বিচারে সকলকেই প্রেমদান করেন না; অথচ সকলেই যেন প্রেমভক্তি লাভ করে, ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের অভিপ্রায়। স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ তাঁহার যে-স্বরূপে প্রেমভক্তি দিয়া থাকেন, সেই স্বরূপেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই রূপটিই হইতেছে—পীতবর্ণে আচ্ছাদিত শ্যামকৃষ্ণের রূপ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে প্রভু তাহাই দেখাইলেন এবং ইহা দ্বারা শ্রীঅদ্বৈতকে জানাইলেন, শ্রীঅদ্বৈতের সংকল্প-পূরণের উদ্দেশ্যেই তিনি এই রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরবর্তী ৯৩ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৮০। **কি বা প্রভু** ইত্যাদি—কি প্রভু, কি প্রভুর পরিকরগণ, কি প্রভুর এবং তাঁহার পরিকরগণের অলঙ্কার—সমস্তই অদ্ভুতরূপে জ্যোতির্ম্ময়। "গণ"-স্থলে "গুণ"-পাঠান্তর। **বই**—ব্যতীত।

৮১। **দেখে**—অদ্বৈতাচার্য দেখেন। **চারি পঞ্চশত মুখ**—চতুর্মুখ (ব্রহ্মা), পঞ্চমুখ (শিব) এবং শতমুখ দেবতাগণ। "শত"-স্থলে "ছয়"-পাঠান্তর। ছয়-মুখ—কার্তিকেয়।

৮২। **মকরবাহন-রথ**—যাঁহার রথ হইতেছে মকর-বাহন (মকররূপ বাহন)। গঙ্গাদেবীর রথরূপ বাহন হইতেছে মকর—মকরাকৃতি। **বরাঙ্গনা**—দিব্য অঙ্গনা (নারী)। **দণ্ড-পরণামে** দণ্ডবৎ-প্রণিপাতে। প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

৮৩। **সহস্রবদন**—সহস্রবদন অনন্তদেব।

৮৪। **উলটিয়া চাহে**—চক্ষু ফিরাইয়া দেখেন। **নিজ চরণের তলে**—শ্রীঅদ্বৈতের নিজের চরণতলে, নিজের চরণ-সান্নিধ্যে, মাটির উপরে, **সহস্র সহস্র** ইত্যাদি—সহস্র সহস্র দেবতা ভূমিতে পতিত হইয়া মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীঅদ্বৈতের দৃষ্টি প্রভুর এবং প্রভুর পরিকরদের

যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহা দেখে চারিদিকে চরণের তলে ॥ ৮৫
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ডপরণাম ছাড়ি।
উঠিলা অদ্বৈত—অদ্ভুত দেখি বড়ি ॥ ৮৬
দেখে সপ্ত ফণাধর মহানাগগণ।
ঊর্দ্ধবাহু স্তুতি করে, তুলি সব ফণ ॥ ৮৭
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ।
গজ হংস অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ ॥ ৮৮
কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে।
'কৃষ্ণ' বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে ॥ ৮৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। তিনি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া ছিলেন (পরবর্তী ৮৬ পয়ার)। সেই অবস্থাতেই তিনি মাথা তুলিয়া প্রভুকে এবং প্রভুর সমীপবর্তী পরিকরাদিকে দেখিতেছিলেন ; তখন অন্যদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। এখন দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন, প্রভু হইতে একটু দূরে, তাঁহার নিজের চরণ-সান্নিধ্যেও, হাজার হাজার দেবতা ভূমিতে পড়িয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছেন। "উলটিয়া চাহে নিজ"-স্থলে "উলটি আচার্য্য দেখে"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

৮৫। **যে পূজার সময়ে** ইত্যাদি—অদ্বৈতাচার্য পূর্বে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেবতার পূজার সময়ে, যে-সকল বিভিন্ন দেবতাকে ধ্যানে দর্শন করিতেন, প্রত্যক্ষভাবে যাঁহাদের চাক্ষুষ দর্শন পাইতেন না, এক্ষণে তিনি চাক্ষুষভাবে দেখিলেন, সেই সমস্ত দেবতা তাঁহার চরণতলে (চরণ-সান্নিধ্যে ভূমিতে) চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছেন।

৮৬। অন্বয়। (উল্লিখিত ব্যাপার) দেখিয়া এবং অদ্ভুত দেখি বড়ি (বড়ি—বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া) অদ্বৈত সম্ভ্রমে (তাড়াতাড়ি) দণ্ড-পরণাম (দণ্ডবৎ প্রণিপাত) ছাড়ি (ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া) উঠিলা (উত্থিত হইলেন, দণ্ডায়মান হইলেন)। দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যাহা দেখিলেন, পরবর্তী ৮৭-৯০ পয়ারে তাহা কথিত হইয়াছে।

৮৭। "সপ্ত"-স্থলে "সহস্র" এবং 'শত"-পাঠান্তর। **সপ্ত ফণাধর**—সাতটি ফণাবিশিষ্ট। **মহানাগ**—মহাসর্প। **ঊর্দ্ধবাহু**—ফণারূপবাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া।

৮৮। **অন্তরীক্ষ**—আকাশ। **অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত দেখিলেন, দিব্য দিব্য রথে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। **রথ**—দেবতাদের বাহন। সেই দিব্য রথগুলি কি রকম, তাহাও তিনি দেখিলেন। **গজ হংস অশ্বে**—গজ (হাতী)-রূপ রথ বা বাহন (গজ—ইন্দ্রের বাহন), হংস (ব্রহ্মার বাহন) এবং অশ্ব (কুবেরের বাহন), এই সমস্ত রথে, **নিরোধিল বায়ুপথ**—আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বায়ু-পথ (বায়ুর চলাচলের পথ) নিরুদ্ধ (বন্ধ) হইয়া গিয়াছে। "গজ হংস অশ্বে নিরোধিল"-স্থলে 'সহস্র সহস্র হংসে রোধে"-পাঠান্তর। অর্থ—সহস্র সহস্র হংসরূপ রথ বায়ুপথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের হাজার হাজার হংস-বাহন ব্রহ্মা সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন।

৮৯। **নাগবধূ**—নাগ-পত্নী। দ্বাপর-লীলায় কালীয়-নাগের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন।

ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা-ঋষিগণ পাশে ॥ ৯০
মহা-ঠাকুরাল দেখি পাইলা সম্ভ্রম।
পতি পত্নী কিছু বলিবারে নহে ক্ষম ॥ ৯১
পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চা'হিয়া অদ্বৈত প্রতি করিলা উত্তর ॥ ৯২
"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥ ৯৩
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রা-ভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে ॥ ৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯০। **দেখে** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত দেখিলেন, মহা-ঋষিগণও (মহর্ষিগণও) এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছেন। **অবকাশে**—ফাঁকা যায়গা।

৯১। **মহা-ঠাকুরাল**—মহা ঐশ্বর্য। **সম্ভ্রম**—ভয়।

পতি পত্নী কিছু ইত্যাদি—পূর্বেই বলা হইয়াছে, অদ্বৈতাচার্য সস্ত্রীক (তাঁহার পত্নীকে লইয়া) নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী ৭২ পয়ারেও বলা হইয়াছে, নন্দনাচার্যের গৃহ হইতে প্রভুর নিকটে আসিবার সময়েও তিনি সস্ত্রীকই - আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই প্রভুর উল্লিখিতরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য দর্শন করিয়াছেন এবং তাহা দেখিয়া তাঁহারা ভীতও হইয়াছিলেন। ভয়ে তাঁহারা উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য পতি অদ্বৈতাচার্য এবং পত্নী (অদ্বৈত-গৃহিণী) কিছু (কোনও কথাই) বলিবার (বলিতে) নহে ক্ষম (সমর্থ হইলেন না—কোনও কথাই বলিতে পারিলেন না, নির্বাক হইয়া রহিলেন)।

৯৩। **তোমার সঙ্কল্প** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য তুমি সঙ্কল্প (প্রতিজ্ঞা) করিয়াছিলে ; সেই উদ্দেশ্যে তুমি আমার বিস্তর আরাধনাও করিয়াছ। তোমার সঙ্কল্প পূরণের নিমিত্তই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। এই পয়ার হইতে জানা গেল, প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে জানাইলেন ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের জন্যই শ্রীঅদ্বৈত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনা করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী ৭৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৪। অন্বয়। (শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে প্রভু বলিলেন) ক্ষীরসাগর-ভিতরে (ক্ষীরোদ-সমুদ্রে) আমি শুতিয়া (শয়ন করিয়া) আছিলুঁ (ছিলাম)। তোর (তোমার, শ্রীঅদ্বৈতের) প্রেমের হুঙ্কারে (প্রেমাবেশ-জনিত হুঙ্কারে) আমার নিদ্রা-ভঙ্গ (যোগনিদ্রার ভঙ্গ হইল)।

ক্ষীরোদ-সাগরে যে ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, তিনি হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ; তিনি গুণাবতার, জগতের পালনকর্তা ; তিনিই যথাসময়ে যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতজনক কার্য অসুর-সংহার, অধর্ম-বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপন করিয়া থাকেন। "নারায়ণের নাভি-নাল-মধ্যে ত ধরণী। ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ তাহাঁ ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম। পালয়িতা বিষ্ণু—তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ সকল জীবের তেঁাহো হয়ে অন্তর্য্যামী। জগত-পালক তেঁহো জগতের স্বামী ॥ যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার। ধর্ম্ম-সংস্থাপন করে অধর্ম্ম-সংহার ॥ দেবগণ নাহি পায় যাঁহার দর্শন। ক্ষীরোদক তীরে যাই করেন স্তবন ॥ তবে অবতরি করে জগত-পালন। অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গণন ॥ চৈ. চ. ১।৫।৯৩-৯৮ ॥" এই "বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে ॥ চৈ. চ. ১।৪।১২ ॥" এই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু কখনও কখনও যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকেন। ইনি হইতেছেন গর্ভোদশায়ী নারায়ণের অংশ, গর্ভোদশায়ী হইতেছেন কারণার্ণব-শায়ীর অংশ, কারণার্ণবশায়ী হইতেছেন পরব্যোম-চতুর্ব্যূহস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ, এই সঙ্কর্ষণ হইতেছেন দ্বারকা-চতুর্ব্যূহস্থ সঙ্কর্ষণের অংশ এবং দ্বারকার সঙ্কর্ষণ হইতেছেন ব্রজবিহারী মূল সঙ্কর্ষণ বলরামের অংশ এবং বলরাম হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশেরও অংশাংশ (চৈ.চ. ১।৫-অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইনি জীবান্তর্য্যামীও, জগতের পালন-কর্তা গুণাবতারও। "ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব —তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) গুণ-অবতার। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনে অধিকার॥ তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ-অবতার। দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার॥ বিরাট ব্যষ্টি জীবের তেঁহো অন্তর্য্যামী। ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্তা স্বামী॥ চৈ. চ. ২।২০।২৪৯-৫৩॥ শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি॥"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু স্বয়ংভগবান্ নহেন, পরন্তু স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশেরও অংশাংশ। তথাপি স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের নিকটে বলিলেন—"শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর ভিতরে। নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে॥ ২।৬।৯৪॥" অথচ অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৯৩ পয়ারেও তিনি বলিয়াছেন, তিনি অদ্বৈতের আরাধনার ধন—শ্রীকৃষ্ণ; রামাই-পণ্ডিতের যোগেও তিনি অদ্বৈতের নিকট সেই কথাই বলিয়া পাঠাইয়াছেন (পূর্ববর্তী ১০-১২ পয়ার) এবং শ্রীঅদ্বৈতকে তিনি তাঁহার যে স্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ (পূর্ববর্তী ৭৯ পয়ার ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)। তথাপি যে তিনি বলিলেন, তিনি ক্ষীরোদ-সাগরে শুইয়াছিলেন, অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, এ-কথার তাৎপর্য কি ?

তাৎপর্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্যান্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই (ক্ষীরোদশায়ীও) এক এক প্রকাশরূপে স্বয়ংভগবানের মধ্যে থাকেন (১।৮।৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীঅদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারে স্বয়ংভগবান্ বিশ্বম্ভর যখন অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখন অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণও তাঁহার মধ্যে আসিবার জন্য উদ্যত হইলেন; অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কার তাঁহাদের চিত্তকেও স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহারা কেহ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েন না, একমাত্র ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই সময়বিশেষে যোগনিদ্রায় অভিভূত হয়েন। অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারের এমনই অদ্ভুত প্রভাব যে, তাহা যোগনিদ্রাভিভূত ক্ষীরোদশায়ীরও নিদ্রাভঙ্গ জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছে; নিদ্রাভঙ্গে তিনিও এক প্রকাশরূপে বিশ্বম্ভরের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রভু বিশ্বম্ভর যখন শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে আলোচ্য পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন ক্ষীরোদ-শায়ীও তাঁহারই মধ্যে। প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, "অদ্বৈত! তোমার প্রেমহুঙ্কারের অদ্ভুত প্রভাবের কথা বলি শুন। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপে আমি যখন ক্ষীরোদ-সাগরে যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, তখন তোমার প্রেমহুঙ্কারে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপ

দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সর্ব্ব-জীব উদ্ধারিতে ॥ ৯৫
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ।
সভা'র হইল জন্ম তোমার কারণ ॥ ৯৬
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা' হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্ব-জনে ॥" ৯৭

রামকিরি রাগ

এতেক প্রভুর বাক্য অদ্বৈত শুনিঞা।
উর্দ্ধবাহু করি কান্দে সস্ত্রীক হইয়া ॥ ৯৮
"আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল কৈলুঁ যত অভিলাষ ॥ ৯৯
আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণযুগল ॥ ১০০
ঘোষে' মাত্র চারিবেদ, যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেখে ॥ ১০১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তোমার এতাদৃশ প্রেমহুঙ্কারের প্রতি আমি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না। তাহাতেই তোমার সঙ্কল্প পূরণের নিমিত্ত আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।" এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিয়া, অর্থাৎ আলোচ্য পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া, যদি মনে করা হয় যে, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই বিশ্বম্ভররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা হইলে পূর্বাপর-বাক্যের সহিত এবং এই গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরের স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং প্রভুর স্বরূপের অনুরূপ লীলা সম্বন্ধেও বিভিন্ন স্থানে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্তের সহিতও, সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না।

এস্থলে ৯৩-৯৭ পয়ারোক্ত বাক্যগুলি প্রভুরই উক্ত অর্থাৎ প্রভুর মুখেই লীলাশক্তি এই কথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রভুর মধ্যে অবস্থিত ক্ষীরোদশায়ীর মুখে যে লীলাশক্তি এই কথাগুলি প্রকাশ করাইয়াছেন, তাহা মনে হয় না। যেহেতু, সেইরূপ মনে করিলে ৯৩ ও ৯৫ পয়ারের উক্তির সঙ্গতি থাকে না। কেন না, ক্ষীরোদশায়ীর অবতরণের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত আরাধনা করেন নাই, ক্ষীরোদশায়ী "সর্বজীব উদ্ধারিতেও" পারেন না।

৯৫। অন্বয় ॥ (শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি মহাপ্রভু আরও বলিলেন) জীবের দুঃখ দেখিয়া, তাহা না পারি সহিতে (সহ্য করিতে না পারিয়া) সর্বজীব উদ্ধারিতে (সমস্ত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত, তুমি প্রেম-হুঙ্কারে) আমাকে আনিলে (অবতারিত করাইয়া ব্রহ্মাণ্ডে আনিয়াছ)।

৯৬। **যতেক দেখিলে** ইত্যাদি—তোমার দৃষ্ট আমার "অপরূপ বেশে" আমার চতুর্দিকে তুমি যাঁহাদিগকে দেখিয়াছ, তাঁহারা সকলেই আমার গণ (পরিকর) এবং তোমার কারণেই (তোমার প্রেম-হুঙ্কারেই) তাঁহাদের সভার (সকলের) জন্ম হইল (অবতরণ হইয়াছে, আমার সঙ্গে)।

৯৮। "প্রভুর বাক্য অদ্বৈত"-স্থলে "প্রশ্রয়-বাক্য প্রভুর" এবং "প্রভুর বাক্য প্রভূত"-পাঠান্তর। প্রশ্রয়-বাক্য—আশ্বাসজনক, বা সন্তোষজনক বাক্য।

৯৯। **দিন-পরকাশ**—দিনের প্রকাশ, দিবারম্ভ, প্রভাত। "কৈলুঁ"-স্থলে "হৈল"-পাঠান্তর।

১০০। "দেহ"-স্থলে "কর্ম্ম"-পাঠান্তর।

১০১। **ঘোষে**—ঘোষণা করে, প্রচার করে। **ঘোষে মাত্র** ইত্যাদি—চারিবেদ যাঁহার কথা

মোর কিছু শক্তি নাহি, তোমার করুণা।
তোমা' বই জীব উদ্ধারিব কোন্ জনা ?" ১০২
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য।
প্রভু বোলে "আমার পূজার কর' কার্য্য ॥" ১০৩
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম-হরিষে।
চৈতন্য-চরণ পূজে অশেষ-বিশেষে ॥ ১০৪
চৈতন্যচরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥ ১০৫
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসীমঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি ॥ ১০৬
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ—পঞ্চ-উপচারে।
পূজা করে, প্রেম-জলে বহে মহা ধারে ॥ ১০৭
পঞ্চশিখা জ্বালি পুন করেন বন্দনা।
শেষে জয়-জয়-ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥ ১০৮
করিয়া চরণ-পূজা যোড়শোপচারে।
আর-বার দিলা মাল্য বস্ত্র অলঙ্কারে ॥ ১০৯
শাস্ত্র-দৃষ্টে পূজা করে পটল-বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ড-পরণামে ॥ ১১০

তথাহি (বি. পু. ॥ ১।১৯।৬৫)—
"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" ১ ॥

এই শ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি।
শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র-অনুসারি ॥ ১১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কেবলমাত্র প্রচার করে, কিন্তু যাঁহার দর্শন পায় না, এতাদৃশ তুমি আমার লাগি (নিমিত্ত) পরতেখে (সকলের প্রত্যক্ষীভূত) হইলা।

১০৩ কার্য্য—আয়োজন, উদ্যোগ।

১০৫। অন্বয়। শ্রীঅদ্বৈত, সুবাসিত জলে শ্রীচৈতন্য-চরণ ধুই (ধৌত করিয়া) শেষে (ধৌত করার পরে) গন্ধে পরিপূর্ণ (জল) সেই পাদপদ্মে ঢালে (ঢালিয়া দিলেন)।

১০৭-১০৮। পঞ্চ উপচারে—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য-সহ পঞ্চ উপচার। "মহা"-স্থলে "অশ্রু"-পাঠান্তর। ধারে—ধারা, স্রোত। পঞ্চ শিখা—পঞ্চপ্রদীপ। "বন্দনা"-স্থলে "বন্ধ্যাপনা (বন্দাপনা)"-পাঠান্তর। বন্দাপনা—প্রশস্তি-বন্দন-বিশেষ।

১০৯। যোড়শোপচারে—"আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন। অ. প্র.।"

১১০। পটল-বিধানে—"পাঞ্চরাত্রিকী বিধি—যাহা বিভিন্ন পটলে, অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত আছে। গৌ. বৈ অ.।" এ-স্থলে "পটল" বলিতে শাস্ত্রবিশেষের পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়কে বুঝায়। দ্বিতীয় পয়ার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"ভাবে গদ্গদ হৈয়া পড়িলা চরণে ॥"

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ অন্বয়াদি ২।২।২-শ্লোকপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

১১১। আগে—বিশ্বম্ভরের অগ্রভাগে, সম্মুখে। অথবা প্রথমে। "করি"-স্থলে" "করে"-পাঠান্তর। প্রথম পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"শ্লোক পড়িয়া আগে (আছে) পরণাম করি।" পরণাম—প্রণাম। শাস্ত্র-অনুসারি—শাস্ত্র-অনুসারে। "অনুসারি"-স্থলে "অনুসারে"-পাঠান্তর। পরবর্তী ১১২-২৯ পয়ার-সমূহে স্তুতি কথিত হইয়াছে।

"জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর ॥ ১১২
জয় জয় ভকত-বচন-সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥ ১১৩
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ ॥ ১১৪
জয় জয় হরে-কৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥ ১১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৩। **ভকত-বচন-সত্যকারী**—ভক্তের বাক্যকে সত্য করেন যিনি; নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন যিনি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত ভীষ্মের বাক্য রক্ষার জন্য নিজের বাক্যও লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তাঁহার সেবকের বাসনা-পূরণকারী। "ভৃত্যবাঞ্ছা-পূর্ত্তি" ব্যতীত তাঁহার অন্য কৃত্য নাই। সুতরাং ভক্ত যখন যাহা বলেন, তিনিও তাঁহার সেই বাক্য পূরণ করেন। **মহা-অবতারী**—অবতারী ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; সমস্ত অবতারের বা ভগবৎ স্বরূপের মূল—স্বয়ংভগবান্। তাঁহার মধ্যেই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত।

১১৪। **সিন্ধুসুতা**—সিন্ধুর কন্যা, সিন্ধু হইতে আবির্ভূতা লক্ষ্মীদেবী। সিন্ধু—সমুদ্র। সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপারের বর্ণন-প্রসঙ্গে সমুদ্র হইতে ঐরাবতাদির উদ্ভবের কথা বলার পরে, সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবের কথা শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন। "ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রী রমা ভগবৎপরা। রঞ্জয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥ ভা. ৮।৮।৮॥" **রূপ**—স্বাভাবিক সৌন্দর্য। কোনও ভূষণের (অলঙ্কারাদির) দ্বারা অঙ্গসমূহ ভূষিত না হইলেও, যাহা দ্বারা অঙ্গসমূহকে ভূষিতের ন্যায় (সুন্দর) দেখা যায়, তাহাকে বলে রূপ। "অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা। যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে ॥ উ. নী. ম.॥ উদ্দীপন ॥ ১৫॥" **সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম**—সিন্ধুসুতা-রূপ এবং সিন্ধুসুতা-মনোরম = সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম। **সিন্ধুসুতা-রূপ**—সিন্ধুসুতার রূপ। হইতে, তিনি হইতেছেন সিন্ধুসুতা-রূপ। স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রই হইতেছেন সিন্ধুসুতা লক্ষ্মী-দেবীর রূপ বা স্বাভাবিক সৌন্দর্যের উৎস। **সিন্ধুসুতা-মনোরম**—যিনি সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীর মনোরম—চিত্তবিনোদকারী (সেই গৌরচন্দ্র)।

১১৫। **হরেকৃষ্ণ মন্ত্র**—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"—এই ষোলনাম-বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র। **হরে কৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ**—"হরেকৃষ্ণ"-ইত্যাদি মন্ত্রের প্রকাশ (প্রচার) যাঁহা হইতে, তিনি হইতেছেন হরেকৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ, এই মন্ত্রের প্রচারক বা প্রবর্তক (শ্রীগৌরচন্দ্র)। **নিজভক্তি**—স্ববিষয়িনী ভক্তি (সাধনভক্তি)। **বিলাস**—লীলা। **নিজভক্তি-গ্রহণ-বিলাস**—স্ববিষয়া সাধনভক্তির গ্রহণ (অঙ্গীকার) হইতেছে বিলাস (লীলা) যাঁহার। শ্রীগৌরসুন্দর হইতেছেন তত্ত্বতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—সুতরাং সকলের ভজনীয়। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে তাঁহার নিজের জন্য কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি জীবের প্রতি করুণাবশতঃ, নিজে আচরণ করিয়া জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত, তিনি সাধকভক্তের ন্যায়, সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহা তাঁহার একটি লীলা। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে সাধনভক্তির অনুষ্ঠান

জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ ॥ ১১৬
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন ॥ ১১৭
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন।
তুমি কর' যুগে যুগে বেদের পালন ॥ ১১৮
তুমি রক্ষঃকুলহন্তা জানকীজীবন।
তুমি গুহ-বরদাতা অহল্যামোচন ॥ ১১৯
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ-নাম যার ॥ ১২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করেন না; কেন না, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ভক্তভাবের অভাব। শ্রীরাধার সহিত একই স্বরূপে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে-স্বরূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, ভক্তকুল-মুকুটমণি শ্রীরাধার সহিত মিলিত বলিয়া সেই স্বরূপ হইতেছেন ভক্তভাবময় (১৷২৷৬-শ্লোকব্যাখ্যা এবং ১৷৭৷৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই ভক্তভাবময় স্বরূপেই তিনি সাধনভক্তির আচরণ করেন। এই স্বরূপই হইতেছেন শ্রীগৌর-সুন্দর। ইহাকে লীলা (বিলাস) বলার হেতু এই। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদির মাধুর্য্য আস্বাদনই হইতেছে গৌরস্বরূপের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদির কীর্তন করেন—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নাম-রূপাদির আস্বাদনের নিমিত্ত; ইহা তাঁহার লীলা। তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিক ভাবেই জীবের প্রতি ভজন শিক্ষা দেওয়া হয়। নাম-রূপাদির কীর্তনাদি সাধনভক্তির অঙ্গ।

অথবা, নিজভক্তি—স্ব-বিষয়া প্রেমভক্তি। **গ্রহণ**—জীবকে গ্রহণ করানো, জীবের মধ্যে বিতরণ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রেমভক্তি যিনি জীবের মধ্যে বিতরণ করেন, সেই গৌরচন্দ্র। ইহাও স্বয়ংভগবানের গৌরস্বরূপেরই কার্য, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নহে; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নির্বিচারে প্রেমদান করেন না; রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ গৌরচন্দ্রই শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী বলিয়া প্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন।

১১৬। **অনন্ত-শয়ন**—যিনি শেষ-নামক সহস্রবদন অনন্ত-নাগের উপরে শয়ন করিয়া বিরাজিত (শেষশায়ী প্রভৃতি স্বরূপে)।

১১৭। এই পয়ার হইতে ১২০ পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে, এই বিশ্বম্ভরই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত—সুতরাং তিনি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্। **সনাতন**—নিত্য, ত্রিকালসত্য, মৎস্য-কূর্ম প্রভৃতিরূপে আত্মপ্রকট করিয়াও স্বীয় অনাদি-সিদ্ধ-স্বরূপে নিত্য বিরাজিত, স্বীয়-স্বরূপ হইতে সর্বদা অবিচ্যুত।

১১৯। **রক্ষঃকুল-হন্তা**—রাক্ষসদিগের বিনাশক (শ্রীরামচন্দ্ররূপে)। **জানকী-জীবন**—শ্রীরামচন্দ্র। **গুহ-বরদাতা**—গুহক-চণ্ডালের অভীষ্ট পূরণকারী। বনবাস-কালে শ্রীরামচন্দ্র শৃঙ্গবের-পুরবাসী গুহক-চণ্ডালের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন। **অহল্যা-মোচন**—গৌতম-পত্নী অহল্যা পতিশাপে পাষাণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন; শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-স্পর্শে তিনি স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "গুহ"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

১২০। **হিরণ্য বধিয়া**—হিরণ্য-বধকারী। **হিরণ্য**—হিরণ্যকশিপু। পয়ারের তাৎপর্য—তুমিই

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নরসিংহ (নৃসিংহ)-রূপে প্রহ্লাদের জন্য অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। প্রসঙ্গ-ক্রমে এ-স্থলে নৃসিংহরূপ-প্রকটনের বিবরণটি অতি সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। হিরণ্যকশিপু এক সময়ে, আপনাকে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজা করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় পুরী পরিত্যাগপূর্বক মন্দর-পর্বতের কন্দরে গিয়া পরম-দারুণ তপস্যায় রত হইয়াছিলেন (ভা. ৭।৩।১-২)। এই সুযোগে দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর পুরী আক্রমণ করিয়া তত্রত্য অসুরদিগকে পরাজিত করিলেন এবং হিরণ্যকশিপুর মহিষীকে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে দৈবাৎ নারদের সহিত দেবরাজের সাক্ষাৎ হইলে নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবরাজ বলিলেন—"এই রমণী হইতেছেন দেবশত্রু হিরণ্যকশিপুর মহিষী; ইনি গর্ভবতী; ইঁহার গর্ভে যে সন্তান আছে, সেও আমাদের শত্রু। প্রসবের পরে সেই সন্তানকে হত্যা করিয়া আমি ইঁহাকে ছাড়িয়া দিব।" তখন নারদ বলিলেন—"ইঁহার গর্ভস্থ সন্তান পরম-ভাগবত; তুমি তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে না। এই রমণীকে তুমি আমার নিকটে দাও।" নারদ হিরণ্যকশিপুর মহিষীকে স্বীয় আশ্রমে-আনিয়া গর্ভস্থ সন্তানের উদ্দেশে তাঁহাকে ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ দিতে লাগিলেন; নারদের কৃপায় গর্ভস্থ সন্তান সমস্ত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এই সন্তানই হইতেছেন প্রহ্লাদ (ভা. ৭।৭ অধ্যায়)। নারদের কৃপায়, ভগবদ্‌বিদ্বেষ-পরায়ণ-দৈত্যসন্তান হইলেও প্রহ্লাদ শৈশব হইতেই ভগবানে পরম-ভক্তিমান্; ব্যবহারিক কোনও বিষয়েই তাঁহার মন যাইত না। তাঁহার পঞ্চমবর্ষ-বয়সে হিরণ্যকশিপু অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামক পুত্রদ্বয়ের নিকট অর্পণ করিলেন। গুরুদ্বয় যাহা পড়াইতে থাকেন, প্রহ্লাদ তাহা পড়েন বটে; কিন্তু তাঁহার মন থাকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণচরণে। কিছুকাল পরে হিরণ্যকশিপুর ত[illegible]শে গুরুদ্বয় প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর নিকটে আনয়ন করিলেন। হিরণ্যকশিপু স্বীয় পুত্রকে [illegible]। অধ্যয়নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রহ্লাদ কেবল ভগবানের কথাই বলিতে লাগিলেন। রুষ্ট হইয়া হিরণ্যকশিপু গুরুদ্বয়কে তিরস্কার করিলে তাঁহারা বলিলেন—"এই বালক যাহা বলিয়াছে, তাহা আমাদের শিক্ষা নয়; বালক আপনা হইতেই সর্বদা এ-সকল কথা বলে এবং এইভাবে অন্য শিক্ষার্থীদেরও সর্বনাশ করিতেছে।" হিরণ্যকশিপু পুত্রকে এবং গুরুদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিয়া পুত্রকে গুরুদ্বয়ের নিকটে দিলেন। কিছুকাল পরে আবার প্রহ্লাদকে আনাইয়া আদরের সহিত নিজের কোলে বসাইয়া হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! তুমি যাহা পড়িয়াছ, তন্মধ্যে সর্বোত্তম যাহা, তাহা বল দেখি।" তখন প্রহ্লাদ বলিলেন—"যিনি ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অধ্যয়নই সর্বোত্তম। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ভা. ৭।৫।২৩-২৪॥" প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে ষণ্ড ও অমর্ক বলিলেন, "আমরা এই বালককে এ-সকল কথা শিখাই নাই।" তখন ক্রোধাবিষ্ট হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বধ করার জন্য

সর্ব্বদেবচূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর' নীলাচল-মাঝ ॥ ১২১
তোমারে সে চারি-বেদে বুলে অন্বেষিয়া।
তুমি এথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া ১২২
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাধীর।
ভক্তজন ধরি তোমা' করয়ে বাহির ॥ ১২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহার অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন। অনুচরেরা প্রহ্লাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল—শূলাঘাত, হস্তি-পদতলে নিক্ষেপ, সর্প-সমূহের মধ্যে নিক্ষেপ, পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ ইত্যাদি। কিন্তু ভগবচ্চরণে নিবিষ্টচিত্ত প্রহ্লাদের তাহাতে কিছুই হইল না। তখন হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত চিন্তিত হইলে ষণ্ড ও অমার্কের কথায় প্রহ্লাদকে তিনি বরুণ-পাশে আবদ্ধ করিলেন এবং প্রহ্লাদকে গৃহাশ্রমী রাজাদের ধর্ম উপদেশ করিতে গুরুদ্বয়কে বলিলেন। তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অন্যত্র গমন করিলে প্রহ্লাদ সমবয়স্ক বালকদিগকে ভগবৎ-কথা বলিয়া তাহাদের চিত্তের পরিবর্তন ঘটাইলেন। গুরুদ্বয় দৈত্যরাজের নিকটে তাহা জানাইলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ নির্ভয়ে ভগবানের কথাই বলিতে লাগিলেন। রুষ্ট হইয়া হিরণ্যকশিপু বলিলেন—"কোথায় তোর ভগবান্? যদি বলিস্, তিনি সর্বত্র আছেন, তাহা হইলে এই স্তম্ভে নাই কেন?" প্রহ্লাদ বলিলেন—"ঐ তো স্তম্ভে তাঁহাকে দেখা যাইতেছে।" হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; শ্রীনৃসিংহরূপে ভগবান্ সেই স্তম্ভ হইতে আত্মপ্রকট করিলেন। হিরণ্যকশিপু তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সর্বপ্রকারেই ব্যর্থকাম হইলেন। পরে শ্রীনৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক স্বীয় ক্ষুরধার নখরের দ্বারা দৈত্যরাজের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার সংহার-সাধন করিলেন এবং পরে অন্যান্য অসুরদিগকেও বধ করিলেন।

উৎকট তপস্যার পরে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকটে যে বর চাহিয়াছিলেন এবং পাইয়াছিলেন, তাহা হইতেছে এই:—"আপনার (ব্রহ্মার) সৃষ্ট কোনও প্রাণী হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়; অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে, দিবসে বা রাত্রিতে, আপনার সৃষ্ট নয়, এমন কোনও কিছু হইতেও যেন আমার মৃত্যু না হয়; নর বা মৃগদ্বারাও যেন আমার নিধন না হয়; ভূমিতে বা আকাশেও যেন আমার মরণ না হয়; অপ্রাণ বা সপ্রাণ, কিম্বা সুর, অসুর, মহোরগ হইতেও যেন আমার মৃত্যু না হয়, যুদ্ধে যেন আমি প্রতিপক্ষশূন্য হই; সকলের উপর আমার যেন একাধিপত্য হয়; ইত্যাদি।" নৃসিংহদেব ব্রহ্মার বরেরও মর্যদা রক্ষা করিলেন, হিরণ্যকশিপুর হত্যাও করিলেন—দিবসেও নয়, রাত্রিতেও নয়, দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে। ভূমিতেও নয়, আকাশেও নয়—স্বীয় উরুদেশে। সুরাসুরাদি-দেহেও নয়; স্বীয় অদ্ভুত নৃসিংহরূপে। অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারাও নহে, স্বীয় নখে।

১২১। তুমি যে ভোজন ইত্যাদি—শ্রীজগন্নাথরূপে নীলাচলে তুমিই চুয়ান্ন বারে বহু বহু অন্ন-রাশি ভোজন কর। ভূমিকায় ৬৩ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১২৩। লুকাইতে—আত্মগোপন করিতে। **বড় প্রভু** ইত্যাদি—প্রভু, তুমি বড় (অত্যন্ত) মহাধীর (বিশেষ পটু); "বড় প্রভু" স্থলে "মহাপ্রভু"-পাঠান্তর।

সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তোমা' বই নাহি আর॥ ১২৪
এই তোর দুইখানি চরণকমল।
ইহারি সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল॥ ১২৫
এই সে চরণ রমা সেবে' এক মনে।
ইহারি সে যশ গায় সহস্রবদনে॥ ১২৬
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহারি তত্ত্ব গায়॥ ১২৭
সত্যলোকে আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে॥ ১২৮
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার।
শঙ্কর ধরিলা শিরে মহাবেগ যার॥" ১২৯
কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥ ১৩০
বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে।
পড়িল দীঘল হই চরণের তলে॥ ১৩১
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥ ১৩২
চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন।
'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন॥ ১৩৩
অপূর্ব্ব দেখিয়া সভে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি' বলি' সভে করে কোলাহল॥ ১৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৪। **অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে** ইত্যাদি—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তরূপে তুমিই আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ১।৪।২৬-ব্রহ্মসূত্র॥" ইহা দ্বারা পরব্রহ্মত্ব সূচিত হইয়াছে। সুতরাং যাহা তুমি নহ, এমন কিছু কোথাও নাই।

১২৬। **সহস্রবদনে**—সহস্রবদন অনন্তদেব। **রমা**—লক্ষ্মীদেবী।

১২৭। "পূজয়ে"-স্থলে "সেবয়ে"-পাঠান্তর। **ইহারি**—তোমার এই চরণেরই। "তত্ত্ব"-স্থলে "যশ"-পাঠান্তর।

১২৮। এই পয়ারে বামন-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। ১।৬।২৪৪-৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "আক্রমিল"-স্থলে "আকর্ষেন" পাঠান্তর। আকর্ষেন—আকর্ষণ করেন।

১২৯-১৩০। **যার**—যে গঙ্গার। **শুদ্ধি** শুদ্ধ বা প্রকৃত তত্ত্ব। "চৈতন্যের"-স্থলে "চরণের"-পাঠান্তর।

১৩১। **দীঘল**—দীর্ঘল, লম্বা, দণ্ডবৎ।

১৩২। **সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী**—সকল জীবের অন্তরের কথা জানেন যিনি। রামাই-পণ্ডিতের সঙ্গে নবদ্বীপে আসার সময়ে শ্রীঅদ্বৈত দুইটি বাসনা পোষণ করিয়াছিলেন—প্রভু যেন নিজের ঐশ্বর্য শ্রীঅদ্বৈতকে দেখান এবং প্রভু যেন অদ্বৈতের মস্তকে স্বীয় চরণ ধারণ করেন (২।৬।৪৬ পয়ার)। অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিয়া তাঁহার উভয় বাসনাই পূর্ণ করিয়াছেন—তাঁহাকে ঐশ্বর্যও দেখাইয়াছেন (পূর্ববর্তী ৭৪-৯১ পয়ার) এবং তাঁহার মাথায় চরণও তুলিয়া দিয়াছেন।

১৩৪। **অপূর্ব্ব**—যাহা পূর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ভক্তগণ পূর্বে দেখিয়াছেন—প্রভু নিজে শ্রীঅদ্বৈতের চরণ বন্দনা করিতেন, অদ্বৈতকে স্বীয় চরণে হাত দিতেও কখনও দেন নাই। আর এখন তাঁহারা দেখিলেন—প্রভু নিজেই অদ্বৈতের মস্তকে স্বীয় চরণ ধারণ করিলেন। ইহা ভক্তদের পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার।

গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ মারে।
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উচ্চস্বরে॥ ১৩৫
সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব-অভিমত॥ ১৩৬
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
'আরে নাঢ়া! আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর'।" ১৩৭
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা আচার্য্য-গোসাঞি।
নানা-ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি॥ ১৩৮
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি অতি-মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥ ১৩৯
ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর॥ ১৪০
ক্ষণে ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস বহে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥ ১৪১
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে—সেই হয়ে।
এক-ভাবে স্থির নহে, আনন্দে নাচয়ে॥ ১৪২
অবশেষে আসি সবে রহে দাস্যভাব।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য-প্রভাব॥ ১৪৩
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রূকুটি করি হাসে॥ ১৪৪
হাসি বোলে "ভাল হৈল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই॥ ১৪৫
যাইবা কোথায় আজি এড়িমু বান্ধিয়া।"
ক্ষণে বোলে "প্রভু" ক্ষণে বোলে "মাতালিয়া"॥ ১৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৬। **পূর্ব্ব-অভিমত**—পূর্বের অভিপ্রেত (বাঞ্ছিত। ২।৬।৪৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

১৩৯। **গোচর**—নয়নের গোচরে, সম্মুখে।

১৪০। **বিশাল নাচে**—উদ্দণ্ড নৃত্য করেন। **মধুর**—মধুর বা মনোরম অঙ্গভঙ্গী সহকারে মৃদু মৃদু নৃত্য।

১৪১। "ক্ষণে ক্ষণে"-স্থলে "ক্ষণে ঘুরে", "ক্ষণে ঘনে" এবং "ক্ষণে ঘরে" পাঠান্তর। "পড়ি"-স্থলে "ক্ষণে"-পাঠান্তর। **গড়ি যায়**—ভূমিতে গড়াগড়ি করেন। "বহে"-স্থলে "ছাড়ি"-পাঠান্তর।

১৪২। **যে কীর্ত্তন যখন ইত্যাদি**—প্রভু যখন শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন, "আরে নাঢ়া! আমার কীর্তনে নৃত্য কর (পূর্ববর্তী ১৩৭ পয়ার)", তখন শ্রীঅদ্বৈত নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং মনোরম কীর্তনও আরম্ভ হইল (১৩৯ পয়ার। সম্ভবতঃ ভক্তগণই এই কীর্তন করিতেছিলেন)। এই কীর্তনে যখন যে ভাব প্রকাশ পাইত, শ্রীঅদ্বৈত সেই ভাবের অনুকূল ভাবেই নৃত্য করিতেন, তিনি **একভাবে স্থির নহে**—কোনও একটিমাত্র ভাবের অনুরূপ নৃত্যে স্থির হইয়া থাকিতেন না। ১৩৭ পয়ারে প্রভু যে "আমার কীর্তন" বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে "প্রভুর সম্বন্ধীয় কীর্তন, ভগবৎ-কীর্তন।"

১৪৩। **অবশেষে আসি ইত্যাদি**—বিভিন্ন ভাবের অনুরূপ নৃত্য করিয়া সর্বশেষে শ্রীঅদ্বৈত দাস্যভাবে আবিষ্ট হইলেন। "অচিন্ত্য"-স্থলে "অনন্ত" পাঠান্তর। **প্রভাব**—ভাবের প্রভাব (মহিমা)।

১৪৪। **নিত্যানন্দ দেখিয়া**—নিত্যানন্দকে দেখিয়া। **ভ্রূকুটি**—ভ্রূ-ভঙ্গী।

১৪৫। **নাগালি**—সান্নিধ্য, দর্শন, সাক্ষাৎ।

১৪৬। **এড়িমু**—রাখিব। "এড়িমু"-স্থলে "রাখিমু"-পাঠান্তর। **মাতালিয়া**—মাতাল, মত্ত।

অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায়॥ ১৪৭
পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ-কৌতুকে॥ ১৪৮
কোনো রূপে কহে, কোনো রূপে করে ধ্যান।
কোনো রূপে ছত্র শয্যা, কোনো রূপে গান॥ ১৪৯
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ প্রেম জান'।
এই অবতারে জানে সেই ভাগ্যবান॥ ১৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এ-সমস্ত হইতেছে নিত্যানন্দের প্রতি অদ্বৈতের রহস্যোক্তি, প্রেম-কোন্দল। পরবর্তী ১৫০-৫২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৪৭। **এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ**—একই স্বরূপ, দুই রূপে আবির্ভূত—নিত্যানন্দরূপে এবং অদ্বৈতরূপে। অদ্বৈতাচার্য হইতেছেন মহাবিষ্ণুর (কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর) অবতার। "মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।' তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ চৈ. চ. ১।১।১২-শ্লোক॥" এই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু হইতেছেন মূল সঙ্কর্ষণ বলরামের অংশাবতার। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতও বলরামের এক অংশাবতার—স্বরূপতঃ অভিন্ন। আর নিত্যানন্দ হইতেছেন বলরাম। এজন্যই বলা হইয়াছে—এক মূর্তি দুই ভাগ; নিত্যানন্দ হইতেছেন মূল ভাগ, আর অদ্বৈত—অংশরূপ ভাগ। "লীলায়"-স্থলে "ইচ্ছায়"-পাঠান্তর। **কৃষ্ণের লীলায়**—শ্রীকৃষ্ণের এই গৌর-স্বরূপের লীলাতে; অথবা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামত।

১৪৮। **পূর্ব্বে**—১।১।৩০-৩৬ পয়ারে এবং ২।৫।৬৫-৬৬ পয়ারে।

১৪৯। **কোনো রূপে**—কোনও কোনও স্বরূপে। **কহে**—শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ-তত্ত্বের কথা বলেন। **কোনো রূপে ছত্র শয্যা ইত্যাদি**—১।১।১৪ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **কোনো রূপে গান**—কোনও স্বরূপে (অর্থাৎ সহস্রবদন অনন্তরূপে) গান (যশঃ কীর্তন) করেন।

১৫০। **নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ**—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই (পূর্ববর্তী ১৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে ইত্যাদি—অন্বয়। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের অভেদ এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের (পরস্পরের প্রতি) প্রেম—জান (জানিবে)। নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত যে তত্ত্বতঃ অভিন্ন এবং অভিন্ন বলিয়া, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের প্রেম বা প্রীতি যে স্বাভাবিক, তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের আচরণের মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না। অথবা, **নিত্যানন্দ অদ্বৈতে অভেদ প্রেম**—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরস্পরের প্রতি যে প্রেম বা প্রীতি, তাহা হইতেছে অভিন্ন, ঠিক একই রকমের। অর্থাৎ নিত্যানন্দের প্রতি অদ্বৈতের যেরূপ প্রীতি, অদ্বৈতের প্রতিও নিত্যানন্দের ঠিক সেইরূপ প্রীতি; তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির মধ্যে কোনওরূপ ভেদ নাই।

এই অবতারে জানে ইত্যাদি—এই (শ্রীচৈতন্য-) অবতারে, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের অভিন্নতার কথা এবং তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্বাভাবিক প্রেমের স্বরূপ, যিনি অবগত হইয়াছেন,

যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার। 　　　সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ—ঈশ্বর-ব্যাভার ॥ ১৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তিনি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্। "এই অবতারে"-স্থলে "এই মত তানে" এবং "সেই"-স্থলে "যত"-পাঠান্তর। এই মত তানে—তানে (তাঁহাদিগকে, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে) এই মত (এইরূপ—তত্ত্বতঃ অভিন্ন বলিয়া)। যত—যত ভাগ্যবান্। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারাই।

১৫১। কলহ-লীলা—কলহের আকারে লীলা (প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাসে প্রবর্তিত এবং প্রেমানন্দে পর্যবসিত খেলা বা কৌতুক মাত্র)। যেমন পূর্ববর্তী ১৪৫-৪৬ পয়ারে কথিত ব্যাপার। **সে সব অচিন্ত্য রঙ্গ ইত্যাদি**—সে-সব (সে-সমস্ত, অর্থাৎ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের কলহ-লীলাদি হইতেছে তাঁহাদের এক) অচিন্ত্য-রঙ্গ (কৌতুক, যাহা অচিন্ত্য—সাধারণ লোকের চিন্তার অতীত। যেহেতু এ সমস্ত হইতেছে) **ঈশ্বর-ব্যাভার**—ঈশ্বরের ব্যবহার বা আচরণ।

শাস্ত্র বলেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যৎ তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥—যাহা প্রকৃতির বা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, তাহা হইতেছে অচিন্ত্য। এতাদৃশ অচিন্ত্য যে সকল ভাব-বস্তু (অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তু আছে, তৎসমস্ত; আকাশ-কুসুম বা শশ-শৃঙ্গাদির ন্যায় বাস্তবিক অস্তিত্বহীন বস্তু নহে)-সম্বন্ধে যুক্তিতর্কের সহায়তায় তাৎপর্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিবে না; কেন না, তাহাতে তাৎপর্য নির্ণয় করিতে পারিবে না।" তাৎপর্য হইতেছে এই। সংসারী প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায়, তাহার মন-বুদ্ধি-আদিও হইতেছে সৃষ্ট বস্তু—সুতরাং প্রাকৃত, মায়িক। প্রাকৃত মন-বুদ্ধি-আদি যতই অগ্রসর হউক না কেন, প্রকৃতি বা মায়াকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না; একটি জন্তুকে বিশ হাত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সে যেমন বিশ হাতের বাহিরে যাইতে পারে না, তদ্রূপ। ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ব্যবহার বা লীলা হইতেছে অপ্রাকৃত, মায়াতীত। প্রাকৃত জীবের মন-বুদ্ধি-আদি অপ্রাকৃত ঈশ্বরের অপ্রাকৃত আচরণের মর্ম বুঝিতে পারে না। যেহেতু, ঈশ্বরের অপ্রাকৃত আচরণ হইতেছে প্রাকৃত মন-বুদ্ধি-আদির অতীত। লোক তর্ক-বিতর্ক করে তাহার অভিজ্ঞতার সহায়তায়। সংসারী জীবের অভিজ্ঞতাও প্রাকৃত জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতা; অপ্রাকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে তাহার কোনও অভিজ্ঞতাই নাই। সুতরাং অপ্রাকৃত ব্যাপার-সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত-স্থাপন তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ সর্বতোভাবে একরূপ নহে। প্রাকৃত বস্তু ধ্বংসশীল, পরিণামশীল; অপ্রাকৃত বস্তু তদ্রূপ নহে; অপ্রাকৃত বস্তু যে পরিণামশীল নহে, প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতা হইতে সংসারী জীব তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। প্রাকৃত জীবের বার্ধক্য বা জরা আছে, মৃত্যু আছে। ঈশ্বরের যে জরা এবং মৃত্যু নাই, সংসারী জীব স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুসারে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। এ-সমস্ত কারণেই শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন—যাহা অপ্রাকৃত, প্রকৃতির অতীত, তাহা হইতেছে সাধারণ লোকের পক্ষে অচিন্ত্য, চিন্তার বা মন-বুদ্ধি-আদির অতীত, অগোচর; সুতরাং প্রাকৃত মন-বুদ্ধি-আদির সহায়তায় এবং প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার সহায়তায়, যুক্তি-তর্কের

এই দুইর প্রীতি যেন অনন্ত শঙ্কর। দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর ॥ ১৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অবতারণা করিয়া অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে কোনও সমাধানেই উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বাদির কথাই বলিয়া গিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে—প্রাকৃত মনোবুদ্ধির দ্বারা তাহার সত্যতা বা যৌক্তিকতা যদি লোক উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে এবং কিরূপেই বা শাস্ত্রের অনুসরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে? সত্যতা বা যৌক্তিকতা উপলব্ধি না করিয়া শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ তো হইবে –অন্ধ-বিশ্বাসের অনুসরণ। অন্ধ-বিশ্বাসের অনুসরণে কি সার্থকতা থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। যে বস্তুর কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নাই, সেই বস্তুসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসের কোনও মূল্যই নাই। আকাশ-কুসুমের কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নাই। তাহার অস্তিত্ব আছে মনে করিয়া সুদীর্ঘকাল কেহ অনুসন্ধান করিলেও আকাশকুসম পাওয়া যাইবেনা। কিন্তু যে বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তাহার অনুসন্ধান অসার্থক হয় না। রসায়নশাস্ত্র (কেমিষ্ট্রি) বলেন—প্রক্রিয়া-বিশেষে দুই ভাগ হাইড্রোজেন (উদজান) এবং একভাগ অক্সিজেন (অম্লজান) মিশাইলে জল পাওয়া যায়। এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধ্যাপকের আনুগত্যে উল্লিখিতভাবে মিশ্রিত করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, জলের উৎপত্তি হইয়াছে। অথচ, হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন মিশাইলে যে জল পাওয়া যায়, আমাদের সাধারণবুদ্ধিতে তাহা উপলব্ধি করা যায় না। হাইড্রোজেন্ দেখা যায় না, অক্‌সিজেনও দেখা যায় না, ধরা-ছোঁয়াও যায় না। এই দুই বস্তুর মিলনে কিরূপে দৃশ্য এবং ধরা-ছোঁয়ার বস্তু জলের উৎপত্তি হইতে পরে? অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত জল ঢালিয়া দিলেও আগুন নিবিয়া যায়; কিন্তু আগুনের স্পর্শে অক্‌সিজেন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এতাদৃশ অক্‌সিজেনযোগে কিরূপে জলের উৎপত্তি হইতে পারে? এইরূপ বিবেচনা করিয়া হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেনের যোগে জলের উৎপত্তি বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে। তথাপি কেমিষ্ট্রি-শাস্ত্রের উক্তিতে বিশ্বাস করিয়া (ইহাও অবশ্য অন্ধবিশ্বাস; এই অন্ধবিশ্বাসের সহিত) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, জল পাওয়া যায়। সুতরাং সত্য বস্তু সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস অসার্থক নহে। তদ্রূপ, বেদ হইতেছে ঈশ্বরের বাক্য; তাহাতে ভ্রমাদি থাকিতে পারে না। বেদবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুদেবের আনুগত্যে শাস্ত্রবিহিত উপায়ের অবলম্বনে অগ্রসর হইলে যথাসময়ে দেখা যাইবে—বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। সুতরাং অন্ধবিশ্বাসের সহিতও বেদবাক্যের অনুসরণ অসার্থক হয় না। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২।১।২৭ ॥ ব্র. সূ. ॥"

১৫২। অন্বয়। এ দুইর (এই দুই জনের—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরস্পরের প্রতি) প্রীতি যেন (যেমন) অনন্ত-শঙ্কর (অনন্তদেব ও শঙ্কর বা মহাদেবের মধ্যে প্রীতি—প্রীতির ন্যায়)। দুই (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই দুই জন হইতেছেন) কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় কালেবর (এই দুই জনের দেহ, অর্থাৎ এই দুই জন হইতেছেন কৃষ্ণচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয়)। অনন্তদেব এবং মহাদেব উভয়েই প্রীতির সহিত ভগবৎ-সেবা করেন বলিয়া উভয়েরই পরস্পরের প্রতি বিশেষ প্রীতি আছে। তদ্রূপ, নিত্যানন্দ এবং

যে না বুঝি দোঁহার কলহ-পক্ষ ধ'রে।
এক বন্দে, আর নিন্দে', সেই জন মরে॥ ১৫৩
অদ্বৈতের নৃত্য দেখি বৈষ্ণব-সকল।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা কেবল॥ ১৫৪
হইল প্রভুর আজ্ঞা—রহিবার তরে।
ততক্ষণে রহিলেন— আজ্ঞা রহিবার তরে॥ ১৫৫
আপন-গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
"বর মাগ' বর মাগ'" বোলেন হাসিয়া॥ ১৫৬
শুনিঞা অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর।
"মাগ' মাগ'" পুনঃ পুনঃ বোলে বিশ্বম্ভর॥ ১৫৭
অদ্বৈত বোলয়ে "আর কি মাগিমু বর।
যে বর চাহিলুঁ তাহা পাইলুঁ সকল॥ ১৫৮
তোমারে সাক্ষাত করি আপনে নাচিলুঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকলি পাইলুঁ। ১৫৯
কি চাহিমু প্রভু! কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ প্রভু! তোর অবতার॥ ১৬০
কি চাহিমু, কিবা নাহি জানহ আপনে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে॥" ১৬১
মাথা ঢুলাইয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর॥ ১৬২
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥ ১৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অদ্বৈতও প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করেন বলিয়া উভয়েরই পরস্পরের প্রতি বিশেষ প্রীতি আছে। আবার, তাঁহারা ভক্তপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেম-সেবা-নিরত বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরও অত্যন্ত প্রিয়।

১৫৩-১৫৪। **যে না বুঝি**—পূর্ববর্তী ১৫১-৫২ পয়ারোক্ত তথ্য বুঝিতে না পারিয়া যে ব্যক্তি **দোঁহার** (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই দুই জনের) **কলহ-পক্ষ ধরে**—তাঁহাদের কলহরূপ কৌতুককে বাস্তব কলহ বলিয়া মনে করিয়া এবং তাঁহাদের এক জনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর জনের দোষ-প্রদর্শন করিয়া ? **এক বন্দে**—(তাঁহাদের এক জনের বন্দনা করে এবং) **আর নিন্দে**—(অপর জনের নিন্দা করে), **সেই জন মরে**—(সেই ব্যক্তি মরে—নিজের অমঙ্গলকেই ডাকিয়া আনে)। "দোঁহার"-স্থলে "দেবের" এবং "বেদের"-পাঠান্তর। দেবের—নিত্যানন্দ-দেবের এবং অদ্বৈত-দেবের, ঈশ্বরের। উভয়ই ঈশ্বর-তত্ত্ব। বেদের—যে না বুঝি বেদের কলহ-পক্ষ ইত্যাদি। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের কলহ-রঙ্গরূপ কার্যও বেদ। ২।৫।১৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১৫৪-পয়ারে "কেবল"-স্থলে "বিকল" বা "বিহ্বল"-পাঠান্তর।

১৫৫। অন্বয়। রহিবার তরে (নৃত্য বন্ধ করিবার জন্য) প্রভুর আজ্ঞা (আদেশ) হইল। ততক্ষণে (আজ্ঞা হওয়া মাত্র) রহিলেন (অদ্বৈত নৃত্য বন্ধ করিলেন। যেহেতু) আজ্ঞা (প্রভুর আদেশ হইয়াছে) রহিবার তরে (নৃত্য বন্ধ করার জন্য)।

১৬০। **কি চাহিমু**—কি বর চাহিব। **কিবা শেষ আছে আর**—আমার অভীষ্টবস্তু পাওয়ার আর কি-ই বা বাকী আছে? "প্রভু"-স্থলে "মোর"-পাঠান্তর।

১৬৩। **মোর যশে নাচে**—আমার যশঃ-বিষয়ে (আমার যশঃ কীর্তন করিয়া) নৃত্য করে। "সকল"-স্থলে "জগত"-পাঠান্তর।

ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে॥" ১৬৪
অদ্বৈত বোলেন "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা'॥ ১৬৫
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥ ১৬৬
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা॥" ১৬৭
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বোলে "সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥" ১৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৪। "ভব"-স্থলে "শুক"-পাঠান্তর। **যারে তপ করে**—যাহার (যে প্রেমভক্তির) জন্য তপস্যা (সাধন-ভজন) করেন। **বিলাইমু**—নির্বিচারে যাহাকে-তাহাকে বিতরণ করিব।

১৬৫। **স্ত্রী-শূদ্র-আদি** ইত্যাদি—বিদ্যা-ধন-কুলাদির গর্বে গর্বিত লোকগণ যে স্ত্রী-শূদ্রাদি মূর্খ লোকগণের ধর্ম-কর্মাদিতে অধিকার নাই বলিয়া মনে করেন, সে-সমস্ত স্ত্রী-শূদ্রাদিকেই ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ ভক্তি বিলাইবে।

১৬৬-৬৮। **বাধে**—বাধা প্রদান করে। **তোর ভক্ত** ইত্যাদি—বিদ্যাধনাদির মদে মত্ত হইয়া যাঁহারা তোমার ভক্তদিগকে বাধা দেন (ভক্তদিগের কীর্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে বাধা দেন, অথবা ভক্তদিগের নিন্দাদি করিয়া কীর্তনাদিতে তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে চেষ্টা করেন) এবং তোমার ভক্তিকেও (কীর্তনাদিকেও) বাধা দেন (কীর্তনাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করেন), সেই পাপিষ্ঠগণ দেখি (স্ত্রী-শূদ্রাদিকেও ভক্তি পাইতে দেখিয়া) পুড়িয়া মরুক (মাৎসর্যের জ্বালায় দগ্ধ হউক)। "বাধে"-স্থলে "বাদে"-পাঠান্তর। বাদে—বাদ সাধন করে, বিঘ্ন উৎপাদন করে। **নাচুক**—প্রেমাবেশে নৃত্য করুক। **গায়্যা**—গাইয়া, কীর্তন করিয়া। "গায়্যা"-স্থলে "লৈয়া"-পাঠান্তর। লৈয়া—লইয়া। সর্বজীবের নিস্তারের জন্য যিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন; ভক্ত-ভক্তি-বিরোধী "পাপিষ্ঠ-সব" উদ্ধার লাভ না করুক, তাহারা কেবল জ্বালায় পুড়িয়া মরুক, ইহা সেই অদ্বৈতের অভিপ্রায় হইতে পারে না। বিশেষতঃ, পূর্ববর্তী ১৬৩-৬৪ পয়ারে প্রভু যখন বলিয়াছেন, সংসারের সকল জীবকেই তিনি ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয় প্রেমভক্তি বিলাইয়া দিবেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত যে প্রভুকে বলিবেন—"উল্লিখিত পাপিষ্ঠগণকে প্রভু তুমি প্রেমভক্তি দিবে না," তাহাও বিশ্বাস করা যায় না। তথাপি তিনি যে বলিলেন, "সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া", তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, প্রভুর নিজের স্বীকৃতি অনুসারে প্রভু এই সকল পাপিষ্ঠকেও প্রেম তো দিবেনই ; তবে প্রেম প্রাপ্তির পূর্বে, নিজেদের মাৎসর্যের জ্বালা তাহারা একটু ভোগ করুক, যেন তাহাদের এই যাতনা দেখিয়া অন্যান্য লোক বুঝিতে পারে যে, মাৎসর্যের কি তীব্র জ্বালা ; ইহা বুঝিয়া, লোকগণ যেন মাৎসর্য হইতে দূরে সরিয়া থাকে ইহাতে জন-সাধারণের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের করুণাই সূচিত হইতেছে। **সত্য যে তোমার অঙ্গীকার**—তোমার যে সত্য (অর্থাৎ যাহা তুমি সত্য বা যথার্থ বলিয়া মনে কর, আমি তাহা) অঙ্গীকার (করিলাম। প্রভু অদ্বৈতের প্রার্থনার অনুরূপ কার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন)।

এ সব বাক্যের সাক্ষী—সকল সংসার।
মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার ॥ ১৬৯
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগ্রামে।
ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে ॥ ১৭০
গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড মুড়ি কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দে' বৃথা যাইবারে নাশ ॥ ১৭১
অদ্বৈতের বোলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে ॥ ১৭২
চৈতন্য-অদ্বৈতে যত হইল সে কথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা ॥ ১৭৩
সেই ভগবতী সর্ব্ব-জনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশ গায় ॥ ১৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৯। এই পয়ার হইতে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থকারের উক্তি।

১৭০। **নাচয়ে**—প্রেমাবেশে নৃত্য করে। **গুণগ্রামে**—গুণসমূহে, গুণকীর্তনে, গুণকীর্তন করিয়া। "প্রভুর গুণগ্রামে"-স্থলে "কৃষ্ণের গুণ-গানে"-পাঠান্তর। **ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী**—ভট্ট-মিশ্রাদি পদবী-ধারী, অথচ ভগবদ্‌বহির্মুখ, পণ্ডিতগণ, **সবে**—কেবলমাত্র, **নিন্দা জানে**—নিন্দা (ভক্তদের এবং প্রভুরও নিন্দা করিতেই) জানে ; নিন্দাতেই তাঁহাদের আনন্দ, প্রভুর গুণকীর্তনে নহে।

১৭১। **গ্রন্থ পড়ি**—শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াও। **মুণ্ড মুড়ি**—মস্তক মুণ্ডন করিয়াও, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও। "গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড মুড়ি"-স্থলে "গ্রন্থ পড়িয়াও কারো"-পাঠান্তর। **কারো বুদ্ধি নাশ**—কাহারও কাহারও বুদ্ধি (সদ্‌বুদ্ধি, সাধন-ভজনের অনুকূল বুদ্ধি) নষ্ট হইয়া যায়। **নিত্যানন্দ নিন্দে বৃথা**—বৃথা (নিন্দার হেতু না থাকিলেও) নিত্যানন্দের নিন্দা করে।

১৭২। **অদ্বৈতের বোলে**—প্রভুর নিকটে শ্রীঅদ্বৈতের কথায় (পূর্ববর্তী ১৬৫ এবং ১৬৭ পয়ারোক্ত কথায়)।

১৭৩। **চৈতন্য-অদ্বৈতে**—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে। "হইল সে কথা"-স্থলে "হৈল প্রেম কথা"-পাঠান্তর। অর্থ—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম-পূর্ণ বাক্য ; অথবা প্রেম-সম্বন্ধীয় কথা, জগতের জীবের মধ্যে প্রেম বিলাইবার কথা। **সরস্বতী**—ভগবানের স্বরূপশক্তির বিলাসরূপা শুদ্ধা সরস্বতী ; স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি বলিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে কথাবার্তার মর্ম প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারেন। তিনি হইতেছেন **জগন্মাতা**—জগদ্‌বাসী জীবের প্রতি মাতার ন্যায় স্নেহ-পরায়ণা, জীবের পারমার্থিক-মঙ্গলকামিনী। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে যে কথা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্ম,উপলব্ধি করিয়া তিনি জগতের ভাগ্যবান্ লোকদিগের চিত্তে তাহা স্ফুরিত করিয়া থাকেন।

১৭৪। **সেই ভগবতী**—সেই সরস্বতী। **অনন্ত হইয়া**—সহস্রবদন অনন্তদেবের ন্যায়। অথবা, কখনও অন্ত বা শেষ না করিয়া, নিরবধি। তিনি নিরবধি **চৈতন্যের যশ গায়**—শ্রীচৈতন্যের গুণকীর্তন করেন। ভগবদ্-গুণাদি হইতেছে অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু ; জীব নিজের প্রাকৃত জিহ্বার শক্তিতে ভগবদ্‌গুণাদি কীর্তন করিতে পারে না। কেন না "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর ॥ চৈ. চ. ॥ ২।৯।১৭৯ ॥" জগন্মাতা বাগ্‌দেবী সরস্বতীই লোকসকলের জিহ্বায় ভগবদ্‌গুণাদি কীর্তন করিয়া থাকেন। "যশ"-স্থলে "গুণ"-পাঠান্তর।

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ১৭৫
সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য-গোসাঞি ।
অভিমত পাইয়া রহিলা সেইঠাঞি ॥ ১৭৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৭৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতমিলনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৫। ১।১।৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৬। **অভিমত**—স্বীয় অভিপ্রেত বস্তু। **সেই ঠাঞি**—সেই স্থানে, নবদ্বীপে। "অভিমত পাইয়া রহিলা"-স্থলে "পূর্ব অভিমত পাই রহে"-পাঠান্তর। পূর্ব অভিমত—পূর্ববর্তী ৪৫-৪৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৭৭। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৭.৭.১৯৬৩—১২.৭.১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

(নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাথে দিল বিধি ॥ ধ্রু ॥) ১

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥ ২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। "পুণ্ডরীক" বলিয়া প্রভুর ক্রন্দন; ভক্তগণের জিজ্ঞাসায় প্রভুকর্তৃক পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয়-প্রদান। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নবদ্বীপে আগমন। বিদ্যানিধির দর্শনার্থ মুকুন্দ দত্তের সহিত গদাধরের পুণ্ডরীক-গৃহে গমন। বিদ্যানিধির মহাবিষয়ীর ন্যায় বেশভূষা ও আচরণ দেখিয়া গদাধরের সন্দেহ; তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মুকুন্দকর্তৃক ভাগবত-শ্লোক-পঠন; শ্লোকশ্রবণমাত্র বিদ্যানিধির অপূর্ব-প্রেমবিকাশ, তদ্দর্শনে গদাধরের সন্দেহের অবসান এবং বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষা গ্রহণের জন্য মুকুন্দের নিকটে গদাধরের প্রস্তাব। বিদ্যানিধিকর্তৃক সেই প্রস্তাবের স্বীকৃতি। প্রভুর সহিত বিদ্যানিধির মিলন। প্রভুর অনুমতি লইয়া বিদ্যানিধির নিকটে গদাধরের মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ।

১। **নিধি**—আধার, আশ্রয়; রত্ন। **গুণনিধি**—গুণের বা গুণরূপ রত্ন-সমূহের আধার। অশেষ-কল্যাণ-গুণের আধার। **অসাধনে**—সাধন-ভজন-ব্যতীত। **চিন্তামণি**—যাহার নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়, এতাদৃশ মণি-বিশেষ। **বিধি**—ভাগ্য-বিধাতা।

অন্বয়। রে (আশ্চর্যে)! গুণনিধি (অশেষ গুণরূপ রত্নের আধার) চৈতন্য (শ্রীচৈতন্যদেব) নাচে (প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন)। বিধি (জগতের জীবের ভাগ্যবিধাতা) অসাধনে (এই চিন্তামণিকে পাওয়ার জন্য কোনওরূপ সাধন-ভজন না করিয়া থাকিলেও) চিন্তামণি (শ্রীচৈতন্যরূপ চিন্তামণি—সর্বাভীষ্ট-প্রদ শ্রীচৈতন্যকে) হাথে (জগদ্‌বাসী জীবের হাতে—সাক্ষাতে) দিল (আনিয়া দিয়াছেন)। জগদ্‌বাসী জীব অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর, সর্বাভীষ্টপ্রদ, প্রেমাবেশে নৃত্যপরায়ণ, এবং বহু সাধন-ভজনেও দুর্লভ শ্রীচৈতন্যকে পাওয়ার জন্য কোনওরূপ সাধন-ভজনই করে নাই। তথাপি তিনি কৃপা করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া সকলের নয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন। জীবের ভাগ্যবিধাতাই জীবের পরমতম কল্যাণ-প্রাপ্তিরূপ পরম-সৌভাগ্য উদিত করাইবার জন্য, তাঁহাকে জগতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন।

২। **সর্ব্ব-প্রাণ**—সকলের প্রাণ-স্বরূপ, জীবন-স্বরূপ, প্রাণতুল্য প্রিয়। **নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম**—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রেমের স্থান—বিষয়; তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয়।

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ১৭৫
সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য-গোসাঞি।
অভিমত পাইয়া রহিলা সেইঠাঞি ॥ ১৭৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৭৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈতমিলনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৫। ১।১।৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৬। **অভিমত**—স্বীয় অভিপ্রেত বস্তু। **সেই ঠাঞি**—সেই স্থানে, নবদ্বীপে। "অভিমত পাইয়া রহিলা"-স্থলে "পূর্ব অভিমত পাই রহে"-পাঠান্তর। পূর্ব অভিমত—পূর্ববর্তী ৪৫-৪৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৭৭। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৭.৭.১৯৬৩—১২.৭.১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

(নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাথে দিল বিধি ॥ ধ্রু ॥) ১

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥ ২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। "পুণ্ডরীক" বলিয়া প্রভুর ক্রন্দন ; ভক্তগণের জিজ্ঞাসায় প্রভুকর্তৃক পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয়-প্রদান। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নবদ্বীপে আগমন। বিদ্যানিধির দর্শনার্থ মুকুন্দ দত্তের সহিত গদাধরের পুণ্ডরীক-গৃহে গমন। বিদ্যানিধির মহাবিষয়ীর ন্যায় বেশভূষা ও আচরণ দেখিয়া গদাধরের সন্দেহ; তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মুকুন্দকর্তৃক ভাগবত-শ্লোক-পঠন ; শ্লোকশ্রবণমাত্র বিদ্যানিধির অপূর্ব-প্রেমবিকাশ, তদ্দর্শনে গদাধরের সন্দেহের অবসান এবং বিদ্যানিধির নিকটে দীক্ষা গ্রহণের জন্য মুকুন্দের নিকটে গদাধরের প্রস্তাব। বিদ্যানিধিকর্তৃক সেই প্রস্তাবের স্বীকৃতি। প্রভুর সহিত বিদ্যানিধির মিলন। প্রভুর অনুমতি লইয়া বিদ্যানিধির নিকটে গদাধরের মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ।

১। নিধি—আধার, আশ্রয় ; রত্ন। **গুণনিধি**—গুণের বা গুণরূপ রত্ন-সমূহের আধার। অশেষ-কল্যাণ-গুণের আধার। **অসাধনে**—সাধন-ভজন-ব্যতীত। **চিন্তামণি**—যাহার নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়, এতাদৃশ মণি-বিশেষ। **বিধি**—ভাগ্য-বিধাতা।

অন্বয়। রে (আশ্চর্যে)! গুণনিধি (অশেষ গুণরূপ রত্নের আধার) চৈতন্য (শ্রীচৈতন্যদেব) নাচে (প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন)। বিধি (জগতের জীবের ভাগ্যবিধাতা) অসাধনে (এই চিন্তামণিকে পাওয়ার জন্য কোনওরূপ সাধন-ভজন না করিয়া থাকিলেও) চিন্তামণি (শ্রীচৈতন্যরূপ চিন্তামণি—সর্বাভীষ্ট-প্রদ শ্রীচৈতন্যকে) হাথে (জগদ্‌বাসী জীবের হাতে—সাক্ষাতে) দিল (আনিয়া দিয়াছেন)। জগদ্‌বাসী জীব অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর, সর্বাভীষ্টপ্রদ, প্রেমাবেশে নৃত্যপরায়ণ, এবং বহু সাধন-ভজনেও দুর্লভ শ্রীচৈতন্যকে পাওয়ার জন্য কোনওরূপ সাধন-ভজনই করে নাই। তথাপি তিনি কৃপা করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া সকলের নয়নের গোচরীভূত হইয়াছেন। জীবের ভাগ্যবিধাতাই জীবের পরমতম কল্যাণ-প্রাপ্তিরূপ পরম-সৌভাগ্য উদিত করাইবার জন্য, তাঁহাকে জগতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন।

২। **সর্ব্ব-প্রাণ**—সকলের প্রাণ-স্বরূপ, জীবন-স্বরূপ, প্রাণতুল্য প্রিয়। **নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম**—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রেমের স্থান—বিষয় ; তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয়।

জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন ।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রেমধন ॥ ৩
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর ।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥ ৪
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করেন সদায় ॥ ৫
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণব-মণ্ডল ।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ৬
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে ।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে ॥ ৭
আপনি তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায় ।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥ ৮
ইবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন ।
'পুণ্ডরীক' নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥ ৯
প্রাচ্য-ভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে ।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে ॥ ১০
নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে প্রভু শ্বাস ॥ ১১
নৃত্য করি উঠিয়া বসিল গৌর-রায় ।
'পুণ্ডরীক' নাম বলি কান্দে উচ্চ-রা'য় ॥ ১২
"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপ রে বন্ধু রে !
কবে তোমা' দেখিব আরে রে বাপ রে !" ১৩
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি ।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌর-নিধি ॥ ১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩। **শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন**—জগদানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীগর্ভের জীবনসদৃশ। **শ্রীগর্ভ**—মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী। "জয় জয় পুণ্ডরীক"-স্থলে "জয় জয় প্রভু" এবং "প্রেমধন"-স্থলে "প্রাণধন"-পাঠান্তর।

৪। **জগদীশ**—হিরণ্য পণ্ডিতের ভ্রাতা জগদীশ পণ্ডিত, নবদ্বীপবাসী। **গোপীনাথ**—গোপীনাথ আচার্য, নবদ্বীপবাসী ; সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগিনীপতি।

৫। **রঙ্গ**—কৌতুক।

৬। **আন**—বাল্যভাব ব্যতীত অন্য কিছু।

৮। **মালিনী**—শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী শ্রীমালিনী দেবী।

১০। **প্রাচ্য**—পূর্বদিকৃস্থিত। **প্রাচ্যভুমি**—পূর্বদিকস্থ দেশ, পূর্ববঙ্গ। **চাটিগ্রাম**—চট্টগ্রাম। **তথা**—সেই স্থানে, চট্টগ্রাম জিলায়। "তথা" স্থলে "তোথা"-পাঠান্তর। অর্থ একই। **তানে**—তাঁহাকে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে। তাঁহার নাম—পুণ্ডরীক ; "বিদ্যানিধি" হইতেছে তাঁহার পাণ্ডিত্য-সূচক পদবী।

১১। অন্বয়। ঈশ্বর (শ্রীচৈতন্য) নবদ্বীপে প্রকাশ (আত্মপ্রকাশ) করিলেন। কিন্তু প্রভু (শ্রীচৈতন্য) বিদ্যানিধি (পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে) না দেখিয়া (নবদ্বীপে না দেখিতে পাইয়া, অথবা আত্মপ্রকাশের সময় হইতে না দেখিয়া) শ্বাস (দীর্ঘ নিশ্বাস) ছাড়ে (পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন)। "প্রভু"-স্থলে "ঘন"-পাঠান্তর। **প্রকাশ**—আত্মপ্রকাশ, অবতরণ।"

১২। "নাম"-স্থলে "বাপ"-পাঠান্তর। **উচ্চ-রায়**—উচ্চ রবে, উচ্চস্বরে।

১৩। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে-পাঠান্তর "কবে মো দেখিব তোমা (প্রাণের) বাপ রে ॥"

১৪। **হেন**—এতাদৃশ, এইরূপ। যাঁহার দর্শনের জন্য প্রভু উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেন, তাদৃশ।

প্রভু সে ক্রন্দন করে তান নাম লৈয়া।
ভক্ত-সব কেহো কিছু নাহি বুঝে ইহা ॥ ১৫
সভে বোলে "'পুণ্ডরীক' বোলেন কৃষ্ণেরে।"
বিদ্যানিধি-নাম শুনি সভেই বিচারে' ॥ ১৬
'কোন প্রিয় ভক্ত' ইহা সভে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু-স্থানে সভে বলিলেন ॥ ১৭
"কোন্ ভক্ত লাগি প্রভু! করহ ক্রন্দন।
সত্য আমা' সভা' প্রতি করহ কথন ॥ ১৮
আমা' সভাকার ভাগ্য হউ, তানে জানি।
তাঁর জন্ম-কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু! শুনি ॥" ১৯
প্রভু বোলে "তোমরা-সকল ভাগ্যবান্।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার আখ্যান ॥ ২০
পরম-অদ্ভুত তাঁর সকল চরিত্র।
তাঁর নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥ ২১
বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহো তিহোঁ যে বৈষ্ণব ॥ ২২
চাটিগ্রামে জন্ম, বিপ্র পরম-পণ্ডিত।
পরম-সাচার সর্ব্ব-লোকে অপেক্ষিত ॥ ২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫। "সে"-স্থলে "যে"-পাঠান্তর।

১৬। **পুণ্ডরীক বোলেন কৃষ্ণেরে**—শ্রীকৃষ্ণকে পুণ্ডরীক বলা হয়। পুণ্ডরীকের (পদ্মের) ন্যায় অক্ষি (নয়ন) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুণ্ডরীকাক্ষ বলা হয়। "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এব সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥ ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ ॥ ১।৬।৭ ॥" প্রভুকে "পুণ্ডরীক" বলিয়া, কখনও বা "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি" বলিয়া উচ্চ-স্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ভক্তগণ ইহার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন—"প্রভু পুণ্ডরীক বলিয়া কাহার কথা বলিতেছেন? পুণ্ডরীকাক্ষ তো শ্রীকৃষ্ণেরই একটি নাম; তবে প্রভু কি 'পুণ্ডরীক' বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকেই ডাকিতেছেন? প্রভু তো আবার বিদ্যানিধির নামও করিতেছেন। তবে কাহাকে প্রভু ডাকিতেছেন?" এ বিষয়ে তাঁহারা বিচার করিতে লাগিলেন। **বিচারে**—বিচার করেন, আলোচনা করেন।

১৭। **কোন প্রিয় ভক্ত ইত্যাদি**—বিচার করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন—"পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে পুণ্ডরীক বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহাকে তো "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি" বলা সম্ভব নয়। কোনও পণ্ডিত লোকের পদবীই 'বিদ্যানিধি' হইতে পারে। প্রভু বোধ হয় 'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি'-নামে কোনও পণ্ডিতকেই আহ্বান করিতেছেন। তিনি প্রভুর কোনও একজন প্রিয় ভক্তই হইবেন; নতুবা, প্রভু তাঁহার নাম করিয়া কাঁদিবেন কেন?" **বাহ্য**—প্রভুর বাহ্যজ্ঞান।

১৮। প্রভুর নিকটে ভক্তগণ কি বলিলেন, তাহা ১৮-১৯ পয়ারে বলা হইয়াছে। "করহ"-স্থলে "করেন"-পাঠান্তর। **করহ কথন**—বল।

১৯। "কহ প্রভু"-স্থলে "প্রভু (কিছু) কহ দেখি"-পাঠান্তর।

২২। **বিষয়ীর প্রায়**—বিষয়ী লোকের পরিচ্ছদের (পোষাকের) ন্যায় তাঁহার পরিচ্ছদ। "পরিচ্ছদ সব"-স্থলে "সব পরিচ্ছব"-পাঠান্তর। **পরিচ্ছব**—পরিচ্ছদ।

২৩। **চাটিগ্রামে**—চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম জিলায় হাটহাজারী থানার অন্তর্গত "মেখলা"-গ্রামে

কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥ ২৪
গঙ্গাস্নান না করেন পাদস্পর্শ-ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে ॥ ২৫
গঙ্গায় যে সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশসংস্কার ॥ ২৬
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা ॥ ২৭
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন-পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান ॥ ২৮
তবে সে করেন পূজা-আদি নিত্যকর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব-পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম ॥ ২৯
চাটিগ্রামে আছেন, এথাহো বাড়ী আছে।
আসিবেন সংপ্রতি, দেখিবা কিছু পাছে ॥ ৩০
তাঁরে ঝাট কেহো চিনিবারে না পারিবা।
দেখিলে 'বিষয়ী' মাত্র জ্ঞান সে করিবা ॥ ৩১
তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ্য নাহি পাই।
সভে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই ॥" ৩২
কহি তার কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
"পুণ্ডরীক বাপ।" বলি কান্দিতে লাগিলা ॥ ৩৩
মহা-উচ্চস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিহোঁ সে জানেন ॥ ৩৪
ভক্ততত্ত্ব চৈতন্য-গোসাঞি মাত্র জানে।
সে-ই ভক্ত জানে, যারে কহেন আপনে ॥ ৩৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহার জন্ম। **সাচার**—স+আচার=সাচার; আচারনিষ্ঠ, সদাচার-সম্পন্ন। **পরম-সাচার**—অত্যন্ত সদাচারনিষ্ঠ। **অপেক্ষিত**—সম্মানিত।

২৬। **কুল্লোল**—কুলকুচি। **কেশ-সংস্কার**—কেশের (চুলের) পারিপাট্যের জন্য ক্ষৌরকর্ম্ম।

২৮-২৯। **দেবার্চ্চন-পূর্ব্বে**—ইষ্টদেবের শ্রীবিগ্রহ-পূজার পূর্বে। "দেবার্চ্চন"-স্থলে "দেবার্চ্চা" এবং "দেবার্চ্চার"-পাঠান্তর। অর্থ একই। **দেবার্চ্চন-পূর্ব্বে** ইত্যাদি—গঙ্গার পবিত্রতা-বিধায়িনী শক্তি-সম্বন্ধে তাঁহার এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মনের মালিন্য দূর করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির জন্য তিনি গঙ্গা[illegible]পান করিয়া তাহার পরে পূজা আরম্ভ করিতেন। "নিত্যকর্ম"-স্থলে "বিধিকৃত্য"-পাঠান্তর। বিধিকৃত্য—শাস্ত্রবিধি-কথিত নিত্য করণীয় কার্য। **ইহা সর্ব্ব পণ্ডিতেরে** ইত্যাদি—পণ্ডিতগণও সাধারণতঃ গঙ্গায় কুল্লোল-দন্ত-ধাবনাদি করিয়া থাকেন। তাহা দ্বারা গঙ্গার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার অভাবই সূচিত হয়। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁহার আচরণের দ্বারা সমস্ত পণ্ডিতদিগকে গঙ্গা-সম্বন্ধীয় ধর্মাচরণের মর্ম বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। পয়ারের এই দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "ইহা সব বুঝায়েন পণ্ডিতের মর্ম"-পাঠান্তর। পণ্ডিতের মর্ম—যিনি প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহার মর্ম (হৃদয়ের ভাব)।

৩০। **এথাহো**—এই নবদ্বীপেও। **সংপ্রতি**—শীঘ্রই, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই। **কিছু পাছে**—কয়েক দিন পরে।

৩২। **স্বাস্থ্য**—সোয়াস্তি, সান্ত্বনা।

৩৩। **আবিষ্ট**—শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট। **পুণ্ডরীক বাপ**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ছিলেন ব্রজলীলায় শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু-মহারাজ (গৌ. গ. দী. ॥ ৫৪ ॥"); এজন্য শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভু তাঁহাকে "বাপ—পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি ॥ ৩৬
অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত আর ॥ ৩৭
আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়-রূপে।
পরম-ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোক দেখে ॥ ৩৮
বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহো নাহি শুনে।
সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে ॥ ৩৯
শ্রীমুকুন্দ-বেজ-ওঝা তাঁর তত্ত্ব জানে।
একসঙ্গে মুকুন্দেরো জন্ম চাটিগ্রামে ॥ ৪০
বিদ্যানিধি-আগমন জানিঞা গোসাঞি।
যে হইল আনন্দ—তাহার অন্ত নাঞি ॥ ৪১
কোনো বৈষ্ণবেরে প্রভু না ক'ন ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ী-প্রায় হৈয়া ॥ ৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৬। **ঈশ্বরের**—শ্রীচৈতন্যের। **মতি**—ইচ্ছা। "তাঁহার হৈল মতি"-স্থলে "হইল তান রতি"-পাঠান্তর। **তাঁহার**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির।

৩৭। **সম্ভার**—দ্রব্য-সামগ্রী। "আর"-স্থলে "যার" এবং "তাঁর"-পাঠান্তর।

৩৮। "রহিলা"-স্থলে "বসিলা"-পাঠান্তর। বসিলা—বাস করিতে লাগিলেন। **গূঢ়রূপে**—জনসাধারণের অজ্ঞাতরূপে। তিনি যে নবদ্বীপে গিয়াছেন, তাহা হয়তো অনেকে জানিতেন; কিন্তু তাঁহার পরিচয় (তিনি যে কৃষ্ণভক্তি-সাগরে নিমগ্ন পরমভক্ত, তাহা) কেহ জানিতেন না। কেননা, **পরম ভোগীর প্রায়** ইত্যাদি—সকল লোকেই দেখিতে পায়েন যে, তিনি পরম-ভোগী (অত্যন্ত বিষয়-সুখ-ভোগপরায়ণ)। এজন্য সকলে তাঁহাকে পরম-বিষয়াসক্ত বলিয়াই মনে করিতেন, ভক্ত বলিয়া কেহ মনে করিতেন না।

৩৯। **ইহা**—বিদ্যানিধির নবদ্বীপে আগমনের কথা। "শুনে"-স্থলে "জানে"-পাঠান্তর। **মুকুন্দ**—ইনি প্রভুর প্রিয়পার্ষদ মুকুন্দ দত্ত। চট্টগ্রাম জেলার চক্রশালায় তাঁহার জন্ম। এই চক্রশালা ছিল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত; এজন্য বিদ্যানিধির সঙ্গে পূর্ব হইতেই তাঁহার পরিচয়। বৈদ্য-বংশে মুকুন্দ দত্তের আবির্ভাব।

৪০। **বেজ**—বৈদ্য-শব্দের অপভ্রংশ। বৈদ্যবংশে জন্ম বলিয়া মুকুন্দকে "বেজ—বৈদ্য" বলা হইয়াছে। **ওঝা**—উপাধ্যায়-শব্দের অপভ্রংশ। পণ্ডিত, শিক্ষক। মুকুন্দ দত্ত খুব পণ্ডিতও ছিলেন। "বেজ-ওঝা"-স্থলে "ওঝা সবে"-পাঠান্তর। **তাঁর তত্ত্ব**—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির তত্ত্ব (তিনি যে পরম ভাগবত সদাচার-সম্পন্ন, এ-সব তথ্য)। পূর্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪১। **গোসাঞি**—শ্রীচৈতন্য। "অন্ত"-স্থলে "তুর"-পাঠান্তর। "র" ও "ল"-এর অভেদ-বিবেচনায় বোধ হয় "তুল"-স্থলে "তুর" হইয়াছে। তুর—তুল, তুল্য, তুলনা। তাহার তুর নাই—প্রভুর সেই আনন্দের তুলনা নাই।

৪২। **ক'ন**—কহেন। **ভাঙ্গিয়া**—খুলিয়া। "বিষয়ী-প্রায় হৈয়া"-স্থলে "বিষয়ী মাত্র লঞা"-পাঠান্তর। —যাঁহারা বিষয়ী, কেবলমাত্র তাঁহাদের সঙ্গে। বাহিরে বিষয়ীর ন্যায় আচরণ বলিয়া; তাঁহাকে বিষয়ীমাত্র মনে করিয়া কোনও বৈষ্ণব তখনও তাঁহার নিকটে যাইতেন না।

যত কিছু তাঁর প্রেম-ভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন, আর বাসুদেবদত্ত ॥ ৪৩
মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত-গদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর ॥ ৪৪
যথাকার যে বার্ত্তা—কহেন আসি সব।
"আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব ॥ ৪৫
গদাধরপণ্ডিত! শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে ॥ ৪৬
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন স্মঙর আমারে ॥" ৪৭
শুনি গদাধর বড় হরিষ হইলা।
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ' বলি দেখিতে চলিলা ॥ ৪৮
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয় ॥ ৪৯
গদাধরপণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসাইলা আসনে তাঁরে করি পুরস্কার ॥ ৫০
জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
"কিবা নাম ইহাঁর থাকেন কোন গ্রামে ? ৫১
বিষ্ণুভক্তি-তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি প্রকৃতি—দুই পরম-সুন্দর ॥" ৫২
মুকুন্দ বোলেন "শ্রীগদাধর" নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্ ॥ ৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩। **মুকুন্দ**—মুকুন্দ দত্ত (পূর্ববর্তী ৩৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **বাসুদেব দত্ত**—ইনি মুকুন্দ দত্তের ভাই; চট্টগ্রামে তাঁহার জন্ম; এজন্য তিনিও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় বিশেষরূপে জানিতেন।

৪৪। **একান্ত মুকুন্দ** ইত্যাদি—মুকুন্দ দত্ত ছিলেন তাঁর (গদাধর পণ্ডিতের) সঙ্গে একান্ত (ঐকান্তিভাবে) অনুচর। অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিত যখন যেখানে যাইতেন, মুকুন্দ দত্তও তাঁহার সঙ্গে তখন সেখানে যাইতেন।

৪৫। **যথাকার যে বার্ত্তা**—যেখানে যে সংবাদ মুকুন্দ শুনেন, তাহা গদাধরপণ্ডিতের নিকটে সমস্ত বলেন। মুকুন্দদত্ত গদাধরপণ্ডিতকে বলিলেন—"আজি এথা" ইত্যাদি। "আজি"-স্থলে "জানি"-পাঠান্তর। **অদ্ভুত বৈষ্ণব**—অসাধারণ, সচরাচর দুর্লভ, এক বৈষ্ণব।

৪৭। **সেবক করিয়া যেন** ইত্যাদি—আমাকে যেন তোমার সেবক (ভৃত্য) বলিয়া স্মরণ (মনে) করিবে। ইহা গদাধরের নিকটে মুকুন্দের মিনতি।

৪৯। **সম্মুখে**—বিদ্যানিধির সম্মুখ ভাগে। **বিজয়**—আগমন।

৫০। **পুরস্কার**—পুরঃ+কার=পুরস্কার। "পুরঃ"-শব্দের অর্থ—সম্মুখভাগ। পুরস্কার—সম্মুখবর্তী-করন। তাৎপর্য—বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতকে স্বীয় সম্মুখভাগে আসন দিয়া বসাইলেন। দ্বিতীয় পয়ারার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"বসাঞা আসনে তাঁরে কৈলা পুরস্কার।" এ-স্থলে "পুরস্কার"-শব্দের অর্থ—আদর। "পুরস্কার"-শব্দের "আদর"-অর্থও হয় (গৌ. বৈ. অ.)। বিদ্যানিধি গদাধরকে আসনে বসাইয়া তাঁহার প্রতি আদর-প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

৫১। "কিবা নাম ইহাঁর"-স্থলে "কি নাম ইহাঁর যে"-পাঠান্তর।

৫২। **প্রকৃতি**—স্বভাব, আচরণ।

'মাধব-মিশ্রের পুত্র' কহি ব্যবহারে।
সকল-বৈষ্ণব প্রীত বাসেন ইহাঁরে ॥ ৫৪
ভক্তিপথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে॥" ৫৫
শুনি বিদ্যানিধি বড় সন্তোষ হইলা।
পরম-গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা ॥ ৫৬
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয় ॥ ৫৭
দিব্য খট্টা হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥ ৫৮
তহিঁ দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম-বাসে।
পট্ট-নেত বালিস শোভয়ে চারি-পাশে ॥ ৫৯
বুড়-ঝারি ছোট-ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিত্তলের বাটা, পাকা পান তা'ত ॥ ৬০
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই-পাশে।
পান খাঞা অধর দেখি দেখি হাসে ॥ ৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৪। **ব্যবহারে**—ব্যবহারিক বা লৌকিক রীতি অনুসারে। ব্যবহারিক জগতে পিতামাতার নামেই লোকের পরিচয় দেওয়া হয়। তাহা পারমার্থিক পরিচয় নহে; গুরুদেবের নামেই পারমার্থিক পরিচয় হয়। **প্রীত বাসেন**—প্রীতি করেন, ভালবাসেন।

৫৫। "সঙ্গ"-স্থলে "হই" এবং "রহে"-পাঠান্তর।

৫৬। **সম্ভাষিবারে**—সম্ভাষা করিতে, কথাবার্তা বলিতে।

৫৭। **রাজপুত্র হেন ইত্যাদি**—যেন কোনও রাজপুত্র কোনও স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। বিদ্যানিধির আসবাব-পত্রাদি এবং আচরণ রাজপুত্রোচিত ছিল। তিনি নিজে জমিদার ছিলেন। চট্টগ্রামের চক্রশালা তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। **বিজয়**—আগমন। পরবর্তী ৫৮-৬৬ পয়ারসমূহে তাঁহার আসবাব-পত্রাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

৫৮। **দিব্য খট্টা**—অতি মনোরম খাট (পালঙ্ক)। **হিঙ্গুল**—রক্তবর্ণ খনিজ দ্রব্যবিশেষ। **হিঙ্গুল-পিত্তলে শোভা করে**—হিঙ্গুল-রঞ্জিত পিতল-নির্মিত দণ্ডাদিতে দিব্যখট্টা বিশেষ শোভা ধারণ করিয়াছে। **চন্দ্রাতপ তিন**—তিনটি চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া); সম্ভবতঃ, একটির উপরে আর একটি, তাহার উপরে আর একটি চন্দ্রাতপ, উপরেরগুলি ক্রমশঃ বড়। **তাহার উপরে**—খাটের উপরে।

৫৯। **তহিঁ**—সেই খাটের উপরে। **শয্যা**—বিছানা। **অতি সূক্ষ্ম বাসে**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম (সরু—মিহি) সূতায় প্রস্তুত বস্ত্রদ্বারা (সেই শয্যা রচিত)। "বাসে"-স্থলে "বেশে" পাঠান্তর। অর্থ একই। **পট্টনেত**—পট্টসূত্র-নির্মিত বস্ত্র। **পট্টনেত বালিস**—পট্টসূত্র-নির্মিত বস্ত্রে প্রস্তুত বালিস।

৬০। **ঝারি**—জলপাত্র, গাড়ু। "পাঁচ সাত"-স্থলে "চারি-পাঁচ"-পাঠান্তর। **বাটা**—পানের খিলি রাখিবার পাত্র। **তা'ত**—তাহাতে, সেই বাটাতে।

৬১। **আলবাটি**—পিক্‌দানি। **অধর**—নিম্নোষ্ঠ, ঠোঁট। **পান খাঞা ইত্যাদি**—পান খাইয়া, পানের রসে ঠোঁট্ লাল হইয়াছে কিনা, তাহা দেখেন এবং যখন দেখেন যে ঠোঁট্ খুব লাল হইয়াছে, তখন আনন্দের হাসি হাসিতে থাকেন। ইহা খুব সৌখীন লোকের আচরণ। "পান খাঞা অধর"-স্থলে

দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই-জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে ॥ ৬২
চন্দনের উর্দ্ধ-পুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগু-বিন্দু মিলে ॥ ৬৩
কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকী বই নাহি আর ॥ ৬৪
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন-সমান।
যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র-জ্ঞান ॥ ৬৫
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান ॥ ৬৬
দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর।
সন্দেহ বিস্ময় কিছু জন্মিল অন্তর ॥ ৬৭
আজন্ম-বিরক্ত গদাধর-মহাশয়।
বিদ্যানিধি প্রতি কিছু জন্মিল সংশয় ॥ ৬৮
ভাল ত বৈষ্ণব—সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ দিব্য বেশ দিব্য গন্ধ-কেশ ॥ ৬৯
শুনিঞা ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে ॥ ৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"পান খায়, গদাধর"-পাঠান্তর। অর্থ—বিদ্যানিধির দুই পার্শ্বে দুইটি দিব্য আলবাটি এবং তিনি পান খাইতেছেন ; ইহা দেখিয়া গদাধর (বোধ হয় মনে মনে) হাসিতে লাগিলেন।

৬২। **দিব্য**—অতি সুন্দর। **ময়ূরের পাখা**—ময়ূর-পুচ্ছনির্মিত পাখা (ব্যজন)।

৬৩। **গন্ধের সহিত** ইত্যাদি—তথি (বিদ্যানিধির কপালে) গন্ধের সহিত (সুগন্ধিদ্রব্যের সহিত) ফাগুবিন্দু মিলিত হইয়াছে। **ফাগু**—লালবর্ণ আবির। **বিন্দু**—ফোঁটা। বিদ্যানিধির কপালে সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত লালবর্ণের আবিরের ফোঁটা শোভা পাইতেছে।

৬৪। "সে বা"-স্থলে "কি বা"-পাঠান্তর। **কেশভারের সংস্কার**—বিদ্যানিধির মস্তকে বহু ঘন-সন্নিবিষ্ট এবং লম্বা চুল ছিল ; দেখিলে একটি বোঝার মত ভারী বলিয়া মনে হইত। সেই **কেশভারের**—(কেশরাশির) **সংস্কার**—(পরিপাটীর সহিত বিন্যাস)। তাহাতে আবার সেই সুবিন্যস্ত কেশরাশিতে **দিব্যগন্ধ আমলকী** ইত্যাদি—অতি সুগন্ধি চুলের মশলা ও কেশ-বর্ধক আমলকী ব্যতীত আর কিছু নাই।

৬৬। **দোলা**—পাল্কী, চতুর্দোল। **সাহেবান**—"রাজব্যবহার কোষে লিখিত হইয়াছে—'স্বামী সাহেব ঈরিতঃ।' এ মতে 'সাহেবান'-শব্দের অর্থ প্রভুত্বব্যঞ্জক বা মহাধনীর উপযুক্ত। অ. প্র.।" ইহা দোলার বিশেষণ। **বিষয়ীর প্রায়**—বিষয়াসক্ত লোকের ন্যায়। **ব্যাভার-সংস্থান**—ব্যবহার (আচরণ) এবং আসবাব-পত্রের সমাবেশ।

৬৭। **সন্দেহ**—বিদ্যানিধির বৈষ্ণবত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ। **বিস্ময়**—"অদ্ভুত বৈষ্ণব" দেখাইবেন বলিয়া মুকুন্দদত্ত গদাধরকে এ-স্থলে আনিয়া এই মহা বিষয়ীকে দেখাইলেন কেন, ভাবিয়া বিস্ময়। "বিস্ময়"-স্থলে "বিশেষ"-পাঠান্তর। বিশেষ সন্দেহ। **অন্তর**—অন্তরে, মনে। পরবর্তী ৬৯-৭০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৯। "বেশ"-স্থলে "বাস"-পাঠান্তর। বাস—বসন, বস্ত্র। **গন্ধ-কেশ**—সুগন্ধিদ্রব্যে নিষিক্ত কেশ (চুল)।

৭০। **শুনিঞা**—দর্শনের পূর্বে মুকুন্দের মুখে বিদ্যানিধির বৈষ্ণবতার কথা শুনিয়া। **ভালভক্তি**—

বুঝি গদাধর-চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ ॥ ৭১

কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর।
কিছু নাহি, অবেদ্য কৃষ্ণ সে মায়াধর ॥ ৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বেশ শ্রদ্ধা। "শুনিঞা ত ভাল ভক্তি"-স্থলে "শুনি ভাল ভক্তি তবে"-পাঠান্তর। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "দেখিয়াই ভক্তি সেই গেল এইক্ষণে"-পাঠান্তর।

৭১। মুকুন্দানন্দ—মুকুন্দ-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই আনন্দ যাঁহার, সেই মুকুন্দ দত্ত। **বিদ্যানিধি প্রকাশিতে**—বিদ্যানিধির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য।

৭২। অন্বয়। কৃষ্ণের প্রসাদে (কৃপায়) গদাধর-অগোচর (গদাধরের অগোচর—অজ্ঞাত) কিছুই নাই। (তথাপি যে বিদ্যানিধির বাহিরের আচরণ ও বিষয়ীর ন্যায় আসবাব-পত্রাদি দেখিয়া গদাধরের সন্দেহ জন্মিল, গদাধর যে বিদ্যানিধির স্বরূপ জানিতে পারিলেন না, তাহার হেতু হইতেছে এই যে) অবেদ্য কৃষ্ণ সে মায়াধর—মায়াধর (নানামায়া বা ছলনা প্রকটনকারী) শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন লোকের পক্ষে অবেদ্য, তিনি কৃপা করিয়া না জানাইলে কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, বলা হইয়াছে, "কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধরের অগোচর কিছুই নাই"। ইহাতে তো বুঝা যায়, গদাধরের প্রতি কৃষ্ণের কৃপা আছে; তথাপি তিনি বিদ্যানিধিকে চিনিতে পারিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—**কৃষ্ণ সে মায়াধর**—জীবের কল্যাণের বা শিক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মায়া—ছলনারূপ কৃপা—প্রকাশ করেন। এ-স্থলেও তিনি গদাধরের সম্বন্ধে এক ছলনা বিস্তার করিয়াছেন—কৃপাপরবশ হইয়া জীবের শিক্ষার নিমিত্ত (তাঁহার এই মায়া হইতেছে চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া, লীলাশক্তি। অন্য কোনও মায়া শ্রীগদাধরের মোহ জন্মাইতে পারে না। ১।৩।১৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কি সেই শিক্ষা? শিক্ষাটি হইতেছে এই। এমন মহাত্মাও আছেন, যিনি প্রতিষ্ঠার ভয়ে, অথবা স্বীয়-ভক্তিকে গোপন করার জন্য, বাহিরে বিষয়ীর ন্যায় আচরণ করেন। সাধারণ লোক তাঁহার বাহিরের আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে বিষয়ী বলিয়াই মনে করে, ভক্ত বলিয়া মনে করিতে পারে না। গদাধরের চিত্তে কৃষ্ণের যে-কৃপা বিরাজিত, সে-কৃপার মহিমায় গদাধর বিদ্যানিধিকে চিনিতে পারিতেন, মায়াধর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মায়ায় তাঁহার সেই কৃপাকে আচ্ছন্ন করিয়া, তাঁহাকে সাধারণ লোকের ন্যায় করিয়াছেন। তাই গদাধর বিদ্যানিধিকে চিনিতে পারেন নাই। গদাধর দেখিয়াছেন, বিদ্যানিধির কপালে ভক্তজনোচিত ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক বিরাজিত, বিদ্যানিধির "ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন-সমান ॥ ২।৭।৬৫॥" এবং মুকুন্দদত্তও তাঁহাকে বলিয়াছেন, বিদ্যানিধি "অদ্ভুত—অসাধারণ—বৈষ্ণব"; তথাপি যে এ-সব বিষয়ের প্রতি গদাধরের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, কেবল বিদ্যানিধির বাহিরের আচরণাদির প্রতিই যে তাঁহার লক্ষ্য গিয়াছিল, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মায়ার প্রভাবে। এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ জগতের জীবকে জানাইলেন, কেহ বাস্তবিক বৈষ্ণব কিনা, কেবলমাত্র তাঁহার বাহিরের আচরণ দেখিয়াই তাহা নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং ঊর্ধ্বপুণ্ড্রাদি বৈষ্ণব-লক্ষণ দেখিয়াও বাহিরের আচরণ দেখিয়া কাহাকেও অবৈষ্ণব বিষয়ী মনে করা সঙ্গত নহে। কানও কোনও-স্থলে ঊর্ধ্বপুণ্ড্রাদি বৈষ্ণব-লক্ষণ পরিলক্ষিত না হইলেও অনুসন্ধান করিলে পরম-

মুকুন্দ সুস্বর বড়—কৃষ্ণের গায়ন।
পঢ়িলেন শ্লোক—ভক্তিমহিমাবর্ণন ॥ ৭৩
"রাক্ষসী পূতনা—শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বর বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া ॥ ৭৪
তাহারেও মাতৃ-পদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালুরে ॥" ৭৫

তথাহি (ভা. ৩।২।২৩—
"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥" ১ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভাগবতত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে ; সুতরাং কেবল বাহিরের বেশ-ভূষা বা আচরণাদি দেখিয়াই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নয়। তাহাতে বৈষ্ণবের নিকটে এবং ভক্তপ্রাণ ভগবানের নিকটেও অপরাধের সম্ভাবনা থাকে। "কৃষ্ণ সে মায়াধর"-স্থলে "সে কৃষ্ণ মায়াধর"-পাঠান্তর।

৭৩। **সুস্বর বড়**—কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উত্তম (মধুর)। **কৃষ্ণের গায়ন**—কৃষ্ণকথার গায়ক। **শ্লোক—ভক্তি-মহিমা-বর্ণন**—ভক্তির মহিমা-বর্ণনাত্মক শ্লোক।

৭৪-৭৫। ভক্তির মহিমা-ব্যঞ্জক যে-শ্লোকদ্বয় মুকুন্দদত্ত পঢ়িয়াছিলেন, এই দুই পয়ারে তাহাদের মর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। **রাক্ষসী পূতনা**—বালঘাতিনী পূতনানাম্নী রাক্ষসী, কংসের অনুচর। **শিশু খাইতে নির্দ্দয়া**—শিশুর প্রাণ বিনাশ করিতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরা, দয়ামায়াহীনা—কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে না। **ঈশ্বর বধিতে**—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবিনাশ করিবার নিমিত্ত। **কালকূট লৈয়া**—মাতৃরূপা দিব্যরমণীর বেশ ধারণ পূর্বক স্বীয় স্তনে কালকূট (তীব্র বিষ) লেপন করিয়া। **তাহারেও**—সেই পূতনাকেও। "জীব"-স্থলে "লোক"-পাঠান্তর। মুকুন্দদত্তের পঠিত ভাগবত-শ্লোকদ্বয় নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ অহো (কি আশ্চর্য)! অসাধ্বী (দুষ্টা) বকী (বকাসুর-ভগিনী পূতনা) জিঘাংসয়া (হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে) যং (যাঁহাকে—যে শ্রীকৃষ্ণকে) স্তনকালকূটং (স্বীয় স্তনে লিপ্ত তীব্র বিষ) অপায়য়ৎ অপি (পান করাইয়াও) ধাত্র্যচিতাং (অম্বিকা ও কিলিম্বা নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী ধাত্রীদ্বয়োচিত) গতিং (গতি) লেভে (গোলোকে লাভ করিয়াছে), ততঃ (তাঁহা হইতে, সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে) অন্যং (অন্য) কং দয়ালুং (কোন্ দয়ালুর) শরণং (শরণ) ব্রজেম (গ্রহণ করিব?) ২।৭।১ ॥

অনুবাদ। অহো! (শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য কৃপালুতা)! হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে বকাসুর-ভগিনী দুষ্টা পূতনা স্বীয় স্তনযুগলে কালকূট (তীব্র বিষ) লেপন করিয়া যাঁহাকে তাহা পান করাইয়াও (অম্বিকা ও কিলিম্বানাম্নী শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী) ধাত্রীদ্বয়ের উপযোগিনী গতি (গোলোকে) লাভ করিয়াছে, তাঁহাব্যতীত (সেই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত) অন্য কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইব? (অর্থাৎ তাঁহার মত দয়ালু আর কে আছেন যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইব?) ২।৭।১.॥

ব্যাখ্যা। দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান মনে করিয়া কংস যে কন্যাটিকে হত্যা করিবার জন্য

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রস্তরের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মায়াদেবী। কংসের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া তিনি আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া স্বীয় অষ্টভুজরূপ প্রকটিত করিলেন এবং কংসকে বলিলেন যে, তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিলেও কংসের কোনও লাভ হইত না; কংসের নিহন্তা যিনি, তিনি কোনও এক স্থানে রহিয়াছেন। কংস তখন, দেবকীর অন্য সন্তানদিগকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং দেবকী-বসুদেবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে কংস তাঁহার মন্ত্রীদিগের নিকটে মায়াদেবীর কথা প্রকাশ করিলে, দেবদ্বেষী সেই মন্ত্রীরা তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, পুরে, গ্রামে এবং ব্রজ প্রভৃতি স্থানে, দশদিনের কমবয়স্ক বা দশদিনের কিছু অধিক বয়স্ক যত শিশু আছে, তাহাদের সকলকে হত্যা করিতে হইবে। তদনুসারে সর্বত্র শিশুদিগের বধের জন্য কংস তাঁহার অনুচর পূতনাকে আদেশ দিলেন। পূতনা নানা প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারিত। পূতনা ব্রজে আসিয়া যখন জানিতে পারিল যে, সম্প্রতি নন্দপত্নী যশোদার একটি পুত্র জন্মিয়াছে, তখন সে এক পরম-সুন্দরী রমণীর বেশ ধারণ করিল এবং স্বীয় স্তনদ্বয়ের উপর তীব্র কালকূট লেপন করিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, স্তন্য পান করাইবার ছলে সে যশোদা-পুত্রের (শ্রীকৃষ্ণের) মুখে তাহার স্তন প্রবেশ করাইয়া দিবে; তখন স্তনলিপ্ত কালকূটের প্রভাবে শিশু গতাসু হইবে। মাতৃবেশে পূতনা যশোদার সূতিকা-গৃহে উপনীত হইয়াই বিছানায় শায়িত শিশু কৃষ্ণকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল এবং তাঁহার মুখে নিজের স্তন প্রবেশ করাইয়া দিল। সাধারণ নর-শিশুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ পূতনার স্তন পান করিতে লাগিলেন; লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ পূতনার স্তন্যের সহিত প্রাণবায়ুকে পর্যন্ত আকর্ষণ করিলেন। ভীষণ যন্ত্রণায় পূতনা "ছাড়, ছাড়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাহার স্তন ছাড়িলেন না। পূতনা চীৎকার করিয়া ভীষণ প্রকাণ্ডরূপে ধরাশায়িনী হইল, তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

মৃত্যুর পরে পূতনার জীবাত্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যে এক অদ্ভুত কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই "অহো বকী" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ করুণা-দর্শনে বিস্মিত হইয়া পরম-ভাগবত উদ্ধব এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

পূতনা শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আসিয়াছিল **জিঘাংসয়া**—শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে; কিন্তু আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আঘাতও করে নাই, কৃষ্ণের গলা টিপিয়াও ধরে নাই; হত্যার অভিপ্রায় যাহাতে প্রকাশ পায়, এমন কোনও আচরণ পূতনা করে নাই। পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে স্তনকালকূটং অপায়য়ৎ—স্বীয় স্তনলিপ্ত কালকূট পান করাইয়াছিল। স্তন্যপান করাইবার সময়েও তাহার যে হত্যার অভিপ্রায়ই ছিল, "স্তনকালকূট"-শব্দ হইতেই তাহা জানা যায়; কিন্তু তাহার স্তনে যে কালকূট লেপন করা হইয়াছিল, যশোদাদি কেহ তাহা জানিতেন না। তাঁহারা দেখিলেন, এই পরমা সুন্দরী অপরিচিতা রমণী তাঁহাদের শিশু সন্তানটির প্রতি মায়ের মতনই স্নেহ প্রকাশ করিতেছে। ইহাতেই পূতনার কপটতা প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য এবং হত্যা করাইবার জন্য, কংসও সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন; কংসের আচরণে কপটতা ছিল না; তিনি প্রকাশ্যভাবেই বলিতেন, তিনি

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কৃষ্ণকে হত্যা করিবেন, বা করাইবেন ; সুতরাং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে কংসের মনোভাব-বিষয়ে কৃষ্ণের আত্মীয়-স্বজনাদি সতর্কতা অবলম্বনের সুযোগ পাইতেন। কিন্তু কপটাচারিণী পূতনা-বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের কথা কাহারও মনে স্থান পায় নাই। সুতরাং কপটিনী পূতনার আচরণ কংসের আচরণ অপেক্ষাও ঘৃণার্হ, জঘন্য। অপি—ও, তথাপি কিন্তু পূতনা লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং—ধাত্রী-জনোচিতা গতি লাভ করিয়াছিল ; ধাত্রী—ধাই-মা। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের দুইজন ধাত্রী ছিলেন—অম্বিকা ও কিলিম্বা। যশোদা-মাতার আনুগত্যে তাঁহারা মায়ের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপানাদি করাইতেন। "ধাত্র্যুচিতাং অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাত্রিকে স্তন্যদাতৃকে ইতি দ্বে কৃষ্ণস্য ধাত্র্যৌ তদুচিতাং গোলোকে গতিং লেভে ॥ টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ॥" শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে তাঁহার ধাত্রী—ধাই মা করিয়া দিলেন ; তাহা দিলেন কিন্তু গোলোকে, অপ্রকট ব্রজে ; প্রকটলীলার স্থলে নহে। ভবিষ্যতে তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করিবেন, তখন অবশ্যই অম্বিকা ও কিলিম্বার ন্যায় পূতনাও ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত হইয়া শিশু-কৃষ্ণের ধাত্রী হইতে পারিবেন। যে পূতনা মাতৃবৎ কপটাচরণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, সেই পূতনাকেও শ্রীকৃষ্ণ ধাত্রীগতি দিয়াছেন! কি অদ্ভুত তাঁহার করুণা !! আরও একটি বিষয় বিবেচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের করুণার আরও অদ্ভুতত্ব প্রকাশ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে যে-সকল অসুর নিহত হয়, তিনি তাহাদিগকে সাযুজ্যমুক্তি দান করেন, যে সাযুজ্যমুক্তিতে সেব্য-সেবক-ভাবই স্ফুরিত হয় না, শ্রীকৃষ্ণসেবা তো দূরে। কিন্তু তিনি পূতনাকে সাযুজ্যমুক্তি না দিয়া, দিয়াছেন ধাত্রীগতি, ব্রজে যশোদামাতার আনুগত্যে বাৎসল্যভাবে রাগানুগা-মার্গের ভজনে যাহা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার হেতু হইতেছে এই। অন্য অসুরদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির আনুকূল্য-বিধানের ভাব নাই, বাহিরে তদ্রূপ ভাব-প্রকাশক কোনও আচরণও তাহাদের নাই (অর্থাৎ আনুকূল্যের আভাসও নাই)। কিন্তু অন্য অসুরদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার অভিপ্রায় পূতনার থাকিলেও, বাহিরের কপটতাময় মাতৃবৎ আচরণের দ্বারা পূতনা তাহার হত্যাভিলাষকে গোপন করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য দান করিয়াছে, স্তন্যদানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টা-প্রীতির আনুকূল্য—করিতেছে বলিয়া অপরাপরকে জানাইয়াছে। ইহা যদিও কৃষ্ণের সেবা বা ভক্তি নহে, তথাপি ইহা ভক্তির আভাস। পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ পূতনার এই ভক্ত্যাভাসকে সত্য করিয়াছেন, কপটবেশ হইলেও পূতনার মাতৃবেশ দেখিয়া তাহাকে ধাত্রীগতি দিয়াছেন। "ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্‌গতিং দত্তবানিত্যর্থঃ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ ভক্তবেশমাত্রেণাপি ভক্তোচিতাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।" কিন্তু ধাত্রীগতি দেওয়ার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ পূতনার কপটাচরণকেও সার্থক করিয়াছেন, তিনি পূতনার স্তন্য পান করিয়াছেন। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণের এক অনির্বচনীয় এবং আশ্চর্যজনক করুণা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কপটাচরণকেও, আভাসকেও, সত্যতা দান করেন, এমন দয়ালু আর কে আছেন? সুতরাং শ্রীকৃষ্ণব্যতীত আর কাহার শরণ-গ্রহণ সর্বতোভাবে সার্থকতা লাভ করিতে পারে?

দশমস্কন্ধে চ (ভা. ১০।৬।৩৫)—
"পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্বাপ সদ্গতিম্॥" ২॥

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের স্তবন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ ৭৬
নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার॥ ৭৭
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক হুঙ্কার।
এককালে হইল সভার অবতার॥ ৭৮
'বোল বোল' বলি মহা লাগিলা গর্জ্জিতে।
স্থির হৈতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে॥ ৭৯
লাথি-আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর॥ ৮০
কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান।
কোথা গেল ঝারি, যাথে করে জলপান॥ ৮১
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে দুই-হাথে॥ ৮২
কোথা গেল সে দিব্য কেশের সংস্কার।
ধূলায় লুটায়ে করে ক্রন্দন অপার॥ ৮৩
"কৃষ্ণ রে ঠাকুর রে কৃষ্ণ রে! মোর প্রাণ!
মোরে সে করিলা কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান॥" ৮৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। প্রকটলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ করুণা-বৈশিষ্ট্য, অপ্রকট-কালে নহে। যেহেতু, অপ্রকট-কালে পূতনার ন্যায় কপটতার সহিতও শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইবার সুযোগ কাহারও থাকে না।

শ্লো॥ ২॥ অন্বয়॥ রুধিরাশনা (রক্তপায়িনী) লোকবালঘ্নী (লোকের শিশু-ঘাতিনী) রাক্ষসী পূতনা (পূতনা রাক্ষসী) জিঘাংসয়া অপি (হত্যা করার ইচ্ছাতেও) হরয়ে (সর্বচিত্ত-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণকে) স্তনং দত্বা (স্তন দান করিয়া) সদ্গতিং (সাধুদিগের একমাত্র গতি শ্রীকৃষ্ণকে) আপ (পাইয়াছিল)। ২।৭।২॥

অনুবাদ। লোকদিগের শিশু-সন্তানের প্রাণ বিনাশ করাই যাহার স্বভাব, সেই রক্তপায়িনী পূতনা-রাক্ষসী, হত্যা করার ইচ্ছাতেও, সর্বচিত্ত-হর শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া, সাধুদিগেরই একমাত্র গতি গোলোক-পতি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিল (ধাত্রীরূপে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছিল)। ২।৭।২॥

এই শ্লোকটি হইতেছে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর উক্তি। পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে পূতনা যে ধাত্রীগতি পাইয়াছে, তাহা উদ্ধব বলিয়াছেন। এই শ্লোকে বলা হইল, শ্রীশুকদেবও তাহা বলিয়াছেন।

৭৬। **শুনিলেন মাত্র**—শ্রবণমাত্রেই। "স্তবন"-স্থলে "পঠন", "বর্ণন" এবং "কথন"-পাঠান্তর।

৭৮। "হইল সভার"-স্থলে "হৈল সর্ব্বভাব"-পাঠান্তর; **অবতার**—প্রকটন, বিকাশ।

৮০। **ঘায়ে**—আঘাতে। "ঘায়ে যতেক"-স্থলে "ঘাতে সকল"-পাঠান্তর। **ঘাতে**—আঘাতে। **সম্ভার**—দ্রব্যসামগ্রী, আসবাব-পত্র।

৮২। **চিরে**—ছিঁড়িয়া ফেলে।

৮৪। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"কৃষ্ণ রে ঠাকুর অরে কৃষ্ণ অরে প্রাণ।"

অনুতাপ করিয়া কান্দয়ে উচ্চস্বরে।
"মুঞি সে বঞ্চিত হৈলুঁ হেন অবতারে॥" ৮৫
মহা-গড়াগড়ি দিয়া যে পড়ে আছাড়।
সভে মনে করে 'কিবা চূর্ণ হৈল হাড়'॥ ৮৬
হেন সে হইল কম্প—ভাবের বিকারে।
দশ-জন ধরিলেও ধরিতে না পারে॥ ৮৭
বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটা যতেক সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল, কিছু নাহি আর॥ ৮৮
সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ।
সকলে রহিল সেই ব্যবহার-ধন॥ ৮৯
এইমতে কথোক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই থাকিলা পড়িয়া॥ ৯০
তিল-মাত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দসাগরে॥ ৯১
দেখি গদাধর মহা হইলা বিস্মিত।
তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত॥ ৯২
"হেন জনেরে সে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ॥" ৯৩
মুকুন্দেরে পরম-সন্তোষে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দজলে॥ ৯৪
"মুকুন্দ! আমার তুমি কৈলে বন্ধু-কার্য্য।
দেখাইলা ভক্তি, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য॥ ৯৫
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে?
ত্রৈলোক্য পবিত্র হয় এ ভক্ত দর্শনে॥ ৯৬
আজি আমি এড়াইলুঁ পরম-সঙ্কটে।
সেহো যে কারণে তুমি আছিলা নিকটে॥ ৯৭
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
'বিষয়ি-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান॥ ৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৬। "করে"-স্থলে "ভাবে"-পাঠান্তর।

৮৭। "হেন সে হইল"-স্থলে "হেনই সে মহা"-পাঠান্তর।

৮৮। "বাটা"-স্থলে "বাটী"-পাঠান্তর।

৮৯। **সেবক-সকল** ইত্যাদি—বিদ্যানিধির সেবকগণ বিদ্যানিধির ব্যবহারের যে-সকল দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলেন, কেবলমাত্র সে-গুলিই রক্ষা পাইল, আর সমস্ত চূর-মার হইয়া গেল। **সম্বরণ**—রক্ষা। **ব্যবহার-ধন**—ব্যবহারের দ্রব্য।

৯১। **ধাতু**—জীবনীশক্তি, চেতনা।

৯২। **চিন্তিত**—গদাধর বিদ্যানিধিকে পূর্বে মহাবিষয়ী মনে করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া গদাধর বুঝিতে পারিলেন, বিদ্যানিধি-সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব ধারণা ভ্রান্ত। তখন বিদ্যানিধির প্রতি অবজ্ঞার ভাব মনে জাগিয়াছিল বলিয়া অপরাধ-ভয়ে তিনি চিন্তিত হইলেন। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৯৫। **ভক্তি**—প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ (বিদ্যানিধিতে)। "ভক্তি"-স্থলে "ভক্ত"-পাঠান্তর।

৯৬। **ত্রৈলোক্য**—ত্রিলোক, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল। "ভক্ত"-স্থলে "ইহার" এবং "এ-ভক্তি"-পাঠান্তর।

৯৭। **এড়াইলুঁ**—রক্ষা পাইলাম। **সেহো যে কারণে** ইত্যাদি—সঙ্কট হইতে আমার অব্যাহতির কারণ এই যে, তুমি নিকটে ছিলে। পরবর্তী দুই পয়ার দ্রষ্টব্য।

বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয় !
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয় ॥ ৯৯
যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ ।
ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ ॥ ১০০
এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণ ।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজন ॥ ১০১
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি ।
ইহান স্থানেই মন্ত্র-উপদেশ ধরি ॥ ১০২
ইহানে অবজ্ঞা যেন করিয়াছি মনে ।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে ॥” ১০৩
এত ভাবি গদাধর মুকুন্দের স্থানে ।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে ॥ ১০৪
শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা ।
‘ভাল ভাল’ বলি বড় শ্লাঘিতে লাগিলা ॥ ১০৫
প্রহর-দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর ।
বাহ্য পায়্যা বসিলেন হইয়া সুস্থির ॥ ১০৬
গদাধরপণ্ডিতের নয়নের জল ।
অন্ত নাহি—ধারা অঙ্গ তিতিল সকল ॥ ১০৭
দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি-মহাশয়ে ।
কোলে করি থুইলেন আপন-হৃদয়ে ॥ ১০৮
পরম-সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর ।
মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর ॥ ১০৯
“ব্যবহার ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার ।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত দূষিয়াছিল উঁহার ॥ ১১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০০। “চিত্তের”-স্থলে “আমারে”-পাঠান্তর। **করাইবা**—বিদ্যানিধি দ্বারা করাইবা। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

১০১। **এ-পথে**—ভক্তি-পথে, ভক্তিমার্গে। “যত সব”-স্থলে “যত যত”-পাঠান্তর। **উপদেষ্টা**—মন্ত্রোপদেষ্টা, দীক্ষাগুরু।

১০২। **উপদেষ্টা নাহি করি**—এখনও মন্ত্রোপদেষ্টা গ্রহণ করি নাই, কাহারও নিকটে এখন পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করি নাই। **ইহান স্থানেই**—এই বিদ্যানিধির নিকটেই। “ইহান স্থানেই”-স্থলে “ইহানেই স্থানে”-পাঠান্তর। **মন্ত্র-উপদেশ ধরি**—মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিব।

১০৩। “যেন”-স্থলে “যত”-পাঠান্তর।

১০৪। “এত”-স্থলে “এই”-পাঠান্তর। ১০১-১০৩ পয়ারে মনে মনে গদাধরের ভাবনার কথা বলা হইয়াছে।

১০৫। **শ্লাঘিতে**—প্রশংসা করিতে।

১০৬। **প্রহর দুইতে**—দুই প্রহর অন্তে। বিদ্যানিধির আনন্দ-মূর্চ্ছা দুই প্রহর কাল স্থায়ী ছিল।

১০৭। **তিতিল**—ভিজাইয়া দিল।

১০৯। **মুকুন্দ কহেন** ইত্যাদি—মুকুন্দ দত্ত গদাধরের মনোগত ভাবের কথা বিদ্যানিধির নিকটে খুলিয়া বলিলেন, পরবর্তী ১১০-১৪ পয়ারোক্তিতে।

১১০। **ব্যবহার ঠাকুরাল**—ব্যবহারিক জগতের ঐশ্বর্য—জাঁক-জমকাদি। **পূর্ব্বে**—প্রথমে। **চিত্ত দূষিয়াছিল উঁহার**—এই গদাধরের চিত্তে কিছু দোষ জন্মিয়াছিল। “চিত্ত দূষিয়াছিল উঁহার”-স্থলে “চিত্ত-দোষ জন্মিল ইহাঁর”-পাঠান্তর।

ইবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥ ১১১
বিষ্ণুভক্তি বিরক্তি শৈশবে বৃদ্ধরীত।
মাধবমিশ্রের কুলনন্দন-উচিত॥ ১১২
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য যোগ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর॥ ১১৩
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ-দিনে।
নিজ ইষ্ট-মন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে॥” ১১৪
শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি।
“আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি॥ ১১৫
করাইব—ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু-জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই॥ ১১৬
এই যে আইসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন ইথি মিলিবেক আসি॥ ১১৭
ইহাতে সঙ্কল্পসিদ্ধি হইব তোমার।”
শুনি গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার॥ ১১৮
সে-দিন মুকুন্দ-সঙ্গে করিয়া বিদায়।
আইলেন গদাধর—যথা গৌররায়॥ ১১৯
বিদ্যানিধি আগমন শুনি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত-হরিষ প্রভু হইলা অন্তর॥ ১২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১১। **ইবে**—এক্ষণে।

১১২। **বিরক্তি**—বিষয়ে বা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুতে অনাসক্তি। **শৈশবে বৃদ্ধরীত**—শিশুকালে, অর্থাৎ অল্প বয়সেই, বৃদ্ধদিগের রীতি। লোক সাধারণতঃ বৃদ্ধকালেই, যখন আর ইন্দ্রিয়-ভোগের সামর্থ্য থাকে না, তখনই, বিষ্ণু-ভক্তির অনুসন্ধান করে, সাধন-ভজনের জন্য ইচ্ছা করে, ইন্দ্রিয়-ভোগের সামর্থ্য থাকে না বলিয়া ইন্দ্রিয়-ভোগ হইতে বিরত থাকে, অর্থাৎ থাকিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই গদাধর শৈশব হইতেই বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ এবং সংসার-সুখ-ভোগে অনাসক্ত। এইরূপে গদাধরের মধ্যে শৈশবেই বৃদ্ধদিগের রীতি (আচরণ) দৃষ্ট হইতেছে। **মাধব মিশ্রের ইত্যাদি**—গদাধর হইতেছেন পরমভাগবত মাধব-মিশ্রের পুত্র ; গদাধরের আচরণ মাধব-মিশ্রের পুত্রের পক্ষে উচিত (যোগ্য) আচরণই। গদাধর মাধব-মিশ্রের কুলনন্দন—মাধব-মিশ্রের কুলে (বংশে) যাঁহাদের জন্ম, তাঁহাদের সকলেরই নন্দন (আনন্দ-দাতা)। “শৈশবে বৃদ্ধরীত”-স্থলে-পাঠান্তর—“যে সব বুদ্ধিনিত (রীত) এবং “শৈশবে বুদ্ধিবিত”। নিত—নীতি। **বুদ্ধিবিত**—বুদ্ধিবিৎ, সদ্‌বুদ্ধিমান্।

১১৩। **শিশু হৈতে**—শিশুকাল হইতেই। **ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর**—অনুচররূপে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। **গুরু-শিষ্যযোগ্য ইত্যাদি**—এতাদৃশ গদাধরের যোগ্য গুরু হইতেছেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং গদাধরও হইতেছেন এতাদৃশ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির যোগ্য শিষ্য।

১১৪। গদাধরকে মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার জন্য, এই পয়ারোক্তিতে, মুকুন্দ বিদ্যানিধির নিকটে প্রার্থনা জানাইলেন। “ইহানে”-স্থলে “আপনি”-পাঠান্তর।

১১৮। “হর্ষে”-স্থলে “হাসে”-পাঠান্তর।

১১৯। “করিয়া”-স্থলে “হইয়া”-পাঠান্তর।

১২০। **অনন্ত হরিষ ইত্যাদি**—প্রভুর অন্তরে (চিত্তে) অনন্ত (অপরিসীম) হরিষ (আনন্দ) জন্মিল।

বিদ্যানিধি-মহাশয় অলক্ষিতবেশে।
রাত্রি করি আইলেন মহাপ্রভু-পাশে ॥ ১২১
সর্ব্ব-সঙ্গ ছাড়ি একেশ্বর মাত্র হঞা।
প্রভু দেখি মাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা পাঞা ॥ ১২২
দণ্ডবত প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল ভূমিতে ॥ ১২৩
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিয়া হুঙ্কার।
কান্দে পুন আপনাকে করিয়া ধিক্কার ॥ ১২৪
"কৃষ্ণ রে! পরাণ মোর, কৃষ্ণ! মোর বাপ!
মুঞি-অপরাধীকে কতেক দেহ' তাপ ॥ ১২৫
সর্ব্বজগতের বাপ! উদ্ধার করিলা।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥" ১২৬
'বিদ্যানিধি' হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে।
সভেই কান্দেন মাত্র তাঁহার ক্রন্দনে ॥ ১২৭
নিজ প্রিয়তম জানি শ্রীভক্তবৎসল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর ॥ ১২৮
"পুণ্ডরীক বাপ!" বলি কান্দেন ঈশ্বর।
"বাপ দেখিলাঙ আজি নয়নগোচর ॥" ১২৯
তখনে সে জানিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
'বিদ্যানিধি-গোসাঞির হৈলা আগমন' ॥ ১৩০
তখন যে হৈল সর্ব্ব-বৈষ্ণব-ক্রন্দন।
পরম-অদ্ভুত—তাহা না যায় বর্ণন ॥ ১৩১
বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর ॥ ১৩২
'প্রিয়তম প্রভুর' জানিয়া ভক্তগণে।
প্রীতি ভয় আপ্তুতা সভার হৈল মনে ॥ ১৩৩
বক্ষে হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা যেন প্রভু তাঁহার শরীরে ॥ ১৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২১। অলক্ষিত বেশে—অপরে তাঁহাকে চিনিতে না পারে, এইরূপ পোষাকে। "অলক্ষিত বেশে"-স্থলে "অলক্ষিত রূপে"-পাঠান্তর। অলক্ষিত রূপে—অলক্ষিত ভাবে, আসিবার পথে কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে পাঠান্তর-'রাত্রিকালে আইলেন প্রভুর আবাসে (সমীপে) ॥"

১২২। পড়িলেন মূর্চ্ছা পাঞা—বিদ্যানিধি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

১২৪। "করিয়া"-স্থলে "করিলা"-পাঠান্তর।

১২৫। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে পাঠান্তর-"কৃষ্ণ রে জীবন আরে কৃষ্ণ মোর বাপ।" এবং "কৃষ্ণ রে জীবন রে কৃষ্ণ রে বাপ।"

১২৭। বিদ্যানিধি হেন ইত্যাদি—১২৫-২৬ পয়ারোক্তরূপে যিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন, তিনি যে "বিদ্যানিধি", তাহা সে-স্থানের কোনও বৈষ্ণব চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার ক্রন্দনে সমস্ত বৈষ্ণবও কাঁদিতে লাগিলেন।

১২৮। অন্বয়। নিজ-প্রিয়তমভক্ত জানিতে পারিয়া শ্রীভক্তবৎসল বিশ্বম্ভর সম্ভ্রমে (তাড়াতাড়ি) উঠিয়া (বিদ্যানিধিকে) কোলে কৈলা (করিলেন)। "কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর"-স্থলে "উঠিলা লৈয়া শ্রীভক্তমণ্ডল"-পাঠান্তর—ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত উঠিলেন (উঠিয়া দাঁড়াইলেন)।

১২৯। ঈশ্বর—শ্রীবিশ্বম্ভর।

১৩৩। অন্বয়। বিদ্যানিধি প্রভুর "প্রিয়তম ভক্ত"-ইহা জানিঞা (জানিতে পারিয়া) ভক্তগণের

প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই ডাকি 'হরি' বোলে ॥ ১৩৫
"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছাসিদ্ধি কৈলেন আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্ব-মনোরথ-পার ॥" ১৩৬
সকল-বৈষ্ণব সঙ্গে করিলা মিলন।
পুণ্ডরীক লই সভে করিলা কীর্ত্তন ॥ ১৩৭
"ইহার পদবী 'পুণ্ডরীক-প্রেমনিধি'।
প্রেমভক্তি বিলাইতে গঢ়িলেন বিধি ॥" ১৩৮
এইমত তাঁর গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
উচ্চস্বরে 'হরি' বোলে শ্রীভুজ তুলিয়া ॥ ১৩৯
প্রভু বোলে "আজি শুভপ্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল বাসিয়ে আপনার ॥ ১৪০
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাঙ শুভক্ষণে।
দেখিলাঙ প্রেমনিধি সাক্ষাতে নয়নে ॥" ১৪১
শ্রীপ্রেমনিধির আসি হৈল বাহ্যজ্ঞান।
এখনে সে প্রভু চিনি করিলা প্রণাম ॥ ১৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সভার (সকলের) মনেই (বিদ্যানিধি-সম্বন্ধে) প্রীতি, ভয় ও আপ্তুতা (পরমাত্মীয়তাভাব) হৈল (হইল, জন্মিল)। "প্রীতি ভয়"-স্থলে "প্রীতভাব"-পাঠান্তর।

১৩৫। **প্রহরেক** ইত্যাদি—(বিদ্যানিধিকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাবেশে) গৌরচন্দ্র প্রহরেক (একপ্রহর-কাল) নিশ্চলে (স্থিরভাবে, নড়া-চড়া-হীনভাবে) আছেন (ছিলেন)। **তবে প্রভু** ইত্যাদি—তবে (তাহার পরে, এক প্রহর নিশ্চল হইয়া থাকার পরে) প্রভু বাহ্য (বাহ্যজ্ঞান) পাই (পাইয়া) ডাকি (ডাক দিয়া—উচ্চস্বরে) "হরি" বোলে (বলিতে লাগিলেন)।

১৩৬। এই পয়ার বিদ্যানিধি-সম্বন্ধে প্রভুর উক্তি। "বাঞ্ছাসিদ্ধি কৈলেন"-স্থলে "বাঞ্ছা সিদ্ধ করিলে"-পাঠান্তর। **সর্ব্বমনোরথ-পার**—সমস্ত অভীষ্টবস্তুর পার (অবধি, শেষ সীমা)।

১৩৭। **করিলা মিলন**—প্রভু সকল বৈষ্ণবের সহিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মিলন করাইলেন, পরিচিত এবং যথোচিত আলিঙ্গন-নমস্কারাদি করাইলেন। পরবর্তী ১৪৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। এই পয়ার বিদ্যানিধি-সম্বন্ধে ভক্তগণের নিকটে প্রভুর উক্তি। **ইঁহার**—এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির **পদবী**—উপাধি (আজ হইতে) পুণ্ডরীক প্রেমনিধি (হইল)। "প্রেমনিধি"-স্থলে "বিদ্যানিধি"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তর লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া মনে হয়; যেহেতু, পরবর্তী ১৪১, ১৪২, ১৪৪ এবং ১৫০ পয়ারেও এবং অন্ত্যখণ্ডের ১১শ অধ্যায়ে জগন্নাথের মাণ্ডুয়া-বসন-প্রসঙ্গেও পুণ্ডরীককে "প্রেমনিধি" বলা হইয়াছে।

১৪০। "শুভপ্রভাত'-স্থলে "শুভ দিবস"-পাঠান্তর। **বাসিয়ে**—মনে করি।

১৪২। "শ্রীপ্রেমনিধির আসি হৈল"-স্থলে "বিদ্যানিধি বলিয়া সে হইল"-পাঠান্তর। অর্থ—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বলিয়া (কথা বলিয়া) বাহ্যজ্ঞান (বাহ্যজ্ঞানবিশিষ্ট) হইলেন। তাঁহার প্রেমাবেশ দূর হওয়ায় তিনি কথা বলিলেন; তাহাতেই জানা গেল, তিনি বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। **এখনে সে**—এই সময়েই, অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসার পরেই, বিদ্যানিধি প্রভু চিনি (প্রভুকে চিনিতে পারিয়া যাঁহার দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যিনি তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই যে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র, তাহা জানিতে পারিয়া) প্রভুকে প্রণাম করিলেন। ইহার পূর্বে তাঁহার

অদ্বৈতদেবেরে আগে করি নমস্কার। 　　যথাযোগ্য প্রেমভক্তি কৈলেন সভার॥ ১৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রণাম করা হয় নাই; যেহেতু, প্রভুর গৃহে আগমনমাত্রেই প্রভুর দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন (১২২ পয়ার); মূর্চ্ছা হইতে চেতনা-প্রাপ্তির পরেই তিনি প্রেমাবেশে আক্ষেপ করিতেছিলেন (১২৫-২৬ পয়ার); তখনও তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ছিল না; সেই অবস্থাতেই প্রভু তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন (১৩২ পয়ার) এবং একপ্রহর-কাল নিশ্চল হইয়াছিলেন (১৩৫ পয়ার); প্রভুর বাহ্যজ্ঞান লাভের পরেই বিদ্যানিধির বাহ্যজ্ঞান। এই সময়ের মধ্যে বাহ্যজ্ঞান ছিল না বলিয়া বিদ্যানিধি প্রভুকে প্রণাম করিতে পারেন নাই। "প্রভু" স্থলে "প্রভুরে"-পাঠান্তর।

১৪৩। অন্বয়। (বিদ্যানিধি আগে প্রভুকে প্রণাম করিয়া তাহার পরে সর্বাগ্রে) অদ্বৈতদেবেরে (অদ্বৈতাচার্যকে) নমস্কার করি (করিয়া পরে) সভার (সকল বৈষ্ণবকে) যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি (প্রীতি ও নমস্কার) কৈলেন (করিলেন)।

যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি—যথাযোগ্যভাবে প্রেম ও ভক্তি। যাঁহারা ব্রাহ্মণ, বিদ্যানিধি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন; আর যাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রেম বা প্রীতি প্রকাশ করিলেন।

বিদ্যানিধি সর্বপ্রথমে অদ্বৈতাচার্যকে নমস্কার করিয়াছেন; তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে এবং অন্যান্য ভক্তকেও পূর্বে চিনিতেন না, ভক্তদের মধ্যে কে ব্রাহ্মণ, কে ব্রাহ্মণ নহেন, তাহাও তিনি পূর্বে জানিতেন না। অথচ তিনি যথাযোগ্য ভাবে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়, কেহ তাঁহার নিকটে ভক্তদের নাম করিয়া পরিচয় দিয়াছেন; তাহার পরে তিনি সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ববর্তী ১৩৭ পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভুই সকল বৈষ্ণবের সহিত বিদ্যানিধির মিলন করাইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার নিকটে প্রভুই বৈষ্ণবদের নাম করিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত সর্বাগ্রে প্রণম্য বলিয়া প্রভু সর্বাগ্রে তাঁহারই পরিচয় দিয়াছেন। "আগে করি"-স্থলে "অগ্রে কৈল"-পাঠান্তর।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিবেচ্য। বিদ্যানিধির বাহ্যজ্ঞান-প্রাপ্তির পরেই তাঁহার নিকটে অন্য বৈষ্ণবদের পরিচয়-দান এবং বিদ্যানিধিকর্তৃক বৈষ্ণবদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান-প্রীতি-প্রদর্শন সম্ভব; বাহ্যজ্ঞান লাভের পূর্বে তাহা সম্ভব নয়। ১৪২-পয়ারেই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তৎপূর্বে বলা হয় নাই। অথচ, তাহারও পূর্বে, ১৩৭ পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রভু বিদ্যানিধির "সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে করিলা মিলন। পুণ্ডরীক লই সভে করিলা কীর্তন॥" এই পয়ারের চারি পয়ার পরেই বিদ্যানিধির বাহ্যজ্ঞান-লাভের কথা বলা হইয়াছে। বাহ্যজ্ঞান-লাভের পূর্বে ভক্তদের সহিত মিলন এবং কীর্তন যখন সম্ভব নয়, তখন বুঝিতে হইবে, নিজে বাহ্যজ্ঞান-লাভের পরে প্রভু কি কি করিয়াছিলেন, সে-কথা-কথন-প্রসঙ্গেই মিলনের উল্লেখ করা হইয়াছে, মিলনের প্রকার বর্ণন করা হয় নাই; মিলনের প্রকার কথিত হইয়াছে পরবর্তী ১৪২-৪৩ পয়ারে—বাহ্যজ্ঞান-লাভের পরে

পরানন্দ হইলেন সর্ব্ব-ভক্তগণ।
হেন প্রেমনিধি-পুণ্ডরীক-দরশন ॥ ১৪৪
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেমভক্তি-আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র—ব্যাস মহাভাগ ॥ ১৪৫
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে।
পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে ॥ ১৪৬
"না জানিঞা উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার ॥ ১৪৭
এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিব অবশ্য ॥" ১৪৮
গদাধরবাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
"'শীঘ্র কর' শীঘ্র কর'" বলিতে লাগিলা ॥ ১৪৯
তবে গদাধরদেব প্রেমনিধি-স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে ॥ ১৫০
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য তাঁর—ভক্তির এই সীমা ॥ ১৫১
কহিলাঙ কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য—যেন দেখা পাই তান ॥ ১৫২
যোগ্য গুরু-শিষ্য পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই—কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর ॥ ১৫৩
পুণ্ডরীক গদাধর—দুইর মিলন।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ ১৫৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৫৫

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে পুণ্ডরীক-গদাধর-মিলনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিদ্যানিধি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার কথন-প্রসঙ্গে। বিদ্যানিধির বাহ্যজ্ঞান-লাভের পরেই বৈষ্ণবদের সহিত তাঁহার মিলন ও কীর্তন হইয়াছিল, পূর্বে নহে। পূর্বে হইয়াছিল মনে করিলে ১৪২-পয়ারোক্তির সহিত ১৩৭-পয়ারোক্তির সঙ্গতি থাকে না।

১৪৪। **পরানন্দ**—পরমানন্দিত। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "পরম আনন্দে মগ্ন হৈলেন ভক্তগণ" পাঠান্তর। **হেন প্রেমনিধি** ইত্যাদি—হেন (এতাদৃশই হইতেছে) প্রেমনিধি পুণ্ডরীকের (পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির) **দরশন** (দর্শন, অর্থাৎ দর্শনের প্রভাব। অর্থাৎ পুণ্ডরীক প্রেমনিধির দর্শনের প্রভাবেই সমস্ত ভক্তগণ পরানন্দ হইয়াছেন)।

১৪৭-৪৮। এই দুই পয়ার প্রভুর নিকটে গদাধরের উক্তি।

১৫১। **ভক্তির এই সীমা**—ইহাই প্রেমনিধির ভক্তির সীমার পরিচায়ক; প্রেমনিধির যে অপরিসীম ভক্তি, তাহার পরিচায়ক। "তার—ভক্তির এই সীমা"-স্থলে "যার—ভক্তের সেই সীমা"-পাঠান্তর। অর্থ—গদাধর যাঁহার শিষ্য, তিনিই ভক্তের সীমা, ভক্তকুল-চূড়ামণি।

১৫২। **যেন দেখা পাই তান**—যেন আমি বিদ্যানিধির দর্শন পাই। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বিদ্যানিধির দর্শন পায়েন নাই।

১৫৫। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(১৩.৭.১৯৬৩—১৫.৭.১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বপ্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেম-ধাম ॥ ১
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রেমধন ॥ ২
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥ ৩
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায় ॥ ৪
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব-মণ্ডল।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণকোলাহল ॥ ৫
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আর নাহি স্ফুরে ॥ ৬
আপনি তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥ ৭
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে—যেন পুত্র মাতা ॥ ৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। নিত্যানন্দের বাল্যভাব। নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসপণ্ডিতের অচলা ভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রভুর বর-দান। শচীমাতার অপূর্ব স্বপ্নদর্শন, প্রভুর নিকটে শচীদেবীর স্বপ্ন-বিবরণ-কথন, মাতার অনুমোদনক্রমে প্রভুর গৃহে ভিক্ষার নিমিত্ত নিত্যানন্দের নিমন্ত্রণের জন্য প্রভুর গমন, নিত্যানন্দের সহিত প্রভুর আগমন, উভয়ের ভোজন-কালে শচীদেবীকর্তৃক অপূর্ব ঐশ্বর্য-দর্শন। নিত্যানন্দের নিরন্তর বাল্যভাব। প্রভুর বিবিধ ভাবাবেশ। প্রভুর গৃহে ভিক্ষার্থী এক শিবের গায়নের প্রতি প্রভুর অপূর্ব কৃপা—শিবরূপ প্রকট করিয়া প্রভুর শিবগায়নের স্কন্ধে আরোহণ। রাত্রিতে প্রভুর কীর্তনবিলাস আরম্ভ। পাষণ্ডীদের কোপ। চল্লিশপদ-কীর্ত্তনে প্রভুর নানাবিধ ভাবের আবেশ। শ্রীবাসের গৃহে কীর্তন-স্থলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া পাষণ্ডীদের গাত্রদাহ ও অবাচ্য-কুবাচ্য-কথন এবং রাজ-দরবারে অভিযোগের ভয়-প্রদর্শন। শ্রীবাসভবনে প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ ও আনন্দ-ভোজন এবং ভক্তগণের প্রতি বর-দান।

১-৭। এই কয় পয়ার এবং ২।৭ অধ্যায়ের ২-৮ পয়ার একই। টীকা ও পাঠান্তরাদি সে-স্থলে দ্রষ্টব্য।

৮। **অনুভাব**—আচরণের মর্ম। **যেন পুত্র মাতা**—মাতা যে ভাবে পুত্রের সেবা করেন, মালিনী দেবীও ঠিক সেই ভাবে নিত্যানন্দের সেবা করেন।

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত ॥ ৯
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধূত কেনে রাখ নিরন্তর? ১০
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি।
পরম-উদার তুমি—বলিলাঙ আমি ॥ ১১
আপনার জাতি-কুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও॥" ১২
ঈষত হাসিয়া বোলে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
"আমারে পরীক্ষ' প্রভু! এ নহে উচিত ॥ ১৩
দিনেকো যে তোমা' ভজে, সে-ই মোর প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ—আমাতে প্রমাণ ॥ ১৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯। **শ্রীনিবাসের**—শ্রীবাসপণ্ডিতের।

১০। **পরীক্ষয়ে**—পরীক্ষা করেন। লোক-সাধারণের নিকটে শ্রীবাসের চিত্তের ভাব জানাইবার জন্যই প্রভুর এই পরীক্ষা। কি ভাবে প্রভু শ্রীবাসকে পরীক্ষা করিলেন, এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ১২শ পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। **এই অবধূত**—এই অবধূত নিত্যানন্দকে। "অবধূত"-শব্দের তাৎপর্য ১।৬।৩৩৩ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১১। **পরম উদার**—অত্যন্ত সরল; পূর্বাপর বিচার না করিয়া কাজ করাই অভ্যাস যাঁহার।

১২। **ঘুচাও**—তোমার বাড়ী হইতে দূর কর।

১৩। **পরীক্ষ**—পরীক্ষা কর। "এ নহে"-স্থলে "না হয়"-পাঠান্তর"। **উচিত**—সঙ্গত।

১৪। **দিনেকো ইত্যাদি**—তুমি আমার প্রাণতুল্য; একদিনের জন্যও যিনি তোমার ভজন (সেবা—প্রীতিবিধান) করেন, তিনিও আমার প্রাণতুল্য প্রিয়। **নিত্যানন্দ তোর দেহ**—তোমার দেহতুল্য প্রিয়। লোকের নিকটে নিজের দেহ যেমন অত্যন্ত প্রিয়, নিত্যানন্দও তোমার তাদৃশ প্রিয়। তোমার এতাদৃশ প্রিয় নিত্যানন্দ আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। অথবা, লোকের দে[illegible] মধ্যে যেমন তাহার পরম প্রিয় প্রাণ অবস্থান করে, তদ্রূপ নিত্যানন্দের মধ্যেও নিত্যানন্দের পরম-প্রিয়-প্রাণস্বরূপ তুমি অবস্থান কর; সুতরাং নিত্যানন্দ আমার প্রাণাধিক প্রিয়। অথবা, তত্ত্ব-বিচারে **নিত্যানন্দ তোর দেহ**—নিত্যানন্দ হইতেছেন তোমার এক দেহ—এক স্বরূপ [বলরাম যেমন শ্রীকৃষ্ণের "বিলাসরূপ", (চৈ. চ. ২।২১।১৫৬ পয়ার দ্রষ্টব্য), তদ্রূপ নিত্যানন্দও শ্রীচৈতন্যের বিলাসরূপ—এক-স্বরূপ, বিলাস-স্বরূপ]। স্বয়ংরূপে এবং বিলাস-রূপে তত্ত্বতঃ পার্থক্য নাই বলিয়া; তুমি যেমন আমার প্রাণাধিক প্রিয়, নিত্যানন্দও তেমনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়। **আমাতে প্রমাণ**—"ইহাই আমার নিশ্চয়—ধ্রুব বিশ্বাস। অ. প্র.।" অথবা, আমাতে প্রমাণ—তোমাতে এবং নিত্যানন্দে যে ভেদ নাই, তুমি যে বলিয়াছ—তোমার ভজন করিয়াও যিনি নিত্যানন্দের ভজন করেন না, নিত্যানন্দের প্রতি দ্বেষ করেন, তিনি কখনও তোমার প্রিয় হইতে পারেন না (২।৫।৯৫-৯৯ পয়ার দ্রষ্টব্য), তাহার প্রমাণ আমাতে (আমার মধ্যে, আমার চিত্তে) বিদ্যমান; যেহেতু, তুমি যখন নিত্যানন্দ সম্বন্ধে ঐ-সকল কথা বলিয়াছিলে, তখন আমিও সেই স্থলে উপস্থিত ছিলাম, আমি নিজেও সে-সকল কথা শুনিয়াছি এবং মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং নিত্যানন্দের সেবা আমার একান্ত কর্তব্য।

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥ ১৫
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্যসত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা॥" ১৬
এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে॥ ১৭
প্রভু বোলে "কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস? ১৮
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলে সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হয়্যা বর দিয়ে আমি॥ ১৯
'যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥ ২০
বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর।
সভার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥' ২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫-১৬। প্রভুর পূর্ববর্তী ১১-১২ পয়ারোক্তি-প্রসঙ্গে এই দুই পয়ার হইতেছে শ্রীবাসপণ্ডিতের উক্তি। তান্ত্রিক অবধূতেরা মদিরা পান করেন, পরস্ত্রীর সঙ্গেও মিলা-মিশা করেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ তান্ত্রিক অবধূত ছিলেন না, তিনি ছিলেন বেদানুগত অবধূত (১।৬।৩৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তিনি কখনও মদিরাও স্পর্শ করেন না, অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গও করেন না। তথাপি কখনও "মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। ইত্যাদি।" ইহা হইতেছে শ্রীবাসের উক্তি। অন্যথা—এখন নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে আমার চিত্তে যে ভাব আছে, তাহা হইতে অন্য প্রকার ভাব; নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীনতা।

১৭। এই পয়ার হইতে জানা যায়, নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের বিশ্বাস ও প্রীতি দেখিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন। **উঠে তার বুকে**—শ্রীবাসপণ্ডিতের বুকের উপরে উঠিলেন—যেন প্রভু সশরীরে শ্রীবাসের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেই প্রয়াস পাইতেছিলেন।

১৯। **মোর গোপ্য নিত্যানন্দ**—আমি যে নিত্যানন্দকে, নিত্যানন্দের মহিমাদিকে, গোপন করিয়া রাখিতে চাহি। **বর দিয়ে**—বর দিতেছি। প্রভু শ্রীবাসকে কি বর দিয়াছিলেন, পরবর্তী ২০-২১ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

২০-২১। প্রভু শ্রীবাসকে দুইটি বর দিলেন; একটি ব্যবহারিক—দারিদ্র্যহীনতা বা ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য-বিষয়ে, আর একটি পারমার্থিক—শ্রীবাসপণ্ডিতের পরিজনাদির, দাস-দাসী প্রভৃতির কথা তো দূরে, তাঁহার বাড়ীর বিড়াল-কুক্কুরেরও মহাপ্রভুতে অচলা ভক্তি হইবে। শ্রীবাস পণ্ডিত নিজে পরমভাগবোত্তম; তাঁহার পরিজনবর্গও পরম-ভক্তিমান্‌। প্রচুর ধনসম্পত্তি পাইলে, তাঁহারা তাহা, সাধারণ সংসারী লোকের ন্যায়, ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে নিয়োজিত করিবেন না; ভক্তগণের এবং ভগবানের সেবাতেই নিয়োজিত করিবেন। সুতরাং প্রচুর-ধনসম্পত্তি-সম্বন্ধীয় ব্যবহারিক বরও পারমার্থিকতার পরিপোষক হইয়া পারমার্থিক বররূপেই পরিণত হইবে। অর্থাভাব হইলে তাঁহারা ইচ্ছানুরূপভাবে ভক্ত-ভগবানের সেবা করিতে না পারিয়া দুঃখ অনুভব করিবেন বলিয়াই ভক্ত-বৎসল এবং ভক্তদুঃখ-কাতর মহাপ্রভু শ্রীবাসকে দারিদ্র্যহীনতার বর দিয়াছেন। **দারিদ্র**—দারিদ্র্য, দরিদ্রতা।

নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা'স্থানে।
সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে॥" ২২
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে' সর্ব্ব-নদীয়ানগর॥ ২৩
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই যায়—সন্তোষ অপার॥ ২৪
বালক সভার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে॥ ২৫
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া॥ ২৬
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়—আই করে পলায়ন॥ ২৭
একদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে॥ ২৮
"নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিলুঁ স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন॥ ২৯
বৎসর-পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥ ৩০
দুইজনে সান্তাইলা গোসাঞির ঘরে।
রামকৃষ্ণ লই দোঁহে হইলা বাহিরে॥ ৩১
তাঁর হাথে কৃষ্ণ, তুমি লই বলরাম।
চারিজনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥ ৩২
রাম-কৃষ্ণ ঠাকুর বোলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥ ৩৩
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা'দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥ ৩৪
নিত্যানন্দ বোলয়ে সে কাল গেল বয়্যা।
যে-কালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়া॥ ৩৫
ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার।
আপনা চিনিঞা ছাড়' সব-উপহার॥ ৩৬
প্রীতে যদি না ছাড়িবা, খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন ? ৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২। **সম্বরণ**—গোপন, রক্ষা। অথবা, কোনওরূপ চাঞ্চল্য দেখিলে তাহা সামলাইয়া লওয়া।

২৫। **গঙ্গাদাস-মুরারি**—গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও মুরারি গুপ্ত; ২।৯।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬। **আই**—শচীমাতা।

৩১। **সান্তাইলা**—প্রবেশ করিলা। **গোসাঞির ঘরে**—ঠাকুরঘরে, শ্রীমন্দিরে। **রাম-কৃষ্ণ**—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ। শচীমাতার দেবালয়ে শ্রীশ্রীবলরাম-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহও ছিলেন।

৩২। **তাঁর হাথে**—নিত্যানন্দের হাতে। "লই"-স্থলে "ধরি"-পাঠান্তর। **চারিজনে**—কৃষ্ণ, বলরাম, গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ—এই চারিজন।

৩৩। **ঢাঙ্গাতি**—শঠ, কপট; অথবা চোর-ডাকাইত। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে-পাঠান্তর—"কে বা তোরা ঢাঙ্গাইত বাহিরাও সিয়া।" সিয়া—আসিয়া। অথবা, গিয়া।

৩৫। **গেল বয়্যা**—অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন আর সে-কাল নাই। **যে-কালে**—দ্বাপর-লীলার কথা বলা হইয়াছে। "লুটিয়া"-স্থলে "লুঠিয়া"-পাঠান্তর—লুণ্ঠন করিয়া।

৩৬। **আপনা চিনিঞা**—নিজেদিগকে জানিয়া। তোমরা গোয়ালা, ব্রাহ্মণ নহ। আমরা ব্রাহ্মণ। এখন গোয়ালার অধিকার নাই, ব্রাহ্মণেরই অধিকার। এ-সমস্ত বিবেচনা করিয়া।

রাম কৃষ্ণ বোলে আজি মোর দোষ নাঞি।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি॥' ৩৮
'দোহাই কৃষ্ণের যদি করো আজি আন।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জগর্জ্জ করে রাম॥ ৩৯
নিত্যানন্দ বোলে তোর কৃষ্ণেরে কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর॥ ৪০
এইমত কলহ করহ চারিজন।
কাড়াকাড়ি করি সব করহ ভোজন॥ ৪১
কাহারো হাথের কেহো কাড়ি লই যায়।
কাহারো মুখের কেহো মুখ দিয়া খায়॥ ৪২
'জননি!' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে!
'অন্ন দেহ' মাতা! -মোরে ক্ষুধা বড় করে'॥ ৪৩
এতেক বলিতে মুঞি চৈতন্য পাইলুঁ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি তোমারে কহিলুঁ॥" ৪৪
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বোলে মধুর বচন॥ ৪৫
"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা!
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥ ৪৬
তোমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ়॥ ৪৭
মুঞি দেখোঁ বারেবার নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে, না কহি কারে লাজে॥ ৪৮
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥" ৪৯
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে॥ ৫০
বিশ্বম্ভর বোলে "মাতা! শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি ঝাট করাহ ভোজন॥" ৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৮। **বান্ধিয়া এড়িমু**—বাঁধিয়া রাখিব। **দুই ঢঙ্গ**—দুই কপটীকে, গৌর-নিত্যানন্দকে। **এই ঠাঞি**—এই মন্দিরে। দ্বিতীয় পয়ারার্ধ-স্থলে "বান্ধিয়া থুইব ঢঙ্গ দুই এক ঠাঞি॥"-পাঠান্তর। —তোমাদের দুই জনকে একসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিব।

৩৯। **আন**—অন্যথা, যদি বাঁধিয়া না রাখি। **রাম**—বলরাম।

৪১। ৪১-৪৪ পয়ার শচীমাতার উক্তি। "কাড়াকাড়ি করি সব"-স্থলে "ডাকাডাকি করি সভে"-পাঠান্তর। শচীমাতার স্বপ্নের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—নিত্যানন্দ ও বলরাম এবং গৌর ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। গত দ্বাপরে গোপ-গৃহে কৃষ্ণ-বলরামের আবির্ভাব এবং এই কলিতে তাঁহারাই গৌর-নিত্যানন্দরূপে ব্রাহ্মণগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুদ্ধ-বাৎসল্য-বিগ্রহা শচীমাতা লীলাশক্তির প্রভাবে নিতাই-গৌরের স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। বাৎসল্যময়ী শচীমাতা ইহাকে তাঁহাদের এক রঙ্গ-কৌতুক বলিয়া মনে করিয়াছেন—পাঁচ বৎসরের বালকের রঙ্গ-কৌতুক।

৪৩। **মোরে ক্ষুধা বড় করে**—আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে।

৪৪। "কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি"-স্থলে "কিছু নাহি বুঝিলাঙ"-পাঠান্তর।

৪৬। **সুস্বপ্ন**—শুভ স্বপ্ন। "বড়ই সুস্বপ্ন"-স্থলে "বড় শুভ (ভাল) স্বপ্ন"-পাঠান্তর।

৪৭। **পরতেখ**—প্রত্যক্ষ, জাগ্রত। **হৈল দঢ়**—আমার চিত্ত (বিশ্বাস) দৃঢ় হইল। পরবর্তী দুই পয়ার দ্রষ্টব্য।

৫০। **লক্ষ্মী**—গৌর-লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। **অন্তরে থাকিয়া**—একটু দূরে, আড়ালে থাকিয়া।

পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা ॥ ৫২
নিত্যানন্দ-স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর ॥ ৫৩
"আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা—করাইল শিক্ষা ॥" ৫৪
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ 'বিষ্ণুবিষ্ণু' বোলে।
"চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে ॥ ৫৫
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল ॥" ৫৬
এত বলি দুই জনে হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণকথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে ॥ ৫৭
আসিয়া বসিলা একঠাঞি দুইজন।
গদাধর-আদি আর পরমাপ্তগণ ॥ ৫৮
ঈশান দিলেন জল—ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥ ৫৯
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৬০
(এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুইজন ॥) ৬১
আই পরিবেষণ করে পরম-সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা—দুইজন হাসে ॥ ৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫২। প্রথম পয়ারার্ধ স্থলে পাঠান্তর—"পুত্রের বচন শুনি শচী হর্ষ হৈলা।" **ভিক্ষার সামগ্রী**—নিত্যানন্দের আহারের দ্রব্য। নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন; সন্ন্যাসীদের আহারকে ভিক্ষা বলা হয়।

৫৬। **এ-বুঝিয়ে**—আমি বুঝিতে পারিয়াছি। **বাসহ**—মনে কর। "এ বুঝিয়ে"-স্থলে "যে বুঝিয়া"-এবং "দেখহ"-স্থলে "বাসহ"-পাঠান্তর। **আপনার মত ইত্যাদি**—তুমি সকলকেই নিজের মত দেখ। তাৎপর্য—তুমি নিজেই চঞ্চল, এজন্য অন্য সকলকেও—আমাকেও—চঞ্চল বলিয়া মনে কর।

৫৯। **ঈশান**—শচীমাতার গৃহভৃত্য। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে পরবর্তী ৬০-৬২ পয়ারস্থলে, এইরূপ পরিবর্তিত পাঠ আছে। যথা—"কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ। সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুই জন॥ আই পরিবেষণ করে পরম হরিষে। দুই ভাই ভোজন করে আনন্দে সন্তোষে॥"

৬১। **সেই ভাব**—সেই শ্রীরাম-লক্ষ্মণের ভাব। **সেই প্রেম**—পরস্পরের প্রতি শ্রীরাম-লক্ষ্মণের যেরূপ প্রেম বা প্রীতি, গৌর-নিত্যানন্দেরও পরস্পরের প্রতি তদ্রূপ প্রেম বা প্রীতি। **সেই দুই জন**—গৌর-নিত্যানন্দও যেন ঠিক সেই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।

৬২। **আই পরিবেষণ** ইত্যাদি—পরমসন্তোষে (অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দের সহিত) আই (শচীমাতা) গৌর-নিত্যানন্দকে ভোজ্যদ্রব্য পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। "আই পরিবেষণ করে পরম"-স্থলে "আই পরিবেষণ করেন"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা—(এ-স্থলে "ভিক্ষা"-বলিতে "ভোজ্যদ্রব্যই" বুঝায়।) শচীমাতা গৌর ও নিত্যানন্দ—এই দুইজনকেই দুই ভাগে (দুই পাত্রে) ভোজ্যদ্রব্য পরিবেষণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই ভোজ্যদ্রব্য তিন ভাগ হইয়া গেল। ভিক্ষাদ্রব্য, দুই পাত্রের স্থলে, তিন পাত্রে অবস্থিত দৃষ্ট হইল।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহা দেখিয়া দুই জন হাসে—গৌর ও নিত্যানন্দ—এই দুইজন হাসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই হাসি হইতেছে আনন্দের হাসি; একটি অতিরিক্ত পাত্রে ভোজ্যদ্রব্য দেখিয়া গৌর-নিত্যানন্দের আনন্দ জন্মিল এবং সেই আনন্দের আবেশে তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন।

পরবর্তী "আর বার আসি আই"-এই বাক্য হইতে বুঝা যায়, গৌর-নিত্যানন্দকে ভোজ্যদ্রব্য পরিবেষণ করিয়া কোনও কারণে শচীমাতা সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং পরে সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দুই জনের ভোজ্যদ্রব্য যে তিনভাগ হইয়া গিয়াছে, তাহা শচীমাতা দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, ভোজ্যদ্রব্য তিন ভাগ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া গৌর-নিত্যানন্দের মনে যে একটা আনন্দের ভাব জন্মিয়াছে, গ্রন্থকার তাহা বলিয়াছেন। শচীমাতা যদি তাহা দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনেও বিস্ময়ের, বা অপর কিছুর, ভাব অবশ্যই জন্মিত এবং তাহা জন্মিলে গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করিতেন; কিন্তু গ্রন্থকার শচীমাতার মনোভাব-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, শচীমাতা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখেন নাই; সুতরাং ইহাতে বুঝা যায় যে, শচীমাতার সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়ার পরেই ভোজ্যদ্রব্য তিন ভাগ হইয়াছিল। সেই স্থানে ফিরিয়া আসার পরেও শচীমাতা যে তিনভাগ ভোজ্যদ্রব্য দেখিয়াছেন, গ্রন্থকারের পরবর্তী পয়ারের উক্তি হইতে তাহাও জানা যায় না; ফিরিয়া আসার পরে তিন ভাগ ভোজ্যদ্রব্য দেখিলে গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করিতেন। শচীমাতা ফিরিয়া আসিয়া, গৌর-নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ পাঁচ বৎসরের শিশুরূপে দেখিয়াছিলেন—একথামাত্রই বলা হইয়াছে।

এক্ষণে পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। গ্রন্থকারের বাস্তব অভিপ্রায় কি, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। প্রকরণ-অনুসারে যাহা মনে জাগে, সুধীবৃন্দের বিবেচনার নিমিত্ত তাহাই বলা হইতেছে।

দুই ভাগ ভোজ্যদ্রব্য আপনা-আপনি তিন ভাগ হইয়া গেল, ইহা নিশ্চয়ই এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইহা লীলাশক্তির বা ঐশ্বর্যশক্তিরই কার্য। আবার ভোজ্যদ্রব্যকে তিন ভাগ হইতে দেখিয়া গৌর-নিত্যানন্দের চিত্তেও আনন্দ জন্মিল। বিস্ময় না জন্মিয়া আনন্দই বা জন্মিল কেন? আনন্দ যখন জন্মিয়াছে, তখন বুঝা যায়, গৌর-নিত্যানন্দকে কোনও এক কৌতুক-রঙ্গ উপভোগ করাইবার উদ্দেশ্যেই লীলাশক্তি দুই ভাগ ভোজ্যদ্রব্যকে তিন ভাগ করিয়াছেন। বিস্ময় জন্মে নাই বলার হেতু এই যে, বিস্ময়ে হাসির উদয় হয় না, স্তব্ধতার ভাবই জন্মে। বিস্ময় জন্মিলে গৌর-নিত্যানন্দ বরং হতবুদ্ধির ন্যায় পরস্পরের প্রতি চাহিয়াই থাকিতেন, হাসিতেন না।

কিন্তু কিরূপ কৌতুক-রঙ্গ উপভোগ করাইবার জন্য লীলাশক্তির এতাদৃশ কার্য? প্রকরণ হইতে তাহার একটা অনুমান করা যায়। শচীমাতা গৌরের নিকটে তাঁহার দৃষ্ট স্বপ্নের বৃত্তান্ত-কথন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন, গৌর-নিত্যানন্দ, "বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া (পূর্ববর্তী ৩০-পয়ার)", "কাঢ়াকাঢ়ি করিয়া" ভোজন করিতেছেন (পূর্ববর্তী ৪১ পয়ার)। শচীমাতা ইহা স্বপ্নেই দেখিয়াছেন। গৌর-নিত্যানন্দ বাস্তবিক সেখানে "কাঢ়াকাঢ়ি করিয়া" ভোজন করেন নাই এবং

আরবার আসি আই দুইজন দেখে। বৎসর-পাঁচের শিশু যেন পরতেখে॥ ৬৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুরা "কাড়াকাড়ি করিয়া" ভোজনে যে আনন্দ পায়, তাঁহারা সেই আনন্দও উপভোগ করেন নাই। অথচ সেইরূপ আনন্দ যে অত্যন্ত লোভনীয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। গৌর-নিত্যানন্দকে এই লোভনীয় আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্যই লীলাশক্তি দুই ভাগ ভোজ্যদ্রব্যকে তিন ভাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। দুই ভাগ ভোজ্যদ্রব্যকে তিন ভাগ করিয়াই লীলাশক্তি গৌর-নিত্যানন্দের চিত্তে, অতিরিক্ত এক ভাগ ভোজ্যদ্রব্যকে কাড়াকাড়ি করিয়া খাওয়ার জন্য ইচ্ছা জন্মাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে পাঁচ বৎসরের শিশুও করিয়া দিলেন—যেন নিঃসঙ্কোচে তাঁহারা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে পারেন এবং অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন; তাঁহাদিগকে পাঁচ বৎসরের শিশু করিয়া না দিলে, হয়তো কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে তাঁহাদের মনে একটু সঙ্কোচ জন্মিত। পাঁচ বৎসরের বালকরূপে কাড়া-কাড়ি করিয়া খাওয়ার ইচ্ছা জন্মিয়াছে বলিয়া এবং কাড়াকাড়ি করিয়া খাওয়ার মতন তৃতীয় একটি পাত্রে ভোজ্যদ্রব্যও রহিয়াছে দেখিয়াই তাঁহাদের আনন্দ জন্মিল এবং সেই আনন্দের আবেশেই তাঁহারা হাসিতেছিলেন।

উল্লিখিতরূপ অনুমান যদি বিচার-সহ হয়, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করা যায় যে, গৌর-নিত্যানন্দ পাঁচ বৎসরের বালকরূপে, তৃতীয় পাত্রের ভোজ্যদ্রব্য কাড়াকাড়ি করিয়া ভোজনও করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমান না করিলে, লীলাশক্তির উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সার্থকতা লাভ করিত না, সিদ্ধ হইত না।

শচীমাতা যখন সে-স্থানে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন লীলাশক্তি, শচীমাতাকে অন্য একটি ঐশ্বর্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে, গৌর-নিত্যানন্দের কাড়াকাড়ি করিয়া ভোজন-লীলাকে অন্তর্হিত করিলেন, কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের পাঁচ বৎসর বয়সের রূপটিকে রাখিয়া দিলেন। এজন্য শচীমাতা আসিয়া দেখিলেন—গৌর-নিত্যানন্দ প্রত্যক্ষ পাঁচ বৎসরের শিশু। (পরবর্তী ৬৬ ও ৬৮ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য)।

৬৩। অন্বয়। আই (শচীমাতা) আর বার (আর এক বার। একবার আসিয়া পরিবেষণ করিয়াছিলেন, পরিবেষণের পরে কোনও কারণে সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে আর একবার সে-স্থানে ফিরিয়া) আসি (আসিয়া তিনি সেই) দুই জনকে (গৌর-নিত্যানন্দকে) দেখে (দেখিলেন, তাঁহারা) যেন পরতেখে (প্রত্যক্ষ—ঠিক) বৎসর-পাঁচের (বৎসর পাঁচেক বয়সের) শিশু। এই উক্তি হইতে মনে হয়—শচীমাতা গৌর-নিত্যানন্দকেই পাঁচ বৎসরের শিশুরূপে দেখিয়াছেন; তাঁহাদের চেহারাদি এবং গাত্রবর্ণাদির কোনওরূপ পরিবর্তন তিনি দেখেন নাই। যদি তিনি তাঁহাদের চেহারাদির বা গাত্রবর্ণাদির পরিবর্তন দেখিতেন, কিম্বা পরবর্তী পয়ারোক্ত রূপই দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি গৌর-নিত্যানন্দকে দেখিতেন না এবং তাঁহাদের অদর্শনে তিনি বিস্মিত হইতেন এবং তাঁহারা কোথায় গেলেন, তাহারও অনুসন্ধান করিতেন। কিন্তু

কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ—দুই দিগম্বর ॥ ৬৪
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ দেখে মকরকুণ্ডল ॥ ৬৫
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে ॥৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহার কোনও উল্লেখ নাই। পরবর্তী ৬৬-পয়ারের উক্তি হইতেও বুঝা যায়, শচীমাতা পাঁচ-বৎসরের শিশুরূপে গৌর-নিত্যানন্দকেই দেখিয়াছেন (৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শচীমাতা গৌর-নিত্যানন্দের চেহারাদি এবং গাত্রবর্ণাদি পূর্ববৎই দেখিয়াছিলেন, কেবল বয়সে দেখিলেন, তাঁহারা যেন পাঁচ বৎসরের শিশু। কিন্তু হঠাৎ আবার দেখিলেন, তাঁহারা অন্যরূপ ধারণ করিয়াছেন (পরবর্তী দুই পয়ারে এই অন্যরূপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে)।

৬৪-৬৫। **কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে** ইত্যাদি—শচীমাতা দেখিলেন, গৌর ও নিত্যানন্দ—এই দুই জনের বর্ণই যথাক্রমে মনোহর কৃষ্ণ এবং শুক্ল—গৌরের বর্ণ অতি মনোরম কৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দের বর্ণ অতি মনোরম শুক্ল—শ্বেত। অর্থাৎ শচীমাতা গৌরকে দেখিলেন কৃষ্ণরূপে এবং নিত্যানন্দকে দেখিলেন বলরামরূপে। বলরামের বর্ণ শুক্ল—রজত-ধবল। **দুইজন চতুর্ভুজ**—শচীমাতা আরও দেখিলেন, তাঁহারা উভয়েই চতুর্ভুজ—কৃষ্ণও চতুর্ভুজ এবং বলরামও চতুভুজ এবং উভয়েই **দিগম্বর**—দিগ্‌বসন, উলঙ্গ। **শঙ্খ-চক্র** ইত্যাদি—শচীমাতা আরও দেখিলেন, সেই কৃষ্ণ-বলরাম শঙ্খ-চক্র-গদাদিদ্বারা ভূষিত, অর্থাৎ দিগম্বর বলরামের হাতে শ্রীহল ও মুষল শোভা পাইতেছে (হল ও মুষল হইতেছে বলরামের অস্ত্র) এবং দিগম্বর কৃষ্ণের হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং তাঁহার বক্ষোদেশে শ্রীবৎস (দক্ষিণাবর্ত গোলাকার শ্বেতরোমাবলী) এবং কৌস্তুভ (অপূর্ব মণিবিশেষ) এবং কর্ণে মকর-কুণ্ডল (মকরাকৃতি কুণ্ডল) শোভা পাইতেছে।

৬৫ পয়ারে "দেখে"-স্থলে "বক্ষে"-পাঠান্তর। বক্ষে—বক্ষঃস্থলে। (এই পয়ার-প্রসঙ্গে পরবর্তী ৬৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৬৬। **আপনার বধূ** ইত্যাদি—শচীমাতা আরও দেখিলেন, তাহার নিজের বধূ (পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী) তাঁহার পুত্রের (কৃষ্ণরূপধারী গৌরের) হৃদয়ে (বক্ষঃস্থলে) বিরাজিতা। ইহাদ্বারা লীলাশক্তি শচীমাতাকে জানাইলেন যে, স্বয়ং গৌরই কৃষ্ণরূপে তাঁহার সাক্ষাতে বিরাজমান (শচীমাতা যে-কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, তাঁহার বক্ষঃস্থলেই তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া একমাত্র গৌরের বক্ষঃস্থলেই থাকিতে পারেন। সুতরাং শচীমাতার দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং গৌর, লীলা-শক্তি শচীমাতাকে তাহাই জানাইলেন। গৌরকে সরাইয়া দিয়া সে-স্থলে যে শ্রীকৃষ্ণ আসেন নাই, বিষ্ণুপ্রিয়ার দর্শনে তাহাই জানা যাইতেছে)। শচীমাতা এই অদ্ভুত ব্যাপার **সকৃত দেখি**—ইত্যাদি—একবার মাত্র দেখিলেন, তাহার পরে আর কিছু দেখিতে পাইলেন না।

৬৩-৬৪ এবং ৬৬ পয়ারত্রয়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়, শচীমাতা ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে গৌর-নিত্যানন্দকেই পাঁচ বৎসরের শিশুরূপে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে গৌর-নিত্যানন্দ,

পড়িলা মূর্চ্ছিতা হৈয়া পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥ ৬৭

অন্নময় সব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে ॥ ৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহাও তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পরেই সেই গৌর-নিত্যানন্দকে তিনি কৃষ্ণ-বলরাম-রূপে দেখিয়াছিলেন এবং গৌরকেই যে তিনি কৃষ্ণরূপে এবং নিত্যানন্দকেই গৌররূপে দেখিতেছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে, যিনি কৃষ্ণরূপে দৃষ্ট হইতে-ছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্র এবং সেই পুত্রের হৃদয়েই বিষ্ণুপ্রিয়া অবস্থিতা।

শচীমাতা পূর্বরাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমন্দিরস্থ কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ কলহ করিতেছিলেন এবং নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-বলরামকে বলিয়াছিলেন, "গোয়ালারূপে যে-কালে তোমরা দধি-নবনীত লুটিয়া খাইয়াছিলে, সে-কাল গত হইয়াছে, তোমাদের গোয়ালত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, এখন বিপ্রের অধিকার আসিয়াছে। (পূর্ববর্তী ৩৫-৩৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।" নিত্যানন্দের এই উক্তির গূঢ় তাৎপর্য হইতেছে এই যে—"কৃষ্ণ-বলরাম দ্বাপরেই গোপরূপে বিহার করেন, কলিতে তাঁহারা কখনও গোপরূপে অবতীর্ণ হয়েন না। কোনও কোনও কলিযুগেই তাঁহারা বিপ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়া থাকেন। এক্ষণে দ্বাপরযুগ অতীত হইয়াছে এবং যে-কলিযুগে কৃষ্ণ-বলরাম বিপ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন, এখন সেইরূপ এক কলিযুগ আসিয়াছে।" লীলাশক্তি শচীমাতাকে প্রথমে গৌর-নিত্যানন্দকে পাঁচ বৎসরের বালকরূপে দেখাইয়া পরে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-বলরামরূপে দেখাইলেন। ইহাদ্বারা লীলাশক্তি জানাইলেন—যাঁহারা দ্বাপরে কৃষ্ণ-বলরামরূপে গোয়ালা হইয়া গোপলীলা করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন এই কলিতে বিপ্ররূপে গৌর-নিত্যানন্দ। পরবর্তী ৬৮ পয়ারের টীকাও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৬৭। **পড়িলা মূর্চ্ছিতা** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৬৪-৬৬-পয়ারোক্ত অদ্‌ভুত দৃশ্য দেখিয়া শচীমাতা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। **তিতিল বসন** ইত্যাদি—তাঁহার নয়ন হইতে অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই অশ্রুধারায় তাঁহার পরিধানের বস্ত্র ভিজিয়া গেল। লীলাশক্তির প্রভাবে শচীমাতা কৃষ্ণ-বলরামের অপূর্ব মাধুর্যের উপভোগ পাইয়াছেন; তাঁহার নয়নে এই মাধুর্যের অনুভব-জনিত আনন্দের অশ্রুই ক্ষরিত হইতেছিল। তাঁহাদের অপূর্ব ঐশ্বর্যাত্মক রূপ দেখিয়া তিনি আবার মূর্চ্ছাপ্রাপ্তও হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বলরামের অপূর্ব মাধুর্য এবং অপূর্ব ঐশ্বর্য—উভয়ই তাঁহার উপরে একসঙ্গে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

৬৮। **অন্নময় ঘর** ইত্যাদি—সমস্ত ঘরে অন্ন ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে বুঝা যায়, আরও অন্নাদি ভোজ্যোপকরণ আনিবার জন্যই শচীমাতা প্রথম পরিবেষণের পরে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন; অন্নাদি লইয়া আসা মাত্রই পূর্বোল্লিখিত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তিনি যখন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার হাতের অন্নাদিও সমস্ত ঘরে ছড়াইয়া পড়িল। **অপূর্ব্ব দেখিয়া** ইত্যাদি—পূর্বোল্লিখিত অদ্ভুত ঐশ্বর্য দেখিয়া শচীমাতা বাহ্যজ্ঞান-হারা (মূর্চ্ছিত) হইয়া পড়িলেন।

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বাহ্যজ্ঞানের বিলুপ্তি-সাধন, বা মূর্ছার উৎপাদন, যে অপূর্ব ঐশ্বর্যের একটি ধর্ম, তাহা অন্যত্রও দেখা গিয়াছে। দিগম্বর শিশু নিমাইর অপূর্ব ঐশ্বর্যের দর্শনে তৈর্থিক বিপ্রের, গৌরের অপূর্ব ষড়্‌ভুজ্‌ রূপের দর্শনে নিত্যানন্দের এবং ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব ঐশ্বর্যের দর্শনে ব্রহ্মারও মূর্ছাপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

শচীমাতা যে ঐশ্বর্য দর্শন করিলেন, তাহার রহস্য কি, তাহার অপূর্বতাই বা কি, এক্ষণে সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

শচীমাতা প্রথমে গৌর-নিত্যানন্দকে দেখিলেন বৎসর-পাঁচেকের শিশুর মতন। তৎক্ষণাৎ সেই গৌর-নিত্যানন্দকেই দেখিলেন কৃষ্ণ-বলরামরূপে। সেই কৃষ্ণ-বলরামকেই দেখিলেন দিগম্বর—উলঙ্গ। সুতরাং সেই কৃষ্ণ-বলরামও ছিলেন বৎসর-পাঁচেকের শিশু এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট। ঈশ্বরাভিমান লইয়া ভগবান্ যখন শিশুরূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি উলঙ্গ থাকেন না। কংস-কারাগারে দেবকী-দেবী হইতে ভগবান্ যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরিধানে পীতবসন ছিল। ইহা হইতেই জানা যায়, শচীদেবীদৃষ্ট শিশু কৃষ্ণ-বলরাম ছিলেন নর-অভিমানবিশিষ্ট। নর-অভিমান-বিশিষ্ট শিশু কৃষ্ণ-বলরাম কেবলমাত্র ব্রজেই বিরাজিত, অন্য কোনও ধামে নহে; সুতরাং শচীমাতা ব্রজবিহারী কৃষ্ণ-বলরামকেই দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শিশু কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিলেন চতুর্ভুজরূপে। ইহা এক অপূর্ব ব্যাপার। কেননা, ব্রজবিহারী শিশু-কৃষ্ণ-বলরাম যে কখনও চতুর্ভুজ রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, এ-কথা পূর্বে কখনও শুনা যায় নাই; ইহা পূর্বে কখনও দেখাও যায় নাই। আবার সেই শিশু চতুর্ভুজ কৃষ্ণ-বলরামকে তিনি দেখিলেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীহল-মুষল-শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-মকরকুণ্ডলধারী। ইহাও আর একটি অপূর্ব ব্যাপার; যেহেতু, ব্রজবিহারী কৃষ্ণ-বলরামের এতাদৃশ অস্ত্রাদি পূর্বে কখনও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই।

এই অপূর্ব ঐশ্বর্যাত্মক রূপের তাৎপর্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে, শ্রীবলরাম-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

তৈর্থিক বিপ্রের নিকটে অদ্ভুত রূপের এবং নিত্যানন্দের নিকটে অদ্ভুত ষড়্‌ভুজরূপের প্রকটনে দেখা গিয়াছে, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ঐশ্বর্যশক্তি যখন অপূর্বরূপের প্রকটন করেন, তখন একই বিগ্রহে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের বিশেষ লক্ষণগুলির সমাবেশ হয়। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে কোনও বিশেষ ঐশ্বর্য প্রকটিত হইলে অপূর্ব সমাবেশের কথা শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনের জন্য ব্রহ্মার ইচ্ছা হইলে, তাঁহার এই ইচ্ছা পূরণের জন্য যে ঐশ্বর্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাতেও অপূর্ব সমাবেশ ছিল। শাস্ত্র হইতে একজনমাত্র বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের কথাই জানা যায়; কিন্তু ব্রহ্মা দেখিয়াছেন অসংখ্য নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের বৎস অসংখ্য, তাঁহার সঙ্গের বৎসপাল-গোপশিশুও অসংখ্য। ব্রহ্মা দেখিলেন, এই অসংখ্য বৎস ও বৎসপালের প্রত্যেকেই এবং বৎসপালদের সিঙ্গা-বেত্রও প্রত্যেকে, একজন বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণ। আবার. একই বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের অধীনেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায়; কিন্তু ব্রহ্মা দেখিলেন, তাঁহার দৃষ্ট অসংখ্য নারায়ণের প্রত্যেকের

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অধীনেই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি নারায়ণের স্তবস্তুতি করিতেছেন। ইহাও এক অপূর্ব অদ্ভুত সমাবেশ। এ-স্থলেও তদ্রূপই একই বিগ্রহে বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের অপূর্ব সমাবেশ। শচীদেবীদৃষ্ট অপূর্ব সমাবেশময় ঐশ্বর্যের তাৎপর্য কি হইতে পারে, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

কংস-কারাগারে দেবকীদেবী হইতে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিও ছিলেন চতুর্ভুজ, তিনিও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কৌস্তুভ, এবং মকর-কুণ্ডলাদি নানা-অলঙ্কারে ভূষিত ছিলেন। শচীদেবী-দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও এ-সমস্ত দৃষ্ট হয়। ইহাদ্বারা ঐশ্বর্যশক্তি শচীমাতাকে জানাইলেন যে, কংস-কারাগারে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিও এই ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহারও মূল। আবার বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণও চতুর্ভুজ, দ্বারকাচতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বাসুদেবও চতুর্ভুজ (হ. ভ. বি. ॥ ১৮।৬৯-ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর-প্রমাণ)। চতুর্ভুজ ভগবৎ-স্বরূপ আরও আছেন। শচীদেবীদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের চারিটি ভুজের উপলক্ষণে সমস্ত চতুর্ভুজ-ভগবৎ-স্বরূপও উপলক্ষিত হইতে পারে। ইহাদ্বারাও ঐশ্বর্যশক্তি জানাইলেন, সমস্ত চতুর্ভুজ ভগবৎস্বরূপও ব্রজবিহারী এই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই তৎসমস্তের মূল। দ্বারকাচতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণের উপলক্ষণে ইহাও জানা গেল যে, দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের মূলও শ্রীকৃষ্ণ। আবার, অনন্ত-চতুর্ব্যূহের মূল দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ বলিয়া, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই যে অনন্ত-চতুর্ব্যূহেরও মূল, তাহাই সূচিত হইল। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ বলিয়া, বলরামের অংশাংশাদি—কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি—ভগবৎস্বরূপ-সমূহের আদি মূলও শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপে, শচীদেবীদৃষ্ট অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রকটিত করিয়া ঐশ্বর্যশক্তি শচীমাতাকে জানাইলেন যে, তাঁহার দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ (সুতরাং—শ্রীগৌরই সেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া—শ্রীগৌরও) সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের আদি মূল, অর্থাৎ পরব্রহ্ম-স্বয়ংভগবান্।

"শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল। শ্রীবৎস, কৌস্তুভ দেখে মকর-কুণ্ডল ॥"—এই ৬৫-পয়ারে উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্যই কৃষ্ণ-বলরাম উভয়ের মধ্যেই শচীমাতা দেখিয়াছিলেন কিনা, পয়ারোক্তি হইতে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। শ্রীহল-মুষল যদি শ্রীকৃষ্ণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ যে বলরামেরও মূল, ঐশ্বর্যশক্তি তাহাই জানাইলেন; যেহেতু, শ্রীহল-মুষল হইতেছে বলরামের বিশেষ লক্ষণ।

শচীমাতা আরও দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীকৃষ্ণরূপে দৃষ্ট তাঁহার পুত্র গৌরের হৃদয়ে অবস্থিত। ঐশ্বর্যশক্তি ইহাদ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্বরূপতত্ত্বই শচীমাতাকে জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বা শচীদেবীদৃষ্ট কৃষ্ণরূপ গৌর, হইতেছেন সচ্চিদানন্দতত্ত্ব। তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিব্যতীত অপর কিছুই তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারে না। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যখন তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও হইবেন তত্ত্বতঃ তাঁহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, জীবতত্ত্ব নহেন।

এক্ষণে শচীদেবীদৃষ্ট বলরাম-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। ৬৫-পয়ারে কথিত শঙ্খ-চক্রাদি সমস্ত দ্রব্য যে বলরামেও দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। কেননা, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, এ-সমস্ত দ্রব্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রজের বলরামেও যদি এ-সকল দ্রব্য

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে বলরামেরও স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইবে। কিন্তু বলরাম স্বয়ংভগবান্ নহেন ; তিনি হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ ; বলরাম নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার ভর্ত্তা এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলিয়া মনে করেন (ভা. ১০।১৩।১৪)। যদি বলা যায়, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া ঐশ্বর্য-শক্তিরূপে শচীদেবীদৃষ্ট অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণরূপে যখন অদৃষ্টপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব সমাবেশ সাধন করিয়াছেন, তখন তিনি বলরামেও শঙ্খ-চক্রাদি স্বয়ংভগবত্তা-জ্ঞাপক লক্ষণ-সমূহের সমাবেশ করিতে পারিবেন না কেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যোগমায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী হইলেও স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারেন না, স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটানও যায় না। কেননা, কোনও বস্তুর স্বরূপের ব্যত্যয়ই সম্ভব নহে। যাহার ব্যত্যয় সম্ভব, তাহাকে বস্তুর স্বরূপও বলা হয় না। যে-স্থলে এক রূপকে অন্যরূপ করিলে, কিম্বা এক ভাবকে অন্য ভাবে রূপান্তরিত করিলে স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না, অথচ যাহা যোগমায়াব্যতীত অপর কেহ করিতে পারে না, অর্থাৎ অপরের পক্ষে যাহা অঘটন, যোগমায়া তাহা করিতে পারেন বলিয়াই তাঁহাকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলা হয়। বলরামের স্বরূপ হইতেছে এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; তাঁহার কৃষ্ণাংশত্ব ঘুচাইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণের ন্যায় স্বয়ংভগবান্‌রূপে প্রকটিত করিলে তাঁহার স্বরূপের ব্যত্যয় হয়। যোগমায়া তাহা করেন না, করিতে পারেনও না। সুতরাং ৬৫-পয়ারোক্ত সমস্ত দ্রব্যই যে বলরামেও দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা মনে করা যায় না। শ্রীহল এবং মুষলই দৃষ্ট হইয়াছিল। শচীদেবীদৃষ্ট বলরামের চতুর্ভুজত্ব-সম্বন্ধে একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, "অথ বলরামমূর্ত্তিলক্ষণম্। তৃতীয়ং তু যথা রামং চতুর্ব্বাহুং শৃণুষ মে। বামোর্দ্ধং লাঙ্গলং দদ্যাদধঃ শঙ্খং সুশোভনম্॥ গদাং কৃপাণং বা দদ্যাৎ সংস্থানে শক্তিচক্রয়োঃ। কৃত্বৈবং বলদেবং তু যো নরঃ স্থাপয়েৎ প্রভুম্। পুত্রং দদাতি তস্যাথ বিপক্ষাংশ্চ জয়ত্যসৌ॥ হ. ভ. বি.॥ ১৮।৬৯-ধৃত শ্রীহয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র-প্রমাণ॥—তৃতীয় রাম অর্থাৎ বলরাম-মূর্ত্তির লক্ষণঃ—অতঃপর চতুর্বাহু বলদেবাখ্য রামমূর্তির লক্ষণ বলিতেছি, অবধান কর। ইঁহার বামভাগের ঊর্দ্ধ করে লাঙ্গল ও অধঃকরে মনোহর শঙ্খ থাকিবে এবং শক্তিস্থানে গদা ও চক্রস্থানে খড়্গ বিন্যাস করিবে। এইরূপ বলরামমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করিলে স্থাপনকর্ত্তার পুত্র লাভ হয় এবং তিনি শত্রুজয়ে সমর্থ হইয়া থাকেন।—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন কৃত অনুবাদ।" এই প্রমাণ-কথিত বলরাম-বিগ্রহ হইতেছেন চতুর্ভুজ ; লাঙ্গল, শঙ্খ, গদা ও খড়্গ হইতেছে তাঁহার অস্ত্র। ইনি ব্রজবিহারী বলরামের অংশরূপ আবির্ভাব বিশেষই হইবেন। তাঁহার বিশেষ লক্ষণ হইতেছে চতুর্ভুজত্ব। শচীদেবীদৃষ্ট বলরামের চতুর্ভুজত্বদ্বারা ঐশ্বর্যশক্তি জানাইলেন যে, চতুর্ভুজ বলরামের অংশীও এই ব্রজবিহারী বলরাম। ইহাও জানাইলেন যে, এই শিশু-বলরামই পরে যথাসময়ে এবং যথাস্থানে শ্রীহল এবং মুষল ধারণ করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্যশক্তি পূর্বরাত্রিতে স্বপ্নযোগে শচীমাতাকে বৎসর-পাঁচেকের কৃষ্ণ-বলরামের সহিত বৎসর-পাঁচেকের গৌর-নিত্যানন্দের প্রেম-কোন্দল দেখাইয়াছেন। এই দিন বৎসর-পাঁচেকের গৌর-নিত্যানন্দকে বৎসর-পাঁচেকের কৃষ্ণ-বলরামরূপে দেখাইয়া ঐশ্বর্যশক্তি মাতাকে জানাইলেন, ব্রজবিহারী পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন গৌর, এবং ব্রজবিহারী বলরামই হইতেছেন নিত্যানন্দ।

আথে ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাথ দিয়া জননীরে তোলে ধরি॥ ৬৯

"উঠ উঠ মাতা! তুমি স্থির কর' চিত।
কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত?" ৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ঐশ্বর্যশক্তি এইরূপে গৌর-নিত্যানন্দের স্বরূপ-তত্ত্ব শচীমাতার নিকটে প্রকাশ করিলেন। দ্বাপর-লীলায়, যশোদামাতার ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী শিশুকৃষ্ণের মুখে এবং মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় শিশু-কৃষ্ণের মুখেও ঐশ্বর্যশক্তি যশোদামাতাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন। নবদ্বীপ-লীলাতেও শচীমাতাকে তাহা জানাইলেন।

শচীমাতার এই ঐশ্বর্য-দর্শনের কথা কবিরাজ গোস্বামীও উল্লেখ করিয়াছেন। "তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই॥ চৈ. চ.॥ ১।১৭।১৫॥" বৃন্দাবনদাসঠাকুর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন নাই, ঘটনাটির উল্লেখমাত্র করিয়াছেন।

৬৯। অন্বয়। (শচীমাতাকে মূর্ছিত অবস্থায় ভূমিতে পতিত দেখিয়া) মহাপ্রভু আথে ব্যথে (অস্ত-ব্যস্ত হইয়া, অতি তাড়াতাড়ি, উঠিয়া)। আচমন করিয়া (শচীমাতার) গায়ে হাত দিয়া ধরিয়া জননীকে তুলিলেন। "আচমন করি"-বাক্য হইতে বুঝা যায়, প্রথম পরিবেষণের পরে শচীমাতা যখন বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে গৌর-নিত্যানন্দ ভোজন করিতেছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের ভোজন দেখার সুযোগ মাতার হয় নাই; যেহেতু, তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উচ্ছিষ্টমাখা হাতে মাতাকে ধরা সঙ্গত হইবে না বিবেচনা করিয়াই গৌরসুন্দর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আচমন করিয়া মাতাকে ধরিলেন।

৭০। অন্বয়। (মায়ের গায়ে হাত দিয়া ধরিয়া তুলিবার সময়ে, মাতার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে, প্রভু তাঁহাকে বলিলেন) মাতা! উঠ, উঠ; তুমি চিত্ত স্থির কর। কেনই বা তুমি আচম্বিতে (অকস্মাৎ, হঠাৎ) পৃথিবীতে (মাটীর উপরে) পড়িলা (পড়িয়া গেলে)? "উঠ উঠ মাতা তুমি"-স্থলে "উঠ উঠ উঠ মাতা"-পাঠান্তর। চিত—চিত্ত। এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, শচীমাতা যে ঐশ্বর্য দেখিয়াছেন, শ্রীগৌর তাহা দেখেন নাই। গৌরের তত্ত্ব জানাইবার জন্য ঐশ্বর্যশক্তি শচীমাতাকেই ঐশ্বর্য দেখাইয়াছেন; মাতাকে গৌরের তত্ত্ব জানাইবার জন্যই এই ঐশ্বর্যের প্রকটন, গৌরকে গৌর-তত্ত্ব জানাইবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। গৌরকে তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানাইলে তাঁহার স্বরূপগত নর-অভিমান ক্ষুণ্ণ হইত; তাহা এ-স্থলে ঐশ্বর্যশক্তির অভিপ্রেত হইতে পারে না। গত দ্বাপরে, স্তন্যপান-কালে, কিবা মৃদ্‌ভক্ষণ-ব্যাপারে ঐশ্বর্যশক্তি, যখন যশোদামাতাকে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানাইয়াছিলেন, তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণের নর-অভিমান ক্ষুণ্ণ করেন নাই, তখনও শিশু-কৃষ্ণের মধ্যে নরশিশুর ভাবই বিদ্যমান ছিল। ঐশ্বর্যশক্তি বা লীলাশক্তির কৌশলে, যশোদামাতার ঐশ্বর্যদর্শন যেমন শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারেন নাই, এ-স্থলেও শচীমাতার ঐশ্বর্যদর্শন শ্রীগৌর জানিতে পারেন নাই। এজন্যই গৌর বলিয়াছেন—"কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত।" আচম্বিত—শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, ভোজন-স্থলে ফিরিয়া আসামাত্রই মাতা বাহ্য-জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। আসামাত্রই তিনি গৌর-নিত্যানন্দকে অপূর্ব ঐশ্বর্যাত্মক কৃষ্ণ-

বাহ্য পাই আই আথেব্যথে কেশ বান্ধে।
না বোলয় আই কিছু, গৃহমধ্যে কান্দে ॥ ৭১
মহাদীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কম্প সর্ব্বগা'য়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায় ॥ ৭২

ঈশান করিল সব-গৃহ-উপস্কার।
যত ছিল অবশেষ—সকল তাঁহার ॥ ৭৩
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ-লোক-মধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥ ৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলরামরূপে দেখিলেন, তাহাও একবার মাত্র, তাহার পরে আর দেখিতে পান নাই। "সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে। (পূর্ববর্তী-৬৬ পয়ার)॥" চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময়টুকু লাগে, বোধ হয় সেই সময়ের বেশী সময় মাতা কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিতে পায়েন নাই, তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গিয়াছেন। এ জন্যই প্রভু বলিলেন, "কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত ॥"

৭১-৭২। **বাহ্য পাই আই**—প্রভু ধরিয়া তুলিলে শচীমাতার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মূর্ছাকালে তাঁহার কেশসমূহ খুলিয়া গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; এখন তিনি **আথেব্যথে** ইত্যাদি—ব্যস্তসমস্ত হইয়া চুল বাঁধিতে লাগিলেন। **না বোলয়ে আই কিছু**—প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে মাতা কিছুই বলিলেন না, হয়তো বা বলিতে পারিলেন না। শিশু কৃষ্ণ-বলরামের কমনীয়তাময় বদন-কমলের স্মৃতিতেই বোধহয় তাঁহার মন তন্ময় হইয়া রহিয়াছিল, প্রভুর কথা বোধ হয় তিনি শুনিতেও পায়েন নাই (সুতরাং মায়ের নিকট হইতেও প্রভু অপূর্ব ঐশ্বর্যের কথা কিছু জানিতে পারেন নাই); মাতা **গৃহমধ্যে কান্দে**—ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ-বলরামের কমনীয়-বদন-দর্শনে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আর **মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে**—কৃষ্ণ-বলরামের মুখ-কমলের স্মরণে এবং তাঁহাদের অদর্শনে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; সদ্যঃপুত্রহারা স্নেহময়ী জননী পুত্রের স্মৃতিতে যেমন করেন, ঠিক তদ্রূপ। তাঁহার আবার **কম্প সর্ব্ব গায়**—সমস্ত দেহে কম্পের উদয় হইল, বাৎসল্যময়ীর বাৎসল্যপ্রেমের সাত্ত্বিকবিকার কম্পের উদয় হইল; যেহেতু তিনি **প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা**—শিশু কৃষ্ণ-বলরামের অপূর্ব কমনীয়তাময় বদন-কমলের স্মৃতিতে বাৎসল্য-প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন; সেজন্য **কিছু নাহি ভায়**—অন্য কিছুই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, অন্য কোনও বিষয়েই তাঁহার মন যাইতেছিল না। শিশুকৃষ্ণ-বলরামের বদন-কমলেই তাঁহার মন তন্ময়তা লাভ করিয়াছিল; এ-জন্যই বোধ হয় তিনি প্রভুর কথাও শুনিতে পায়েন নাই। "হৈলা, কিছু নাহি ভায়"-স্থলে "হঞা কিছু নাহি খায়"-পাঠান্তর। এ-স্থলে "খায়"-পাঠান্তর লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া মনে হয়; যেহেতু, এ-স্থলে শচীমাতার খাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। অথবা, এইরূপও হইতে পারে যে, মূর্ছাভঙ্গের পরে শচীমাতা যখন চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার আহারের সময়েও, শিশুকৃষ্ণ-বলরামের স্মৃতিতে তন্ময়তা-বশতঃ, কিছুই আহার করিলেন না।

৭৩। **ঈশান**—শচীমাতার গৃহভৃত্য। **উপস্কার**—পরিষ্কার। মূর্ছাপ্রাপ্তি-কালে শচীমাতার হাত হইতে অন্নাদি সমস্ত গৃহে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; ঈশান সমস্ত গৃহ পরিষ্কার করিলেন। "গৃহ-উপস্কার"-স্থলে "গৃহের সংস্কার"-পাঠান্তর। অর্থ একই। **যত ছিল অবশেষ**—গৌর-নিত্যানন্দের

এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্ম-ভৃত্য বই ইহা কোহো নাহি জানে॥ ৭৫
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে খণ্ডে অন্তর পাষণ্ড॥ ৭৬
এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে।
কীর্ত্তন করেন সব-ভকতসমাজে॥ ৭৭
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সভে নবদ্বীপেরে আইলা॥ ৭৮
সভে জানিলেন—ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সভার॥ ৭৯
প্রভুর প্রকাশ দেখি বৈষ্ণব-সকল।
অভয়-পরমানন্দে হইলা বিহ্বল॥ ৮০
প্রভুও সভারে দেখে প্রাণের সমান।
সভেই প্রভুর পারিষদের প্রধান॥ ৮১
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সভারে করে প্রেম-আলিঙ্গন॥ ৮২
নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥ ৮৩
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে।
আচার্য্যরত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে॥ ৮৪
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥ ৮৫
নিত্যানন্দস্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্ব্ব-ভাবে আবেশিত প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৮৬
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ।
ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ॥ ৮৭
কোনদিন গোপীভাবে করেন রোদন।
কারে বলি রাত্রিদিন—নাহিক স্মরণ॥ ৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভোজ্যাবশেষ যাহা কিছু ছিল, **সকল তাহার**—তৎসমস্তই তাঁহার (ঈশানের), গৌর-নিত্যানন্দের সমস্ত ভোজ্যাবশেষই ঈশান ভোজন করিলেন। "সকল"-স্থলে "হইল"-পাঠান্তর।

৭৫। **মর্ম্ম-ভৃত্য**—অন্তরঙ্গ সেবক। "মর্ম্ম"-স্থলে "সত্য"-পাঠান্তর।

৭৬-৭৮। "বড়"-স্থলে "যেন", "খণ্ড"-স্থলে "ভাণ্ড" এবং "খণ্ডে"-স্থলে "ঘুচে"-পাঠান্তর। **অন্তর পাষণ্ড**—চিত্তের পাষণ্ডিত্ব। "পার্ষদ"-স্থলে "ভকত"-পাঠান্তর।

৮০। **অভয় পরমানন্দে**—ভয়লেশ-স্পর্শশূন্য পরমানন্দে। বৈষ্ণবগণের হৃদয় পরমানন্দে পূর্ণ হইল, তাঁহাদের মধ্যে আর কোনও রূপ ভয়ের লেশমাত্রও রহিল না।

৮১। "প্রাণের"-স্থলে "আপন"-পাঠান্তর।

৮৩। **চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি** ইত্যাদি—এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, ভক্তদের গৃহেও প্রভুর চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি রূপ প্রকটিত হইয়াছিল।

৮৬। এই পয়ারে বলা হইয়াছে—শ্রীনিত্যানন্দে সকল সময়েই বাল্য-ভাবের আবেশ; কিন্তু প্রভু বিশ্বম্ভরে সকল ভাবের আবেশই প্রকাশ পাইত। **বাল্য**—বাল্যভাব। **সর্ব্বভাবে আবেশিত**—পরবর্তী ৮৭-৯৫ পয়ারসমূহে প্রভুর কয়েকটি ভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

৮৭। এই পয়ারে প্রভুর ঈশ্বর-ভাবের—বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ভাবের—আবেশের কথা বলা হইয়াছে। **চরণের ভৃঙ্গ**—প্রভুর চরণ-কমলের মধু-আস্বাদক ভ্রমরতুল্য ভক্তগণ।

৮৮। **কোন দিন গোপীভাবে** ইত্যাদি—এই পয়ারে প্রভুর গোপী-ভাবাবেশের কথা বলা

কোনদিন উদ্ধব-অক্রূর-ভাব হয়।
কোনদিন রাম-ভাবে মদিরা যাচয় ॥ ৮৯
কোনদিন চতুর্মুখ-ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্ম-স্তব পড়ি পড়ে পৃথিবী-উপর ॥ ৯০
কোনদিন প্রহ্লাদ-ভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তিসাগরে বিহরে ॥ ৯১
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী-জগন্মাতা।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনঃকথা ॥ ৯২
আই বোলে "বাপ! গিয়া কর গঙ্গাস্নান।"
প্রভু বোলে "বোল মাতা! জয় কৃষ্ণ রাম॥" ৯৩
যত কিছু করে শচী পুত্রেরে উত্তর।
'কৃষ্ণ' বই কিছু নাহি বোলে বিশ্বম্ভর ॥ ৯৪
অচিন্ত্য আবেশ সেই—বুঝন না যায়।
যখন যে হয়ে- সে-ই অপূর্ব্ব-দেখায় ॥ ৯৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়াছে। প্রভু যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, এই পয়ারোক্তিতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। কেবল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে গোপীভাবের আবেশ সম্ভব নয়; যে-হেতু, গোপীভাব হইতেছে ভক্তভাব; ভজনীয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তভাবের প্রকাশ অসম্ভব।

৮৯। **উদ্ধব-অক্রুর-ভাব**—শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন যে ভাব তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অথবা দ্বারকা—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে উদ্ধব যে-ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রভুর মধ্যেও সেই ভাবের আবেশ হইয়াছিল এবং কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় নেওয়ার জন্য ব্রজে আসিয়া অক্রূর যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে মথুরায় তিনি যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রভুর মধ্যেও সেই ভাবের আবেশ হইয়াছিল। এ-স্থলে প্রভুর ভক্তভাবাবেশের কথাই বলা হইয়াছে। **কোন দিন রাম-ভাব** ইত্যাদি—রাম-ভাবে—বলরামের ভাবের আবেশে প্রভু মদিরা (বারুণী। ২।৫।৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) যাচ্ঞা করেন।

৯০। **চতুর্ম্মুখ ভাবে**—ব্রহ্মার ভাবের আবেশে। ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন, সেই ভাবের আবেশে। ২।২।৩-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **ব্রহ্মস্তব**—ভা. ১০।১৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। **পৃথিবী-উপর**—মাটীর উপরে, নমস্কারের নিমিত্ত। ইহাও ভক্তভাব।

৯১। **প্রহ্লাদ-ভাবেতে**—নৃসিংহদেবকে প্রহ্লাদ যে-ভাবে স্তুতি করিয়াছিলেন, সেই ভাবে। ২।৬।১২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহাও ভক্তভাব। **বিহরে**—বিহার করেন। "ভক্তি সাগরে বিহরে"-স্থলে "ভক্তিসাগর উথলে"-পাঠান্তর। **উথলে**—উথলিত বা উচ্ছ্বসিত হয়।

৯২। **দেখিয়া আনন্দে** ইত্যাদি—প্রভুর ভক্তভাব দেখিয়া শচীমাতা আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকেন; কিন্তু **বাহিরায় পুত্র পাছে** ইত্যাদি—তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র বিশ্বম্ভর পাছে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়েন, এই মনঃকথায় (মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া) বাৎসল্যময়ী শচীমাতা চিন্তিতও হয়েন।

৯৩-৯৫। এই কয় পয়ারেও ভক্তভাবে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট-চিত্ততার কথা বলা হইয়াছে। **রাম**—বলরাম। "কিছু করে শচী"-স্থলে "কিছু বোলে শচী" এবং "কিছু বোলে করে"-পাঠান্তর।

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন ॥ ৯৬
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে ॥ ৯৭
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্করমূর্ত্তি দিব্য-জটাধর ॥ ৯৮
এক-লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বোলে "মুঞি সে শঙ্কর ॥" ৯৯
কেহো দেখে জটা, শিঙ্গা ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায় ॥ ১০০
সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল ॥ ১০১
সেই সে গাইল শিব নির-অপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল যার কান্ধে ॥ ১০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৬-৯৭। **শিবের গায়ন**—শিব-বিষয়ক-গানকারী শিবভক্ত। **শিবের কথন**—শিবের কথা, শিবের মহিমাদি। **বেড়ি**—চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

৯৮ **হইলা শঙ্করমূর্ত্তি**—লীলাশক্তি প্রভুকে শঙ্কররূপে প্রকটিত করিলেন। প্রভুর মধ্যে যে শঙ্কর বা শিব আছেন, শিবগায়নকে কৃতার্থ করার জন্য, সেই শঙ্করকেই বাহিরে প্রকটিত করিলেন।

৯৯। **মুঞি সে শঙ্কর**—আমিই শঙ্কর, শঙ্কর আমারই এক স্বরূপ।

১০২। **শিব**—শিব-গুণ-মহিমাদি। "সেই সে গাইল শিব"-স্থলে "সেই ত গাইল গীত"-পাঠান্তর। **নির-অপরাধে**—নিরপরাধে, অপরাধহীনভাবে। এ-স্থলে "অপরাধ" হইতেছে "নামাপরাধ" এবং "সেবাপরাধ।" **নামাপরাধ দশটি**—সাধু-নিন্দা; শ্রীবিষ্ণু ও শিবের নামরূপ-গুণ-লীলাদির ভেদ-মনন; গুরুদেবের অবজ্ঞা; শ্রুতি-শাস্ত্রের নিন্দা; হরিনামে অর্থবাদ-কল্পনা; নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি; ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোমাদি শুভকর্মের ফলের সহিত হরিনামের ফলকে সমান মনে করা; প্রমাদ অর্থাৎ নামে অনবধানতা, নামগ্রহণে চেষ্টাশূন্যতা; যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, যে-ব্যক্তি বিমুখ এবং যে ব্যক্তি উপদেশাদি শুনে না (অর্থাৎ গ্রাহ্য করে না), তাহাকে উপদেশ দেওয়া; নাম-মাহাত্ম্য-শ্রবণ-সত্ত্বেও নামে প্রীতি-রাহিত্য এবং তাহার ফলে অহং-মমাদি-পরত্ব (বিশেষ বিবরণ মন্ত্রী ॥ ১৬।৩-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। **সেবাপরাধ** অনেক—গাড়ী-পাল্কী-আদিতে চড়িয়া, অথবা জুতা-খড়মাদি পায়ে দিয়া শ্রীমন্দিরে গমন; ভগবৎ-সম্বন্ধীয় উৎসবাদির সেবা না করা; বিগ্রহ-সাক্ষাতে প্রণাম না করা; অশুচি বা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ভগবদ্‌বন্দনাদি; একহস্তে প্রণাম; ভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ; শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাতে—পাদ-প্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধন, শয়ন, ভোজন, মিথ্যাকথন, কলহ, উচ্চস্বরে কথা বলা, পরস্পর আলাপাদি, রোদন, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ, পরনিন্দা, পরস্তুতি, অশ্লীল কথা বলা, অধোবায়ু-ত্যাগ; কম্বল গায়ে দিয়া সেবাদির কাজ করা; সামর্থ্যসত্ত্বেও মুখ্য উপচার না দিয়া গৌণ উপচারে পূজাদি করা; অনিবেদিত দ্রব্যভোজন; যে-কালে যে-ফলাদি জন্মে, ভগবান্‌কে তাহা না দেওয়া; অবৈষ্ণব-পাচিত অন্নাদিদ্বারা ভোগ-প্রদান; ইত্যাদি। সেবাপরাধগুলি একত্রে বিবেচনা করিলে মনে হয়, যে কোনও আচরণে শ্রীবিগ্রহের প্রতি এবং বিগ্রহ-সেবার প্রতি অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, মর্যাদার বা প্রীতির অভাব, প্রকাশ পায়, তাহাই সাধারণতঃ সেবাপরাধ।

বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥ ১০৩
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
হরিধ্বনি সর্ব্ব-গণে মঙ্গল উঠিল॥ ১০৪
জয় পাই উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর-সহিত সর্ব্ব-দাসের বিলাস॥ ১০৫
প্রভু বোলে "ভাইসব! শুন মন্ত্র সার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা'সবাকার॥ ১০৬
আজি হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন-মঙ্গল॥ ১০৭
সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল-গণ-সনে।
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥ ১০৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৪। হরিধ্বনি ইত্যাদি—প্রভুর সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে মঙ্গলময় হরিধ্বনি উত্থিত হইল।

১০৫। অন্বয়। ঈশ্বর-সহিত (ঈশ্বর শ্রীবিশ্বম্ভরের সহিত তাঁহার) সর্ব্ব-দাসের (ভক্তবৃন্দের সকলের) বিলাস (মঙ্গলময় হরিধ্বনি বা কীর্ত্তন-রঙ্গ চলিতেছে; তাহাতে) জয় পাই (জয় লাভ করিয়া, হরিধ্বনি বা কীর্তন-রঙ্গে উল্লসিত হইয়া) কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ (উচ্ছ্বাস) উঠে (উঠিতে লাগিল)। প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া ভক্তগণ যখন মঙ্গলময় হরিধ্বনি বা কীর্তন করিতেছিলেন, তখন হরিধ্বনি বা কীর্তনের যতই নব-নব ভঙ্গী উত্থিত হইতেছিল, ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে এবং ভক্তভাবাপন্ন প্রভুর হৃদয়েও, ভক্তিও ততই নব-নব-ভাবে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

১০৬। এই পয়ারে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর নিশা-কীর্তনের সূচনার কথা বলা হইয়াছে। **মন্ত্র**—যুক্তি, মন্ত্রণা, উপদেশ। **সার**—সর্বোত্তম। **মন্ত্রসার**—সর্বোত্তম মন্ত্রণা বা উপদেশ। "শুন মন্ত্র"-স্থলে "যুক্তি শুন" এবং "মন্ত্রণা শুন"-পাঠান্তর। **রাত্রি কেনে ইত্যাদি**—আমাদের রাত্রিকালটিই বা কেন মিথ্যা যায় (যাইবে, অতিবাহিত হইবে)? নিদ্রাদি মিথ্যা (বা অনিত্য দেহসুখ-সম্বন্ধীয়) ব্যাপারে রাত্রিকালটা অতিবাহিত করিলে জীবনের অর্ধেক অংশই বৃথা বা অসার্থকভাবে ব্যয়িত হইবে। কিসে রাত্রি-কালটাও সার্থকভাবে ব্যয়িত হইতে পারে, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

১০৭। **নির্বন্ধিত**—নির্বন্ধ। **নির্ব্বন্ধ**—"নির্ব্বন্ধঃ (নির্+বন্ধ, অল, ভাবে), অভিনিবেশঃ, অভিলষিত-প্রাপ্তৌ ভূয়ো যত্নঃ। যথা শিশুগ্রহঃ॥ শিশূনাং স্বেচ্ছাবিশেষঃ॥ আখটি ইতি খ্যাতঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান॥" এইরূপে জানা গেল, 'নির্বন্ধ' হইতেছে—অভিনিবেশ, অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ, বা প্রচুর প্রয়াস যাহা হইতে জন্মে, তাদৃশ অভিনিবেশ; শিশুদের আখটির ন্যায়; কোনও অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার জন্য শিশুদের যখন জেদ চাপে, তখন তাহারা যেমন সেই বস্তুটি না-পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শান্ত হয় না, তদ্রূপ অভীষ্টবস্তুর জন্য যে উৎকট আগ্রহ, দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাই হইতেছে নির্বন্ধ। কড়াকড়ি নিয়ম, অবিচাল্য নিয়ম। **সকল**—সকলে। **আজি হৈতে ইত্যাদি**—(প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন) আজি হইতে তোমরা সকলে নির্বন্ধ (কড়াকড়ি, অবিচাল্য, নিয়ম গ্রহণ) কর। কি সেই নিয়ম? **নিশায় করিব ইত্যাদি**—রাত্রিতে সকলে মিলিত হইয়া কীর্তন-মঙ্গল (মঙ্গলময় কীর্তন) করিব।

১০৮। অন্বয়। (প্রভু ভক্তবৃন্দের নিকটে আরও বলিলেন, রাত্রিতে) কীর্তন করিয়া সকল

জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরার্থে সে তোমরা সভার ধন প্রাণ॥" ১০৯
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তনবিলাস॥ ১১০
শ্রীবাসমন্দিরে প্রতি-নিশায় কীর্ত্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখরভবন॥ ১১১
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস॥ ১১২
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্তখান, নারায়ণ॥ ১১৩
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥ ১১৪
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর॥ ১১৫
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—নাম জানি কত॥ ১১৬
সভেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বই আর কেহো নাহি তথি॥ ১১৭
প্রভুর হুঙ্কার, আর নিশা-হরি-ধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥ ১১৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গণসনে (সমস্ত ভক্তদের সহিত) ভক্তি-স্বরূপিণী গঙ্গায় মজ্জন করিব (গঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া স্নান করিব। গঙ্গা ভক্তিস্বরূপিণী বলিয়া গঙ্গাতে নিমজ্জিত হইয়া স্নান করিলে চিত্তে ভক্তির উদয় হইবে, সমস্ত অঙ্গও ভক্তি-সাধনের যোগ্যতা লাভ করিবে)। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "কীর্ত্তন করিয়া শেষে সর্ব্ব-গণ-সনে"-পাঠান্তর।

১০৯। অন্বয়। (প্রভু আরও বলিলেন) কৃষ্ণনাম শুনিয়া জগত উদ্ধার হউ (জগদ্বাসী জীব সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করুক)। তোমরা সভার (তোমাদের সকলের) ধন-প্রাণ পরার্থে সে (পরের জন্যই, পরের মঙ্গলের জন্যই; সুতরাং পরের মঙ্গলের নিমিত্ত, জগদ্বাসী জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত, উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন কর, যাহাতে সকলে তাহা শুনিতে পায়। তোমাদের ধন—ধন-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত—পরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ কর এবং তোমাদের প্রাণও পরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ কর, অর্থাৎ যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন পরের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিবে)। "পরার্থে সে"-স্থলে "পরমার্থে" এবং "পরার্থে বা"-পাঠান্তর।

১১৪। "সকল"-স্থলে "আছেন"-পাঠান্তর। **তথাই**—সে-স্থানে, কীর্তন-স্থানে।

১১৭। "নৃত্যে"-স্থলে "নিত্য"-পাঠান্তর। নিত্য—সর্বদা, প্রতিদিন। **সংহতি**—সঙ্গে, প্রভুর সঙ্গে। **পারিষদ বই** ইত্যাদি—প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ-ভক্তগণব্যতীত অন্য কেহ কীর্তন-স্থানে থাকেন না, কীর্তনানন্দ-ভঙ্গের আশঙ্কায় অপর কাহাকেও সে-স্থানে থাকিতে দেওয়া হয় না। **তথি**—সে-স্থানে, কীর্তন-স্থানে।

১১৮। **হুঙ্কার**—প্রেম-হুঙ্কার। **নিশা-হরিধ্বনি**—রাত্রিকালে উচ্চস্বরে উচ্চারিত হরিধ্বনি। "নিশা-হরিধ্বনি"-স্থলে "কীর্ত্তন্নিশাধ্বনি" এবং "কীর্ত্তনের ধ্বনি"-পাঠান্তর। কীর্তন্নিশাধ্বনি—নিশা-কালে কীর্তনের ধ্বনি। **ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে** ইত্যাদি—কীর্তনের ধ্বনি এত উচ্চ যে, তাহা শুনিলে মনে হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডকে ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

শুনিয়া পাষণ্ডি-সব মরয়ে বল্গিয়া।
"নিশায় এ গুলা খায় মদিরা আনিয়া ॥ ১১৯
এ-গুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ-কন্যা আনে' ॥ ১২০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৯। শুনিঞা—উচ্চ কীর্তন-ধ্বনি শুনিয়া। মরয়ে—জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরে, কষ্ট পায়। বল্গিয়া—নানা রকম অবাচ্য-কুবাচ্য বলিয়া। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২১ পয়ার পর্যন্ত পাষণ্ডীদের বল্‌গনের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মদিরা—মদ। বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতাবলম্বীদিগকেই বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্র "পাষণ্ডী" বা "পাষণ্ড" বলিয়াছেন। শ্রীশিবের উক্তি-অনুসারে তাঁহারা পাষণ্ডই। ভূমিকায় ৭৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১২০। মধুমতী—মধুমতী হইতেছেন তান্ত্রিকী দেবী, বৈদিকী দেবী নহেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ-বিরচিত এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন-তর্করত্ন-সম্পাদিত "তন্ত্রসারঃ"-নামক গ্রন্থের (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩৩৪ সাল) ৩৯৪ ও ৬৪৮ পৃষ্ঠায় এই মধুমতী দেবীর বিবরণ ও সাধনের কথা আছে। এই গ্রন্থের ৬৪৮ পৃষ্ঠার মূল-সংস্কৃত বিবরণের অনুবাদ এইরূপ। "এক্ষণে মধুমতী নামে মহাবিদ্যা বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ভূর্জপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা স্ত্রীর প্রতিমূর্তি লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করত ন্যাসাদি করিবে এবং জীবন্যাস করিয়া তাহাতে প্রসন্নচিত্তে দেবীর ধ্যান করিবে। ৯৭। যিনি বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা ও নানাবিধ রত্নালঙ্কারে সুশোভিতা এবং নূপুর, হার, কেয়ূর ও রত্ননির্মিত কুণ্ডলে পরিমণ্ডিতা, সেই মধুমতী যোগিনীকে এইরূপে ধ্যান করিয়া প্রতিদিন এক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ৯৮। কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথিতে আরম্ভ করিয়া পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি উপহারে ত্রিসন্ধ্যায় দেবীর পূজা করিবে। এইরূপে একমাস পূজা ও মন্ত্রজপ করিয়া পূর্ণিমাদিবসে সাধক গন্ধাদি উপচারে দেবীকে পূজা করিবে। ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ, ও মনোরম নৈবেদ্য প্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে দিবারাত্র মন্ত্রজপ করিতে থাকিবে। এইরূপে জপ করিতে করিতে প্রভাত-সময় উপস্থিত হইলে দেবী সাধকের নিকট নিশ্চিত আগমন করেন। ৯৯।১০০। তখন দেবী প্রসন্নবদনা হইয়া রতি ও ভোজনদ্রব্যদ্বারা সাধককে পরি-তোষিত করিয়া থাকেন। দেবকন্যা, দানব-কন্যা, গন্ধর্ব-কন্যা, বিদ্যাধর-কন্যা, যক্ষ-কন্যা, রাক্ষস-কন্যা, বিবিধ রত্নভূষণ এবং চর্ব্য-চুষ্যাদি বিবিধ দিব্য ভক্ষ্যদ্রব্য প্রতিদিন প্রদান করিয়া থাকেন। ১। হে প্রিয়ে! স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যে-সকল বস্তু বিদ্যমান আছে, দেবী সাধকের আজ্ঞানুসারে তৎসমুদয় আনিয়া সাধককে প্রদান করেন এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণমুদ্রা দিয়া থাকেন। পরে দেবী সাধককে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করেন। ২-৩। সাধক দেবীর প্রসাদে চিরজীবী হইয়া নিরাময় দেহে অবস্থান করে। সাধক দেবীর বরে সর্বজ্ঞ, সুন্দর-কলেবর ও শ্রীমান্ হয়। সর্বত্র গমনাগমনে সাধকের শক্তি জন্মে। হে দেবি! সাধক প্রতিদিন দেবীর সহিত ক্রীড়া-কৌতুকাদি করিয়া থাকে। ৪। ইহার মন্ত্র 'প্রণব, মায়াবীজ, আগচ্ছ অনুরাগিণি মৈথুন-প্রিয়ে স্বাহা' এই মন্ত্র সকল কার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করে। ৫। এই সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী মধুমতীদেবী অতি গোপনীয়া। দেবি! আমি তোমার স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ করিলাম। ৬।" মধুমতী সিদ্ধি—উল্লিখিতরূপে মধুমতীদেবীর উপাসনায়

চারিপ্রহর নিশি—নিদ্রা যাইতে না পাই ।
'বোল বোল' হুহুঙ্কার শুনিয়ে সদাই ॥" ১২১
বল্লিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১২২
শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে ।
বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী-উপরে ॥ ১২৩
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন নির্ভর ।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড, সভে পায় ডর ॥ ১২৪
সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি ।
'গোবিন্দ' স্মরয়ে আই বুজি দুই আঁখি ১২৫
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে ।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে ॥ ১২৬
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার ।
এই বোল বোলে কাকু করিয়া অপার ॥ ১২৭
"কৃপা কর' কৃষ্ণ ! মোরে দেহ' এই বর ।
যে সময় আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর ॥ ১২৮
মুঞি যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময় ।
হেন কৃপা কর' মোরে কৃষ্ণ মহাশয় ! ১২৯
যদ্যপিহ পরানন্দে তাঁর নাহি দুঃখ ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ ॥" ১৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহাই মধুমতী সিদ্ধি। রাত্রি করি ইত্যাদি—রাত্রিকালে মধুমতীর মন্ত্র জপ করিয়া, মধুমতীর সহায়তায়, পাঁচটি কন্যা আনয়ন করে। মৈথুন-প্রিয়ামধুমতীদেবীর উপাসকগণ মদ্য পানও করিয়া থাকে। পূর্ব পয়ারে এজন্যই "খায় মদিরা আনিয়া" বলা হইয়াছে। ১১৯-২০ পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, সেই সময়ে উল্লিখিত তান্ত্রিকী উপাসনার বিশেষ-প্রচলন ছিল। পাষণ্ডিগণ কীর্তনের বিষয় কিছুই জানিত না, তান্ত্রিকদের আচরণের কথাই জানিত; সে-জন্য তাহারা মনে করিয়াছে, মহাপ্রভুও ভক্তগণের সহিত তান্ত্রিকী উপাসনা করেন এবং মদ্যপান করিয়া, পঞ্চকন্যা আনিয়া, তাহাদের সহিত মাতামাতি করিতেছেন।

১২২। "যত"-স্থলে "মাত্র"-পাঠান্তর।

১২৪। **নির্ভর**—অতিশয়, অধিকরূপে। "পড়েন নির্ভর"-স্থলে "পড়ে নিরন্তর"-পাঠান্তর। **ডর**—ভয়।

১২৫। **আই**—শচীমাতা। **বুজি**—বুজিয়া, মুদ্রিত করিয়া। "বুজি"-স্থলে "ঝুরে"-পাঠান্তর। ঝুরে—ঝরে, অশ্রুপাত করেন। **আঁখি**—অক্ষি, চক্ষু।

১২৬। **বৈষ্ণব-আবেশে**—বৈষ্ণব-ভাবের (ভক্তভাবের) আবেশে। **স্নেহবশে**—প্রভুসম্বন্ধে নিবিড় স্নেহবশতঃ।

১২৭। **আছাড়ের প্রতিকার**—আছাড় বন্ধ করার উপায়। **বোল বোলে**—কথা বলেন। **কাকু**—কাকুতি-মিনতি। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "এই বোল বলিয়া (বাঞ্ছা করে) সে কান্দয়ে অপার"-পাঠান্তর। পরবর্তী ১২৮-৩০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৩০। **পরানন্দে**—পরমানন্দ আস্বাদন করেন বলিয়া। **তাঁর**—প্রভুর। **নাহি দুঃখ**—দুঃখ নাই, আছাড়ের যাতনা অনুভব করেন না। **না জানিলে**—বিশ্বম্ভরের আছাড়ের কথা আমি জানিতে না পারিলে। ইহা শচীমাতার উক্তি।

আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি গৌরচন্দ্র।
সেই মত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ ॥ ১৩১
যতক্ষণ প্রভু করে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
আইর না থাকে বাহ্যমাত্র ততক্ষণ ॥ ১৩২
প্রভুর আনন্দনৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রিদিনে বেঢ়ি সব গায় অনুচর ॥ ১৩৩
কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সভেই গায়েন, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৩৪
কখন ঈশ্বরভাবে প্রভু-পরকাশ।
কখন রোদন করে বোলে "মুঞি দাস ॥" ১৩৫
চিত্ত দিয়া শুন ভাই! প্রভুর বিকার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার ॥ ১৩৬
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ ॥ ১৩৭
শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তনবিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥ ১৩৮
পুণ্যবন্ত-শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ' ॥ ১৩৯
উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর ॥ ১৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩১। **সেইমত**—শচীমাতার ইচ্ছার অনুরূপ ভাবে। "সেই"-স্থলে "তেঞি"-পাঠান্তর। অর্থ একই। **দিলেন পরানন্দ**—পরমানন্দ দান করিলেন। পরমানন্দে বিভোর হইয়া মাতা বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া থাকিতেন, প্রভুর আছাড়ের কথা জানিতে পারিতেন না। পরবর্তী ১৩২-পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৩৩। **অবসর**—বিরাম। **রাত্রিদিনে বেঢ়ি ইত্যাদি**—কি দিবসে, কি বা রাত্রিতে, সর্বদা প্রভুকে বেষ্টন করিয়া, প্রভুর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, তাঁহার অনুচরগণ (অনুগত পার্ষদ ভক্তগণ) গান করিতে থাকেন।

১৩৬। **বিকার**—অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার, প্রেমবিকার।

১৩৮। অন্বয়। শ্রীহরিবাসরে (শ্রীহরিবাসর-ব্রতদিনে) হরিকীর্তনবিধান (শ্রীহরির কীর্তনের—শ্রীহরিনাম-কীর্তনের—বিধান বা বিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রবিধির মর্যাদা রক্ষণের নিমিত্ত, অর্থাৎ শ্রীহরিবাসরে কীর্তন করিয়া জগতের জীব যাহাতে উল্লিখিত শাস্ত্রবিধির মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে, তদ্‌বিষয়ে জগতের জীবকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত, মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদ-ভক্তদের দ্বারা কীর্তন করাইয়া, সেই কীর্তনে) জগতের প্রাণ প্রভু নৃত্য আরম্ভিলা (আরম্ভ করিলেন)। বস্তুতঃ স্বীয় স্বরূপগত ভক্তভাবের আবেশেই প্রভু নৃত্য করিতেছিলেন, তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিক ভাবেই জগতের জীবের প্রতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। **শ্রীহরিবাসরে**—একাদশীব্রত-দিনে। **হরিকীর্ত্তন-বিধান**—হরি-সঙ্কীর্তনের বিধান বা ব্যবস্থা। শ্রীহরিবাসরে হরিসঙ্কীর্তন যে কর্তব্য, তাহাই সূচিত হইতেছে। **জগতের প্রাণ**-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, জগদ্‌বাসী জীবের পারমার্থিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেই জগতের প্রাণ (সর্ব জীবের প্রাণপ্রিয়) প্রভু গৌরচন্দ্র হরিবাসরে হরিসঙ্কীর্তনের আদর্শ স্থাপন করিলেন।

১৩৯। **শুভারম্ভ**—হরিবাসরে হরি-সঙ্কীর্তনের শুভ আরম্ভ।

১৪০। **যূথ যূথ হৈল ইত্যাদি**—কীর্তন-গায়ক পরমসুন্দর ভক্তগণ যূথ যূথ,—বিভিন্ন দলে বা সম্প্রদায়ে,—বিভক্ত হইলেন। পরবর্তী ১৪১-৪২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

শ্রীবাসপণ্ডিত লৈয়া এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন কথো গায়॥ ১৪১
লইয়া গোবিন্দ দত্ত আর কথো জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সভে করেন কীর্ত্তন॥ ১৪২
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী॥ ১৪৩
গদাধর-আদি যত সজল-নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা প্রভুর কীর্ত্তনে॥ ১৪৪
শুনহ চল্লিশ-পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন॥ ১৪৫

ভাটিয়ারী রাগ।

চৌদিগে গোবিন্দধ্বনি
শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হৈলা সব পারিষদ সঙ্গে॥ ১৪৬
হরি রাম রাম রাম॥ ধ্রু॥ ১৪৭
যখন কান্দয়ে প্রভু—প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে॥ ১৪৮
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর পাছে॥১॥১৪৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪২। "গোবিন্দ দত্ত"-স্থলে "মুকুন্দ দত্ত" এবং "গোবিন্দ ঘোষ"-পাঠান্তর।

১৪৩। **ধরিয়া**—প্রেমাবেশে অস্থির প্রভুকে ধরিয়া ধরিয়া, যেন প্রভু মাটীতে পড়িয়া না যাইতে পারেন। **বুলেন**—প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়েন। "বুলেন"-স্থলে "বেড়ায়"-পাঠান্তর। **অলক্ষিতে**—কেহ লক্ষ্য করিতে, বা দেখিতে, না পায়; এইভাবে। **পদধূলী**—প্রভুর পদধূলি।

১৪৫। **চল্লিশপদ প্রভুর কীর্ত্তন**—প্রভুর চল্লিশপদ-কীর্তন, চল্লিশটি পদে (ভাগে) বিভক্ত কীর্তন। পরবর্তী পয়ারসমূহে দেখা যাইবে, কোনও কোনও স্থলে পয়ারাঙ্কের পূর্বে আর একটি অঙ্ক আছে; সেই অঙ্কটি হইতেছে কীর্তনের পদ (ভাগ)-সূচক অঙ্ক। এইরূপ ভাগসূচক চল্লিশটি অঙ্ক দৃষ্ট হইবে। পদভেদের তাৎপর্য পরবর্তী ১৬১-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **শুনহ চল্লিশপদ** ইত্যাদি—গ্রন্থকার বলিতেছেন, প্রভুর চল্লিশপদ কীর্তন বলিতেছি, শুন এবং জগতের জীবন প্রভু যে-সকল অদ্ভুত প্রেম-বিকার প্রকটিত করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সে-সকল প্রেমবিকারের কথাও আমি বলিতেছি, শুন।

১৪৬। **বিহ্বল**—প্রেমাবেশে বিহ্বল (বাহ্যজ্ঞানহারা)।

১৪৭। "হরি ও রাম, হরি ও রাম"-পাঠান্তর।

১৪৮। যখন প্রভু প্রেমাবেশে কাঁদিতে থাকেন, তখন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এক প্রহর পর্যন্তই কাঁদিতে থাকেন। তখন তাঁহার কেশরাশি বন্ধনমুক্ত হইয়া ভূমিতে লুটাইতে থাকে, প্রভু কেশ বাঁধেন না, বাহ্যজ্ঞান থাকে না বলিয়া, কেশ যে বন্ধনমুক্ত হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছে, তাহাও জানিতে পারেন না, সুতরাং কেশ বাঁধিতেও পারেন না। ইহা এক অদ্ভুত প্রেমবিকার।

১৪৯। **হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে**—কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন-চিত্ত-বিশিষ্ট এমন কোন্ লোক আছেন, **না পড়ে** ইত্যাদি—প্রভুর ক্রন্দন দেখিয়া যিনি সে (প্রেমাবেশে ক্রন্দনরত সেই) প্রভুর পাছে (পশ্চাদ্-ভাগে) বিহ্বল হইয়া না পড়ে (ভূমিতে পতিত না হয়েন? অর্থাৎ এতাদৃশ কঠিন-চিত্ত কোনও লোক নাই। তাৎপর্য—অন্যের কথা দূরে, কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন-চিত্ত লোকও প্রভুর ক্রন্দন দেখিয়া

যখন হাসয়ে প্রভু মহা-অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস ॥ ১৫০

দাস্যভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে।
'জিনিলুঁ জিনিলুঁ' বোলে, উঠে ঘনে ঘনে॥২॥১৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পতিত হয়েন। **বিহ্বল**—প্রেমাবেশে হতজ্ঞান। "পাছে"-স্থলে "কাছে"-পাঠান্তর। এ-পর্যন্ত কীর্তনের ১ম পদ।

১৫০। এক প্রহরব্যাপী মহা-অট্টহাস (অতি উচ্চস্বরে অট্ট অট্ট হাসি), ইহাও এক অদ্ভুত প্রেম-বিকার।

১৫১। **দাস্যভাবে**—দাস্যভাবে (ভক্তভাবে) আবিষ্ট বলিয়া। **নিজ মহিমা**—স্বীয় স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের মহিমা। **জিনিলুঁ**—জয় করিলাম। **বোলে**—বলেন। "বোলে"-স্থলে "বলি"-পাঠান্তর। বলি—বলিয়া, কহিয়া।

এই পয়ারের মর্ম একটু দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হইতেছে। যাহা চিত্তে স্ফুরিত হইতেছে, সুধীবৃন্দের বিবেচনার নিমিত্ত তাহা প্রকাশ করা হইতেছে। **দাস্যভাবে** ইত্যাদি - সকল সময়েই প্রভু দাস্যভাবে (ভক্তভাবে) আবিষ্ট থাকেন। কোনও উদ্দেশ্যে যখন লীলাশক্তি তাঁহার মধ্যে ঈশ্বর-ভাব (বা শ্রীকৃষ্ণ-ভাব) প্রকটিত করেন, তখনও প্রভু তাহা জানিতে পারেন না ; সুতরাং তখনও তিনি নিজের মহিমা (অর্থাৎ নিজে যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা এবং কৃষ্ণভাব-প্রকটন কালে তাঁহার যে মহিমা বা ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও তিনি জানিতে পারেন না। ১।৪।৫৮ ও ২।১৬।৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। লীলাশক্তি তাঁহার কৃষ্ণভাবের আবেশ অপসারিত করিলে, তৎক্ষণাৎই প্রভুর মধ্যে দাস্যভাব বা ভক্তভাবই দেখা দিত। যাহা হউক, পূর্ববর্তী কতিপয় পয়ারে প্রভুর ভক্তভাবের কথা বলা হইয়াছে। এই পয়ারে আবার বলা হইয়াছে, প্রভু "জিনিলুঁ জিনিলুঁ বোলে"—"আমি জয় করিলাম, আমি জয় করিলাম, অর্থাৎ তোমাকে পরাজিত করিলাম, হারাইয়া দিলাম"—এইরূপ কথা বলেন। ইহা ভক্তভাবের কথা হইতে পারে না ; কাহাকেও পরাজিত করার মনোভাব ভক্তের মধ্যে জাগিতে পারে না। ইহা ঈশ্বর-ভাবের বা শ্রীকৃষ্ণ-ভাবেরই কথা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজলীলায় তাঁহার সখাদের সঙ্গে কখনও কখনও মল্লযুদ্ধ-লীলা করিতেন ; সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত সখাকে পরাজিত করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন—"তোমাকে আমি পরাজিত করিলাম।" এ-স্থলে প্রভু বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশে তাঁহার কোনও সখার সঙ্গে মল্লযুদ্ধের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই বলিয়াছেন—"জিনিলুঁ জিনিলুঁ।" ইহা হইতেছে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-ভাব। সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে—"উঠে ঘনে ঘনে"—ইহাও বোধ হয় পূর্বকথিত মল্লযুদ্ধ-লীলার আবেশেরই পরিচায়ক—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সখাকে পরাজিত করার আনন্দে ঘন ঘন লাফ দিয়া আকাশের দিকে উঠিতেছিলেন। এইরূপে দেখা গেল, এই পয়ারে প্রভুর ঈশ্বর-ভাবের আবেশের কথাই বলা হইয়াছে। এই কীর্তনে প্রভুর ঈশ্বর-ভাবের কথা পরেও বলা হইয়াছে—যেমন পরবর্তী ১৭৬-৭৭ পয়ারে।

ক্ষণে ক্ষণে আপনে গায়ই উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥ ১৫২
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহো নহে অনুচর ॥ ৩ ॥ ১৫৩
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল ॥ ১৫৪
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই করে অঙ্গন-ভ্রমণ ॥ ৪ ॥ ১৫৫
যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সভে 'হরি' বোলে অতি ভীত ॥ ১৫৬
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহা-শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥ ৫ ॥ ১৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "একখানি অতি প্রাচীন পুঁথিতে 'না জানে'র পরে—'আবেশে অবশ হৈয়া নাচেন আপনে' এই এক পংক্তি এবং 'উঠে ঘনে ঘনে'র পরে—'বাহ্য কিছু নাহি জানেন শ্রীশচীনন্দনে' এই এক পংক্তি অতিরিক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।" প্রভুপাদ আরও লিখিয়াছেন, "এতদনন্তর মুদ্রিত পুস্তকে এবং দু'একখানি পুঁথিতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত গদ্যাংশটুকু স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ পুঁথিতে না থাকায় মূলমধ্যে সন্নিবেশিত হইল না। 'তথাহি—জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্ যুক্তো বদতি তদনুকরণং করোতি জিতং জিতমিতি।'" সংস্কৃতাংশের অনুবাদ—"অতিশয় হর্ষের সহিত মহাপ্রভু 'জিতং জিতং' বলিতে থাকেন। 'জিতং জিতং' এই বাক্যের অনুকরণও করিতে থাকেন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 'জিতং জিতং' বলিতে থাকেন।" এই সংস্কৃতাংশটি মূল পয়ারের "জিনিলুঁ জিনিলুঁ"-বাক্যেরই সংস্কৃত অনুবাদ মাত্র। এই পয়ারে কীর্তনের দ্বিতীয় পদ সমাপ্ত।

১৫২। এই পয়ারে আবার প্রভুর ভক্তভাবের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তভাবেই তিনি উচ্চস্বরে গান করিতেছিলেন। **আপনে গায়ই উচ্চধ্বনি**—নিজেই উচ্চস্বরে গান (কীর্তন) করেন। "উচ্চধ্বনি"-স্থলে "হরিধ্বনি"-পাঠান্তর।

১৫৩। **ভর**—ভার, ওজন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যে-ভার বা ওজন, ক্ষণে ক্ষণে, প্রভুর অঙ্গেরও (দেহেরও) সেই ভার বা ওজন হইয়া থাকে। **ধরিতে**—ভূমিতে পড়িয়া যাওয়ার সময় ধরিয়া রাখিতে। "কেহো"-স্থলে 'কাহো"-পাঠান্তর। এই পয়ার পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫২-৫৩ পয়ার হইতেছে কীর্তনের তৃতীয় পদ। ইহাও এক অদ্ভুত প্রেমবিকার।

১৫৪। **পাতল**—পাতলা, হাল্‌কা। "হরিষে করিয়া কান্ধে"-স্থলে "হরিষ করিয়া কান্ধে"-পাঠান্তর। আনন্দ-ক্রন্দন। **বুলয়ে সকল**—সকল ভক্ত ভ্রমণ করেন। ইহাও এক অদ্ভুত প্রেম-বিকার।

১৫৫। **অঙ্গন-ভ্রমণ**—অঙ্গনে ভ্রমণ। ১৫৪-৫৫-পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ৪র্থ পদ।

১৫৬। **অতিভীত**—অত্যন্ত ভয় পাইয়া। আনন্দ-মূর্চ্ছাও একটি প্রেম-বিকার।

১৫৭। **মহাশীতে ইত্যাদি**—অত্যন্ত শীতের সময়ে বালকদের শরীর যেমন খুব কাঁপিতে থাকে এবং তাহার ফলে তাহাদের দাঁতগুলি যেমন খট্ খট্ শব্দ করিয়া বাজিতে থাকে, মহাকম্পে প্রভুরও তদ্রূপ অবস্থা হইতেছিল। ইহা হইতেছে কম্প-নামক সাত্ত্বিকভাবের সুদ্দীপ্ত অবস্থার পরিচায়ক।

ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥ ১৫৮
কখনো বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল॥ ৬॥১৫৯
ক্ষণে ক্ষণে অদ্‌ভুত বহে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ॥ ১৬০
ক্ষণে যায় সভার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিগে ডরে॥ ৭॥১৬১
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বৈসে।
চরণ তুলিয়া সভাকারে চা'হি হাসে॥ ১৬২
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে চরণধূলি—অপূর্ব্ব রতন॥ ৮॥১৬৩
আচার্য্যগোসাঞি বোলে "আরে আরে চোরা!
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভূরি মোরা॥" ১৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে একমাত্র শ্রীরাধারই সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সুদ্দীপ্ততা লাভ করে, অপর কাহারও নহে। মহাপ্রভু যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, এই পয়ারোক্তিতে তাহা সূচিত হইয়াছে। ২।১।৪২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১৫৬-৫৭ পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ৫ম পদ।

১৫৮। এই পয়ারে স্বেদ-নামক সাত্ত্বিকভাবের সুদ্দীপ্ততা সূচিত হইয়াছে। ১৫৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৯। **জ্বলন্ত অনল**—জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় অত্যন্ত উত্তপ্ত। "হয় অঙ্গ"-স্থলে "দেখি অঙ্গে"-পাঠান্তর—জ্বলন্ত অগ্নির উত্তাপের ন্যায় উত্তাপ দৃষ্ট হয়। **মলয়জ**—চন্দন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জ্বালায় শ্রীরাধারও এইরূপ অবস্থা হইত। ইহাদ্বারাও প্রভুর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্ব সূচিত হইতেছে। ১৫৮-৫৯ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৬ষ্ঠ পদ।

১৬০। এই পয়ারেও কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাব সূচিত হইয়াছে।

১৬১। এই পয়ারে প্রভুর ভক্তভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অথবা, কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ, কৃষ্ণকে আনিয়া দেওয়ার জন্য সখীদের চরণ-ধারণ করিয়া কাকুতির ভাবই সূচিত হইয়াছে। ১৬০-৬১ পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ৭ম পদ। কীর্তন হইতেছে—"হরি রাম রাম রাম"-ইত্যাদি ধুয়াযুক্ত পদ। কীর্তন-কালে প্রভুর ভাবভেদে এবং বিকারভেদে কীর্তনের পদ ভেদ করা হইয়াছে।

১৬২। এই পয়ারে প্রভুর ঈশ্বর-ভাব সূচিত হইতেছে।

১৬৩। "লুটয়ে"-স্থলে "লোটায়"-পাঠান্তর। ১৬২-৬৩ পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ৮ম পদ।

১৬৪। **ভারি**—গুরুতা, গাম্ভীর্য। **ভুরি**—প্রচুর। **ভারিভুরি**—প্রচুর গাম্ভীর্য। অথবা প্রচুর-গাম্ভীর্যরূপ চালাকী। পূর্ববর্তী ১৬২ পয়ারে প্রভুর ঈশ্বর-ভাবের কথা বলা হইয়াছে; ঈশ্বর-ভাবেই প্রভু ভক্তগণের উদ্দেশে স্বীয় চরণ তুলিয়া ধরিয়াছেন। ঈশ্বর-ভাব গাম্ভীর্যময়। তবে যে প্রভু চরণ তুলিয়া ধরিয়া ভক্তদের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া হাসিয়াছেন, সেই হাসিও তাঁহার গাম্ভীর্য বা ঈশ্বরত্ব প্রকাশের একটা ভঙ্গী। "তোমরা আমাকে যাহা মনে কর, আমি কিন্তু তাহা নই", অথবা, "আমি কি বস্তু, তাহা তোমরা জান না", ইহাই প্রভুর হাসির ব্যঞ্জনা। অদ্বৈতাচার্য প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়।
চারিদিগে ভক্তগণ কৃষ্ণ-গুণ গায় ॥ ৯॥১৬৫
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয়, সভে পায় ডর ॥ ১৬৬
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর ॥ ১০॥১৬৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভুরি মোরা—আমরা তোমার ঈশ্বরত্বের গাম্ভীর্য, গাম্ভীর্যরূপ চালাকী ভাঙ্গিয়া দিলাম, গাম্ভীর্য বা চালাকীর আশ্রয়ে তুমি যাহা লুকাইতে চাহিতেছ, আমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।" অদ্বৈতাচার্য কি বুঝিতে পারিয়াছেন? তিনি বুঝিয়াছেন, এই গৌরচন্দ্র হইতেছেন চোরা—"আরে আরে চোরা"। শ্রীঅদ্বৈতের মনোভাব বোধ হয় এইরূপ। "অহে! সকলের দিকে চরণ তুলিয়া ধরিয়া তুমি নিজেকে যে কৃষ্ণ বলিয়া জানাইতেছ, সেই কৃষ্ণরূপেও তুমি ছিলে চোর—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত—কত কিছু চুরি করিয়াছ, গোকুল-কন্যাদের বসন পর্যন্ত চুরি করিয়াছ। কিন্তু তাহাও তোমার চুরিবিদ্যার প্রথমস্তরের বিকাশমাত্র। সে-সমস্ত চুরিতে তোমার লোভ মিটে নাই, চুরির লোভ বরং ক্রমশঃ বাড়িয়াই গিয়াছে। শেষকালে তুমি শ্রীরাধার অখণ্ড-রসময় অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারই চুরি করিয়াছ। এ-স্থলেই তোমার চুরি-বিদ্যার সম্যক্ পরিণতি। সেই অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডার চুরি করিয়া, সেই প্রেমভাণ্ডারকে এবং নিজেকে অপরের দৃষ্টি হইতে লুকাইবার উদ্দেশ্যে, তুমি আবার সেই শ্রীরাধার কান্তিটুকুও চুরি করিয়াছ, সেই কান্তিদ্বারা নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ, যেন লোকে মনে করে, তুমি সেই চোর-কৃষ্ণ নও, তুমি পরমা স্বাধ্বী স্বয়ং শ্রীরাধা। তুমি কি যেমন-তেমন চোর? তুমি অত্যন্ত চালাক চোর, চোর-চূড়ামণি। (অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ শ্রীপাদ রূপগোস্বামিকৃত স্তব ॥)। ছিলে তুমি অবশ্য সেই চরণ-তুলিয়া-ধরা ঠাকুরই। এখন আর চালাকী করিয়া সেই ঠাকুরালী প্রকাশ করিতে যাইও না; তাহাতে তোমার কোনও লাভ নাই; যেহেতু, আমরা তোমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। তুমি এখন শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-চোরা। তুমি তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ন্যায় কেন তোমার 'ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে হয় মহাকম্প। মহাশীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥ ২।৮।১৫৭ ॥'? কেন তোমার 'ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে। মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥ ২।৮।১৫৮ ॥'? কেন তোমায় 'কখনো বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল। দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল ॥ ২।৮।১৫৯ ॥'? কেন তোমার 'ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহে মহাশ্বাস। সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ ॥ ২।৮।১৬০ ॥'?" এ-সমস্ত হইতেছে শ্রীঅদ্বৈতের প্রেমোচ্ছ্বাসের প্রভাবজনিত উক্তি।

১৬৫। গড়াগড়ি—ভূমিতে গড়াগড়ি। ১৬৪-৬৫-পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ৯ম পদ।

১৬৬। "হয়"-স্থলে "পা'য়"-পাঠান্তর। পা'য়—পায়ে, চরণে, চরণের আঘাতে। ডর—ভয়।

১৬৭। মধুর নাচয়ে—মৃদু পদ-চালনে মধুর নৃত্য করেন। ১৬৬-৬৭ পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ১০ম পদ।

কখনো বা করে কোটি-সিংহের হুঙ্কার।
কর্ণ রক্ষা-হেতু—সবে অনুগ্রহ তাঁর॥ ১৬৮
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়।
কেহো দেখে, কেহো দেখিবারে নাহি পায়॥১১॥১৬৯
ভাবাবেশে পাকল-লোচনে যারে চা'য়।
মহাত্রাস পায়্যা সেই হাসিয়া পলায়॥ ১৭০
কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচয়ে বিহ্বল হই, নাহি পরাপর॥ ১২॥১৭১
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পা'য়॥
আরবার পুন তার উঠয়ে মাথায়॥ ১৭২

ক্ষণে যার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ॥ ১৩॥১৭৩
ক্ষণে হয় বাল্যভাবে পরম-চঞ্চল।
মুখে বাদ্য বা'য় যেন ছাওয়াল-সকল॥ ১৭৪
চরণ নাচায় ক্ষণে খলখল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে॥ ১৪॥১৭৫
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গ-সুন্দর।
প্রহরেক সেইমত আছে নিরন্তর॥ ১৭৬
ক্ষণে ধ্যান করে কর মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র॥ ১৫॥১৭৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৯। পৃথিবীর আলগ হইয়া—মাটী হইতে আল্‌গা বা পৃথক্ হইয়া, মাটীর উপরে শূন্যে থাকিয়া। ১৬৮-৬৯ পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ১১শ পদ।

১৭০। পাকল-লোচনে—চোক পাকাইয়া (ঘুরাইয়া)। সেই—যাঁহার দিকে প্রভু চোক পাকাইয়া চাহেন, সেই ভক্ত। মহাত্রাসে ইত্যাদি—প্রভুর চোক-পাকানো দেখিয়া অত ভয়ও জন্মে; তখন ভয়ে পলায়ন করেন। আবার, চোক্-পাকানো-ব্যাপারে প্রভুর ভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া হাসিও পায়; তখন হাসিতে হাসিতেই পলায়ন করেন (অর্থাৎ পলায়ন-কালেই ভঙ্গী বুঝিয়া হাসিতে থাকেন)।

১৭১। কৃষ্ণাবেশে—শ্রীকৃষ্ণ-ভাবের আবেশে। "কৃষ্ণাবেশে"-স্থলে "ভাবাবেশে"-পাঠান্তর। পরাপর—পর ও অপর এ-সম্বন্ধে জ্ঞান। ১৭০-৭১-পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ১২শ পদ।

১৭২। পা'য়—পায়ে, চরণে।

১৭৩। "যার"-স্থলে "কারো-পাঠান্তর। ১৭২-৭৩-পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ১৩শ পদ। ১৭২-৭৩ পয়ারদ্বয়ে ঈশ্বর-ভাবের আবেশ সূচিত হইয়াছে।

১৭৪। বা'য়—বাজায়। ছাওয়াল—শিশু।

১৭৫। জানুগতি চলে—জানুতে ভর দিয়া (হামাগুড়ি দিয়া) চলিতে থাকেন। বালক-আবেশে—বালকৃষ্ণের ভাবের আবেশে। ১৭৪-৭৫ পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ১৪শ পদ।

১৭৬। এই পয়ারে কিশোর শ্রীকৃষ্ণ-ভাবের আবেশের কথা বলা হইয়াছে। "আছে নিরন্তর"-স্থলে "থাকে বিশ্বম্ভর"-পাঠান্তর।

১৭৭। ক্ষণে ধ্যান করে—প্রভু কখনও ধ্যান করিতে থাকেন। কর মুরলীর ছন্দ—করদ্বয় মুরলী-ধারণের ছন্দে (ছাঁদে) অবস্থিত। হাতে মুরলী নাই; অথচ হাতদু'টি এমনভাবে রাখিয়াছেন, দেখিলে মনে হয় যেন বাজাইবার জন্য মুরলী ধারণ করিয়াছেন। এ-স্থলেও কিশোর শ্রীকৃষ্ণ-ভাবের

বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ-সেবন ॥ ১৭৮
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ-শিরে ॥ ১৬॥১৭৯
যখন যে ভাব হয়, সে-ই অদ্‌ভুত।
নিজ-নামানন্দে নাচে জগন্নাথসুত ॥ ১৮০
ঘন ঘন হিক্কা হয় সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির পৃথিবীতে পড়ে ॥ ১৭॥১৮১
গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানা-বর্ণ দেখি।
ক্ষণে ক্ষণে দুইগুণ হয় দুই আঁখি ॥ ১৮২
অলৌকিক হৈয়া প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে তাহা প্রভু ভাষে' ॥১৮॥১৮৩
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি 'প্রভু' করি বোলে।
'এ বেটা আমার দাস' ধরে তার চুলে ॥ ১৮৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আবেশ। ১৭৬-৭৭-পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ১৫শ পদ। "করে কর"-স্থলে "করি করে"-পাঠান্তর।

১৭৮। বাহ্য পাই—বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া (নানাবিধ ভাবের আবেশের পরে)। চাহে—যাচ্ঞা বা প্রার্থনা করেন। চরণ-সেবন—শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা।

১৭৯। চক্রাকৃতি—চক্রের (চাকার) আকার। ফিরে—অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়ায়েন। আপন চরণ গিয়া ইত্যাদি—স্বীয় চরণদ্বয়কে এমনভাবে তুলিয়া ধরেন যে, তাহারা নিজের মস্তকে সংলগ্ন হয়। ইহাতে মনে হয়, প্রভু দুই হাত মাটিতে রাখিয়া সেই দুই হাতে ভর দিয়াই অঙ্গনে ঘুরিতেছিলেন এবং সেই সময়ে পৃষ্ঠদেশকে ভূমির দিকে রাখিয়া পদদ্বয়কে উত্থিত করিয়া এবং বাঁকাইয়া মস্তকের সহিত সংলগ্ন করাইয়াছিলেন। অথবা দুই হাতে মাটীর উপর ভর দিয়া, বক্ষঃস্থলকে ভূমির দিকে রাখিয়া চরণদ্বয়কে বাঁকাইয়া মস্তকের সহিত সংলগ্ন করাইয়া হাত দুইটিকে চালাইয়া অঙ্গনে ঘুরিতেছিলেন। ব্রজলীলায়, ব্রজবালকদের নিকটে ক্রীড়া-কৌতুক রঙ্গের কৌশল-প্রদর্শনার্থ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেও হয়তো প্রভু এইভাবে ঘুরিয়াছিলেন এবং সেই ভাবের আবেশে নবদ্বীপেও তদ্রূপ করিয়াছেন। ১৭৮-৭৯ পয়ারদ্বয় হইতেছে কীর্তনের ১৬শ পদ।

১৮০। অদ্‌ভুত—চমৎকার, আশ্চর্য। নিজ নামানন্দে—"হরি রাম রাম রাম"-এই "গোবিন্দ"-নামরূপ স্বীয় নামের আস্বাদন-জনিত আনন্দে।

১৮১। "হিক্কা হয়"-স্থলে "হুঙ্কারয়ে"-পাঠান্তর। হুঙ্কারয়ে—হুঙ্কার করেন। ১৮০-৮১ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ১৭শ পদ।

১৮২। পয়ারের প্রথমার্ধে বৈবর্ণ্যরূপ সাত্ত্বিকভাবে সূচিত হইতেছে। দুইগুণ—স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় আকারবিশিষ্ট।

১৮৩। অলৌকিক হৈয়া ইত্যাদি—লৌকিক জগতে যাহা কখনও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, বৈষ্ণব-ভাবের আবেশে, প্রভু তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া। ভাষে—বলেন। ১৮২-৮৩-পয়ারদ্বয় কীর্তনের ১৮শ পদ।

১৮৪। অন্বয়। পূর্বে যে বৈষ্ণবকে দেখিলে তাঁহাকে (শ্রদ্ধা-ভক্তি-সূচক) "প্রভু"-শব্দে

পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণে।
তার বক্ষে উঠি করে চরণ-অর্পণে ॥ ১৯॥১৮৫
প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ।
অন্যোঽন্যে গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৮৬
সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়ই কৃষ্ণরসে হই ভোলা ॥ ২০॥১৮৭
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥ ১৮৮
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥ ২১॥১৮৯
এ কোন্ অদ্ভুত !—যার সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ হয়ে জগত পবিত্র ॥ ১৯০
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে।
ইহার কি ফল—কিবা বলিব পুরাণে ॥ ২২॥১৯১
চর্তুদ্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ॥ ১৯২
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥ ২৩॥১৯৩
যার নামে বাল্মীক হইল তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল-মোচন ॥ ১৯৪
যার নাম-শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতার কলিযুগে নাচে ॥ ২৪॥১৯৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সম্বোধন করিতেন, এখন মহাপ্রভু তাঁহাকেই "এ বেটা আমার দাস" বলিয়া তাঁহার চুলে ধরেন। ইহা প্রভুর এক অলৌকিক আচরণ।

১৮৫। এই পয়ারেও এক অলৌকিক আচরণ কথিত হইয়াছে। ১৮৪-৮৫ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ১৯শ পদ। এই দুই পয়ারে প্রভুর ঈশ্বর-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

১৮৭। **গায়ই**—গান বা কীর্তন করেন। **কৃষ্ণরসে**—কৃষ্ণভক্তি-রসের আস্বাদন-জনিত আনন্দে। **ভোলা**—বিহ্বল। "রসে"-স্থলে "সভে"-পাঠান্তর—আনন্দে গায়ই কৃষ্ণ (কৃষ্ণনাম), সভে হই ভোলা (বিহ্বল)। ১৮৬-৮৭ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২০শ পদ।

১৮৮। "বাজে"-স্থলে "বাদ্য"-পাঠান্তর। **সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে ইত্যাদি**—মৃদঙ্গ-মন্দিরাদির ধ্বনি সঙ্কীর্তনের ধ্বনির সহিত মিশিয়া গেল।

১৮৯। "উঠিল"-স্থলে "হইল" এবং "ভেদিল"-পাঠান্তর। **ভেদিল**—ভেদ করিল, ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া চলিল। **পূরিয়া আকাশ**—আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়া। **চৌদিগের**—চারিদিকের, সকল স্থানের। **যায় সব নাশ**—সমস্ত বিনষ্ট (দূরীভূত) হয় (কীর্তন-ধ্বনিতে)। ১৮৮-৮৯ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২১শ পদ।

১৯০-১৯১। **এ কোন্ অদ্ভুত**—প্রভুর নৃত্যে যে জগতের অমঙ্গল বিনষ্ট হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কথা কি থাকিতে পারে? **নৃত্য**—নৃত্যে, নৃত্যের প্রভাবে। **কিবা বলিব পুরাণে**—পুরাণ-শাস্ত্র তাহা আর কতই বা বলিবে? অর্থাৎ ইহার ফল অনন্ত, বলিয়া শেষ করা যায় না। ১।২।৭-শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২২শ পদ।

১৯২-১৯৩। এই পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২৩শ পদ।

১৯৪-১৯৫। **বাল্মীক**—বাল্মীকী মুনি। **অবতার কলিযুগে নাচে**—কলিযুগে অবতাররূপে (অবতীর্ণ হইয়া) নৃত্য করিতেছেন। ১৯৪-৯৫-পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২৪শ পদ।

যার নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্রবদন প্রভু যার গুণ গায়॥ ১৯৬
সর্ব্ব-মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্॥ ২৫॥১৯৭
হইল পাপিষ্ঠ, জন্ম তখনে না হৈল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥ ১৯৮
কলিযুগে আশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাসসুতে॥ ২৬॥১৯৯
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তালি শুনি অতি-মনোহর॥ ২০০
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গা'য়॥ ২৭॥২০১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৬। "লই"-স্থলে "গাই"-পাঠান্তর। গাই—গাইয়া, গান করিয়া।

১৯৭। **সর্ব্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত**—যত রকম প্রায়শ্চিত্তের কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, সে-সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্তও (নামসঙ্কীর্তন)। যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে-প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, সেই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে সেই পাপ বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সেই পাপের মূল বিনষ্ট হয় না; যেহেতু, সেই প্রায়শ্চিত্তের পরেও প্রায়শ্চিত্তকারীকে আবার সেই পাপ করিতে দেখা যায়। কিন্তু নামসঙ্কীর্তনের ফলে সর্ববিধ পাপেরই মূল (রজস্তমোময়ী মায়া) বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং নাম-সঙ্কীর্তনই হইতেছে সর্ববিধ প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। "নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ। ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥ ভা. ৬।২।৪৬॥" ১৯৬-৯৭-পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২৫শ পদ।

১৯৮। এই পয়ার গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি। যে-সময়ের কথা এ-স্থলে বলা হইয়াছে, সেই সময়ে গ্রন্থকারের জননী নারায়ণীদেবী ছিলেন মাত্র চারি বৎসরের বালিকা (২।২।৩১৮-৩২১-পয়ার দ্রষ্টব্য); সুতরাং তখনও গ্রন্থকারের জন্ম হয় নাই।

১৯৯। **কলিযুগে**—কলিযুগকে। **আশংসিল**—প্রশংসা করিয়াছেন। **এই অভিপ্রায় তার জানি**—তার (কলিযুগের অথবা ব্যাসদেবের) এই অভিপ্রায় (কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া নাম-সঙ্কীর্তন প্রচার করিয়া জগতের জীবের উদ্ধার-সাধন করিবেন—ইহা) জানি (জানিয়াই) ব্যাসসুতে (ব্যাসনন্দন শুকদেবগোস্বামী) শ্রীভাগবতে (কলিযুগের প্রশংসা করিয়াছেন)। কলির প্রশংসা-বাচক ভাগবত-শ্লোক—"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ ১১।৫।৩৬॥ কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ ১২।৩।৫১॥" "ব্যাসসুতে"-স্থলে "ব্যাস হৈতে"-পাঠান্তর। ব্যাস হৈতে—ব্যাসদেবের নিকট হইতে (জানিয়া শুকদেব ভাগবতে কলির প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন)। ১৯৮-৯৯-পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২৬শ পদ।

২০০। **চরণের তালি**—নৃত্যকালে ভূমির সহিত চরণের স্পর্শ-জনিত শব্দ।

২০১। "ভাবাবেশে"-স্থলে "ভাব-ভরে"-পাঠান্তর। গা'য়—গায়ে, অঙ্গে। ২০০-২০১-পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২৭শ পদ।

কতি গেল গরুড়ের আরোহণ সুখ।
কতি গেল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ ॥ ২০২
কোথায় রহিল সুখ অনন্ত-শয়ন।
দাস্য-ভাবে ধূলি লুটি করয়ে রোদন ॥ ২৮॥২০৩
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।
দাস্য-সুখে সব সুখ পাসরিল আর ॥ ২০৪
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি বাহু মুখ ॥ ২৯॥২০৫
শঙ্কর-নারদ-আদি যার দাস্য পায়্যা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে' দাস হৈয়া ॥ ২০৬
সেই প্রভু আপনেই দন্তে তৃণ ধরি।
দাস্যযোগ মাগে' সব সুখ পরিহরি ॥ ৩০॥২০৭
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি যে বা আর চাহে।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি ধায়ে ॥ ২০৮
যে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায় ॥ ৩১॥২০৯
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥ ২১০
এই মত শাস্ত্র বহে, অর্থ নাহি জানে।
অধম-সভায় অর্থ অধম বাখানে ॥ ৩২॥২১১
বেদে ভাগবতে কহে 'দাস্য বড় ধন'।
দাস্য লাগি রমা-অজ-ভবের যতন ॥ ২১২
চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তার, কি বলিব আন ॥ ৩৩॥২১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০২-২০৩। কতি—কোথায়। **গরুড়ের আরোহণ-সুখ**—গরুড়ের উপরে আরোহণ-জনিত সুখ। **সুখ অনন্ত-শয়ন**—অনন্ত-নাগের উপরে শয়ন-জনিত সুখ। **ধূলি লুটি**—ধূলাতে লোটাইয়া। অথবা ভক্তদের চরণ-ধূলি লুটিয়া। এই পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২৮শ পদ।

২০৪-২০৫। **সুখভার**—সুখ-সম্ভার, সুখ-সমূহ। **রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ**—লক্ষ্মীদেবীর শ্রীবদন-দর্শন-জনিত আনন্দ। **বিরহী হইয়া**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া। এই পয়ারদ্বয় কীর্তনের ২৯শ পদ।

২০৬। "দাস"-স্থলে "দাস্য"-পাঠান্তর।

২০৭। "ধরি"-স্থলে "করি", এবং "দাস্যযোগ মাগে"-স্থলে "দাস্যসুখ আগে"-পাঠান্তর। **পরিহরি**—পরিত্যাগ করিয়া। ২০৬-৭ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩০শ পদ।

২০৮-২০৯। এই পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩১শ পদ।

২১১। **অধম সভায়**—অধম (ভক্তিহীন) লোকদিগের সভায়, অধম লোকদিগের নিকটে। **অর্থ অধম বাখানে**—অধম (ভক্তি-তাৎপর্যহীন) অর্থ ব্যাখ্যা করে অথবা অধম অধ্যাপক শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করেন। "অধম সভায়"-স্থলে "অধম-স্বভাব"-পাঠান্তর। অধম স্বভাব—ভারবাহী গর্দভের ন্যায় হীন (ভক্তিহীন) স্বভাব বলিয়া (অধম অর্থ ব্যাখ্যা করে)। ২১০-১১ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩২শ পদ।

২১২। **দাস্য বড় ধন**—শ্রীকৃষ্ণের দাস্যই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু; যেহেতু, বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-অনুসারে, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য। ১।৫।৫৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য অপেক্ষা বড় কাম্য কিছু থাকিতে পারে না। **রমা**—লক্ষ্মীদেবী। **অজ**—ব্রহ্মা। **ভব**—মহাদেব।

২১৩। অন্বয়। চৈতন্যের বাক্যে (উপদেশে) যার নাহিক প্রমাণ (যাহার প্রমাণ-বুদ্ধি নাই,

দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিগে কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর ॥ ২১৪
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মূরছিত।
তৃণ-করে অদ্বৈত তখনে উপনীত ॥ ৩৪॥২১৫
আপাদ-মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজ শিরে থুই নাচে ভ্রূকুটি করিয়া ॥ ২১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চৈতন্যের বাক্যকে যে-ব্যক্তি প্রামাণ্য বলিয়া মনে করে না, চৈতন্যের বাক্যে যাহার বিশ্বাস নাই) তার (তাহার) চৈতন্য নাহিক (চৈতন্য বা জ্ঞান নাই, সে-ব্যক্তি অজ্ঞ, মূঢ়)। আন (অন্য কথা) কি বলিব ? "বাক্যে"-স্থলে "কাজ"-পাঠান্তর। ২১২-১৩ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩৩শ পদ।

২১৫। **তৃণ-করে**—হাতে তৃণ লইয়া। **তখনে**—প্রভু যখন মূর্ছিত, তখন। ২১৪-১৫-পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩৪শ পদ।

২১৬। **নিছিয়া**—নির্মঞ্ছন করিয়া, (আপদ-বালাই, সর্ববিধ অমঙ্গল) নিঃশেষে মুছিয়া। **লইয়া**—আপদ-বালাই, সর্ববিধ অমঙ্গল, গ্রহণ করিয়া। **থুই**—থুইয়া, রাখিয়া, স্থাপন করিয়া। "তৃণে"-স্থলে "মন", "নিছিয়া লইয়া"-স্থলে "নিছিয়া লিছিয়া", এবং "নিজ শিরে থুই"-স্থলে "তৃণ শিরে করি (লই)"-পাঠান্তর।

শ্রীবিশ্বম্ভর যখন মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য তৃণ হস্তে করিয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং সেই তৃণদ্বারা প্রভুর চরণ হইতে মস্তক পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ নিছিয়া লইলেন (অর্থাৎ প্রভুর সমস্ত অঙ্গ হইতে প্রভুর আপদ্-বালাই, সর্ববিধ অমঙ্গল, নিঃশেষে মুছিয়া লইলেন) এবং সেই তৃণ নিজের মস্তকে স্থাপন করিলেন (অর্থাৎ তৃণদ্বারা নিঃশেষে মুছিয়া আনিয়া যেন প্রভুর সমস্ত আপদ-বালাই' সর্ববিধ অমঙ্গল, নিজের মস্তকেই বহন করিলেন) এবং তৃণ মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি ভ্রূকুটী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন (প্রভুর আপদ-বালাই, সর্ববিধ অমঙ্গল, প্রভুর অঙ্গ হইতে আনিয়া তৎসমস্ত মস্তকে ধারণ করিয়া, প্রভুকে সর্বতোভাবে নিরাপদ করিয়াছেন মনে করিয়া, তিনি যে-আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, সেই আনন্দের আবেশে প্রভুগত-প্রাণ অদ্বৈতাচার্য নৃত্য করিতে লাগিলেন)। ইহাদ্বারা প্রভুর প্রতি অদ্বৈতাচার্যের অসাধারণ প্রীতিই সূচিত হইতেছে।

"তৃণে"-স্থলে "মন"-পাঠান্তরের তাৎপর্য—শ্রীঅদ্বৈত গৌরচন্দ্রের আপাদ-মস্তক তো মুছিয়া নিলেনই, প্রভুর মনও মুছিয়া নিলেন, অর্থাৎ প্রভুর মনে যদি দুঃখের কোনও হেতু থাকে, সেই হেতুরূপ বালাইকেও মুছিয়া লইলেন। প্রভুর দেহের এবং মনের সকল বালাই-ই তিনি গ্রহণ করিলেন। নিজের মনে মনেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মনকে মুছিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীলঅতুলকৃষ্ণগোস্বামি-মহোদয় লিখিয়াছেন—"নিছনি-শব্দের নানা অর্থ ; —বালাই, আরতি, বরণ-করা প্রভৃতি। অর্থ যেরূপই হউক, মূলে কিন্তু সকলই এক বলিয়া বোধ হয়। কেন না, 'নির্ম্মঞ্ছন'-শব্দ হইতেই 'নিছনি'-শব্দের উৎপত্তি। নির্ম্মঞ্ছনের প্রচলিত অর্থ—বরণ বা আরতি। আরতির সময় দেবমূর্তির সর্ব্বাঙ্গ লক্ষ্য করিয়া দীপ, শঙ্খ প্রভৃতি ঘুরানো হইয়া থাকে। বরণের সময়েও দেবতা বা বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বিবিধ হস্তসঞ্চালনসহকারে বরণডালার

অদ্বৈতের ভক্তি দেখি সভার তরাস। নিত্যানন্দ গদাধর—দুইজনে হাস ॥ ৩৫॥২১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সমস্ত সামগ্রী ঘুরাণো হয়। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই আরতি বা বরণ করার চরম লক্ষ্য হইতেছে—বালাই বা অমঙ্গল দূর করা। সুতরাং 'নিছনি'-শব্দটি কোথাও বা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আরতি প্রভৃতি অর্থে, কোথাও বা ফলিত অর্থ লইয়া বালাই প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'নিছিয়া' এই শব্দটি নির্ম্মঞ্ছন বা নিছনি-শব্দ হইতেই জাত। অতএব, এ-স্থানের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীচৈতন্যের আপাদ-মস্তক তৃণদ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করিয়া অর্থাৎ এইরূপ কার্যদ্বারা শ্রীচৈতন্যের সমস্ত আপদ-বালাই দূর করিয়া, সেই তৃণ আপন মস্তকে রাখিয়া, ভ্রূকুটীসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যের সমস্ত আপদ্-বালাই আমিই মস্তক পাতিয়া লইতেছি, মস্তকে তৃণ স্থাপনের ইহাই উদ্দেশ্য। যথা—'এমন পিয়ার কথা, কি পুছসি রে সখি, পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে। গড়ের কুটাগাছি, শিরে ঠেকাইয়া, আলাই-বালাই তার নিয়ে॥' বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ, ২য় সংস্করণ, ২১৩ পৃষ্ঠা দেখুন।"

বস্তুতঃ, ভগবানের সহিত, পার্ষদগণের কথা তো দূরে, সাধারণ জীবেরও স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে প্রীতির সম্বন্ধ (১।৫।৫৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রিয়ের সমস্ত আলাই-বালাই নিজে গ্রহণ করিতে পারিলেই এবং তদ্দ্বারা সমস্ত আপদ্-বালাই হইতে প্রিয়কে সর্বতোভাবে মুক্ত করিতে পারিলেই, নিজের সুখ। সুতরাং যে-স্থলে প্রীতিময়ী সেবা, সে-স্থলে আরাত্রিক (আরতি) বা নির্ম্মঞ্ছনের তাৎপর্য হইতেছে একমাত্র-প্রিয় ভগবানের সমস্ত আলাই-বালাই দূর করা। মায়াতীত ভগবানের আলাই-বালাই অবশ্য কিছু নাই, থাকিতেও পারে না; তথাপি প্রীতির স্বভাবেই তাঁহার আপদ্-বিপদের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। "অনিষ্টাশঙ্কিনি হি বন্ধুহৃদয়ানি।"

২১৭। **অদ্বৈতের ভক্তি**—প্রভুসম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্যের পূর্বপয়ারোক্ত ভক্তিমূলক বা প্রীতিমূলক আচরণ। **তরাস**—ত্রাস, ভয়। **অদ্বৈতের ভক্তি দেখি ইত্যাদি**—প্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের গাঢ়-প্রীতির কথা যাঁহারা জানিতেন না, তাঁহার উল্লিখিতরূপ আচরণ দেখিয়া, তাঁহারা সকলেই ভয় পাইলেন। তাঁহাদের ভয়ের কারণ এই। শ্রীঅদ্বৈতের আচরণে প্রভুর প্রতি অদ্বৈতের যে গাঢ়-প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। যথাদৃষ্টভাবে তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈত তৃণদ্বারা প্রভুর সর্বাঙ্গ মুছিয়া নেওয়ার সময়ে প্রভুর চরণও মুছিয়া নিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, মূর্ছাভঙ্গের পরে, কোনও রকমে প্রভু যদি জানিতে পারেন যে, অদ্বৈত তাঁহার চরণ-স্পর্শ করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রভু অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন। তাহাতে অদ্বৈতের অমঙ্গল হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়াই তাঁহারা অদ্বৈতের সম্বন্ধে ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ভয়, অদ্বৈতের প্রতি তাঁহাদের প্রীতিই সূচিত করিতেছে। যাহা হউক, তাঁহারা ভয় পাইলেন বটে; কিন্তু **নিত্যানন্দ গদাধর ইত্যাদি**—অদ্বৈতের আচরণে নিত্যানন্দ ও গদাধর হাসিতে লাগিলেন। প্রভুর প্রতি অদ্বৈতের গাঢ়-প্রীতির কথা তাঁহারা জানিতেন। তাই তাঁহারা অদ্বৈতের আচরণের মর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগতজীবন।
আবেশের অন্ত নাহি, হয় ঘনে ঘন ॥ ২১৮
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে' শচীসুতে ॥ ৩৬॥২১৯
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি ॥ ২২০
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমত হয়।
অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময় ॥ ৩৭॥২২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীঅদ্বৈত প্রাণাধিক প্রিয় প্রভুর আপদ্-বালাই সমস্ত দূর করিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহারা আনন্দের হাসিই হাসিয়াছিলেন। ২১৬-১৭-পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩৫শ পদ।

২১৯। শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সমস্ত প্রেম-বিকারের কথা দেখা যায় না, লৌকিক জগতেও যে-সমস্ত প্রেম-বিকারের কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না, শচীসুতের মধ্যে তাদৃশ প্রেমবিকার-সমূহ (হেন সব বিকার) প্রকাশে (প্রকাশ পাইতেছিল)। সন্ন্যাসের পরে প্রভুর নীলাচলে অবস্থান-কালের প্রেম-বিকার-সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"লোকে নাহি দেখি ঐছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি। হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি॥ চৈ. চ. ৩৷১৪৷৭৬॥" প্রভুর এতাদৃশ অদ্ভুত প্রেমবিকারের হেতুও আছে। তাহা এই। শ্রীমদ্ভাগবতে লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার এবং শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের এবং স্থলবিশেষে অন্যান্য কোনও কোনও ভক্তের প্রেম-বিকারের কথা বলা হইয়াছে। মহাপ্রভু তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কেবলমাত্র কোনও কৃষ্ণ পরিকরও নহেন, অন্য কোনও ভক্তও নহেন। তিনি হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি ভা, ১১৷৫৷৩২-প্রভৃতি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ গৌরসুন্দরের উল্লেখ প্রসঙ্গ-ক্রমে থাকিলেও তাঁহার লীলা কোনও স্থলে বর্ণিত হয় নাই। লীলায় এবং লীলার স্মৃতিতেই (লীলার স্মৃতিও লীলাবিশেষ) প্রেমবিকার প্রকটিত হইয়া থাকে। গৌরের লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার প্রেমবিকারের বর্ণনাও তাহাতে থাকিতে পারে না। গৌরের স্বরূপের যেমন একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলারও তেমনি কিছু অপূর্ব বৈশিষ্ট্য থাকিবে এবং প্রেমবিকারেরও কিছু কিছু অপূর্ব বৈশিষ্ট্য থাকিবে। তাঁহার লীলা ভাগবতে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া লীলাব্যপদেশে প্রকটিত অপূর্ব বৈশিষ্ট্যময় প্রেমবিকারও বর্ণিত হয় নাই। আবার গৌরের ন্যায় অপূর্ব বৈশিষ্ট্যময় প্রেমবিকার লৌকিক জগতেও একান্ত দুর্লভ। এ-জন্যই বলা হইয়াছে, "যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে। হেন সব বিকার প্রকাশে শচীসুতে॥" **যাহা নাহি দেখি**—শ্রীভাগবতে যাহা (যাহার বর্ণনা) দেখিনা। **যাহা নাহি শুনি**—লৌকিক জগতে লোকের মধ্যেও যাহার কথা শুনা যায় না। **প্রকাশে**—প্রকাশ পায়, প্রকটিত হয়। **শচীসুতে**—শচীসুতের মধ্যে। এই পয়ারোক্তির ব্যঞ্জনা এই যে, প্রভু হইতেছেন স্বরূপতঃ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। ২১৮-১৯-পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩৬শ পদ। পরবর্তী পয়ারত্রয়ে কয়েকটি অপূর্ব প্রেমবিকারের কথা বলা হইয়াছে।

২২০-২২১। **স্তম্ভাকৃতি**—প্রস্তর-স্তম্ভের ন্যায় একেবারে অনমনীয়। **নবনীতময়**—এত কোমল যে, মনে হয়-যেন ননীদ্বারাই গঠিত। ২২০-২১ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩৭শ পদ।

কখনো দেখিয়ে অঙ্গ—গুণ দুই তিন। কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ ॥ ২২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২২। এই পয়ারে কথিত শব্দগুলির একাধিক অর্থ হইতে পারে। যথা, প্রথমতঃ **কখনো দেখিয়ে অঙ্গ**—কখনও কখনও দেখা যায়, প্রভুর অঙ্গ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-হস্ত-পদাদি) **গুণ দুই তিন**—স্বাভাবিক অবস্থা হইতে দুই-তিন গুণ লম্বা হইয়া যায়, অত্যন্ত দীর্ঘ হয়। সুতরাং প্রভু তখন দীর্ঘাকৃতি ধারণ করেন। আবার, **কখনো স্বভাব হৈতে**—স্বাভাবিক অবস্থা হইতে **অতিশয় ক্ষীণ**—অত্যন্ত ক্ষুদ্র, হ্রস্ব, খর্ব; হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অত্যন্ত হ্রস্ব বা খর্ব, বা ক্ষুদ্র হইয়া যায়। সুতরাং প্রভু তখন খর্বাকৃতি ধারণ করেন। দ্বিতীয়তঃ, **অঙ্গ**—দেহ। **কখনো দেখিয়ে অঙ্গ**—কখনও কখনও দেখা যায়, প্রভুর দেহ **গুণ দুই তিন**—স্বাভাবিক অবস্থা হইতে দুই তিন গুণ স্ফীত বা মোটা হইয়া যায় (ফুলিয়া যায়)। আবার, **কখনো স্বভাব হৈতে**—স্বাভাবিক অবস্থা হইতে **অতিশয় ক্ষীণ**—অত্যন্ত কৃশ হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ, উল্লিখিত উভয় অবস্থাই হয়। প্রভু কখনও দীর্ঘাকার, কখনও বা খর্বাকৃতি, ধারণ করেন; আবার কখনও বা প্রভুর সমস্ত দেহ স্বাভাবিক অবস্থা হইতে দুই-তিন গুণ ফুলিয়া যায়, আবার কখনও বা অত্যন্ত কৃশ হইয়া যায়। যে-অর্থই গ্রহণ করা যাউক না কেন, প্রভু যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, এই পয়ারোক্তি তাহার এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু যে কখনও কখনও দীর্ঘাকৃতি ধারণ করিতেন, আবার যে কখনও কখনও বা কূর্মাকৃতি ধারণ করিতেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তির অনুসরণে কবিরাজ-গোস্বামী তাহা লিখিয়া গিয়াছেন (চৈ. চ. অন্ত্য। ১৪শ, ১৭শ, ১৮শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং ইহাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, "শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥ নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ॥ রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥ চৈ. চ. ২।২।৩-৫॥" দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই উদিত হয় না। মহাপ্রভুতে তাহা প্রকটিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীগৌরাঙ্গ যদি রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপই হয়েন এবং শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্ট হওয়াতেই যদি প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনও দীর্ঘ, আবার কখনও খর্ব হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধারও ঐরূপ অবস্থা হইত। শ্রীরাধার যদি উল্লিখিতরূপ অবস্থা হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর দীর্ঘাকৃতি-কূর্মাকৃতি-ধারণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি। হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি॥" ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীরাধার দীর্ঘাকৃতি-কূর্মাকৃতি-ধারণের কথা কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রভু যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ এবং শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ-ভাবের আবেশেই যে প্রভুর এতাদৃশী অবস্থা হইত, তাহা কিরূপে বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন এই যে, রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ প্রভুর মধ্যে শ্রীরাধার প্রেম যেরূপ উদ্দামতা ধারণ করিয়াছিল,

কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, আনন্দ সদায়॥ ৩৮॥২২৩
সকল-বৈষ্ণব প্রভু দেখি একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব-নাম ধরি ধরি ডাকে॥ ২২৪
'হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
রমা, অজ, উদ্ধব' বলিয়া করে নাদ॥ ৩৯॥২২৫
এইমত সভা' দেখি নানামত বোলে।
যে বা সেই বস্তু, তাহা প্রকাশয়ে ছলে॥ ২২৬
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥ ৪০॥২২৭

(গৌর এ পরম দয়াল।
ধন্য ক্ষিতি ধন্য অবতার ধন্য কলিকাল॥ ধ্রু॥)২২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্রজলীলায় শ্রীরাধার মধ্যে তাহা সেইরূপ উদ্দাম হয় নাই। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চৈ. চ. ৩।১৪।৬৩-পয়ারের গৌ. কৃ. ত. টীকায় দ্রষ্টব্য।

২২৩। ২২২-২৩ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩৮শ পদ।

২২৪। "প্রভু"-স্থলে "যত" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "ভাবাবেশে পূর্ণ নাম ধরি সভা' ডাকে"-পাঠান্তর। **পূর্ব্ব-নাম**—প্রভুর পরিকর ভক্তদের মধ্যে পূর্বলীলায় যিনি যে-নামে পরিচিত ছিলেন, সেই নাম। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

২২৫। **হলধর**—বলরাম। নিত্যানন্দের দিকে চাহিয়া প্রভু হলধর বলিয়া ডাকিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া নারদ বলিয়া ডাকিলেন; ইত্যাদি। **রমা**—লক্ষ্মীদেবী। **নাদ**—শব্দ। ২২৪-২৫ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৩৯শ পদ।

২২৬। **যে বা সেই বস্তু**—প্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে পূর্বলীলায় কে কি বস্তু (কোন্ পার্ষদভক্ত) ছিলেন, তাহা **প্রকাশয়ে**—প্রকাশ করেন। **ছলে**—দৃষ্টিপাতপূর্বক নামোচ্চারণের ছলে। যেমন, নিত্যানন্দের দিকে চাহিয়া প্রভু বলিলেন, "হলধর", আর কিছু বলিলেন না। ইহাদ্বারা ভঙ্গীতে জানাইলেন, এই নিত্যানন্দই পূর্বলীলায় হলধর ছিলেন; কিন্তু "ইনিই হলধর ছিলেন, বা তুমিই হলধর ছিলে"—এ-সব কথা খুলিয়া বলিলেন না।

২২৭। **কৃষ্ণাবেশ**—শ্রীকৃষ্ণ-ভাবের আবেশ। ২২৬-২৭ পয়ারদ্বয় কীর্তনের ৪০শ পদ। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "চল্লিশ পদের ১ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত অঙ্কগুলি সকল পুঁথিতে বিন্যস্ত দেখা যায় না।" কিন্তু পূর্ববর্তী ১৪৫-পয়ারে গ্রন্থকার যখন বলিয়াছেন, "শুনহ চল্লিশপদ প্রভুর কীর্তন", তখন ১ হইতে ৪০ পর্যন্ত পদের সংখ্যাবাচক অঙ্কগুলি থাকাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশতঃই কোনও কোনও পুঁথিতে অঙ্কগুলি লিখিত হয় নাই। ভক্তদের মুখে নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে প্রভুর মধ্যে যে-নানাবিধ ভাবের উদয় হইয়াছিল, চল্লিশটি পদে (ভাগে) তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন্ পদে কোন্ কোন্ ভাবে প্রভু আবিষ্ট হইয়াছিলেন, স্থলবিশেষে গ্রন্থকার নিজের উক্তিতে তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র, গ্রন্থকারের নিজের মনোভাবের অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে নাই।

পূর্ব্বে যেই সান্ধাইল বাড়ীর ভিতরে।
সে-ই মাত্র দেখে, অন্যে প্রবেশিতে নারে॥ ২২৯
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে লোক সব নদীয়ার॥ ২৩০
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে লোক দ্বারে রহে গিয়া॥ ২৩১
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
"কীর্ত্তন দেখিব—ঝাট ঘুচাহ তুয়ারে॥" ২৩২
যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তনের রসে।
না জানে আপন দেহ, অন্য বোল কিসে॥ ২৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২৯। **পূর্ব্বে**—শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনের আরম্ভে। **সান্ধাইল**—প্রবেশ করিয়াছিলেন। **অন্যে প্রবেশিতে নারে**—প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদভক্তগণই শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অপর কেহ সে-স্থানে ছিলেন না (পূর্ববর্তী ১১৭-পয়ার দ্রষ্টব্য)। পরেও অন্য কেহ প্রবেশ করিতে পারে নাই। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৩০। অন্বয়। প্রভুর আজ্ঞায় (আদেশে) দ্বার (শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশের দরজা—বহির্দ্বার) দৃঢ় লাগিয়াছে (অতি শক্তরূপে বন্ধ করা হইয়াছে, বাহির হইতে দ্বার খোলার কোনও উপায়ই ছিল না)। সে-জন্য, সব নদীয়ার (সমস্ত নবদ্বীপের) লোক (অর্থাৎ নবদ্বীপের অন্য কোনও লোক) প্রবেশিতে নারে (অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অথবা, **লোকসব নদীয়ার**—নবদ্বীপের লোক সব (লোক সকল)—প্রবেশ করিতে পারে না।

২৩১। **ধাইয়া আইসে** ইত্যাদি—ভিতরে গগনভেদী উচ্চরবে কীর্তন হইতেছে; তাহা শুনিয়া লোকসকল ধাইয়া (দ্রুতগতিতে ধাবিত হইয়া) শ্রীবাসের গৃহের দিকে আসিতেছে। কিন্তু **প্রবেশিতে নারে** ইত্যাদি—শ্রীবাস-অঙ্গনের প্রবেশদ্বার ভিতর হইতে দৃঢ়রূপে বন্ধ বলিয়া সমাগত লোকসকল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তাহারা সকলে **দ্বারে রহে গিয়া**—প্রবেশদ্বারে (প্রবেশদ্বারের বাহিরে) গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। "গিয়া"-স্থলে "সিয়া"-পাঠান্তর। সিয়া—আসিয়া।

২৩২। **সহস্র সহস্র** ইত্যাদি—প্রবেশদ্বারের বহির্ভাগে হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছে; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া নানা কথা বলিয়া তাহারা কলরব করিতে লাগিল। **কীর্ত্তন দেখিব** ইত্যাদি—তাহারা বলিতে লাগিল—"আমরা কীর্তন দেখিব, শীঘ্র দরজা খোল।" **তুয়ারে**- দ্বার, দরজা। **ঘুচাও**- খোল।

২৩৩। **যতেক বৈষ্ণব সব** ইত্যাদি—কিন্তু বাহির হইতে হাজার হাজার লোক দ্বার-খোলার জন্য চীৎকার করিলেও কীর্তনকারী বৈষ্ণবগণ তাহা শুনিতে পায়েন নাই। যেহেতু, **কীর্ত্তনের রসে**—সঙ্কীর্তন-জনিত অনির্বচনীয় পরমানন্দে তাঁহারা এমনই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা **না জানে আপন দেহ**—তাঁহাদের দেহ-স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, **অন্য বোল কিসে**—সঙ্কীর্তনব্যতীত অন্য বোল (অন্য কথা) তাঁহারা কিসে (কিরূপে) শুনিবেন? "কীর্ত্তনের রসে"-স্থলে "কীর্ত্তন-আবেশে" এবং "বোল"-স্থলে "জন"-পাঠান্তর।

যতেক পাষণ্ডি-সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বোলয়ে অপার ॥ ২৩৪
কেহো বোলে "এগুলা সকল নাকি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ—দ্বার না ঘুচায় ॥" ২৩৫
কেহো বোলে "সত্যসত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্ট প্রহর ॥" ২৩৬
কেহো বোলে "অরে ভাই! মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥" ২৩৭
কেহো বোলে "ভাল ছিল নিমাঞিপণ্ডিত।
তার কেনে নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥" ২৩৮
কেহো বোলে "হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার।"
কেহো বোলে "সঙ্গদোষ হইল তাহার ॥ ২৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অন্য জন কিসে—তাঁহারা নিজেদের দেহকেই জানিতে পারেন নাই, অন্য লোককে জানিবেন কিরূপে? বাহিরে অন্য লোকগণ যে চীৎকার করিয়া দ্বার খোলার কথা বলিতেছে, তাহা তাঁহারা জানিবেন কিরূপে?

২৩৪। **যতেক পাষণ্ডী-সব** ইত্যাদি—বাহিরে সমবেত হাজার হাজার লোকের মধ্যে যাহারা পাষণ্ডী (শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন ভগবদ্‌বহির্মুখ লোক) ছিল, তাহারা দ্বার না পাইয়া (ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া) বাহিরে থাকিয়াই (গায়ের জ্বালায়) অপার (বহু রকমের) **মন্দ** (মন্দ কথা) বলিতে লাগিল। পরবর্তী ২৩৫-৫০-পয়ার-সমূহে পাষণ্ডীদের মন্দকথা উল্লিখিত হইয়াছে।

২৩৫। **সকল নাকি খায়**—না জানি (বোধ হয়), অখাদ্য-কুখাদ্য সমস্তই খায়। **চিনিলে পাইবে লাজ**—অন্য লোক ভিতরে প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, তাহারা যে অখাদ্য-কুখাদ্য খাইতেছে, তাহাও জানিতে পারিবে। তখন, তাহাদের অন্যায় আচরণ বাহিরে প্রকাশ পাইবে বলিয়া তাহারা লজ্জিত হইবে। এ-জন্যই **দ্বার না ঘুচায়**—দ্বার খুলিলে বাহিরের লোক তাহাদের আচরণ দেখিয়া ফেলিবে বলিয়া, তাহারা দ্বার খোলে না। "নাকি"-স্থলে "মিলি" এবং "মাগি"-পাঠান্তর। মিলি—সকলে মিলিয়া কি যেন অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। মাগি—ভিক্ষা করিয়া খায়; অথচ তাহারা যে ভিক্ষা করে, সুতরাং নিতান্ত দরিদ্র, তাহা অপরকে জানাইতে চাহে না।

২৩৬। পূর্ব-পয়ারোক্ত কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলে—"হ্যাঁ, উহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অতি সত্য কথা। নিশ্চয়ই এই লোকগুলি অখাদ্য-কুখাদ্য মদ্যাদি উত্তেজক দ্রব্যই খাইয়াছে। তাহা না হইলে, অষ্টপ্রহর পর্যন্ত কিরূপে চীৎকার করিতে পারিবে?" "অষ্ট"-স্থলে "অষ্ট সে"-পাঠান্তর।

২৩৭। **লোক লুকাইয়া**—অন্য লোককে না দেখাইয়া।

২৩৯। **পূর্ব্বের সংস্কার**—পূর্ব-পূর্ব-জন্মের সঞ্চিত কর্মফল-জনিত সংস্কার। "পূর্ব্বের সংস্কার"-স্থলে "পূর্ব্ব-অসংস্কার"-পাঠান্তর। অর্থ—পূর্বকর্মফল-জনিত মন্দ-সংস্কার। সংস্কার—ইন্দ্রিয়-ভোগ-বাসনা। **সঙ্গদোষ**—মন্দলোকের সঙ্গ-জনিত দোষ। অথবা, **পূর্ব্বের সংস্কার**—পূর্বে একবার যে নিমাঞি-পণ্ডিতের বায়ুরোগ জন্মিয়াছিল, সেই বায়ুরোগের সংস্কার (ভাব)।

নিয়ামক বাপ নাহি; তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই॥” ২৪০
কেহো বোলে “পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় ‘অবৈয়াকরণ’॥” ২৪১
কেহ বোলে “অরে ভাই! সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥ ২৪২
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ-কন্যা আনে’।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা’সভার সনে॥ ২৪৩
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা’সভা’সঙ্গে বিবিধ রমণ॥ ২৪৪
ভিন্ন লোক দেখিলে—না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা-রঙ্গ॥” ২৪৫
কেহো বোলে “কালি হউ, যাইব দেয়ানে।
কাঁকালি বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥ ২৪৬
যে না ছিল রাজ্যদেশে আনিঞা কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন॥ ২৪৭
দেবে হরিলেক বৃষ্টি—জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়॥ ২৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪০। নিয়ামক ইত্যাদি—যিনি এই নিমাই-পণ্ডিতকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিতেন, উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিলে শাসন করিতে পারিতেন, নিমাই-পণ্ডিতের সেই নিয়ামক বাপও (পিতা জগন্নাথ মিশ্রও) তো এখন আর নাই; তিনি পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখন আর কে তাহাকে শাসন করিবে? তাতে আছে বাই—একে তো কোনও নিয়ামক বা অভিভাবক নাই, তাতে আবার নিমাই-পণ্ডিতের বাই (বায়ুরোগ) আছে; অথবা বাই (বাতিক—যাহার সঙ্গ ভাল লাগে, ভালমন্দ বিচার না করিয়া তাহার সঙ্গ করিতে ভালবাসারূপ বাতিক) আছে। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—“নিজ একে বাপ নাহি, তাতে আছে আই।”—“বাপ তো নাই-ই; আছেন একমাত্র মা; মায়ের কথা কে আর শুনে? নিমাই এখন নিজেই নিজের কর্তা।”

২৪১। মাসেক না চাহিলে—মাসখানেক সময়ও যদি ব্যাকরণের আলোচনা না করা যায়, তাহা হইলেও লোক হয় অবৈয়াকরণ—ব্যাকরণের বিষয় সমস্ত ভুলিয়া যায়। অবৈয়াকরণ—ব্যাকরণে জ্ঞানহীন।

২৪২। সন্দর্ভ—গূঢ় রহস্য। পরবর্তী ২৪৩-৪৫-পয়ারে এই রহস্যের কথা বলা হইয়াছে।

২৪৩-২৪৪। পূর্ববর্তী ২৮।২২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪৬। কালি হউ—কল্য হউক, আগামী কল্য আসুক, প্রাতঃকাল আসুক (যখন এ-সকল কথাবার্তা চলিতেছিল, তখন রাত্রিকাল ছিল)। দেয়ানে—আদালতে, বা পুলিশের নিকটে, অথবা রাজদরবারে। কাঁকালি—কাঁকাল, কোমর। “কাঁকালি”-স্থলে “কাঁকানে”-পাঠান্তর, অর্থ একই। কাঁকালি বান্ধিয়া ইত্যাদি—একে একে সকলকে কোমরে বাঁধিয়া রাজপুরুষগণ ধরিয়া লইয়া যাইবে।

২৪৭। অন্বয়। রাজ্যদেশে (দেশে রাজ্যে কোথাও) যে না ছিল (যে কীর্তন ছিল না, সেই) কীর্ত্তন আনিঞা (দেশে আনিয়া ইহারা উপস্থিত করিয়াছে)। সব চিরন্তন (সমস্ত চির-প্রচলিত রীতি) গেল (দূর হইল। ইহার ফলে) দুর্ভিক্ষ হইল (হইল আর কি, অর্থাৎ শীঘ্রই যে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে। তাহাতে সন্দেহ নাই)।

২৪৮। অন্বয়। নিশ্চয় করিয়া জানিলাম, দেবে হরিলেক বৃষ্টি (দেবতারা শীঘ্রই বৃষ্টি হরণ

থলিয়াতি শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করেঁা দেখ অদ্বৈত-আচার্য্য॥" ২৪৯
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ-অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ॥" ২৫০
এইমতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব কিছু না শুনয়॥ ২৫১
কেহো বোলে "ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম।
পঢ়িয়াও এ-গুলা করয়ে হেন কর্ম্ম॥" ২৫২
কেহ বোলে "এ-গুলা দেখিতে না-জুয়ায়।
এ-গুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥ ২৫৩
ও নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেহো এইমত হয়,—দেখ পরতেখে॥ ২৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিবে, দেশে অনাবৃষ্টি হইবে), ধান্য মরি গেল (অনাবৃষ্টির ফলে ধানগাছগুলিও মরিয়া গেল বলিয়া, অর্থাৎ মরিয়া যাইবে), কড়ি উৎপন্ন না হয় (ধান নষ্ট হইয়া গেলে কড়ি (অর্থাৎ টাকা-পয়সাও) উৎপন্ন না হয় (আর জন্মিবে না)।

সেই সময়ে যে দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, এ-কথা গ্রন্থকার কোনও স্থলে বলেন নাই; তিনি বরং বলিয়াছেন, সর্বত্রই লক্ষ্মীর দৃষ্টি ছিল, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের কষ্ট কাহারও ছিল না। এ-জন্যই ২৪৭-৪৮ পয়ারদ্বয়ের উল্লিখিতরূপ অর্থ করা হইল। নিমাই-পণ্ডিতের নব-প্রবর্তিত দেশ-ছুনিয়া-ছাড়া কীর্তনের উল্লিখিতরূপ কু-ফলের কল্পনা করিয়া পাষণ্ডীরা এ-সকল কথা বলিয়াছে। "ধান্য মরি গেল"-স্থলে "ধান্য মার্গ্য হৈল"-পাঠান্তর। মার্গ্য—মহার্ঘ, অধিকমূল্য।

২৪৯। **থলিয়াতি**—চোরেরা যে-সকল দ্রব্য চুরি করিয়া আনে, সে-সমস্ত যাহার নিকটে গচ্ছিত রাখে, তাহাকে বলে থলিয়াতি। ইহা 'শ্রীবাসের' বিশেষণ। শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহেই কীর্তন হইতেছিল বলিয়া পাষণ্ডীরা তাঁহাকে থলিয়াতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। অর্থাৎ কীর্তনরূপ কুকার্যের মূল পাণ্ডা হইতেছেন শ্রীবাস-পণ্ডিত। **কালি করো কার্য্য**—আগামী কল্যই ইহার প্রতিকার করিব। "থলিয়াতি"-স্থলে "খানি থাক"-পাঠান্তর। খানি থাক—খানি (ক্ষণেক, অল্প কিছু সময়) থাক (অপেক্ষা কর; দেখ আমি কি করি)। **কালি বা কি করো ইত্যাদি**—আগামী কাল রাজপুরুষেরা আসিয়া যখন সকলকে বাঁধিয়া নিবে, তখন অদ্বৈতাচার্য কি করেন, দেখিবে।

২৫০। **এতরূপ**—এইরূপ কুকার্য।

২৫১। **আনন্দে বৈষ্ণব-সব ইত্যাদি**—কীর্তনানন্দে বিভোর বলিয়া বৈষ্ণবগণ পাষণ্ডীদের উল্লিখিতরূপ কথা বা ভয় প্রদর্শনের কথা কিছুই শুনিতে পায়েন না।

২৫২। **ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম**—নৃত্য করা ব্রাহ্মণের ধর্ম বা কর্তব্য নহে। **পঢ়িয়াও**—পঢ়া-শুনা করিয়াও, শাস্ত্রালোচনা করিয়াও, পণ্ডিত হইয়াও। **হেন কর্ম্ম**—যাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্তব্য নহে, সেই নৃত্যরূপ কর্ম।

২৫৩। **এ-গুলা দেখিতে না জুয়ায়**—ইহাদিগকে দর্শন করাও সঙ্গত নয়; তাহাতে পাপ হয়। **এ-গুলার সম্ভাষে**—ইহাদের সহিত সম্ভাষা করিলে (কথাবার্তা বলিলে) যায়—নষ্ট হয়।

২৫৪। **সেহো**—সেই ভাললোকও। **দেখ পরতেখে**—তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ। পরবর্তী পয়ারে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরম-সুবুদ্ধি ছিল নিমাঞিপণ্ডিত।
এ-গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত ॥" ২৫৫
কেহো বোলে "আত্মা বিনা সাক্ষাত করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা ॥ ২৫৬
আপন শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন, চায় গিয়া বন ॥" ২৫৭
কেহো বোলে "কোন্ কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সভে ঘরে যাই, কি কার্য্য দেখিয়া ॥ ২৫৮
কেহো বোলে "না দেখিল নিজকর্ম্মদোষে।
'সে সব সুকৃতি' তা' সভারে বলি কিসে ॥" ২৫৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫৬। **আত্মা বিনা সাক্ষাত করিয়া**—আত্মার (পরমাত্মার) সাক্ষাৎ করিয়া (সাক্ষাৎকার) বিনা (ব্যতীত), আত্মার বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-ব্যতীত **ডাকিলে কি কার্য্য হয়**—"হরি রাম" ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিলে কোন্ কার্য সাধিত হয়, কোন্ ফল লাভ করা যায়, **না জানিল ইহা**—তাহা জানিতে (বুঝিতে) পারি না। অর্থাৎ ইহাতে কোনও ফলই হয় না, আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় না।

২৫৭। **নিরঞ্জন**—মায়াস্পর্শশূন্য। সকলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও যিনি সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকেন, তাঁহাকেই নিরঞ্জন বলে, পরব্রহ্ম। **ঘরে হারাইয়া ধন**—যে-ধন ঘরের মধ্যেই হারাইয়া গিয়াছে, সুতরাং যাহা ঘরের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া **চায় গিয়া বন**—ঘর ছাড়িয়া বনের মধ্যে গিয়া তাহার অনুসন্ধান করে (যাহারা, তাহাদের মতনই এই লোকগুলির অবস্থা। কেননা, নিরঞ্জন পরব্রহ্ম যে ইহাদের নিজেদের শরীরের মধ্যেই রহিয়াছেন, তাহা না জানিয়া, ইহারা বাহিরে "হরি হরি" বলিয়া চীৎকার দিতেছে)। ইহাও তান্ত্রিকদের কথাই। তান্ত্রিকেরা নিজেদের দেহের মধ্যেই ষট্ চক্রভেদ করিয়া মস্তকস্থিত সর্বোচ্চতম চক্রে নিরঞ্জন পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জীবের দেহের মধ্যেই বিরাজিত; তাঁহারা বলেন, "যাহা নাই ভাণ্ডে (দেহে), তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" পরব্রহ্মও দেহেরই মধ্যে বিরাজিত। বেদ-মতে জীবান্তর্যামী পরমাত্মাই জীব-মাত্রের হৃদয়ে বিরাজিত। অবশ্য বেদবিহিত সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহাদের ভক্তির বশীভূত হইয়া ভক্তপ্রিয় এবং ভক্ত-বৎসল ভগবান্‌ও তাঁহাদের চিত্তে অবস্থান করেন। ১।৭।১৮৩ এবং ১।১১।১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৮। **পরেরে চর্চ্চিয়া**—পর-চর্চা (পরের কার্যাবলির আলোচনা) করিয়া, পরনিন্দা করিয়া। **কি কার্য্য দেখিয়া**—কীর্তন দেখিয়া আমাদের কোন্ কাজ (কি ফল) হইবে? পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "কেহো বোলে—ঘর যাই, কি কার্য্য রহিয়া"-পাঠান্তর।

২৫৯। **না দেখিল নিজকর্ম্মদোষে**—আমাদের পূর্বজন্মের কর্মের দোষেই আমরা কীর্তন দেখিতে পাইলাম না। **যে সব সুকৃতি**—যাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া কীর্তন দেখিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সুকৃতি, পূর্বজন্মে তাঁহারা অনেক শুভকর্ম করিয়াছেন। **তা' সভারে বলি কিসে**—সে-সকল পরমভাগ্যবান্ সুকৃতিলোকদিগের সম্বন্ধে আমরা এ-সব অকথা-কুকথা কিরূপে বলিতে পারি?

সকল পাষণ্ডী—তারা একচাপ হৈয়া।
'এই সেই গণ' হেন বুঝি যায় ধায়্যা॥ ২৬০
"ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইব মন্দ।
জন শত বেঢ়ি যেন করে মহাদ্বন্দ্ব॥ ২৬১
কোন্ জপ কোন্ তপ কোন্ তত্ত্বজ্ঞান।
যাহা না দেখিলে, করি নিজ কর্ম্মধ্যান॥ ২৬২
চালু কলা মুদ্গ দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া॥ ২৬৩
পরিহাসে আসি সভে দেখিবার তরে।
'দেখি ত পাগলগুলা কোন্ কর্ম্ম করে'॥ ২৬৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অর্থাৎ বলা সঙ্গত নয়। এ-সকল কথা যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারা পাষণ্ডী নহেন। "বলি"-স্থলে "বোল"-পাঠান্তর। অর্থ—সে-সকল ভাগ্যবান্ সুকৃতিলোকদের সম্বন্ধে এ-রকম কু-কথা কিরূপে বলিতেছ?

২৬০। **এক চাপ হৈয়া**—এক স্থানে মিলিত হইয়া। "চাপ"-স্থলে "ঠাঞি"-পাঠান্তর। ঠাঞি—স্থানে। **এই সেই গণ**—এই লোকটিও সেই দলের। পূর্ববর্তী ২৫৯-পয়ারোক্ত কথাগুলি যিনি বলিয়াছিলেন, তিনিও সেই গণভুক্ত; যাঁহারা ভিতরে কীর্তন করিতেছেন, তাঁহাদেরই দলভুক্ত, **হেন বুঝি**—এইরূপ বুঝিয়া; বুঝিতে পারিয়া, মনে করিয়া, সকল পাষণ্ডী এক চাপ (এক সঙ্গে মিলিত) হইয়া তাঁহার দিকে **যায় ধায়্যা**—তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইয়া যাইতে লাগিল। পরবর্তী ২৬১-৬৪ পয়ারসমূহে কীর্তন-সম্বন্ধে এই পাষণ্ডীদের কতকগুলি কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এ-সকল কথা বলিতে বলিতেই পাষণ্ডীরা পূর্বপয়ারোক্ত কথাগুলির বক্তার প্রতি ধাবিত হইতেছিল।

২৬১। **ও কীর্ত্তন না দেখিলে ইত্যাদি**—ঐ কীর্তন দেখিতে না পাইলে এমন কি মন্দ (ক্ষতি) হইবে? অর্থাৎ কোনও ক্ষতিই হইবে না। ও কীর্তন কিরূপ জান? **জন শত বেঢ়ি ইত্যাদি**—যেন শতখানেক লোক একত্র হইয়া কোনও একটি লোককে ঘিরিয়া মহাদ্বন্দ্ব (মহা কলহ) করিতেছে।

২৬২। পাষণ্ডীরা আরও বলিল—"এই কীর্তনে কোন্ জপ (জপের কথা) আছে, কোন্ তপস্যার কথা আছে, কোন্ তত্ত্বজ্ঞানের কথাই বা আছে যে, তাহা না দেখিলে আমাদের মন্দ হইতে পারে? এই কীর্তন দেখার জন্য এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম করাই ভাল। চল, সকলে **করি নিজ কর্ম্মধ্যান**—আমরা সকলে আপন-আপন কর্তব্য কর্মের ধ্যান (চিন্তা) করি গিয়া। "তত্ত্বজ্ঞান"-স্থলে "যজ্ঞদান" এবং "তাহা না দেখিলে"-স্থলে "তাহা না দেখিয়ে"-পাঠান্তর। তাহা না দেখিয়া—এই কীর্তন না দেখিয়া 'করি নিজ কর্মধ্যান।'

২৬৩। এই পয়ারও পাষণ্ডীদের উক্তি। "মুদ্গ"-স্থলে "দুগ্ধ"-পাঠান্তর। **জাতি নাশ ইত্যাদি**—জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলে একত্র হইয়া চালু-কলাদি খাইয়া জাতি নষ্ট করে। **চালু**—চাউল। **মুদ্গ**—মুগ।

২৬৪। **পরিহাসে**—পরিহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যেই।

এতেক বলিয়া সভে চলিলেন ঘরে।
এক যায়, আর আসি বাজয়ে দুয়ারে ॥ ২৬৫
পাষণ্ডী পষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি সব হাসিয়া পড়য় ॥ ২৬৬
পুন ধরি লই যায়—যেবা নাহি দেখে।
কেহো বা নিবর্ত্ত হয় কারো অনুরোধে ॥ ২৬৭
কেহো বোলে "ভাই! এই দেখিল শুনিল।
নিমাইপণ্ডিত লৈয়া প্যাগল হইল ॥ ২৬৮
দুর্দ্দুরি উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ি ॥ ২৬৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬৫। **এক যায়**—পাষণ্ডীদের এক দল চলিয়া যায়। **আর আসি**—আর এক দল আসিয়া। **বাজয়ে**—বাজায়, দ্বারে ধাক্কা দিয়া দিয়া শব্দ উৎপাদন করে। অথবা, ঢাক-ঢোল-বাজানের ন্যায় কোলাহল করে। **দুয়ারে**—দ্বারে। "এক যায়, আর আসি বাজয়ে"-স্থলে "এক আস্তে, আর যায় রহয়ে (বাজায়)"-পাঠান্তর। আস্তে—আসে।

২৬৬। **পাষণ্ডী ইত্যাদি**—যখনই এক পাষণ্ডীর সহিত আর এক পাষণ্ডীর দেখা হয়, তখনই তাহারা গলাগলি ইত্যাদি—পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

২৬৭। **পুন ধরি ইত্যাদি**—শ্রীবাসের দ্বারদেশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার সময়ে কোনও পাষণ্ডী যদি এমন কোনও লোককে পথে দেখে, যে-লোক শ্রীবাসের দ্বারদেশের ব্যাপার দেখে নাই, তাহা হইলে সেই পাষণ্ডী সেই লোকটিকে ধরিয়া লইয়া পুনরায় শ্রীবাসের দ্বারদেশে যায়। **কেহো বা ইত্যাদি**—সেই পাষণ্ডী কাহাকেও উল্লিখিতরূপে ধরিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে, কাহারও অনুরোধে সেই লোক নিবর্ত্ত হয়, আর যায় না। "কারো অনুরোধে"- স্থলে "কেহ অর্দ্ধ রোধে"-পাঠান্তর। অর্থ—কেহ আর যায় না, আবার কেহ বা অর্দ্ধরোধে—অর্দ্ধেক বাধা দেয়, যাইতে চাহে না, টানাটানি করিয়া তাহাকে নেওয়া হয়।

২৬৮। **দেখিল শুনিল**—দেখিলামও, শুনিলামও। **নিমাঞি-পণ্ডিত লৈয়া ইত্যাদি**—নিমাই-পণ্ডিতকে লইয়াই (নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গ হইতেই) সকলে পাগল হইয়াছে। "পণ্ডিত লৈয়া"-স্থলে "পণ্ডিত হইয়া" এবং "লইয়া সব"-পাঠান্তর। নিমাই পণ্ডিত হইয়া—পণ্ডিত ব্যক্তি হইয়াও নিমাই পাগল হইল। নিমাই লইয়া সব—সকলকে লইয়া নিমাই পাগল হইয়াছে।

২৬৯। **দুর্দ্দুরি**—দুর্দ্দুর-শব্দের অর্থ ভেক (ব্যাং)। দুর্দ্দুরি—ভেকের কলরব। "দুর্দ্দুরি"-স্থলে "দুর্দ্দারে" এবং "দুর্দ্ধরে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। "দুর্দ্ধরে"-শব্দটি "দুর্দ্দুরে"-স্থলে লিপিকর-প্রমাদও হইতে পারে। **দুর্দ্দুরি উঠিয়া আছে ইত্যাদি**—শ্রীবাসের বাড়ীতে ভেকের কলরব উঠিয়াছে। তাৎপর্য এই যে, ভেকগুলি কলরব করিয়া যেমন নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে (ভেকের শব্দ শুনিয়া সাপ আসিয়া ভেককে সংহার করে), তদ্রূপ শ্রীবাস-পণ্ডিতের বাড়ীর এই কীর্তন-কোলাহলেও তাঁহার সর্বনাশ হইবে। শ্রীবাসের বাড়ীর কীর্তনরূপ ভেক-কোলাহল কি রকম? **দুর্গোৎসবে যেন ইত্যাদি**—দুর্গোৎসব-কালে যেমন সাড়ি দিয়া হুড়াহুড়ি করা হইতেছে। **সাড়ি দেই**—সাড়া (উচ্চ শব্দ) করিয়া, হৈ-চৈ-কোলাহল করিয়া। অথবা, **সাড়ি**—সারি,

'হই হই হায় হায়' এই মাত্র শুনি।
ইহা সভা' হৈতে হৈল অপযশ-বাণী ॥ ২৭০
মহামহাভট্টাচার্য্য সহস্র যথায়।
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বৈসে নদীয়ায় ॥ ২৭১
শ্রীবাস-বামন এই নদীয়া হইতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি লৈয়া ফেলাইব সোঁতে ॥ ২৭২
ও বামন ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥" ২৭৩
এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল ॥ ২৭৪
প্রভু-সঙ্গে একত্র জন্মিল এক-গ্রামে।
দেখিলেক শুনিলেক এ সব বিধানে ॥ ২৭৫
চৈতন্যের গণ-সব মত্ত কৃষ্ণরসে।
বহির্ম্মুখবাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে' ॥ ২৭৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সারি-গান। সারি-গান হইতেছে এক রকমের গান বিশেষ; সাধারণতঃ দুই দলে বাদাবাদি করিয়া এই গান করা হয়। প্রাচীনকালে দুর্গোৎসব-উপলক্ষে অবস্থাপন্ন লোকদের বাড়ীতে এইরূপ সারি-গান হইত। এই গানের সময়ে দুই দলে হুড়াহুড়িও হইত। হুড়াহুড়ি—দ্বন্দ্ব। "দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই"-স্থলে "দ্বন্দ্বোৎসবে হয় যেন সেই" এবং "মহাদ্বন্দ্ব হয় যেন সেই"-পাঠান্তর। অর্থ—দ্বন্দ্বরূপ উৎসবে, অথবা মহাদ্বন্দ্ব-কালে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ হুড়াহুড়ি।

২৭০-২৭১। **অপযশ-বাণী**—কু-খ্যাতির কথা। "অপযশ-বাণী"-স্থলে "অযশ-কাহিনী"-পাঠান্তর। অর্থ একই। **যথায়**—যে-স্থানে, যে-নবদ্বীপে। "যথায়"-স্থলে "হেথায়"-পাঠান্তর। হেথায়—এ-স্থানে, এই নবদ্বীপে। **ঢাঙ্গাইত**—কপট, শঠ।

২৭২। **শ্রীবাস-বামন**—শ্রীবাস-বামনাকে। **সোঁতে**—স্রোতে, গঙ্গার স্রোতে।

২৭৩। **ঘুচাইলে**—দূর করিয়া দিতে পারিলে। **কবল**—গ্রাস, দখল। "গ্রাম করিবে কবল"-স্থলে "সব করিবেক বল"-পাঠান্তর। অর্থ—যবনেরা আমাদের উপর বল-প্রয়োগ করিবে, অত্যাচার করিবে।

২৭৪। **তথাপি**—পাষণ্ডগণ উল্লিখিতরূপ অবাচ্য-কুবাচ্য বলিলেও; **সে সকল**—সে-সকল পাষণ্ডী **মহাভাগ্যবন্ত**—অত্যন্ত ভাগ্যবান্। প্রশ্ন হইতে পারে—প্রভুর, প্রভুর ভক্তদের এবং কীর্তনের নিন্দা করিয়াও তাঁহারা কিরূপে মহাভাগ্যবান্ হইলেন? পরবর্তী পয়ারে এই প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

২৭৫। **প্রভু-সঙ্গে ইত্যাদি**—প্রভুর সহিত তাহারাও একগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর জন্মও নবদ্বীপে, তাঁহাদের জন্মও নবদ্বীপে। প্রভুর সঙ্গে একই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ পরম-সৌভাগ্যের পরিচায়ক। আবার **দেখিলেক ইত্যাদি**—তাঁহারা প্রভুকে দেখিয়াছেন (প্রভুর দর্শনের সৌভাগ্যও তাঁহাদের হইয়াছে) এবং তাঁহারা আবার **শুনিলেক এ-সব বিধান**—প্রভু যে-কীর্তনের বিধান করিয়াছেন, সেই কীর্তনও তাঁহারা শুনিয়াছেন। শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা কীর্তন দেখিতে পায়েন নাই বটে, কিন্তু ভিতরে যে "জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী"-এ-সকল নাম উচ্চস্বরে কীর্তিত হইতেছিল, বাহির হইতে তাঁহারা তাহা শুনিয়াছেন। ইহাও তাঁহাদের পরম-সৌভাগ্য। এ-সমস্ত হইতেছে গ্রন্থকারের উক্তি।

"জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সভে হই কুতূহলী ॥ ২৭৭
অহর্নিশ ভক্তসঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো—সব সত্ত্ব কলেবর ॥ ২৭৮
'বৎসরেক' নাম মাত্র, কত যুগ গেল ॥
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল ॥ ২৭৯
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া,—কত যুগ গেল।
'তিলার্দ্ধেক' হেন সব গোপিকা মানিল ॥ ২৮০
এইমত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস ॥ ২৮১
এইমত নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষে মাত্র সে এক-প্রহর ॥ ২৮২
শালগ্রাম শিলা-সব নিজ-কোলে করি।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি ॥ ২৮৩
মড়মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভরভরে।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে ॥ ২৮৪
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা, যোলে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ২৮৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৭। "মুরারি"-স্থলে "গোপাল" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "নাচয়ে ভকতগণ দিয়া করতালি"-পাঠান্তর।

২৭৮। **সত্ত্ব-কলেবর**—শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক (চিণ্ময়) বিগ্রহ। ভগবানের নিত্য-পার্ষদগণের দেহ প্রাকৃত-পঞ্চভূতাত্মক নহে, সুতরাং মায়া-প্রভাব-জাত শ্রান্তি-ক্লান্তিও তাঁহাদের নাই। "শ্রান্তি নাহি কারো —সব সত্ত্ব"-স্থলে "শ্রান্তি নাহি কারো সভে সত্য" এবং "শ্রম নাহি কারো যেন মত্ত"-পাঠান্তর। **সত্য**—ত্রিকাল-সত্য, সুতরাং চিণ্ময়। **মত্ত**—প্রেমে মত্ত।

২৭৯। **বৎসরেক**—শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর উল্লিখিতরূপ কীর্তন এক বৎসর চলিয়াছিল।

২৮২-২৮৩। **নিশি অবশেষ ইত্যাদি**—রাত্রি শেষ হইতে মাত্র একপ্রহর সময় বাকী আছে, এমন সময়ে (শ্রীবাসের শ্রীমন্দিরে যে-সকল শালগ্রাম-শিলা ছিলেন), **শালগ্রাম-শিলা-সব ইত্যাদি**—সে-সকল শালগ্রাম-শিলাকে নিজের কোলে (ক্রোড়দেশে) করি (ধারণ করিয়া) **উঠিলা ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যচন্দ্র খট্টার (বিষ্ণুখট্টার—সিংহাসনের) উপরে উঠিয়া বসিলেন। খট্টার উপরেই শিলাসমূহ ছিলেন; প্রভু শালগ্রাম-শিলা-সমূহের উপরে বসিলেন না, শিলাসমূহকে তুলিয়া লইয়া নিজের কোলে রাখিয়া প্রভু সিংহাসনে বসিলেন। "শিলা-সব"-স্থলে "শিলা-চক্র"-পাঠান্তর। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১৪ পয়ার পর্যন্ত পয়ার-সমূহে প্রভুর ঈশ্বর-ভাবের আবেশের কথা বলা হইয়াছে।

২৮৪। **অন্বয়**। বিশ্বম্ভর-ভরে (যিনি অনন্তকোটি বিশ্বকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই বিশ্বম্ভরের ভরে বা ভারে) খট্টা (সিংহাসন) মড়-মড় শব্দ করিতে লাগিল (মহাভারে সিংহাসন যেন মড়-মড় শব্দ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া) আথেব্যথে (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি,) শ্রীনিত্যানন্দ খট্টাকে স্পর্শ করিলেন।

২৮৫। **অনন্তের অধিষ্ঠান** ইত্যাদি—নিত্যানন্দের স্পর্শমাত্রেই খট্টার মধ্যে অনন্তের (সহস্রবদন অনন্তনাগের) অধিষ্ঠান ইহল (অনন্তদেব খট্টায় অধিষ্ঠিত বা আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহার শক্তির

চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব—করিয়া গর্জ্জন ॥ ২৮৬
"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ।
আমি সেই ভগবান্ দেবকীনন্দন ॥ ২৮৭
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-মাঝে আমি নাথ।
যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস ॥ ২৮৮
তোমা'সভা' লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ' সেই আমার আহার ॥ ২৮৯
আমারে সে দিয়া আছ সর্ব্ব-উপহার।"
শ্রীবাস বোলেন "প্রভু! সকল তোমার ॥" ২৯০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভাবে) **না ভাঙ্গিল খট্টা**—খট্টা ভাঙ্গিয়া পড়িল না, **দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ**—শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বীয় ভাবের আবেশে খট্টার উপরে নিজেকে দোলাইতে লাগিলেন (এ-দিকে ও-দিকে নিজের অঙ্গকে দোলাইতে লাগিলেন)।

শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ব্রজের বলরাম। অনন্তনাগ হইতেছেন বলরামের এক অংশ-স্বরূপ। অনন্তনাগই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের পাদুকা-সিংহাসনাদি রূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করেন। শ্রীনিতানন্দরূপ বলরাম যখন খট্টা বা সিংহাসন স্পর্শ করিলেন, তখনই তাঁহার অংশস্বরূপ অনন্তদেব বুঝিতে পারিলেন—সিংহাসনটিকে রক্ষা করাই নিত্যানন্দরূপ বলরামের অভিপ্রায়। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সিংহাসনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন এবং গৌর-কৃষ্ণকে বহন করিলেন। তখন হইতে অনন্তদেবই প্রভুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; সুতরাং বিশ্বম্ভরের ভার আর সিংহাসনের উপরে পড়ে নাই; এজন্য সিংহাসন ভাঙ্গে নাই।

২৮৬। **স্থির হইল কীর্ত্তন**—কীর্তন বন্ধ হইল। **কহে আপনার তত্ত্ব ইত্যাদি**—প্রভু তখন গর্জন করিয়া নিজের স্বরূপতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। প্রভু নিজের তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পরবর্তী ২৮৭-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ২৯০-পয়ারের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

২৮৭। **আমি নারায়ণ**—আমিই মূল নারায়ণ, বৈকুণ্ঠের চতুর্ভুজ নারায়ণের অংশী।

২৮৮। **আমি নাথ**—আমিই সকলের প্রভু। "আমি নাথ"-স্থলে "মোর বাস"-পাঠান্তর। অর্থ—আমিই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া রহিয়াছি এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও আমিই বিরাজিত।

যত গাও ইত্যাদি—কীর্তনকালে তোমরা যাঁহার নাম-গুণাদি কীর্তন কর, আমিই তিনি; আমার নাম-গুণাদিও তোমরা কীর্তন করিয়া থাক।

২৮৯। **তোরা যেই দেহ ইত্যাদি**—তোমরা আমাকে যাহা দাও (নিবেদন কর), তাহাই আমার আহার (আমি তাহাই আহার করিয়া থাকি)। তাৎপর্য—তোমাদের প্রীতিরস-মিশ্রিত দ্রব্য সমস্তই আমি ভোজন করিয়া থাকি। অথবা, তোমাদের (তোমাদের ন্যায় আমাতে প্রীতিসম্পন্ন ভক্তের) দ্রব্য-ব্যতীত আমি অপর কাহারও দ্রব্যই ভোজন করি না।

২৯০। **আমারে সে দিয়া ইত্যাদি**—তোমরা যখন যখন যে যে উপহার (দ্রব্য) শ্রীকৃষ্ণে

প্রভু বোলে "মুঞি ইহা খাইলুঁ সকল।"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! বড়ই মঙ্গল॥" ২৯১
করে-করে প্রভুরে যোগায় সর্ব্ব-দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে॥ ২৯২
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
"আর কি আছয়ে আন'" বোলয়ে সদায়॥ ২৯৩
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-ম্রক্ষিত।
মুদ্গ নারিকেল-জল শস্যের সহিত॥ ২৯৪
কদলক, চিপীটক, ভর্জ্জিত তণ্ডুল।
"আরবার আন'" বোলে খাইয়া বহুল॥ ২৯৫
ব্যবহারে জন-শত-দুইর আহার।
নিমিষে খাইয়া বোলে "কি আছয়ে আর॥" ২৯৬
প্রভু বোলে "আন' আন' এথা কিছু নাঞি।"
ভক্ত সব ত্রাস পাই স্মঙরে গোসাঞি॥ ২৯৭
করজোড় করি সভে কয় ভয়-বাণী।
"তোমার মহিমা প্রভু! আমরা কি জানি॥ ২৯৮
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র-উপহারে॥" ২৯৯
প্রভু বোলে ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার।
ঝাট আন' ঝাট আন' কি আছয়ে আর॥" ৩০০
"কর্পূর তাম্বূল আছে শুনহ গোসাঞি!"
প্রভু বোলে "তাই দেহ' কিছু চিন্তা নাঞি॥" ৩০১
আনন্দ হইল, ভয় গেল সভাকার।
যোগায় তাম্বূল—সবে যার অধিকার॥ ৩০২
হরিষে তাম্বূল যোগায়েন সর্ব্বদাসে।
হস্ত পাতি লয় প্রভু সভা' প্রতি হাসে॥ ৩০৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিবেদন করিয়া, সে-সমস্ত উপহারই বাস্তবিক আমাকেই দিয়াছ। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এ-স্থলে তাহাই বলা হইল। ২৮৭-পয়ার হইতে এপর্যন্ত—প্রভু যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই প্রভু জানাইয়াছেন। **শ্রীবাস বোলেন ইত্যাদি**—শ্রীবাস-পণ্ডিত বলিলেন—প্রভু! এ-স্থলে (দধি-দুগ্ধাদি যত কিছু দ্রব্য দেখিতেছ, সেই) সমস্তই তোমার।

২৯১। **ইহা**—শ্রীবাস-পণ্ডিত যে-সমস্ত দ্রব্যের কথা বলিয়াছেন, সে-সমস্ত দ্রব্য। "খাইলুঁ"-স্থলে "খাইমু"-পাঠান্তর। পরবর্তী পয়ার-সমূহ হইতে "খাইমু"-পাঠান্তরেরই সঙ্গতি দেখা যায়।

২৯২। **করে করে**—হাতে হাতে। **নিজাবেশে**—স্বীয় শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশে।

২৯৪। **শর্করা**—চিনি। **ম্রক্ষিত**—মাখানো, মিশ্রিত। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "বিবিধ শর্করা খায় সন্দেশ মৃক্ষিত"-পাঠান্তর। সন্দেশ মৃক্ষিত—সন্দেশের সহিত মিশ্রিত। "মুদ্গ"-স্থলে "মুগী" এবং "মিশ্রী"-পাঠান্তর। মুগী—মুগ বা মুগের দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টদ্রব্য।

২৯৫। **কদলক**—কলা। **চিপীটক**—চিড়া। **ভর্জ্জিত তণ্ডুল**—চাউল-ভাজা। "ভর্জ্জিত"-স্থলে "ভঞ্জিত"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

২৯৬। **ব্যবহারে**—ব্যবহারিক বা লৌকিক জগতের হিসাবে।

২৯৭। **স্মঙরে গোসাঞি**—ভগবানের স্মরণ করেন।

২৯৮। **ভয়বাণী**—ভীতি-মিশ্রিত বাক্য। **কয়**—কহে, বলে। "কয় ভয়বাণী"-স্থলে "বোলে ভয় মানি"-পাঠান্তর।

অন্তর-গম্ভীর হই ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে॥ ৩০৪
দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হুঙ্কার।
"নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া" প্রভু বোলে বারেবার॥ ৩০৫
মহাশাস্তিকর্ত্তা হেন ভক্ত-সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কারো হইব সম্মুখে॥ ৩০৬
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি।
জোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি॥ ৩০৭
মহা-ভয়ে জোড়হাথে সর্ব্বভক্তগণ।
হেট-মাথা করি চিন্তে' চৈতন্য-চরণ॥ ৩০৮
এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্য-শ্রীমুখ॥ ৩০৯
যেখানে যে আছে, সে আছয়ে সেইখানে।
তদূর্দ্ধ হইতে কেহো নারে আজ্ঞা বিনে॥ ৩১০
"বর মাগ'" বোলে অদ্বৈতের মুখ চা'ই।
"তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঁই॥" ৩১১
এইমত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া।
"মাগ' মাগ'" বোলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥ ৩১২
এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে'।
দেখি ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥ ৩১৩
অচিন্ত্য চৈতন্য-রঙ্গ—বুঝন না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি পুন মূর্চ্ছা পায়॥ ৩১৪
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
দাস্য-ভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ॥ ৩১৫
গলা ধরি কান্দে সর্ব্ব-বৈষ্ণব দেখিয়া।
সভারে সম্ভাষে' 'ভাই' 'বান্ধব' বলিয়া॥ ৩১৬
লখিতে না পারে—প্রভু হেন মায়া করে।
ভৃত্য বিনু তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে॥ ৩১৭
প্রভুর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ।
সভেই বোলেন "অবতীর্ণ নারায়ণ॥" ৩১৮
কথোক্ষণ থাকি প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৩১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০১। "দেহ"-স্থলে "আন"-পাঠান্তর।

৩০২-৩০৩। "সবে"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। **সবে**—কেবলমাত্র। **সবে যার অধিকার**—যোগাইবার অধিকার যাঁহাদের আছে, কেবলমাত্র তাঁহারাই তাম্বুল যোগাইতে লাগিলেন। যাঁহারা প্রভুর কান্তাশক্তি (যেমন গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী), ঈশ্বর-ভাবাবিষ্ট প্রভুকে তাম্বুল যোগাইবার স্বরূপগত অধিকার তাঁহাদেরই। "প্রতি"-স্থলে "চাহি"-পাঠান্তর।

৩০৪। **অন্তর-গম্ভীর হই**—অন্তরে বা চিত্তে গাম্ভীর্য পোষণ করিয়া। **তরাসে**—ত্রাসে, ভয়ে। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "কিছুই না বোলে কেহো মৌন করি বৈসে"-পাঠান্তর। **মৌন করি বৈসে**—চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

৩০৫। **নাঢ়া**—প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে নাঢ়া বলিতেন। ২।২।২৬২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১০। **যেখানে ইত্যাদি**—যে-ভক্ত যে-স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সেই স্থানেই রহিয়াছেন। **তদূর্দ্ধ হইতে ইত্যাদি**—প্রভুর আদেশব্যতীত (আদেশ না পাইলে) সেই স্থানের ঊর্ধ্বে (উপরে, অধিকতর উচ্চ স্থানে) কেহ যাইতে পারেন না। পয়ারের প্রথমার্ধ স্থলে-"যেই খানে যে আছয়ে সে আছে সেখানে"-পাঠান্তর।

৩১১। **চা'ই**—চাহিয়া।

ধাতু মাত্র নাহি, পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি সব পারিষদ কান্দে চারিভিতে ॥ ৩২০
সর্ব্বভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা।
"আমা'সভা' ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা ॥ ৩২১
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে।
আমরাহ এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে ॥ ৩২২
এতেক-চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি!
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা-হরিধ্বনি ॥ ৩২৩
সর্ব্ব-গণে উঠিল আনন্দকোলাহল।
না জানি কে কোন্ দিগে হয় বা বিহ্বল ॥ ৩২৪
এমত আনন্দ হয় নবদ্বীপপুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নাথ সে বিহরে ॥ ৩২৫
এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ।
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহে তার মন ॥ ৩২৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩২৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যৈশ্বর্য্য-প্রকাশাদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১৪-৩১৫। **অচিন্ত্য**—চিন্তা-ভাবনার অতীত; চিন্তা-ভাবনা বা প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার সহায়তায় বিচার-বিতর্কদ্বারা যাহার রহস্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। "অচিন্ত্য"-স্থলে "অনন্ত"-পাঠান্তর। **অনন্ত**—অসীম। **ঐশ্বর্য্য করি**—ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া। "প্রভু"-স্থলে "পুন"-পাঠান্তর।

৩১৭-৩১৮। **লখিতে**—লক্ষ্য করিতে, বুঝিতে। "প্রভু"-স্থলে "কেহো"-পাঠান্তর। **চরিত্র**—আচরণ।

৩২০। **ধাতুমাত্র**—চেতনার চিহ্নমাত্র। ২।১।৩১৭, ৩২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চারিভিতে**—চারিদিকে। "কান্দে চারিভিতে"-স্থলে "লাগিল কান্দিতে"-পাঠান্তর।

৩২১। "ছাড়িয়া বা"-স্থলে "ছাড়ি জানি"-পাঠান্তর। **জানি**—না জানি। **ঠাকুর**—প্রভু। এই পয়ারে ভক্তবৃন্দের চিত্তে, প্রভুর অন্তর্ধানের আশঙ্কার কথা বলা হইয়াছে।

৩২২। **নিষ্ঠুর ভাব করে**—আমাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়েন (অর্থাৎ অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন)।

৩২৩। **এতেক চিন্তিতে**—ভক্তগণ যখন পূর্ববর্তী ৩২১-২২-পয়ারে কথিত ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন **সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি** (সর্বজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ প্রভু, ভক্তদের মনের ভাব জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে) **বাহ্য প্রকাশিয়া** ইত্যাদি—বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

৩২৫। **বৈকুণ্ঠের নাথ**—স্বয়ংভগবান্। ১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "নাথ সে"-স্থলে "নায়ক"-পাঠান্তর। **বিহরে**—বিহার বা বিলাস করেন।

৩২৬। "রহে"-স্থলে "রহু"-পাঠান্তর। **রহু**—রহুক, থাকুক।

৩২৭। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(১৫. ৭. ১৯৬৩—২৭. ৭. ১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড
নবম অধ্যায়

(গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসিবেশধারী । অখিল-ভুবন-অধিকারী ॥ ধ্রু ॥) ১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। প্রভুর মহাপ্রকাশ বা সাতপ্রহরিয়া ভাব। ভক্তগণকর্তৃক ঈশ্বর-ভাবাবিষ্ট প্রভুর রাজরাজেশ্বর-অভিষেক। প্রভুকর্তৃক "দুঃখী"-নাম্নী শ্রীবাস-দাসীর "সুখী" আখ্যা প্রদান। ভক্তগণকর্তৃক বিবিধ-উপচারে প্রভুর পূজা ও স্তব। প্রভুকর্তৃক ভক্তপ্রদত্ত-দ্রব্যাদির অঙ্গীকার। প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জন্মাবধি শ্রীবাসাদি ভক্তগণ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, প্রভুকর্তৃক তৎসমস্তের বৃত্তান্ত-কথন। শ্রীধরের প্রসঙ্গ, মহাপ্রকাশের পূর্বে শ্রীধরের সহিত প্রভুর কৌতুক-রঙ্গের বিবরণ। শ্রীধরকর্তৃক প্রভুকে কৃষ্ণ-বলরাম-রূপ দর্শন এবং প্রভুর স্তব। শ্রীধরের অপূর্ব বর-প্রার্থনা এবং তৎপ্রাপ্তি। সাধারণ লোকের পক্ষে বৈষ্ণবের দুর্জ্ঞেয়তা।

১। **কপট**—যাহার বাহিরে একরকম আচরণ, কিন্তু ভিতরে আর এক রকম ভাব, তাহাকে কপট বলা হয়। **সন্ন্যাসিবেশধারী**—সন্ন্যাসীর বেশ (পোষাক) ধারণকারী। "সন্ন্যাসিবেশধারী"-শব্দের একটি ব্যঞ্জনা এই যে, ইনি কেবল সন্ন্যাসীর পোষাকই ধারণ করিয়াছেন, বাস্তবিক সন্ন্যাসী নহেন; সুতরাং কপট-সন্ন্যাসী। এ-স্থলে শ্রীগৌরনিধিকে কপট সন্ন্যাসিবেশধারী বলা হইয়াছে, অর্থাৎ গৌরের সন্ন্যাসীর পোষাকটি হইতেছে কপটতামাত্র। একথা বলার হেতু এই। প্রথমতঃ, যে-সমস্ত অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীব, কোনও ভাগ্যে সংসার-সুখের অনিত্যতা এবং পারমার্থিকতার প্রতিকূলতা অনুভব করিয়া মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য ইচ্ছুক হয়েন, সাধারণতঃ তাঁহারাই সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশও ধারণ করেন। কিন্তু শ্রীগৌর অনাদিবহির্মুখ জীব নহেন, তাঁহার মায়াবন্ধনও নাই; মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। যেহেতু, তিনি হইতেছেন তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ, যে-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার উদ্দেশ্যে জীব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাঁহার সাধন-ভজনের কোনও প্রয়োজনই নাই; তিনি নিত্যমুক্ত। তিনি যদি সাধক জীবের ন্যায় সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন, তাহা হইবে তাঁহার পক্ষে কপটতামাত্র। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগৌর কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নহেন; তিনি হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। শ্রীরাধা হইতেছেন অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারিণী, নিখিল-ভক্তকুল-মুকুটমণি। তাঁহার সহিত একই বিগ্রহে মিলিত বলিয়া গৌরও হইতেছেন অখণ্ড-প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারী, পূর্ণতম-ভক্তভাবময়। ভক্তির স্বরূপগত ধর্মবশতঃই ভক্ত সর্বদা আত্ম-গোপন-তৎপর। গৌর পূর্ণতম-ভক্তভাবময় বলিয়া আত্মগোপন-তৎপরতাও তাঁহার

জয় জগন্নাথ-শচী-নন্দন চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন ধন্য ॥ ২
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রাণ-ধন ॥ ৩
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম ॥ ৪
জয় বাসুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব-প্রতি কর' প্রভু! শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ৫
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিলভ্য হয় ॥ ৬
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যেমতে ॥ ৭
এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
যহিঁ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সিদ্ধ অভিলাষ ॥ ৮
'সাতপ্রহরিয়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যার।
যহিঁ প্রভু হইলেন সর্ব্ব-অবতার ॥ ৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মধ্যে সর্বাতিশায়িরূপে বিরাজিত। যাহাতে ভক্তিবিরোধিতা প্রকাশ পায়, এমন কোনও বেশ বা পোষাক যদি তিনি ধারণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার আত্মগোপন-প্রয়াস সম্যক্‌রূপে সার্থকতা লাভ করিতে পারে। শ্রীগৌর তাহাই করিয়াছিলেন; তিনি ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার এতাদৃশ-সন্ন্যাসিবেশ-ধারণ হইতেছে কপটতামাত্র। যিনি পূর্ণতমা ভক্তির অধিকারী হইয়াও নিজেকে ভক্তিবিরোধী বলিয়া জানাইতে চাহেন, তাঁহাকে কপট ছাড়া আর কি বলা যায়? এ-সমস্ত কারণে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার "শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্"-নামক গ্রন্থে শ্রীগৌরকে কপট-সন্ন্যাসী বলিয়াছেন। "প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটীপ্রসহনম্। বসন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটীরিব বন্দে হরিমহহ **সন্ন্যাসকপটম্** ॥ ১২॥" **অখিল-ভুবন-অধিকারী**—অখিল-ভুবন (ব্রহ্মাণ্ড)-পতি।

৭। **একচিত্তে**—একাগ্রচিত্ত হইয়া। **বিহরে**—বিহার করেন।

৮। **মহা-পরকাশ**—মহা-প্রকাশ, অদ্ভুত ভগবত্তার প্রকটন। **যহিঁ**—যাহাতে, যে-মহাপ্রকাশে। **সিদ্ধ অভিলাষ**—সর্ববিধ অভিলাষ (বাসনা) সিদ্ধ হইয়াছে। "সিদ্ধ"-স্থলে "সিদ্ধি"-পাঠান্তর।

৯। **সাতপ্রহরিয়া-ভাব**—যে-ভাব (ঈশ্বর-ভাব) সাতপ্রহর-কাল ব্যাপিয়া বিরাজিত ছিল (পরবর্তী ১৯-পয়ার দ্রষ্টব্য)। **লোকে খ্যাতি যার**—লোকগণের মধ্যে যাহার (যে-মহাপ্রকাশের) "সাতপ্রহরিয়া-ভাব" খ্যাতি আছে। অবিচ্ছিন্নভাবে সাতপ্রহর পর্যন্ত প্রভুর ঈশ্বর-ভাবময় মহাপ্রকাশ বিরাজিত ছিল বলিয়া এই মহাপ্রকাশকে লোক সাতপ্রহরিয়া ভাব বলিয়া থাকে। **যহিঁ**—যে-মহাপ্রকাশে বা সাতপ্রহরিয়া ভাবে। **প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার**—প্রভু সমস্ত অবতার-রূপে (সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে) আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া অবতরণকালে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত থাকেন (১।৮।৯৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ যে প্রভুরই মধ্যে অবস্থিত, মহাপ্রকাশ-কালে প্রভু তাহা দেখাইয়াছেন। ইহাদ্বারা তাঁহার স্বয়ংভগবত্তাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অদ্ভুত ভোজন যহিঁ অদ্ভুত প্রকাশ।
জনে জনে বিষ্ণুভক্তি-দানের বিলাস ॥ ১০
রাজরাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল-ভক্তগণে ॥ ১১
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ঘর ॥ ১২
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম-বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল ॥ ১৩
আবেশিত-চিত্ত মহাপ্রভু গৌররায়।
পরম-ঐশ্বর্য্য করি চতুর্দ্দিগে চা'য় ॥ ১৪
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চস্বরে চতুর্দ্দিগে করেন কীর্ত্তন ॥ ১৫
অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুন ভাঁগে ॥ ১৬
সকল-ভক্তের ভাগ্যে এ-দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে ॥ ১৭
আর-সব-দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া ॥ ১৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০। **অদ্ভুত ভোজন**—পরবর্তী ৭৫-৮৮ পয়ার দ্রষ্টব্য। "জনে জনে"-স্থলে "যারে তারে"-পাঠান্তর।

১১। **রাজরাজেশ্বর অভিষেক**—রাজরাজেশ্বরের যে-রূপ অভিষেক হয়, তদ্রূপ অভিষেক। **অভিষেক**—মাঙ্গলিক স্নান। পরবর্তী ২৩-৪২ পয়ারে এই অভিষেকের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। **সেই দিনে**—মহাপ্রকাশের দিন। ৮-১১-পয়ারে এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সূত্রাকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তী পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রকাশের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

১২। **শ্রীনিবাস পণ্ডিতের**—শ্রীবাস-পণ্ডিতের। ছন্দ মিলাইবার জন্য "শ্রীবাস"-স্থলে "শ্রীনিবাস" বলা হইয়াছে।

১৩। **বিহ্বল**—প্রেম-বিহ্বল, প্রেমাবিষ্ট।

১৪। **আবেশিত-চিত্ত**—ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট-চিত্ত। **ঐশ্বর্য্য করি**—ঐশ্বর্য (ঈশ্বরের ভাব) প্রকাশ করিয়া।

১৫। **প্রভুর ইঙ্গিত**—প্রভু যে ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা। "চতুর্দ্দিগে করেন"-স্থলে "লাগিলেন করিতে"-পাঠান্তর।

১৬। **ক্ষণেকে**—একক্ষণে, একবার। **ভাঁগে**—ভাঙ্গে, ভঙ্গ করেন, ঐশ্বর্য বা ঈশ্বর-ভাবকে গোপন করেন। "ভাঁগে"-স্থলে "ঢাকে" এবং "ভাগে"-পাঠান্তর। ঢাকে—আচ্ছাদিত করেন, গোপন করেন, সম্বরণ করেন। ভাগে—ভাগিয়া যায়, চলিয়া যায়, ঐশ্বর্য অন্তর্হিত হয়।

১৭। **নাচিতে**—নাচিতে নাচিতে।

১৮। **আর-সব-দিনে**—পূর্বে অন্যান্য দিন। **ভাব**—ঈশ্বর-ভাব। **যেন না জানিয়া**—তাঁহার ভাব দেখিলে মনে হয়—তিনি যে বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়াছেন, ইহা যেন তিনি জানিতেন না। প্রয়োজন-বোধে লীলাশক্তিই অন্যান্য দিন প্রভুর মধ্যে ঈশ্বর-ভাব প্রকটিত করেন, লীলাশক্তিই

সাতপ্রহরিয়া-ভাবে—ছাড়ি সর্ব্ব-মায়া।
বসিলা প্রহর-সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া ॥ ১৯
জোড়হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম-আনন্দ-যুক্ত-মন ॥ ২০
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সভেই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ বিলাস ॥ ২১
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেকো মায়া মাত্র নাহিক কোথা ত ॥ ২২
আজ্ঞা হৈল "বোল মোর অভিষেক গীত।"
শুনি গায় ভক্তগণ হই হরষিত ॥ ২৩
অভিষেক শুনি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সভারে করেন কৃপাদৃষ্টি অমায়ায় ॥ ২৪
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সভার হৈল মন ॥ ২৫
সর্ব্ব-ভক্তগণে বহি' আনে' গঙ্গাজল।
আগে ছাঁকিলেন দিব্য-বসনে সকল ॥ ২৬
শেষে শ্রীকর্পূর-চতুঃসম-আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সভে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥ ২৭
মহা জয়জয়ধ্বনি শুনি চারিভিতে।
অভিষেকমন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে ॥ ২৮
সর্ব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ 'জয় জয়' বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী ॥ ২৯
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান ॥ ৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহাকে বিষ্ণু-খট্টায় বসাইয়া দেন। প্রভুর তখন আত্মস্মৃতি বা বাহ্যজ্ঞান থাকে না বলিয়া তিনি তাহা জানিতে পারেন না।

১৯। **মায়া**—যোগমায়া-প্রকটিত ছলনা। **ব্যক্ত হৈয়া**—সর্বতোভাবে ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া।

২১। **বাসেন**—মনে করেন। **বৈকুণ্ঠ-বিলাস**—মায়াতীত ভগবদ্ধামের লীলা।

২৪। **অমায়ায়**—অকপটভাবে, পূর্ণ-প্রসন্নতার সহিত।

২৬। **সকল**—আনীত সমস্ত গঙ্গাজল।

২৭। **শেষে**—দিব্য-বসনে ছাঁকিবার পরে। **শ্রীকর্পূর**—অতি উত্তম কর্পূর। **চতুঃসম**—দুইভাগ কস্তূরী, চারি ভাগ চন্দন, তিন ভাগ কুঙ্কুম (জাফ্রাণ) এবং একভাগ কর্পূর একত্রে মিশ্রিত করিলে চতুঃসম-নামক গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়। "শ্রীকর্পূর"-শব্দ হইতে মনে হয়, বস্ত্র-ছাঁকা গঙ্গাজলে পৃথক্‌ভাবেও কর্পূর দেওয়া হইয়াছিল। **আদি**—প্রভৃতি। আদি-শব্দে অন্যান্য গন্ধদ্রব্যই বুঝাইতেছে। "চতুঃসম-আদি"-স্থলে "আদি চতুসোম"-পাঠান্তর। অর্থ—কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য এবং চতুঃসম। **সজ্জ**—অভিষেকের উপকরণ; জলই হইতেছে অভিষেকরূপ মাঙ্গলিক স্নানের মুখ্য উপকরণ।

২৮। **অভিষেক-মন্ত্র**—অভিষেকের সময়ে যে মন্ত্র-পাঠ করার কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, সেই মন্ত্র।

২৯। **সর্ব্বাদ্যে**—সকলের আগে, সর্বপ্রথমে। "সর্ব্বাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ"-স্থলে "সর্ব্বারাধ্য নিত্যানন্দ"-পাঠান্তর। **কুতূহলী**—আনন্দিত হইয়া।

৩০। **যতেক প্রধান**—প্রধান প্রধান ভক্তগণ। **পুরুষ-সূক্ত**—"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ"-ইত্যাদি

গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহা-মন্ত্রবিত।
মন্ত্র পঢ়ি জল ঢালে হই হরষিত ॥ ৩১
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক-সুমঙ্গল।
কেহো কান্দে কেহো নাচে—আনন্দে বিহ্বল ॥ ৩২
পতিব্রতাগণ করে জয়জয়কার।
আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সভার ॥ ৩৩
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভৃত্যগণে জল ঢালে শিরের উপর ॥ ৩৪
নাম মাত্র—অষ্টোত্তর-শত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল ॥ ৩৫
দেবতাসকলে ধরি নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে যে হয় সুকৃতি ॥ ৩৬
যার পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র।
সেহো ধ্যানে,—সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র ॥ ৩৭
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড-ভয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সভার জল লয় ॥ ৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বৈদিকমন্ত্র। "পুরুষসূক্ত"-স্থলে "পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র"-পাঠান্তর। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র—পূর্ববর্তী ২৮-পয়ারে কথিত "অভিষেক-মন্ত্র"।

৩১। **মন্ত্রবিত**—মন্ত্রবিৎ, মন্ত্রজ্ঞ।

৩৩। **করে জয়জয়কার**—জোকার দেন, হুলুধ্বনি করেন। **আনন্দ-স্বরূপ**—পরমানন্দময়। "চিত্ত"-স্থলে "দেহ"-পাঠান্তর।

৩৪। **বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর**—সমস্ত মায়াতীত ভগবদ্ধামের অধীশ্বর স্বয়ংভগবান্ (১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ভৃত্যগণে**—ভক্তগণ। "ভৃত্যগণে"-স্থলে "ভক্তগণে"-পাঠান্তর।

৩৫। **অষ্টোত্তর শত ঘট**—এক শত আট ঘট। এক শত আট ঘট জলের দ্বারাই অভিষেক-স্নানের বিধান।

৩৬। **গুপ্তে**—গোপনে ; অর্থাৎ মানুষের রূপ ধরিয়া দেবতারাই যে প্রভুকে স্নান করাইতেছিলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। **যে হয় সুকৃতি**—যে-সকল দেবতা সুকৃতি (ভাগ্যবান্), তাঁহারা।

৩৭-৩৮। অন্বয়। যাঁহার পাদপদ্মে জলবিন্দু মাত্র (মাত্র একবিন্দু জল) দিলে (প্রদান করিলে)—সেহো (সেই একবিন্দু জলও) ধ্যানে (মনে মনে পাদ-পদ্ম চিন্তা করিয়া ; সাক্ষাদ্ভাবেও নহে, কেন না) সাক্ষাতে (পাদপদ্মের সাক্ষাতে) দিতে (জল দেওয়ার যোগ্য) পাত্র কে আছে (অর্থাৎ কেহই নাই। অপ্রকট-কালে কোনও সাধকই ভগবানের সাক্ষাতে যথাবস্থিত দেহে উপস্থিত থাকিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে জল দিতে পারেন না)—তথাপিহ ; (মনে মনে পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া একবিন্দু জল দিলেও) তারে নাহি যমদণ্ড-ভয় (পাদপদ্মে জল-অর্পণকারীর যমদণ্ডের ভয় থাকে না, এতাদৃশ যাঁহার মহিমা), হেন প্রভু (সেই প্রভুই) সাক্ষাতে (সাক্ষাদ্ভাবে, ধ্যানে নহে, সকলের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া) সভার জল লয় (সকলের অভিষেক-জল গ্রহণ করিতেছিলেন)। "সাক্ষাতে কে"-স্থলে "সেই কালে সাক্ষাতে কি"-পাঠান্তর।

শ্রীবাসের দাস-দাসীগণে আনে' জল।
প্রভু স্নান করে ; ভক্ত-সেবার এই ফল ॥ ৩৯
জল আনে' এক ভাগ্যবতী—'দুঃখী' নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি বোলে "আন' আন' ॥ ৪০
আপনে ঠাকুর তাঁর ভক্তিযোগ দেখি।
'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন 'সুখী' ॥ ৪১
নানা বেদমন্ত্র পড়ি সর্ব্ব-ভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন ॥ ৪২
পরিধান করাইল নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিলা দিব্য সুগন্ধি-চন্দন ॥ ৪৩
বিষ্ণুখট্টা পাড়িলেন উপস্কার করি।
বসিলেন প্রভু নিজ-খট্টার উপরি ॥ ৪৪

ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ-রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায় ॥ ৪৫
পূজার সামগ্রী লই' সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিল নিজ প্রভুর চরণ ॥ ৪৬
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ।
প্রদীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র—যথা-অনুরূপ ॥ ৪৭
যজ্ঞসূত্র, যথাশক্তি অঙ্গে অলঙ্কার।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ-উপচার ॥ ৪৮
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসীমঞ্জরী।
পুনঃপুন দেন সভে চরণ-উপরি ॥ ৪৯
দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি সভে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥ ৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯। **ভক্ত-সেবার এই ফল**—শ্রীবাসের দাস-দাসীগণ শ্রীবাসের ন্যায় পরম-ভাগবতের সেবা করিয়াছেন। তাহার ফলেই তাঁহাদের আনীত গঙ্গাজলেও প্রভু স্নান করিয়াছেন, তাঁহাদের জলও অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৪০-৪১। **এক ভাগ্যবতী**—শ্রীবাসের এক ভাগ্যবতী দাসী। **দুঃখী নাম**—তাঁহার নাম ছিল "দুঃখী"। **আপনে ঠাকুর দেখি** ইত্যাদি—ভাগ্যবতী দুঃখীকে গঙ্গাজল আনিতে দেখিয়া প্রভু নিজেই তাঁহাকে বলিলেন "আন, আন"—"জল আন, জল আন।" দুঃখীর জল গ্রহণের নিমিত্ত প্রভুর নিজেরই যে অত্যন্ত আগ্রহ, তাহাই এ-স্থলে সূচিত হইয়াছে। এই ভাগ্যবতী দুঃখী প্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার আনীত জল অঙ্গীকারের জন্য প্রভুর এত আগ্রহ। অকপটে যিনি ভক্তের সেবা করেন, তিনিই কেবলমাত্র ভক্তসেবার ফলেই, ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারেন। **থুইলেন সুখী**—দুঃখী-নামের পরিবর্তে তাঁহার নাম রাখিলেন "সুখী"। তদবধি তাঁহাকে সকলেই "সুখী" বলিয়া ডাকিতেন; কেহ আর তাঁহাকে "দুঃখী"-নামে ডাকিতেন না।

৪৩-৪৪। "দিব্য"-স্থলে "তবে" এবং "তাঁর" পাঠান্তর। তবে—নূতন বসন পরিধান করাইবার পরে। **পাড়িলেন**—পাতিলেন। "পাড়িলেন"—স্থলে "পাতিলেন"-পাঠান্তর। **উপস্কার করি**—পরিষ্কার করিয়া, সজ্জিত করিয়া।

৪৮-৪৯। **ষোড়শ-উপচার**—২।৬।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "সভে"-স্থলে "শ্রী"-পাঠান্তর।

৫০। **দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রের**—দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্র হইতেছে কান্তাভাবের উপাসনায় গোপী-জনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র। বুঝা যায়, এ-স্থলে ভক্তগণ গোপীজনবল্লভ-শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতেই প্রভুর পূজা করিয়াছেন।

অদ্বৈতাদি আর যত পার্ষদ-প্রধান।
পড়িলা চরণে করি দণ্ড-পরণাম॥ ৫১
প্রেমনদী বহে সর্ব্ব-গণের নয়নে।
স্তুতি করে সভে, প্রভু অমায়ায় শুনে॥ ৫২
"জয়জয় জয় সর্ব্ব-জগতের নাথ।
তপ্ত-জগতেরে কর' শুভ দৃষ্টিপাত॥ ৫৩
জয় আদিহেতু জয় জনক সভার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-অবতার॥ ৫৪
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-জন-ত্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্ম-স্তম্বের মূল প্রাণ॥ ৫৫
জয় জয় পতিতপাবন গুণসিন্ধু।
জয় জয় পরম-শরণ দীনবন্ধু॥ ৫৬
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গুপ্তবাসী।
জয় জয় ভক্ত-হেতু প্রকট বিলাসী॥ ৫৭
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদি-তত্ত্ব।
জয় জয় পরম-কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব॥ ৫৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫১। "আর যত পার্ষদ"-স্থলে "আসি যত বৈষ্ণব" এবং "করি আর যতেক"-পাঠান্তর। **দণ্ডপরণাম**—ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম।

৫২। **অমায়ায়**—প্রসন্ন-চিত্তে।

৫৩। **তপ্ত জগতেরে**—ত্রিতাপ-জ্বালায় তাপিত জগদ্‌বাসী জীবগণের প্রতি।

৫৪। **আদি হেতু**—সকলের মূল কারণ। ইহাদ্বারা স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইতেছে। **সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-অবতার**—সঙ্কীর্তনারম্ভে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৫৫। **বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-জন-ত্রাণ**—যিনি বেদের, ধর্মের, সাধুগণের এবং জনগণের (সর্বসাধারণের) ত্রাণকর্তা। যিনি বেদ রক্ষা করেন, ধর্ম রক্ষা করেন, সাধুগণকে রক্ষা করেন এবং সর্বসাধারণ জীবকেও রক্ষা করেন। **আব্রহ্ম-স্তম্ব**—ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া লতা পর্যন্ত সকলের।

৫৭। **ক্ষীর-সিন্ধুমধ্যে গুপ্তবাসী**—যিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ক্ষীরোদকসমুদ্রে অবস্থান করেন এবং জীবান্তর্যামিরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণের অদৃশ্য, তাঁহাদের নিকট হইতেও তিনি নিজেকে গোপন করেন। এজন্যও তাঁহাকে "ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গুপ্তবাসী" বলা যায়। অথবা, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রতি জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন; অন্তর্যামিরূপে যে তিনি জীবহৃদয়ে বাস করেন, সাধারণ জীব তাহা জানিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাকে "গুপ্তবাসী—গোপনে বাসকারী" বলা হইয়াছে। "গুপ্তবাসী"-স্থলে "গোপবাসী"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—যিনি গোপবাসী (ব্রজে গোপজন-সমূহের মধ্যে বাসকারী, স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন), সেই তিনিই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে অবস্থান করেন। **ভক্তহেতু প্রকট বিলাসী**—ভক্তদের জন্য, ভক্তদেরআনন্দ-বিধানের জন্য ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করিয়া (আবির্ভূত হইয়া) বিহার করেন যিনি।

৫৮। **আদি তত্ত্ব**—সকলের আদি, সুতরাং স্বয়ং অনাদি তত্ত্ব। স্বয়ংভগবান্। "আদি তত্ত্ব"-স্থলে "আদি তনু"-পাঠান্তর। আদি-তনু—সকলের আদি বা মূল বিগ্রহ যাঁহার। অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং জীবকুলেরও আদি যিনি। **শুদ্ধ-সত্ত্ব**—মায়া-স্পর্শহীন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিগ্রহ, সচ্চিদানন্দ।

জয় জয় বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ।
জয় বেদ-ধর্ম্ম-আদি সভার জীবন॥ ৫৯
জয় জয় অজামিল-পতিত-পাবন।
জয় জয় পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন॥ ৬০
জয় জয় অদোষ-দরশী রমাকান্ত।"
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত॥ ৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"শুদ্ধসত্ত্ব"-স্থলে "শুদ্ধতনু"-পাঠান্তর। শুদ্ধতনু—শুদ্ধসত্ত্বাত্মক-বিগ্রহ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; পঞ্চভূতের স্পর্শ পর্যন্ত যাঁহাতে নাই।

৫৯। **বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ**—বিপ্রসমূহের পাবন (পবিত্রতা-বিধানকারী) এবং বিপ্রকুলের ভূষণ (অলঙ্কার—অলঙ্কারতুল্য)। বিপ্র—ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ। সমস্ত অপবিত্রতার হেতুই হইতেছে জড়রূপা মায়া। সেই মায়া এবং মায়ার প্রভাব অপসারিত হইলেই জীব পবিত্র হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনব্যতীত মায়াও অপসারিত হইতে পারে না ("দৈবী হ্যেষা গুণময়ী"—ইত্যাদি গীতাশ্লোকত্রয় দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া মায়াকবলিত জীবের মায়াকে অপসারিত করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জীবের পাবন (পবিত্রতা-বিধানকারী)। ব্রাহ্মণবংশে জাত ব্যক্তিকে সকলেই পবিত্র বলিয়া মনে করে; কিন্তু তিনিও বাস্তবিক পবিত্র হইতে পারেন তখন—যখন তিনি মায়ানির্মুক্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহই যখন কাহাকেও মায়া হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন না, তখন সেই ব্যক্তির পবিত্রতা-বিধায়কও শ্রীকৃষ্ণই। এইরূপে দেখা গেল—প্রকৃত ব্রাহ্মণকুলের পবিত্রতা-বিধায়ক (অর্থাৎ পাবন) হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। আবার ভূষণ-পরিহিত লোককে তাঁহার ভূষণই যেমন ভূষণবিহীন জনগণ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখায়, তাঁহার উৎকর্ষ প্রকাশ করে, তদ্রূপ যে সকল বিপ্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া বাস্তবিক পবিত্রতালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই পবিত্রতাই অন্য বিপ্র হইতে তাঁহাদের পার্থক্য এবং উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণকৃপাতেই তাঁহাদের এই পবিত্রতা এবং উৎকর্ষ জন্মে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন মূলহেতু। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে তাদৃশ বিপ্রকুলের (বিপ্রসমূহের) ভূষণ বলা যায়। **জীবন**—রক্ষাকর্তা। "বেদ"-স্থলে "দেব"-পাঠান্তর।

৬০। **অজামিল-পতিত-পাবন**—পতিত অজামিলের পাবন (পাপ-কালিমা দূরীকরণ-পূর্বক পবিত্রতা-বিধায়ক)। ২।১।১৬১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন**—দুষ্কৃতি পূতনার উদ্ধারকর্তা। ২।১।১৫৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬১। **অদোষ-দরশী**—যিনি কাহারও দোষ দর্শন করেন না; দোষ থাকিলেও সেই দোষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যিনি সকলকেই কৃপা করেন। ইহাদ্বারা গৌরের স্বরূপ-তত্ত্ব সূচিত হইতেছে; গৌরই নির্বিচারে সকলকে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। "অদোষ-দরশী"-স্থলে "অদোষের দর্শী"-পাঠান্তর। অর্থ—যিনি অদোষই (গুণই) দর্শন করেন, লক্ষ্য করেন, কিন্তু কোনও দোষ লক্ষ্য করেন না, গ্রাহ্য করেন না। পরম-কৃপালুতা সূচিত হইয়াছে। **রমাকান্ত**—লক্ষ্মীকান্ত, সর্বলক্ষ্মীগণের (ভগবৎ-কান্তাগণের) মূল শ্রীরাধার প্রাণকান্ত।

পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব-দাস॥ ৬২
সর্ব্ব-মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন,—পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥ ৬৩
দিব্য গন্ধ আনি কেহো লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী-কমলে মেলি পূজে কোন জনে॥ ৬৪
কেহো রত্ন-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার॥ ৬৫
পট্ট-নেত, শুক্ল নীল সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন॥ ৬৬
নানাবিধ ধাতুপাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি পড়ে শ্রীচরণে॥ ৬৭
যে চরণ পূজিবারে সভার ভাবনা।
অজ-রমা-শিব করে যে লাগি কামনা॥ ৬৮
বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে।
এইমত ফল হয়ে—বৈষ্ণবে যে ভজে॥ ৬৯
দূর্ব্বা, ধান্য, তুলসী লইয়া সর্ব্ব-জনে।
পাইয়া অভয় সভে দেন শ্রীচরণে॥ ৭০
নানাবিধ ফল আনি দেন পদতলে।
গন্ধ, পুষ্প, চন্দন চরণে কেহো ঢালে॥ ৭১
কেহো পূজে করিয়া ষোড়শ-উপচারে।
কেহো বা ষড়ঙ্গ-মতে—যেন স্ফুরে যারে॥ ৭২
কস্তূরী, কুঙ্কুম, শ্রীকর্পূর, ফাগুধূলী।
সভে শ্রীচরণে দেই হই কুতূহলী॥ ৭৩
চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদম্ব, মালতী।
নানা-পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখ পাঁতি॥ ৭৪
পরম প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
"কিছু দেহ' খাই" প্রভু চাহেন আপনি॥ ৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬২। **পরম প্রকট**—অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। **পরম প্রকটরূপ** ইত্যাদি—প্রভুর অত্যন্ত সমুজ্জ্বল রূপ প্রকাশ (অভিব্যক্তি) পাইয়াছে। **পরানন্দে**—পরম আনন্দে।

৬৩। **সর্ব্বমায়া ঘুচাইয়া**—যোগমায়াকৃত সমস্ত ছলনা ত্যাগ করিয়া; অত্যন্ত প্রসন্ন-চিত্তে।

৬৪। **দিব্য গন্ধ**—চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কর্পূরাদি রমণীয় গন্ধদ্রব্য। **তুলসী-কমলে মেলি**—তুলসী ও পদ্ম একত্র করিয়া।

৬৫। **রত্ন-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার**—রত্নখচিত স্বর্ণনির্মিত ও রৌপ্যনির্মিত অলঙ্কার। "কেহো রত্ন-স্বর্ণ-রজত"-স্থলে "কেহো বা সুবর্ণ আদি যত"-পাঠান্তর। **সুবর্ণ**—স্বর্ণ।

৬৬। **পট্ট-নেত**—পট্টসূত্র-নির্মিত বস্ত্র।

৬৭। "নানাবিধ"-স্থলে "নানা বিধি"-পাঠান্তর। —নানা প্রকার।

৬৯। **বৈষ্ণবে যে ভজে**—যিনি বৈষ্ণবের সেবা করেন। পূর্ব্ববর্তী ৩৯-৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭১। "ফল"-স্থলে "ফুল"-পাঠান্তর।

৭২। **ষোড়শ-উপচার**—২।৬।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ষড়ঙ্গ-মতে**—ষড়ঙ্গ-পূজার বিধি অনুসারে। ২।৬।৩২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যেন স্ফুরে যারে**—যেভাবে পূজা করিবার জন্য যাঁহার চিত্তে ইচ্ছা জাগে।

৭৪। **নখ-পাঁতি**—নখের পংক্তি। সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত নখ-সমূহ।

হস্ত পাতে প্রভু, সব দেখে ভক্তগণ।
যে যেমত দেই—সব করেন ভোজন॥ ৭৬
কেহো দেই কদলক, কেহো দিব্য মুদ্গ।
কেহো দধি ক্ষীর বা নবনী, কেহো দুগ্ধ॥ ৭৭
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেই ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন॥ ৭৮
ধাইল সকল গণ নগরে নগরে।
কিনিঞা উত্তম দ্রব্য আনেন সত্বরে॥ ৭৯
কেহো দিব্য নারিকেল উপস্কার করি।
শর্করা-সহিত দেই শ্রীহস্ত-উপরি॥ ৮০
নানাবিধ প্রকার সন্দেশ দেই আনি।
শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি॥ ৮১
কেহো দেই মেওয়া ক্ষিরা কর্কটিকা-ফল।
কেহো দেই ইক্ষু, কেহো দেই গঙ্গাজল॥ ৮২
দেখিয়া প্রভুর সভে আনন্দ-প্রকাশ।
দশ-বার পাঁচ-বার দেই কোন দাস॥ ৮৩
শত শত জনে বা কতেক দেই জল।
মহাযোগেশ্বর পান করেন সকল॥ ৮৪
সহস্র সহস্র ভাণ্ড—দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা, কত মুদ্গ॥ ৮৫
কতেক বা সন্দেশ, কতেক বা ফলমূল।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বূল॥ ৮৬
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
'কেমতে খায়েন?' নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥ ৮৭
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সভার জন্ম-কর্ম্ম কহে শেষে॥ ৮৮
ততক্ষণে সে ভক্তের হয় স্মঙরণ।
সন্তোষে আছাড় খায়, করয়ে ক্রন্দন॥ ৮৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৯। **ধাইল**—ধাবিত হইলেন, ছুটিয়া গেলেন। "গণ"-স্থলে "লোক" এবং "জন" এবং "উত্তম"-স্থলে "সকল"-পাঠান্তর।

৮২। **কর্কটিকা ফল**—সম্ভবতঃ কাঁকুড়-ফল। "মেওয়া ক্ষিরা"-স্থলে "মোয়া জম্বু" এবং "মায়াম্বুরা"-পাঠান্তর। মোয়া—গুড়াদি-পক্ক খৈ আদির গোলাকার দ্রব্যবিশেষ। জম্বু—জাম; অথবা জাম্বুরা বা বাতাবি লেবু। মায়াম্বুরা—সম্ভবতঃ শশা (অ. প্র.)।

৮৩-৮৪। **দেখিয়া প্রভুর ইত্যাদি**—ভক্তদত্ত-দ্রব্য-ভোজনে সভে (সকলে) প্রভুর (প্রভুর মধ্যে) আনন্দ-প্রকাশ (আনন্দের উদয়) দেখিয়া। "সভে"-স্থলে "অতি", "পাঁচ"-স্থলে "বিশ" এবং "কোন"-স্থলে "একো"-পাঠান্তর। একো—এক জনেই। "মহাযোগেশ্বর"-স্থলে "মায়াযোগেশ্বর"-পাঠান্তর।

৮৬। "মূল"-স্থলে "ফুল"-পাঠান্তর। **বাটা**—তাম্বূল রাখার পাত্র। **বাটা কর্পূর তাম্বূল**—বাটাভরা কর্পূর-মিশ্রিত তাম্বূল (পান)।

৮৮। **খাইয়া সভার ইত্যাদি**—ভক্তদত্ত-দ্রব্য আহার করিয়া শেষে (তাহার পরে) সভার (ভক্তদের সকলের) **জন্ম-কর্ম্ম** (জন্মাবধি কৃত কর্মের বা কার্যের বিবরণ) **কহে** (প্রভু বলেন—বলিলেন)। পরবর্তী পয়ার-সমূহ দ্রষ্টব্য।

৮৯। অন্বয়। ততক্ষণে (প্রভু যখন যে-ভক্তের জন্ম-কর্মের কথা বলেন, তৎক্ষণাৎই) সেই ভক্তের সঙরণ (স্মরণ—প্রভু সেই ভক্তের যে-কার্যের কথা বলিয়াছেন, সেই কার্যের স্মরণ) হয়। (তখন) সন্তোষে (স্বীয় কার্যের স্মৃতি এবং তৎপ্রসঙ্গে প্রভুর কৃপার স্মৃতিজনিত সন্তোষবশতঃ

শ্রীবাসেরে বোলে "অরে! পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলি যে অমুকের স্থানে? ৯০
পদে পদে ভাগবত প্রেমরসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥ ৯১
উচ্চস্বর করি তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে॥ ৯২
অবুধ পঢ়ুয়া ভক্তিযোগ না জানিঞা।
বল্গয়ে কান্দয়ে কেনে—না বুঝিল ইহা॥ ৯৩
বাহ্য নাহি জান' তুমি প্রেমের বিকারে।
পঢ়ুয়া তোমারে নিল বাহির-দুয়ারে॥ ৯৪
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ—সেইমত শিষ্যগণ॥ ৯৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সেই ভক্ত) আছাড় খায় (আনন্দাধিক্যে আছাড় খাইয়া ভূমিতে পতিত হয়েন) করয়ে ক্রন্দন (এবং প্রেমাবেশে কাঁদিতে থাকেন)। "স্মঙরণ"-স্থলে "যে স্মরণ"-পাঠান্তর।

৯০। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০-পয়ার পর্যন্ত পয়ার-সমূহে প্রভু-কথিত শ্রীবাস-পণ্ডিতের কর্মের কথা বলা হইয়াছে। **অমুকের স্থানে**—অমুক লোকের গৃহে। এই "অমুক" হইতেছেন দেবানন্দ-পণ্ডিত (পরবর্তী ৯৫-পয়ার দ্রষ্টব্য)। "অমুকের"-স্থলে "দেবানন্দ"-পাঠান্তর। দেবানন্দ-পণ্ডিত ছিলেন শ্রীমদ্‌ভাগবতের অধ্যাপক; কিন্তু ভক্তিহীন ছিলেন বলিয়া তিনি ভাগবতের রহস্য অনুভব করিতে পারিতেন না, শব্দাদির যথাশ্রুত বা আভিধানিক অর্থাদিই তাঁহার ছাত্রদের নিকটে প্রকাশ করিতেন; ভক্তিহীন বলিয়া তাঁহার ছাত্রগণও সেই অর্থই গ্রহণ করিত। সম্ভবতঃ একদিন শ্রীবাস-পণ্ডিত দৈবাৎ দেবানন্দ-পণ্ডিতের গৃহের নিকটবর্তী পথে কোথাও যাইতেছিলেন; তখন সেই পণ্ডিত তাঁহার শিষ্যদিগকে ভাগবত পঢ়াইতেছিলেন। ভাগবতের শ্লোক শুনিয়াই শ্রীবাসের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, তিনি দেবানন্দ-পণ্ডিতের গৃহে ঢুকিয়া পড়িলেন। ইহার পরের ঘটনাই পরবর্তী পয়ার-সমূহে কথিত হইয়াছে।

৯১। **পদে পদে ইত্যাদি**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপদই প্রেমরসময়, এজন্য প্রতিপদই পরম-স্বাদু। "স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥ ভা. ১।১।১৯।।"

৯৩। **অবুধ**—অবোধ, অজ্ঞ, মূর্খ। **পঢ়ুয়া**—শিক্ষার্থী ছাত্র, দেবানন্দ-পণ্ডিতের শিষ্য। "পঢ়ুয়া"-স্থলে "পণ্ডিত"-পাঠান্তর। পণ্ডিত—দেবানন্দ-পণ্ডিত। **ভক্তিযোগ না জানিঞা**—ভাগবতে সর্বত্র যে কৃষ্ণভক্তির কথাই আছে, তাহা জানে না বলিয়া; অথবা কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান ছিল না বলিয়া। "জানিঞা"-স্থলে "বুঝিয়া"-পাঠান্তর। **বল্গয়ে**—নিজেদের (অথবা নিজের) বুদ্ধি অনুসারে যাহা-তাহা বলিয়া আস্ফালন করে। **কান্দয়ে কেনে**—শ্রীবাস-পণ্ডিত কাঁদিতেছেন কেন, **না বুঝিয়া ইহা**—তাহা বুঝিতে না পারিয়া। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "বল্গিয়া কান্দয়ে কেনে না জানিয়ে ইহা"-পাঠান্তর। বল্গিয়া কান্দয়ে—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেন।

৯৪। **পঢ়ুয়া তোমারে ইত্যাদি**—দেবানন্দের শিষ্যগণ তোমাকে ধরাধরি করিয়া নিয়া বাহিরের দ্বারে (অথবা দ্বারের বাহিরে) রাখিয়া আসিল।

৯৫। **ইথে**—শ্রীবাস-পণ্ডিতকে বাহিরে লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে। **না করিল নিবারণ**—

বাহির-দুয়ারে তোমা' এড়িল টানিঞা।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা ॥ ৯৬
দুঃখ পাই মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা ॥ ৯৭
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈতে।
আবির্ভাব হইলাঙ তোমার দেহেতে ॥ ৯৮
তবে আমি তোমার এই হৃদয়ে বসিয়া।
কান্দাইলুঁ আপনার প্রেমযোগ দিয়া ॥ ৯৯
আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত।
সব তিতি স্থান হৈল বরিষার মত ॥" ১০০
অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি যায় কান্দে বহে ঘনশ্বাস ॥ ১০১
এইমত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সভারে দেখিয়া করায়েন অনুভব ॥ ১০২
আনন্দসাগরে মগ্ন সর্ব্ব-ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল ভক্ষণ ॥ ১০৩
কোন ভক্ত নাচে, কেহো করে সঙ্কীর্ত্তন।
কেহো বোলে "জয় জয় শ্রীশচীনন্দন ॥" ১০৪
কদাচিৎ যে ভক্ত না থাকে সেই-স্থানে।
আজ্ঞা করি প্রভু তারে আনান আপনে ॥ ১০৫
"কিছু দেহ' খাই" বলি পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যে দেয়েন তাহা খায়েন সমস্ত ॥ ১০৬
খাইয়া বোলেন প্রভু "তোর মনে আছে।
অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে ॥ ১০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহার শিষ্যদিগকে নিষেধ করিলেন না। "অজ্ঞ"-স্থলে "যোগ্য"-পাঠান্তর। ব্যাজস্তুতিতে **"যোগ্য"** বলা হইয়াছে; তাৎপর্য—অযোগ্য, অপদার্থ।

৯৬। **এড়িল টানিঞা**—ঘর হইতে টানিয়া আনিয়া রাখিয়া দিল। **তবে**—তোমার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসার পরে। **আইলা**—নিজগৃহে আসিয়াছিলা। **পরম দুঃখ** ইত্যাদি—ভাগবত-শ্লোকের আস্বাদন-জনিত আনন্দের বিঘ্ন জন্মিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়া।

৯৭। **ভাগবত চাহিতে**—শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে।

৯৮। **শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈতে**—আমার (প্রভুর) মায়াতীত ধাম হইতে। এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভুর জন্মলীলা-প্রকটনের পূর্ব্বেই দেবানন্দ-সম্বন্ধীয় উল্লিখিত ঘটনা ঘটিয়াছিল।

১০০। **তিতি**—অশ্রুধারায় ভিজিয়া। **স্থান হৈল** ইত্যাদি—বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারায় ভিজিয়া ভূমির যেরূপ অবস্থা হয়, তোমার (শ্রীবাস-পণ্ডিতের) প্রেমাশ্রুধারাতেও তোমার উপবেশন-স্থানের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। **বরিষা**—বর্ষা।

১০১। **অনুভব পাইয়া**—প্রভু যাহা বলিলেন, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় এবং সেই প্রসঙ্গে প্রভুর কৃপার কথা মনে করিয়া।

১০২। **করায়েন অনুভব**—তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া এবং সেই সম্বন্ধে প্রভুও যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া, সে-সকল ব্যাপার তাঁহাদের স্মৃতিপথে জাগ্রত করাইলেন।

১০৬-১০৭। "যেই যে দেয়েন তাহা"-স্থলে "যেই যেই দেন তাই"-পাঠান্তর—যিনি যাহা দেন, তাহাই। এই পয়ার এবং পরবর্তী পয়ারের প্রথমার্ধ হইতেছে কোনও এক ভক্তের প্রতি প্রভুর উক্তি।

বিপ্র রূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ।"
শুনিঞা বিহ্বল হই পড়ে সেই দাস ॥ ১০৮
গঙ্গাদাসে দেখি বোলে "তোর মনে জাগে।
রাজভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে ॥ ১০৯
সর্ব্ব-পরিকরগণ সনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথাহ নাহিক নৌকা—পড়িলা সঙ্কটে ॥ ১১০
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া ॥ ১১১
'মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥ ১১২
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে ॥ ১১৩
তবে নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা ॥ ১১৪
'অরে ভাই! আমারে রাখহ এই-বার।
জাতি প্রাণ ধন দেহ—সকলি তোমার ॥ ১১৫
রক্ষা কর' পরিকর-সঙ্গে কর' পার।
এক-তঙ্কা এক-জোড় বস্ত্র সে তোমার ॥' ১১৬
তবে তোমা'সঙ্গে পরিকর করি পার।
তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাঙ আরবার ॥" ১১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৮। "বিপ্র"-স্থলে "বৈদ্য"-পাঠান্তর।

১০৯। **গঙ্গাদাসে**—গঙ্গাদাস-নামক কোনও এক ভক্তকে। ইনি প্রভুর অধ্যাপক গঙ্গাদাস-পণ্ডিত বলিয়া মনে হয় না। পূর্ববর্তী ১।২।৯৫, ২।৮।২৫, ২।৮।৮৪, ২।৮।১১৩ প্রভৃতি পয়ারে এবং পরবর্তী অনেক স্থলেও এক গঙ্গাদাসের নাম দৃষ্ট হয়। প্রভুর আত্মপ্রকাশের পূর্ব হইতেই যে এই গঙ্গাদাস শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-পরায়ণ ছিলেন, ১।২।৯৪-পয়ার হইতে তাহা জানা যায়। গঙ্গাদাস-পণ্ডিত এইরূপ ছিলেন না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে এক গঙ্গাদাসের নাম জানা যায়; তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ-গণভুক্ত এবং নন্দনাচার্যের ভাই। "শ্রীবিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দগোসাঞি ॥ চৈ. চ. ১।১১।৪০ ॥" আলোচ্য পয়ারে এই গঙ্গাদাসের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

১১০। **সর্ব্ব-পরিকরগণ**—স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি পরিজনবর্গ। "সর্ব্ব-পরিকরগণ"-স্থলে "পূর্ব্বে পরিবার"-পাঠান্তর। পূর্ব্বে—আমার অবতরণের পূর্বে কোনও এক সময়ে।

১১২। **গাঙ্গে প্রবেশিতে**—"মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার"-একথা ভাবিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিতে। **আগে**—সম্মুখে।

১১৩। **খেয়ারি**—খেয়ামাঝি।

১১৫। "দেহ"-স্থলে "যত", "মোর" এবং "করি"-পাঠান্তর।

১১৬। **কর পার**—গঙ্গা পার করিয়া দাও। **তঙ্কা**—টাকা। **এক জোড় বস্ত্র**—এক জোড়া কাপড়; অথবা একখানা ধুতি ও একটি চাদর। "বস্ত্র সে"-স্থলে "বক্সিস্" এবং "বক্সিস্"-পাঠান্তর। বক্সিস্=বক্সিস্ বা পুরস্কার।

১১৭। এই পয়ারের উক্তি হইতে জানা যায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই গঙ্গাদাস-সম্বন্ধীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

শুনি ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দসাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥ ১১৮
"গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে পার আমি করিলাঙ তোরে ॥" ১১৯
শুনিঞা মূর্চ্ছিত গঙ্গাদাস গড়ি যায়।
এইমত কহে প্রভু অতি অমায়ায় ॥ ১২০
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দন-মালায় পরিপূর্ণ কলেবর ॥ ১২১
কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন।
শ্রীকেশ-সংস্কার করে অতি প্রিয়জন ॥ ১২২
তাম্বূল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য।
কেহো গায়, কেহো বা সম্মুখে করে নৃত্য ॥ ১২৩
এইমত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিল ॥ ১২৪
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ ॥ ১২৫
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ উঠিল আনন্দ ॥ ১২৬
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র।
কিছু নাহি বোলে যত করে ভক্তবৃন্দ ॥ ১২৭
নানাবিধ পুষ্প সভে পাদপদ্মে দিয়া।
"ত্রাহি প্রভু!" বলি পড়ে দণ্ডবত হৈয়া ॥ ১২৮
কেহো কাকু করে, কেহো করে জয়ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে আনন্দক্রন্দন মাত্র শুনি ॥ ১২৯
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে।
যে আইসে সে-ই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে' ॥ ১৩০
প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ।
জোড়হস্তে সম্মুখে রহিলা সর্ব্ব দাস ॥ ১৩১
ভক্ত-অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি।
লীলায় আছেন গৌরসিংহ কুতূহলী ॥ ১৩২
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
জোড়হস্তে রহিলেন সর্ব্ব-অনুচর ॥ ১৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৯। "গঙ্গায়"-স্থলে "গঙ্গা যে"-পাঠান্তর।

১২০। "মূর্চ্ছিত গঙ্গাদাস গড়ি"-স্থলে "মূর্চ্ছিত দাস গড়াগড়ি"-পাঠান্তর।

১২২। ব্যজন—চামরাদিদ্বারা বাতাস করা। "শ্রীঅঙ্গে ব্যজন"-স্থলে "শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন"-পাঠান্তর।

১২৩। "কেহো বা"-স্থলে "বা'য় কেহো"-পাঠান্তর। বা'য়—বাজায়।

১২৬। "উঠিল আনন্দ"-স্থলে "উঠে নানা রঙ্গ"-পাঠান্তর।

১২৮। "নানাবিধ পুষ্প"-স্থলে "নানা পুষ্প যত"-পাঠান্তর।

১২৯। কাকু—কাকুতি-মিনতি। "কেহো কাকু করে, কেহো করে"-স্থলে "কেহো কাকুর্ব্বাদ করে কেহো"-পাঠান্তর। কাকুর্ব্বাদ—কাকুবাক্য। "ক্রন্দনমাত্র"-স্থলে "কীর্ত্তন জয়"-পাঠান্তর।

১৩০। **নিশার প্রবেশে**—সূর্যাস্তের পরে রাত্রি আরম্ভ হইলে। "যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে"-স্থলে "জন প্রেমানন্দে ভাসে"-পাঠান্তর।

১৩২। "মেলি"-স্থলে "মিলে" এবং "কুতূহলী"-স্থলে "কুতূহলে"-পাঠান্তর।

১৩৩। **বরোন্মুখ**—বর-প্রদান করিতে উন্মুখ (ইচ্ছুক)। "বরোন্মুখ"-স্থলে "বরমুখ"-পাঠান্তর। **বরমুখ**—বর দিতে উদ্যত হইলে মুখের বা হস্তের যে-ভঙ্গী দেখা যায়, তদ্রূপ ভঙ্গীবিশিষ্ট।

সাতপ্রহরিয়া-ভাবে সর্ব্বজনে জনে।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে॥ ১৩৪
আজ্ঞা হৈল "শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন'।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান॥ ১৩৫
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পায়্যা।
আসিয়া দেখুক মোরে, ঝাট আন' গিয়া॥ ১৩৬
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া॥" ১৩৭
ধাইলা বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে।
আজ্ঞা লই গেলা তারা শ্রীধর-ভবনে॥ ১৩৮
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান।
খোলার পসার করি রাখে নিজ-প্রাণ॥ ১৩৯
একবার খোলাগাছি কিনিঞা আনয়।
খানি খানি করি তাহা কাটিয়া বেচয়॥ ১৪০
তাহাতে যে-কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি যায়॥ ১৪১
অর্দ্ধেক সদায় হয় নিজ-প্রাণ-রক্ষা।
এইমত হয় বিষ্ণু-ভক্তের পরীক্ষা॥ ১৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৫। **মোর প্রকাশ-বিধান**—আমার আত্ম-প্রকাশের বিধান বা প্রকার। কিরূপভাবে আমি আত্মপ্রকাশ করিয়াছি, তাহা।

১৩৭। **নগরের অন্তে**—নবদ্বীপ নগরের শেষ ভাগে। "অন্তে"-স্থলে "অন্তরে"-পাঠান্তর। অন্তরে—ভিতরে। **যে মোরে ডাকয়ে**—যে-ব্যক্তি উচ্চস্বরে আমার নাম কীর্তন করেন। এ-স্থলে প্রভু শ্রীধরকে চিনিবার উপায় বলিয়া দিলেন।

১৩৮। **আজ্ঞা লই**—প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া। **তারা**—ভক্তগণ। "তারা"-স্থলে "সেই"-পাঠান্তর। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "যথা শুনে প্রভুর গুণ সেই জনে আনে"-পাঠান্তর।

১৩৯। **পসার**—দোকান।

১৪০। **খোলাগাছি**—খোলা-গাছ, খোলার গাছ, একটি আস্ত কলাগাছ। একখানিমাত্র খো এ-স্থলে অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু, একখানিমাত্র খোলাকে কাটিলে অল্প কয়খানা ব্যবহারযোগ্য খোলাই পাওয়া যায়; তাহাতে দোকান চলে না। তিনি একটি কলাগাছই কিনিয়া আনিতেন এবং তাহা হইতে আস্ত খোলা বাহির করিয়া প্রত্যেকটি আস্ত খোলাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিতেন। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "এক খোলাগাছি গিয়া আনয়ে আলয়"-পাঠান্তর। এক খোলাগাছি—একটি খোলা-গাছ (খোলার একটি গাছ), একটি কলাগাছ। আলয়—ঘরে। **বেচয়**—বিক্রয় করেন। "বেচয়"-স্থলে "বিকয়"-পাঠান্তর। বিকয়—বিক্রয় করেন।

১৪১। **উপায়**—উপার্জন।

১৪২। **সদায়**—সওদায়, লভ্যাংশে। "সদায়"-স্থলে "সওদায়"-পাঠান্তর। **সওদায়**—বাণিজ্যলব্ধ অর্থে। **এই মত হয় ইত্যাদি**—এইরূপেই (দারিদ্র্য-দ্বারাই) বিষ্ণুভক্তের পরীক্ষা হইয়া থাকে। অত্যন্ত দারিদ্র্যসত্ত্বেও যিনি ভক্তি-পথ হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হয়েন না, তিনিই বাস্তবিক বিষ্ণুভক্ত। প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত দারিদ্র্য-দুঃখে বিচলিত হয়েন না, দারিদ্র্য-দুঃখকে দুঃখ বলিয়াও মনে করেন না; কায়ক্লেশে তিনি যাহা কিছু উপার্জন করিতে পারেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন

মহাসত্যবাদী তিঁহো যেন যুধিষ্ঠির।
যার যেই মূল্য বোলে, না হয় বাহির ॥ ১৪৩
মধ্যে মধ্যে যে বা জন তাঁর তত্ত্ব জানে।
তাঁহার বচনে মাত্র দ্রব্য-খানি কিনে ॥ ১৪৪
এইমতে নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
'খোলাবেচা' জ্ঞান করি কেহো না চিনয় ॥ ১৪৫
চারি-প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে।
সর্ব্ব-রাত্রি 'হরি' বোলে দীঘল-আহ্বানে ॥ ১৪৬
যতেক পাষণ্ডী বোলে "শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে ॥ ১৪৭
মহা-চাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়া রাত্রি জাগি মরে ॥" ১৪৮
এইমত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি।
নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর কুতূহলী ॥ ১৪৯
'হরি' বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধর।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চস্বর ॥ ১৫০
আধপথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধায়্যা।
শ্রীধরের ডাক শুনে—তথাই থাকিয়া ॥ ১৫১
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ ॥ ১৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এবং তাহাই ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। ভক্তির কৃপায় তাঁহার দেহাবেশ, দেহেতে আত্মবুদ্ধি, দূরীভূত হইয়া যায়; সুতরাং দারিদ্র্যজনিত দেহ-দুঃখ তিনি অনুভব করেন না, ভক্তির এবং কৃষ্ণসেবার পরমানন্দেই তিনি বিভোর হইয়া থাকেন। এ-সমস্ত লক্ষণের দ্বারাই ভক্তের পরীক্ষা হয়, কে প্রকৃত ভক্ত, তাহা জানা যায়। শ্রীধরের মধ্যে এ-সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান ছিল; তাহাতেই জানা যায়, শ্রীধর ছিলেন প্রকৃত ভক্ত। প্রকৃত ভক্তের বা ভক্তির লক্ষণ জগতের জীবকে জানাইবার উদ্দেশ্যে ভগবান্‌ও কখনও কখনও কোনও কোনও ভক্তকে দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন। একথা শ্রীভগবান্‌ই বলিয়া গিয়াছেন। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ ॥ ভা. ১০।৮৮।৮ ॥—আমি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমে ক্রমে আমি তাঁহার ধন হরণ করিয়া থাকি।" "ভক্তের"-স্থলে "ভক্তির"-পাঠান্তর।

১৪৩। **তিঁহো**—শ্রীধর। **না হয় বাহির**—সেই মূল্য হইতে বাহির হয়েন না, অর্থাৎ যে-মূল্যের কথা একবার বলিবেন, তাহা অপেক্ষা এক কপর্দক-কমেও সেই জিনিস বিক্রয় করেন না, তাহা অপেক্ষা এক কপর্দক বেশীও গ্রহণ করেন না। "হয়"-স্থলে "বোলে"-পাঠান্তর।

১৪৪। **তত্ত্ব**—সত্যবাদিতার পরিচয়। **তাঁহার বচনে মাত্র**—তিনি (শ্রীধর) যে-মূল্যের কথা বলিবেন, সেই মূল্য দিয়াই।

১৪৫। **খোলাবেচা জ্ঞান ইত্যাদি**—তিনি যে প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত, তাহা লোকে জানিত না; "খোলাবেচা"-শ্রীধর বলিয়াই লোকে তাঁহাকে জানিত।

১৪৬। **কৃষ্ণনামে**—কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন বলিয়া। **দীঘল আহ্বানে**—দীর্ঘ আহ্বানে (ডাকে), অতি উচ্চস্বরে।

১৪৯। **কুতূহলী** পরমানন্দে।

১৫০। **প্রেমযোগে**—ভক্তির সহিত, প্রেমের সহিত, কৃষ্ণপ্রীতি-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া।

"চল চল মহাশয়! প্রভু দেখসিয়া।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা' পরশিয়া॥" ১৫৩
শুনিঞা প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িলা ভূমিত॥ ১৫৪
আথেব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর-অগ্রে নিল আলগ করিয়া॥ ১৫৫
শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
'আইস-আইস' করি বলিতে লাগিলা॥ ১৫৬
"বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন॥ ১৫৭
এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাইলুঁ নিরন্তর॥ ১৫৮
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলুঁ বিস্তর।
পাসরিলা আমা' সঙ্গে যে কৈলা উত্তর॥" ১৫৯
যখনে করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম-উদ্ধত হেন যখনে প্রকাশ॥ ১৬০
সেইকালে গূঢ়-রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা-কেনা-বেচা-ছলে কৈল বহু-রঙ্গে॥ ১৬১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৩। **দেখসিয়া**—আসিয়া দেখ, দেখ গিয়া। "দেখসিয়া"-স্থলে "দেখ গিয়া"-পাঠান্তর।

১৫৫। **আলগ করিয়া**—ভূমি হইতে আলগ (পৃথক্ করিয়া, মাটীর উর্ধ্বে রাখিয়া)। শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। প্রভু-প্রেরিত ভক্তগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া মাটীর স্পর্শ হইতে তুলিয়া আনিয়াছিলেন।

১৫৮। **তোমার খোলায় ইত্যাদি**—প্রভু যে সর্বদা শ্রীধরের দোকান হইতেই খোলা-মূলাদি আনিতেন, তাহাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। **নিরন্তর**—সর্বদা, প্রতিদিন।

১৫৯। **পাসরিলা**—ভুলিয়া গিয়াছ? **যে কৈলা উত্তর**—আমার কথার যে-উত্তর তুমি দিয়াছিলে। পরবর্তী কতিপয় পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৬০। "হেন যখনে"-স্থলে "যেন সমান"-পাঠান্তর। **হেন**—ন্যায়।

১৬১। **গূঢ়-রূপে**—শ্রীধরের নিকটে স্বীয়-স্বরূপ-তত্ত্বের উপলব্ধি গোপন করিয়া। পরবর্তী বর্ণনা হইতে জানা যায়, প্রভু ভঙ্গীতে নিজের স্বরূপ-তত্ত্বের কথা শ্রীধরের নিকটে বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীধর প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব তখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, প্রভুকে মাত্র অধ্যাপক নিমাই-পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ-ঠাকুরমাত্র মনে করিয়াছেন এবং প্রভুর স্বীয় স্বরূপ-তত্ত্ব-সূচক বাক্যগুলিকে প্রভুর ঔদ্ধত্য-প্রকাশক বা চাঞ্চল্য-প্রকাশক বাক্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধরের নিকটে তখনও প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব "গূঢ়"-ই (গোপনই) ছিল। কিন্তু ইহার হেতু কি? শ্রীধরের ন্যায় পরম-ভাগবত যে, তাঁহার নিকটে প্রভুর মুখে নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ না পাইলেও, স্বীয় ভক্তির প্রভাবে, প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বের উপলব্ধি লাভ করিবেন, প্রভু বাস্তবিক কে, তাহা জানিতে পারিবেন, ইহাই স্বাভাবিক; তথাপি, তাঁহার নিকটে প্রভু স্বীয়-স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেও তিনি প্রভুকে চিনিতে পারেন নাই কেন? ইহা হইতেছে প্রভুর যোগমায়া-শক্তির বা লীলা-শক্তির কৌশল। শ্রীধরের সঙ্গে "খোলা-কেনা-বেচা-ছলে" প্রভুকে কৌতুক-রঙ্গ-সুখ উপভোগ করাইবার জন্যই লীলাশক্তির এই ভঙ্গী। **খোলা-কেনা-বেচা-ছলে**—প্রভু-কর্তৃক খোলা-কেনা (ক্রয় করা) এবং শ্রীধর-কর্তৃক খোলা-বেচা (বিক্রয় করার) ছলে

প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া।
থোড়, কলা, মূল, খোলা আনেন কিনিয়া ॥ ১৬২
প্রতিদিন চারিদণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধ মূল্য দিয়া ॥ ১৬৩
সত্যবাদী শ্রীধর—যে নিব তাহা বোলে।
অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ-হস্তে তোলে ॥ ১৬৪
উঠিয়া শ্রীধরদাস করে কাঢ়াকাঢ়ি।
এইমত শ্রীধর-ঠাকুরে হুড়াহুড়ি ॥ ১৬৫
প্রভু বোলে "কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বি।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি ॥ ১৬৬
আমার হাথের দ্রব্য লহসি কাঢ়িয়া।
এত দিনে কেবা আমি না জানিল ইহা ॥ ১৬৭
পরম ব্রহ্মণ্য শ্রীধর—ক্রুদ্ধ নাহি হয়।
বদন দেখিয়া সব দ্রব্য কাঢ়ি লয় ॥ ১৬৮
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক ঊর্দ্ধ শোভে মনোহর ॥ ১৬৯
ত্রিকচ্ছ-বসন শোভে কুটিল-কুন্তল।
প্রকৃতে নয়ন দুই পরম-চঞ্চল ॥ ১৭০
শুভ্র যজ্ঞসূত্র শোভে বেঢ়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যেহেন কলেবরে ॥ ১৭১
অধরে তাম্বূল—হাসে শ্রীধরে চা'হিয়া।
আরবার খোলা লয়ে আপনে তুলিয়া ॥ ১৭২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(ব্যপদেশে)। কৈল বহু রঙ্গে—অনেক রঙ্গ-কৌতুক করিয়াছিলেন। কৌতুক-রঙ্গই মুখ্য উদ্দেশ্য, খোলা-ক্রয়ই প্রভুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। খোলা-ক্রয়ের ছলে শ্রীধরের নিকটে উপস্থিত হইয়া রঙ্গীয়া প্রভু তাঁহার সহিত রঙ্গ-কৌতুক করিয়াছেন। শ্রীধর যদি তাঁহাকে প্রথমেই, কিংবা প্রভুর মুখে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ পাওয়ার পরেও, চিনিতে পারিতেন, তাহা হইলে রঙ্গ-কৌতুকের অবকাশ থাকিত না, শ্রীধর-কর্তৃক প্রভুর স্তব-স্তুতিই চলিত, খোলার মূল্য-সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কও হইত না, প্রভুর হাত হইতে শ্রীধর খোলা কাঢ়িয়াও নিতেন না। অথচ, তর্ক-বিতর্ক এবং কাঢ়াকাঢ়িতেই কৌতুক-রঙ্গের অবকাশ হইয়াছে।

১৬৪-১৬৬। সত্যবাদী ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ১৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "যে নিব তাহা"-স্থলে "যথার্থ মূল্য"-পাঠান্তর। তপস্বি—তপঃ-পরায়ণ, সাধন-ভজন-পরায়ণ। হেন বাসি—এইরূপ মনে করি। অনেক তোমার অর্থ ইত্যাদি—তোমার অনেক অর্থ (ধন-সম্পত্তি) আছে, এইরূপই আমার মনে হয়। প্রভু এ-স্থলে শ্রীধরের ভক্তি-সম্পত্তির কথাই ভঙ্গীতে বলিলেন বলিয়া মনে হয়। "তপস্বি"-শব্দ হইতেও তাহাই বুঝা যায়।

১৬৭। লহসি—লহ, লও। "লহসি"-স্থলে "লহ সে"-পাঠান্তর। এত দিনে কেবা আমি ইত্যাদি—এ-স্থলে প্রভু বোধ হয় নিজের স্বরূপ-তত্ত্বের ইঙ্গিতই দিলেন।

১৬৮। ব্রহ্মণ্য—ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-পরায়ণ।

১৬৯। তিলক ঊর্দ্ধ—ঊর্ধ্বপুণ্ড্র-তিলক। ২।৮।২৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭০। ত্রিকচ্ছ বসন—১।৬।১৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রকৃতে—স্বভাবতঃ।

১৭২। শ্রীধরে চাহিয়া—শ্রীধরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া। আরবার—আর একবার, পুনরায়; শ্রীধর কাঢ়িয়া লওয়ার পরেও আবার।

শ্রীধর বোলেন "শুন ব্রাহ্মণ-ঠাকুর!
ক্ষমা কর' মোরে মুঞি তোমার কুক্কুর॥" ১৭৩
প্রভু বোলে "জানি তুমি পরম-চতুর।
খোলা-বেচা অর্থ আছে তোমার প্রচুর॥" ১৭৪
"আর কি পসার নাহি?" শ্রীধর সে বোলে।
অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন' পাত-খোলে॥" ১৭৫
প্রভু বোলে "যাগানিঞা আমি নাহি ছাড়ি।
থোড় কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি॥" ১৭৬
রূপ দেখি মুগ্ধ হৈয়া শ্রীধর সে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম-সন্তোষে॥ ১৭৭
"প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহ' ত কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মুল্যেতে ছাড়িয়া॥ ১৭৮
যে গঙ্গা পুজহ তুমি, আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা॥" ১৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৩। "তোমার কুক্কুর"-স্থলে "তোমার নাছের কুক্কুর"-পাঠান্তর। "নাছের" বোধ হয় "নাচের"। নাছের কুক্কুর—ভালুক-নাচের ভালুকের ন্যায় কুক্কুর-নাচের কুক্কুর। তাৎপর্য—তোমার অধীন, নিতান্ত হীন। তুমি ব্রাহ্মণ-ঠাকুর, আর আমি কুক্কুরের তুল্য হীন অস্পৃশ্য জীব; আমার সঙ্গে দ্রব্য লইয়া কাড়াকাড়ি তোমার পক্ষে শোভা পায় না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর; আমি যে-মূল্য বলিয়াছি, তাহার এক কপর্দক কমেও আমি দ্রব্য দিতে পারিব না।

১৭৫। পসার—দোকান।

১৭৬। যোগানিঞা—যে-ব্যক্তি নিত্য দ্রব্য যোগায় (দেয়), তাহাকে বলে যোগানিয়া। "কলা"-স্থলে "খোলা"-পাঠান্তর। এই পয়ারের অর্থ—যে আমাকে প্রত্যহ আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগায়, আমি তাহাকে ছাড়ি না অর্থাৎ তাহার নিকট হইতেই আমি আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রত্যহ নিব। আমি একেবারে বিনামূল্যেও চাহি না, কিছু মূল্য দিব; আমি যাহা দেই, তাহা লইয়াই জিনিস দাও। গূঢ় অর্থ বোধ হয় এই। ভগবান্‌কে যিনি প্রত্যহ কিছু দেন, ভগবান্ তাঁহাকে ছাড়েন না, তাঁহার নিকট হইতে জিনিস গ্রহণ করিতে ভগবান্ পরাঙ্‌মুখ হয়েন না। বরং তাঁহার দ্রব্য গ্রহণের জন্য ভগবানের লালসাই জন্মে। তাঁহাকে ভগবান্ কিছু দেনও—প্রীতিময়ী কৃপা। ভক্তদ্রব্যের জন্য ভক্তবৎসল ভগবানের অত্যন্ত লালসা; তাই কখনও কখনও বলে-ছলেও ভক্তদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১৭৭। গালি পাড়ে ইত্যাদি—এই গালি হইতেছে ভক্তের সহিত রঙ্গীয়া প্রভুর এক কৌতুক-রঙ্গ।

১৭৮-৭৯। এই পয়ারদ্বয় শ্রীধরের প্রতি প্রভুর উক্তি। অন্বয়। শ্রীধর! প্রত্যহ ত (প্রতিদিনই তো তুমি) কিনিয়া (নিজের পয়সা খরচ করিয়া খরিদ করিয়া আনিয়া) গঙ্গারে দ্রব্য দেহ (গঙ্গাকে দ্রব্য—দ্রব্য-বিক্রয়লব্ধ অর্থ—দিয়া থাক। সেই দ্রব্যের মূল্য বাবতে গঙ্গার নিকট হইতে তুমি কিছু পাইতেছও না। আমি তো তোমার নিকটে একেবারে বিনামূল্যে কিছু চাই না। কিছু মূল্য দিব)। মূল্যেতে ছাড়িয়া (কিছু মূল্য ছাড়িয়া দিয়া, কিছু কম মূল্যে) আমারে বা কিছু দিলে (আমাকেও কিছু দাও; কিছু কম মূল্যে আমাকেও কিছু দিতে তুমি

কর্ণ ধরি শ্রীধর সে 'হরি হরি' বোলে।
উদ্ধত দেখিয়া তাঁরে দেই পাত-খোলে ॥ ১৮০
এইমত প্রতিদিন করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞান—"বিপ্র পরম-চঞ্চল ॥" ১৮১
শ্রীধর বোলেন "মুঞি হারিলুঁ তোমারে।
কড়ি-বিনু কিছু দিব ক্ষমা কর' মোরে ॥ ১৮২
একখণ্ড খোলা দিব, একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা মূল; আরো দোষ মোর ॥" ১৮৩
প্রভু বোলে "ভাল ভাল আর নাহি দায়।"
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায় ॥ ১৮৪
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চা'য় ॥ ১৮৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আপত্তি করিতেছ কেন?)। তুমি যে গঙ্গা পূজহ (নিজের পয়সা খরচ করিয়া যে-গঙ্গার পূজা কর), আমি তার (সেই গঙ্গার) পিতা (জনক। যে-বিষ্ণুপাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, প্রভুও সেই বিষ্ণুই—ইহাই প্রভু ভঙ্গীতে বলিলেন)। এই কথা (আমি যে গঙ্গার পিতা, এই কথা আমি) সত্য-সত্যই তোমাকে বলিলাম।

১৮০। **কর্ণ ধরি** ইত্যাদি—যাহা শুনিলে অপরাধ হয়, প্রভুর মুখে সেইরূপ কথা শুনিয়াছেন মনে করিয়া, আর যেন এরূপ কথা শুনিতে না হয়, অথবা যে-কানে ঐ সকল কথা শুনিয়াছেন, সেই কানকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে, শ্রীধর নিজের কর্ণদ্বয় ধরিয়া, অপরাধ-ক্ষালনের জন্য "হরি হরি" বলিতে লাগিলেন। **উদ্ধত দেখিয়া**—(প্রভু যে-কথাগুলি বলিয়াছেন, তৎসমস্তকে ধর্মভয়হীন উদ্ধত লোকের কথা মনে করিয়া শ্রীধর) তাঁরে (প্রভুকে) **পাত-খোলে** (পাতা ও কলার খোলা) দেই (দিয়া থাকেন। এই উদ্ধত লোকটি আরও কিছুকাল এখানে থাকিলে হয়তো এইরূপ অপরাধ-জনক বাক্য আরও শুনিতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই শ্রীধর তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বিদায় করার জন্য পাত-খোল দিয়া থাকেন)। "কর্ণ ধরি শ্রীধর সে হরি হরি"-স্থলে "কর্ণে হস্ত দেই শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু বিষ্ণু"-পাঠান্তর আছে। ১৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮১। **কন্দল**—কোন্দল, প্রেম-কলহ, প্রেম-রঙ্গ। **শ্রীধরের জ্ঞান** ইত্যাদি—শ্রীধর প্রভুকে অত্যন্ত চঞ্চল, উদ্ধত-প্রকৃতি ব্রাহ্মণ-ঠাকুর মাত্রই মনে করিতেন। পূর্ববর্তী ১৬১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮২। **মুঞি হারিলুঁ তোমারে**—তোমার নিকট আমি 'হা'র' মানিলাম, পরাজয় স্বীকার করিলাম। **কড়ি-বিনু**—বিনা পয়সায়, বিনা মূল্যে (কিছু দিব)। **ক্ষমা কর মোরে**—আমাকে ক্ষমা কর। তুমি যাহা অর্ধমূল্য দিয়া নিতে চাহিতেছ, তাহা আমি অর্ধমূল্যে দিতে পারিব না, আমি যে মূল্য বলিয়াছি, তাহার এক কপর্দক কমেও দিতে পারিব না, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সেই দ্রব্যের পুরা মূল্যই দিতে হইবে; তবে আমি তোমাকে বিনামূল্যেও কিছু দিব। বিনামূল্যে কি কি দিবেন, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

১৮৩। **আরো দোষ মোর**—ইহাতেও কি তুমি আমাকে দোষ দিবে?

১৮৪। **আর নাহি দায়**—আমার আর কিছু দাবী-দাওয়া নাই।

১৮৫। "হেন মতে"-স্থলে "বলে-ছলে"-পাঠান্তর। **কোটি**—কোটিপতি, অত্যন্ত ধনবান্।

এই লীলা করিব চৈতন্য হেন আছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধর খোলা বেচে ॥ ১৮৬
এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা ॥ ১৮৭
বিনি প্রভু জানাইলে সেহ নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলেন স্মরণে ॥ ১৮৮
প্রভু বোলে "শ্রীধর! দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দাস আজি করি দেও তোর ॥" ১৮৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কোটি হৈলে ইত্যাদি—যিনি কোটিপতি, অত্যন্ত ধনবান্, তিনি যদি অভক্ত (ভক্তিহীন) হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি (অথবা তাঁহার প্রদত্ত কোটি-কোটি টাকার দ্রব্যের প্রতিও) **প্রভু উলটি** (চক্ষু ফিরাইয়াও চাহেন না। ভক্তের ভক্তিরস-পরিনিষিক্ত দ্রব্যের জন্যই রসিক-শেখর ভগবানের লোভ; এজন্য ভক্তের নিকট হইতে পত্র-পুষ্পাদি যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা আস্বাদন করিয়াই, ভগবান্ পরমানন্দ অনুভব করেন। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥ গীতা॥ ৯।২৬॥" ভক্তিহীন ব্যক্তির রজস্তমোগুণ-বিমণ্ডিত দ্রব্যের প্রতি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পূর্ণতম-স্বরূপ, ভগবানের কোনও লোভই থাকিতে পারে না, বরং অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। এজন্য অভক্তের দ্রব্যের দিকে তিনি ফিরিয়াও চাহেন না।

১৮৬। অন্বয়। শ্রীচৈতন্য যে **এই লীলা** (এই খোলা-কেনা-বেচা-ছলে রঙ্গকৌতুক-লীলা) **করিব** (করিবেন), **হেন আছে** (তাহা লীলাশক্তি স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন)। **ইহার কারণে** (এই লীলার নিমিত্তই, এই লীলা যাহাতে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার জন্যই, লীলাশক্তির প্রেরণায়) **শ্রীধর খোলা** বেচে (খোলা বিক্রয় করিতেছিলেন)। "হেন আছে"-স্থলে "প্রভু পাছে"-পাঠান্তর। প্রভু পাছে—প্রভু পাছে (পরে, আত্ম-প্রকাশের পরে, এই লীলা করিবেন)।

১৮৭। **বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা**—ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের মধ্যে রঙ্গ-কৌতুকের রহস্য।

১৮৮। **বিনি প্রভু জানাইলে**—প্রভু নিজে না জানাইলে। **সেহ**—ভক্তও। "সেহ"-স্থলে "কেহো"-পাঠান্তর। **সেই কথা প্রভু ইত্যাদি**—সেই কথা (অর্থাৎ প্রভু না জানাইলে কেহ যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলার রহস্য জানিতে পারে না, এমন কি ভক্তও যে জানিতে পারেন না, সেই কথাই) প্রভু স্মরণ করাইলেন (শ্রীধরের প্রসঙ্গে জগতের জীবকে জানাইলেন)।

১৮৯। **প্রভু বোলে**—প্রভুর প্রেরিত ভক্তগণ যখন শ্রীধরকে প্রভুর নিকটে আনিলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, **শ্রীধর! দেখহ মোর রূপ**—আমার দিকে চাহ, আমার রূপ দেখ। **অষ্টসিদ্ধি দাস ইত্যাদি**—আজ আমি অষ্টসিদ্ধিকে তোর (তোমার) দাস (তোমার অধীন) করিয়া দিব। **দেও**—দিব। **অষ্টসিদ্ধি**—অণিমা (অণুর মত ক্ষুদ্র হওয়ার সামর্থ্য), লঘিমা (অত্যন্ত লঘু বা হাল্‌কা হওয়ার সামর্থ্য), প্রাপ্তি (বা ব্যাপ্তি। সমস্ত প্রাণীর ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে সম্বন্ধ-প্রাপ্তির সামর্থ্য), মহিমা (খুব বড় হওয়ার সামর্থ্য), প্রকাম্য (দৃষ্টশ্রুত-বিষয়ে ভোগদর্শন-সামর্থ্য), ঈশিতা (মায়া ও তদংশভূত-শক্তিসমূহের প্রেরণ-সামর্থ্য), বশিতা (বিষয়ভোগে অসঙ্গ), এবং কামাবসায়িতা (যে-যে সুখ কামনা করা যায়, তৎসমস্তের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রাপ্তির সামর্থ্য)। ভা. ১১।১৫।৪-৫॥

মাথা তুলি চা'হে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল-শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর ॥ ১৯০
হাথে বংশী মোহন, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান ॥ ১৯১
কমলা তাম্বূল দেই হস্তের উপরে।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে ॥ ১৯২
মহা ফণা-ছত্র দেখে শিরের উপরে।
সনক, নারদ, শুক, দেখে জোড় করে ॥ ১৯৩
প্রকৃতি-স্বরূপা সব জোড়-হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিগে পরম-সুন্দরী ॥ ১৯৪
দেখি মাত্র শ্রীধর হইলা মূরছিত।
সেইমত ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥ ১৯৫
"উঠ উঠ শ্রীধর!" প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভু-বাক্যে শ্রীধর সে চৈতন্য পাইল ॥ ১৯৬
প্রভু বোলে "শ্রীধর! আমারে কর স্তুতি।"
শ্রীধর বোলয়ে "নাথ! মুঞি মূঢ়মতি ॥ ১৯৭
কোন্ স্তুতি জানোঁ মুঞি-ছারের শকতি।"
প্রভু বোলে "তোর বাক্য—সে-ই মোর স্তুতি॥"১৯৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯০। মাথা তুলি চাহে—প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীধর মাথা তুলিয়া চাহিলেন। তিনি কি দেখিলেন, তাহা এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪ পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে। তমাল-শ্যামল ইত্যাদি—তিনি বিশ্বম্ভরকে তমালের ন্যায় শ্যামল-মূর্তি (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে) দেখিলেন।

১৯১। শ্রীধর আরও দেখিলেন, হাথে বংশী মোহন—সেই তমাল-শ্যামল বিশ্বম্ভরের হাতে মোহন-বংশী। আরও দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণে (ডাইন দিকে) বলরাম বিদ্যমান। মহাজ্যোতির্ম্ময় ইত্যাদি—তিনি আরও দেখিলেন, সে-স্থলে মহাজ্যোতির্ময় বস্তুসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। কবি কর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৩৩) লিখিয়াছেন, খোলাবেচা শ্রীধর ছিলেন ব্রজের কুসুমাসব-নামক শ্রীকৃষ্ণের নর্মসখা; সুতরাং প্রকটলীলাতে তিনি সখ্যভাবের উপাসনার আদর্শই দেখাইয়াছেন। এ-জন্যই বোধ হয় প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণ-বলরাম-রূপে দর্শন দিয়া তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছেন।

১৯২-১৯৩। আগে—তমাল-শ্যামল বংশীধারী বিশ্বম্ভরের সম্মুখে। মহা ফণা-ছত্র—অনন্ত-নাগের সুবিস্তীর্ণ-ফণারূপ ছত্র। "মহা ফণা-ছত্র দেখে"-স্থলে "মহাফণী ছত্র ধরে"-পাঠান্তর। মহাফণী—অনন্ত-নাগ। "জোড়"-স্থলে "স্তুতি"-পাঠান্তর। জোড়-করে—করজোড় করিয়া।

১৯৪। প্রকৃতি-স্বরূপা—স্ত্রীলোকের আকৃতি-বিশিষ্টা (পরমসুন্দরী)।

১৯৫। "মূরছিত"-স্থলে "সুবিস্মিত"-পাঠান্তর। সেইমত—মূর্ছিত অবস্থায়।

১৯৮। কোন্ স্তুতি জানোঁ—আমি কি স্তুতিই বা জানি। মুঞি-ছারের শকতি—তোমার স্তুতি করার নিমিত্ত আমার ন্যায় ছারের (তুচ্ছ অধমের) কি শক্তিই বা আছে? "মুঞি-ছারের"-স্থলে "কি মোর"-পাঠান্তর। শকতি—শক্তি, সামর্থ্য। তোর বাক্য ইত্যাদি—তোমার বাক্যই আমার স্তুতি; আমার সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু বলিবে, তাহাই আমার স্তুতি হইবে (অর্থাৎ তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব)। "সেই"-স্থলে "মাত্র"-পাঠান্তর—"তোর বাক্যমাত্র"।

প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিলা জিহ্বায়, শ্রীধর করে স্তুতি॥ ১৯৯
"জয় জয় জয় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর॥ ২০০
জয় জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-নাথ।
জয় জয় শচী-পুণ্যবতী-গর্ভজাত॥ ২০১
জয় মহা-বেদ গোপ্য জয় বিপ্ররাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল' করি নানা কাজ॥ ২০২
গূঢ়রূপে বেড়াইলা নগরে নগরে।
বিনি তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে॥ ২০৩
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি ভক্তি জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র তুমি বেদ তুমি সর্ব্বধ্যান॥ ২০৪
তুমি ঋদ্ধি তুমি সিদ্ধি তুমি যোগ ভোগ।
তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি মোহ লোভ॥ ২০৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৯। শ্রীধর যাহাতে প্রভুর স্তুতি করিতে সমর্থ হয়েন, প্রভুই সেই ব্যবস্থা করিলেন, প্রভুর আদেশে জগন্মাতা বাগ্‌দেবী সরস্বতী শ্রীধরের জিহ্বায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে স্তবের শক্তি দিলেন। ইহা হইতে জানা গেল, ভগবানের কৃপা-ব্যতীত কেহই, এমন কি শ্রীধরের ন্যায় পরম-ভাগবতও, ভগবানের স্তব করিতে সমর্থ হয়েন না। ইহার হেতু এই যে, ভগবানের ন্যায় ভগবানের গুণ-মহিমাদিও স্ব-প্রকাশ বস্তু। পরবর্তী ২০০-২১৮-পয়ারসমূহে শ্রীধরের স্তব কথিত হইয়াছে।

২০০। নবদ্বীপ-পুরন্দর—নবদ্বীপের ইন্দ্র (অধিপতি)। "নবদ্বীপ-পুরন্দর"-স্থলে "নবদ্বীপের ঈশ্বর"-পাঠান্তর।

২০২। মহা-বেদ গোপ্য—বেদে যাঁহার কথা অত্যন্ত গোপনীয়। বেদেও শ্রীগৌরের কথা রহিয়াছে, তবে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে। ১।১।৬৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যুগে যুগে ইত্যাদি**—যুগাবতার-রূপে অবতীর্ণ হইয়া তুমি প্রতিযুগেই নানাবিধ কার্যদ্বারা যুগধর্ম পালন করিয়া থাক। **ধর্ম্ম পাল**—যুগধর্ম পালন (রক্ষা) করিয়া থাক। "কাজ"-স্থলে "সাজ"-পাঠান্তর। "করি নানা সাজ"—নানাবিধ সাজ (সজ্জা-রূপ) প্রকটিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুগাবতারের বর্ণ এবং বেশ-ভূষাদি (সাজ) ভিন্ন ভিন্ন; যেমন, সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লবর্ণ, ত্রেতার যুগাবতার রক্তবর্ণ ইত্যাদি। যুগে যুগে তুমি ভিন্ন ভিন্ন সাজে (বর্ণে এবং বেশ-ভূষাদিতে) অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম-প্রবর্তন ও যুগধর্ম-পালন করিয়া থাক।

২০৩। গূঢ়রূপে—গুপ্তভাবে, যাহাতে তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব কেহ জানিতে না পারে, সেইভাবে। পূর্ববর্তী ১৬১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বেড়াইলা**—ভ্রমণ করিয়াছ। "বেড়াইলা"-স্থলে "সান্তাইলা"-পাঠান্তর। সান্তাইলা—প্রবেশ করিলা। "জানিতে"-স্থলে "জানাত্যে"-পাঠান্তর। জানাত্যে—জানাইতে।

২০৪। "শাস্ত্র"-স্থলে "শাস্তা"-পাঠান্তর। শাস্তা—শাসনকর্তা, নিয়ন্তা। **সর্ব্বধ্যান**—সর্বপ্রকার ধ্যানের বিষয়।

২০৫। ঋদ্ধি—উৎকর্ষ। সম্পত্তি। স্বস্তি-বচনের অঙ্গবিশেষ। মঙ্গল-কর্মের আরম্ভে অভ্যর্থিত ব্রাহ্মণগণ "ঋদ্ধি"-শব্দের পাঠ করাইয়া থাকেন। "অস্য কর্মণো ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু"—যজমান এই

তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি অগ্নি জল।
তুমি সূর্য্য তুমি বায়ু তুমি ধন বল॥ ২০৬
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি অজ ভব।
তুমি বা হইবে কেনে,—তোমার এ সব॥ ২০৭
পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
'তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ-সলিলা'॥ ২০৮
তভু মোর পাপ-চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিলুঁ তুয়া দুই অমূল্য চরণ॥ ২০৯
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুলনগরে।
এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দরে॥ ২১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বাক্য পাঠ করিলে ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—"ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্", তৎপরে বলিবেন—"ঋধ্যাম স্তোমং সনুয়াম বাজমানো মন্ত্রং সরথেহোপ যাতম্। যশো ন পক্বং মধু গোষ্বন্ত-রা ভূতাংশো অশ্বিনোঃ কামমপ্রাঃ॥ ঋগ্ বেদ॥ ১০।১০৬।১১॥" **সিদ্ধি**—অষ্টাদশ সিদ্ধি। তন্মধ্যে অষ্টসিদ্ধি ২।৯।১৮৯-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। অবশিষ্ট দশটি সিদ্ধি এই। অনূর্মিমত্ত্ব (ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য), দূরশ্রবণ (বহুদূরবর্তী স্থানে কথিত বাক্যের শ্রবণ), দূরদর্শন (বহুদূরবর্তী বস্তুর দর্শন), মনোজব (মনোবেগে দেহের গতি), কামরূপ (ইচ্ছানুরূপ আকার-গ্রহণ), পরকায়-প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু, অপ্সরাদিগের সহিত দেবতাদের ক্রীড়াদর্শন (বা প্রাপ্তি), সঙ্কল্পানুরূপ-প্রাপ্তি এবং অপ্রতিহত গতি ও আজ্ঞা। ভা. ১১।১৫।৬-৭॥ "সিদ্ধি"-স্থলে "শুদ্ধি"-পাঠান্তর। **যোগ**—সমাধি, উপায়। কর্মজ্ঞানাদি যোগ। যোগচর্যা (যোগিগণের যোগাভ্যাস)। ইত্যাদি নানা অর্থ হইতে পারে। **ভোগ**—ভুক্তি, ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ-ভোগ।

২০৭-২০৮। **অজ**—ব্রহ্মা। **ভব**—মহাদেব। **তুমি বা হইবে কেনে**—(২০৪ পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ২০৭ পয়ারের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রভুকে ধর্ম-কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানাদি বলিয়া শ্রীধর সর্বশেষে বলিয়াছেন) এ-সমস্ত (অর্থাৎ ধর্ম-কর্মাদি হইতে অজ-ভব পর্যন্ত যত কিছু বলা হইয়াছে, তৎসমস্ত) তুমি কেন হইবে, অর্থাৎ এ-সমস্ত যে তুমি, তাহা ঠিক নয়। প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, **তোমার এ সব**—ধর্ম-কর্মাদি এবং অজ-ভব-এ-সমস্ত হইতেছে তোমার—তোমার অধীন। ধর্ম-কর্মাদি, সিদ্ধি-প্রভৃতি তোমার কৃপাতেই সম্ভব, অগ্নি-জল-বায়ু-ধন-বলাদি তোমারই কৃপার দান, অজ-ভব-ইন্দ্র তোমারই আজ্ঞাবহ। তুমিই সকলের নিয়ন্তা, আর সকল তোমা-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তরঙ্গ সমুদ্র নহে, তরঙ্গ হইতেছে সমুদ্রের—সমুদ্রের বিভূতি। তদ্রূপ এ-সমস্ত তুমি নহ, এ-সমস্ত হইতেছে তোমার—তোমার বিভূতি। "আপনে"-স্থলে "এ-সব"-পাঠান্তর। **পূর্ব্বে**—পূর্ববর্তী ১৭৯ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২০৯। **তভু**—তথাপি, তোমার বলা সত্ত্বেও। "তভু"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। **তবে**—তখন। **তুয়া**—তোমার।

২১০। এই পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীধর বলিয়াছেন, গোকুলবিহারী শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্বয়। যে তুমি গোকুলনগরকে ধন্য করিয়াছিলে, সেই তুমিই এখন নবদ্বীপ পুরন্দর, হইয়াছ। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"তিনখানি প্রাচীন পুঁথিতে 'যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগরে'-এই পংক্তির

রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে।
হেনমতে নবদ্বীপে হইলা বাহিরে ॥ ২১১

ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা' জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে ॥ ২১২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরবর্তী 'এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দরে'-পংক্তিটি নাই; পরন্তু ইহার পূরণ-স্বরূপে "ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে' -এই পংক্তির পরে "ভক্তিতে উদ্ধার কৈলে কুবের-কুমারে'-এই পংক্তিটি বিন্যস্ত হইয়াছে।" প্রভুপাদের উক্তি হইতে জানা গেল, তিনখানি প্রাচীন পুঁথিতে, "এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দরে"-এই পয়ারার্ধ-স্থলে, "ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে। ভক্তিতে উদ্ধার কৈলে কুবের-কুমারে ॥" পাঠান্তর আছে। "যশোদায় বান্ধিল তোমারে"-বাক্যে দামবন্ধন-লীলার কথা এবং "উদ্ধার কৈলে কুবের-কুমারে"-বাক্যে যমলার্জুন-ভঙ্গের কথা বলা হইয়াছে। কুবের-কুমারে—কুবেরের পুত্রদ্বয়কে—নলকুবর এবং মণিগ্রীবকে। নারদের শাপে তাঁহারা যমলার্জুনবৃক্ষরূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দামবন্ধন-লীলার দিন শ্রীকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শ লাভ করিয়া উদ্ধার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২১১। অন্বয়। তুমি তোমার শরীর-ভিতরে (দেহের মধ্যে) ভক্তি রাখিয়া (ভক্তিকে, প্রেমভক্তিকে, গোপন করিয়া) বেড়াও (বিচরণ কর, বিচরণ করিতে। এক্ষণে) হেন মতে (পূর্বকথিত প্রকারে) নবদ্বীপে বাহির হইলে (আত্মপ্রকাশ করিয়াছ)।

পূর্ববর্তী পয়ারে এবং পরবর্তী ২১২-১৪ পয়ারেও প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীধর তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু এই ২১১ পয়ারের "রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে"-বাক্য হইতে জানা যায়—শ্রীধর বলিয়াছেন, প্রভু যে কেবল শ্রীকৃষ্ণ মাত্র, তাহা নহে; প্রভু হইতেছেন—ভক্তিবিশিষ্ট বা ভক্তভাবময় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণবিষয়া ভক্তি—নাই; কিন্তু গৌরাঙ্গ-রূপ শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে—ইহাই হইতেছে শ্রীধরের উক্তির তাৎপর্য। ইহা-দ্বারা শ্রীধর গৌরের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীরাধার অখণ্ডপ্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারী হওয়াতেই গৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাবময় হইয়াছেন। পরবর্তী ২১৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২১২। ভক্তিযোগে—ভক্তির প্রভাবে। ভীষ্ম তোমা ইত্যাদি—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না; ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্রধারণ করাইবেন। ভীষ্মকর্তৃক প্রক্ষিপ্ত শরজালে অর্জুন যখন জর্জরিত হইলেন, তখন তাঁহার সখা অর্জুনের অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রোষভরে চক্র হাতে লইয়া ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। ভীষ্মের ভক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, ভীষ্মের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন। "স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্লুতোরথস্থঃ। ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্‌গুর্হরিরিবহন্তমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ভা. ১।৯।৩৭ ॥ —নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও, আমার প্রতিজ্ঞা যাহাতে অধিক ভাবে সত্য হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে যিনি অর্জুনের রথ হইতে সহসা অবতরণ

ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা ॥ ২১৩
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলা আপনে ॥ ২১৪
যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়ে।
সেই বড় গোপ্য লোক কাহারেও না কহে ॥ ২১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিয়া চক্রধারণপূর্বক পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে, পথিমধ্যে স্বীয় উত্তরীয়বসন খসিয়া পড়িলেও তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, গজ সংহারোদ্যত সিংহের ন্যায় আমার দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন (সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার গতি হউন)।" "ভীষ্ম তোমা"-স্থলে "ভীষ্মদেব"-পাঠান্তর। যশোদায় বান্ধিল ইত্যাদি—এ-স্থলে দামবন্ধন-লীলার কথা বলা হইয়াছে।

২১৩। তোমারে বেচিল সত্যভামা—২।২।৫২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ভক্তিবশে"-স্থলে "ভক্তিযোগে"-পাঠান্তর। গোপরামা—ব্রজগোপীকে। শ্রীরাধাকে। শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীরাধাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া গিয়া বনমধ্যে ভ্রমণ-কালে শ্রীরাধার প্রতি নানাভাবে প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অন্য সমস্ত গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার সঙ্গেই নির্জন বনমধ্যে এইভাবে বিহার করিতেছেন ভাবিয়া শ্রীরাধা নিজেকে গোপীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা মনে করিলেন এবং দৃপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ভা. ১০।৩০।৩৭॥—আমি আর চলিতে পারিতেছি না; যেখানে তোমার ইচ্ছা, সেখানেই তুমি আমাকে লইয়া যাও।" শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছিলেন— "স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি॥ ভা. ১০।৩০।৩৮॥—(আমিই তোমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইব) তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" প্রভুর স্তব করিতে করিতে শ্রীধর এই লীলার কথা স্মরণ করিয়াই বলিয়াছেন—"ভক্তি-বশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা॥" ভক্তিবশে—শ্রীরাধার ভক্তির (প্রেমের) বশীভূত হইয়া।

২১৪। অন্বয়। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি—(অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণ) যারে (যাঁহাকে) মনে বহে (মনে-মনেই বহন করে, অর্থাৎ কেবল মানসিক ধ্যানেই যাঁহাকে মস্তকে বহন করে, সাক্ষাদ্ভাবে বহন করিতে পারে না), সে-তুমি আপনে (নিজে) শ্রীদাম-গোপ বহিলা (গোপ-তনয়-শ্রীদামকে তোমার নিজের স্কন্ধে বহন করিয়াছ)। বনবিহার-কালে অন্যান্য গোপবালকদের সহিত কৃষ্ণ-বলরাম নানারকম খেলা-ধূলা করিতেন। কখনও কখনও তাঁহারা এইরূপ পণ রাখিয়া খেলা করিতেন যে, যিনি খেলায় হারিবেন, তাঁহাকে, যিনি খেলায় জয়লাভ করিবেন, তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া নির্ধারিত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ পণ রাখিয়া একসময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের সহিত খেলা করিতে গিয়া নিজেই পরাজিত হইলেন। তখন পণ-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। "উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ॥ ভা. ১০।১৮।২৪॥"

প্রভু যে স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণ, ২১২-১৪ পয়ারত্রয়ে শ্রীধর তাহাই জানাইলেন।

২১৫। অন্বয়। যাহা হইতে আপনার (নিজের) পরাভব (পরাজয়) হয়ে (হয়, হইতে পারে), সেই (তাহাই, নিজের পরাজয়-প্রাপ্তির একমাত্র হেতু যাহা, তাহাই হইতেছে) বড় গোপ্য

ভক্তি লাগি সর্ব্ব-স্থানে পরাভব পায়্যা।
জিনিঞা বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া ॥ ২১৬

সে মায়া হইল চূর্ণ—আর নাহি লাগে।
হের-দেখ সকল-ভুবনে ভক্তি মাগে' ॥ ২১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(অত্যন্ত গোপনে রাখার বস্তু; এজন্য); লোক কাহারেও না কহে (কোনও লোক তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করে না। "এই উপায়ে আমাকে পরাজিত করা যায়," আত্মরক্ষার নিমিত্ত এ-কথা কেহ অপরের নিকটেই বলে না)। "কাহারেও না কহে"-স্থলে "কেহো বলে কহে?"-পাঠান্তর। অর্থ—কেহ কি কখনও বলে? অর্থাৎ বলে না।

২১৬। **ভক্তি-লাগি**—ভক্তির প্রভাবে, তোমা-বিষয়া ভক্তির প্রভাবে। **সর্বস্থানে**—সকল ভক্তের নিকটে। **পরাভব পায়্যা**—পরাজয় স্বীকার করিয়া। ভক্তদিগের ভক্তির প্রভাবে সকল ভক্তের নিকটেই তুমি পরাজয় স্বীকার করিয়াছ। ভগবানের পরাজয়ের একমাত্র হেতু যে তদ্‌বিষয়া ভক্তি বা প্রেমভক্তি, এ-স্থলে তাহাই বলা হইল এবং পূর্ব-পয়ারোক্তি অনুসারে তাহা যে "বড় গোপ্য," তাহাও জানা গেল। **জিনিঞা**—জয়লাভ করিয়া। যে-তুমি ভক্তদের নিকটে সর্বদা পরাজিতই হইতে, সেই তুমি এখন সর্বত্র ভক্তদিগকে পরাজিত করিয়া নিজেই জয়লাভ করিতেছ, ভক্তদিগকে নিজের বশীভূত করিতেছ। **ভক্তি লুকাইয়া**—নিজের মধ্যে ভক্তিকে গোপন করিয়া। "লুকাইয়া"-স্থলে "লুকাঞা লুকাঞা"-পাঠান্তর। লুকাঞা—লুকাইয়া।

পয়ারের তাৎপর্য। (পূর্ববর্ত্তী ২১২-১৪ পয়ারোক্তি অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণরূপ তুমি) ভক্তের ভক্তির প্রভাবে সর্বস্থানে (সকল ভক্তের নিকটে) পরাজয় স্বীকার করিয়া, সকল ভক্তের বশীভূত হইয়া, এক্ষণে তুমি, ভক্তিকে নিজের মধ্যে গোপন করিয়া, সকলকে পরাজিত করিয়া, সকলের নিকটে নিজে জয়লাভ করিয়া বিচরণ করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণরূপে কোনও ভক্তের নিকটে জয়লাভ কখনও তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু এক্ষণে তোমার এই বর্তমানরূপে তুমি সকলের নিকটেই জয়ী হইতেছ, সকলকেই বশীভূত করিতেছ। জয়লাভের একমাত্র অস্ত্র বা উপায় হইতেছে ভক্তি; তুমি যখন এখন সকলকেই পরাজিত করিয়া সর্বত্র নিজেই জয়ী হইতেছ, তখন বুঝা যায়, তোমার মধ্যে পূর্ণ-ভক্তিই বিরাজিত; নচেৎ সকলকে তুমি বশীভূত করিতে পারিতে না। কিন্তু তোমার মধ্যে পূর্ণ-ভক্তি থাকিলেও তাহা তুমি লুকাইয়া রাখিয়াছ। তোমার মধ্যে যে পূর্ণ-ভক্তি বিরাজিত, তুমি কাহাকেও তাহা জানিতে দিতেছ না; ইহা হইতেছে তোমার এক ছলনা—মায়া। (এই পয়ারোক্তির মর্ম হইতেও জানা গেল, শ্রীধর মহাপ্রভুর ভক্তভাবময়ত্বের, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বেরই, ইঙ্গিত দিয়াছেন। পূর্ববর্তী ২১১-পয়ারেও সেই ইঙ্গিত রহিয়াছে)।

২১৭। **সেই মায়া**—তোমার নিজের মধ্যে অবস্থিত পূর্ণ-ভক্তিকে লুকাইয়া রাখারূপ ছলনা। **চূর্ণ হইল**—যেই আবরণের দ্বারা তোমার ভক্তিকে তুমি লুক্কায়িত করার চেষ্টা করিয়াছিলে, সেই আবরণ এখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তোমার পূর্ণভক্তি-ভাণ্ডার ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সকলেই এখন তাহা দেখিতেছে। তাহার প্রমাণ কি? **হের দেখ** ইত্যাদি—ঐ দেখ, সকল ভুবন

সেকালে হারিলা জন-দুই-চারি-স্থানে।
একালে বান্ধিব তোমা' সর্ব্বজনে জনে ॥" ২১৮
মহা-শুদ্ধা-সরস্বতী শ্রীধরের শুনি।
বিস্ময় পাইলা সর্ব্ব-বৈষ্ণব-আগণি ॥ ২১৯
প্রভু বোলে "শ্রীধর! বাছিয়া মাগ' বর।
অষ্টসিদ্ধি দিব আজি তোমার গোচর ॥" ২২০
শ্রীধর বোলেন "প্রভু! আরো ভাণ্ডাইবা।
নিশ্চিন্ত্যে থাকহ তুমি, আর না পারিবা ॥" ২২১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(জগদ্‌বাসী সমস্ত জীব) ভক্তি মাগে—তোমার নিকটে ভক্তি যাচ্ঞা করিতেছে। তোমার মধ্যে যে পূর্ণভক্তি-ভাণ্ডার বিরাজিত এবং তুমিই যে সেই ভক্তিভাণ্ডারের অধিকারী, তাহা না জানিলে সকলে তোমার নিকটে ভক্তি যাচ্ঞা করিত না।

২১৮। **সে-কালে**—দ্বাপরে, শ্রীকৃষ্ণরূপে। **জন-দুই-চারি স্থানে**—দুই-চারিজন ভক্তের নিকটে; অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের নিকটে নহে; যেহেতু, ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীব তখন ভক্তির অধিকারী হইতে পারে নাই। **একালে**—এই কলিযুগে। **বান্ধিব তোমা**—গৌরাঙ্গ-রূপ তোমাকে প্রেমভক্তি-রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিবে। **সর্ব্বজনে জনে**—সকল লোকে, প্রত্যেকেই; কেহ বাদ পড়িবে না। এই পয়ারোক্তির ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে, ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকল জীবকেই তুমি প্রেমভক্তি বিতরণ করিবে; তোমার নিকট হইতে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া সকলেই, প্রত্যেকেই, সেই প্রেমভক্তি-ডোরে তোমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিবে, তোমাকে বশীভূত করিবে। তোমার পরাভবের "বড় গোপ্য" একমাত্র উপায় যে প্রেমভক্তি, তাহা তুমি আপামর-সাধারণ সকলকে কেবল যে জানাইবে, তাহা নহে; পরন্তু তুমি নির্বিচারে সকলকে তাহা বিতরণও করিবে এবং তাহার স্বাভাবিক ফলও তোমাকে ভোগ করিতে হইবে, তোমাকে সকলের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। (এ-স্থলেও শ্রীধর প্রভুর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বের ইঙ্গিতই দিয়াছেন এবং আনুষঙ্গিকভাবে, স্বয়ং-ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ অপেক্ষা গৌরাঙ্গ-স্বরূপের মহিমার উৎকর্ষও খ্যাপন করিয়াছেন)।

২১৯। **মহাশুদ্ধা** ইত্যাদি—প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী শ্রীধরের জিহ্বায় প্রবেশ করিয়াছেন (পূর্ববর্তী ১৯৯-পয়ার দ্রষ্টব্য)। সেই মহাশুদ্ধা (চিচ্ছক্তির বিলাসভূতা) সরস্বতী-কর্তৃক স্ফুরিত শ্রীধরের বাক্য বা স্তব শুনিয়া। **আগণি**—অগ্রণী, অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ, প্রধান। "বৈষ্ণব-আগণি"-স্থলে "বৈষ্ণবাগ্রগণি" এবং "বৈষ্ণব-আগুনি"-পাঠান্তর। আগুনি = অগ্রগণি = অগ্রগণ্য।

২২০। **অষ্টসিদ্ধি**—২।৯।১৮৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২১। **আরো ভাণ্ডাইবা**—খোলা-কেনা-বেচা-ছলে তুমি অনেক ভাঁড়াইয়াছ (প্রতারণা করিয়াছ, তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিবার মতন কৃপা আমার প্রতি প্রকাশ কর নাই)। অষ্টসিদ্ধি দিয়া তুমি আবার আমাকে ভাঁড়াইতে চাহিতেছ? আমাকে অষ্টসিদ্ধি দিয়া তোমার চরণ ভুলাইয়া রাখিতে চাহিতেছ? কিন্তু তোমার কৃপায় এইবার আমি তোমাকে চিনিয়াছি, এখন **নিশ্চিন্ত্যে থাকহ তুমি**—এখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমাকে ভাঁড়াইবার জন্য আর বৃথা চিন্তা করিও না; কেন না, **আর না পারিবা**—তুমি আমার প্রতি সম্প্রতি যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছ, সেই কৃপাকে সম্বল করিয়াই, সেই

প্রভু বোলে "দরশন মোর ব্যর্থ নহে।
অবশ্য পাইবা বর—যেই চিত্তে লয়ে॥" ২২২
"মাগ' মাগ" পুনঃপুন বোলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বোলয়ে "প্রভু! দেহ' এই বর॥ ২২৩
'যে ব্রাহ্মণ কাঢ়িলেন মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥ ২২৪
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তাঁর চরণ যুগল'॥" ২২৫
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি কান্দে মহা-উচ্চস্বরে॥ ২২৬
শ্রীধরের ভক্তি দেখি বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোহন্যে কান্দে সব হইয়া বিহ্বল॥ ২২৭
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "শুনহ শ্রীধর!
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥" ২২৮
শ্রীধর বোলয়ে "আমি কিছুই না চাই।
হেন কর' প্রভু! যেন তোর নাম গাই॥" ২২৯
প্রভু বোলে "শ্রীধর! আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥ ২৩০
এতেকে তোমার মতি-ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥" ২৩১
জয় জয়ধ্বনি হৈল বৈষ্ণবমণ্ডলে।
'শ্রীধর পাইল বর' শুনিল সকলে॥ ২৩২
ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিব এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥ ২৩৩
কি করিব বিদ্যা-ধন-রূপ-বেশ-কুলে।
অহঙ্কার বাঢ়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥ ২৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কৃপার মহিমা উপলব্ধি করিয়াই, আমি বলিতেছি, তুমি আর আমাকে ভাঁড়াইতে পারিবে না। **ভাণ্ডাইবা**—ভাঁড়াইবে, ফাঁকি দিবে।

২২৪-২২৫। কাঢ়িলেন—কাড়িয়া নিয়াছিলেন। **কন্দল**—কলহ। **তাঁর**—তাঁহার, সেই ব্রাহ্মণের। "তাঁর"-স্থলে "ভাবোঁ"-পাঠান্তর। ভাবোঁ—ভাবনা (চিন্তা, ধ্যান) করিব। অর্থ—সেই ব্রাহ্মণই যেন আমার প্রভু হয়েন এবং তাঁহার চরণ-যুগলই যেন আমি সর্বদা ধ্যান করি।

২২৭-২২৮। অন্যোহন্যে—পরস্পর। **মহারাজ্যে**—খুব বড় একদেশের রাজত্ব দিয়া। **ঈশ্বর**—সেই দেশের রাজা। **করোঁ**—করিব। "করোঁ তোমারে"-স্থলে "তোরে করিলুঁ"-পাঠান্তর। করিলুঁ—করিলাম। রঙ্গীয়া প্রভু আবার শ্রীধরকে প্রলোভন দিয়া ভুলাইতে চাহিলেন। শুদ্ধভক্ত ভগবানের চরণসেবা-ব্যতীত অপর কিছুই যে চাহেন না, জগতের জীবকে তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভুর এইরূপ বাক্যভঙ্গী।

২২৯। নাম গাই—নামকীর্তন করি। "নাম"-স্থলে "গুণ"-পাঠান্তর।

২৩০। এতেকে—এজন্য, আমার দাস বলিয়া।

২৩১। মতি-ভেদ—মতির পরিবর্তন, বুদ্ধির বিচলন। এত প্রলোভন সত্ত্বেও যে তোমার বুদ্ধি বিচলিত হইল না, তাহা কেবল তুমি আমার দাস বলিয়াই, আমার সেবা-ব্যতীত অপর কোনও বস্তুতে তোমার লোভ নাই বলিয়াই। **বেদগোপ্য ভক্তিযোগ**—বেদেও যে ভক্তিযোগের কথা কেবল গুপ্ত (প্রচ্ছন্নভাবে) কথিত হইয়াছে, সেই ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তি)। ১।২।১৮১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৪। বিদ্যা-ধন-রূপ-বেশ-কুলে—বিদ্যা (পাণ্ডিত্য), ধন (ধন-সম্পত্তি), রূপ (সৌন্দর্য), **বেশ** (বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদাদি) এবং কুলে (উচ্চকুলে জন্ম)। "বেশ"-স্থলে "যশ"-পাঠান্তর।

কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি-কল্পে কোটীশ্বরে না দেখিল তাহা॥ ২৩৫
অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে॥ ২৩৬
দেখি মূর্খ-দরিদ্রেরে সুজনে যে হাসে'।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥ ২৩৭
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখিতে দুর্গতি॥ ২৩৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যশ—লোকসমাজে সুখ্যাতি। **অহঙ্কার বাড়ি ইত্যাদি**—বিদ্যা-ধনাদিতে লোকের কেবল অহঙ্কারই (দাম্ভিকতাই) বৃদ্ধি পায়; তাহার ফলে তাদৃশ অহঙ্কারী সমস্ত লোকের নির্মূলে পতন হয়। গাছ পতিত হওয়ার সময় যদি নির্মূল হয়, অর্থাৎ গাছের সমস্ত মূল যদি ছিঁড়িয়া যায়, ভূমি হইতে উৎপাটিত হয়, তাহা হইলে সেই গাছ যেমন আর পূর্ববৎ দাঁড়াইতে পারে না, কেহ তাহাকে দণ্ডায়মান করিয়া দিলেও যেমন দাঁড়াইতে পারে না, তদ্রূপ অহঙ্কারের ফলে লোকের একবার পতন হইলে সেই লোক আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। চিরকালের জন্যই তাহার পতন হয়। যতদিন অহঙ্কার থাকিবে, ততদিন আর তাহার ভগবদ্‌বিষয়ে মতি জাগিবে না।

২৩৫। **কোটীশ্বরে**—কোটি-কোটি টাকার অধিপতি। "দেখিল"-স্থলে "দেখিব" এবং "পাইল"-পাঠান্তর।

২৩৬। **অহঙ্কার দ্রোহ**—অহঙ্কার হইতে উদ্‌ভূত দ্রোহ। **দ্রোহ**—পরের উৎপীড়ন। **বিষয়েতে**—বিষয় ব্যাপারে। বিষয় হইতেছে বিদ্যা-ধনাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু, মূলতঃ—ভোগবাসনা। যে-স্থলেই ভোগবাসনা, সে-স্থলেই ভোগবাসনা-তৃপ্তির সহায়ক বিদ্যা-ধনাদিতে লোকের আসক্তি জন্মে এবং নিজের বিদ্যা-ধনাদি আছে বলিয়া লোকের অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা জন্মে এবং যাহাদের বিদ্যা-ধনাদি নাই, তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা-বুদ্ধি জন্মে, নিজের ভোগবাসনা-তৃপ্তির জন্য তাহাদের প্রতি উৎপীড়নাদি দ্রোহাচরণাদিও আসিয়া পড়ে। **অধঃপাত-ফল ইত্যাদি**—বিষয়-বিমুগ্ধ-লোকের এতাদৃশ আচরণের ফল যে পাছে (পরিণামে) অধঃপাত (অধঃপতন), বিষয়-বিমুগ্ধ লোক তাহা জানিতে পারে না। "অহঙ্কার"-স্থলে "অহঙ্কারে"-পাঠান্তর।

২৩৭। **অন্বয়।** যে (ধনবিদ্যা গর্বে গর্বিত যে ব্যক্তি) মূর্খ-দরিদ্রেরে সুজনে (মূর্খ এবং দরিদ্র সুজনকে বা সৎব্যক্তিকে) দেখি (দেখিয়া, তাঁহার মূর্খতা এবং দরিদ্রতা দেখিয়া) হাসে (উপহাস—ঠাট্টাবিদ্রূপ, কি নিন্দা করে), সেই (সেই ধনবিদ্যা-গর্বে গর্বিত লোক) নিজ-কর্মদোষে (সজ্জনের নিন্দারূপ অসৎকর্মের ফলে) কুম্ভীপাকে (কুম্ভীপাক-নামক অশেষ-যাতনাময় নরকে) যায় (যাইয়া থাকে)। "দরিদ্রেরে সুজনে যে" স্থলে "দরিদ্র যে সুজনেরে"-পাঠান্তর। শ্রীধরের প্রসঙ্গেই এই কথাগুলি বলা হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে দরিদ্র, অথচ সুজনের নিন্দার কুফলই কথিত হইয়াছে। শ্রীধর দরিদ্র, অথচ সুজন ছিলেন এবং পূর্ববর্তী ১৪৭-৪৮ পয়ারদ্বয় হইতে জানা যায়, পাষণ্ডী লোকগণ তাঁহার নিন্দাও করিত। পরবর্তী ২৩৮-৪১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৩৮। **আছয়ে সকল সিদ্ধি**—দরিদ্র বা মূর্খ হইলেও বৈষ্ণবের সকল সিদ্ধিই আছে, তাঁহার

খোলাবেচা শ্রীধর—তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি ॥ ২৩৯
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ ॥ ২৪০
বিষয়মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥ ২৪১
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥ ২৪২
শ্রীধর পাইলা বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ ২৪৩
প্রেমভক্তি হয় কৃষ্ণচরণারবিন্দে।
সে-ই কৃষ্ণ পায়ে যে বৈষ্ণবে না নিন্দে' ॥ ২৪৪
নিন্দায়ে নাহিক কার্য্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহাভাগ ॥ ২৪৫
অনিন্দুক হই যে সকৃত 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্যসত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে ॥ ২৪৬
বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ ॥ ২৪৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৪৮

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধর-বর-লাভ-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই তাঁহার আছে, প্রয়োজনীয় কোনও বস্তুরই অভাব তাঁহার নাই। কেবল **দেখিতে দুর্গতি**—বাহিরের অবস্থা—মূর্খতা, দরিদ্রতা—দেখিতেই (তাদৃশ বৈষ্ণবের) দুর্গতি (দুঃখ-কষ্ট) আছে বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক দুঃখ-কষ্ট নাই। যেহেতু, তাঁহার অভাব-বোধ নাই, ভক্তির আনন্দেই তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ। "দেখিতে"-স্থলে "দেখয়ে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—যাহারা বৈষ্ণব চিনে না, ব্যবহারিক জগতে লোকের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া, তাহারা তাদৃশ বৈষ্ণবের দুর্গতিই দেখে। পরবর্তী ২৪০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৩৯। **খোলাবেচা শ্রীধর** ইত্যাদি—বৈষ্ণবের যে কোনও অভাব নাই, সুতরাং দুঃখ-দুর্গতিও নাই, তাহার সাক্ষী শ্রীধর। শ্রীধর খোলা বেচিয়া জীবন-ধারণ করিতেন; সুতরাং সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত। কিন্তু তাঁহার যে কোনও অভাব ছিল না, সুতরাং অভাবজনিত দুঃখ-দুর্গতিও ছিল না, তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি **ভক্তিমাত্র নিল** ইত্যাদি—প্রভু তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধি দিতে চাহিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ২২০ পয়ার), একটি মহারাজ্যের রাজাও করিতে চাহিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ২২৮ পয়ার); কিন্তু শ্রীধর সে-সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া প্রভুর নিকট হইতে নিলেন একমাত্র ভক্তি। অভাব-বোধ থাকিলে তিনি অষ্টসিদ্ধি এবং মহাদেশের রাজত্বই নিতেন।

২৪৬-২৪৭। **সকৃত**—একবার। "অনিন্দুক হই যে সকৃত"-স্থলে "আনন্দে ভাসয়ে সুকৃতি" এবং "আনন্দ করিয়া যে সুকৃতি"-পাঠান্তর। **হেলে**—অবলীলাক্রমে, অনায়াসে। **পায়ে**—চরণে। **মনস্কাম**—বাসনা। "শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ"-স্থলে "চৈতন্যের নিত্যানন্দ"-পাঠান্তর।

২৪৮। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে নবম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(২৮. ৭. ১৯৬৩—১. ৮. ১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড
দশম অধ্যায়

(মোর মোর বধুঁয়া । গৌর গুণনিধিয়া ॥ ধ্রু ॥)

হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া ।
'নাঢ়া নাঢ়া নাঢ়া' বোলে মস্তক ঢুলাঞা ॥ ১
প্রভু বোলে "আচার্য্য ! মাগহ নিজ কার্য্য ।"
"যে মাগিলুঁ তাহা পাইলুঁ" বোলয়ে আচার্য্য ॥ ২
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন ।
হেন শক্তি নাহি কারো—বলিতে বচন ॥ ৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। মুরারিগুপ্তের প্রতি প্রভুর কৃপা, মুরারিগুপ্ত-কর্তৃক সপরিকর রামচন্দ্ররূপে প্রভুর দর্শন, মুরারিগুপ্তের প্রতি প্রভুর বর-দান; প্রভু-কর্তৃক "মুরারিগুপ্ত"-শব্দের তাৎপর্য-কথন। হরিদাসের প্রসঙ্গ—যবনকর্তৃক হরিদাসের উৎপীড়ন-প্রসঙ্গ এবং প্রভুকর্তৃক তাঁহার রক্ষার কথা প্রভুর মুখে প্রকাশ, তৎশ্রবণে হরিদাসের প্রেমাবেশ ও স্তবে প্রভুর মহিমাকীর্তন; প্রভুর কীর্তন; প্রভুর নিকটে হরিদাসকর্তৃক জন্মে জন্মে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-প্রার্থনা, প্রভুকর্তৃক হরিদাসের প্রতি বর-দান। শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে তাঁহার একটি পূর্ববৃত্তান্ত প্রভুকর্তৃক কথন, তাঁহার নিকটে প্রভুকর্তৃক একটি গীতাশ্লোকের যথার্থ-পাঠ-কথন। অদ্বৈতের মহিমা। প্রকৃত অদ্বৈত-ভক্তের লক্ষণ। প্রভুর নিকটে ভক্তগণের বর-প্রার্থনা ও বর-প্রাপ্তি। মুকুন্দের প্রতি প্রভুর কোপ, মুকুন্দের দুঃখ, এবং প্রভুর কৃপালাভে পরমানন্দ। মুকুন্দকর্তৃক প্রভুর স্তব। মুকুন্দের প্রতি প্রভুর বর-দান। ভক্তিহীনতার দোষ এবং ভক্তির মহিমা-কথন। ভগবানের ভক্তবশ্যতা। শ্রীচৈতন্যলীলার নিত্যতা। নারায়ণী দেবীর সৌভাগ্য। শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপাই শ্রীচৈতন্য-প্রাপ্তির হেতু।

১। "(মোর মোর বঁধুয়া ! গৌর গুণনিধিয়া !)" এই পংক্তির পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর' ॥" নাঢ়া—অদ্বৈতাচার্য। ২।২।২৬২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। মাগহ নিজ কার্য্য—তুমি কি কার্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর (বল); তোমার অভীষ্ট কি, তাহা বল। যে মাগিলুঁ ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! তোমার নিকটে আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা আমি পাইয়াছি। অর্থাৎ আমি পাই নাই, এমন কোনও অভীষ্ট আমার এখন আর নাই।" ২।৬।১৬৫-৬৮ -পয়ার দ্রষ্টব্য। অথবা, জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তোমার অবতরণই ছিল আমার কাম্য; কৃপা করিয়া তুমি তো অবতীর্ণ হইয়াছ। সুতরাং আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা তো পাইয়াছিই।

মহাপরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বুল, প্রভু খায় ॥ ৪
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত-আদি সব মহাপাত্র ॥ ৫
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল "মোর রূপ দেখ।"
মুরারি দেখয়ে—রঘুনাথ পরতেখ ॥ ৬
দুর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসি আছে মহা ধনুর্দ্ধর ॥ ৭
জানকী লক্ষ্মণ দেখে—বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিগে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥ ৮
আপন প্রকৃতি বাসে' যেহেন বানর।
সকৃত দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর ॥ ৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪। **মহাপরকাশ**—মহাপ্রকাশ, মহাপ্রকাশ-প্রাপ্ত। ইঁহা বিশ্বম্ভর-রায়ের বিশেষণ। নবম ও দশম—এই দুই অধ্যায়েই প্রভুর মহাপ্রকাশ বা সাতপ্রহরিয়াভাব কথিত হইয়াছে।

৫। **ধরণীধরেন্দ্র**—১।১।১৬৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মহাপাত্র**—ভক্তির মহাপাত্র (মহান্ আধার), পরম-ভাগবত। "সম্মুখে অদ্বৈত-আদি সব"-স্থলে "সম্মুখে আছেন অদ্বৈতাদি"-পাঠান্তর।

৬। **মুরারিরে**—মুরারিগুপ্তকে। **পরতেখ**—প্রত্যক্ষ। মুরারিগুপ্ত প্রভুকে রঘুনাথরূপে (রামচন্দ্ররূপে) প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিলেন। মুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। এজন্য প্রভু তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন দিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। পরবর্তী দুই পয়ারে মুরারিগুপ্ত-দৃষ্ট রামচন্দ্রের রূপের ও পরিকরগণের কথা বলা হইয়াছে।

৭। **দুর্ব্বাদলশ্যাম**—শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণ হইতেছে নবদুর্ব্বাদলের (নতুন দুর্বাপাতার) ন্যায় শ্যামবর্ণ। **দেখে সেই বিশ্বম্ভর**—মুরারিগুপ্ত সেই বিশ্বম্ভরকেই নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্ররূপে দেখিলেন, বিশ্বম্ভরকে পৃথক্‌ভাবে দেখেন নাই। **বীরাসনে**—১।৭।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মহা-ধনুর্দ্ধর**—রামচন্দ্রের হাতে খুব বড় একটি ধনুও আছে।

৮। **জানকী-লক্ষ্মণ** ইত্যাদি—মুরারিগুপ্ত দেখিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের বামদিকে জানকী (জনক-নন্দিনী সীতাদেবী) এবং দক্ষিণ পার্শ্বে (ডাইনদিকে) লক্ষ্মণ বিরাজিত। **চৌদিকে ইত্যাদি**—মুরারি আরও দেখিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের চারিদিকে রামভক্ত বানরেন্দ্রগণ (প্রধান-প্রধান বানরগণ) রামচন্দ্রের স্তুতি করিতেছেন।

৯। **প্রকৃতি**—স্বভাব। **বাসে**—মনে করেন। **আপন প্রকৃতি** ইত্যাদি—মুরারিগুপ্ত আপনার স্বভাবকে যেন বানরের স্বভাব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ তিনি নিজেকে যেন বানর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন, মুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের কিঙ্কর শ্রীহনুমান্ (গৌ. গ. দী. ৯১)। প্রভুর কৃপায় স্বীয় উপাস্য শ্রীরামচন্দ্রকে সপরিকরে দর্শন করিয়া মুরারিগুপ্তের চিত্তে স্বীয় স্বরূপগত বানর-ভাব (হনুমানের-ভাব) জাগ্রত হইল এবং তিনি নিজেকে বানর—হনুমান্ বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন এবং **সকৃত দেখিয়া**—সপরিকর রামচন্দ্রকে একবার দর্শন করিয়াই রাম-প্রেমাবেশে **বৈদ্যবর** (বৈদ্যশ্রেষ্ঠ) মুরারিগুপ্ত **মূর্চ্ছা-পাইলা**—মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। বৈদ্যকুলে আবির্ভূত বলিয়া তাহাকে "**বৈদ্যবর**" বলা হইয়াছে।

মূর্চ্ছিত হইয়া গুপ্ত মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি রহিলা ॥ ১০
ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর "আরে রে বানরা।
পাসরিলি—তোরে পোড়াইল সীতাচোরা ॥ ১১
তুই তার পুরী পুড়ি কৈলি বংশক্ষয়।
সেই প্রভু আমি—তোরে দিল পরিচয় ॥ ১২
উঠ উঠ মুরারি! আমার তুমি প্রাণ।
আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান্ ॥ ১৩
সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি সে গন্ধমাদন ॥ ১৪
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার ॥ ১৫
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকল প্রেমে কান্দিতে লাগিলা ॥ ১৬
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে' শুনি গুপ্তের ক্রন্দন।
বিশেষে দ্রবিলা সর্ব্ব-ভাগবতগণ ॥ ১৭
পুনরপি মুরারিরে বোলে বিশ্বম্ভর।
"যে তোমার অভিমত ইচ্ছি লহ বর ॥" ১৮
মুরারি বোলয়ে "প্রভু! আর নাহি চাহোঁ।
হেন কর, প্রভু! যেন তোর গুণ গাওঁ ॥ ১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০। "গুপ্ত"-স্থলে "ভূমে"-পাঠান্তর। ভূমে—ভূমিতে, মাটীর উপরে। **চৈতন্যের ফাঁদে ইত্যাদি**—রামচন্দ্ররূপী শ্রীচৈতন্যের প্রেমরূপ ফাঁদে (রামচন্দ্র-বিষয়ক প্রেমে আবিষ্ট হইয়া) মুরারিগুপ্ত (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) রহিলা (অবস্থান করিতে লাগিলেন)। "রহিলা"-স্থলে "বাঁধিলা"-পাঠান্তর। অর্থ—চৈতন্যের ফাঁদ মুরারিগুপ্তকে বাঁধিয়া রাখিল।

১১। **ডাকি বোলে**—উচ্চস্বরে বলিলেন। **পাসরিলি**—ভুলিয়া-গিয়াছিস্? **তোরে পোড়াইল**—তোমাকে দগ্ধ করিয়াছিল। রাবণ হনুমানের মুখ পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। **সীতা-চোরা**—রাবণ। বনবাস-কালে রামচন্দ্র যখন পঞ্চবটী বনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে রাবণ সীতাদেবীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

১২। **তোরে দিল পরিচয়**—তোর প্রভু সেই রামচন্দ্র আমিই; তোকে আমার এই পরিচয় দিলাম। **তার পুরী**—সেই সীতাচোরের লঙ্কাপুরী।

১৪-১৫। **সুমিত্রা-নন্দন**—লক্ষ্মণ। শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন হনুমান গন্ধমাদন পর্বত আনিয়া, লক্ষ্মণকে বাঁচাইলেন। **যারে জীয়াইলে ইত্যাদি**—শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়-কালে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধের সময়ে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। গন্ধমাদন পর্বতে এক ঔষধ ছিল, যাহা-দ্বারা লক্ষ্মণ বাঁচিয়া উঠিতে পারেন। গন্ধমাদন হইতে সেই ঔষধ-আনয়নের জন্য হনুমান্ প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি সমগ্র গন্ধমাদন-পর্বতটিকেই মস্তকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই পর্বত হইতে ঔষধ লইয়া লক্ষ্মণকে জীবিত করা হইয়াছিল। **যার দুঃখ দেখি**—লঙ্কায় বাস-কালে জানকীর দুঃখ দর্শন করিয়া।

১৬। "সকল"-স্থলে "সফল" এবং "সকলে"-পাঠান্তর। **সফল**—স্বীয় মনোবাসনার পূরণ।

১৮। **ইচ্ছি**—ইচ্ছা করিয়া। **অভিমত**—অভীষ্ট।

১৯। **আর নাহি চাহোঁ**—আমি অন্য বর চাই না। আমি একটি মাত্র বর চাই। কি?

যে-তে-ঠাঞি প্রভু! কেনে জন্ম নহে মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥ ২০
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু! দাস।
তাঁ'সভার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥ ২১
'তুমি প্রভু, মুঞি দাস' ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর' প্রভু! না ফেলিবে তথা॥ ২২
সপার্ষদে তুমি যথা কর' অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥" ২৩
প্রভু বোলে "সত্য সত্য এই বর দিল"।
মহা-মহা-জয়ধ্বনি ততক্ষণে হৈল॥ ২৪
মুরারির প্রতি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা মুরারি-চরিত॥ ২৫
যে-তে-স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব-তীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥ ২৬
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কা'র।
মুরারি-বল্লভ প্রভু সর্ব্ব-অবতার॥ ২৭
ঠাকুর চৈতন্য বোলে "শুন সর্ব্ব-গণ।
সকৃত মুরারি-নিন্দা করে যেই জন॥ ২৮
কোটি-গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তার করিব সংহার॥ ২৯
মুরারি বৈসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে।
এতেকে 'মুরারি-গুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে॥" ৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"হেন কর ইত্যাদি।" **তোর গুণ গাঙো**—তোমার গুণ-গান করিতে পারি। "তোর গুণ"-স্থলে "তব নাম"-পাঠান্তর। ১৯-২৩-পয়ারসমূহে মুরারিগুপ্তের প্রার্থিত বরের কথা বলা হইয়াছে।

২১। অন্বয়। প্রভু! জন্ম জন্ম (জন্মে জন্মে; ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি যতবার জন্মলীলা প্রকটিত করিবে, ততবার) তোমার যে-সব (যে-সমস্ত) দাস (ভক্ত, পার্ষদ তোমার সঙ্গে থাকিবেন), যেন তাঁ'সভার সঙ্গে (তাঁহাদের সহিত) আমার বাস হয়। "প্রভু! দাস"-স্থলে "সেবক প্রিয়"-পাঠান্তর।

২২। "ফেলিবে"-স্থলে "পাড়িবে" এবং ফেলিহ"-পাঠান্তর।

২৪। **ততক্ষণে**—তৎক্ষণাৎ। "ততক্ষণে"-স্থলে "ভক্তগণে"-পাঠান্তর।

২৫। **সর্ব্বভূতে ইত্যাদি**—জীবমাত্রের প্রতি কৃপাই হইতেছে মুরারিগুপ্তের স্বভাব।

২৭। **সর্ব্ব-অবতার**—সমস্ত অবতাররূপে (ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে) যিনি বিরাজিত। অথবা, সর্ব-অবতার—সকল অবতারে; যখন যখনই প্রভু অবতীর্ণ হয়েন, তখন তখনই তিনি মুরারি-বল্লভ। তাৎপর্য—মুরারিগুপ্ত হইতেছেন প্রভুর নিত্যপার্ষদ। "বল্লভ"-স্থলে "দুর্লভ"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তরটি লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়; যেহেতু, পূর্বাপর উক্তির সহিত "দুর্লভ"-শব্দের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না।

২৯। **গঙ্গা-হরি-নামে ইত্যাদি**—যে-ব্যক্তি মুরারিগুপ্তের নিন্দা করিবে, কোটি কোটিবার গঙ্গাস্নান করিলেও তাহার নিস্তার নাই, গঙ্গানাম (অথবা গঙ্গাস্নান) এবং হরিনামেও তাহার নিস্তার নাই; বরং গঙ্গানাম (অথবা গঙ্গাস্নান) ও হরিনাম তাহাকে সংহার করিবে। ভক্তনিন্দার তীব্র কুফলের কথাই এ-স্থলে বলা হইল।

৩০। "মুরারি-গুপ্ত"-নামের তাৎপর্য এই পয়ারে বলা হইয়াছে। মুরারি (শ্রীকৃষ্ণ) গুপ্তে

মুরারিরে কৃপা দেখি ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে রোদন ॥ ৩১
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য-রায়।
ইহা যেই শুনে সেই প্রেমভক্তি পায় ॥ ৩২
মুরারি শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বুল খায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥ ৩৩
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
"মোরে দেখ হরিদাস!" বোলে ডাক দিয়া ॥ ৩৪
"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ় ॥ ৩৫
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা' বড় দিল দুঃখ।
তাহা স্মঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক ॥ ৩৬
শুন শুন হরিদাস! তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে ॥ ৩৭
দেখিয়া তোমার দুঃখ, চক্র ধরি করে।
নাম্বিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সভা' কাটিবারে ॥ ৩৮
প্রাণান্ত করিয়া তোমা' মারে যে-সকল।
তুমি মনে চিন্ত' তাহা সভার কুশল ॥ ৩৯
আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি লেখ'।
তখনেহ তা'সভারে মনে ভাল দেখ ॥ ৪০
তুমি ভাল দেখিলে না করোঁ মুঞি বল।
তোলোঁ চক্র, তোমা লাগি সে হয় বিফল ॥ ৪১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(গোপনভাবে) ইহার হৃদয়ে বাস করেন; এজন্য ইহার মুরারিগুপ্ত-নামই যোগ্য নাম। "ইহার"-স্থলে "তাঁহার" এবং "যাঁহার"-পাঠান্তর।

৩৩। **গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া**—গর্জন করিতে করিতে।

৩৫। **এই মোর দেহ ইত্যাদি**—আমার এই দেহ হইতেও তুমি আমার বড় অধিক প্রিয়। **তোমার যে জাতি ইত্যাদি**—আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, তোমার যে-জাতি, আমারও সেই জাতি। যবনকুলে আবির্ভূত হইলেও গুণ-কর্মের বিচারে হরিদাস ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ। প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব হইতেছে জন্ম-নিরপেক্ষ। মশ্রী॥ ১৫।৭ গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। হরিদাস ছিলেন গৌরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ; গৌরও নিত্যসিদ্ধ-তত্ত্ব। নিত্যসিদ্ধত্বের বিবেচনায়ও উভয়েই বাস্তবিক একজাতীয়। **দঢ়**—দৃঢ়, দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি।

৩৬। **বড়**—অত্যন্ত। "তোমা বড়"-স্থলে "যত তোরে"-পাঠান্তর। **দুঃখ**—এ-স্থলে, যবন-কাজীর প্ররোচনায় যবন-মুলুকপতির আদেশে, যবন-পাইকগণকর্তৃক বাইশ-বাজারে হরিদাসের উৎপীড়ন-জনিত দুঃখের কথাই বলা হইয়াছে। **স্মঙরিতে**—স্মরণ করিতে।

৩৮। **নাম্বিলুঁ**—নামিয়াছিলাম।

৩৯। "মারে যে"-স্থলে "মারয়ে", এবং "তুমি"-স্থলে "তভো"-পাঠান্তর। **কুশল**—মঙ্গল। ১।১১।১১০-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৪০। **নাহি লেখ**—লক্ষ্য কর না, গ্রাহ্য কর না। "লেখ"-স্থলে "দেখ"-পাঠান্তর। **ভাল দেখ**—মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

৪১। **তুমি ভাল দেখিলে**—তাহাদের মঙ্গলের প্রতি তোমার দৃষ্টি ছিল বলিয়া। "দেখিলে"-স্থলে "চিন্তিলে"-পাঠান্তর। **চিন্তিলে**—চিন্তা করিলে, চিন্তা করিতেছিলে বলিয়া। **না করোঁ মুঞি**

কাটিতে না পারেঁ। তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ। তোর মারণ দেখিয়া ॥ ৪২
তোহোর মারণ নিজ-অঙ্গে করি লণো।
এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কহোঁ ॥ ৪৩
যে বা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ, তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে' ॥ ৪৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বল—তাহাদের সংহারের নিমিত্ত আমি শক্তি প্রকাশ করিলাম না। **তোলোঁ চক্র**—তাহাদের সংহারের নিমিত্ত যে-চক্র লইয়া আমি নামিয়াছিলাম, সেই চক্র তুলিয়া (সম্বরণ করিয়া) রাখিলাম। অথবা চক্রদ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমি চক্র তুলিয়া (উর্ধ্বে উঠাইয়া) ধরিয়াছিলাম। **তোমালাগি ইত্যাদি**—তোমার জন্য (অর্থাৎ তুমি তাহাদের মঙ্গল-কামনা কর বলিয়া) সে হয় বিফল (আমার সেই চক্র, অর্থাৎ চক্রদ্বারা তাহাদের সংহারের সঙ্কল্প, বিফল হইল, তাহাদের সংহার করা হইল না)। ভক্তবাঞ্ছা পূরণই হইতেছে ভক্তবৎসল এবং ভক্ত-প্রাণ ভগবানের একমাত্র কৃত্য। সুতরাং প্রভুর পরম-প্রিয়ভক্ত হরিদাস যখন উৎপীড়নকারী যবনদের মঙ্গল-কামনা করিতেছিলেন, তখন প্রভু তাহাদের সংহার করিতে পারেন না ; কেন না, তাহাদের সংহার হরিদাসের কাম্য ছিল না ; তাহাদের সংহারে হরিদাসের মনে দুঃখ জন্মিত। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের চিত্তে কখনও দুঃখ জন্মাইতে পারেন না। "তোলোঁ চক্র * * সে-হয়"-স্থলে "মোর চক্র তোমা লাগি হইল" -পাঠান্তর।

৪২। "তোর পৃষ্ঠে"-স্থলে "তবে পৃষ্ঠে"-পাঠান্তর।

৪৩। **লণো**—লইলাম। **এই তার চিহ্ন আছে**—এই দেখ, আমার পৃষ্ঠদেশে সেই মারণের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। "এই"-শব্দ হইতে বুঝা যায়, যবনদের কশাঘাতের চিহ্ন যে প্রভুর পৃষ্ঠে বিদ্যমান ছিল, প্রভু হরিদাসকে তাহা দেখাইয়াছিলেন। দেখাইয়াই প্রভু বলিলেন—**মিছা নাহি কহোঁ**—আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি না। প্রভু যে হরিদাসের পৃষ্ঠে নিজের পৃষ্ঠ পাতিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সত্য। পাপিষ্ঠ যবনগণের অবশ্য তাহা দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। লীলাশক্তির প্রভাবে হরিদাসও তাহা তখন জানিতে পারেন নাই। যবনগণ যে হরিদাসের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়াছে, তাহাও সত্য এবং বেত্রাঘাত যে প্রভুর পৃষ্ঠেই পড়িয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু জড়বুদ্ধি যবনদের জড়বেত্র কি প্রভুর সচ্চিদানন্দ-দেহকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে? তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। অথচ প্রভু যে হরিদাসকে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখাইয়াছেন, তাহাও সত্য। এই সময়ের পূর্বে প্রভুর পৃষ্ঠদেশে এই চিহ্ন যে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, তাহাও সত্য। তথাপি কিরূপে প্রভু হরিদাসকে চিহ্ন দেখাইলেন? ইহার রহস্য হইতেছে এই। প্রভুর ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই তখন প্রভুর পৃষ্ঠদেশে মারণের চিহ্ন প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং হরিদাসও তাহা দেখিয়াছিলেন।

৪৪। **গৌণ**—বিলম্ব। **প্রকাশ করিতে**—পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করিতে, অবতীর্ণ হইতে। **শীঘ্র আইলুঁ ইত্যাদি**—তোমার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হইলাম। ভক্তদ্রোহীদের নিকট হইতে ভক্তদিগকে রক্ষা করার জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণকে

তোমারে চিনিল মোর নাঢ়া ভালমতে।
সর্ব্ব-ভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে ॥ ৪৫
ভক্ত বাঢ়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কি বা বোলে, কি বা করে, ভক্তের কারণে ॥ ৪৬
জ্বলন্ত-অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন-ইচ্ছায় ॥ ৪৭
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত-ভুবনে ॥ ৪৮
হেন কৃষ্ণ-ভক্ত নামে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈব-দোষ ॥ ৪৯

ভক্তের মহিমা ভাই! দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিলা হরিদাস প্রতি গৌরহরি ॥ ৫০
প্রভু-মুখে শুনি মহা-কারুণ্য-বচন।
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ ॥ ৫১
বাহ্য দূরে গেল, ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিলা, তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস ॥ ৫২
প্রভু বলে "উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ ॥ ৫৩
বাহ্য পাইল হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ-দরশন,—করয়ে ক্রন্দনে ॥ ৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ত্বরান্বিত করিয়া থাকেন। কংসকর্তৃক যখন কৃষ্ণভক্তগণ উৎপীড়িত হইতেছিলেন, তখন তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্বরাযুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (ভা. ১০।২।৬-৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

এই পয়ারোক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল, শচীদেবীর যোগে প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই যবনগণ হরিদাস-ঠাকুরের উৎপীড়ন করিয়াছিল; সুতরাং প্রভুর আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বেই হরিদাসের আবির্ভাব।

৪৬। **ভক্ত বাঢ়াইতে নিজ**—স্বীয় ভক্তকে বড় করিতে, স্বীয় ভক্তের উৎকর্ষ খ্যাপন বা স্থাপন করিতে। "ভক্ত"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। **ঠাকুর সে**—ঠাকুরই, প্রভুই। "ঠাকুর সে"-স্থলে "সে ঠাকুর ভাল জানি"-পাঠান্তর। **কিবা বোলে ইত্যাদি**—ভক্তের কারণে (ভক্তের উৎকর্ষ খ্যাপনের বা স্থাপনের জন্য) ভক্তবৎসল প্রভু কি-ই (কতই বা) বলেন, আর, কি-ই বা (কতই বা) করেন। "কি বা বোলে, কি বা"-স্থলে "কি বা বোলে, কি না"-পাঠান্তর।

৪৭-৪৯। **জ্বলন্ত-অনল ইত্যাদি**—এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দাবানল-ভক্ষণের কথা বলা হইয়াছে। ভা. ১০।১৯-অধ্যায়ে এই দাবানল-ভক্ষণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। **ভক্তের কিঙ্কর হয় ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণ যে নিজেকে পাণ্ডবদের দৌত্য-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং অর্জুনের রথের সারথ্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাই এ-স্থলে উদ্দিষ্ট। **সেই সব পাপীরে ইত্যাদি** যাহারা কৃষ্ণভক্তের নাম শুনিয়া উল্লসিত হয় না, বুঝিতে হইবে, দৈব-দোষ (তাঁহাদের দুরদৃষ্ট—পূর্ব-জন্ম-সঞ্চিত অসৎ কর্মের কুফল) তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। "সেই সব পাপীরে লাগিল"-স্থলে "এই সব পাপীর হৈল"-পাঠান্তর।

৫৩-৫৪। **মনোরথ ভরি**—ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া; যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ। **আমার প্রকাশ**—আমার রূপ, এক্ষণে প্রকাশিত আমার রূপ। পরবর্তী পয়ারোক্ত "কোথা রূপ-দরশন"-বাক্য হইতে বুঝা যায়, এ-স্থলে "আমার রূপ"-অর্থেই "আমার প্রকাশ" বলা হইয়াছে। **কোথা রূপ দরশন**—রূপ-দর্শন কোথায়? অর্থাৎ রূপ-দর্শন করিবেন কি? তিনি "করয়ে ক্রন্দন"।

সকল-অঙ্গনে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥ ৫৫
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করায়ে স্থির, তবু নহে স্থিরে ॥ ৫৬
"বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ!
পাতকীরে কর কৃপা, পড়িলুঁ তোমাত ॥ ৫৭
নির্গুণ অধম সর্ব্ব-জাতি-বহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু! তোমার চরিত ॥ ৫৮
দেখিলে পাতক মোরে, পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু! তোমার আখ্যান ॥ ৫৯
এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে ॥ ৬০
কীটতুল্য হয় তভু তারে নাহি ছাড়'।
ইহাতে অন্যথা হইলে নরেন্দ্রেরে পাড়' ॥ ৬১
এহ বল নাহি মোর,—স্মরণ-বিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র—রাখ তুমি দীন ॥ ৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৬-৫৭। **চেতন্য করায়ে স্থির**—শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে স্থির করাইতে থাকেন। **তোমাত**—তোমাতে, তোমার চরণে। এই ৫৭-পয়ার হইতে ৮২ পয়ার পর্যন্ত প্রভুর চরণে হরিদাসের দৈন্যোক্তি।

৫৮। **নির্গুণ**—সর্ব সদ্‌গুণহীন। **সর্ব্বজাতি-বহিষ্কৃত**—সমস্ত হিন্দু জাতির বহির্ভূত। যবন-কুলে জন্ম বলিয়াই শ্রীহরিদাস এ-কথা বলিয়াছেন। ১।১১।২৩৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৯। **দেখিলে ইত্যাদি**—আমাকে দর্শন করিলে দর্শকের পাপ হয়, আমাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এত অধম আমি। ইহা হইতেছে হরিদাস-ঠাকুরের ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যোক্তি। **আখ্যান**—বিবরণ, গুণকীর্তন।

৬০-৬১। **এক সত্য ইত্যাদি**—প্রভু, তুমি নিজমুখে একটি সত্য (প্রতিজ্ঞা) করিয়াছ। কি সেই প্রতিজ্ঞা? "যে জন তোমার * * * নরেন্দ্রেরে পাড়"-বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে। **করে চরণ-স্মরণে**—চরণ স্মরণ করেন। **কীটতুল্য হয়**—যিনি তোমার চরণ স্মরণ করেন, তিনি যদি কীটের ন্যায় তুচ্ছ নগণ্য (বিদ্যা, ধন, রূপ, কুলাদি নাই বলিয়া লোক-সমাজে তুচ্ছ, নগণ্য) বলিয়াও লোক-সমাজে পরিগণিত হয়েন, **তভু**—তথাপি, তুমি **তারে নাহি ছাড়**—তাঁহাকে পরিত্যাগ কর না, তাঁহাকে তুমি তোমার চরণেই রাখিয়া দাও। **ইহাতে অন্যথা ইত্যাদি**—যিনি তোমার চরণ স্মরণ করেন না, তিনি যদি নরেন্দ্রও (রাজাও—সুতরাং লোক-সমাজে অত্যন্ত গণ্য-মান্যও) হয়েন, তথাপি তুমি তাঁহাকে পাড় (অধঃপতিত কর, তাঁহার নিপাত কর)। "তভু"-স্থলে "যদি"-পাঠান্তর। অর্থ—কীটতুল্য হয় যদি।

৬২। **এই বল নাহি মোর**—আমার এই বল (শক্তি, সামর্থ্য বা যোগ্যতা) নাই। তোমার স্মরণ করিলে তোমার যে-কৃপা পাওয়া যায়, সেই কৃপা পাওয়ার যোগ্যতা আমার নাই। যেহেতু, আমি **স্মরণ-বিহীন**—তোমার চরণ-স্মরণ-বিহীন, তোমার চরণ-স্মরণ আমি কখনও করি নাই। আমি তোমার চরণ-স্মরণের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। **স্মরণ করিলে ইত্যাদি**—যিনি তোমার চরণ স্মরণ করেন, তিনি দীন-দরিদ্র—সর্ববিষয়ে হীন—হইলেও একমাত্র তাঁহাকেই তুমি রক্ষা কর। আমি সর্ববিষয়ে হীন বটে; কিন্তু আমি তো তোমার চরণ স্মরণ করি না; সুতরাং তোমার কৃপালাভের শক্তি, বা সামর্থ্য, বা যোগ্যতা, আমার কোথায়? পরবর্তী ৬৩-৮০ পয়ারে স্মরণের প্রভাব কথিত হইয়াছে।

সভা-মধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন ॥ ৬৩
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥ ৬৪
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত ॥ ৬৫
কোন-কালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে ॥ ৬৬
স্মরণ-প্রভাবে তুমি আবির্ভাব হৈয়া।
করিলা সভার শান্তি বৈষ্ণবী তারিয়া ॥ ৬৭
হেন-তুয়া-স্মরণ-বিহীন মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ দেহ' বাপ ! ৬৮
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে পাথরে বাঁন্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥ ৬৯
প্রহ্লাদ করিল তোর চরণ-স্মরণ।
স্মরণ-প্রভাবে সর্ব্ব-কৃত্যা বিমোচন ॥ ৭০
কারো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কারো তেজ নাশ।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥ ৭১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৩-৬৫। এই তিন পয়ারে দ্রৌপদীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণের মহিমা কথিত হইয়াছে।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া দুর্যোধনের সহিত পাশক-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির হারিয়া গেলেন। তখন পণের সর্তানুসারে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দুর্যোধনের রাজসভায় আনিয়া তাঁহার বস্ত্রাকর্ষণ করিতেছিলেন। রাজসভায় বিবসনা হওয়ার ভয়ে দ্রৌপদী বিপত্তারণ গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া "গোবিন্দ গোবিন্দ" বলিয়া উচ্চ-স্বরে গোবিন্দকে ডাকিতেছিলেন। শ্রীগোবিন্দ তখন দ্বারকাতে। কিন্তু বহুদূরবর্তী হইলেও দ্রৌপদীর স্মরণ-প্রভাবে শ্রীগোবিন্দ সকলের অদৃশ্যরূপে দুর্যোধনের রাজসভায় আসিয়া দ্রৌপদীর বস্ত্রে প্রবেশ করিলেন ; তাহার ফলে দ্রৌপদীর বস্ত্র অনন্ত—অসীম—হইয়া গেল। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া পুঞ্জীভূত করিলেন ; কিন্তু দ্রৌপদীকে বিবসনা করিতে পারিলেন না। মহাভারতের সভাপর্বে ৬৮-অধ্যায়ে এই বিবরণ কথিত হইয়াছে। **বিবসন**—বসনহীন, নগ্ন, উলঙ্গ। **দুর্য্যোধন দুঃশাসন**—দুর্যোধন ও দুঃশাসন। **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী। **দুরন্ত**—দুষ্ট ; দুর্যোধন ও দুঃশাসনাদি। **তথাপিহ না জানিল ইত্যাদি**—দ্রৌপদীর অঙ্গ হইতে এত বস্ত্র আকর্ষণ করা সত্ত্বেও দ্রৌপদী কেন বিবসনা হইলেন না, দুর্যোধন-দুঃশাসনাদি দুষ্ট লোকগণ তাহা জানিতে পারিলেন না।

৬৬-৬৭। এই দুই পয়ারে পার্বতীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণের মহিমা কথিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে, কি অবস্থায় ডাকিনীগণ, পার্ব্বতীকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আর ভগবান্ কিভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বহু অনুসন্ধানেও আপাতত স্থির হইয়া উঠিল না।" **বৈষ্ণবী তারিয়া**—বৈষ্ণবী পার্বতীকে রক্ষা করিয়া।

৬৮। **হেন-তুয়া-স্মরণ-বিহীন**—এতাদৃশ তোমার স্মরণহীন। **মুঞি পাপ**—মূর্তিমান্ পাপ-সদৃশ আমি। "শরণ"-স্থলে "স্মরণ"-পাঠান্তর।

৬৯-৭১। এই তিন পয়ারে প্রহ্লাদকর্তৃক ভগবৎ-স্মরণের মহিমা কথিত হইয়াছে। ২।৬।১২০-

পাণ্ডুপুত্র স্মঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে॥ ৭২
চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির! হের দেখ-আমি।
আমি দিব মুনি-ভিক্ষা, বসি থাক তুমি॥ ৭৩
অবশেষ এক শাক আছিল হাণ্ডীতে।
সন্তোষে খাইলা নিজ ভকত রাখিতে॥ ৭৪
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে'।
সেই মত সব ঋষি পলাইলা জলে॥ ৭৫
স্মরণ-প্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক সব স্মরণ-কারণ॥ ৭৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **হিরণ্য**—হিরণ্যকশিপু। **কৃত্যা**—অভিচারোৎপন্ন দেবতাবিশেষ। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের উপর অভিচার প্রয়োগও করিয়াছিলেন। অভিচার হইতেছে—অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র-যন্ত্রাদির সহায়তায় নিষ্পন্ন মারণ ও উচ্চাটনাদি হিংসাত্মক কর্ম। অভিচার—"অথর্ব্ববেদোক্তমন্ত্র-যন্ত্রাদি-নিষ্পাদিত-মারণোচ্চাটনাদি-হিংসাত্মক-কর্ম্ম। ইতি ভরতঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" "কৃত্যা"-স্থলে "দুঃখ"-পাঠান্তর। **কারো বা ভাঙ্গিল ইত্যাদি**—হিরণ্যকশিপুর অনুচরদিগের মধ্যে কাহারও দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, কাহারও বা তেজ (শক্তি) নষ্ট হইল। **তুমি হইলা প্রকাশ**—নৃসিংহদেবরূপে তুমি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলে।

৭২-৭৬। এই পাঁচ পয়ারে পাণ্ডুপুত্রকর্তৃক ভগবৎ-স্মরণের মহিমা কথিত হইয়াছে। ভা. ১।১৫।১১-শ্লোকে কথিত হইয়াছে, "যো নো জুগোপ বন এত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ্দুর্ব্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ। শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ॥ —অর্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে বলিয়াছিলেন—যে-দুর্বাসা মুনি অযুত-শিষ্যের অগ্রে তাঁহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন, আমাদের শত্রু দুর্যোধন তাঁহার দুরন্ত শাপে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহাতে যিনি (যে-শ্রীকৃষ্ণ) বনে গমন করিয়া ঐ ঋষির শাপরূপ মহাবিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যিনি (যে-শ্রীকৃষ্ণ) আসিয়া আমাদের ভোজনপাত্র-সংলগ্ন অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ শাকান্নমাত্র স্বয়ং ভোজন করিয়াছিলেন, তাহাতেই মধ্যাহ্নিকক্রিয়ার্থ জলমগ্ন ঋষিগণ ত্রিলোকীকে পরিতৃপ্ত মনে করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ মহাভারতের যে-বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। এক সময়ে দুর্যোধন সশিষ্য দুর্বাসা মুনিকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। দুর্বাসা পরিতৃপ্ত হইয়া দুর্যোধনকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে দুর্যোধন তাঁহাকে বলিলেন,—আমি অন্য কোনও বর চাই না। দয়া করিয়া আমাকে যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই বরটি দিউন। যুধিষ্ঠির আমাদের কুলের মুখ্য। আপনি আপনার অযুত শিষ্যের সহিত, দ্রৌপদী যাহাতে ক্ষুধায় কষ্ট না পায়েন, এজন্য দ্রৌপদীর আহারের পরে, যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন করিবেন। তদনুসারে দুর্বাসা এক দিন স্বীয় শিষ্যবর্গের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া মধ্যাহ্নাহারের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দুর্বাসা মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে গেলেন। তখন কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজন হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে ঋষিগণের উপস্থিতি দেখিয়া দ্রৌপদী

অখণ্ড স্মরণ-ধর্ম্ম ইহা-সভাকার।
তেঞি চিত্র নহে ইহা-সভার উদ্ধার॥ ৭৭
অজামিল—স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-হীন তাহা বই নাহি আর॥ ৭৮
দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি পুত্রমুখ।
স্মঙরিল পুত্রনাম 'নারায়ণ'-রূপ॥ ৭৯
সেই ত স্মরণে সব খণ্ডিল আপদ।
তেঞি চিত্র নহে—ভক্ত স্মরণ-সম্পদ॥ ৮০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোড়স্থা রুক্মিণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রৌপদীর নিকটে উপনীত হইলেন। কাতরভাবে দ্রৌপদী তাঁহার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমিও ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে কিছু খাইতে দাও। লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়া দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—সূর্যের নিকট হইতে আমি যে-স্থালী পাইয়াছি, যে-পর্যন্ত আমার ভোজন না হয়, সে-পর্যন্তই তাহাতে অক্ষয্য অন্ন থাকে; কিন্তু আমার ভোজনের পরে তাহাতে আর কিছুই থাকে না। সম্প্রতি আমি সকলকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিয়াছি; এখন আর কিছুমাত্র অন্ন নাই। এ-সকল কথা বলিয়া দ্রৌপদী অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ নির্বন্ধসহকারে তাঁহাকে ভোজন করাইবার কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদীর স্থালীও আনাইলেন। পাকপাত্র আনিয়া দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, স্থালীর কণ্ঠদেশে যৎকিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই ভোজন করিয়া বলিলেন—আহারের জন্য ঋষিদিগকে এখন আনয়ন কর। ঋষিদিগকে আনিবার জন্য ভীম গেলেন এবং আহারার্থ তাঁহাদের আগমন প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যৎকিঞ্চিৎ শাকান্ন ভোজন করিয়া যে নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করিয়াছিলেন, তাহাতেই ত্রিলোকীর—সশিষ্য দুর্বাসারও—তৃপ্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহারা মনে করিলেন, আমাদের তো মোটেই ক্ষুধা নাই; কিরূপে আহার করিব? অন্নাদি বৃথা পাক করান হইল; রাজা যুধিষ্ঠিরই বা কি মনে করিবেন? এইরূপ ভাবিয়া শিষ্যদের সহিত দুর্বাসা সেই স্থান হইতেই পলায়ন করিলেন। দুর্বাসার নিকটে বর-প্রার্থনাবিষয়ে দুর্যোধনের এইরূপ দুরভিসন্ধি ছিল যে, দ্রৌপদীর আহারের পর যদি দুর্বাসা যায়েন, তাহা হইলে বনবাসী পাণ্ডুপুত্রগণ তাঁহাকে কিছুই আহার করাইতে পারিবেন না; তখন কোপন-স্বভাব দুর্বাসা রুষ্ট হইয়া শাপানলে পাণ্ডবদিগকে ভস্মীভূত করিয়া দিবেন। "হৈলা হইয়া"-স্থলে "হৈয়া হইলা", "নিজ ভকত"-স্থলে "শাক সেবক" এবং "জলে"-স্থলে "ডরে"-পাঠান্তর। জলে—যেই জলাশয়ে ঋষিগণ স্নান-সন্ধ্যা করিতে গিয়াছিলেন, সেই জলাশয় হইতে। "সব"-স্থলে "তোর"-পাঠান্তর। মহাভারত, বনপর্ব, ২৬২-অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭৭। **অখণ্ড-স্মরণ-ধর্ম্ম** ইত্যাদি—পূর্বোল্লিখিত দ্রৌপদী, পার্বতী, প্রহ্লাদ, পাণ্ডুপুত্র প্রভৃতির ধর্মই হইতেছে তোমার অখণ্ড-স্মরণ (নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমার স্মরণ)। তেঞি চিত্র ইত্যাদি—সেজন্য ইহাদের উদ্ধার বিচিত্র নহে। তেঞি—তাহাতে, সেজন্য। চিত্র—বিচিত্র, আশ্চর্য।

৭৮-৮০। এই তিন পয়ারে অজামিলকর্তৃক স্বীয় পুত্রের নারায়ণ-নাম-স্মরণের মহিমা কথিত

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়াছে। ২।১।১৬১-পয়ারের টীকায় অজামিলের বিবরণ দ্রষ্টব্য। **তাহা বই নাহি আর**—অজামিল-ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। **দূতভয়ে**—যমদূতগণের ভয়ে। যমদূতগণ যখন অজামিলকে বাঁধিতে-ছিলেন, তখন তাঁহাদের ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ভীত হইয়া। **পুত্রস্নেহে** ইত্যাদি—নারায়ণ-নামক সর্বকনিষ্ঠপুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ নিকটে ক্রীড়ারত পুত্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া **স্মঙরিল** ইত্যাদি—"নারায়ণ"-রূপ পুত্রনাম স্মরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পুত্রের "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণ করিয়া পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন ; তাহাতেই তাহার "নারায়ণ"-নামের স্মরণ হইয়াছিল। **সেই ত স্মরণে** ইত্যাদি—যদিও তখন ভগবান্ নারায়ণের স্মৃতি অজামিলের ছিল না, নারায়ণ-নামক পুত্রের স্মৃতিই তাঁহার চিত্তে ছিল, তথাপি পুত্রকে ডাকিবার সময়ে পুত্রের "নারায়ণ"-নামটি স্মরণ করাতেই (সেই ত স্মরণে) অজামিলের সমস্ত আপদ (অশেষ পাপ-জনিত বিপদের) খণ্ডন হইয়াছিল। **তেঞি** (তাহাতে, সেজন্য) **ভক্ত-স্মরণ-সম্পদ**—ভগবানের এবং ভগবন্নামের, এমন কি নামাভাসেরও, স্মরণের ফলে ভক্ত যে-অপূর্ব সম্পদ (সৌভাগ্য) লাভ করেন, তাহা চিত্র (বিচিত্র, আশ্চর্যের বিষয়) নহে। এ-স্থলে স্মরণের অচিন্ত্য মহিমার কথাই বলা হইয়াছে। অজামিল বাস্তবিক ভগবান্ নারায়ণকে ডাকেন নাই ; তিনি ডাকিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রকে। পুত্রের নাম "নারায়ণ" ছিল বলিয়া পুত্রকে ডাকিবার জন্য তিনি "নারায়ণ"-শব্দের উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনও ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ছিল না, পুত্রকে ডাকিবার সময়ে নারায়ণ-নামক তাঁহার বালকের প্রতিই তাঁহার মন ছিল। "মতিঞ্চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে॥ ভা. ৬।১।২৭॥" যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাতে বিষ্ণুদূতগণের মুখে ভগবান্ হরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া এবং শুদ্ধ ভাগবত-ধর্মের কথা শুনিয়া যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের অন্তর্ধানের পরেই স্বীয় অশেষ-পাপের জন্য অজামিলের অনুতাপ জন্মিয়াছিল এবং ভগবানের প্রতিও ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল, তৎপূর্বে নহে। "অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ। ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্॥ ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ। অনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ॥ ভা. ৬।২।২৪-২৫॥" সুতরাং অজামিলকর্তৃক ভগবানের নাম করা হয় নাই, নামাভাসই করা হইয়াছে। "অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় নামাভাস॥ চৈ. চ. ৩।৩।৫৪॥" তথাপি যে অজামিল তাঁহার অশেষ পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুদূতগণের উক্তিতে তাহার হেতু দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিয়াছেন—"সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ভা. ৬।২।১৪॥—সঙ্কেতে (পুত্রাদির নামের সঙ্কেতে), কি পরিহাস-সহকারে, কিংবা স্তোভে (গীতালাপ-পূরণার্থ), অথবা হেলার সহিত (অবজ্ঞার সহিত)—যে-কোনও প্রকারে ভগবানের নাম উচ্চারিত হইলেই অশেষ-পাপ দূরীভূত হইয়া যায়। "সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্। নাম-ব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ ভা. ৬।২।১০॥—সমস্ত পাপীর পক্ষেই বিষ্ণু-নাম গ্রহণই হইতেছে সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। যেহেতু, নামের উচ্চারণ হইতে নামোচ্চারণকারীর বিষয়ে বিষ্ণুর মতি (এই নামোচ্চারণকারী আমার, আমাকর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষণীয়)। "তদ্বিষয়া নামোচ্চারক-

হেন তোর চরণ-স্মরণ-হীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু ! মোরে না ছাড়িবি তুঞি ॥ ৮১
তোমা' দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার।
এক বই প্রভু! কিছু না চাহিব আর ॥" ৮২
প্রভু বোলে "বোল বোল—সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার ॥" ৮৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পুরুষবিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্বতো রক্ষণীয় ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতি ॥ টীকায় শ্রীধরস্বামী ॥") এইরূপ মতি বিষ্ণুর জন্মে।" পুত্রাদির নাম করার উপলক্ষ্যে (পুত্রাদিতে সঙ্কেতিত) ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেও (অর্থাৎ নামাভাস উচ্চারণ করিলেও) ভগবান্ যখন মনে করেন, "এই উচ্চারণকারী লোক আমারই জন, আমাকর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষণীয়", তখন উচ্চারণকারীর পাপজনিত কোনও আশঙ্কাই থাকিতে পারে না, সমস্ত পাপ হইতেই তিনি উদ্ধার লাভ করেন। (অবশ্য যাঁহার নামাপরাধ নাই, তাঁহার পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য। অজামিলের অশেষ পাপ ছিল ; কিন্তু নামাপরাধ ছিল না)। অজামিল যে কেবল পাপ হইতেই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন তাহাই নহে ; নামাভাসের উচ্চারণের ফলে তিনি ভগবদ্ধামও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব-গোস্বামীই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ভা. ৬।২।৪৯ ॥ —পুত্রোপচারিত (পুত্রকে ডাকিবার কালে, পুত্রের "নারায়ণ"-নামের উপলক্ষ্যে) হরির নাম উচ্চারণ করিয়া ম্রিয়মাণ (মুমূর্ষু) অজামিলও (অজামিলের ন্যায় মহাপাপীও) ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধার সহিত (ভগবানের প্রতি মন রাখিয়া, ভগবানের নাম-জ্ঞানে, ভক্তির সহিত) নামোচ্চারণের মহিমা যে কত অধিক, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে ?"

৮১। পয়ারের তাৎপর্য। যাঁহারা তোমার চরণ স্মরণ করেন, এমন কি তোমার নামাভাসেরও স্মরণ করেন, তুমি সর্বতোভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক। কিন্তু আমি কখনও তোমার চরণ স্মরণ করি নাই ; তথাপি তুমি যে কৃপা করিয়া যবনদের অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছ, তাহা তোমার নিজের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি অদোষদর্শী, পতিত-পাবন ; তোমার চরণ-স্মরণহীন জনের প্রতিও তোমার অসাধারণ কৃপা। সেই ভরসাতেই প্রভু আমার এই প্রার্থনা, তুমি আমাকে ছাড়িবে না, তোমার চরণে আমাকে স্থান দিবে।

৮২। **তোমা দেখিবারে** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৫৩-পয়ারে প্রভুর রূপ দেখিবার জন্য প্রভু হরিদাসকে বলিয়াছিলেন্। সেই প্রসঙ্গেই হরিদাস দৈন্যসহকারে বলিতেছেন, তোমাকে (তোমার প্রকাশ বা রূপ) দেখিবার অধিকার (যোগ্যতা) আমার কোথায় ? **এক বই** ইত্যাদি—তোমার চরণে আমি একটিমাত্র বস্তুই প্রার্থনা করিব, তদতিরিক্ত কিছু চাহিব না (হরিদাসের প্রার্থনীয় বস্তুটির কথা পরবর্তী ৮৫-৯০-পয়ারসমূহে বলা হইয়াছে—বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনের ফলে তোমার রূপদর্শনের যোগ্যতা জন্মিতে পারে—ইহাই হরিদাসের অভিপ্রায়)।

৮৩। **সকল তোমার**—আমার দেয় বস্তু যত কিছু আছে, সমস্তই তোমার, অর্থাৎ তন্মধ্যে

কর-জোড় করি বোলে প্রভু হরিদাস।
"মুঞি অল্প-ভাগ্য প্রভু! করোঁ বড় আশ ॥ ৮৪
'তোমার চরণ ভজে—যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥ ৮৫
সেই সে ভোজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম্ম' ॥ ৮৬
তোমার স্মরণ-হীন পাপ-জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর ॥ ৮৭
এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহা-পদ চাহো—যে মোহর যোগ্য নয় ॥ ৮৮
প্রভু রে নাথ রে মোর বাপ বিশ্বম্ভর!
মৃত মুঞি, মোর অপরাধ ক্ষমা কর' ॥ ৮৯
শচীর নন্দন বাপ! কৃপা কর' মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত-ঘরে ॥" ৯০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যাহা কিছু তুমি চাহ, তাহাই আমি তোমাকে দিব। তোমারে অদেয় ইত্যাদি—তোমাকে দিতে আমার অনিচ্ছা হইবে, এমন কোনও বস্তুই আমার নাই।

৮৫। **তার অবশেষ**—তোমার চরণ-সেবাকারী তোমার ভক্তদের ভুক্তাবশেষ। **যেন ইত্যাদি**—যেন আমার গ্রাস (ভোজন) হয়, যেন আমি ভোজন করিতে পারি।

৮৬। **ক্রিয়া**—অবশ্যকর্তব্য কর্ম। **কুলধর্ম্ম**—বিভিন্ন জন্মে আমি যে-সকল বিভিন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করি, সেই সেই জন্মে তোমার ভক্তদের উচ্ছিষ্টভোজনই যেন আমার কুলধর্মে পর্যবসিত হয়।

৮৭। তাৎপর্য। আমি তোমার স্মরণহীন; সে-জন্যই পাপযোনিতে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু আমি পাপজন্মা হইলেও তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ভজনোপযোগী মনুষ্যদেহ দিয়াছ; আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ মনুষ্য-দেহোচিত ভজন-কার্য আমাদ্বারা সম্ভব হইতেছে না, সুতরাং আমার মনুষ্যদেহ-লাভের কোনও সার্থকতাই হইতেছে না। তোমার ভক্তের উচ্ছিষ্টদিয়া আমার এই দেহকে তুমি সফল (সার্থক) কর।

৮৮। তাৎপর্য। কিন্তু প্রভু, আমি মহাপাপী, নিতান্ত অধম। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজন হইতেছে মহা-সৌভাগ্যের কথা। আমি সেই সৌভাগ্যের যোগ্য নহি। তথাপি যে আমি তাহা চাহিতেছি, ইহাতে আমার অপরাধই হইতেছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। **মহা-পদ**—মহা সৌভাগ্য। **মোহর**—মোর, আমার।

৮৯। **মৃত মুঞি**—যথাদৃষ্টভাবে আমি জীবিত হইলেও আমার অবস্থা মৃত লোকের অবস্থার ন্যায়। মৃত লোক যেমন কোনও কাজ-কর্ম করিতে পারে না, কথাও বলিতে পারে না, আমিও তোমার কৃপায় মনুষ্যদেহ পাইয়াও মনুষ্যদেহের উপযোগী কোনও কাজই করিতেছি না, তোমার নাম-গুণাদির কথাও বলিতেছি না।

৯০। **কুক্কুর করিয়া ইত্যাদি**—এই জন্মে মনুষ্যদেহ পাইয়াও মনুষ্যদেহের অনুরূপ কোনও কাজই করি নাই; সুতরাং পরজন্মে মনুষ্যদেহ-লাভের সম্ভাবনা আমার নাই। এই জন্মে পশুর ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়-সুখদায়ক আহার বিহারেই মত্ত হইয়া রহিয়াছি; ইহার ফলে পরজন্মে আমাকে পশুযোনিতেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। শচীনন্দন! বাপ! আমার কর্মফল-অনুসারে তুমি আমাকে

প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃপুনঃ করে কাকু, না পুরয়ে আশ॥ ৯১
প্রভু বোলে "শুন শুন মোর হরিদাস!
দিবসেকো তোমা'সঙ্গে কৈল যেই বাস॥ ৯২
তিলার্দ্ধেকে তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা' পাইব, নাহিক অন্যথা॥ ৯৩
তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর আছি আমি তোমার শরীরে॥ ৯৪
তুমি-হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল॥ ৯৫
মোর স্থানে মোর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনি-অপরাধে তোরে ভক্তি দিল দানে॥" ৯৬
হরিদাস-প্রতি বর দিলেন যখনে।
জয় জয়-মহাধ্বনি উঠিল তখনে॥ ৯৭
জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥ ৯৮
যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম—সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে॥ ৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পশুযোনিতেই জন্ম দিও, কুক্কুরই করিও; কিন্তু প্রভু, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার কোনও ভক্তের গৃহের কুক্কুররূপে জন্ম দিও; তাহা হইলে সর্বভূতে দয়ালু সেই ভক্ত তাঁহার আহারের পরে তাঁহার ভুক্তাবশেষ আমাকে দিবেন, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব। পরবর্তী ৯২-৯৬-পয়ারসমূহে হরিদাসের প্রতি প্রভুর বরের কথা বলা হইয়াছে। হরিদাসের মুখে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের মহিমাই খ্যাপিত হইয়াছে। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত-অবশেষ তিন মহাবল॥ চৈ. চ. ৩।১৬।৫৫॥"

৯৪। নিরন্তর ইত্যাদি—"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥ চৈ. চ. ১।১।৩০॥" "আছি"-স্থলে "থাকি"-পাঠান্তর।

৯৬। বিনি অপরাধে ইত্যাদি—আমার নিকটেও তোমার কোনও অপরাধ নাই, আমার কোনও ভক্তের নিকটেও তোমার কোনও অপরাধ নাই। আমি তোমাকে ভক্তি (প্রেমভক্তি) দান করিলাম। "ভক্তি দিল"-স্থলে "ভক্তি দিলাঙ বর"-পাঠান্তর।

৯৮-৯৯। জাতি—ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতিতে জন্ম। কুল—মহাবংশে জন্ম। ক্রিয়া—লৌকিক মহৎকর্ম। ধন—প্রচুর ধনসম্পত্তি। কিছু নাহি করে—কেবল জাতি-কুলাদিদ্বারাই কিছু হয় না, পারমার্থিক মঙ্গল হয় না। শ্রীকৃষ্ণচরণ পাওয়া যায় না। প্রেমধন আর্ত্তি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম-ব্যতীত এবং সেই প্রেমের ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি বা উৎকণ্ঠা-ব্যতীত কখনও কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। সর্ব্বশাস্ত্রে কহে—শাস্ত্রপ্রমাণ, যথা। "শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধমঃ॥ হ. বি. ১০।৬৮-ধৃত শ্রীমার্কণ্ডেয়োক্তি॥ —হে রাজন্! বিষ্ণুভক্ত শ্বপচও দ্বিজ (বিপ্র) হইতে শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুভক্তিহীন যতিও শ্বপচ অপেক্ষা অধম॥", "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য; শূদ্রো বা যদিবেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥ হ. ভ. বি. ১০।৭৮-ধৃত কাশীখণ্ড-বচন॥ —হরিভক্তি-পরায়ণ হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি ইতর (অন্ত্যজ)—যে কোনও জাতিই হউক না কেন, তাঁহাকে সর্বোত্তমোত্তম বলিয়া জানিবে।",

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"সঙ্কীর্ণ যো নরঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে। ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ হ. ভ. বি. ১০।৯২-ধৃত দ্বারকামাহাত্ম্য-বচন॥ —হরিভক্তি-পরায়ণ হইলে বর্ণসঙ্কর জাতিও পরম-পবিত্র হয়; কিন্তু জনার্দনে ভক্তিহীন হইলে কুলীন ব্যক্তিরাও ম্লেচ্ছতুল্য হইয়া থাকে।", "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ হ. ভ. বি. ১০।১১২-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য॥ —লোক-সমাজে শ্বপচকে যেমন কেহ দর্শন করে না, তদ্রূপ অবৈষ্ণব বিপ্রকেও দর্শন করিবে না। বৈষ্ণব ব্যক্তি বর্ণবহির্ভূত হইলেও ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত বলিয়াই পরিগণিত। জনার্দনে ভক্তিহীন ব্যক্তিরা যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহারা শূদ্র বলিয়া গণনীয়।" "ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥ হ. ভ. বি. ১০।৯১-ধৃত ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্য॥ —মদ্ভক্তিহীন চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নহেন। আমার ভক্ত হইলে শ্বপচও আমার প্রিয় হয়েন। ভক্ত শ্বপচকেই দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে, ভক্ত শ্বপচও আমার ন্যায়ই পূজনীয়।", "বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥ হ. ভ. বি. ১০।১০৬-ধৃত বৃহন্নারদীয়-বাক্য॥ —যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিবিহীন, তাঁহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিকীর্তিত হয়েন। হরিভক্তি-পরায়ণ হইলে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ।", "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্। মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ভা. ৭।৯।১০॥ —প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, যিনি তাঁহার মন, বাক্য, চেষ্টা (কর্ম), অর্থ এবং প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ শ্বপচও, দ্বাদশ-গুণান্বিত, অথচ পদ্মনাভ-ভগবানের চরণারবিন্দ-বিমুখ বিপ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি; যেহেতু, তাদৃশ শ্বপচ (স্বীয় ভক্তির প্রভাবে নিজে তো প... হয়েনই) তাঁহার কুলকেও পবিত্র করেন; কিন্তু (ভক্তিহীন বলিয়া সেই দ্বাদশ-গুণান্বিত) বহুগর্বী বিপ্র (নিজেকেও পবিত্র করিতে পারেন না, এবং) তাঁহার কুলকেও পবিত্র করিতে পারেন না।", "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ভা. ৩।৩৩।৬-৭॥ —জননীদেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবের নিকটে বলিয়াছেন, হে ভগবন্! যে-তোমার নাম শ্রবণ করিলে, কীর্তন করিলে, কখনও যে-তোমাকে নমস্কার করিলে, বা যে-তোমার স্মরণ করিলে, শ্বপচও (কুক্কুর-মাংসভোজীকুলে জাত লোকও) সদ্যঃ যবন-যাগের যোগ্যতা লাভ করে, সেই তোমার দর্শনের যে কি মহৎ ফল, তাহা আর কি বলিব? অতএব, অহো! যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান থাকে, সেই শ্বপচও গরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। যাঁহারা তোমার নাম কীর্তন করেন, তাঁহাদের তপস্যা, হোম, সর্বতীর্থে স্নান, সদাচার-পালন এবং সর্ববেদ-পাঠ হইয়া গিয়াছে।" এইরূপ বহু প্রমাণ শাস্ত্রে বিদ্যমান; বাহুল্য-বোধে আর উদ্ধৃত হইল না।

এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ ॥ ১০০

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে ॥ ১০১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০০। **এই তার প্রমাণ**—যে-কোনও কুলেই জন্ম হউক না কেন, বৈষ্ণব যে সর্বোত্তম, তাহার প্রমাণ হইতেছে **যবন হরিদাস**—যবনকুলে জাত হরিদাস। যেহেতু, **ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ ইত্যাদি**—ব্রহ্মাদিও ভগবানের যে-প্রকাশ (রূপ) দর্শন করিতে পায়েন না, হরিদাস তাহা দেখিয়াছেন। **পরকাশ**—প্রকাশ, রূপ।

১০১। **জাতিবুদ্ধি করে**—যে-জাতিতে বৈষ্ণবের জন্ম, বৈষ্ণবকে সেই জাতির লোক বলিয়া মনে করে। যেমন, যবনজাতিতে হরিদাসের জন্ম হইয়াছে বলিয়া পরম-বৈষ্ণব হরিদাসকে, অন্যান্য যবনের ন্যায়, যবন বলিয়া মনে করা হইতেছে হরিদাসে জাতিবুদ্ধি পোষণ করা। যে-লোক বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পোষণ করে, সে **জন্ম জন্ম ইত্যাদি**—জন্মের পর জন্ম অধমযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ হ. ভ. বি. ১০।৮৬-ধৃত ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীলোমেশবাক্য ॥ —কোনও ভগবদ্ভক্ত শূদ্রকুলে বা নিষাদকুলে, অথবা শ্বপচকুলে. জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও, যে-ব্যক্তি তাঁহার প্রতি জাতিসামান্যরূপে দৃষ্টি করে (অর্থাৎ সেই-সেই জাতির অন্যান্য লোকগণ যেমন শূদ্র, নিষাদ, বা শ্বপচ, ইনিও তদ্রূপ শূদ্র, নিষাদ, বা শ্বপচ, —এইরূপ মনে করে এবং তাঁহার সম্বন্ধে তদ্রূপ আচরণ করে), সেই ব্যক্তির যে নরকে গমন হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।" ইহার হেতু হইতেছে এই। মায়াবদ্ধ জীব বা জীবা[illegible] কর্মফল অনুসারেই প্রারব্ধ-কর্মফল-ভোগের উপযোগী দেহে প্রবেশ করে। সেই দেহেরই জন্ম হয়, জ[illegible]াত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ গীতা ॥ ২।২০ ॥ —এই জীবাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জীবাত্মা একবার উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইবে না। জন্মরহিত বলিয়া জীবাত্মা হইতেছে অজ, নিত্য, শাশ্বত, (রূপান্তর নাই বলিয়া) পুরাণ। দেহ বিনষ্ট হইলেও জীবাত্মার বিনাশ হয় না।" দেহেরই জন্ম, দেহেরই মৃত্যু, দেহেরই হ্রাস-বৃদ্ধি। জীবাত্মা দেহের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া তাহাকে "দেহী" বলা হয়। "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ গীতা ॥ ২।২২ ॥ —মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ দেহীও জীর্ণ (প্রারব্ধ কর্মভোগ হইয়া গেলে, পরবর্তী ফলোন্মুখ কর্মভোগের পক্ষে অনুপযোগী) দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন (ফলোন্মুখ কর্ম-ভোগের উপযোগী) দেহ পরিগ্রহ করে।" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, দেহেরই জন্ম—সুতরাং দেহেরই জাতি। দেহীর বা জীবাত্মার জন্ম নাই বলিয়া তাহার কোনও জাতি নাই। কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহ—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি, বা বৃক্ষ-লতাদির দেহও হইতে পারে। একই দেহী বা জীবাত্মা মনুষ্য-পশু-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-লতাদির দেহেও প্রবেশ করিতে পারে; সুতরাং

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

একই দেহীর ভিন্ন ভিন্ন দেহ মনুষ্য-পশু-তৃণ-লতাদি জাতিরূপে পরিচিত হইতে পারে, মনুষ্যের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-জাতিরূপে পরিচিত হইতে পারে; কিন্তু দেহী বা জীবাত্মা তত্তজ্জাতিরূপে পরিচিত হয় না; যেহেতু দেহীর জন্ম নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্র-বৈশ্য, কিংবা নিষাদ-শ্বপচাদি হইতেছে দেহের পরিচয়, দেহীর বা জীবাত্মার পরিচয় নহে। আবার, দেহী বা জীবাত্মা হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ (গীতা॥ ৭।৫)। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় জীবাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ—সনাতন অংশও—বলা হইয়াছে (গীতা॥ ১৫।৭)। শক্তির স্বরূপগত ধর্ম হইতেছে কেবল শক্তিমানেরই প্রীতিময়ী সেবা এবং অংশেরও স্বরূপগত ধর্ম হইতেছে কেবল অংশেরই প্রীতিময়ী সেবা। জীবাত্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ, তখন জীবাত্মারও স্বরূপগত ধর্ম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতিময়ী সেবা; সুতরাং স্বরূপতঃ জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। অত এব জীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে স্বরূপগত অধিকার আছে। জীবাত্মার বা জীবস্বরূপের যখন জাতি-কুল নাই, দেহেরই যখন জাতি-কুল, তখন জীবাত্মা যে-দেহেই অবস্থান করুক না কেন, সেই দেহেই তাহার শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অধিকার আছে। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥ চৈ. চ. ৩।৪।৬৩॥" শ্রীমদ্ভাগবতেও কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খশাদি এবং অন্যান্য পাপযোনিজাত লোকদের ভজনের কথা দৃষ্ট হয়। "কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ভা. ২।৪।১৮॥" শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাতেও অনুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯।৩২॥—হে পার্থ! যাঁহারা পাপযোনি (হীনকুল জাত), যাঁহারা স্ত্রীলোক, যাঁহারা শূদ্র, তাঁহারাও আমার সেবা করিয়া পরাগতি (শ্রেষ্ঠ গতি) লাভ করিয়া থাকে।" প্রশ্ন হইতে পারে, হীনকুলজাত শ্বপচাদিও শ্রীকৃষ্ণভজনে অধিকারী, শ্বপচাদিও ভগবদ্ভক্ত হইতে পারেন, ইহা স্বীকার করিলেও, যে-কর্মের ফলে তাঁহারা শ্বপচাদি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্বপচাদি-দেহ লাভ করিয়াছেন, যতদিন তাঁহারা সেই দেহে থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত তো তাঁহাদের শ্বপচাদি-দেহই থাকিবে; সুতরাং ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদিগকে শ্বপচাদি বলিয়া মনে করিলে নরকগমন হইবে কেন? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—"ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ভা. ১১।১৪।২১॥ —আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা ভক্তি শ্বপচকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। (সম্ভবাৎ জাতি-দোষাদপি ইত্যর্থঃ॥ শ্রীধরস্বামী)।" ভগবন্নিষ্ঠা ভক্তি যখন শ্বপচকেও তাঁহার জাতিদোষ ঘুচাইয়া তাঁহাকে পবিত্র করে, তখন শ্বপচকুলে জাত কোনও লোক ভগবদ্ভক্ত হইলে তখন তাঁহার দেহ আর শ্বপচ-দেহ থাকে না; সুতরাং অন্যান্য শ্বপচদের ন্যায় তিনি তখন আর শ্বপচরূপে গণ্য হইতে পারেন না। তিনি তখন পরম-ভাগবত। তাঁহাকে শ্বপচ বলিয়া মনে করিলে ভক্তির মহিমা-খর্ব-করণরূপ অপরাধে অধঃপতন বা নরক-গমনাদি অনিবার্য। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং সদাচার-পরায়ণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য যবনকুলজাত হরিদাস-ঠাকুরকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মনে করিয়া শ্রাদ্ধপাত্র

হরিদাস-স্তুতি-বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ ১০২
এ বচন মোর নহে, সর্ব্ব-শাস্ত্র কহে।
ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়ে'॥ ১০৩
মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস-স্মরণে সকল পাপ-ক্ষয়॥ ১০৪
কেহো বোলে "চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।"
কেহো বোলে "প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥" ১০৫

সর্ব্ব-মতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস॥ ১০৬
ব্রহ্মা শিব হরিদাস-হেন ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥ ১০৭
হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥ ১০৮
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব-জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥ ১০৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভোজন করাইয়াছিলেন। তিনি হরিদাস-ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন। এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥ চৈ. চ. ৩৷৩৷২০৯॥"

১০২। **হরিদাস-স্তুতি-বর**—হরিদাসের গৌর-স্তুতির কথা এবং হরিদাসের প্রতি গৌরের বরের কথা।

১০৩। **এ-বচন মোর নহে**—গ্রন্থকার বলিতেছেন, পূর্বপয়ারোক্তি তাঁহার নিজের কথা নহে; পরন্তু **সর্ব্ব-শাস্ত্র কহে**—সমস্ত শাস্ত্রই বলেন যে, **ভক্তাখ্যান ইত্যাদি**—ভক্তাখ্যান (ভক্তের আখ্যান বা বিবরণ, ভক্তচরিত) শ্রবণ করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা বিদুর মৈত্রেয় মুনির নিকটে বলিয়াছিলেন—"শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ। তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-পদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥ ভা. ৩৷১৩৷৪॥—যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজিত, তাঁহাদের গুণানুশ্রবণই (তাঁহাদের চরিত-কথা শ্রবণই) হইতেছে বহুকাল পর্যন্ত বহুশ্রমে গুরুমুখে শ্রুতবস্তুর (অর্থাৎ অধ্যয়নাদির) অর্থ বা প্রয়োজন এবং পণ্ডিতগণ সেই চরিত-কথারই যথার্থরূপে স্তব করিয়া থাকেন।"

১০৪। "হরিদাস জয়"-স্থলে "হরিদাস-ঠাকুর" এবং "স্মরণে সকল"-স্থলে "পরশনে সর্ব্ব" পাঠান্তর। **পরশনে**—স্পর্শে।

১০৫। এই পয়ারে গ্রন্থকার নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন নাই, কোনও কোনও ভক্তের কথাই বলিয়াছেন। **কেহো বোলে চতুর্ম্মুখ ইত্যাদি**—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; তদ্রূপ হরিদাসও গৌরের স্তব করিয়া গৌরের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন; ইহা দেখিয়া কোনও কোনও ভক্ত মনে করিয়াছেন **চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস**—হরিদাস যেন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা; চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন, হরিদাসও তেমনি গৌরের স্তব করিয়াছেন। **কেহো বোলে প্রহ্লাদের ইত্যাদি**—প্রহ্লাদ যেমন হিরণ্যকশিপুর এবং তাঁহার অনুচর-দিগের অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন, ভগবানের কৃপায় অসুরদের অত্যাচারের যাতনা যেমন প্রহ্লাদকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, তদ্রূপ হরিদাসও যবনদের অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য

প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনুমান।
এইমত হরিদাস নীচ-জাতি-নাম ॥ ১১০
হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বূল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ১১১
বসি আছে মহাজ্যোতি খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতি নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে ॥ ১১২
অদ্বৈতের ভিতে চা'হি হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তাঁর কহে প্রকাশিয়া ॥ ১১৩

"শুন শুন আচার্য্য ! তোমারে নিশাভাগে।
ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে ? ১১৪
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলে অপার ॥ ১১৫
গীতা শাস্ত্র পঢ়াও—বাখান' ভক্তি মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে বা আছে পাত্র ? ১১৬
যে শ্লোকের ব্যাখ্যায় নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকেরে না দেহ' দোষ, ছাড়' সর্ব্ব-ভোগ ॥ ১১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিয়াছেন, প্রভুর কৃপায় যবনদের অত্যাচারের যাতনা হরিদাসকে স্পর্শও করিতে পারে নাই—ইহা শুনিয়া কোনও কোনও ভক্ত মনে করিলেন, হরিদাস প্রহ্লাদের যেন পরকাশ—হরিদাস যেন প্রহ্লাদেরই এক প্রকাশ, প্রহ্লাদই যেন এক স্বরূপে হরিদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হরিদাস-ঠাকুর-সম্বন্ধে মুরারিগুপ্ত এবং কর্ণপূর যাহা বলিয়াছেন, তাহা ১।১১।২৩৭-পয়ারের টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

১১০। **প্রহ্লাদ যেমন নামে মাত্র**—দৈত্যকুলে উদ্ভূত বলিয়া প্রহ্লাদ যেমন নামেমাত্র দৈত্য, বানরকুলে জন্ম বলিয়া হনুমান যেমন নামেমাত্র বানর, তদ্রূপ যবনকুলে জাত বলিয়া হরিদাসও নামে-মাত্র নীচ জাতি ; বস্তুতঃ পরম ভক্ত বলিয়া জন্ম-জাতির-উল্লেখে তাঁহাদের পরিচয় সঙ্গত নয়, তাহাতে তাঁহাদের পরিচয় হয়ও না। **কপি**—বানর।

১১৩। **ভিতে**—দিকে। **মনের-বৃত্তান্ত**—পরবর্তী ১১৪-২৩-পয়ারসমূহে এই বৃত্তান্ত (বিবরণ) কথিত হইয়াছে।

১১৬। "গীতা-শাস্ত্র"-স্থলে "সর্ব্বশাস্ত্র"-পাঠান্তর। **বাখান**—ব্যাখ্যা কর। **বাখান ভক্তিমাত্র**—একমাত্র ভক্তিই ব্যাখ্যা কর, অর্থাৎ শাস্ত্র পড়াইবার সময়ে তুমি কেবলমাত্র ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থই প্রকাশ কর, অন্য কোনরূপ অর্থ প্রকাশ কর না। "কেবা আছে পাত্র"-স্থলে "নাহি কেহো পাত্র"-পাঠান্তর। **পাত্র**—যোগ্য অধিকারী।

১১৭। "ব্যাখ্যায়"-স্থলে "অর্থে"-পাঠান্তর। **নাহি পাও ভক্তিযোগ**—ভক্তিযোগ (অর্থাৎ ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থ) পাও না (বাহির করিতে পার না)। **শ্লোকেরে না দেহ দোষ**—যে-শ্লোকের অর্থে ভক্তিতাৎপর্য তুমি দেখিতে পাও না, তুমি সেই শ্লোকের কোনও দোষ দাও না। তুমি মনে কর—"শ্লোকটি ভক্তি-তাৎপর্যহীন হইতে পারে না ; আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি শ্লোকের ভক্তিতাৎপর্য দেখিতে পাইতেছি না।" এইরূপ মনে করিয়া তুমি **ছাড় সর্ব্বভোগ**—দেহের ভোগ্যবস্তু, আহারাদি পরিত্যাগ কর।

দুঃখ পাই সুতি থাক করি উপবাস।
তবে আমি তোমা' স্থানে হই পরকাশ ॥ ১১৮
তোমার উপাসে মুঞি মানোঁ উপবাস।
তুমি মোরে যেই দেহ' সেই মোর গ্রাস ॥ ১১৯
তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথা কহি ॥ ১২০
উঠ উঠ আচার্য্য ! শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ, এই পাঠ, নিঃসন্দেহ জান ॥ ১২১
উঠিয়া ভোজন কর, না কর' উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ ॥ ১২২
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি, তুমি যেন মানহ স্বপন ॥" ১২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৮। **দুঃখ পাই**—শ্লোকের ভক্তিতাৎপর্য উপলব্ধি করিতে অসামর্থ্যবশতঃ দুঃখ অনুভব করিয়া। **সুতি থাক**—শুইয়া থাক। **হই পরকাশ**—আমি নিজেকে প্রকাশ করি, আত্ম-প্রকাশ করি। তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকি।

১১৯। **উপাসে**—উপবাসে। **মুঞি মানোঁ উপবাস**—আমি আমার নিজের উপবাস মনে করি। যেহেতু **তুমি মোরে যেই** ইত্যাদি—তুমি আমাকে যাহা দাও, তাহাই আমি ভোজন করিয়া থাকি। আহার-কালে তুমি সর্বাগ্রে আমাকে ভোজ্যদ্রব্য নিবেদন কর; আমি তাহা ভোজন করি। তুমি যদি আহার না কর; আমাকেও কিছু নিবেদন কর না; সুতরাং আমারও উপবাস হয়। ভক্তের প্রীতিরস-নিষিক্ত নিবেদিত দ্রব্যই ভগবান্ ভোজন করেন, অভক্তের কোনও দ্রব্য তিনি ভোজন করেন না। কেন না, অভক্তের দ্রব্যে প্রীতিরস মিশ্রিত থাকে না; ভক্তের প্রীতিরসের জন্যই ভগবানের লোভ। অথবা, তোমার উপবাসে দুঃখ আমিই অনুভব করি।

১২০। **তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ**—তোমার স্বল্পমাত্র দুঃখও। **নাহি সহি**—সহ্য করিতে পারি না। **স্বপ্নে**—তুমি যখন উপবাস করিয়া শুইয়া থাক, তখন তোমার নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নযোগে; "আমি তোমার সহিত কথা কহি (বলি)।" "আমি"-স্থলে "আসি"-পাঠান্তর। কি কথা বলেন, তাহা পরবর্তী পয়ারত্রয়ে বলা হইয়াছে।

১২২। **তোমার লাগিয়া** ইত্যাদি—তোমার জন্য আমি শ্লোকের পাঠ এবং অর্থ তোমার নিকটে প্রকাশ করিব।

১২৩। **আমি বলি** ইত্যাদি—শ্লোকের পাঠ এবং অর্থ আমি বাস্তবিকই তোমার নিকটে বলিয়া থাকি (অথবা বাস্তবিক আমিই বলিয়া থাকি); কিন্তু তুমি তাহাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে কর; অর্থাৎ আমিই যে তোমাকে শ্লোকের পাঠ ও অর্থ জানাইয়াছি, তাহা তুমি জানিতে বা বুঝিতে পার নাই; তুমি মনে করিয়াছ, স্বপ্নে তুমি পাঠ ও অর্থ পাইয়াছ। ইহাতে মনে হয়, অদ্বৈতাচার্যের স্বপ্নদৃশ্য কোনও রূপ প্রকটিত করিয়া প্রভু তাঁহাকে উপদেশ করেন নাই, তাঁহার চিত্তেই পাঠ ও অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। "বলি"-স্থলে "ছলে"-পাঠান্তর। "ছলে" অর্থ—ছলনায়। "আমি ছলে"—এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝা যায় না। স্বপ্নের ছলে আমিই তোমাকে বলি—এই অর্থই হয়তো অভিপ্রেত।

এইমত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
আসিয়া চৈতন্যচন্দ্র আপনে কহয়॥ ১২৪
যত রাত্রি স্বপ্ন হয়, যে দিন, যখনে।
যত শ্লোক,—সব প্রভু কহিলা আপনে॥ ১২৫
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা।
ভক্তিভক্তি কি বলিব, এই তার সীমা॥ ১২৬
প্রভু বোলে "সর্ব্ব-পাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে॥ ১২৭
সম্প্রদায়-অনুরোধে সভে মন্দ পঢ়ে।
'সর্ব্বতঃপাণিপাদস্তৎ' এই পাঠ নড়ে॥ ১২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৪। **দ্বিধা**—সন্দেহ। অদ্বৈতাচার্যের দ্বিধা। "আসিয়া চৈতন্যচন্দ্র আপনে"-স্থলে "স্বপনের কথা প্রভু প্রত্যক্ষ"-পাঠান্তর। অর্থ—যে-যে-শ্লোকের পাঠ-সম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্যের সন্দেহ জন্মিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যে স্বপ্নে তাঁহাকে সেই-সেই শ্লোকের প্রকৃত পাঠ ও অর্থ জানাইয়াছেন, এক্ষণে প্রভু সাক্ষাদ্‌ভাবেও তাহা জানাইলেন। ১২৪-২৬-পয়ারত্রয় গ্রন্থকারের উক্তি।

১২৬। **ভক্তিভক্তি ইত্যাদি**—অদ্বৈতাচার্যের ভক্তির মহিমা আর কত বলিব? এক কথায় বলিতেছি—অদ্বৈতাচার্যে ভক্তির সীমাই (পূর্ণতমা ভক্তিই) বিরাজিত। "ভক্তিভক্তি কি বলিব"-স্থলে "ভক্তি-শাস্ত্রে কি কহিব"-পাঠান্তর। অর্থ—ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা যে কত, তাহা আর কি বলিব?

১২৭। এই পয়ার হইতে ১৩০-পয়ার পর্যন্ত প্রভুর উক্তি। **সর্ব্বপাঠ ইত্যাদি**—যে-যে শাস্ত্রের যে-যে শ্লোকের পাঠ-সম্বন্ধে তোমার্ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, পূর্বে স্বপ্নযোগে সে-সমস্ত শ্লোকের প্রকৃত পাঠই আমি তোমাকে বলিয়া দিয়াছি; কিন্তু তখন **একপাঠ ইত্যাদি**—একটি শ্লোকের প্রকৃত পাঠ আমি তোমাকে বলি নাই; তাহা **আজি কহি তোরে**—আজ তোমাকে বলিতেছি।

১২৮। **সম্প্রদায়-অনুরোধে**—নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-যে মত প্রচলিত আছে, সেই-সেই মতের স্থাপনের উদ্দেশ্যে **সভে মন্দ পঢ়ে**—সকলেই শ্লোকের মূল পাঠ পরিবর্তিত করিয়া অসঙ্গত পাঠ গ্রহণ করেন; যে-রকম পাঠ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মতের অনুকূল হইতে পারে, সে-রকম পাঠই শ্লোকমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। ইহাই হইতেছে বাস্তবিক সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা যাঁহাদের মধ্যে থাকে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মতটি শাস্ত্র-সম্মত কিনা, সেই বিচারেও তাঁহারা প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। এইরূপ মনোবৃত্তিবশতঃ একই সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অনুবর্তিগণের মধ্যেও কোনও কোনও বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত দেখা যায়। যাঁহার অনুগত যিনি, তাঁহার মর্যাদা-রক্ষণের জন্যই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন, শাস্ত্রমর্যাদা-রক্ষণের জন্য তাঁহার তাদৃশী ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয় না। পারমার্থিক-বিষয়ে ইহা এক শোচনীয় ব্যাপার। **নড়ে**—নড়িয়া যায়, একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এদিকে-ঐদিকে হেলিয়া পড়ে। **সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ এই পাঠ ইত্যাদি**—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ"—এই পাঠটি নড়ে অর্থাৎ একস্থানে (একই অর্থে) স্থির হইয়া থাকে না, একাধিক অর্থের দিকে হেলিয়া পড়ে; অর্থাৎ এই

আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট। 'সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ' এই সত্য পাঠ ॥ ১২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পাঠের একাধিক অর্থ হইতে পারে ; যাহা শাস্ত্রসম্মত, সেই অর্থও হইতে পারে এবং যাহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, সেই অর্থও হইতে পারে। অথবা, নড়ে—নড়িয়া বেড়ায়, এক স্থানে থাকে না, সর্বত্র চলা-ফেরা করে। এই অর্থ-অনুসারে, সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ ইত্যাদি-বাক্যের অর্থ হইবে, এই পাঠটি সর্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়ায়, অর্থাৎ সর্বত্র প্রচলিত। অথবা, পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধের এইরূপ অর্থও হইতে পারে ; যথা—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" এই পাঠটি ঠিক বা যথার্থ পাঠ নহে। পরবর্তী পয়ারোক্তির সহিত এইরূপ অর্থেরই সঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

১২৯। অন্বয়। (প্রভু অদ্বৈতাচার্যকে বলিলেন) আমি আজ কপট ছাড়িয়া (অর্থাৎ নিষ্কপটে) তোমাকে সত্য (সত্য পাঠ, যথার্থ পাঠ) কহি (কহিতেছি, বলিতেছি)। "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ"-এই সত্য পাঠ (ইহাই হইতেছে সত্য বা যথার্থ পাঠ)। গীতা ১৩।১৩ (কোনও কোনও সংস্করণে ১৩।১৪)-শ্লোকসম্বন্ধেই প্রভু এ-কথা বলিয়াছেন।

অধুনা প্রচলিত যে-সকল সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি, তাহাদের সমস্ত সংস্করণেই "সর্ব্বতঃ"-পাঠ দৃষ্ট হয়, "সর্ব্বত্র"-পাঠ কোনও সংস্করণে দৃষ্ট হয় না (পূর্ব-পয়ারে "নড়ে"-শব্দের এবং " 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ' এই পাঠ নড়ে"-বাক্যের দ্বিতীয় রকম অর্থ দ্রষ্টব্য)। এমন কি, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে-"ষট্সন্দর্ভ" লিখিয়াছেন, তদন্তর্গত "ভগবৎসন্দর্ভেও তিনি "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ"-পাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভগবৎসন্দর্ভঃ ॥ ৬-অনুচ্ছেদ, ২০১ পৃঃ ॥ বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১২৮৯, মাঘ)। ইহা হইতে বুঝা যায়, "সর্ব্বতঃ"-পাঠই সর্বত্র প্রচলিত।

"সর্ব্ব"-শব্দের উত্তর "তসিল্"-প্রত্যয়-যোগেই "সর্ব্বতঃ"-শব্দ নিষ্পন্ন। এই "তসিল্"-প্রত্যয় পঞ্চমী বিভক্তিতেও হয়, সপ্তমী বিভক্তিতেও হয়। "পঞ্চম্যাস্তসিল্, সপ্তম্যাঞ্চ।" এ-স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির সঙ্গতি দেখা যায় না। যেহেতু, পঞ্চমী বিভক্তি গ্রহণ করিলে "সর্ব্বত"-শব্দের অর্থ হইবে—সর্ব্ব (সকল) হইতে, অর্থাৎ জগতে পাণি-পাদ (কর-চরণ)-বিশিষ্ট যে সকল জীব আছে, তৎসমস্ত হইতেই "পাণিপাদন্তৎ—তৎ (ব্রহ্ম) পাণিপাদম্ (পাণি-পাদ-বিশিষ্ট", অর্থাৎ ব্রহ্মের নিজের কোনও পাণি (কর—হস্ত) এবং পাদ (চরণ) নাই, জীবসমূহের কর-চরণ হইতেই ব্রহ্মের কর-চরণ কল্পনা করা হয়। আর, পঞ্চমী "হেতৌ"-এই পাণিনি-সূত্রানুসারে হেতুতে পঞ্চমী বিভক্তি স্বীকার করিলে "সর্ব্বতঃ"-শব্দের অর্থ হইবে—জীবাদি সর্ববস্তু (অর্থাৎ পাণিপাদ-বিশিষ্ট বা কর-চরণ-বিশিষ্ট সর্ববস্তু) হইতেছে ব্রহ্মের পাণিপাদত্বের বা কর-চরণ-বিশিষ্টতার হেতু। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মের নিজের কর-চরণ নাই, কর-চরণ-বিশিষ্ট জীবের কর-চরণ আছে বলিয়াই ব্রহ্মের কর-চরণ আছে বলা হয়, জীবের কর-চরণই ব্রহ্মে আরোপিত হয়। কিন্তু ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত নহে (পরবর্তী শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এজন্য এ-স্থলে যে "সর্ব্ব"-শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে "তসিল্"-প্রত্যয় যোগ করা হইয়াছে, অথবা যে "হেতৌ" পঞ্চমী হইয়াছে,

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহা স্বীকার করা যায় না। সপ্তমী বিভক্তির অর্থেই " তসিল্"-প্রযুক্ত হইয়াছে। সপ্তমী বিভক্তির অর্থে, "সর্ব্বতঃ"-শব্দের অর্থ হইবে—সর্ব-অধিকরণে, সর্বস্থলে, সর্ব্বত্র। আলোচ্য গীতা-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও "সর্ব্বতঃ"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "সর্ব্বত্র।", অর্থাৎ "সর্ব্ব"-শব্দের উত্তর "তসিল্"-প্রত্যয় যে সপ্তমী বিভক্তিতেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহারাও বলিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে "সর্ব্বতঃ"-শব্দের অর্থ যদি ''সর্ব্বত্র"-ই হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভু ''সর্ব্বতঃ"-শব্দকে মন্দপাঠ বলিলেন কেন এবং "সর্ব্বত্র"-শব্দকেই বা সত্য (যথার্থ) পাঠ বলিলেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এই। ''সর্ব্বতঃ"-পাঠ থাকিলে কেহ কেহ হয়তো পঞ্চমী বিভক্তিতে "তসিল্"-প্রত্যয় হইয়াছে মনে করিয়া উল্লিখিত গীতাবাক্যের শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদনের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন (পঞ্চমী-বিভক্তি-সম্বন্ধে পূর্বে যে-আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য); কিন্তু "সর্ব্বত্র"-পাঠ থাকিলে তাদৃশ অর্থের সম্ভাবনা থাকে না, শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত অর্থই পাওয়া যায় (পরবর্তী শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন, ''সর্ব্বত্র"-পাঠই সত্য বা যথার্থ পাঠ। এই মহাপ্রভুই শ্রীকৃষ্ণরূপে অর্জুনের প্রতি গীতা উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং গীতার কোন্ শ্লোকের, কোন্ বাক্যের, বা কোন্ শব্দের, তাঁহার অভীষ্ট অর্থ কি, তাহা তিনিই জানেন। তিনিই এক্ষণে অদ্বৈতাচার্যের নিকটে বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র"-পাঠই সত্য পাঠ (অর্থাৎ "সর্ব্বতঃ"-স্থলে "সর্ব্বত্র"-পাঠ গ্রহণ করিলেই তাঁহার অভীষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে)। সুতরাং মহাপ্রভুর উক্তি-সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, এই পয়ারের পরে, আলোচ্য গীতা-শ্লোকের সর্বত্র প্রচলিত পাঠই উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ববর্তী ১২৮-পয়ারের সমর্থনেই এই শ্লোকের উল্লেখ।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ তৎ (ব্রহ্ম, পরম-তত্ত্ব-বস্তু) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পাণিপাদং (পাণি বা কর, হস্ত এবং পাদ বা চরণ যাঁহার, তাদৃশ ; সর্বত্রই তাঁহার কর ও চরণ বিরাজিত), সর্ব্বতঃ (সর্বত্র) অক্ষি শিরোমুখং (অক্ষি বা চক্ষু, শিরঃ বা মস্তক, এবং মুখ যাঁহার, তাদৃশ ; সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু, মস্তক এবং মুখ বিরাজিত), সর্ব্বতঃ (সর্বত্র) শ্রুতিমৎ (শ্রুতি বা কর্ণ-বিশিষ্ট, সর্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিরাজিত), লোকে (সর্বলোকে সকল স্থলে) সর্ব্বং (সমস্তকে, সমস্ত বস্তুকে) আবৃত্য (আবরণ করিয়া, ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (সেই ব্রহ্ম অবস্থান করেন)।

অনুবাদ। পরতত্ত্ব-বস্তু ব্রহ্মের সর্বত্রই কর ও চরণ, সর্বত্রই চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বত্রই শ্রবণ বা কর্ণ ; সর্বলোকে, তিনি সমস্ত বস্তুকে আবরণ করিয়া বা ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ২।১০।১ ॥

ব্যাখ্যা। পরব্রহ্মের যে কর, চরণ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও মস্তক আছে, তাহাই এই গীতা-শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতেও ঠিক এই শ্লোকটি আছে। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ শ্বেতা ॥ ৩।১৬ ॥ ইহার পরে বলা হইয়াছে, "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাষং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ শ্বেতা ॥ ৩।১৭ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণে সমুজ্জ্বল, সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত, সকলের প্রভু ও নিয়ন্তা এবং সকলের পরম আশ্রয়।" তৎপর বলা হইয়াছে—"নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ। বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥ শ্বেতা॥ ৩।১৮॥—তিনি নবদ্বারবিশিষ্ট (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসাবিবর, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—এই নয়টি দ্বার বা ছিদ্রবিশিষ্ট) দেহে দেহীরূপে (স্বীয় চিদ্রূপা-জীবশক্তির অংশ জীবাত্মারূপে। গীতা। ৭।৫॥ এবং শক্তিরূপ সনাতন অংশরূপে। গীতা। ১৫।৭॥) অবস্থান করেন এবং (তাঁহার মায়াশক্তির প্রভাবে। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা॥ ১৮।৬১॥) বাহিরের দিকে (কর্মফল-ভোগের নিমিত্ত তাঁহা হইতে বাহিরের বস্তুর, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর, দিকে) চলিতে থাকেন। তিনি হংস (অর্থাৎ অবিদ্যার ও অবিদ্যা-কর্মের হন্তা) এবং সমস্ত লোকের, স্থাবর ও জঙ্গমের বশীকর্তা।" ইহার পরেই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাঽস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ ৩।১৯॥—তাঁহার হাত নাই, অথচ তিনি গ্রহীতা, সমস্ত ধরিয়া থাকেন; তাঁহার চরণ নাই, অথচ তিনি দ্রুত গমন করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ তিনি সমস্ত দেখেন; তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ তিনি সমস্ত শুনেন; তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁহার বেত্তা কেহ নাই (তাঁহাকে কেহ জানে না); ঋষিগণ তাঁহাকে মহান্ আদিপুরুষ বলিয়া থাকেন।" শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।১৭-শ্লোকে বলা হইয়াছে, পরব্রহ্ম সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণে সমুজ্জ্বল; অথচ সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত। ৩।১৯-শ্লোকেও সে-কথাই বলা হইয়াছে। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গুণ—দর্শন, শ্রবণ, গ্রহণ, গমন, জ্ঞাতব্য বিষয়—অবগতি-রূপ মানব ধর্ম—তাঁহাতে সম্যক্‌রূপে উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত; অথচ তিনি চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-বর্জিত। ইহার তাৎপর্য কি? ইন্দ্রিয় না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের গুণ বা কার্য কিরূপে থাকিতে পারে? ইন্দ্রিয়ের কার্য যখন তাঁহার আছে, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়ও অবশ্যই থাকিবে। আলোচ্য গীতা-শ্লোকে এবং পূর্বোদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির ৩।১৬-শ্লোকেও তাঁহার কর, চরণ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, এবং কর্ণের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে। তথাপি যে শ্বেতাশ্বতরের ৩।১৭ এবং ৩।১৯-বাক্যে তাঁহার ইন্দ্রিয়হীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় আছে; নচেৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য দর্শন-শ্রবণাদি থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব; সুতরাং তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, কিন্তু অপ্রাকৃত বা সচ্চিদানন্দ ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে। এই শ্রুতির ৩।১৬-বাক্যে যাঁহার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে, ৩।১৯-বাক্যে তাঁহাকেই "মহান্ অগ্র্য বা সকলের আদি বা নিত্য পুরুষ" বলা হইয়াছে। যিনি নিত্য, তাঁহার কর-চরণাদি ইন্দ্রিয়ও হইবে নিত্য; যিনি অগ্র্য—সকলের আদি, তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না; যেহেতু, সৃষ্টির আরম্ভের পরেই প্রাকৃত কর-চরণাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। সৃষ্টির পূর্বে প্রাকৃত কর-চরণাদি থাকিতে পারে না। অথচ তিনি এবং তাঁহার কর-চরণাদি ইন্দ্রিয়,—সৃষ্টির পূর্বেও—অনাদিকাল হইতেই—বিরাজিত। কর-চরণ-কর্ণ-মস্তক-মুখাদি ইন্দ্রিয় দেহের বা তনুর সহিতই সম্বন্ধবিশিষ্ট; দেহব্যতীত এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কোনও

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইন্দ্রিয়ই পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের এ-সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের কথায় তাঁহার দেহের অস্তিত্বের কথাই জানা যায়। তাঁহার যে দেহ বা তনু আছে, অন্যান্য শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। মুণ্ডকশ্রুতি এবং কঠশ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরে পরব্রহ্মের "স্বকীয়-তনুর" উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ মুণ্ডক ॥ ৩।২।৩ ॥ কঠ ॥ ২।২৩ ॥" ২।২।৪১-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য এইরূপ একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"বুদ্ধিমান্ মনোরান্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্—ইত্যাদ্যৈঃ (সর্ব্বসম্বাদিনী ৭৯-পৃষ্ঠায় ধৃত। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ)।" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বুদ্ধি ও মনের অস্তিত্বের কথা জানা গেল। নৃসিংহোত্তর-তাপনী শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে "সচ্চিদানন্দরূপম্" বলা হইয়াছে (৭ম খণ্ডে)। গোপাল পূর্বতাপনী শ্রুতিতে "সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্" বলা হইয়াছে (১।৮)। মৈত্রেয়ী-শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—"নিত্যচিন্মাত্ররূপোঽস্মি সদা সচ্চিন্ময়োঽস্ম্যহম্ ॥ ৩।১৬ ॥ —আমি (ব্রহ্ম) নিত্য-চিন্মাত্ররূপ, আমি সচ্চিন্ময়।" ইহা হইতেছে পরব্রহ্মের উক্তি; সুতরাং পরব্রহ্মের মুখও আছে। স্মৃতিপ্রমাণও শ্রুতিপ্রমাণেরই প্রতিধ্বনি ॥ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে (২৮৫ পৃঃ। বহরমপুর সংস্করণ) একটি স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা—"আনন্দমাত্র-কর-পাদ-মুখোদরাদিরিত্যাদিস্মৃতেশ্চ।" মহাভারতের উদ্যোগপর্ব হইতেও শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতে (৮৮ পৃষ্ঠায়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ) একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,— "ন ভূত-সঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ ॥ —এই পরমাত্মার দেহ পাঞ্চভৌতিক (প্রাকৃত) নহে।" এইরূপ আরও বহু শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ বিদ্যমান। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল, পরব্রহ্মের দেহ এবং দেহের সহিত সন্নিবিষ্ট ইন্দ্রিয় আছে; তবে তাঁহার দেহ এবং ইন্দ্রিয় পঞ্চভূতাত্মক বা প্রাকৃত নহে, পরন্তু আনন্দমাত্র, সচ্চিদানন্দ; তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।

প্রশ্ন হইতে পারে, পরব্রহ্ম যদি হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-মস্তক-মুখাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হয়েন, সুতরাং যদি দেহবিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে তিনি হইবেন পরিচ্ছিন্ন, সীমাবিশিষ্ট; সর্বত্র তাঁহার কর-চরণাদি থাকিতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য গীতা-শ্লোকে এবং শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির ৩।১৬-বাক্যেও বলা হইয়াছে, সর্বত্র তাঁহার কর-চরণাদি বিরাজিত। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর সেই গীতাশ্লোকে এবং সেই শ্রুতিবাক্যেই পাওয়া যায়—তিনি "সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি—সমস্তকে আবরণ করিয়া, ব্যাপিয়া তিনি অবস্থান করেন।" তিনি যখন সর্বত্রই অবস্থিত, তখন তাঁহার কর-চরণাদি এবং দেহও সর্বত্র অবস্থিত। কিন্তু যিনি সর্বত্র অবস্থিত, তিনি তো হইবেন—সর্বব্যাপক ভূমা বা অপরিচ্ছিন্ন বস্তু; তাঁহার কিরূপে পরিচ্ছিন্ন দেহ থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, পূর্বোদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর-বাক্যসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে, সেই পরব্রহ্ম (সর্বত্র যাঁহার কর-চরণাদি বিরাজিত এবং যিনি সর্বব্যাপক, সেই পরব্রহ্মই) "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ॥ শ্বেতা ॥ ৩।২০ ॥ —তিনি অণু হইতেও অণু (অর্থাৎ অতিশয় ক্ষুদ্র) এবং মহান্ হইতেও মহান্ (অর্থাৎ অতি বৃহৎ, বৃহত্তম তত্ত্ব, সর্বব্যাপক-তত্ত্ব)। যিনি সর্ববৃহত্তম, তিনি কিরূপে অণু হইতেও ক্ষুদ্র

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইতে পারেন? কিন্তু তিনি পারেন, পারেন বলিয়াই শ্রুতি এ-কথা বলিয়াছেন। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥ ২।১।২৭-ব্রহ্মসূত্র॥" পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য অবশ্য স্বীকার্য; যেহেতু, শ্রুতি হইতেই ব্রহ্মের তত্ত্ব জানা যায়। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিতেই ইহা সম্ভবপর হয়। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি॥ ২।১।২৮-ব্রহ্মসূত্র॥"—জীবাত্মাতেও অচেতনধর্ম-সংক্রমণের প্রসক্তি নাই, এবং পরস্পর বিলক্ষণ অচেতন অগ্নি, জল প্রভৃতি পদার্থেও বিচিত্র নানাবিধ শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব চেতনাচেতন-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তি থাকা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। পূর্বোদ্ধৃত ২।১।২৭-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও লিখিয়াছেন—"লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধি প্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্‌বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণঃ ইত্যাদি। —লোকমধ্যেও দেখা যায়, মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিবিধ দেশকালাদি-নিমিত্তবশতঃ বিচিত্র ও বহু বিরুদ্ধ কার্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সে-সকল শক্তি-তত্ত্বও উপদেশব্যতীত কেবল তর্কের সাহায্যে জানা যায় না; অমুক বস্তুর এই শক্তি, অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন, এ-সকল যখন বিনা উপদেশে কেবল তর্কে জানা যায় না, তখন অচিন্ত্য শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ যে বিনা শব্দে জানা যাইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। (যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থেরই শক্তি অচিন্ত্য, তখন শব্দবোধ্য বা শাস্ত্রগম্য অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মের স্বরূপ যে অচিন্ত্য—তর্কের অবিষয়, তাহা বলাই বাহুল্য)। —মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-মহোদয়কৃত অনুবাদ।" এইরূপে জানা গেল, পরব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি আছে, যে-অচিন্ত্য শক্তির কার্যাদির রহস্য প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক যুক্তিতর্কের অগোচর। যে-অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে পরব্রহ্ম বৃহত্তম বা সর্বব্যাপক তত্ত্ব হইয়াও অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইতে পারেন এবং ক্ষুদ্র হইয়াও সর্বব্যাপকই থাকেন, সেই অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই তিনি সর্বব্যাপক হইয়াও কর-চরণাদি-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বা পরিছিন্ন এবং পরিছিন্ন হইয়াও সর্বব্যাপক।

যাঁহারা নির্বিশেষবাদী, তাঁহারা পরব্রহ্মের শরীর বা কর-চরণাদির অস্তিত্ব তো স্বীকার করেনই না, ব্রহ্মের শক্তিও স্বীকার করেন না। আলোচ্য গীতা-শ্লোকের এবং শ্বেতাশ্বতরের ৩।১৬-বাক্যের তাৎপর্য তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, নির্বিশেষ এবং নিরবয়ব ব্রহ্মের যখন বাস্তবিক কর-চরণাদি থাকিতে পারে না, তখন কর-চরণাদিবিশিষ্ট জীবসমূহের কর-চরণাদিই ব্রহ্মে আরোপ করিয়া তৎসমস্তকেই ব্রহ্মের কর-চরণাদি বলা হইয়াছে; ব্রহ্ম সমস্ত জীবকে ব্যাপিয়া বিরাজিত বলিয়াই এইরূপ আরোপ করা হইয়া থাকে। ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব এবং নিরবয়বত্ব যে শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ, তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতেই পরিষ্কারভাবে জানা যায়। "সর্বতঃ"-শব্দকে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে "তসিল্"-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ মনে করিলে যে-তাৎপর্য পাওয়া যায় (পূর্ববর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), আলোচ্য গীতা-শ্লোকের নির্বিশেষবাদীদের কথিত উল্লিখিত তাৎপর্যও তদনুরূপই। "সর্বতঃ"-পাঠ থাকিলে মুখ্য অর্থেও এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাৎপর্যের আশঙ্কা আছে বলিয়াই মহাপ্রভু

তথাহি (গীতা ১৩।১৩)—

"সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥" ১ ॥

"অতি-গুপ্ত-পাঠ আমি কহিল তোমারে।
তোমা' বই পাত্র কেবা আছে কহিবারে ॥" ১৩০
চৈতন্যের গুপ্ত-শিষ্য আচার্য্য-গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব্ব-ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি ॥ ১৩১
শুনিঞা আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥ ১৩২
অদ্বৈত বোলয়ে "আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে, মোর নাথ তুঞি ॥" ১৩৩
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্যগোসাঞি।
প্রভুর প্রকাশ দেখি বাহ্য কিছু নাঞি ॥ ১৩৪
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার, জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৩৫
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা ॥ ১৩৬
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন ॥ ১৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়াছেন—"সর্ব্বতঃ" হইতেছে মন্দপাঠ। "সর্ব্বত্র"-পাঠে মুখ্য অর্থে তদ্রূপ আশঙ্কার অবকাশ থাকে না বলিয়াই প্রভু বলিয়াছেন—"সর্ব্বত্র"-পাঠই সত্য পাঠ।

১৩০। এই পয়ারও অদ্বৈতাচার্যের প্রতি প্রভুর উক্তি। **অতি গুপ্ত পাঠ**—অত্যন্ত গোপনীয় পাঠ, যে-পাঠের কথা কেহ জানে না।

১৩১। গুপ্ত-শিষ্য—গোপন-শিষ্য। যাঁহাকে উপদেশ করা যায় এবং যিনি সেই উপদেশ গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই শিষ্য বলা হয়। শ্রীঅদ্বৈতকে প্রভু স্বপ্নযোগে শ্লোকের পাঠ এবং অর্থ-সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীঅদ্বৈতও সেই পাঠ এবং অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; সুতরাং তিনি হইলেন প্রভুর শিষ্য। কিন্তু এই প্রভুই যে শ্রীঅদ্বৈতকে উপদেশ করিয়াছেন, তিনি তখন তাহা জানিতেন না, তিনি ইহাকে স্বপ্নমাত্র মনে করিতেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারেই প্রভুর শিষ্যত্ব তাঁহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহাকে প্রভুর গুপ্ত শিষ্য বলা হইয়াছে।

১৩২। ভোলা—আত্মহারা।

১৩৩। এই মোর মহত্ত্ব ইত্যাদি—তুমি যে আমার নাথ (প্রভু এবং শিক্ষাদাতা), ইহাই আমার মহত্ত্ব (পরম গৌরব)।

১৩৬। মহাভাগবতে—পরম ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি। **বুঝে**—বুঝিতে পারে। "মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের"-স্থলে "কোটি বৃহস্পতি জিনি আচার্য্যের"-পাঠান্তর।

১৩৭। বেদে যেন ইত্যাদি—বেদ যেমন নানারকম কথা বলেন; যেমন, বেদে কর্মকাণ্ডের প্রশংসাও আছে, জ্ঞানকাণ্ডের প্রশংসাও আছে; আবার কর্মকাণ্ডের নিন্দাও আছে। কেনই বা কর্মকাণ্ডেরও প্রশংসা, আবার জ্ঞানকাণ্ডেরও প্রশংসা, আবার কেনই বা কর্মকাণ্ডের নিন্দা, সাধারণ লোক তাহার হেতু বুঝিতে পারে না; অবশ্য মহাভাগবতগণ বুঝিতে পারেন। তদ্রূপ **এইমত আচার্য্যের** ইত্যাদি—অদ্বৈতাচার্যের বাক্যও সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে—

অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার।
জানিহ ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি তার ॥ ১৩৮

শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যবশে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, নাহি তার দোষে ॥ ১৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অদ্বৈতাচার্য শাস্ত্রের কেবল ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থই করিতেন, অন্যরূপ অর্থ করিতেন না। তিনি যে ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থ করিতেন, তাহা তাঁহার কল্পিত অর্থ ছিল না, বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়াই তিনি তদ্রূপ অর্থ করিতেন। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে ভক্তি নাই, ভক্তির স্বরূপ কি, ভক্তির মহিমাই বা কি, তাহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের ব্যাখ্যার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না; তাঁহারা বরং শ্রীঅদ্বৈতের ব্যাখ্যাকে কষ্টকল্পিত বা অদ্বৈতের মন-গড়া ব্যাখ্যা বলিয়াই মনে করিতেন। বেদ যে কর্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডাদির কথা বলিয়াছেন, অধিকারি-ভেদেই যে বেদের এতাদৃশ উপদেশ, বেদ-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক অদ্বৈতাচার্য তাহা প্রদর্শন করিলেও পূর্বোল্লিখিত ভক্তিহীন লোকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না; তাঁহারা বরং বলিতেন—"ভগবৎ-প্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন পন্থার কথাই বেদে বলা হইয়াছে, কর্মকাণ্ডের অনুসরণেও ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, জ্ঞানকাণ্ডের অনুসরণেও পাওয়া যায়—'যত মত তত পথ।'; সুতরাং অদ্বৈতের কথিত অর্থ হইতেছে 'মাতুয়া-বুদ্ধি'-প্রসূত।" কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে এবং গুরু-করণ-পূর্বক যাঁহারা শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের ব্যাখ্যার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১৩৮। অন্বয়। অদ্বৈতের বাক্য (বাক্যের তাৎপর্য) বুঝিবার শক্তি যার (যাঁহার আছে), জানিহ (জানিয়া রাখিবে যে) ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার ভেদ নাই (অর্থাৎ তিনি পরমভাগবত, ঈশ্বরকে তিনি নিতান্ত আপন-জন করিয়া রাখিয়াছেন; ঈশ্বর তাঁহার পরম-প্রিয়, তিনিও ঈশ্বরের পরম-প্রিয়; প্রিয়ত্ববুদ্ধিতে তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই। অথবা ঈশ্বর যেমন অদ্বৈতের বাক্যের রহস্য বুঝিতে পারেন, তাঁহারাও তদ্রূপ পারেন; এই বিষয়ে ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের ভেদ নাই)। "যার"-স্থলে "কার" এবং "তার"-স্থলে "যার"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তর-দুইটি গ্রহণ করিলে পয়ারটি হইবে এইরূপ:—"অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার। জানিহ ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি যার।" অর্থ—অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কাহার আছে? (অর্থাৎ কাহারও সেই শক্তি নাই। কেননা) এ-কথা জানিয়া রাখিবে যে, ঈশ্বরের সহিত যার (যাঁহার—যে-অদ্বৈতের) ভেদ নাই। শ্রীঅদ্বৈত মহা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব; সুতরাং ঈশ্বরের সহিত তাঁহার তত্ত্বতঃ ভেদ নাই। ঈশ্বরের বাক্য সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অদ্বৈতের বাক্যও সাধারণের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়।

১৩৯। অন্বয়। শরতের মেঘ (শরৎকালের মেঘ) যেন (যেমন) পরভাগ্যবশে (পরের ভাগ্যবশতঃ; কাহারও সৌভাগ্য, অপর কাহারও দুর্ভাগ্যবশতঃ) সর্ব্বত্র (সকল স্থানে একই সময়ে) বৃষ্টি করে না (বৃষ্টি-ধারা বর্ষণ করে না; যে-স্থানের লোকদের সৌভাগ্য আছে, সে-স্থানেই বৃষ্টি হয়, আবার যে-স্থানের লোকদের সৌভাগ্য নাই, সে-স্থানে বৃষ্টি হয় না, তাহাতে) নাহি তার দোষে

এইমত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি ॥ ১৪০

তথাহি (ভা. ১০।২০।৩৬)—
"গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনা দদতে ন বা ॥" ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(মেঘের কোনও দোষ নাই ; কেন না, মেঘের পক্ষপাতিত্ববশতঃ যে একই সময়ে সর্বত্র বৃষ্টি হয় না, তাহা নহে ; লোকদের সৌভাগ্যবশতঃ কোনও স্থানে বৃষ্টি হয়, আবার লোকদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও স্থানে হয় না। সর্বত্র বৃষ্টি না হওয়ার হেতু হইতেছে লোকদের ভাগ্য, মেঘের পক্ষপাতিত্ব নহে)। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। "পরভাগ্যবশে"-স্থলে "ভাগ্যে বর্ষে" এবং "নাহি তার দোষে"-স্থলে "কোথাহো বরিষে"-পাঠান্তর।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয় ॥ জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) যথা (যেমন) কালে (সময়ে, সময়-বিশেষে) জ্ঞানামৃতং (জ্ঞানরূপ অমৃত) দদতে (দান করেন, জ্ঞানোপদেশ করেন) ন বা (আবার জ্ঞানামৃত দান করেনও না) [তথা—তদ্রূপ] গিরয়ঃ (পর্বতসমূহও) শিবং (মঙ্গলদায়ক) তোয়ং (জল) মুমুচুঃ (মোচন করিয়াছিলেন) কচিৎ (কোনও কোনও স্থলে) ন মুমুচুঃ (মোচন করেন নাই)।

অনুবাদ। জ্ঞানিগণ যেমন সময়বিশেষে জ্ঞানামৃত (জ্ঞানোপদেশ) দান করেন, আবার দান করেনও না, তদ্রূপ (শরৎকালে) পর্বতসমূহও কোনও স্থানে মঙ্গলদায়ক জল মোচন করেন, আবার কোনও স্থলে মোচন করেনও না। ২।১০।২ ॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞানিগণ যোগ্য পাত্রেই জ্ঞানোপদেশ করেন, অযোগ্য পাত্র দেখিলে করেন না; কেন না, অযোগ্য পাত্র তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুতরাং এ-স্থলে জ্ঞানিগণের পক্ষপাতিত্ব কিছু নাই। উপদেশার্থীদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতাই হইতেছে হেতু। তদ্রূপ, শরৎকালে পর্বতসমূহ যে-কোনও স্থলে জল মোচন করেন, আবার কোনও স্থলে তাহা করেন না, ত হেতুও পর্বতসমূহের পক্ষপাতিত্ব নহে ; তাহার হেতু হইতেছে সেই সেই-স্থানের লোকদের ভাগ্য।

১৪০। এইমত—এইরূপ, শরতের মেঘের ন্যায়। যে-স্থানের লোকদের ভাগ্য (বৃষ্টিলাভের সৌভাগ্য) আছে, শরতের মেঘ যেমন সেই স্থানেই জল বর্ষণ করে, এবং যে-স্থানের লোকদের অভাগ্য (অর্থাৎ বৃষ্টি-লাভের ভাগ্যের অভাব) আছে, শরতের মেঘ যেমন সে-স্থানে জল বর্ষণ করে না, তাহাতে যেমন শরতের মেঘের কোনও দোষ হয় না, তদ্রূপ অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি—শাস্ত্রব্যাখ্যার ব্যাপারে শ্রীঅদ্বৈতেরও কোনও দোষ নাই। কেন না, যে-স্থানে তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, সেই ঠাঞি—সেই স্থানে (শ্রোতাদের) ভাগ্যাভাগ্য বুঝি—ভাগ্য (ভক্তির কৃপাপ্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্য) এবং অভাগ্য (ভক্তির কৃপাপ্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্যের অভাব) বুঝিয়াই তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ ভক্তির কৃপাপ্রাপ্তির সৌভাগ্য যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের নিকটেই তিনি ব্যাখ্যা করেন, সেই সৌভাগ্য যাঁহাদের নাই (যাঁহারা ভক্তিহীন), তাঁহাদের নিকটে তিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন না। আলোচ্য পয়ারের এইরূপ অর্থই পূর্ববর্তী ১৩৯-পয়ার এবং পূর্বোদ্ধৃত "গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং" -ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্যের সহিত সঙ্গতিময়। "যে-শ্রোতার যেরূপ অধিকার বা

চৈতন্য-চরণ-সেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব-বৈষ্ণব-সমাজ ॥ ১৪১
সর্ব্ব-ভাগবতের বচন অনাদরি'।
অদ্বৈতের সেবা করে, নহে প্রিয়ঙ্করী ॥ ১৪২
চৈতন্যেতে মহামহেশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে-ই সে অদ্বৈতভক্ত—অদ্বৈত তাহার ॥ ১৪৩
'সর্ব্বপ্রভু গৌরচন্দ্র' ইহা যে না লয়।
অক্ষয়-অদ্বৈত-সেবা ব্যর্থ তার হয় ॥ ১৪৪
শিরচ্ছেদ ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ,—শিবের কারণ ॥ ১৪৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চিত্তবৃত্তি, তাঁহার নিকটে অদ্বৈতাচার্য সেইরূপ ব্যাখ্যাই করেন, অর্থাৎ ভক্তের নিকটে ভক্তি-তাৎপর্যময় অর্থ প্রকাশ করেন, জ্ঞানমার্গীর নিকটে জ্ঞান-তাৎপর্যময় অর্থ প্রকাশ করেন"—এইরূপ অর্থের সহিত ১৩৯-পয়ারের এবং পূর্বোদ্ধৃত ভাগবত-শ্লোকের সঙ্গতি নাই। বিশেষতঃ, ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থ-ব্যতীত তিনি যে শাস্ত্রবাক্যের অন্য অর্থ করিতেন না, পূর্ববর্তী ১১৬-পয়ার হইতে তাহা পরিষ্কার-ভাবেই জানা যায়। যদি বলা যায়,—শ্রীঅদ্বৈত তো কখনও কখনও ভক্তি অপেক্ষা "জ্ঞানের (জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের) উৎকর্ষও স্থাপন করিতেন; সুতরাং তিনি যে কেবল ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থই প্রকাশ করিতেন, তাহা কিরূপে বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন এই। শ্রীঅদ্বৈত এক সময়ে মাত্র ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছিলেন—তাঁহার শান্তিপুরের গৃহে এবং তাহাও করিয়াছিলেন কেবল মহাপ্রভুর নিকট হইতে শাস্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে (মধ্যখণ্ডের ১৯শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য): এ-স্থলেও ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপন বাস্তবিক তাঁহার অন্তরের ভাব ছিল না, মহাপ্রভুর ক্রোধ উৎপাদন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শাস্তি আদায়ের উদ্দেশ্যেই অদ্বৈতাচার্য এইরূপ করিয়াছিলেন।

১৪১। অন্বয়। শ্রীচৈতন্যের চরণ-সেবাই শ্রীঅদ্বৈতের কার্য; সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজই এই বিষয়ে প্রমাণ (অর্থাৎ সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজই ইহা অবগত আছেন)।

১৪২। **সর্ব্ব-ভাগবতের**—সমস্ত বৈষ্ণবের, শ্রীঅদ্বৈতের কার্য-বিষয়ে অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের। **বচন অনাদরি**—বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া; শ্রীচৈতন্য যে অদ্বৈতের সেব্য, বৈষ্ণবদের এইরূপ বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া। **অদ্বৈতের সেবা করে**—যাঁহারা কেবল শ্রীঅদ্বৈতেরই সেবা করেন; কিন্তু অদ্বৈতের সেব্য শ্রীচৈতন্যের সেবা করেন না, তাঁহাদের অদ্বৈত-সেবা **নহে প্রিয়ঙ্করী**—মঙ্গলদায়িনী হয় না; তাঁহাদের অদ্বৈত-সেবা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। ইহা অদ্বৈতের নিকটেও প্রিয়ঙ্করী নহে, অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতও তাহাতে প্রীতি লাভ করেন না।

১৪৪-১৪৫। অন্বয়। সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র (শ্রীগৌরচন্দ্র যে সকলেরই প্রভু, সকলেরই সেব্য) ইহা যে না লয় (এ-কথা যিনি গ্রহণ বা স্বীকার করেন না), তাঁহার অক্ষয়-অদ্বৈত-সেবা (যে-অদ্বৈত-সেবার ফল অক্ষয়, অবিধ্বংসী, শাশ্বত-মঙ্গলদায়ক, তাঁহার পক্ষে সেই অদ্বৈত-সেবার ফল) ব্যর্থ হইয়া যায় (কার্যকরী হয় না, তিনি অদ্বৈতের সেবা করিয়াও সেই সেবার ফল পাইতে পারেন না)। যেহেতু, গৌরচন্দ্রের প্রসন্নতা তো তাঁহার প্রতি নাই-ই; অদ্বৈতের সেব্য গৌরচন্দ্রের প্রতি অনাদর-বশতঃ অদ্বৈতও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন না, বরং রুষ্টই হয়েন। পরবর্তী কতিপয় পয়ারে একটা

অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া ॥ ১৪৬

ভাল-মন্দ শিবে ঝাট ভাঙ্গিয়া না কহে।
যার বুদ্ধি থাকে, সে-ই চিত্তে বুঝি লয়ে ॥ ১৪৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দৃষ্টান্তের সহায়তায় এই তথ্যটি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। **শিরচ্ছেদে**—শিরশ্ছেদে, শিরশ্ছেদনবিষয়ে। "শিরচ্ছেদে"-স্থলে "শিরচ্ছেদি"-পাঠান্তর। **শিরচ্ছেদি**—শিরশ্ছেদি, শিরশ্ছেদনকরী।

অন্বয়। শিবের কারণে (শিবের জন্য, শিবের প্রসন্নতা-বিধানের উদ্দেশ্যে) দশানন (রাবণ) যেন (যেমন) শিরচ্ছেদে ভক্তি করে (শিরশ্ছেদনবিষয়ে, নিজের শিরশ্ছেদনার্থী ভক্তি করিয়া থাকেন; যে-ভক্তির ফল পর্যবসিত হয় রাবণের নিজের শিরশ্ছেদনে বা সংহারে, সেই ভক্তি করেন)। (শিবের প্রসন্নতা-বিধানের উদ্দেশ্যে যে-ভক্তি করা হয়, তাহার ফল নিজের সংহারে পর্যবসিত হয় কেন, তাহা বলা হইতেছে) না মানয়ে রঘুনাথে (রাবণ রঘুনাথ রামচন্দ্রকে মানেন না, রামচন্দ্রের সেব্যত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া রাবণের শিব-ভক্তির ফল তাঁহার নিজের সংহারে পর্যবসিত হয়। তেমনি যিনি গৌরচন্দ্রের সেব্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহার অদ্বৈত-ভক্তিও ব্যর্থ হয়)। রাবণ রঘুনাথের সেব্যত্ব স্বীকার করিতেন না; রঘুনাথকে নিজের শত্রু বলিয়াই মনে করিতেন এবং রঘুনাথের বধের জন্যই চেষ্টিত ছিলেন। শিব ছিলেন রাবণের উপাস্য। শিবের প্রসন্নতা-বিধান করিয়া শিবের নিকট হইতে নিজের জন্য রঘুনাথ-বধের উপযোগিনী শক্তি লাভের জন্যই তিনি শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু রঘুনাথ ছিলেন শিবের উপাস্য, সেব্য। শিবের উপাস্য রঘুনাথের সেব্যত্ব স্বীকার না করিয়া, রঘুনাথকে নিজের শত্রু মনে করিয়া, রঘুনাথের বধের উদ্দেশ্যে রাবণ শিবের প্রতি যে-ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, সেই ভক্তিতে শিব প্রসন্ন হইতে পারেন না, বরং রাবণের প্রতি রুষ্টই হইতেন। এজন্য রাবণের শিবভক্তি তাঁহার পক্ষে মঙ্গলদায়িনী না হইয়া সর্বনাশকারীই হইয়াছে। রাবণের এতাদৃশী শিবভক্তির ফল পরবর্তী পয়ারে কথিত হইয়াছে।

১৪৬। অন্বয়। অন্তরে ছাড়িল শিব (শিব নিজের মনে রাবণকে ছাড়িলেন, অর্থাৎ পরিত্যাগ করিলেন, রাবণের প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইলেন; কিন্তু) সে না জানে ইহা (শিব যে মনে মনে রাবণের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন, রাবণ তাহা জানিতে পারিলেন না। শিবের রোষের ফল কি হইল, তাহা বলা হইয়াছে) সেবা ব্যর্থ হইল (রাবণের শিব-সেবা ব্যর্থ—নিরর্থক হইল; রাবণ রঘুনাথকে বধ করার শক্তি শিবের নিকট হইতে তো পাইলেনই না, পরন্তু) মৈল সবংশে পুড়িয়া (রঘুনাথের অস্ত্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সবংশে মৃত্যু বরণ করিলেন)।

১৪৭। **ঝাট**—শীঘ্র, তখন-তখন। "ঝাট"-স্থলে "কিছু"-পাঠান্তর। **ভাঙ্গিয়া**—প্রকাশ করিয়া। **ভাল-মন্দ শিবে ইত্যাদি**—ভাল-মন্দ (অর্থাৎ তুষ্ট হইয়াছেন, কি রুষ্ট হইয়াছেন, তাহা) শিব ঝাট (শীঘ্র, তখন-তখন, অর্থাৎ তুষ্ট বা রুষ্ট হওয়ামাত্রই) ভাঙ্গিয়া (প্রকাশ করিয়া) বলেন না। সুতরাং তাঁহার তুষ্টির বা রুষ্টির কথা সাধারণ লোক জানিতে পারে না। কিন্তু যার বুদ্ধি থাকে

এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈতভক্ত'—চৈতন্য নিন্দিয়া॥ ১৪৮
না বোলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
না ধরে বৈষ্ণববাক্য, মরে ভাল-মনে॥ ১৪৯
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্ব-সিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি॥ ১৫০
ইহা বলিতেই আইসে ধাইয়া মারিবারে।
অহো মায়া বলবতী!—কি বলিব তারে॥ ১৫১
প্রভুর যে অলঙ্কার—ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু গৌর—ইহা নাহি মানে'॥ ১৫২
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যার নাহি তার ক্ষয়॥ ১৫৩
যত যত শুন যার মহত্ত্ব বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি॥ ১৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইত্যাদি—কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি (কার্য দেখিয়া কারণ অনুসন্ধানের অনুরূপ বিচারবুদ্ধি) থাকে, তিনিই তাঁহার চিত্তে শিবের তুষ্টি বা রুষ্টি বুঝিয়া লইতে পারেন।

১৪৮। **এই মত**—তদ্রূপ। **অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া**—গৌরচন্দ্রের সেবা না করিয়া, কি গৌরচন্দ্রের নিন্দা করিয়া, অদ্বৈতের সেবা করিলে অদ্বৈত তুষ্ট হয়েন, না কি রুষ্ট হয়েন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যাঁহারা **চৈতন্য নিন্দিয়া**—শ্রীচৈতন্যের নিন্দা করিয়া কেবল অদ্বৈতের সেবা করিয়াই **বোলায় অদ্বৈতভক্ত**—নিজেদিগকে অদ্বৈতের ভক্ত বলিয়া পরিচিত করিতে প্রয়াস পায়েন (তাঁহাদের অদ্বৈত-সেবা ব্যর্থ হইয়া যায়, অদ্বৈত তাঁহাদের প্রতি তুষ্ট হয়েন না, বরং রুষ্টই হয়েন)।

১৪৯। **না বলে অদ্বৈত ইত্যাদি**—অমুকের প্রতি আমি রুষ্ট, কি অমুকের প্রতি আমি তুষ্ট-এ-কথা প্রকাশ করিয়া বলা অদ্বৈতের স্বভাব নয়; সুতরাং উল্লিখিত অদ্বৈতভক্তগণ তাহা জানিতে পায়েন না। তাঁহারা আবার **না ধরে বৈষ্ণব-বাক্য**—যে-সকল বৈষ্ণব অদ্বৈতের চিত্ত জানেন, তাঁহাদের কথাও গ্রাহ্য করেন না; এ-জন্য তাঁহারা **মরে ভাল মনে**—নিজেরা যাহা করিতেছেন, তাহাকেই ভাল বা উত্তম মনে করিয়া তাহাই করিতে থাকেন; তাহার ফলে তাঁহারা মরেন (অর্থাৎ অদ্বৈতের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া গৌর-নিন্দার কুফলে অধঃপতিত হয়েন)।

১৫০-১৫১। **শুদ্ধি**—বিশুদ্ধ তত্ত্ব বা মহিমা। অথবা চিত্ত-শুদ্ধি-কারকত্ব। **ইহা বলিতেই**—গৌরের সেবা না করিয়া, কিংবা গৌরের নিন্দা করিয়া, অদ্বৈতের সেবা করিলে যে অদ্বৈত তুষ্ট হয়েন না, এ-কথা বলিতে গেলেই তাঁহারা **আইসে ধাইয়া মারিবারে**—মারিবার জন্য ধাবিত হইয়া আসেন। **অহো মায়া ইত্যাদি**—অহো! কি দুঃখ! ইহা বলবতী মায়ারই প্রভাব; তাঁহাদিগকে আর কি বলিব? বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবেই তাঁহাদের এইরূপ অসঙ্গত আচরণ।

১৫২। **প্রভুর যে অলঙ্কার**—শ্রীঅদ্বৈত যে প্রভু গৌরাঙ্গের অলঙ্কার-স্বরূপ, ভূষণস্বরূপ। গৌরের পরমভক্ত অদ্বৈতের অসাধারণ মহিমা যে গৌরের সর্বাতিশায়ী মহিমাই খ্যাপিত করে। "প্রভুর যে"-স্থলে "ভক্তরাজ"-পাঠান্তর। ভক্তরাজ—ভক্তশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত।

১৫৩-১৫৪। **আখ্যান**—বিবরণ। **মহত্ত্ব-বড়াঞি**—মহত্ত্বের দম্ভ। **চৈতন্যের সেবা হৈতে ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যের সেবায় যে মহত্ত্ব, তাহা অপেক্ষা অধিক মহত্ত্ব আর নাই।

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যার যেন যোগ্য ভক্তি সেই সে আদরে' ॥ ১৫৫
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
"বোল ভাইসব! মোর প্রভু গৌরচন্দ্র ॥" ১৫৬
চৈতন্য-স্মরণ করি আচার্যগোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাঞি ॥ ১৫৭
ইহা দেখি চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয় ॥ ১৫৮
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধে যে অদ্বৈত গায়।
সে-ই সে বৈষ্ণব জন্মজন্ম কৃষ্ণ পায় ॥ ১৫৯
অদ্বৈতের সে-ই সে একান্ত প্রিয়কর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর ॥ ১৬০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৫। **নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু**—মহাপ্রভু-শ্রীনিত্যানন্দ। পরবর্তী পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, এ-স্থলে নিত্যানন্দকেই মহাপ্রভু বলা হইয়াছে। **যার যেন** ইত্যাদি—যাঁহাদের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ যোগ্যতা (যাঁহার চিত্তের যেরূপ প্রবৃত্তি), তদনুরূপ ভক্তির সহিতই তিনি গৌরচন্দ্রের আদর করেন। দাস্যাদি নানাভাবে গৌরের প্রতি আদর প্রকাশ করা যায়। দাস্যাদি ভাব জীবের চিত্তে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত থাকে। নিত্যানন্দের কৃপা হইলেই তাহা স্ফুরিত হইতে পারে। "যোগ্য"-স্থলে "ভাগ্য"-পাঠান্তর।

১৫৮। **তাহার আলাপে**—তাহার সহিত আলাপ করিলে, কথাবার্তা বলিলে।

১৫৯। তাৎপর্য। শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য—এইরূপ বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিয়া যিনি অদ্বৈতের গুণকীর্তন করেন, সেই বৈষ্ণবই জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাইতে পারেন। শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও তিনি নিজেকে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত বলিয়াই মনে করেন (পূর্ববর্তী ১৫৭ পয়ার দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বরবুদ্ধি পোষণ করিয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিলে তিনি প্রসন্ন হইতে পারেন না; তাঁহার প্রসন্নতাতেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাওয়া যাইতে পারে।

১৬০। **অদ্বৈতের সেই সে**—অদ্বৈত-সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বুদ্ধিই অদ্বৈতের **একান্ত প্রিয়কর**—অত্যন্ত প্রীতিজনক। "প্রিয়কর"-স্থলে "প্রিয়তর"-পাঠান্তর। "ভক্ত-অভিমান" মূল শ্রীবলরামে। সেইভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥ চৈ. চ. ১।৬।৭৫॥" শ্রীবলরামের অংশাংশ হইতেছেন কারণার্ণবশায়ী; সে-জন্য কারণার্ণবশায়ীর হৃদয়েও ভক্তভাব (চৈ. চ. ১।৬।৭৫-৭৮)। "তাঁহার (সেই কারণার্ণবশায়ীর) প্রকাশভেদ অদ্বৈত-আচার্য। কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য॥ বাক্যে কহে—'মুঞি চৈতন্যের অনুচর।' 'মুঞি তাঁর ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর॥ চৈ. চ. ১।৬।৭৯-৮০॥" শ্রীঅদ্বৈত বলেন "চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস। চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস॥ চৈ. চ. ১।৬।৭৩॥" (পূর্ববর্তী ১৪১-পয়ারও দ্রষ্টব্য। এজন্য অদ্বৈত-সম্বন্ধে ভক্তবুদ্ধি পোষণ করিলেই তিনি প্রসন্ন হইতে পারেন। **এ-মর্ম্ম**—উল্লিখিত রহস্য, শ্রীঅদ্বৈতের মনোভাব। **অধম কিঙ্কর**—শ্রীচৈতন্যের সেবা না করিয়া, শ্রীচৈতন্যের নিন্দা করিয়া, যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের সেবা করেন, অদ্বৈতের সে-সমস্ত অধম কিঙ্কর (সেবক)-গণ। তাঁহাদের অদ্বৈত-কিঙ্করত্ব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বলিয়াই তাঁহাদিগকে অধম কিঙ্কর বলা হইয়াছে।

'সভার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর'।
এ কথায় অদ্বৈতেরে প্রীত বহুতর ॥ ১৬১
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর' সর্ব্বথা ॥ ১৬২
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব খণ্ডয়ে পাষণ্ড। ১৬৩
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর মুকাইল ভক্তির কপাট ॥ ১৬৪
শ্রীভুজ তুলিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"সভে মোরে দেখ, মাগ' যার যেই বর ॥" ১৬৫
আনন্দ পাইলা সভে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা মাগে' তাহার কারণে ॥ ১৬৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৩। "খণ্ডয়ে পাষণ্ড"-স্থলে "ঘুচে অন্তর পাষণ্ড"-পাঠান্তর। অন্তর পাষণ্ড—চিত্তের পাষণ্ডিত্ব।

১৬৪। পূর্ববর্তী ১৩০-পয়ারের সহিত এই পয়ারের সম্বন্ধ। মধ্যবর্তী ১৩১-৬৩-পয়ারসমূহে আনুষঙ্গিকভাবে অদ্বৈতের মহত্ত্ব এবং প্রকৃত অদ্বৈত-ভক্তের পরিচয় কথিত হইয়াছে। **অদ্বৈতেরে বলিয়া** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ১২৯-পয়ার দ্রষ্টব্য। **মুকাইল**—মুক্ত করিলেন। **মুকাইল ভক্তির কপাট**—ভক্তির (ভক্তি-মন্দিরের) কপাট মুক্ত করিলেন (খুলিয়া দিলেন, শুদ্ধাভক্তি-সাধনের পথ সকলকে দেখাইয়া দিলেন)। গীতাশ্লোকের "সর্ব্বতঃ"-স্থলে "সর্ব্বত্র"-পাঠই যে সত্য, তাহা জানাইয়া গীতা-শ্লোকটির তাৎপর্যে প্রভু জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তাঁহার কর-চরণাদিও সচ্চিদানন্দ, নিত্য, ত্রিকালসত্য; তিনি সর্বব্যাপক বলিয়া সর্বদাই সর্বত্র বিদ্যমান; সুতরাং যে-কোনও স্থানে, যে-কোন সময়েই, যে-কোনও লোক তাঁহার সেবা করিতে পারেন। এইরূপে প্রভু সকলের জন্যই ভজন-পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। অথবা, **অদ্বৈতেরে বলিয়া** ইত্যাদি—অদ্বৈতের নিকটে গীতা-শ্লোকের সত্যপাঠ বলিয়া (বলিবার পরে), **বিশ্বম্ভর মুকাইল** ইত্যাদি—বিশ্বম্ভর ভক্তির (ভক্তি-মন্দিরের) কপাট মুকাইল (মুক্ত করিলেন, খুলিয়া দিলেন)। গৃহস্বামী তাঁহার গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া যদি লোকদিগকে বলেন—আমার এই গৃহ হইতে তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তোমরা নিতে পার, তাহা হইলে লোকগণ যেমন তাহাদের ইচ্ছার কথা গৃহস্বামীকে বলেন এবং গৃহস্বামীও যেমন তাহাদিগকে তাহাদের অভিলষিত বস্তু দিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভক্তিভাণ্ডারের অধিকারী প্রভু—বিশ্বম্ভরও ভক্তিভাণ্ডারের কপাট খুলিয়া দিলেন—উদ্দেশ্য, 'আমি ভাণ্ডারের কপাট খুলিয়া দিলাম; ভাণ্ডারের মধ্যে কি কি দ্রব্য আছে, তাহা তোমরা সকলে দেখ এবং যে-দ্রব্যের জন্য যাহার অভিলাষ, তাহা আমাকে বল, আমি তাহাকে তাহাই দিব।' পরবর্তী কতিপয় পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৬৫। **সভে মোরে দেখ**—সকলে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"সভে মোরে মাগ যার যেন লয় বর।"—যাঁহার যে-বর পাইতে ইচ্ছা, সেই বরই তোমরা সকলে আমার নিকটে চাও।

১৬৬। "আনন্দ পাইলা"-স্থলে "আনন্দিত হৈলা"-পাঠান্তর। **তাহার কারণে**—প্রভুর আদেশের কারণে, প্রভু আদেশ করিয়াছেন বলিয়া।

অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু ! মোর এই বর ।
মূর্খনীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর' ॥" ১৬৭
কেহো বোলে "মোর বাপে আসিবারে না দে ।
তার চিত্ত ভাল হউ তোমার প্রসাদে ॥" ১৬৮
কেহো বোলে শিষ্য-প্রতি, কেহো পুত্র-প্রতি ।
কেহো ভার্য্যা, কেহো ভৃত্যে, যার যথা রতি ॥ ১৬৯
কেহো বোলে "আমার হউক গুরুভক্তি ।"
এইমত বর মাগে', যার যেন শক্তি ॥ ১৭০
ভক্ত-বাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর ।
হাসিয়া হাসিয়া সভাকারে দেন বর ॥ ১৭১
মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে ।
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে ॥ ১৭২
মুকুন্দ সবার প্রিয়—পরম মহান্ত ।
ভালমতে জানে সেই সভার বৃত্তান্ত ॥ ১৭৩
নিরবধি কীর্ত্তন করিয়া প্রভু-সনে ।
কোনজন না বুঝে, তথাপি দণ্ড কেনে ॥ ১৭৪
ঠাকুরেহ নাহি ডাকে, আসিতে না পারে ।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সভার অন্তরে ॥ ১৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৭। **মোর এই বর**—আমার প্রার্থনীয় বর হইতেছে এই। "দরিদ্রেরে"-স্থলে "পতিতেরে"-পাঠান্তর।

১৬৮। **আসিবারে না দে**—তোমার নিকটে আমাকে আসিতে দেয় না। "মোর বাপ আসিবারে না দে"-স্থলে "মোরে বাপ না দেয় আসিবারে" এবং "তোমার প্রসাদে"-স্থলে "দেহ এই বরে"-পাঠান্তর।

১৬৯। **শিষ্য প্রতি ইত্যাদি**—আমার শিষ্যের প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি, আমার ভার্যার প্রতি, আমার ভৃত্যের প্রতি, তোমার যেন কৃপা হয়। "পুত্র"-স্থলে "গুরু", "কেহো ভার্য্যা"-স্থলে "কেহো বাংন্যে" এবং "যথা রতি"-স্থলে "যেই মতি"-পাঠান্তর। বাংন্যে—বোধ হয়, বাম্‌নী বা ব্রাহ্মণীর প্রতি।

১৭০। "হউক গুরুভক্তি"-স্থলে "গুরুর হউ ভক্তি" এবং "যেন শক্তি"-স্থলে "যেই যুক্তি"-পাঠান্তর।

১৭১। "সত্যকারী"-স্থলে "সত্য করি"-পাঠান্তর।

১৭২। এক্ষণে মুকুন্দের প্রসঙ্গ বলা হইতেছে। **মুকুন্দ**—প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ মুকুন্দ দত্ত। **অন্তঃপট**—ভিতরের পর্দা (বা বস্ত্রাবরণ)।

১৭৩। **পরম মহান্ত**—পরম-ভাগবত। **ভালমতে ইত্যাদি**—মুকুন্দ বৈষ্ণবদের সকলের মহিমাই উত্তমরূপে অবগত আছেন, কোনও বৈষ্ণবের প্রতিই তাঁহার অনাদর ছিল না।

১৭৪। "করিয়া প্রভুসনে"-স্থলে "করয়ে প্রভু-সনে" এবং "করয়ে প্রভু শুনে"-পাঠান্তর। **তথাপি দণ্ড কেনে**—মুকুন্দ সকল বৈষ্ণবের প্রিয়, পরম-মহান্ত, সকল বৈষ্ণবের প্রতি আদর করেন, প্রভুর প্রিয় কীর্তনীয়া ; তথাপি তাঁহার প্রতি প্রভুর দণ্ড কেন ? (প্রভু তাঁহাকে ডাকিতেছিলেন না—ইহাই তাঁহার প্রতি প্রভুর দণ্ড)।

১৭৫। **ঠাকুরেহ**—প্রভুও। **নাহি ডাকে**—মুকুন্দকে ডাকেন না। "ঠাকুরেহ নাহি ড়াকে"-স্থলে

শ্রীবাস বোলেন "শুন জগতের নাথ!
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমা'ত ॥ ১৭৬
মুকুন্দ তোমার প্রিয়—মো'সভার প্রাণ।
কে বা নাহি দ্রবে' শুনি মুকুন্দের গান ॥ ১৭৭
ভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদিগে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়ে কর' অপমান ॥ ১৭৮
যদি অপরাধ থাকে, তার শাস্তি কর'।
আপনার দাস কেনে দূরে পরিহর ॥ ১৭৯
তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু! বোল ভালমতে ॥" ১৮০
প্রভু বোলে "হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি মোরে কেহো না সাধিবা ॥ ১৮১
'খড় লয় জাঠি লয়' পূর্ব্বে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহো না চিনিলা ॥ ১৮২
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে ॥" ১৮৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"ঠাকুরেহ রা না কাড়ে"-পাঠান্তর। **রা না কাড়ে**—শব্দ করেন না, মুকুন্দ-সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন না। **আসিতে না পারে**—প্রভু ডাকেন না বলিয়া মুকুন্দও প্রভুর নিকটে আসিতে পারেন না।

১৭৬। "শুন"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। **তোমাত**—তোমাতে, তোমার নিকটে।

১৭৭। **দ্রবে**—দ্রবীভূত হয়, চিত্ত গলিয়া যায়।

১৭৮। **অপরাধ না দেখিয়ে**—মুকুন্দের কোনও অপরাধই আমরা দেখিতে পাই না। **অপমান**—উপেক্ষা। **কর অপমান**—তুমি মুকুন্দের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ, তুমি মুকুন্দকে ডাকিতেছ না।

১৮১। "কেহো না সাধিবা"-স্থলে "কভু না বলিবা"-পাঠান্তর। পরবর্তী দুই পয়ারে প্রভুর এই উক্তির হেতু বলা হইয়াছে।

১৮২-১৮৩। **খড়**—গাভীর আহারের খড়। **জাঠি**—"যষ্টি"-শব্দের অপভ্রংশ। যষ্টি = যঠি = জাঠি (হিন্দী জাঠ)। লাঠি। **খড় লয় জাঠি লয় ইত্যাদি**—পূর্বে শুনিয়াছ তো, যাহারা গাভী পালন করে, তাহারা গাভীকে খড়ও দেয়, আবার কখনও কখনও লাঠিদ্বারা প্রহারও করে। গাভী খাইতে না পাইলে বেশী দুধ দিবে না বলিয়াই তাহারা গাভীকে খড় দেয়; গাভীর প্রতি প্রীতিবশতঃ নয়, পরন্তু নিজেদের স্বার্থের জন্যই তাহারা গাভীকে খড় দেয়। যেহেতু, দোহন-কালে গাভী কিছু উৎপাত করিলে কম দুধ পাইবে ভাবিয়া, অথবা যে-গাভী দুধ দেয় না, সেই গাভী দুগ্ধবতী গাভীকে দেওয়া খড় খাইতে আসিলে, তাহাকে লাঠিদ্বারা প্রহার করিতেও দেখা যায়। এই গাভীপালক লোকগুলিকে "খড়-জাঠিয়া" বলা যায়। **অই বেটা ইত্যাদি**—ঐ মুকুন্দও তদ্রূপ "খড়-জাঠিয়া", তোমরা তাহাকে চিনিতে পার নাই। **ক্ষণে দন্তে তৃণ ইত্যাদি**—ঐ মুকুন্দ কখনও দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া নিজের দৈন্য প্রকাশ করে, আবার কখনও বা জাঠি (লাঠি) মারে। যখন ভক্তের নিকটে যায়, তখন ভক্তির মহিমা খ্যাপন করে (ভক্তিরূপ গাভীকে খড় দেয়) এবং নিজে যে পরম-ভক্তিমান্, তাহা দেখাইবার জন্য দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া স্বীয় চিত্তে ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যের অস্তিত্ব জানাইতে চায়। আবার যখন কর্মী বা জ্ঞানীদের নিকটে যায়, তখন কর্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গের মহিমাই কীর্ত্তন

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলে আরবার।
"বুঝিতে তোমার বাক্য কার অধিকার॥ ১৮৪
আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয়-পাদপদ্ম তার সাক্ষী॥" ১৮৫
প্রভু বোলে "ও বেটা যখন যথা যায়।
সেইমত কথা কহি তথায় মিশায়॥ ১৮৬
বাশিষ্ঠ পঢ়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥ ১৮৭
অন্য-সম্প্রদায়ে গিয়া যখনে সান্ডায়।
নাহি মানে' ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥ ১৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করে, এবং কর্মমার্গের বা জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে গিয়া ভক্তির অপকর্ষ কীর্তন করে (ভক্তিরূপ গাভীকে লাঠি মারে)। মুকুন্দের উদ্দেশ্যও "খড়-জাঠিয়া" গাভীপালকদের ন্যায় কেবল স্বার্থ—নিজের সুখ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা। এজন্য যাহার নিকটে যায়, তাহারই মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। ও খড়-জাঠিয়া ইত্যাদি—"খড়-জাঠিয়া"-স্বভাব মুকুন্দ আমাকে দর্শন করার যোগ্য নহে।

১৮৪। "তোমার বাক্য"-স্থলে "প্রভুর শক্তি"-পাঠান্তর। প্রভুর শক্তি—প্রভুর লীলাশক্তি, অর্থাৎ লীলাশক্তির কার্য। তাৎপর্য এই। মুকুন্দ যে "খড়-জাঠিয়া", প্রতিষ্ঠা-লিপ্সু, ভক্তির প্রতি মুকুন্দের যে আদর নাই, মুকুন্দ যে বাস্তবিক পরম-ভাগবত নহেন, তাহা আমরা মনে করি না। তথাপি তুমি যখন বলিতেছ, মুকুন্দ কখনও কখনও ভক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তুমি বলিতেছ বলিয়া, তাহাও আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, ইহা তোমার লীলাশক্তিরই কার্য, তোমার লীলাশক্তিই সময় সময় মুকুন্দদ্বারা ভক্তির অপকর্ষ খ্যাপন করাইয়া থাকেন; তোমার লীলাশক্তির কার্য বা উদ্দেশ্য বুঝিবার অধিকার কাহার আছে?

১৮৫। **তোমার অভয় ইত্যাদি**—আমরা যে মুকুন্দের কোনও দোষ দেখি না, তোমার পাদপদ্মকে সাক্ষী রাখিয়া আমরা তাহা বলিতেছি; অর্থাৎ মুকুন্দের যে কোনও দোষ নাই, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অথবা, মুকুন্দের যে কোনও দোষ নাই, তোমার অভয়-পাদপদ্মই (অর্থাৎ তুমিই)-তাহার সাক্ষী বা প্রমাণ। মুকুন্দ নিরবধি তোমার সঙ্গে কীর্তন করেন (পূর্ববর্তী ১৭৪ পয়ার); যদি বাস্তবিক মুকুন্দের কোনও দোষ থাকিত, তাহা হইলে তুমি কি তাঁহাকে নিরবধি তোমার সঙ্গে কীর্তন করিতে দিতে? মুকুন্দের কীর্তনে তুমি আনন্দ পাও বলিয়াই তুমি মুকুন্দকে নিরবধি সঙ্গে রাখিয়া কীর্তন করাও। যদি মুকুন্দের কোনও দোষ থাকিত, তাহা হইলে কি মুকুন্দের কীর্তনে তুমি আনন্দ পাইতে? অতএব, মুকুন্দ যে নির্দোষ, তুমিই তাহার সাক্ষী। "তার"-স্থলে "তুই"-পাঠান্তর।

১৮৭। **বাশিষ্ঠ**—যোগবাশিষ্ট, যোগবাশিষ্টের ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থ। পূর্ববর্তী ১৮২-৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৮। **অন্য সম্প্রদায়ে**—কর্মি-যোগি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে, যাঁহারা ভক্তির মহিমা স্বীকার করেন না। **সান্ডায়**—প্রবেশ করে। "সান্ডায়"-স্থলে "মিশায়"-পাঠান্তর। মিশায়—মিলিত হয়। **জাঠি মারয়ে সদায়**—সর্বদা ভক্তির উপরে লাঠি মারে, ভক্তির খর্বতা প্রতিপাদন করে। পূর্ববর্তী ১৮২-৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

'ভক্তি হৈতে বড় আছে' যে ইহা বাখানে'।
নিরন্তর জাঠি মারে মোরে সেই জনে॥ ১৮৯
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥" ১৯০
মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
'না পাইব দরশন' শুনিলেন ইহা॥ ১৯১
"গুরু-উপরোধে পূর্ব্বে না মানিলুঁ ভক্তি।
সব জানে মহাপ্রভু-চৈতন্যের শক্তি॥" ১৯২
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম-ভাগবত।
"এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুগত॥ ১৯৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৯। **নিরন্তর জাঠি মারে** ইত্যাদি—ভক্তি আমার বড় প্রিয়; যে-ব্যক্তি ভক্তির উপরে লাঠি মারে, সে আমার উপরেই লাঠি মারে। অর্থাৎ লাঠির প্রহারে যে যন্ত্রণা জন্মে, ভক্তির অপকর্ষের কথা শুনিলে আমার সেইরূপ যন্ত্রণা বা দুঃখ জন্মে। "মোরে"-স্থলে "মূঢ়"-পাঠান্তর। মূঢ় সেই জনে —যে ভক্তির অপকর্ষ খ্যাপন করে, সে মূঢ়, মূর্খ।

১৯০। **উহার**—মুকুন্দের। **দরশন-বাধ**—আমার দর্শনে বাধা। ভক্তির প্রসন্নতাতেই ভগবদ্দর্শন সম্ভব। কেন না, একমাত্র ভক্তিই ভগবান্‌কে দেখাইতে পারেন। "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি॥ মাঠর-শ্রুতি।" যিনি ভক্তির অপকর্ষ খ্যাপন করেন, ভক্তি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভগবদ্দর্শনও সম্ভবপর হয় না। যদি বলা যায়, মুকুন্দ যে সর্বদাই ভক্তির অপকর্ষ খ্যাপন করিতেন, তাহা তো নয়? তিনি ভক্তির উৎকর্ষও খ্যাপন করিতেন; সময়-সময় অপকর্ষের কথা বলিতেন। যখন তিনি ভক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেন, তখন তো তাঁহার প্রতি ভক্তির প্রসন্ন হওয়ারই কথা। সময়-সময় অপকর্ষের কথা হইলে উৎকর্ষ-খ্যাপনের প্রসন্নতা কি অতলে ডুবিয়া যাইবে? উত্তরে বক্তব্য এই। কাহারও পাদ-সম্বাহনাদি করিলে তিনি তুষ্ট হয়েন সত্য; কিন্তু পাদ-সম্বাহনাদি করিয়াও যদি তাঁহার পৃষ্ঠে বা মস্তকে লাঠিদ্বারা প্রহার করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রহার-জনিত তীব্র যন্ত্রণার স্রোতে পাদ-সম্বাহনাদি-জনিত তুষ্টি কি বহুদূরে সরিয়া যায় না? তুষ্টির কথা আর তাঁহার মনে স্থান পায় না; প্রহারের যন্ত্রণাই তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে। তদ্রূপ ভক্তির উৎকর্ষ কীর্তিত হইলেও অপকর্ষ-কীর্তনের ফলই প্রাধান্য লাভ করে। এ-জন্যই প্রভু মুকুন্দ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।"

১৯১। **মুকুন্দ শুনয়ে** ইত্যাদি—অন্তঃপটের বাহিরে থাকিয়া মুকুন্দ প্রভুর কথা সমস্তই শুনিতে পাইলেন।

১৯২। **গুরু-উপরোধে**—গুরুর অনুরোধে, গুরুর অভিমতের অনুসরণে। এ-স্থলে মুকুন্দ বোধ হয়, তাঁহার অধ্যাপক গুরুর কথাই বলিয়াছেন। অধ্যাপক গুরু ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। **মহাপ্রভু-চৈতন্যের শক্তি**—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সর্বজ্ঞতা-শক্তি। মহাপ্রভু সর্বজ্ঞ বলিয়া সমস্তই জানেন।

১৯৩। **না হয় যুগত**—যুক্তিসঙ্গত নহে। "যুগত"-স্থলে "যুকত"-পাঠান্তর। যুকত—যুক্ত, যুক্তিযুক্ত, উপযুক্ত।

অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি।
দেখিব কতেককালে, ইহা নাহি জানি॥" ১৯৪
মুকুন্দ বোলেন "শুন ঠাকুর শ্রীবাস!
'কভুনি দেখিমু মুঞি?' বোল প্রভু-পাশ॥" ১৯৫
কান্দয়ে মুকুন্দ দুই ঝরয়ে নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে॥ ১৯৬
প্রভু বোলে "আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইব নিশ্চয়॥" ১৯৭
শুনিল 'নিশ্চয়-প্রাপ্তি' প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দ সুখে॥ ১৯৮
"পাইব পাইব" বলি করে মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥ ১৯৯
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
দেখিবেন হেন বাক্য শুনিঞা শ্রবণে॥ ২০০
মুকুন্দ দেখিয়া প্রভু হাসে' বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥ ২০১
সকল বৈষ্ণব ডাকে "আইসহ মুকুন্দ!"
না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ॥ ২০২
প্রভু বোলে "মুকুন্দ! ঘুচিল অপরাধ।
আইস আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ॥" ২০৩
প্রভুর আজ্ঞায় সভে আনিল ধরিয়া।
পড়িলা মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া॥ ২০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৪। **দেখিব কতেক কালে**—কোন্ সময়ে প্রভুর দর্শন পাইব।

১৯৫-১৯৬। **কভুনি দেখিমু মুঞি**—আমি কখনও কি প্রভুর দর্শন পাইব? **বোল**—জিজ্ঞাসা কর। **প্রভু-পাশ**—প্রভুর নিকটে। "দুই ঝরয়ে"-স্থলে "দুই অঝর"-পাঠান্তর।

১৯৯। **পাইব পাইব ইত্যাদি**—প্রভু যখন বলিলেন, কোটি জন্ম পরে মুকুন্দ নিশ্চয়ই আমার দর্শন পাইবে, তখন প্রভুর কথা শুনিয়া মুকুন্দ প্রভুর দর্শন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া "পাইব পাইব" বলিতে বলিতে পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। "পাইব, পাইব—প্রভুর দর্শন নিশ্চয়ই পাইব, নিশ্চয়ই পাইব। সত্যস্বরূপ সত্যবাক্য প্রভু যখন বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই পাইব, ইহার অন্যথা হইবে না। কোটি জন্ম পরে। তা হউক, কোটি জন্ম আর বেশী কি? অনাদি কাল হইতে কত কোটি-কোটি জন্ম তো আমার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কৈ? তাঁহার দর্শন তো পাই নাই। দর্শনের ইচ্ছাও তো কখনও মনে জাগে নাই। প্রভুর ভরসায় আনন্দে আমি আরও কোটি জন্ম অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারিব, কোটি জন্ম পরে যে তাঁহার দর্শন পাইব, তাহাতে তো কোনও রূপ সন্দেহের লেশমাত্রও নাই।" ইহাদ্বারা প্রভুর বাক্যে মুকুন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "আনন্দে"-স্থলে "প্রেমেতে"-পাঠান্তর। **বিহ্বল**—আত্মস্মৃতিহারা। **চৈতন্যের ভৃত্য**—শ্রীচৈতন্যের দাস মুকুন্দ।

২০২। **না জানে মুকুন্দ ইত্যাদি**—প্রভু যে বলিয়াছেন "মুকুন্দেরে আনহ সত্বর" এবং তদনুসারে ভক্তগণও যে "আইসহ মুকুন্দ" বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছিলেন, আনন্দ-তন্ময়তাবশতঃ বাহ্যজ্ঞানহারা মুকুন্দ তাহা জানিতে পারেন নাই, প্রভুর আদেশও তিনি শুনেন নাই, ভক্তদের ডাকও শুনেন নাই।

২০৩। **ধরহ প্রসাদ**—আমার প্রসন্নতা গ্রহণ কর, জান।

২০৪। **মহাপুরুষ**—মহাপ্রভুকে। মহাপ্রভুর জন্মের পরেই তাঁহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী

প্রভু বোলে "উঠ উঠ মুকুন্দ আমার!
তিলার্দ্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার ॥ ২০৫
সঙ্গ-দোষ তোমার সকল হইল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥ ২০৬
'কোটি জন্মে পাইবা' হেন বলিলাঙ আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥ ২০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়াছিলেন—"বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ। এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ চৈ. চ. ১।১৪।১২ ॥" মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ কি, তাহাও তিনি বলিয়াছেন—"পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষডুন্নতঃ। ত্রিহ্রস্বঃ পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ (সামুদ্রিকে ॥ ৩ ॥)—মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ, হইতেছে—(নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র এবং জানু—এই) পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ থাকে; (ত্বক, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব, দন্ত, এবং রোম—এই) পাঁচটি সূক্ষ্ম থাকে; (নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা এবং নখ—এই) সাত স্থলে রক্তবর্ণ; (বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ—এই) ছয়টি অঙ্গ উন্নত; (গ্রীবা, জঙ্ঘা, এবং মেহস—এই) তিনটি অঙ্গ হ্রস্ব; (কটিদেশ, ললাট, এবং বক্ষঃস্থল—এই) তিনটি অঙ্গ বিস্তীর্ণ; এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি—এই তিনটি গম্ভীর।" (ভুজ—বাহু। হনু—চোয়ালি। জানু—হাটু। জঙ্ঘা—উরুদেশ। মেহস—শিশ্ন; জননেন্দ্রিয়)। শ্রীশচীনন্দনে এই বত্রিশটি লক্ষণ বিদ্যমান বলিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলা হয়।

যোগীন্দ্র শ্রীকরভাজন "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"—ইত্যাদি (ভা. ১১।৫।৩২)-শ্লোকে নিমিমহারাজের নিকটে বর্তমান কলিযুগের উপাস্য-স্বরূপের কথা বলিয়াছেন। সেই উপাস্যস্বরূপ যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (১।২।৬-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই উপাস্যস্বরূপের কথা বলিয়া শ্রীকরভাজন, অব্যবহিত পরবর্তী দুইটি শ্লোকে তাঁহার স্তুতির কথাও বলিয়াছেন ("স্তুতিমাহ ধ্যেয়মিতি।"—স্তুতিবাচক শ্লোকদ্বয়ের টীকার উপক্রমে শ্রীধরস্বামীর উক্তি)। এই শ্লোকদ্বয়ের প্রথম শ্লোকটি এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে—"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ভা. ১১।৫।৩৩ ॥ —হে প্রণতপাল! হে মহাপুরুষ! সর্বদা তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। —যে-চরণারবিন্দ হইতেছে, সর্বদা ধ্যানযোগ্য, সর্বদা ইন্দ্রিয়-কুটুম্বাদির তিরস্কার-নাশক, সর্বদা মনোরথ-পূরক, গঙ্গাদিতীর্থের আশ্রয় বলিয়া সর্বদা পরম-পাবন, শিব-বিরিঞ্চিকর্তৃক সর্বদা স্তুত, সর্বদা শরণ্য (আশ্রয়যোগ্য, সুখাত্মক) সর্বদা সেবকগণের দুঃখ-নাশক এবং ভবসমুদ্র উত্তরণের পক্ষে তরণীতুল্য (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)।" ...পূর্বোক্তি অনুসারে ইহা হইতেছে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গেরই স্তব এবং এই স্তবেও শ্রীগৌরাঙ্গকে "মহাপুরুষ" বলা হইয়াছে।

২০৬। **তোর স্থানে ইত্যাদি**—আমি যে বলিয়াছিলাম, আমি তোমাকে দর্শন দিব না, আমার বাক্যে তোমার সুদৃঢ় বিশ্বাসের প্রভাবে আমি আমার সেই বাক্য রক্ষা করিতে পারিলাম না; সুতরাং তোমার নিকটে আমাকে পরাজয়ই স্বীকার করিতে হইল। পরবর্তী পয়ারদ্বয় দ্রষ্টব্য।

২০৭-২০৯। **তিলার্দ্ধেকে**—তিলার্ধেক সময়ের মধ্যেই। **তাহা ঘুচাইলে**—আমার সেই সঙ্কল্প

'অব্যর্থ আমার বাক্য' তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা' সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥ ২০৮
আমার গায়ন তুমি, থাক আমা' সঙ্গে।
পরিহাসপাত্র-সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥ ২০৯
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর'।
সে সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দঢ় ॥ ২১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(অথবা তোমার সমস্ত অপরাধ) দূর করিলে। **পরিহাস-পাত্র ইত্যাদি**—তুমি আমার গায়ন (সঙ্গে কীর্তনকারী), তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে থাক। সুতরাং তুমি আমার প্রিয়, অন্তরঙ্গ বান্ধব। প্রিয় অন্তরঙ্গ বান্ধব বলিয়া তুমি আমার পরিহাসের পাত্র, রঙ্গ-কৌতুকের পাত্র। এজন্য আমি তোমার সঙ্গে কৌতুক-রঙ্গই করিয়াছি ; তোমার সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আমার মনের কথা নহে, তামাসা মাত্র।

২১০। সত্য যদি ইত্যাদি—প্রভু মুকুন্দকে আরও বলিলেন, "মুকুন্দ! তোমার কোনও অপরাধই নাই, অপরাধ-জনক কোনও আচরণই তুমি কখনও কর নাই। তুমি যদি কখনও কোনও অপরাধও কর, এমন কি কোটি-কোটি অপরাধও কর, তাহা হইলেও, সে-সকল অপরাধ মিথ্যা হইয়া যাইবে, তাহাদের কোনও বাস্তবতা থাকিবে না, তাহারা তোমার কোনও অনর্থ ঘটাইতে পারিবে না ; যেহেতু, "তুমি মোর প্রিয় দঢ়", তোমার সঙ্গে আমার যে প্রিয়ত্বের বন্ধন, তাহা অত্যন্ত দঢ়—দৃঢ় ; কিছুতেই তাহা শিথিল হওয়ার নহে।

ঐকান্তিক ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। লৌকিক বিচারে যাহা অন্যায়, অপরাধ-জনক, এমন কোনও কাজও যদি তিনি করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাতে রুষ্ট হয়েন না।" শিশুপুত্র জননীর বক্ষেও পাদস্পর্শ করায়, জননীর অঙ্গেও মলমূত্র ত্যাগ করে ; কিন্তু তাহাতে স্নেহময়ী জননী কখনও সন্তানের প্রতি রুষ্ট হয়েন না, সন্তানকে তজ্জন্য শাস্তি দেন না। বস্তুতঃ, যাঁহাদের চিত্ত ভগবন্নিষ্ঠ, তাঁহারা জ্ঞাতসারে কোনওরূপ অপরাধ-জনক কাজই করেন না। যেহেতু, দেহেতে যাহাদের আবেশ, দেহের সুখ-সাধন বস্তু লাভের নিমিত্ত অপরাধ-জনক বা পাপজনক কার্য করার জন্য তাহাদেরই প্রবৃত্তি জন্মে। কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তের চিত্ত সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণেই আবেশ-প্রাপ্ত, বাহিরের কোনও বস্তুতেই তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না ; সুতরাং অপরাধ-জনক বা পাপ-জনক কার্যে তাঁহাদের প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যদি কোনও অন্যায় কাজও তাঁহারা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে শাস্তি দেন না ; বরং তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের চিত্তে তদ্রূপ কাজ করার যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহাকে দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্তকেই শুদ্ধ করিয়া থাকেন। শিশুপুত্র মলমূত্রে ডুবিয়া থাকিলে স্নেহময়ী জননী তাহাকে শাস্তি দেন না, বরং তাহার মলমূত্র ধৌত করিয়া তাহাকে অপরের পক্ষেও কোলে তুলিয়া লওয়ার যোগ্যই করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন, "বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত। কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করে প্রায়শ্চিত্ত॥ চৈ. চ. ২।২২।৮০-৮১॥" ইহার

ভক্তিময় তোমার শরীর—মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস॥" ২১১
প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ।
ধিক্কার করিয়া (কান্দে) আপনারে বোলে মন্দ॥ ২১২
"ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার-মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে॥ ২১৩
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥ ২১৪
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ—ভক্তি-শূন্যের কারণ॥ ২১৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সমর্থক ভাগবত-বাক্যও আছে। যথা, "স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ভা. ১১।৫।৪২॥—(শ্রীকরভাজন নিমিমহারাজের নিকটে বলিয়াছেন) যিনি (শ্রীকৃষ্ণসেবার ভাবব্যতীত) অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল-সেবায় নিরত, শ্রীহরির সেই প্রিয়ভক্তের সম্বন্ধে যদি কোনও কিছু নিষিদ্ধ কর্মও উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও তাঁহার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হরি তাহা সম্যক্‌রূপে বিধৌত (বিনষ্ট) করিয়া দেন।"

২১১। **ভক্তিময় তোমার শরীর**—তোমার শরীর, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সমস্তই, হইতেছে ভক্তিময়, ভক্তিরস-পরিষিঞ্চিত। **মোর দাস** তুমি আমার দাস। **তোমার জিহ্বায় ইত্যাদি**—তোমার জিহ্বাতে আমি সর্বদাই বাস করি। মুকুন্দ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণাদির কীর্তন করিয়া থাকেন—স্বীয় জিহ্বার সহায়তায়। কৃষ্ণ-নাম-গুণাদি সর্বদাই তাঁহার জিহ্বায় অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণাদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া, স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণই সর্বদা তাঁহার জিহ্বায় অবস্থিত।

২১২। **ধিক্কার**—আত্মধিক্কার, নিজের প্রতি ধিক্কার। মুকুন্দ কিভাবে নিজেকে ধিক্কার দিয়াছেন, পরবর্তী পয়ারসমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

২১৩। **দেখিলেই ভক্তিশূন্য ইত্যাদি**—প্রভু, আমি ভক্তিহীন। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন দিয়াছ, তাহাতে আমিও তোমার দর্শন পাইয়াছি। তুমি আনন্দস্বরূপ; সুতরাং তোমার দর্শনে চিত্তে পরমানন্দের উদয় হওয়ারই কথা। কিন্তু ভক্তিহীন আমি তোমার দর্শন-জনিত আনন্দ বা সুখ কিরূপে পাইব? (অর্থাৎ পাইতেছি না; কেন না, ভগবানের, ভগবানের আনন্দস্বরূপত্বের এবং ভগবদ্দর্শনের আনন্দের অনুভব জন্মাইতে পারে একমাত্র ভক্তি; যাঁহার চিত্তে ভক্তি নাই, তিনি তাহা অনুভব করিবেন কিরূপে?) ভক্তিহীন ব্যক্তি ভগবানের দর্শন পাইলেও যে ভগবদ্দর্শনের আনন্দ অনুভব করিতে পারে না, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরবর্তী পয়ারসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে।

২১৪-২১৫। এই দুই পয়ারে, ভক্তিহীন দুর্যোধনের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনও পাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপও দেখিয়াছেন; কিন্তু ভক্তিহীন বলিয়া তাহাতে আনন্দ পায়েন নাই। দুর্যোধনের বিশ্বরূপ-দর্শনের বিবরণ, মহাভারতের উদ্যোগপর্বে (১৩০-৩১-অধ্যায়ে) কথিত হইয়াছে। যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতেছিল, অথচ যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই,

হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার-মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেম-সুখে॥ ২১৬

যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণীহরণে।
দেখিল নরেন্দ্র-সব গরুড়বাহনে॥ ২১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির লোকক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া, অর্ধরাজ্য দুর্যোধনকে দিয়াও সন্ধি করার প্রস্তাব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় দূতরূপে কৌরব-পতি দুর্যোধনের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না ; বরং একাকী পাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং দুর্যোধনকে বলিলেন, "তুমি মনে করিয়াছ, এ-স্থলে আমি একাকী ; তাই আমাকে বন্ধনার্থ চেষ্টা করিতেছ ; কিন্তু মূর্খ! আমি একাকী নই। তোমার সাক্ষাতেই তুমি দেখ— পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণিগণ, আদিত্য, রুদ্র, বসু এবং ঋষি প্রভৃতি সকলেই আমার সঙ্গে এ-স্থলে উপস্থিত।" এ-কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উচ্চস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ; তখন তাঁহার অঙ্গ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় রূপবান্ মহা তেজস্বী দেবগণ, পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া দুর্যোধন ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ; শ্রীকৃষ্ণও অনায়াসে দুর্যোধনের সভা ত্যাগ করিলেন।

২১৬। হেন ভক্তি ইত্যাদি—যে-ভক্তির কৃপাব্যতীত তোমার দর্শন পাইলেও দর্শনের আনন্দ অনুভব করা যায় না, আমার এই ছার (তুচ্ছ, ঘৃণিত) মুখে আমি সেই ভক্তিরই অপকর্ষ খ্যাপন করিয়াছি, ভক্তির মহিমা স্বীকার করি নাই। "না মানিল আমি"-স্থলে "মুঞি না মানিলুঁ" এবং "না মানিল মোর"-পাঠান্তর। **দেখিলে কি** ইত্যাদি – তোমার দর্শন পাইলেও কি আমার আর প্রেমসুখ হইবে ? অর্থাৎ হইবে না।

২১৭। ২১৭-২০-পয়ারে ভক্তিহীন রাজাদের প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। রুক্মিণীহরণের সময়ে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন ; কিন্তু ভক্তিহীন বলিয়া দর্শনজাত আনন্দের অনুভব পাইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুক্মিণী-হরণের বিবরণ ভা. ১০।৫২-৫৪ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। শ্রীরুক্মিণীদেবী হইতেছেন মূল-কান্তা-শক্তি এবং সর্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীরাধারই অংশভূতা, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, অপ্রকট-দ্বারকা-মহিষী। জন্মলীলাকে প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত পরিকরকেই জন্মলীলার যোগে ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাবিত করিয়া থাকেন। গতদ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দ-যশোদার যোগে গোকুলে এবং বসুদেব-দেবকীর যোগে মথুরায় কংস-কারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যারূপে রুক্মিণীদেবীকেও অবতারিত করাইয়াছিলেন। প্রকটলীলায় রুক্মিণী যখন বিবাহযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই কন্যা সমর্পণের নিমিত্ত ভীষ্মক ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু ভীষ্মকের পুত্র কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মি তাহাতে সম্মত না হইয়া চেদিরাজ শিশুপালের সহিত ভগিনীর বিবাহের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং বিবাহের দিনও স্থির করিলেন। কিন্তু তৎপূর্বেই নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-শৌর্যবীর্যাদির কথা শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; ভ্রাতা রুক্মির সঙ্কল্পের কথা জানিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়া

অভিষেকে হৈল রাজরাজেশ্বর নাম। দেখিল নরেন্দ্র তোমা, মহাজ্যোতির্ধাম॥ ২১৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়া পড়িলেন। তিনিও দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহারও গলাতেই তিনি বরমাল্য দিবেন না। তিনি তখন স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া এক ব্রাহ্মণের যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এক পত্র পাঠাইলেন এবং সেই পত্রে জানাইলেন যে, "বিবাহ-সভায় যাওয়ার পূর্বে কুলপ্রথা অনুসারে, অম্বিকাদেবীর পূজার নিমিত্ত আমাকে রাজপুরীর বহির্ভাগে অম্বিকা-মন্দিরে যাইতে হইবে। তুমি তখন আমাকে লইয়া যাইবে।" পত্র পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে লইয়া রথারোহণে বিদর্ভে আগমন করিলেন। তৎপূর্বেই স্বপক্ষীয় রাজন্যবর্গের সহিত শিশুপালও আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। ভীষ্মক তাঁহাদের যেমন সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন এবং যথোপযুক্ত বাসস্থান দিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও তাহাই করিলেন। এদিকে বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভ-গমনের কথা জানিয়া শিশুপালাদির সহিত যুদ্ধের আশঙ্কা করিয়া সসৈন্যে বিদর্ভে আসিয়া উপনীত হইলেন। রুক্মিণী যখন অম্বিকা-পূজার জন্য মন্দিরে আসিলেন, তখন শিশুপালাদি রাজন্যবর্গ এবং শ্রীকৃষ্ণও নিকটবর্তী স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। পূজার পরে রুক্মিণী বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গমনোদ্যত হইলে শিশুপালাদি রাজন্যবর্গ নিজেদিগকে অবমানিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা সম্যক্‌রূপে নির্জিত হইলেন। রুক্মিণীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মি, তাঁহার স্বপক্ষীয় নৃপতিগণের নিকট দম্ভসহকারে বলিয়াছিলেন, "আমি কৃষ্ণকে নিহত করিয়া রুক্মিণীকে যদি ফিরাইয়া আনিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর বিদর্ভনগরে প্রবেশ করিব না।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত রুক্মি অগ্রসর হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিকে সম্যক্‌রূপে নির্জিত করিয়া তাঁহাকে বধ করার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলে, ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পদতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার প্রার্থনায় রুক্মিকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিলেন না; কিন্তু বস্ত্রখণ্ডদ্বারা রুক্মিকে বাঁধিয়া, অসিদ্বারা তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু স্থানে স্থানে মুণ্ডিত করিয়া রুক্মিকে বিরূপ করিয়া দিলেন। পরে শ্রীবলরাম সে-স্থানে আসিয়া রুক্মির অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কার্য যে সঙ্গত হয় নাই, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। রুক্মি স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিদর্ভনগরীতে না গিয়া ভোজকট-নামক স্থানে এক মহাপুরী নির্মাণ করিয়া সে-স্থানে বাস করিতে লগিলেন। এদিকে রুক্মিণীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিলেন এবং তিনি নরলীল বলিয়া নর-সমাজে প্রচলিত রীতি অনুসারে যথাবিধানে রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

নরেন্দ্র-সব—শিশুপালের পক্ষীয় রাজন্যবর্গ। "সব"-স্থলে "তোমা"-পাঠান্তর।

২১৮। "অভিষেকে হৈল"-স্থলে "মহা-অভিষেক" এবং "মহা-জ্যোতির্ধাম"-স্থলে "সব জ্যোতির্ম্ময় ধাম"-পাঠান্তর। অন্বয়। অভিষেকে (রাজ্যাভিষেক-কালে পুণ্যতীর্থের সলিলাদিদ্বারা অভিষিক্ত

ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভ-নগরে তাহা করিলা প্রকাশ ॥ ২১৯
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥ ২২০
সর্ব্বযজ্ঞময় রূপ—কারণ-শূকর।
আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥ ২২১
অনন্ত পৃথিবী লাগি' আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে ॥ ২২২
দেখিলেক হিরণ্য—অপূর্ব্ব-দরশনে।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণে ॥ ২২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়া যাঁহার) রাজ-রাজেশ্বর-নাম হইয়াছিল, সেই মহাজ্যোতির্ধাম (মহা-তেজস্বী) নরেন্দ্র (রাজা—শিশুপাল) দেখিল (বিদর্ভনগরে তোমার দর্শন পাইয়াছিলেন)।

২২০। **তাহা দেখি**—তোমার দর্শন পাইয়াও। **নরেন্দ্রের গণ**—শিশুপালের পক্ষীয় রাজন্যবর্গ।

২২১-২৩। এই কয় পয়ারে ভক্তিহীন হিরণ্যাক্ষের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। **সর্ব্বযজ্ঞময় রূপ—কারণ-শূকর**—জগতের কারণ ভগবানের শূকর-রূপ (বরাহ-রূপ) হইতেছে সর্বযজ্ঞময়, বেদবিহিত যজ্ঞের অঙ্গাদিই হইতেছে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি। ঋষিগণ বরাহদেবের স্তবে বলিয়াছেন—তোমার (বরাহদেবের) ত্বকে গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দঃ, রোমে বর্হিঃ (যজ্ঞীয় কুশাদি), চক্ষুর্দ্বয়ে আজ্য (হবনীয় ঘৃত), চরণ-চতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র (হোত্রাদি কর্মচতুষ্টয়), মুখাগ্রে স্রুক্ (জুহূ-নামক যজ্ঞপাত্র), নাসিকাদ্বয়ে স্রুব (যজ্ঞপাত্রবিশেষ), উদরে ইড়া (যজ্ঞীয় ভক্ষণ-পাত্র), কর্ণরন্ধ্রে চমস (যজ্ঞপাত্রবিশেষ), মুখে প্রাশিত্র (ব্রহ্মভাগ-পাত্র), মুখান্তর্বর্তি-ছিদ্রে সোমপাত্র-নামক যজ্ঞপাত্র, তোমার চর্বণই অগ্নিহোত্র, তোমার বারম্বার অভিব্যক্তিই দীক্ষা (দীক্ষণীয় ইষ্টি), তোমার গ্রীবাদেশ উপসদ (তিনটি ইষ্টিবিশেষ), তোমার দংষ্ট্রা প্রায়ণীয়া (দীক্ষানন্তর ইষ্টি) এবং উদনীয়া (সমাপ্তি ইষ্টি), তোমার জিহ্বা প্র (উপসদের পূর্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর-নামক যজ্ঞবিশেষ), তোমার শিরোদেশ সত্য (হোমরহিত অগ্নি) এবং আবসথ্য (ঔপাসনাগ্নি), তোমার পঞ্চপ্রাণই চিতি (যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন), তোমার রেতঃ সোমযজ্ঞ, তোমার অবস্থান (বাল্যাদি অবস্থা) প্রাতঃসবনাদি কর্ম, তোমার ত্বক্-মাংসাদি সপ্তধাতু—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিব্যত্র এবং আপ্তোর্যাম-এই সপ্তযজ্ঞ; তোমার শরীরের সন্ধিসকল দ্বাদশাহাদি বহু যাগসমূহ। ভা. ৩।১৩।৩৫-৩৮॥ এইরূপে জানা গেল, বেদবিহিত যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গই হইতেছে বরাহ-দেবের অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি। এজন্য তাঁহাকে সর্ব-যজ্ঞময়-রূপ এবং যজ্ঞমূর্তি ও যজ্ঞবরাহও বলা হয়। **আবির্ভাব হৈলা তুমি** ইত্যাদি—প্রলয়-সমুদ্র-জলে আবির্ভূত হইয়াছিলে (শূকর-রূপে)। ভাগবতের ৩।১৩-অধ্যায়ে এই বিবরণ কথিত হইয়াছে। কল্পান্তিক প্রলয়ে পৃথিবী প্রলয়-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মা যখন তাঁহার প্রিয়পুত্র সায়ম্ভুব মনুকে প্রজা উৎপাদন করিতে আদেশ করিলেন, তখন মনু ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—"পৃথিবী তো জলমগ্না; আমিই বা কোথায় অবস্থান করিয়া প্রজা উৎপাদন করিব, আমার প্রজাগণই বা কোথায় থাকিবে? আপনি আগে পৃথিবীকে উদ্ধার করুন।" ব্রহ্মা তখন পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, ভগবান্‌

আর মহা প্রকাশ দেখিল তার ভাই।
যাহা গোপ্য হৃদয়েতে কমলার ঠাই ॥ ২২৪
অপূর্ব্ব নৃসিংহ-রূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি মরে ভক্তিশূন্যের কারণে ॥ ২২৫
হেন ভক্তি মোর ছার-মুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত!—মুখ খসি না পড়িল ॥ ২২৬
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার ॥ ২২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্যতীত অপর কেহই পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তখন ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে সহসা অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ-পরিমিত একটি অতি সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইল এবং দেখিতে দেখিতেই ব্রহ্মার সমক্ষে সেই বরাহ আকাশস্থ হইয়া হস্তীর আকারের ন্যায় পরিবর্ধিত হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রগণের সহিত এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় সেই যজ্ঞবরাহ একটি ভয়ঙ্কর গর্জন করিলেন; তাহা শুনিয়া জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকবাসী মুনিগণের সমস্ত খেদ দূরীভূত হইল, তাঁহারা সেই যজ্ঞবরাহের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই যজ্ঞবরাহ পুনরায় গর্জন করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ঘ্রাণের দ্বারা জলমধ্যে পৃথিবীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং রসাতলে যাইয়া পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন। দন্তদ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া তিনি উত্থিত হইলেন। জলমধ্যে দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ গদা উদ্যত করিয়া তাঁহার কার্যে বাধা দিতেছিলেন; কিন্তু যজ্ঞবরাহ অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষের প্রাণ সংহার করিলেন। দন্তাগ্রে ধরণীকে ধারণ করিয়া তিনি যখন উত্থিত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার শরীর তমালের ন্যায় নীলবর্ণ দৃষ্ট হইতেছিল। তাহাতেই ব্রহ্মা এবং ঋষিগণ তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। **লাগি আছয়ে**—সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। **দশনে**—দন্তে। **দেখিলেক হিরণ্য**—হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ সেই সময়ে অপূর্ব-দর্শন বরাহ-রূপধারী তোমার দর্শন পাইয়াছিলেন; **কিন্তু না পাইল সুখ ইত্যাদি**—ভক্তিহীন ছিলেন বলিয়া তোমার দর্শন-জাত আনন্দ হিরণ্যাক্ষ অনুভব করিতে পারেন নাই।

২২৪-২৫। এই দুই পয়ারে ভক্তিহীন হিরণ্যকশিপুর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু ও নৃসিংহদেবের বিবরণ ২।৬।১২০-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। "মহা"-স্থলে "এক", "যাহা"-স্থলে "মহা" এবং "ত্রিভুবনে"-স্থলে "সর্ব্বজনে"-পাঠান্তর। **তার ভাই**—হিরণ্যাক্ষের ভাই হিরণ্যকশিপু। **কমলার ঠাই**—কমলার (লক্ষ্মীদেবীর) স্থানে (নিকটে)।

২২৭। ভগবানের দর্শন পাইয়াও ভক্তিহীনতাবশতঃ দর্শনজনিত আনন্দ যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কথা বলিয়া, ভগবদ্দর্শনের ফলে ভক্তিমান্ বলিয়া যাঁহারা আনন্দ-অনুভব করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে।

কুব্জার সৌভাগ্য। অক্রূরের সঙ্গে রাম-কৃষ্ণ মথুরায় উপনীত হইলে তাঁহারা অক্রূরকে স্বগৃহে পাঠাইয়া পুরীর নিকটবর্তী উদ্যানে, তাঁহাদের কিছু পূর্বে উপনীত নন্দগোপ-প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হইলেন। অপরাহ্ণে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও বয়স্য গোপকুমারদের সহিত পুরীদর্শনে বহির্গত

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইলেন। কয়েকস্থান ভ্রমণ করার পরে, রাজপথে যাইতে যাইতে, গ্রীবা, উরু ও কটিদেশে কুঞ্চিতা একজন কুব্জা, অথচ যুবতী ও বরাননা রমণীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার হস্তে চন্দনাদি অঙ্গ-বিলেপনের পাত্র। তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলেন, সেই ত্রিবক্রা রমণী ছিলেন সৈরিন্ধ্রী, কংসরাজের অনুলেপন-কার্যে রতা দাসী। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার হস্তস্থিত অনুলেপন আমাদের দুইজনকে (কৃষ্ণ ও বলরামকে) দাও।" কৃষ্ণ-বলরামের অঙ্গ-সৌষ্ঠব, সৌকুমার্য, রসিকতা, মধুর হাস্য, মনোজ্ঞ আলাপ ও কটাক্ষ-দর্শনে বিমোহিত-চিত্তা কুব্জা দুইজনকেই অনুলেপন দিলেন; সেই অনুলেপনে অনুরঞ্জিত হইয়া রাম-কৃষ্ণ পরম-শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পদদ্বয়ে কুব্জার পদদ্বয়াগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি সেই রমণীর মুখের নিম্নভাগ ধারণ করিয়া তাঁহার দেহকে উন্নত করিয়া ধরিলেন; তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ সেই সৈরিন্ধ্রীর ত্রিবক্রত্ব দূরীভূত হইল, কুব্জা তৎক্ষণাৎ অতি উত্তম প্রমদারূপে পরিণত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে সৈরিন্ধ্রী কামাতুরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়-বসনের প্রান্তভাগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার গৃহে গমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর বাক্যে কুব্জাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি পরে তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন (ভা. ১০।৪২।১-১২)। কংসবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার গৃহে যাইয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

মথুরাপুরনারীদের সৌভাগ্য। মথুরা-নগর-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বয়স্যগণের সহিত রামকৃষ্ণ রাজপথে বহির্গত হওয়ামাত্রই, তাহা জানিতে পারিয়া পুরনারীগণ তাঁহাদের দর্শনের জন্য এমনই ঔৎসুক্যবতী হইয়াছিলেন যে, কেহ কেহ বসন-ভূষণ বিপরীতভাবে ধারণ করিয়াই ছুটিলেন; কেহ কেহ এক হাতে মাত্র কঙ্কণাদি ধারণ করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন; কেহ কেহ এক কানে একটি কুণ্ডল এ. একপদে মাত্র একটি নূপুর ধারণ করিয়াই ছুটিলেন; কেহ কেহ এক নয়নে অঞ্জন দিয়া অপর নয়নে না দিয়াই, যাঁহারা ভোজন করিতেছিলেন, তাঁহারা ভোজন ত্যাগ করিয়াই, যে-সকল জননী শয্যায় শায়িত থাকিয়া শিশু-পুত্রকে স্তন্যদান করিতেছিলেন, তাঁহারা শিশুপুত্রদিগকে শয্যায় ফেলিয়াই, যাঁহাদের সখীগণ অঙ্গে তৈলাভ্যঙ্গ করিতেছিলেন, তাঁহারা স্নান না করিয়াই উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন এবং হর্ম্যোপরি আরোহণ করিয়া নয়ন ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। পূর্বেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের বহুকালের উৎকণ্ঠাজনিত খেদ দূর হইল। শ্রীকৃষ্ণও সুস্মিত বদনে ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহাদের হর্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন; হর্ষভরে তাঁহাদের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িল। তাঁহারা রাম-কৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, প্রীতিবশতঃ তাঁহাদের বদনকমল প্রফুল্লতা ধারণ করিল। রাম-কৃষ্ণের অপূর্ব এবং অসমোর্ধ্ব রূপ-দর্শনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহারা ব্রজগোপীদিগের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন—"অহো! গোপীগণ না জানি কি তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা নরলোকের মহোৎসব-স্বরূপ রাম-কৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করিতেছেন।" (ভা. ১০।৪১।২৪-৩১)।

ভক্তিযোগে তোমারে পাইল সেই-সব।
সেইখানে মরে কংস—দেখি অনুভব ॥ ২২৮
হেন ভক্তি মোর ছার-মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোর,—তথাপি রহিল ॥ ২২৯
যে ভক্তির প্রভাবে অনন্ত মহাবলী।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই কুতূহলী ॥ ২৩০
সহস্র-ফণার এক-ফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু, না জানয়ে 'আছে হেন ॥ ২৩১
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সভাকার।
ভক্তিযোগ-প্রভাবে এ সব অধিকার ॥ ২৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মালাকারের সৌভাগ্য। নগর ভ্রমণ করিতে করিতে রাম-কৃষ্ণ সুদামা-নামক এক মালাকারের গৃহে গমন করিলেন। মালাকার ভূপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন এবং আসনে বসাইয়া, পাদ্য-অর্ঘ্যাদি বিবিধ উপচারে এবং তাম্বুল ও অনুলেপনাদির দ্বারা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অনুচরদের পূজা করিয়া বলিলেন—"আপনাদের দুই জনের আগমনে আমাদের জন্ম সার্থক হইল, কুল পবিত্র হইল, পিতৃগণ ও ঋষিগণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। আপনারা দুই জনই বিশ্বের পরম-কারণ। আপনারা সর্বভূতে সমদর্শী, সকলের সুহৃৎ ও সর্বজগতের আত্মা। আমি আপনাদের ভৃত্য; আমি আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আদেশ করুন।" সুদামা এইরূপ নিবেদন জানাইয়া, তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তমোত্তম সুগন্ধি পুষ্পে মাল্য রচনা করিয়া রাম-কৃষ্ণকে এবং তাঁহাদের অনুচরগণকেও প্রদান করিলেন; তাঁহারাও অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়া মালাকারকে বহু বহু বর প্রদান করিলেন এবং পরে তাঁহার অপ্রার্থিত ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—"অহে মালাকার! তোমার বংশে শ্রী সর্বদা বর্ধনশীলা থাকিবেন এবং তোমার বল, আয়ুঃ, যশঃ ও কান্তি সমুন্নত হইবে।" এইরূপে মালাকারকে কৃতার্থ করিয়া রাম-কৃষ্ণ মালাকারের গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। (ভা. ১০।৪১।৪৩-৫২)। **যজ্ঞপত্নীদের সৌভাগ্য।** ২।১।৮-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৮। **সেই সব**—কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী ও মালাকার। **সেইখানে**—যে-মথুরাপুরে কুব্জা, পুরনারী এবং মালাকার তোমার স্বরূপ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, সেই মথুরাপুরেই। **মরে কংস ইত্যাদি**—তোমাকে দর্শন করিয়াও ভক্তিহীন বলিয়া কংস তোমার দর্শনজনিত আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না, বরং তোমার হস্তে নিহত হইলেন। **অনুভব**—তোমার প্রকাশ।

২২৯। **এই বড় কৃপা ইত্যাদি**—যে-ছার-মুখে আমি এতাদৃশী ভক্তির অপকর্ষ কীর্তন করিয়াছি, আমার সেই মুখ যে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তোমার বড় (অশেষ) কৃপার ফলেই।

২৩০-২৩২। এই কয় পয়ারে সহস্র-ফণ অনন্তদেবের ভক্তির মহিমা কথিত হইয়াছে। ১।১।১৯-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। "প্রভাবে"-স্থলে "প্রতাপে"-পাঠান্তর। **যশে মত্ত**—শ্রীকৃষ্ণ-যশো-গানে মত্ত। **না জানয়ে ইত্যাদি**—তাঁহার মস্তকে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, কৃষ্ণগুণ-কীর্তনে তন্ময়তাবশতঃ তাহাও তিনি জানিতে (অনুভব করিতে) পারেন না। **নিরাশ্রয়ে**—স্বীয় আশ্রয়বিহীন ভাবে; অনন্তদেবের নিজের কোনও আশ্রয় বা দাঁড়াইবার স্থান নাই।

হেন ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি পাপমতি।
অশেষ-জন্মেও মোর নাহি ভাল-গতি ॥ ২৩৩

ভক্তিযোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইলা মুনিবর ॥ ২৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৪। ভক্তিযোগে গৌরীপতি ইত্যাদি—ভক্তির প্রভাবে গৌরীপতি শিবশঙ্কর (মঙ্গল-কর—শিব) হইয়াছেন। "যচ্ছৌচ নিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ॥ ভা. ৩।২৮।২২ ॥ —যে-ভগবচ্চরণ-প্রক্ষালন-জল হইতে উৎপন্না সরিৎ-শ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিব হইয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তিবশতঃই শিব শ্রীকৃষ্ণ-পাদোদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। বাণ-যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে শিব বলিয়াছিলেন, "অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। সর্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্ ॥ ভা. ১০।৬৩।৪৩ ॥ —আমি, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ ও বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে পরমাত্মা এবং প্রিয়তম ঈশ্বর তোমার শরণাপন্ন হই।" ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে জানা যায়, শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "ত্বদ্‌ভক্তিবিষয়ে দাস্যে লালসা বর্দ্ধতেঽনিশম্। তৃপ্তির্ন জায়তে নামজপনে পাদসেবনে ॥ তন্নাম পঞ্চবক্ত্রেণ গুণঞ্চ মঙ্গলালয়ম্। স্বপ্নে জাগরণে শশ্বদ্ গায়ন্ গায়ন্ ভ্রমাম্যহম্ ॥ আকল্পকোটিকোটিঞ্চ ত্বদ্রূপধ্যানতৎপরম্। ভোগেচ্ছা বিষয়ে নৈব যোগে তপসি মন্মনঃ ॥ ত্বৎ সেবনে পূজনে চ বন্দনে নামকীর্ত্তনে। সদোল্লসিতমেষাঞ্চ বিরতৌ বিরতিং লভেৎ ॥ স্মরণং কীর্ত্তনং নাম-গুণয়োঃ শ্রবণং জপঃ। তচ্চারুরূপধ্যানং ত্বৎপাদসেবাভিবন্দনম্ ॥ সমর্পণঞ্চাত্মনশ্চ নিত্যং নৈবেদ্যভোজনম্। বরং বরেশ দেহীদং নবধাভক্তিলক্ষণম্ ॥।" শ্রীকৃষ্ণের দাস্যে এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি বিষয়ে তাঁহার লালসা যেন অহর্নিশি বর্ধিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের নামজপে এবং পাদসেবনে তিনি যেন কখনও তৃপ্তিবোধ না করেন, স্বপ্নে কি জাগরণে তিনি যেন পঞ্চবদনে কৃষ্ণগুণ কীর্তন করিয়া করিয়া ভ্রমণ করিতে পারেন, কোটিকোটি কল্প পর্যন্ত তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণরূপ-ধ্যানে তৎপর হইতে পারেন, ভোগেচ্ছা-বিষয়ে, যোগে বা তপস্যায় যেন তাঁহার মন না যায়, শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানে এবং শ্রীকৃষ্ণনৈবেদ্যভোজনে তিনি যেন সর্বদা রত থাকিতে পারেন—শ্রীশিব এইরূপ বরই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই শ্রীশিবের ভক্তিযোগের স্বরূপ পরিষ্কারভাবে অবগত হওয়া যায়।

ভক্তিযোগে নারদ ইত্যাদি—ভক্তির প্রভাবে নারদ মুনিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ভাগবত ১।৫-৬ অধ্যায়ে, নারদের পূর্ববিবরণ, ব্যাসদেবের নিকটে নারদের নিজের উক্তিতেই, কথিত হইয়াছে। পূর্বজন্মে নারদ ছিলেন বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের এক দাসীর পুত্র। চাতুর্মাস্যকালে সেই ব্রাহ্মণগণ একত্র বাস করিতেছিলেন; নারদের মাতা নারদকে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত করিলেন। নারদ অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণগণও তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইলেন। তাঁহাদের অনুজ্ঞায় নারদ তাঁহাদের ভুক্তাবশেষও ভোজন করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে তাঁহাদের ধর্মে তাঁহার রুচি জন্মিল। ব্রাহ্মণগণের মুখে প্রতিদিন কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে

বেদ ধর্ম্ম যোগ—নানা শাস্ত্র করি ব্যাস।
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি বাসেন প্রকাশ ॥ ২৩৫

মহা-গোপ্য-জ্ঞানে ভক্তি বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ—চিত্তের বিক্ষেপে ॥ ২৩৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিতে শ্রীকৃষ্ণে নারদের রতি জন্মিল। চারিমাসকাল সেই পরমভাগবত ব্রাহ্মণদের মুখে হরিকথা শ্রবণের ফলে নারদের চিত্তে রজস্তমোনাশিনী দৃঢ়াভক্তির উদয় হইল। চাতুর্মাস্যান্তে ব্রাহ্মণগণ অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার সময়, কৃপা করিয়া নারদকে ভগবৎ-কথিত গুহ্য জ্ঞান উপদেশ করিলেন। তিনিও ব্রাহ্মণদের উপদেশের অনুসরণে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালক। হঠাৎ তাঁহার জননী পরলোক গমন করিলেন ; ইহাকে তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপা মনে করিয়া বালক নারদ বাহির হইয়া ক্রমাগত উত্তরদিকে চলিতে লাগিলেন। নানাস্থান অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া এক নদীতে স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ জলপান করিলেন এবং এক অরণ্যমধ্যে এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে বসিয়া, তাঁহার গুরু ব্রাহ্মণদের উপদেশের অনুসরণে ভগবদ্ধ্যান-নিমগ্ন হইলেন ; তখন ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে পরমানন্দে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে অন্তরে ভগবদ্দর্শনের জন্য লুব্ধ হইয়া পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও ধ্যাননিমগ্ন হইতে পারিলেন না ; তাহাতে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিলেন। তখন ভগবান্ আকাশবাণীতে নারদকে জানাইলেন—"নারদ আর দর্শন পাইবে না ; কষায়িতচিত্ত জীব ভগবদ্দর্শন পায় না ; তবে একবার যে তিনি কৃপা করিয়া নারদের চিত্তে দর্শন দিয়াছেন, তাহা কেবল নারদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য। নারদ গুরুদের উপদেশের অনুসরণে ভজন করিলে যথাসময়ে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিতে পারিবেন।" আকাশবাণী স্তব্ধ হইল। নারদও ভক্তিমার্গে ভজন করিতে লাগিলেন ; অন্তিম সময়ে ভগবান্ কৃপা করিয়া পার্ষদদেহ দিয়া নারদকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

২৩৫। এক্ষণে ২৩৫-৩৭-পয়ারে ব্যাসদেবের প্রসঙ্গ বলা হইতেছে। **বেদ ধর্ম্মযোগ ইত্যাদি**—ব্যাসদেব বেদ-শাস্ত্র (অর্থাৎ বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ) করিয়াছেন, ধর্ম-শাস্ত্র (বর্ণাশ্রমাদি-বিষয়ক ধর্মশাস্ত্র) প্রকাশ করিয়াছেন এবং যোগ-শাস্ত্র (মুক্তি-প্রাপক জ্ঞান-যোগাদি বিষয়ক এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন-বিষয়ক শাস্ত্রও) প্রকাশ করিয়াছেন ; তিনি লোকের কল্যাণের নিমিত্ত এ-সমস্ত করিয়াও **তিলার্দ্ধেক চিত্তে ইত্যাদি**—অতি অল্পকালের জন্যও চিত্তে আনন্দ পাইতেছিলেন না। **নাহি বাসেন**—মনে করেন না। **প্রকাশ্**—প্রসন্নতা, উল্লাস, আনন্দ।

২৩৬। **মহাগোপ্যজ্ঞানে ইত্যাদি**—ভক্তি অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু বলিয়া ব্যাসদেব ভক্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই, প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপেই ভক্তি-সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। **চিত্তের বিক্ষেপে**—তাঁহার চিত্তের বিক্ষেপ (চঞ্চলতা বা অপ্রসন্নতা)-বিষয়ে **সবে এই অপরাধ**—কেবলমাত্র এই অপরাধই ছিল (তিনি ভক্তি-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই, এই অপরাধেই, লোকহিতার্থ নানা শাস্ত্র প্রকাশ করা সত্ত্বেও, তাঁহার চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মিয়াছিল, তিনি চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই)। "চিত্তের"-স্থলে "চিত্তেতে"-পাঠান্তর। **বিক্ষেপ**—ক্ষোভ, চঞ্চলতা, অপ্রসন্নতা। **চিত্তের বিক্ষেপে**—চিত্তের বিক্ষেপ-বিষয়ে।

নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার। তবে মনোদুঃখ গেল, তারিলা সংসার ॥ ২৩৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৭। নারদের বাক্যে ইত্যাদি। ব্যাসদেবের চিত্তের অপ্রসন্নতার কথা এবং সেই অপ্রসন্নতা-দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাসদেবের প্রতি নারদের উপদেশের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১।৪-৫ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। জগতে যুগধর্মের ব্যতিক্রম, লোকদিগকে হীনশক্তি, শ্রদ্ধাহীন ধৈর্যহীন, মন্দবুদ্ধি, অল্পায়ু ও ভাগ্যহীন দেখিয়া, লোকসকলের কল্যাণের নিমিত্ত ব্যাসদেব, অল্পবুদ্ধি লোকগণও যাহাতে বুঝিতে পারে, তদ্রূপেই বেদবাক্য সংগ্রহ করিয়া, এক বেদকেই—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রচার করিলেন। আর, স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুগণের (অধম পতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের) বেদে অধিকার নাই বলিয়া, তাঁহাদের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি বেদের তাৎপর্য-প্রকাশক পঞ্চমবেদ ইতিহাস (মহাভারত) এবং কতিপয় পুরাণ রচনা করিলেন। কিন্তু জীবের কল্যাণের নিমিত্ত এত সব করিয়াও তিনি চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তিনি এক সময়ে সরস্বতী-তীরে নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে এ-কথা জাগিল—পরমহংসদিগের প্রিয় এবং ভগবানেরও প্রিয় যে ভাগবত-ধর্ম, তাহা বাহুল্যরূপে নিরূপণ করি নাই বলিয়াই কি আমার চিত্তের এতাদৃশী অপ্রসন্নতা ? "কিম্বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ। প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ভা. ১।৪।৩১ ॥" এমন সময় দেবর্ষি নারদ সহসা তাঁহার নিকটে উপনীত হইলেন। ব্যাসদেব নারদের যথোচিত সম্বর্ধনা করিয়া স্বীয় অপ্রসন্নতার কথা নিবেদন করিলে নারদ তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার স্বকৃত গ্রন্থে তুমি ধর্মাদির যেরূপ কীর্তন করিয়াছ, বাসুদেবের মহিমা তদ্রূপ বর্ণিত হয় নাই। যে-বাঙ্ময় গ্রন্থ গুণালঙ্কারাদি বিচিত্র পদে রচিত, অথচ যাহাতে জগৎ-পবিত্রতাবিধায়ক শ্রীহরির যশঃ কীর্তিত হয় না, জ্ঞানিগণ তাহাকে কাকতীর্থ (কাকতুল্য কামী পুরুষদের প্রীতি-স্থান)-তুল্য মনে করেন, সংসার-সুখে যাঁহাদের স্পৃহা নাই, তাদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাতে আনন্দ পায়েন না। সর্বোপাধিনিবর্তক জ্ঞানও ভক্তিহীন হইলে সার্থক হয় না। তুমি যথার্থ-দর্শী, নির্মলযশস্বী, সত্যপরায়ণ এবং ধৃতব্রত। এখন তুমি সকল জীবের সকল বন্ধনের মোচনের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে উরুক্রম ভগবানের লীলা স্মরণ করিয়া বর্ণন কর। শ্রীহরির গুণ-মহিমাদি প্রচুরভাবে বর্ণন না করিয়া মহাভারতাদিতে তুমি যে-ধর্ম বর্ণন করিয়াছ, তাহা অকিঞ্চিৎকর, প্রত্যুত বিরুদ্ধ। কেন না, পরমার্থভূত বস্তুর পক্ষে যাহা নিন্দনীয় তুমি তাহাই বাহুল্যে বর্ণন করিয়াছ। তাহা তোমার অন্যায় হইয়াছে। কেন না, তোমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধারণ লোকগণ কাম্যকর্মাদিকেই মুখ্য ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে; তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এমন কি তুমি, নিবারণ করিলেও, তাহারা সেই নিবারণ গ্রহণ করিবে না। অতএব, সত্ত্বাদি-গুণদ্বারা প্রবর্তমান দেহাভিমানী লোকদিগকে ভগবানের চেষ্টিত দর্শন করাও, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবানের লীলা অধিকরূপে বর্ণন কর। ভা. ১।৫।৮-২১ ॥" নারদের উপদেশে ব্যাসদেব সরস্বতী-তীরস্থ বদরীবৃক্ষসমূহে শোভিত স্বীয় আশ্রমে উপবেশনপূর্বক

কীট হই না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি।
আরো তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি?" ২৩৮
বাহু তুলি কান্দয়ে মুকুন্দ মহাদাস।
চলয়ে শরীর যেন, হেন বহে শ্বাস ॥ ২৩৯
সহজে একান্ত-ভক্ত—কি কহিব সীমা।
চৈতন্যপ্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা ॥ ২৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

একাগ্রচিত্তে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; তাঁহার নির্মল চিত্ত ভক্তিযোগদ্বারা সম্যক্‌রূপে সুস্থির হইলে, তিনি পূর্ণপুরুষ স্বয়ং-ভগবানের, তাঁহার চিচ্ছক্তির এবং জীববিমোহিনী মায়াশক্তিরও দর্শন পাইলেন এবং ভক্তিযোগেরও দর্শন পাইলেন। এই সমস্ত তিনি স্বয়ং অবলোকন করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ সাত্বতসংহিতা রচনা করিলেন। ভা. ১০।৭।১-৬॥ তাহাতে তাঁহারও চিত্তের অপ্রসন্নতা দূরীভূত হইল।

২৩৯। **মহাদাস**—মহাভক্ত। **চলয়ে শরীর যেন ইত্যাদি**—এত তীব্রবেগে এবং এত অধিকরূপে মুকুন্দের শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল যে, মনে হইল, যেন সেই শ্বাসবায়ুতে তাঁহার দেহও চালিত হইবে। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "শরীর চলয়ে হেন বহে মহাশ্বাস"-পাঠান্তর।

২৪০। **সহজে একান্ত ভক্ত**—মুকুন্দ স্বভাবত-ই ঐকান্তিক ভক্ত; ভক্তি ও ভগবচ্চরণব্যতীত অন্য কোনও দিকেই তাঁহার মন যায় না। **কি কহিব সীমা**—মুকুন্দের ভক্তির সীমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। "ভক্ত"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তর। **চৈতন্যপ্রিয়ের মাঝে ইত্যাদি**—তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদরূপে পরিগণিত।

মুকুন্দ বাস্তবিকই "সহজে একান্ত-ভক্ত" ছিলেন। প্রভু যখন ঔদ্ধত্য-লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, ভক্তিসম্বন্ধে কোনও কথাই বলিতেন না, নানারকম প্রশ্ন করিয়া ভক্তদিগকেও উত্ত্যক্ত করিতেন, তখনও মুকুন্দ পরম ভক্ত ছিলেন। প্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ নানাস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মুকুন্দের জন্মও হইয়াছিল চট্টগ্রামে। কিন্তু সকলেই, মুকুন্দও, নবদ্বীপে আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের অবসরে তাঁহারা কৃষ্ণকীর্তন করিতেন। তাঁহারা "অন্যোঽন্যে মিলি সভে পঢ়িয়া শুনিঞা। করেন গোবিন্দচর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া ॥ সর্ববৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত। মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত ॥ বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ। অদ্বৈত-সভায় সভে হয়েন মিলন ॥ যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত। হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন্‌ভিত ॥ কেহো কান্দে কেহো হাসে কহো নৃত্য করে। গড়াগড়ি যায় কেহো বস্ত্র না সম্বরে ॥ হুঙ্কার করয়ে কেহো মালসাট্ মারে। কেহো গিয়া মুকুন্দের দুই পা'য়ে ধরে ॥ ১।৭।১৫০-৫৫ ॥" এই বিবরণ হইতেই জানা যায়, পাঠ্যাবস্থা হইতেই মুকুন্দ পরম-ভাগবত, সর্ববৈষ্ণবের প্রিয়। মুকুন্দাদি "সহজে বিরক্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রসে। কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥ ১।৭।১৬২ ॥" কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও "দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে। ১।৭।১৬৩ ॥" একদিন মুকুন্দ গঙ্গাস্নানে যাইতে রাজপথে প্রভুকে দেখিয়াই, কৃষ্ণপ্রসঙ্গহীন বিষয় প্রভু উত্থাপিত করিবেন মনে করিয়া অন্যদিকে পলাইয়া গেলেন (১।৭।১৬৬-৬৭)। সেই সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যখন অলক্ষিত বেশে নবদ্বীপে অদ্বৈতের সভায় আসিয়াছিলেন, তখন মুকুন্দ

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অত্যন্ত প্রেমভরে কৃষ্ণের চরিত কীর্তন করিয়া পুরীপাদকে প্রেমাবিষ্ট করিয়াছিলেন (১।৭।২০৬-১০)। আর একদিন দৈবাৎ পথিমধ্যে মুকুন্দকে দেখিতে পাইয়া প্রভু তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন—"আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্যে পলাও। আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও॥ ১।৮।৭॥" উভয়ের মধ্যে বিচার-বিতর্ক চলিল, মুকুন্দ হারিয়া গেলেন। প্রভু হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন "আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ। কালি বুঝিবাঙ্, ঝাট আসিবারে চাহ॥ ১।৮।১৬॥" মুকুন্দ চলিয়া গেলেন; কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন—"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা। হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা॥ এমত সুবুদ্ধি—কৃষ্ণভক্ত হয় যবে। তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥ ১।৮।১৮-১৯॥" এই সকল উক্তি হইতে জানা যায়, প্রভুকে যখন লোকে কৃষ্ণভক্ত মনে করিত না, তখনও মুকুন্দ ছিলেন পরমভাগবত, "একান্ত ভক্ত"। সুতরাং প্রথম জীবন হইতেই যে মুকুন্দ একান্ত-ভক্তিনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু যখন সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট থাকিতেন, তখনও মুকুন্দ প্রভুকে ভক্তিযোগ-সম্মত শ্লোক শুনাইতেন। একদিন সন্ধ্যাসময়ে যখন ভক্তগণ প্রভুর গৃহে আসিয়া মিলিত হইলেন, তখন "ভক্তিযোগ-সম্মত যে-সব শ্লোক হয়। পঢ়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ মহাশয়॥ পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্যধ্বনি। শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি॥ ২।২।২১৪-১৫॥" আরও অনেক স্থলে মুকুন্দের ঐকান্তিকী ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

তথাপি কিন্তু মহাপ্রকাশ-কালে প্রভু মুকুন্দকে "খড়-জাঠিয়া" বলিয়াছেন, ভক্তির নিকটে মুকুন্দের অপরাধ হইয়াছে—একথাও বলিয়াছেন। মুকুন্দও তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "গুরু-উপরোধে পূর্ব্বে না মানিলুঁ ভক্তি। সব জানে মহাপ্রভু—চৈতন্যের শক্তি॥ ২।১০।১৯২॥, ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার-মুখে॥ ২।১০।২১৩, ২১৬, ২২৬, ২২৯, ২৩৩, ২৩৮॥" কিন্তু ইহার হেতু কি? জীবনের প্রথম হইতেই যিনি "একান্ত ভক্ত", মধুর কৃষ্ণকীর্তনে যিনি সকল ভক্তের চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়াছেন, যিনি সর্ববৈষ্ণবের প্রিয়, ভক্তি-প্রসঙ্গ বলিবেন না বলিয়া যিনি প্রভুকে দেখিলেও পলাইয়া যাইতেন, তিনি কেন ভক্তির অপকর্ষ খ্যাপন করিলেন? মুকুন্দের সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, ভক্তির অপকর্ষের কথা কখনও তাঁহার চিত্তে স্থান পাইতে পারে না। এই অধ্যায়েই ২১১, ২৪২, ২৫৪, ২৫৬-৫৭ প্রভৃতি পয়ারোক্তিতে মুকুন্দ-সম্বন্ধে প্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও তাহাই জানা যায়। তথাপি যে তিনি স্থল-বিশেষে ভক্তির অপকর্ষ কীর্তন করিয়াছিলেন, প্রভুর উক্তি এবং মুকুন্দের নিজের স্বীকৃতি হইতেই তাহা জানা যায়। একমাত্র লীলাশক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। যাঁহারা "খড়-জাঠিয়া", যাঁহারা ভক্তির উৎকর্ষও কীর্তন করেন, আবার স্থলবিশেষে ভক্তির অপকর্ষও খ্যাপন করেন, তাঁহাদের কি অবস্থা হয়, জগতের জীবকে তাহা জানাইবার জন্যই প্রভুর লীলাশক্তি মুকুন্দের দ্বারা সময় সময় ভক্তির অপকর্ষ খ্যাপন করাইয়াছেন এবং মহাপ্রকাশ-কালে প্রভুর দ্বারা তাদৃশ লোকের অবস্থা জানাইয়াছেন। লীলাশক্তি সেই সময়ে ইহাও জানাইলেন যে, কোনও ভাগ্যে যদি এতাদৃশ

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"খড়-জাঠিয়াদের" ভগবদ্‌বাক্যে এবং ভগবৎ-কৃপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে ভক্তির নিকটে অপরাধও তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় এবং ভগবদ্দর্শনের সৌভাগ্যও তাঁহাদের জন্মে। মুকুন্দের উপলক্ষণে লীলাশক্তি ইহাও জানাইলেন যে, "গুরু-উপরোধেও"—গুরুর বাক্য-লঙ্ঘনজনিত অপরাধের ভয়ে, কি গুরুর মর্যাদা-রক্ষণের জন্যও যদি কেহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ-মতের অনুমোদন করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অব্যাহতি নাই। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতেই তাহার হেতু জানা যায়। অর্জুনের নিকটে তিনি বলিয়াছেন—"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ গীতা॥ ১৬।২৩-২৪॥—যিনি শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য করেন, তিনি সিদ্ধি (পুরুষার্থোপায়ভূতা চিত্তশুদ্ধি) পাইতে পারেন না, উপশমাত্মক সুখও পাইতে পারেন না, পরাগতিও (মুক্তিও) পাইতে পারেন না। সেই হেতু, কোন্ কার্য করণীয় এবং কোন্ কার্য অকরণীয়, তদ্‌বিষয়ে শাস্ত্রই হইতেছে তোমার প্রমাণ; শাস্ত্রবিধান জানিয়া তদনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই সঙ্গত।" ইহা হইতে জানা গেল, জীবের কর্তব্যবিষয়ে শাস্ত্রই হইতেছে একমাত্র প্রমাণ। এ-স্থলে "শাস্ত্র" বলিতে বেদ এবং বেদানুগত ইতিহাস-পুরাণাদিই অভিপ্রেত। শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন, "পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর। শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি॥ ভা. ১১।২০।৪॥—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, অনুপলব্ধ অর্থবিষয়ে (অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে লোকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিছুই নাই, তাদৃশ ভগবৎস্বরূপ, ভগবদ্‌বিগ্রহ, ভগবদ্‌বৈভবাদি-বিষয়ে) এবং সাধ্য-সাধন-বিষয়েও, তোমার বাক্যরূপ বেদই হইতেছে শ্রেয়ঃ চক্ষুঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ)"। এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "ননু পিতরো দেবাশ্চ সর্ব্বজ্ঞাঃ প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা মনুষ্যেভ্যঃ শ্রেয়ঃ কথয়িষ্যন্তি নেত্যাহ। —প্রশ্ন হইতে পারে, পিতৃগণ এবং দেবগণ তো সর্বজ্ঞ; প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া তাঁহারা মনুষ্যদিগকে শ্রেয়ঃ বলিতে পারেন কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরেই এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে।" অর্থাৎ যে-চক্ষু দ্বারা পিতৃগণ এবং দেবগণ প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্ব-দর্শন করিবেন, সেই চক্ষু হইতেছে বেদ। তাৎপর্য হইতেছে এই যে, কোন বিজ্ঞব্যক্তির অনুভব যদি বেদসম্মত হয়, তাহা হইলেই তাহা হইবে যথার্থ অনুভব, সুতরাং তাহা হইবে স্বীকার্য। কিন্তু যে-অনুভবের সহিত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি নাই, তাহা যথার্থ অনুভব হইবে না, তাহা হইবে দিগ্‌ভ্রান্ত লোকের দিক্‌সম্বন্ধে অনুভবের ন্যায় ভ্রান্ত; সুতরাং তাহা স্বীকার্য হইতে পারে না। ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব, তাঁহার ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদি, তাঁহার লীলাদি জীবের সাধ্যতত্ত্বের বৈচিত্রীময় বিবরণ এবং সাধনাদি—এ-সমস্ত একমাত্র বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। বেদ সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিৎ ভগবানেরই বাক্য—সুতরাং অভ্রান্ত, সর্বদোষ-বিবর্জিত। এ-জন্য বেদকেই সাধকের চক্ষুঃ বলা হইয়াছে। চক্ষুর সহায়তায় পথিক যেমন পথ দেখিয়া দেখিয়া চলে, তদ্রূপ বেদের নির্দেশ অনুসারেই লোককে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবানের তত্ত্ব-মহিমাদি হইতেছে জীবের অজ্ঞাত; বাস্তব সাধ্য-সাধনও জীবের অজ্ঞাত। সুতরাং এ-সকল বিষয়ে কোনও

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লোকের (তিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন) কোনও অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে না; সুতরাং এ-সকল বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি-প্রসূত অভিমতেরও কোনও মূল্য থাকিতে পারে না। সর্বতোভাবে শ্রুতিরই অনুসরণ করিতে হইবে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র।" এ-সমস্ত কারণে গুরুদেবও যদি শাস্ত্রবহির্ভূত কোনও কথা বলেন, তাহাও পরমার্থকামীর পক্ষে অনুসরণীয় হইতে পারে না। গুরুদেবের শাস্ত্রবহির্ভূত বাক্যের অনুসরণ না করিলে তিনি রুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে ভগবান্ রুষ্ট হয়েন না, বরং তুষ্টই হয়েন। তাহার প্রমাণ বলিমহারাজ এবং তাঁহার গুরু শুক্রাচার্য। ভগবান্ বামনদেবসম্বন্ধে যাহা করিতে শুক্রাচার্য বলিকে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা করিয়াই বলিমহারাজ ভগবান্ বামনদেবের অসাধারণ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন "সাধু শাস্ত্র গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।" এ-স্থলে তিনি—সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য—হৃদয়ে এই তিন বাক্যের ঐক্য করার কথা বলিয়াছেন। শাস্ত্রবাক্যের সম্বন্ধে বিচারের কিছু নাই; যেহেতু, তাহা ভগবদ্‌বাক্য, অভ্রান্ত এবং সর্বদোষবিবর্জিত। গুরুবাক্য এবং সাধু-বাক্য বিচার করিয়া তাহার সহিত স্ব-সম্প্রদায়ের অনুকূল শাস্ত্রবাক্যের ঐক্য আছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। তাৎপর্য হইতেছে এই যে, সাধুবাক্যের সহিত যদি শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি থাকে, তাহা হইলেই তাহা স্বীকার্য এবং গুরুবাক্যের সহিত যদি শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি থাকে, তাহা হইলেই গুরুবাক্য গ্রহণীয় হইবে; অন্যথা নহে। উল্লিখিত বাক্যের পূর্বেও ঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন—"গুরুমুখ-পদ্মবাক্য, হৃদি করি মহাশক্য, আর না করিহ মনে আশা।" অর্থাৎ শ্রীগুরুর বাক্যকে মহাশক্য (কৃষ্ণপ্রাপণ-শক্তিবিশিষ্ট) বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই উক্তির পরে "সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য"-বাক্যটি থাকায় বুঝা যাইতেছে, গুরুদেবের যে-বাক্য শাস্ত্রানুমোদিত, সেই বাক্যটিকেই 'মহাশক্য' বলিয়া মনে করিতে হইবে। বৃন্দাবনবাসী ভাগবত পরমহংস অদ্বৈত-বংশে প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথগোস্বামি-মহোদয় "সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য"-ইত্যাদি বাক্য-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—" 'গুরুমুখ পদ্মবাক্য, হৃদি করি মহাশক্য'—এই কথাদ্বারা শ্রীগুরুবাক্যই দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণা করা উচিত, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু শ্রীগুরুদেব যদি অন্যায় আজ্ঞা করেন, তবে তাহা প্রতিপালন করিতে নাই। এরূপ অন্যায় আদেশ-দ্বারা শ্রীগুরুদেব পরীক্ষা করিতেছেন, জানিতে হইবে। এ-কারণ শ্রীগুরুবাক্যের সহিত যদি ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধনভূত শাস্ত্রের ঐক্য হয়, তবেই তাহা প্রতিপালন করা কর্তব্য। শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার কীর্তিত আছে; সেই সকল একজনের অবলম্বন করা সম্ভবে না; এ-কারণ স্ব-সম্প্রদায়ী এবং শাস্ত্রোক্ত আচরণসম্বন্ধে সাধুগণ যাহা বলেন, তাহার সহিত শ্রীগুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য যদি ঐক্য হয়, তবেই তাহা গ্রাহ্য। শ্রীগুরুদেব যাহা আজ্ঞা করেন, তাহা যদি শাস্ত্র ও স্ব-সম্প্রদায়ী সাধুগণের অনুমোদিত হয়, তবেই তাহা স্বীকার্য। আবার সেই শাস্ত্রবাক্যই গ্রাহ্য, যাহা শ্রীগুরুদেব ও স্ব-সম্প্রদায়ী সাধুগণের অনুমোদিত; কেবল সাধুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য বা শ্রীগুরুবাক্য গ্রাহ্য হইতে পারে না। সাধুবাক্য,

মুকুন্দের খেদ দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু করিলা উত্তর ॥ ২৪১
"মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি তথা আমি অবতরি ॥ ২৪২
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনে আমা দেখিলেও কিছু নয় ॥ ২৪৩
এই তোরে সত্য কহি, বড় প্রিয় তুমি।
বেদ-মুখে বলিয়াছি যত কিছু আমি ॥ ২৪৪
যে যে কর্ম্ম কৈলে হয় যে যে দিব্যগতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি ॥ ২৪৫
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ব-বিধি-উপরে আমার অধিকারে ॥ ২৪৬
মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুহে।
মোর ভক্তি বিনে কোন কর্ম্মে কিছু নহে ॥ ২৪৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য পরস্পর ঐক্য হইলেই গ্রাহ্য। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলে পরিণামে আর বিপন্ন হইতে হয় না।—শ্রীগুরু লাইব্রেরী-প্রকাশিত শ্রীহরি-সাধক কণ্ঠহার, ১৩৪২।" উল্লিখিত তাৎপর্যে প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"এরূপ অন্যায় আদেশদ্বারা শ্রীগুরুদেব পরীক্ষা করিতেছেন, জানিতে হইবে।" কিন্তু এমন গুরুও আছেন বা থাকিতে পারেন, যিনি কেবল একজন শিষ্যকে নহে, তাঁহার সমস্ত শিষ্যকেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ উপদেশ দান করেন এবং জনসাধারণের অবগতির জন্যও তাহা প্রচার করেন এবং ভজন-ব্যাপারেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকেন। এরূপ-স্থলে "আমার পরীক্ষার জন্য শ্রীগুরুদেব এইরূপ করিতেছেন"—এতাদৃশ মিথ্যা স্তোকবাক্যে বাস্তব পরমার্থকামী স্বীয় চিত্তকে প্রবোধ দিতে পারেন না। এতাদৃশ গুরুর বাক্য ও আচরণ সর্বতোভাবেই অস্বীকার্য। মহাপ্রভুর লীলাশক্তি শ্রীমুকুন্দদ্বারা জগতের জীবকে তাহাই জানাইয়া গেলেন।

২৪২। অবতরি—অবতীর্ণ হই, উপস্থিত থাকি।

২৪৩। কিছু নয়—কোনও লাভ নাই।

২৪৫। "পারে কাহার"-স্থলে "নারে কাহার" এবং "পারে যাহার"-পাঠান্তর।

২৪৬। মুঞি পারোঁ ইত্যাদি—সমস্ত বিধির উপরে আমার অধিকার আছে বলিয়া আমি সমস্ত বিধির অন্যথা করিতে পারি। যেহেতু, ভগবান্ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুম্ সমর্থঃ। জীব দৈবের অধীন; সেই দৈব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আয়ত্তে; এজন্য তিনি দৈবেরও খণ্ডন করিতে পারেন। "দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্মকর্ম্মশুভাশুভম্। সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥ কৃষ্ণায়ত্তঞ্চ তদ্দৈবং স দৈবাৎ পরতস্ততঃ। ভজন্তি সততং সন্তঃ পরমাত্মানমীশ্বরম্॥ দৈবং বর্দ্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং স্বলীলয়া। ন দৈববদ্ধস্তদ্ভক্তশ্চাবিনাশী চ নির্গুণঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ॥"

২৪৭। মুহে—মুখে। "করিয়াছোঁ আপনার মুহে"-স্থলে "কহিয়াছোঁ আপনার মুখে" এবং "কোন কর্ম্মে কিছু নহে"-স্থলে "কারো কর্ম্ম নহে সুখে"-পাঠান্তর। এই পয়ারোক্তির সমর্থক শাস্ত্রবাক্য; যথা—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥ ভা. ১১।১৪।২০॥, পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া॥ গীতা॥ ৮।২২॥;

ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম-দুঃখ ।
মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশন-সুখ ॥ ২৪৮
রজকেও দেখিল, মাগিল তার ঠাঞি ।
তথাপি বঞ্চিত হৈল, যাতে প্রেম নাঞি ॥ ২৪৯
আমা, দেখিবারে সেই কত তপ কৈল ।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল ॥ ২৫০
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশনে ।
না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণে ॥ ২৫১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া । শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ ভক্ত্যাস্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন । জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ গীতা ॥ ১১।৫৩-৫৪ ॥ ; ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ গীতা ॥ ১৮।৫৫ ॥ ; ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকনপি সম্ভবাৎ ॥ ভা. ১১।১৪।২১ ॥” ইত্যাদি ।

২৪৮। ভক্তিহীন ব্যক্তি ভগবানের দর্শন পাইলেও দর্শনজনিত আনন্দ কেন উপভোগ করিতে পারে না, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে। প্রভু বলিয়াছেন, ভক্তি না মানিলে তাঁহার **মর্ম্মদুঃখ**—হৃদয়ের অন্তস্তলে দুঃখ জন্মে (পূর্ববর্তী ১৮৯-পয়ার দ্রষ্টব্য) ; তাঁহার সেই দুঃখের জন্যই দর্শনকর্তার দর্শনজনিত সুখ ঘুচিয়া যায়। পরবর্তী পয়ারে ইহার সমর্থনে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৪৯। **রজকেও ইত্যাদি**—মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরাম ও সখাগণের সহিত নগর-ভ্রমণে রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ২।১০।২২৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন দেখিলেন এক রজক কতকগুলি বস্ত্র লইয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে ধৌত অথচ অত্যুত্তম বস্ত্র চাহিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, বস্ত্র দিলে তাহার পরম মঙ্গল হইবে। কিন্তু কংসভৃত্য সেই দুর্মদ রজক শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে কোপান্বিত হইয়া স্বীয় হস্তে সেই রজকের মুণ্ডটি দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন এবং উত্তমোত্তম বসন গ্রহণ করিয়া পরিধান করিয়াছিলেন। ভা. ১০।৪১।৩২-৩৯॥ ভক্তিহীন ছিল বলিয়াই রজক শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াও তিরস্কারে শ্রীকৃষ্ণের মর্মদুঃখ জন্মাইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। **মাগিল তার ঠাঞি**—শ্রীকৃষ্ণ সেই রজকের নিকটে ধৌত এবং উত্তম বস্ত্র চাহিয়াছিলেন। **বঞ্চিত হৈল**—শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত সুখ হইতে বঞ্চিত হইল। **যাতে প্রেম নাই**—যেহেতু সেই রজকের প্রেম বা ভক্তি ছিল না। “প্রেম”-স্থলে “ভক্তি”-পাঠান্তর।

২৫০-২৫১। **আমা দেখিবারে ইত্যাদি**—আমার দর্শনের নিমিত্ত সেই রজক পূর্ব পূর্ব কোটি কোটি জন্ম অনেক তপস্যা করিয়াছিল (এ-স্থলে ভক্তির সংশ্রবহীন তপস্যাই বুঝিতে হইবে), কোটি কোটি দেহও ত্যাগ করিয়াছিল। মহাভাগ্যবশতঃ মথুরার রাজপথে আমার দর্শনও পাইয়াছিল ; তপঃপরায়ণ হইলেও ভক্তিহীন ছিল বলিয়া আমার দর্শনজনিত সুখ হইতে বঞ্চিত হইল।

মোর সেবকের ঠাঞি যার অপরাধ।
মোর দরশন-সুখ তার হয় বাধ॥ ২৫২
ভক্ত-স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥ ২৫৩
যতেক কহিলে তুমি, সব মোর কথা।
তোমার মুখে বা কেনে আসিব অন্যথা॥ ২৫৪
ভক্তি বিলাইমু মুঞি' বলিল তোমারে।
আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥ ২৫৫
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণবমণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল॥ ২৫৬
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত॥
এইমত হউ তোরে সকল মহান্ত॥ ২৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫২-২৫৩। ভক্তিহীনদের কথা বলিয়া মহাপ্রভু এখন ভক্তিমানদের কথা বলিতেছেন। **মোর সেবকের ইত্যাদি**—যাঁহার ভক্তি আছে, আমার প্রভুর সেবকের (ভক্তের) নিকটে তাঁহার যদি অপরাধ জন্মে, তাহা হইলে, আমার দর্শন পাইলেও তিনি আমার দর্শনজনিত সুখ অনুভব করিতে পারেন না ; যেহেতু **ভক্তস্থানে অপরাধ ইত্যাদি**—ভক্তের নিকটে অপরাধ হইলে তাঁহার ভক্তি ঘুচিয়া যায়, চলিয়া যায়, ভক্তি আর থাকে না ; ভক্তির অভাবে দর্শনজনিত সুখ অনুভবের শক্তিও থাকে না। **দরশন-শক্তি**—দর্শনজাত সুখ অনুভবের সামর্থ্য। এইরূপ অর্থ করার হেতু এই যে, ২৫২-পয়ারে বলা হইয়াছে—"মোর দরশন-সুখ তার হয় বাধ"-এবং পূর্বে যে-সকল ভক্তি-হীনদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও প্রকটলীলায় প্রভুর দর্শন পাইয়াছেন। ভক্তের নিকটে যাঁহার অপরাধ হয়, প্রকটলীলায় তিনিও প্রভুর দর্শন পাইতে পারেন, কিন্তু অপরাধের ফলে ভক্তি তিরোহিত হয় বলিয়া তিনি দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত হয়েন।

২৫৪। **মোর কথা**—আমারই মনের কথা। অথবা, শাস্ত্রে আমি যে-সকল কথা বলিয়া গিয়াছি, সে-সকল কথা। **তোমার মুখে বা ইত্যাদি**—তোমার ন্যায় পরমভাগবতের মুখে আমার বা শাস্ত্রের কথা-ব্যতীত অন্যথা (অন্যরূপ) কথা আসিবে কেন (অর্থাৎ আসিতে পারে না)। "মুখে বা"-স্থলে "মুখেতে"-পাঠান্তর।

২৫৫। **ভক্তি বিলাইমু ইত্যাদি**—মুকুন্দ! তোমাকে আমি বলিতেছি, আমি ভক্তি (প্রেমভক্তি) বিলাইব (সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া নির্বিচারে সকলকে প্রেম দিব)। সেই উদ্দেশ্যেই **আগে প্রেমভক্তি ইত্যাদি**—পূর্বে তোমার কণ্ঠস্বরে প্রেমভক্তি দিয়াছি (অথবা সর্বাগ্রে তোমার কণ্ঠস্বরে প্রেমভক্তি দিলাম), যেন তোমার প্রেমভক্তিরস-নিষিক্ত কণ্ঠস্বরে কীর্তিত কৃষ্ণ-গুণ-মহিমাদি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সকলকে প্রেমভক্তিমান্ করিতে পারে। (প্রভু নিজেও প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তগণের দ্বারাও করাইয়াছেন)।

২৫৬। **দ্রবয়ে সকল**—সকলের চিত্ত প্রেমভক্তিরসে গলিয়া যায়। আমি তোমার কণ্ঠস্বরে প্রেমভক্তি দিয়াছি বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। "দ্রবয়ে"-স্থলে "দ্রবিব", "দ্রবিল" এবং "দ্রবিত"-পাঠান্তর।

২৫৭। প্রভু মুকুন্দকে বলিলেন—"তুমি আমার যেরূপ একান্ত বল্লভ (অত্যন্ত প্রিয়), **এইমত**

যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥'' ২৫৮
মুকুন্দের প্রতি যদি বর-দান কৈল।
মহা-জয়জয়ধ্বনি তখনে উঠিল॥ ২৫৯
হরি বোল হরি বোল জয় জগন্নাথ।
হরি বলি নিবেদই সভে তুলি হাথ॥ ২৬০
মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।
সেহো মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন॥ ২৬১
এ সব চৈতন্য-কথা বেদের নিগূঢ়।
সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা, না মানয়ে মূঢ়॥ ২৬২
শুনিলে এসব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই শ্রীচৈতন্য-মুখ॥ ২৬৩
এইমত যত যত ভক্তের মণ্ডল।
সভে কৈলা স্তুতি—বর পাইল সকল॥ ২৬৪
শ্রীবাসপণ্ডিত অতি মহামহোদার।
অতএব তান গৃহে সব ব্যবহার॥ ২৬৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হউ তোরে ইত্যাদি—সকল মহান্ত (আমার পরমভক্তগণের সকলেই) তোমাবিষয়ে এইমত (এইরূপ, আমার ন্যায়) হউন, অর্থাৎ আমি যেমন তোমাকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করি, সকল ভক্ত যেন তোমাকে তদ্রূপ অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন।

২৫৮। **যেখানে যেখানে** ইত্যাদি—যখন যে-স্থানে আমি অবতীর্ণ হইব, তখন সে-স্থানেই তুমি আমার গায়ন (কীর্তনীয়া) হইবে। মুকুন্দ যে প্রভুর নিত্যপার্ষদ, এই উক্তিতে তাহাই সূচিত হইয়াছে।

২৫৯। "মুকুন্দের প্রতি"-স্থলে "মুকুন্দের এত"-পাঠান্তর। **বর দান কৈলা**—প্রভু মুকুন্দকে চারিটি বর দিয়াছেন—'প্রথমতঃ, মুকুন্দের কণ্ঠস্বরে প্রেমভক্তি প্রকাশের বর (২৫৫-পয়ারে); দ্বিতীয়তঃ, মুকুন্দের গানে ভক্তদের চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ার বর; তৃতীয়তঃ, মুকুন্দ প্রভুর যেমন একান্ত বল্লভ, সকল ভক্তেরও তদ্রূপ একান্ত বল্লভ হওয়ার বর এবং চতুর্থতঃ, যেখানে যেখানে প্রভু অবতীর্ণ হইবেন, সেখানে-সেখানে প্রভুর গায়ন হওয়ার বর।

২৬০। **নিবেদই**—নিবেদন করেন। "হরি বোল হরি বোল জয় জগন্নাথ"—এই বাক্য প্রভুর চরণে নিবেদন করেন। **জগন্নাথ**—সর্বজগতের নাথ শ্রীচৈতন্য।

২৬১। গ্রন্থকার এই পয়ারে মুকুন্দের স্তব ও তাঁহার প্রতি প্রভুর বর-কথা-শ্রবণের মহিমার কথা বলিয়াছেন। **স্তুতিবর**—স্তুতি ও বর। মুকুন্দকৃত প্রভুর স্তব এবং প্রভুকর্তৃক মুকুন্দের প্রতি বর-দানের কথা। **সেহো মুকুন্দের সঙ্গে** ইত্যাদি—তিনিও প্রভুর পার্ষদত্ব লাভ করিয়া মুকুন্দের সঙ্গে কীর্তন করিতে পারিবেন।

২৬২। **বেদের নিগূঢ়**—বেদেও অত্যন্ত গোপনভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবেই কথিত হইয়াছে। ১৷১৷৬৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মানয়ে**—মানেন, সত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

২৬৫। **অতি মহামহোদার**—অত্যন্ত মহা-মহা-উদার; তাঁহার উদারতার তুলনা পাওয়া যায় না, সর্বাপেক্ষা উদার-চরিত্র। **ব্যবহার**—প্রভুর আচরণ, বিহার বা লীলা। "সব ব্যবহার"-স্থলে "এ সব বিহার"-পাঠান্তর।

যার যেনমত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই বিশ্বম্ভর দেখে সেই অবতার॥ ২৬৬
'মহা মহা-পরকাশ' ইহারে যে বলি।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥ ২৬৭
এইমত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে চৈতন্যের দেখে যত দাস॥ ২৬৮
দেহ-মন-নির্বিশেষে যে যে হয় দাস।
তারা সে দেখিতে পায় এ সব প্রকাশ॥ ২৬৯
সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে।
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী মাঝে মাঝে॥ ২৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬৬। অন্বয়। যার (যাঁহার) আপনার (নিজের) ইষ্টপ্রভু (উপাস্য ইষ্টদেবতা, উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপ) যেনমত (যে-রূপ), সেই (তিনি) বিশ্বম্ভর (বিশ্বম্ভরকে) সেই অবতার (সেই ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে) দেখেন। যেমন, শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক মুরারিগুপ্ত প্রভুকে সপরিকর রামচন্দ্ররূপে, ব্রজের সখ্যভাবের উপাসক শ্রীধর প্রভুকে কৃষ্ণ-বলরামরূপে দেখিয়াছেন। "সেই বিশ্বম্ভর দেখে সেই"-স্থলে "সেই সে বিশ্বম্ভর সেই সে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

২৬৭। মহা-মহা-পরকাশ ইত্যাদি—প্রভুর যে-প্রকাশে সকলেই প্রভুকে স্ব-স্ব উপাস্য-স্বরূপরূপে দেখিতে পায়েন, সেই প্রকাশকেই মহা-মহা-প্রকাশ বলা যায়। যেহেতু, একই গৌরচন্দ্রে বিভিন্ন উপাস্যস্বরূপের প্রকাশ বা প্রকটন যে-প্রকাশে সম্ভব হয়, তাহা অপেক্ষা মহীয়ান্ প্রকাশ আর কি থাকিতে পারে?

২৬৮। অন্বয়। এইমত (এইরূপে—সকল ভক্তেরই স্ব-স্ব উপাস্যস্বরূপ-রূপে) প্রভুর প্রকাশ (প্রভুর আত্ম-প্রকাশ) দিনে দিনে (দিনের পর দিন চলিতে লাগিল)। চৈতন্যের যতেক দাস (যত ভক্ত আছেন, তাঁহাদের সকলেই) সপত্নীকে (স্ব-স্ব পত্নীর সহিত, প্রভুর এ-সকল প্রকাশ) দেখে (দর্শন করেন)।

২৬৯। দেহ-মন-নির্ব্বিশেষে ইত্যাদি—যাহারা এক সঙ্গে দেহে ও মনে প্রভুর দাস হয়েন, তাঁহারাই প্রভুর এই সকল প্রকাশ দেখিতে পায়েন। লৌকিক জগতে দেখা যায়, কেহ হয়তো কেবল দেহদ্বারাই, দেহস্থিত হস্ত-পদাদিদ্বারাই তাহার মনিবের সেবা করিতেছে; কিন্তু সেই সেবায় তাহার মনের যোগ নাই; তাহার মন তাহার নিজের বিষয় ব্যাপারে, কি স্ত্রীপুত্রাদিতেই পড়িয়া রহিয়াছে। এতাদৃশ সেবককে "দেহ-মন-নির্ব্বিশেষ" সেবক বলা যায় না। যেহেতু, এ-স্থলে তাহার দেহের ও মনের বিশেষত্ব রহিয়াছে—দেহ সেবায় নিযুক্ত, কিন্তু মন সেই সেবায় নিযুক্ত নহে, মন অন্যত্র। কিন্তু যে-সেবক দেহদ্বারাও সেবা করে এবং যাহার মনও সেই সেবায় নিয়োজিত, তাহার সেবায় দেহ ও মনের বিশেষত্ব নাই—দেহের এক বিশেষ কাজ, কিন্তু মনের অন্য একটি বিশেষ কাজ, এইরূপ নহে; এ-স্থলে দেহের ও মনের একই কাজ। এজন্য এতাদৃশ সেবক হইতেছে দেহ-মন-নির্বিশেষ সেবক, কায়মনোবাক্যে একান্ত সেবক। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে পরবর্তী পয়ারসমূহে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৭০। নবদ্বীপেই প্রভুর পূর্বোল্লিখিত মহাপ্রকাশ প্রকটিত হইয়াছে। সেই নবদ্বীপে থাকিয়াও

যাবৎকাল গীতা ভাগবত কেহো পঢ়ে।
কেহো বা পঢ়ায়, স্বধর্ম্মেতে নাহি নড়ে ॥ ২৭১
কেহো কেহো পরিগ্রহ কিছুই না লয়।
বৃথা আকুমার-ধর্ম্মে শরীর শোষয় ॥ ২৭২
সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হইল।
বৃথা-অভিমানী একো জনা না দেখিল ॥ ২৭৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভক্তিহীনতা এবং অভিমানবশতঃ যাঁহারা তাহা দেখিতে পায়েন নাই, ২৭০-৭৩-পয়ারে তাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে। **তপস্বী**—তপস্যা (কষ্টকর সাধন)-পরায়ণ। **জ্ঞানী**—শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যকামী, অথবা মায়াবাদি-কথিত নির্বিশেষ-ব্রহ্মৈক্যকামী সাধক। অথবা, বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতাবলম্বী শৈব বা শাক্ত (১।৭।১৮৩ এবং ১।১১।১১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **যোগী**—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনকামী সাধক ; অথবা সাংখ্যাদি-যোগাবলম্বী, কিংবা তান্ত্রিক-যোগাবলম্বী সাধক। **মাঝে মাঝে**—মধ্যে মধ্যে, কোনও কোনও স্থলে। "যোগী"-শব্দের সহিত ইহার সম্বন্ধ।

২৭১। **যাবৎকাল**—সর্বদা। "গীতা"-স্থলে "ধরি"-পাঠান্তর। অর্থ—যাবৎকাল ধরি, বহুকাল পর্যন্ত। "কেহো"-স্থলে "সভে"-পাঠান্তর। **পঢ়ে**—পাঠ করেন, অধ্যয়ন বা আলোচনা করেন। **পঢ়ায়**—গীতা-ভাগবত অধ্যাপন করেন। **স্বধর্ম্মেতে নাহি নড়ে**—স্বধর্ম (বর্ণাশ্রম ধর্ম) হইতে বিচলিত হয় না। ভুক্তিমাত্রপ্রদ বর্ণাশ্রম-ধর্মনিষ্ঠ লোকও তখন ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। অথবা, পূর্বকথিত তপস্বী, জ্ঞানী প্রভৃতি তাঁহাদের নিজ নিজ আচরিত ধর্মের অনুশীলনে কখনও বিরত হয়েন না। "কেহো বা পঢ়ায়, স্বধর্ম্মেতে"-স্থলে "কেহো বা পড়ায় কারে, স্বধর্ম্মে"-পাঠান্তর।

২৭২। **পরিগ্রহ**—অন্যের নিকট হইতে দানরূপে অর্থাদি গ্রহণ। "পরিগ্রহ কিছুই না"-স্থলে "বিগ্রহ কিছুই নাহি"-পাঠান্তর। অর্থ, বিগ্রহ কিছুই নাহি লয়—কোনও রূপ বিগ্রহ বা দেবমূর্তি লয় না (গ্রহণ বা স্বীকার করেন না। ইহারা বোধ হয় নিরাকারবাদী)। আবার কেহ **বৃথা**—অনর্থক **আকুমার-ধর্ম্মে**—বিশেষরূপে কুমার-ধর্মে বা চিরকৌমার্যে (বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য-পালনে) **শরীর শোষয়**—শরীরকে শুষ্ক করেন, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা নিবারণের জন্য আহারাদি সঙ্কোচিত করিয়া দেহের ক্ষীণতা জন্মায়েন।

২৭৩। **সেইখানে**—উল্লিখিত ২৭০-২৭২-পয়ার-কথিত লোকগণ যে-নবদ্বীপে বাস করেন, সেই নবদ্বীপে। **হেন বৈকুণ্ঠের** ইত্যাদি প্রভুর মহাপ্রকাশে এতাদৃশ (পূর্বকথিত) বৈকুণ্ঠ-সুখের উদয় হইয়াছে; কিন্তু পূর্বোল্লিখিত **বৃথা অভিমানী**—তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী, নিত্য গীতা-ভাগবত-পাঠক, গীতা-ভাগবতের অধ্যাপক, স্বধর্ম-পরায়ণ, অপরিগ্রাহী, কৌমার্যব্রতধারী-প্রভৃতি বলিয়া বৃথা অভিমান-পোষণকারী লোকদিগের মধ্যে **একো জনা** ইত্যাদি—একজনও সেই মহাপ্রকাশ দেখিতে পাইলেন না, বৃথা অভিমান বা অহঙ্কার পোষণ করেন বলিয়া তাঁহাদের কেহই প্রভুর মহাপ্রকাশ দেখিতে আসেন নাই। সহজেই বুঝা যায়, তাঁহারা সকলেই ভক্তিহীন ছিলেন। দেহ-দৈহিক-বস্তুসম্বন্ধে, কিংবা সাধন-ভজন-সম্বন্ধেও যাঁহারা কোনও রূপ অভিমান পোষণ করেন, তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয় না। "অভিমানী ভক্তিহীন। শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুরের উক্তি।"

শ্রীবাসের দাস দাসী যে সব দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও তাহা কেহো না জানিল ॥ ২৭৪
মুরারীগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহো মাথা মুণ্ডাইয়া তাহা না দেখিল ॥ ২৭৫
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ২৭৬
বড় কীর্ত্তি হইলে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিবশ সবে প্রভু—চারি বেদে গাই ॥ ২৭৭
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একো জনা না দেখিল ॥ ২৭৮
দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে।
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে ? ২৭৯
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ ॥ ২৮০
অদ্যাপিহ চৈতন্য এসব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি-অধিকারে ॥ ২৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৪। "যে সব"-স্থলে "যাহারে"-পাঠান্তর।

২৭৫। **মাথা মুণ্ডাইয়া**—মাথা মুড়াইয়া, সন্ন্যাসী হইয়াও।

২৭৬। "কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য"-স্থলে "জনে পাণ্ডিত্যে প্রভুরে" এবং "বশ"-স্থলে "ফল"-পাঠান্তর। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠর-শ্রুতি।

২৭৭। **বড় কীর্ত্তি হইলে**—লোকসমাজে খুব যশস্বী বলিয়া পরিচিত হইলেই যে শ্রীচৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তি হয়, তাহা নহে। **গাই**—গান করে।

২৭৮। **একো জনা না দেখিল**—ভক্তিহীন বলিয়া একজন ভট্টাচার্যও প্রভুর মহাপ্রকাশ দেখিতে পায়েন নাই। ন্যায়-মীমাংসাদি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতকে ভট্টাচার্য বলে।

২৭৯। **দুষ্কৃতির সরোবরে ইত্যাদি**—দুষ্কৃতিরূপ সরোবরে (পুকুরে) কখনও বাস্তব-সুখশান্তিরূপ এবং ভগবদ্দর্শনের সৌভাগ্যরূপ স্নিগ্ধতাজনক এবং তৃষ্ণা শান্তিহর জল থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যাঁহাদের অনেক দুষ্কৃতি (পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত দুষ্কর্ম) আছে, তাঁহারা কখনও বাস্তব-সুখ-শান্তির, কিংবা যাহাতে ভগবদ্দর্শন হইতে পারে, সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন না—ভট্টাচার্য পণ্ডিত হইলেও না। "কভু জল নহে"-স্থলে "কত জল রহে"-পাঠান্তর। অর্থ—কত জলই বা থাকিতে পারে ? **এমন প্রকাশে ইত্যাদি**—অশেষ দুষ্কৃতি ছিল বলিয়াই ভট্টাচার্য পণ্ডিতগণও প্রভুর মহাপ্রকাশ দেখিতে পায়েন নাই। অশেষ দুষ্কৃতি না থাকিলে এতাদৃশ মহাপ্রকাশের দর্শন হইতে কি কেহ কখনও বঞ্চিত হইতে পারে? যাঁহারা দুষ্কৃতি, তাঁহারা ভগবদ্‌ভজনও করেন না। "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ গীতা ॥ ৭।১৫ ॥ ভগবদুক্তি।" সুতরাং তাঁহারা ভক্তিহীন। ভক্তিহীন বলিয়া তাঁহারা ভগবদ্দর্শন পাইতে পারেন না। যেহেতু, একমাত্র ভক্তিই ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন। "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ মাঠর-শ্রুতি ॥"

২৮০-২৮১। **পরিচ্ছেদ**—শেষ, অন্ত, অবসান। **আবির্ভাব-তিরোভাব ইত্যাদি** ১।২।২৮২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অদ্যাপিহ**—এখনও, শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের পরে এখনও। **যখনে যাহারে ইত্যাদি**—

সে-ই দেখে, আর দেখিবার শক্তি নাঞি।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্যগোসাঞি॥ ২৮২
যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট-ধ্যান করে।
সেইমত দেখায় ঠাকুর-বিশ্বম্ভরে॥ ২৮৩
দেখাইয়া আপনে শিখায় সভাকারে।
"এ সকল কথা ভাই! শুনে পাছে আরে॥ ২৮৪
জন্ম জন্ম তোমরা পাইবে মোর সঙ্গ।
তোমা' সভার ভৃত্যেও দেখিব মোর রঙ্গ॥" ২৮৫
আপন গলার মালা দিলা সভাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সভারে॥ ২৮৬
মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈয়া।
কোটি-চান্দ-শারদ-মুখের দ্রব্য পায়্যা॥ ২৮৭
ভোজনের অবশেষে যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥ ২৮৮
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান॥ ২৮৯
পরম-আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ॥ ২৯০
"ধন্য ধন্য এই সে সেবিলা নারায়ণ।
বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥" ২৯১
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়ে "নারায়ণি!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥" ২৯২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীচৈতন্য যখন কৃপা করিয়া যাঁহাকে তাঁহার লীলা-দর্শনের অধিকার দান করেন। ১।১০।৫৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৩। পূর্ববর্তী ২৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "**যে মন্ত্রেতে**—যেই মন্ত্রদ্বারা। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের এবং একই ভগবৎ-স্বরূপেরও বিভিন্ন ভাবের উপাসনার অনুকূল বিভিন্ন মন্ত্র আছে। "মন্ত্রেতে"-স্থলে "মন্ত্রের" এবং "সেইমত দেখায়"-স্থলে "সেই মূর্ত্তি দেখয়ে"-পাঠান্তর। অর্থ—ঠাকুর-বিশ্বম্ভরকে সেই (স্বীয় উপাস্য) মূর্তিরূপে দেখেন।

২৮৪-২৮৫। শিখায় সভাকারে—সকলকে শিক্ষা দেন বা জানাইয়া দেন। কি জানাইয়া দে তাহা ২৮৪-পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২৮৫-পয়ারে বলা হইয়াছে। **শুনে পাছে আরে**—তাৎপর্য, অপর কেহ যেন শুনিতে বা জানিতে না পারে, অর্থাৎ অপর কাহারও নিকটে বলিবে না। **রঙ্গ**—লীলা। "রঙ্গ"-স্থলে "অঙ্গ"-পাঠান্তর। অঙ্গ—রূপ।

২৮৬-২৮৭। আজ্ঞা—গ্রহণ বা ভোজন করার জন্য আদেশ। **কোটি-চান্দ-শারদ-মুখের দ্রব্য**—শরৎকালীন কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও পরমসুন্দর মুখের দ্রব্য (চর্বিত তাম্বূল)।

২৮৮। ভোজনের অবশেষ—বৈষ্ণবদের ভোজনের পরে **যতেক আছিল**—প্রভুর সেই চর্বিত তাম্বূল যাহা কিছু ছিল। "সে-পাইল"-স্থলে "শেষ পাল্য"-পাঠান্তর। পাল্য—পাইল।

২৮৯। শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—২।২।৩১৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বালিকা অজ্ঞান**—অজ্ঞান (ভাল-মন্দ বুঝিবার শক্তিহীন) বালিকা। তখন নারায়ণীদেবীর বয়স ছিল চারি বৎসর (২।২।৩২১-পয়ার দ্রষ্টব্য)। **ভোজন শেষ**—প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট চর্বিত তাম্বূল।

২৯১। এই পয়ারোক্তি হইতেছে নারায়ণীর প্রতি বৈষ্ণবদের আশীর্বাদ।

২৯২। ২।২।৩২০-পয়ার দ্রষ্টব্য। "শুনি"-স্থলে "তুমি"-পাঠান্তর।

হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে অতি বালিকাস্বভাব ॥ ২৯৩
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি।
'গৌরাঙ্গের অবশেষপাত্র নারায়ণী' ॥ ২৯৪
যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন ॥ ২৯৫
এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সত্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥ ২৯৬
অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।
এই সে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর ॥ ২৯৭
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা তান চারি বেদে গাই ॥ ২৯৮
'চৈতন্যের ভক্ত' হেন নাহি যার নাম।
যদি বা সে বস্তু, তভু তৃণের সমান ॥ ২৯৯
নিত্যানন্দ কহে 'আমি চৈতন্যের দাস'।
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ ॥ ৩০০
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি ॥ ৩০১
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ৩০২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৯৩। ১।২।৩২১-২২-পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৯৪। ২।২।৩১৯-পয়ার ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য। "যাঁর"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর।

২৯৫। উপসন্ন—উপস্থিত।

২৯৬ ২৯৭। **প্রতীত**—প্রতীতি, বিশ্বাস। সত্য—নিশ্চিত। "সত্য"-স্থলে "সদ্য"-পাঠান্তর। সদ্য—তৎক্ষণাৎ। শ্রীঅদ্বৈতের শ্রেষ্ঠ মহিমার প্রাচুর্য হইতেছে এই যে, ঠাকুর শ্রীচৈতন্যপ্রভু হইতেছেন অদ্বৈতের প্রিয়।

২৯৮। প্রিয় দেহ—অতি আদরের দেহ, অতি প্রীতির বস্তু। "দেহ"-স্থলে **"অতি"-পাঠান্তর**। তান—তাঁহার, নিত্যানন্দের। গাই—গান করে।

২৯৯। চৈতন্যের ভক্ত ইত্যাদি—"শ্রীচৈতন্যের ভক্ত" বলিয়া যাঁহার নাম (পরিচয়) নাই, যদি বা সে বস্তু—যদিও তিনি লোকসমাজে একটি বিশেষ বস্তু (ধনী, গুণী, পণ্ডিত, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী প্রভৃতিরূপে যশস্বী) হউন, তভু—তথাপি তিনি **তৃণের সমান**—তৃণের ন্যায় তুচ্ছ পরমার্থ-বিষয়ে নগণ্য। তাঁহার সঙ্গে কাহারও পারমার্থিক মঙ্গল হয় না, বরং পারমার্থিক মঙ্গলের, সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

৩০০। **অহর্নিশ আর ইত্যাদি**—প্রভু নিত্যানন্দ অহর্নিশ (দিবারাত্রি—দিবারাত্রির মধ্যে কোনও সময়েই) আর ("আমি চৈতন্যের দাস"—একথা-ব্যতীত অন্য কোনও কথা) প্রকাশ করেন না (বলেন না)।

৩০১। তাহান কৃপায়—তাঁহার (সেই নিত্যানন্দপ্রভুর) কৃপা হইলেই **হয় চৈতন্যেতে রতি**—শ্রীচৈতন্যে রতি (প্রীতি) জন্মিতে পারে। "রতি"-স্থলে "মতি"-পাঠান্তর। মতি—মনের গতি। আপদ—বিপদ, মায়াবদ্ধ হওয়ার বা থাকার আশঙ্কা। কতি—কোনও বা কোথাও।

৩০২। **আমার প্রভুর ইত্যাদি**—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর হইতেছেন আমার (গ্রন্থকারের) প্রভু

ধরণীধরেন্দ্র-নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু গৌরচন্দ্র! আমারে শরণ ॥ ৩০৩
বলরাম প্রীতে গাই চৈতন্যচরিত।
কর' বলরাম প্রভু! জগতের হিত ॥ ৩০৪
'চৈতন্যের দাস্য' বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে ॥ ৩০৫
নিত্যানন্দ-কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভক্ত তত্ত্ব জানি ॥ ৩০৬
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ-রায়।
সভে নিত্যানন্দ-স্থানে ভক্ত-পদ পায় ॥ ৩০৭
কোনমতে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বোলে 'সেই জন গেলা' ॥ ৩০৮
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥ ৩০৯
কাহারো না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥ ৩১০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(গুরু) শ্রীনিত্যানন্দের প্রভু। আমি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়-নিত্যানন্দের দাস বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আমার ন্যায় দীনহীনের প্রতিও কৃপা করিবেন, এ বড় ইত্যাদি—আমি (গ্রন্থকার) আমার চিত্তে সর্বদা এই একটি বড় ভরসা পোষণ করি।

৩০৩। **ধরণীধরেন্দ্র** ইত্যাদি—১।১।১৬৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দেহ প্রভু** ইত্যাদি—হে প্রভু গৌরচন্দ্র! তুমি কৃপা করিয়া ধরণীধরেন্দ্র-নিত্যানন্দের চরণে আমাকে শরণ (আশ্রয়) দাও। তাৎপর্য এই যে, গৌরচন্দ্রের কৃপা হইলেই নিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে, অন্যথা নহে।

৩০৪। **বলরাম-প্রীতে**—নিত্যানন্দরূপ বলরামের প্রীতি-সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই **গাই চৈতন্য-চরিত**—শ্রীচৈতন্যের চরিত (লীলা) গান (বর্ণন) করিতেছি। গৌর-লীলাকথা প্রচারিত হইলে নিত্যানন্দের বড়ই আনন্দ। **কর বলরাম** ইত্যাদি—হে নিত্যানন্দরূপ প্রভু বলরাম! কৃপা করিয়া তুমি জগদ্‌বাসী জীবের হিত (মঙ্গল) কর। "কর"-স্থলে "করে"-পাঠান্তর।

৩০৫। **চৈতন্যের দাস বই** ইত্যাদি—"আমি শ্রীচৈতন্যের দাস"—ইহা-ব্যতীত শ্রীনিতাই অন্য কিছুই জানেন না (পূর্ববর্তী ৩০০-পয়ার দ্রষ্টব্য)। "আমি চৈতন্যের দাস"—এই অভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীনিতাই যে-অপরিসীম এবং অফুরন্ত আনন্দ অনুভব করেন, জীবকেও সেই আনন্দ উপভোগ করাইবার নিমিত্ত **চৈতন্যের দাস্য** ইত্যাদি—"কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা এবং জগতের হিতকর্ত্তা" শ্রীনিত্যানন্দ সকলকেই শ্রীচৈতন্যের দাস্য (চৈতন্যচরণে ভক্তি) দান করেন।

৩০৬। **ভক্ত-তত্ত্ব**—ভক্তের স্বরূপ এবং মহিমা। "ভক্ত"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তর।

৩০৮। **কোন মতে**—কোনও কারণে, বা কোনও প্রকারে। "কোন মতে"-স্থলে "কোন পাকে"-পাঠান্তর। **পাকে**—প্রকারে, ঘটনাচক্রে। **হেলা**—অবহেলা, অবজ্ঞা। **সেই জন গেলা**—সেই ব্যক্তি অধঃপাতে গেল, তাহার সর্বনাশ হইল।

৩০৯। ১।১।৩৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১০। অন্বয়। যিনি কাহারও নিন্দা করেন না এবং সর্বদা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলেন (কৃষ্ণনাম কীর্তন

'নিন্দায় নাহিক লভ্য' সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে।　　সভার সম্মান—ভাগবত-ধর্ম্ম হয়ে ॥ ৩১১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করেন) তিনিই হেলে (অনায়াসে) অজয় (যাঁহাকে কেহ জয় বা বশীভূত করিতে পারে না, সেই) চৈতন্যকে জিনিবেন (বশীভূত করিতে পারিবেন)।

৩১১। নিন্দায় নাহিক লভ্য—নিন্দায় কিছু লাভ হয় না। কাহারও নিন্দা করিতে গেলে তাহার যে-সকল দোষের উল্লেখ বা চিন্তা করা হয়, সে-সকল দোষেই চিত্তের আবেশ জন্মে; তাহাতে নিজেরই ক্ষতি হয়, ভগবানের, বা পরমার্থভূত বস্তুর, প্রতি মন যাইতে পারে না। সভার সম্মান ইত্যাদি—জীবমাত্রের প্রতিই কায়মনোবাক্যে সম্মান-প্রদর্শনই হইতেছে ভাগবত-ধর্ম। ভাগবত-ধর্ম্ম—ভগবৎ-সম্বন্ধীয় ধর্ম; ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়রূপ ধর্ম (সাধন-ধর্ম)। ভা. ১১।২-৫-অধ্যায়ে, নিমিমহারাজের নিকটে নবযোগীন্দ্র-কথিত ভাগবত-ধর্ম বিবৃত হইয়াছে। "সম্মান"-স্থলে "সম্মত"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—নিন্দায় যে কোনও লাভ নাই, তাহা সমস্ত শাস্ত্রই বলেন এবং তাহা সমস্ত মহাজনদেরও সম্মত। ইহাই নিমিমহারাজের নিকটে ভাগবত-ধর্ম-কথন-প্রসঙ্গে নবযোগীন্দ্রের একতম শ্রীপ্রবুদ্ধও "অনিন্দার অর্থাৎ নিন্দাত্যাগের" উপদেশ দিয়াছেন। "শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি ॥ ভা. ১১।৩।২৬ ॥" নিন্দাত্যাগও ভাগবত-ধর্মের একটি অঙ্গ।

জীবমাত্রের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়। "অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ। সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ ॥ ভা. ৬।৪।১৩ ॥—সকল ভূতের (জীবের) দেহাভ্যন্তরে আত্মারূপে ভগবান্ হরি বিরাজিত; অতএব সকল জীবকেই ভগবান্ হরির অধিষ্ঠান বলিয়া অবলোকন করা কর্তব্য, কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ কর্তব্য নহে। এইরূপ করিলেই ভগবান্ তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন,—"বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্। প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ভা. ১১।২৯।১৬ ॥ —(ইনি মহান্ হইয়াও অতি নীচকে প্রণাম করিতেছেন—এইরূপ ভাবিয়া তোমার) যে-সমস্ত স্বজন তোমাকে উপহাস করে, তাহাদিগকে এবং দৈহিকী দৃষ্টি এবং তজ্জন্য লজ্জা (অর্থাৎ 'আমি উত্তম, আর এইটি অতি নীচ, কিরূপে আমার প্রণম্য হইতে পারে?' —নিজের দেহ-সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্টি এবং এইরূপ দৃষ্টির ফলে উদ্ভূতা লজ্জাকে) বিসর্জন করিয়া, (সকলের মধ্যেই অন্তর্যামিরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন মনে করিয়া) কুক্কুর, চণ্ডাল, গো ও খর পর্যন্ত সকল জীবকেই, দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিবে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা সর্ব্বান্ প্রণমেৎ।"; শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"শ্ব-চাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা প্রণমেৎ।" এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"স্ময়মানান্ অহো মহানপ্যয়মতিনীচং প্রণমতি ইতি হসতঃ স্বান্ সখীন্। তথা দৈহিকীং দৃশং অহমুত্তমঃ অয়ন্তু নীচঃ কথং মে নমস্য ইতি দৃষ্টিং, তয়া দৃশা যা ব্রীড়া লজ্জা তাং বিসৃজ্য শ্বচাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা প্রণমেৎ।" ভক্তিযোগ-কথন-প্রসঙ্গে ভগবান কপিলদেবও

মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা-নিম্ব হেন বাসে'—যতেক পাষণ্ড॥ ৩১২

কেহো যেন শর্করায়ে নিম্ব-স্বাদু পায়।
তার দৈব,—শর্করার স্বাদু নাহি যায়॥ ৩১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়াছেন—"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানীতি॥ ভা. ৩।২৯।৩৪॥ —ভগবান্ ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যেই প্রবিষ্ট আছেন বলিয়া, মনের দ্বারা বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সকল প্রাণীকেই প্রণাম করিবে।" এ-স্থলে "ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টঃ"-এই বাক্যের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যৈত্যর্থঃ।"; শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জীবকলয়া তদন্তর্য্যামিতয়েত্যর্থঃ।" এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"জীবরূপা যা কলা তয়া সহ।" শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান॥ চৈ. চ. ৩।২০।২০॥ আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৩॥" এই গ্রন্থেরই অন্ত্যখণ্ডে শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উক্তিরূপ লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্তকরি। দণ্ডবত করিবেক বহুমান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সভারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি॥ ৩।৩।২৮-২৯॥" মশ্রী॥ ১৬।৫ক অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। প্রতি জীবের মধ্যেই অন্তর্যামিরূপে ভগবান্ বিরাজিত বলিয়া প্রতি জীবই হইতেছে ভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য। শ্রীমন্দির সকলেরই নমস্য।

৩১২। **অমৃতের খণ্ড**—ঘনীভূত অমৃতের ন্যায় মধুর, আস্বাদ্য। কিন্তু **মহা-নিম্ব হেন** ইত্যাদি—যাহারা পাষণ্ড (ভগবদ্‌বিদ্বেষী ও ভগবদ্‌বহির্মুখ), তাহারা ইহাকে মহানিম্ব হেন (নিম্বের ন্যায় অত্যন্ত তিক্ত) বাসে (মনে করে)। কিন্তু তাহাতে যে মধ্যখণ্ডের কথার মধুরতা নাই—তাহা যে প্রমাণিত হয় না,— পরবর্তী পয়ারে একটি দৃষ্টান্তের সহায়তায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩১৩। **শর্করায়ে**—চিনিতে, মিছরি প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যে। **নিম্ব-স্বাদু পায়**—নিম্বের ন্যায় তিক্ত স্বাদ পাইয়া থাকে। **নিম্ব**—নিম। **তার দৈব**—যে-ব্যক্তি শর্করাতে নিম্বের ন্যায় তিক্ততা অনুভব করে, ইহা তাহার দৈবমাত্র, তাহার পূর্বজন্মার্জিত দুষ্কর্মের ফলমাত্র। সেই ব্যক্তি শর্করাকে তিক্ত মনে করে বলিয়া **শর্করার স্বাদু নাহি যায়**—শর্করার স্বাদ, মিষ্টত্ব নষ্ট হইয়া যায় না; শর্করা যে বাস্তবিক মিষ্ট নহে, পরন্তু তিক্ত, তাহা প্রমাণিত হয় না।

এক রকম পিত্তরোগে জিহ্বায় পিত্তের আবরণ পড়ে। জিহ্বায় চিনি-মিছরি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য রাখিলে সেই আবরণ ভেদ করিয়া জিহ্বার সহিত চিনি-মিছরির যোগ হইতে পারে না; সে-জন্য চিনি-মিছরির মিষ্টত্ব অনুভূত হয় না; বরং চিনি-মিছরির যোগে পিত্তের আবরণ কিছু গলিয়া জিহ্বার সহিত মিলিত হয় বলিয়া পিত্তেরই স্বাদ তিক্তত্ব অনুভূত হয় (পিত্ত তিক্ত); তখন পিত্তরোগী মনে করে, চিনি-মিছরিই তিক্ত। বস্তুতঃ তাহার জিহ্বার দোষেই চিনি-মিছরি তিক্ত বলিয়া মনে হয়, চিনি-মিছরি বাস্তবিক তিক্ত নহে, মিষ্টই। যাহার তাদৃশ

এইমত চৈতন্যের পরানন্দ-যশে।
শুনিতে না পায় সুখ—হই দৈববশে ॥ ৩১৪
সন্ন্যাসীহ যদি নাহি মানে' গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল-জন—জন্মজন্ম অন্ধ ॥ ৩১৫
পক্ষিমাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম।
সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥ ৩১৬

জয় গৌরচন্দ্র!—নিত্যানন্দের জীবন!
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণ ধন ॥ ৩১৭
যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পা'য়ে মোর নমস্কার ॥ ৩১৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩১৯

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মহামহাপ্রকাশ-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পিত্তরোগ নাই, তাহার নিকটে সেই চিনি-মিছরিরই মিষ্টত্ব অনুভূত হয়। তদ্রূপ, যাহারা পাষণ্ড, তাহাদের চিত্তে পাষণ্ডিত্বের বিস্বাদ আবরণ থাকে; সে-জন্যই তাহাদের নিকটে মধুর চৈতন্যলীলা-কথাও মধুর বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু বিস্বাদ, বিরক্তিকর বলিয়াই মনে হয়।

৩১৪। পূর্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পরানন্দ- যশে**—অনন্ত মধুর যশঃ-কথায় (মহিমাদির কথায়)। **হই দৈববশে**—দৈবের (পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত দুষ্কর্মের) বশবর্তী হইয়া, পূর্ব দুষ্কর্মবশতঃ। "হই দৈববশে"-স্থলে "সেহ দৈববশে" এবং "সেই দৈবদোষে"-পাঠান্তর।

৩১৫। **সন্ন্যাসীহ**—সন্ন্যাসীও; যিনি সাধন-ভজনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও। **সে খল-জন**—সেই সন্ন্যাসী খল ব্যক্তি। **খল**—অধম, নীচ, পিশুন। **জন্ম জন্ম অন্ধ**—প্রতি জন্মেই ভগবত্তত্ত্ব-দৃষ্টিহীন।

৩১৯। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে দশম অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(২. ৮. ১৯৬৩—১৬. ৮. ১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

একাদশ অধ্যায়

(রাগ মল্লার)

(নিধি গৌরাঙ্গ—কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু।
অনাথের নাথ প্রভু পতিতজনের বন্ধু ॥ ধ্রু ॥ ১)

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুলসিংহ।
জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥ ২

জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণ ধন ॥ ৩

জয়-রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥ ৪

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-জনের গোচর ॥ ৫

নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত ॥ ৬

নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিলা শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী-সঙ্গে দেখয়ে প্রভুর পরকাশ ॥ ৭

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
'বাপ!' বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পিরিতি ॥ ৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-চরিত। শ্রীবাসপণ্ডিত ও তাঁহার গৃহিণী মালিনীর সম্বন্ধে নিত্যানন্দের পিতৃ-মাতৃ-বুদ্ধি, বাল্যভাবাবেশে নিত্যানন্দকর্তৃক মালিনীর স্তন্যপান। চাঞ্চল্য না করার জন্য নিত্যানন্দের প্রতি প্রভুর শিক্ষা, বাল্যভাবাবেশে তথাপি তাঁহার চাঞ্চল্য। শ্রীবাসের কৃষ্ণ-নৈবেদ্যের ঘৃতপাত্র লইয়া কাকের পলায়ন; তাহাতে মালিনীর ক্রন্দন; নিত্যানন্দের অচিন্ত্য প্রভাবে কাককর্তৃক ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ। মালিনীকর্তৃক নিত্যানন্দের স্তব। প্রভুর গৃহে বাল্যভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দের দিগম্বরতা, প্রভুর বাক্যের অসংলগ্ন উত্তর। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে শচীমাতার অপত্যস্নেহ। প্রভুর গৃহে শচীমাতা-প্রদত্ত ক্ষীর-সন্দেশ-ভোজন-ব্যাপারে নিত্যানন্দের অচিন্ত্য-শক্তির প্রকাশ।

১। **নিধি**—সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন।

২। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। **চরণের ভৃঙ্গ**—চরণরূপ কমলের মধুপান-রত ভক্তরূপ ভ্রমর; চরণ-সেবায় আনন্দ-তন্ময় ভক্ত।

৫। **নহে সর্বজনের গোচর**—বিশ্বম্ভরের স্বরূপ-তত্ত্ব বা ক্রীড়া সকলে জানিতে বা দেখিতে পায় না। "সর্ব্বজনের"-স্থলে "সর্ব্বনয়ন"-পাঠান্তর—সকলের নয়নগোচর হয় না।

৬। **ঘরে বসি ইত্যাদি**—শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহেই প্রভুর কৌতুকময়ী লীলা অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শ্রীবাস নিজগৃহে থাকিয়াই তাহা দেখিতে পাইতেন।

৭। **গোষ্ঠীসঙ্গে**—স্বীয় পরিজন ও দাসদাসীগণের সহিত। "দেখয়ে প্রভুর"-স্থলে "দেখে প্রভু-মহা"-পাঠান্তর—প্রভুর মহাপ্রকাশ দর্শন করেন। **পরকাশ**—প্রকাশ।

৮। **বসতি**—বাস। **পিরিতি**—প্রীতি। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহেই থাকিতেন এবং বাল্যভাবাবেশে শ্রীবাসকে "বাপ—বাবা" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতেন।

অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন-পানে ॥ ৯
কভু নাহি দুগ্ধ,—পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয় ॥ ১০
চৈতন্যের নিবারণে কারেও না কহে।
নিরবধি শিশু-রূপ মালিনী দেখয়ে ॥ ১১
প্রভু বিশ্বম্ভর বোলে "শুন নিত্যানন্দ!
কাহারো সহিত পাছে কর' তুমি দ্বন্দ্ব ॥ ১২
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনি নিত্যানন্দ বিষ্ণু-স্মঙরণ করে ॥ ১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯। **বাহ্য নাহি জানে**—বাল্যভাবের গাঢ় আবেশে বাহ্যজ্ঞান থাকে না। **মালিনী**—শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহিণীর নাম মালিনী দেবী। বাল্যভাবের আবেশে শিশুর ন্যায় নিত্যানন্দ মালিনীর স্তন্য পান করিতেন। **স্তন-পান**—স্তন্য-পান, স্তন হইতে বিগলিত দুগ্ধ পান।

১০। **কভু নাহি দুগ্ধ**—মালিনী দেবীর স্তন শুষ্ক, তাহাতে কখনও দুগ্ধ থাকে না; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীনিত্যানন্দ **পরশিলে মাত্র হয়**—বাল্যভাবাবেশে স্তন্যপানের নিমিত্ত নিত্যানন্দ যখন মালিনীর স্তন স্পর্শ করেন, স্পর্শমাত্রই মালিনীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে থাকে। **এ সব অচিন্ত্য শক্তি** ইত্যাদি—মালিনীদেবী শ্রীনিত্যানন্দের এ-সমস্ত অচিন্ত্য শক্তি (প্রভাব) দর্শন করেন। নিত্যানন্দ স্বরূপতঃ বলরাম বলিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব; সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্যও আছে। নরলীলার আবেশে নিত্যানন্দ তাহা জানেন না; তিনি তাহা না জানিলেও তিনি যখন স্বরূপতঃ ঈশ্বর, তখন তাঁহার ঐশ্বর্য থাকিবেই এবং সেই ঐশ্বর্য বা ঐশ্বর্যশক্তি প্রয়োজন হইলে তাঁহার সেবাও করিবে। বাল্যভাবের আবেশে তিনি যখন মালিনীর স্তন্য পান করার নিমিত্ত তাঁহার স্তন স্পর্শ করেন, তখন নিত্যানন্দের ঐশ্বর্যশক্তি, নিত্যানন্দের অজ্ঞাতসারেই, মালিনীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত করিয়া থাকে। শুষ্ক স্তনে কোথা হইতে কিরূপে দুগ্ধ আসে, তাহা লৌকিক জগতের অভিজ্ঞতামূলক যুক্তিতর্ক-দ্বারা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না; এজন্য ইহাকে "অচিন্ত্য" বলা হয়। ঐশ্বর্যশক্তি বা লীলাশক্তি হইতেছে অপ্রাকৃত মায়াতীত বস্তু। মায়িক জগতের অভিজ্ঞতার সহায়তায় তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে না; সুতরাং এ-সব ব্যাপারে লৌকিক জগতের অভিজ্ঞতা-মূলক যুক্তিতর্কের অবতারণাও নিরর্থক। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ প্রভাস খণ্ড ॥"

১১। **নিবারণে**—নিষেধে। "নিবারণে"-স্থলে "বিবরণ"-পাঠান্তর। **বিবরণ**—বিবৃতি, কথা। **নিরবধি শিশু-রূপ** ইত্যাদি—মালিনীদেবী নিরবধি (সকল সময়ে) নিত্যানন্দের শিশু-রূপই (শিশুর আকারই—"আকৃতিঃ কথিতা রূপে") দেখিতেন, (নিত্যানন্দের যথাবস্থিত রূপ বা আকার দেখিতেন না। ইহা লীলাশক্তিরই এক ভঙ্গী)। "শিশু-রূপ"-স্থলে "বাল্যভাব"-পাঠান্তর। মালিনীদেবী নিত্যানন্দের অচিন্ত্যশক্তি দেখিলেও তাহার কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতেন না; যেহেতু, এ-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের নিষেধ ছিল। নিত্যানন্দ যেমন মালিনীকে মা বলিয়া মনে করিতেন, মালিনীও নিত্যানন্দকে সর্বদা বাল্যভাবাপন্ন শিশুরূপেই দেখিতেন। ইহাও লীলাশক্তির প্রভাব।

১২-১৩। **দ্বন্দ্ব**—কলহ। **পাছে কর** ইত্যাদি—দেখিও, কাহারও সহিত যেন কলহ করিও না।

"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারো না বাসিবা॥" ১৪
বিশ্বম্ভর বোলে "আমি তোমা' ভাল জানি।"
নিত্যানন্দ বোলে "দোষ কহ দেখি শুনি॥" ১৫
হাসি বোলে গৌরচন্দ্র "কি দোষ তোমার ?
সব ঘরে অন্ন বৃষ্টি কর' অবতার॥" ১৬
নিত্যানন্দ বোলে "ইহা পাগলে সে করে।
এ ছলায়ে ঘরে ভাত না দিবে আমারে॥ ১৭
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও॥" ১৮
প্রভু বোলে "তোমার অপকীর্ত্তি আমি পাই।
সেই ত কারণে আমি তোমারে শিখাই॥" ১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষ্ণু স্মঙরণ করে—প্রভুর কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ বিষ্ণু-স্মরণ করেন। এই বিষ্ণুস্মরণ হইতেছে নিত্যানন্দের বিস্ময়-প্রকাশক। তাৎপর্য এই যে, প্রভুর কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ যেন বিস্মিত হইলেন। "আমি চঞ্চলতা করি! কি অদ্ভুত কথা! আমি কখনও চঞ্চলতা করি? না, করিতে পারি? কি বলিতেছ তুমি ?"

১৪। **না বাসিবা**—মনে করিবে না। **আপনার মত ইত্যাদি**—আমি কখনও চঞ্চলতা প্রকাশ করি না; তুমিই তাহা কর। তুমি কাহাকেও নিজের মত চঞ্চল মনে করিও না।

১৫। **ভালে**—ভালরূপে, উত্তমরূপে। **দোষ কহ দেখি শুনি**—আমার কোন্ দোষের কথা তুমি ভালরূপে জান, বল দেখি; আমি শুনিতে চাই।

১৬। **কি দোষ তোমার ?**—তোমার কি দোষ, তাহা জানিতে চাও? আচ্ছা, বেশ। বলি শুন। তুমি যখন খাইতে বস, তখন **সবঘরে অন্নবৃষ্টি ইত্যাদি**—সমস্ত ঘরে তুমি অন্নবৃষ্টির অবতার (অন্নবৃষ্টিকে অবতীর্ণ) কর; ঘরময় অন্ন ছড়াও।

১৭। **ইহা পাগলে সে করে**—খাইতে বসিয়া ঘরময় অন্ন ছড়ায় তো পাগলে। তুমি কি আমাকে পাগল মনে কর? **এ ছলায় ঘরে ইত্যাদি**—আমি খাইতে বসিলে পাগলের ন্যায় সমস্ত ঘরে অন্ন ছড়াইয়া থাকি, এইরূপ অছিলা করিয়া তুমি কি আমাকে কাহারও ঘরে ভাত খাইতে দিবে না? যাহারা তোমার এ-সব কথা শুনিবে, পাগল মনে করিয়া আমাকে কি তাহারা আর তাহাদের ঘরে নিয়া ভাত দিবে? অথবা, এইরূপ ছল করিয়া তুমি আমাকে তোমার ঘরে ভাত দিবে না। তোমার ঘরে আমাকে ভাত না দেওয়ার জন্যই তুমি আমার সম্বন্ধে এ-সব কথা বলিতেছ? **ছলায়**—অছিলায়, অজুহাতে।

১৮-১৯। **অপকীর্ত্তি**—অখ্যাতি, কুখ্যাতি, অপযশঃ, নিন্দা। "নিজে সুখে-স্বচ্ছন্দে ভাত খাইব, আর অপরের ভাত খাওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিব"—ইহা সুখ্যাতির কথা নয়, ইহাতে তোমার অপযশঃ হইবে। এ-সকল অপকীর্ত্তিজনক কথা **আর কেন ইত্যাদি**—আর কেন সর্বত্র বলিয়া বেড়াইতেছ। ইহা কাহারও নিকটে না বলাই সঙ্গত; বলিলে সকলে তোমার অপযশঃই গাহিয়া বেড়াইব। অথবা, তোমার কল্পিত আমার এই অপকীর্তির কথা কেন লোকের নিকটে বলিয়া বেড়াও? তাহাতে তোমার সুখে ভাত খাওয়া চলিবে, কিন্তু আমি কোথাও ভাত পাইব না।

হাসি বলে নিত্যানন্দ "বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল॥ ২০
নিশ্চয় বলিলা তুমি—আমি ত চঞ্চল।"
এত বলি প্রভু চা'হি হাসে' খল খল॥ ২১
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন্ কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে॥ ২২
জোড়ে জোড়ে লাফ দেই হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥ ২৩
গদাধর শ্রীনিবাস হাসে' হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সভে দেখে দিগবাস॥ ২৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তোমার অপকীর্ত্তি ইত্যাদি—তোমার অপকীর্তি আমাকেও স্পর্শ করে, তাহাতে আমিও লজ্জা অনুভব করি। শিখাই—শিক্ষা দেই, যেন এইরূপ চঞ্চলতা না কর।

২১। "বলিলা"-স্থলে "বুঝিলে"-পাঠান্তর। প্রভু চাহি—মহাপ্রভুর দিকে চাহিয়া।

বাল্যভাবের আবেশে নিত্যানন্দের বাহ্যজ্ঞান ছিল না; তিনি যে একজন বয়স্ক লোক, এই জ্ঞানও তাঁহার ছিল না। তিনি মনে করিতেন, তিনি একটি শিশুমাত্র। বালস্বভাব-সুলভ আনন্দের আবেশে শিশুরা যেমন খাইতে বসিয়া সমস্ত ঘরে ভাত ছড়াইয়া আনন্দ অনুভব করে, নিত্যানন্দও তদ্রূপ ভাত ছড়াইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু সাধারণ লোক তো নিত্যানন্দের বাল্যভাবাবেশ বুঝিত না; এ-জন্য তাঁহার আচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে হয়তো পাগল বলিয়াই মনে করিত। নিত্যানন্দ বার বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বিশ বৎসর তীর্থপর্যটন করিয়াছেন। তাহার পরেই নবদ্বীপে আসিয়াছেন। সুতরাং যে-সময়ের, কথা বলা হইতেছে, সে-সময়ে তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসরের কম ছিল না। এই বয়সের লোককে সমস্ত ঘরে ভাত ছড়াইতে, কিংবা উলঙ্গ থাকিতে, দেখিলে লোক তাঁহাকে পাগল বলিয়াই মনে করিবে এবং তাহার নিন্দাও করিবে। তাহাতে প্রভুও মনে লজ্জা ও দুঃখ অনুভব করিবেন। এ-জন্য প্রভু নিত্যানন্দকে উপদেশ দিতেছিলেন। কিন্তু কোনও শিশুকে তাহার চাঞ্চল্যের কথা জানাইয়া ঐরূপ চাঞ্চল্য না করার জন্য কেহ উপদেশ দিলে, শিশু তখন হয়তো বলে—"না, আমি আর কখনও চাঞ্চল্য করিব না।" কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাহা ভুলিয়া যায়। প্রভুর উপদেশ পাওয়া সত্ত্বেও নিত্যানন্দেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল (পরবর্তী কতিপয় পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২২। আনন্দে—আনন্দের আবেশে। না জানে বাহ্য—বাহিরের বিষয় কিছুই জানেন না; তাঁহার আচরণ দেখিলে লোকে কি বলিবে, সেই কথা তাঁহার মনে জাগে না এবং কোন্ কর্ম্ম করে—তিনি কি করিতেছেন, তাহাও তিনি জানিতে পারেন না। দিগম্বর—উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র—পরিধানের কাপড় খুলিয়া বান্ধিলেন শিরে—মাথায় বাঁধিলেন।

২৪। গদাধর ইত্যাদি—গদাধর-পণ্ডিত, শ্রীবাস-পণ্ডিত ও হরিদাস-ঠাকুর নিত্যানন্দের আচরণ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হাসির তাৎপর্য হইতেছে এই। চাঞ্চল্য না করার জন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে উপদেশ দিয়াছেন (পূর্ববর্তী ১৯-পয়ার) এবং নিত্যানন্দও বলিলেন, "চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল॥ ২।১১।২০॥" অথচ তৎক্ষণাৎই নিত্যানন্দ দিগম্বর হইয়া

ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর "এ কি কর' কর্ম্ম।
গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম্ম ॥ ২৫
এখনি বলিলা তুমি 'আমি কি পাগল ?
এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল ॥" ২৬
যার বাহ্য নাহি, তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দসিন্ধুমাঝ ॥ ২৭
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥ ২৮
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ মাত্র মানে'।
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে ॥ ২৯
আপনি তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥ ৩০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জোড়ে-জোড়ে লম্ফ-প্রদান করিতে করিতে অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! ইহা দেখিয়াই গদাধরাদি কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিতে লাগিলেন। **শিক্ষার প্রসাদে**—শিক্ষার প্রসাদকে, প্রভু প্রসন্ন হইয়া বা কৃপা করিয়া নিত্যানন্দকে যে-শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাকে, **সভে দেখে দিগবাস**—নিত্যানন্দের দিগ্‌বসনরূপে দেখিলেন। অর্থাৎ প্রভু নিত্যানন্দকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দও যাহা তখন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, কার্যতঃ তিনি করিলেন তাহার বিপরীত। অবশ্য নিত্যানন্দ ইচ্ছা করিয়া ইহা করেন নাই, বাল্যভাবের আবেশেই করিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কেবল এ-স্থলে নহে, ইহার পরে প্রভুর বাড়ীতে যাইয়াও নিত্যানন্দ দিগম্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন (পরবর্তী ৭০-৭১-পয়ার)। এইরূপ বাল্যচাঞ্চল্য-প্রদর্শন বাল্য-ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দের স্বভাব। যদি বলা যায়, "শিক্ষার প্রসাদে"-ইত্যাদি পয়ারার্ধের তাৎপর্য এই যে, "প্রভু কৃপা করিয়া নিত্যানন্দকে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়াই সকলে নিত্যানন্দকে দিগ্‌বসন দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, প্রভুর শিক্ষা না পাইলে কাহারও সেই সৌভাগ্য হইত না," তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, চঞ্চলতা প্রদর্শনের জন্য তো, সুতরাং দিগম্বর হওয়ার জন্য তো, প্রভু, নিত্যানন্দকে শিক্ষা দেন নাই, চাঞ্চল্য না করার জন্যই শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং প্রভুর শিক্ষাতেই যে নিত্যানন্দ দিগম্বর হইয়াছেন, এইরূপ অনুমানের অবকাশ নাই। "প্রসাদে"-স্থলে "প্রভাবে"-পাঠান্তর। প্রভাবে—প্রভাবকে।

২৫। **গৃহস্থের বাড়ীতে ইত্যাদি**—গৃহস্থের বাড়ীতে স্ত্রীলোকেরাও থাকেন; সুতরাং সে-স্থলে উলঙ্গ হইয়া অঙ্গনে ভ্রমণ সঙ্গত নহে।

২৬। **এখনি বলিলা**—পূর্ববর্তী ১৭-পয়ার দ্রষ্টব্য। **ঘুচিল**—মিথ্যা হইল। "ঘুচিল"-স্থলে "ঘুচাইল"-পাঠান্তর।

২৭। **তার বচনে কি লাজ**—অপরের কথায়, তাহার কি লজ্জা হয়? অর্থাৎ হয় না।

২৯। **বচন অঙ্কুশ**—বাক্যরূপ অঙ্কুশ (শাসনের অস্ত্র)। **মানে**—স্বীকার বা গ্রাহ্য করেন। (নিত্যানন্দকে ধরিয়া প্রভু কাপড় পরাইয়া দিলে নিত্যানন্দ সেই কাপড় খুলিয়া পুনরায় দিগম্বর হয়েন নাই। **আর নাহি জানে**—অপর কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন না। ২।৫।৬১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যনন্দ-সেবা করে—যেন পুত্র মাতা ॥ ৩১
একদিন পিত্তলের বাটি নিল কাকে।
উড়িয়া বসিল কাক যে ডালেতে থাকে ॥ ৩২
অদৃশ্য হইল কাক কোন্ রাজ্যে গেল।
মহা-চিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল ॥ ৩৩
বাটি থুই সেই কাক আইল আরবার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার ॥ ৩৪
"মহা-তীব্র ঠাকুরপণ্ডিত-ব্যবহার।
'শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হৈল অপহার' ॥ ৩৫
শুনিলে প্রমাদ হইব" হেন মনে গণি'।
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী ॥ ৩৬
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে, নাহিক কারণে ॥ ৩৭
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "কান্দ কি কারণ ?
কোন্ দুঃখ বোল, সব করিব খণ্ডন ॥" ৩৮
মালিনী বোলয়ে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি!
ঘৃতপাত্র কাকে লই গেল কোন্ ঠাঞি।" ৩৯
নিত্যানন্দ বোলে "মাতা! চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটি, তুমি ক্রন্দন সম্বর' ॥" ৪০
কাক প্রতি হাসি প্রভু বোলয়ে বচন।
"অহে কাক! ঝাট বাটি আনহ এখন ॥" ৪১
সভার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক—কাহার্ শকতি ॥ ৪২
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিগে চা'য় ॥ ৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১। **নিত্যানন্দ-অনুভাব**—নিত্যানন্দের কার্য বা কার্যের মর্ম। **পতিব্রতা**—পতিব্রতা মালিনী-দেবী। **যেন পুত্র মাতা**—মাতা যে-ভাবে পুত্রের সেবা করেন, সেইভাবে।

৩২। **যে ডালেতে**—যে-গাছের ডালে। "বসিল কাক যে ডালেতে"-স্থলে "চলিল কাক যে বনেতে"-পাঠান্তর।

৩৪। **শূন্য বদন তাহার**—তাহার (কাকের) মুখে বাটি নাই।

৩৫। **মহাতীব্র ইত্যাদি**—কোনও অন্যায় কার্য দেখিলে শ্রীবাস-পণ্ডিতের ব্যবহার (আচরণ) মহাতীব্র (অতি কঠোর) হয় (তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন এবং অন্যায়কারীর সম্বন্ধে কঠোর বাক্যাদিও বলিয়া থাকেন)। **হৈল অপহার**—অপহৃত হইল, হারাইয়া গেল।

৩৭। **নাহিক কারণে**—নিত্যানন্দ মালিনীর ক্রন্দনের কোনও কারণ দেখিতে পাইলেন না। "নাহিক কারণে"-স্থলে "অঝোর (অরুণ) নয়নে"-পাঠান্তর।

৩৯। এই পয়ারের স্থলে পাঠান্তর—"মালিনী বোলয়ে বাপ! শুনহ কারণ। শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র কাকে কৈল হরণ ॥" নিত্যানন্দের প্রতি মালিনী যে-ভাব পোষণ করিতেন, সেই ভাবের সহিত এই পাঠান্তরেরই অধিক সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয়।

৪০। **পরিহর**—ত্যাগ কর।

৪২। **সভার হৃদয়ে ইত্যাদি**—ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুই অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সকল জীবের হৃদয়ে বাস করেন। সেই ক্ষীরাব্ধিশায়ী হইতেছেন বলরামের একস্বরূপ—অংশাংশ। সুতরাং ক্ষীরাব্ধিশায়ীরূপে তত্ত্বতঃ বলরামই সকলের হৃদয়ে বাস করেন (১।১।৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সেই বলরামই

ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটি মুখে করি পুন সেখানে আইল॥ ৪৪
আনিঞা থুইল বাটি মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে॥ ৪৫
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥ ৪৬
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥ ৪৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিত্যানন্দ বলিয়া, বস্তুতঃ নিত্যানন্দই সকলের হৃদয়ে, এই কাকটির হৃদয়েও, অন্তর্যামিরূপ বাস করেন; সুতরাং নিত্যানন্দের আদেশ লঙ্ঘনের সামর্থ্য কাকের নাই।

৪৫। **নিত্যানন্দের প্রভাব ইত্যাদি**—মালিনী বুঝিতে পারিলেন, নিত্যানন্দের প্রভাবেই কাকটি ঘৃতবাটি ফিরাইয়া দিয়া গেল। এ-স্থলেও নিত্যানন্দের ঐশ্বর্যশক্তিই কার্য করিয়াছেন। ২।১১।১০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬। আনন্দাবেশে মালিনীদেবী মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং মূর্ছাভঙ্গে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিত্যানন্দের স্তব করিতে লাগিলেন। পরবর্তী ৪৭-৫৬-পয়ারে মালিনীর নিত্যানন্দ-স্তুতি কথিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দের প্রতি মালিনী পুত্রবুদ্ধি পোষণ করিতেন। সেই বুদ্ধিতেই তিনি নিত্যানন্দকে স্বীয় স্তন্য দান করিতেন, নিত্যানন্দের মুখে ভাত তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন (পূর্ববর্তী ৯ ও ৩০-পয়ার)। সেই মালিনীদেবী কিরূপে নিত্যানন্দের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি পোষণ করিয়া তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে পারেন? ইহা লীলাশক্তিরই কার্য। জগতের জীবকে নিত্যানন্দের তত্ত্ব ও মহিমা জানাইবার জন্য লীলাশক্তিই মালিনীদেবীর মুখে স্তববাক্য প্রকটিত করিয়াছেন।

৪৭। **যে জন আনিলা ইত্যাদি**—কৃষ্ণ-বলরামকর্তৃক মৃত গুরুপুত্র আনয়নের বিবরণ ভা. ১০।৪৫-অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। মথুরায় গমনের পরে কৃষ্ণ ও বলরাম গর্গাচার্যের নিকটে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক অধ্যয়নার্থ অবন্তিপুরে সান্দীপনি মুনির নিকটে গেলেন এবং সমুদয় বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ-সহ সমস্ত বেদ, ধনুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, তর্কশাস্ত্রাদি, রাজনীতি প্রভৃতি এবং চতুঃষষ্টি কলায় চতুঃষষ্টি দিনেই অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। শিক্ষান্তে তাঁহারা সান্দীপনি মুনিকে গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছুক হইলে, সান্দীপনি তাঁহার এই শিষ্যদ্বয়ের অদ্ভুত মহিমা এবং অলৌকিকী শক্তি দেখিয়া, স্বীয় পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া, প্রভাসক্ষেত্রে মহাসমুদ্রে তাঁহার যে একটি শিশুপুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই শিশু পুত্রটিকে আনয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাম-কৃষ্ণ "তথাস্তু" বলিয়া রথারোহণে সমুদ্রতীরে গেলেন; তাহা জানিতে পারিয়া সমুদ্র তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের যথোচিত পূজা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা মুনি-পুত্রের কথা জানাইলেন। সমুদ্র বলিলেন, তিনি মুনিপুত্রকে হরণ করেন নাই; পঞ্চজন্য-নামক এক অসুর শঙ্খাকার ধারণ করিয়া সমুদ্রে বাস করে; সেই অসুরই মুনিপুত্রকে হরণ করিয়াছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অসুরকে বধ করিলেন; কিন্তু তাহার উদরমধ্যে মুনিপুত্রকে

যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে।
কাক-স্থানে বাটি আনে' কি মহত্ত্ব তাঁরে ॥ ৪৮
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত-ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন ॥ ৪৯
অনাদি-অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর—বাটি আনে' কাক-স্থানে ॥ ৫০
যে তুমি লক্ষ্মণ-রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরবধি রক্ষক আছিলা সীতা-পাশে ॥ ৫১
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই, সীতা নাহি দেখিলে কেমন ॥ ৫২
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটি আন'—কেমন প্রকাশ ॥ ৫৩
যাঁহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা-প্রভাব দেখিয়া ॥ ৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

না পাইয়া সেই অসুরের অঙ্গ-স্বরূপ শঙ্খটি লইয়া তীরে আসিলেন এবং বলরামকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণে যমপুরীতে গেলেন। যমরাজ তাঁহাদের যথোচিত পূজা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমার গুরুপুত্র নিজ কর্মবশতঃ এখানে আনীত হইয়াছেন ; আমার আদেশে তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনিয়া দাও।" যমরাজ তৎক্ষণাৎ মুনিপুত্রকে আনিয়া দিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম তাঁহাকে আনিয়া গুরুর নিকটে অর্পণ করিলেন ; পরে গুরুর আদেশ গ্রহণ করিয়া রথারোহণে স্বগৃহে আগমন করিলেন। যে-জন পালন করে ইত্যাদি—বলরামরূপে। ১।১।৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৮। **কাক স্থানে বাটি ইত্যাদি**—কাকের নিকট হইতে বাটি আনয়নে (তাঁহার আদেশ-মাত্রই যে কাক বাটি ফিরাইয়া দিয়া গেল—ইহাতে) তাঁহার কি মহত্ত্ব (কতটুকু মহিমাই) বা প্রকাশ পায়? ইহা তাঁহার মহিমার একটি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র।

৪৯। **যাহার মস্তকোপরি ইত্যাদি**—এ-স্থলে বলরামের অনন্তনাগ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। ১।১।৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভর**—ওজন। "করয়ে"-স্থলে "করহ"-পাঠান্তর।

৫১। এ-স্থলে বলরামের লক্ষ্মণ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে।

৫২। **তথাপিহ**—রামচন্দ্রের বনবাস-কালে সীতাদেবীর রক্ষকরূপে সর্বদা সীতাদেবীর পার্শ্বে থাকা সত্ত্বেও, তুমি কেবল সীতাদেবীর চরণমাত্রই দেখিয়াছ, **ইহা বই ইত্যাদি**—চরণব্যতীত অন্য কোনও অঙ্গ দেখ নাই ; সুতরাং সীতা যে কি রকম ছিলেন, তাহাও তুমি জানিতে না। বাল্মিকী-রামায়ণে সীতাদেবীর প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি—"ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং তানাহ কিং মাং বক্ষ্যসি শোভনে। দৃষ্ট-পূর্ব্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌতবানঘে॥ উত্তর কাণ্ড॥ ৫৮।২১॥—মুহূর্তমাত্র চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে বলিলেন, হে শোভনে! আপনি আমাকে কি বলিতেছেন? হে অনঘে! আমি আপনার রূপ পূর্বে কখনও দেখি নাই ; আমি কেবল আপনার পদযুগলই দেখিয়াছি।"

৫৩। "সে তুমি যে বাটি আন"-স্থলে "সে তোমার বাটি আনি"-পাঠান্তর। **আনি**—আনা, আনয়ন। **কেমন প্রকাশ**—ইহাতে তোমার মহিমার প্রকাশ এমন বেশী কি?

৫৪। **কালিন্দী**—যমুনা। **যাহার চরণে পূর্বে ইত্যাদি**—ব্রজবাসী বন্ধু-বান্ধবগণের দর্শনের জন্য

চতুর্দ্দশভুবন-পালন শক্তি যাঁর।
কাক-স্থানে বাটি আনে' কি মহত্ত্ব তাঁর ॥ ৫৫

তথাপি তোমার কর্ম্ম অল্প নাহি হয়ে।
'যেই কর', সেই সত্য' চারি-বেদে কহে ॥" ৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উৎকণ্ঠিত হইয়া বলরাম এক সময়ে দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়া স্বীয় প্রেয়সী গোপীগণের সহিত চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস বিহার করিয়াছিলেন (১।১।৬-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এক দিন তিনি বারুণী (২।৫।৪১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) পান করিয়া মদবিহ্বল-নয়নে প্রেয়সীগণের সহিত বনে বিচরণ করিতে করিতে জলক্রীড়ার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া যমুনাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। যমুনা আসিতেছেন না দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, "আমি মত্ত হইয়াছি বলিয়াই আমার বাক্য অনাদর করিয়া যমুনা আসিতেছেন না।" ইহাতে তিনি কুপিত হইয়া স্বীয় অস্ত্র হলের অগ্রভাগ-দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধভরে যমুনাকে বলিতে লাগিলেন—"হে পাপে! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তথাপি আমার প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্বক তুমি আসিতেছ না। এই লাঙ্গলদ্বারা তোমাকে আমি শত খণ্ড করিয়া ফেলিব।" তখন যমুনা ভীত হইয়া কম্পিতহৃদয়ে বলরামের চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ॥ পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্ মামজানতীম্। মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥ ভা. ১০।৬৫।২৮-২৯ ॥—হে রাম! হে রাম! হে মহাবাহো! আমি তোমার বিক্রম জানি না। হে জগৎপতে! শেষ-নামক তোমার এক অংশাবতারের দ্বারাই এই জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। হে ভগবন্! তোমার পরম-ভাব আমি জানি না (জানিবার সামর্থ্য আমার নাই) হে বিশ্বাত্মন্! হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার শরণাগত; কৃপা করিয়া তোমার আকর্ষণ হইতে আমাকে মুক্ত কর।" যমুনার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হ' বলদেব যমুনাকে পরিত্যাগপূর্বক প্রেয়সীদিগের সহিত জলে অবগাহন করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে জলকেলি করিলেন। ভা. ১০।৬৫-অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫৫। **চতুর্দ্দশ ভুবন ইত্যাদি**—চতুর্দশভুবনকে পালন করিবার শক্তি যাহার আছে। "পালন"-স্থলে "পালয়ে"-পাঠান্তর। ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু হইতেছেন জগতের (চতুর্দশভুবনের) পালন-কর্তা। সেই ক্ষীরাব্ধিশায়ী হইতেছেন বলরামের এক অংশাবতার (১।১।৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং বাস্তবিক বলরামই চতুর্দশভুবনের পালন করিয়া থাকেন; সেই বলরামই নিত্যানন্দ বলিয়া নিত্যানন্দকে চতুর্দশভুবনের পালন-কর্তা বলা হইয়াছে।

৫৬। **তথাপি তোমার ইত্যাদি**—কাকের দ্বারা বাটি আনয়নে তোমার যে-মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, তোমার অচিন্ত্যপ্রভাবের তুলনায়, তাহা সামান্য হইলেও বস্তুতঃ অল্প (সামান্য) নহে; কেন না, ইহা সত্য—বেদ-কথিত তোমার অপ্রাকৃত লীলা বলিয়া সত্য (ত্রিকালসত্য)। যেহেতু, তুমি **যেই কর ইত্যাদি** তুমি যাহা কিছু কর (অর্থাৎ তোমার যে-কিছু লীলা), তাহাই সত্য (নিত্য, ত্রিকালসত্য) বলিয়া চারিবেদ বলিয়া থাকেন (২।৫।১৩২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

হাসে' নিত্যানন্দ শুনি তাঁহার স্তবন।
বাল্যভাবে বোলে "মুঞি করিমু ভোজন॥" ৫৭
নিত্যানন্দ দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তনপান করে॥ ৫৮
এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব—সর্ব্বজগতে বিদিত॥ ৫৯
করয়ে দুর্ব্বিবজ্ঞ কর্ম্ম অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব, সে বাসয়ে সত্য হেন॥ ৬০
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম-উদ্দাম।
সর্ব্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময়-ধাম॥ ৬১
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥ ৬২
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥ ৬৩
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥ ৬৪
এই মত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে॥ ৬৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই পয়ার পর্যন্ত মালিনীদেবীকর্তৃক নিত্যানন্দের স্তব। এই স্তবের সর্বত্রই লীলাশক্তি মালিনীদেবীর মুখে নিত্যানন্দের বলরামত্ব প্রকটিত করিয়াছেন।

৫৭। **তাঁহার স্তবন**—মালিনীকৃত স্তব। **বাল্যভাবে ইত্যাদি**—মালিনীদেবীর স্তব শুনিয়াও নিত্যানন্দের বাল্যভাব ছুটিয়া যায় নাই। বাল্যভাবের আবেশে তিনি বলিলেন—"আমি ভোজন করিব, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে।" ইহাও লীলাশক্তির কার্য। মালিনীর মুখে নিত্যানন্দের স্তব প্রকটিত করিয়া লীলাশক্তি তাঁহার চিত্তে নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে ঐশ্বর্যের ভাবই স্ফুরিত করাইয়াছিলেন; কিন্তু সেই ঐশ্বর্যজ্ঞান স্থায়িত্ব লাভ করিলে নিত্যানন্দের সেবা হয় না, মালিনীরচিত্তে বাৎসল্যভাব জাগ্রত করাইলেই লীলাশক্তির পক্ষে নিত্যানন্দের সেবা সম্ভব। সে-জন্য এক্ষণে নিত্যানন্দের মুখে "মুঞি করিমু ভোজন"-বাক্য প্রকাশ করাইয়া লীলাশক্তি মালিনীর চিত্তে নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বাৎসল্য জাগাইয়া দিলেন। তাহাতেই নিত্যানন্দের কথা শ্রবণমাত্রেই মালিনীর "স্তন ঝরিতে" লাগিল (পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৫৮। "স্তন পান করে"-স্থলে "পিয়ে পয়োধরে"-পাঠান্তর। পিয়ে—পান করে। পয়োধর—স্তন।

৬০। **দুর্ব্বিবজ্ঞ**—দুর্জ্ঞেয়, সাধারণ লোক যাহার তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। "দুর্ব্বিবজ্ঞ"-স্থলে "দুর্জ্ঞেয়" এবং "যে জানয়ে"-স্থলে "যে বা জানে"-পাঠান্তর। **বাসয়ে**—মনে করে, স্বীকার করে।

৬১। **পরম-উদ্দাম**—যেন অত্যন্ত অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল। **বুলে**—ঘুরিয়া বেড়ায়। **জ্যোতির্ম্ময়ধাম**—জ্যোতির্ময় বিগ্রহ।

৬৩। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি। "ধন"-স্থলে "মোর"-পাঠান্তর।

৬৪। ১।৬।৪২৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৫। **নিরবধি ইত্যাদি**—শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার বাল্যভাবাবেশ-জনিত চাঞ্চল্য হইতে সর্বদা রক্ষা করেন।

একদিন নিজগৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী-সঙ্গে পরম-সুন্দর ॥ ৬৬
যোগায় তাম্বূল লক্ষ্মী পরম-হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিসে ॥ ৬৭
যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর ॥ ৬৮
মা'য়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥ ৬৯
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী—পরম-চঞ্চল ॥ ৭০
বাল্যভাবে দিগম্বর হৈলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারো না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৭১
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! কেনে দিগম্বর?"
নিত্যানন্দ "হয় হয়" করয়ে উত্তর ॥ ৭২
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বোলে "আজি আমার গমন ॥" ৭৩
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! ইহা কেনে করি?"
নিত্যানন্দ বোলে "আর খাইতে না পারি ॥" ৭৪
প্রভু বোলে "এক এড়ি কহ কেনে আর?"
নিত্যানন্দ বোলে "আমি গেলুঁ দশবার ॥" ৭৫
ক্রুদ্ধ হই বোলে প্রভু! "মোর দোষ নাই।"
নিত্যানন্দ বোলে 'প্রভু! এথা নাহি আই ॥' ৭৬
প্রভু কহে "কৃপা করি পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বোলে "আমি করিব ভোজন ॥" ৭৭
চৈতন্যের ভাবে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
এক শুনে, আর কহে, হাসিয়া বেড়ায় ॥ ৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৬। **লক্ষ্মীসঙ্গে**—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত।

৬৭-৭০। **প্রভুর আনন্দে**—নিজের প্রদত্ত তাম্বূলসেবনে প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও আনন্দবিহ্বল হইয়া **না জানয়ে রাত্রিদিসে**—দিবা-রাত্রি জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছেন। অথবা, সতত প্রেমাবেশবশতঃ আনন্দবিহ্বলতায় প্রভুর দিবারাত্রি জ্ঞান থাকে না। প্রভু যখন বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে বসিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার তদ্রূপ আনন্দাবেশই ছিল, লক্ষ্যহীনভাবেই তি... বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রদত্ত তাম্বূল গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহার প্রদত্ত তাম্বূল-সেবনেই প্রভুর এই আনন্দ; তাহাতে তিনিও পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া রাত্রিদিন-জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। **রাত্রিদিসে**—রাত্রি-দিবা। পূর্ববর্তী ৬৬-৬৭-পয়ারের সহিত ৭০-পয়ারের অন্বয়।

৭১। "প্রেমাবিষ্ট হৈয়া"-স্থলে "প্রেমানন্দ হৈয়া" এবং "পরানন্দ পাইয়া"-পাঠান্তর।

৭৪-৭৫। **করি**—কর। "আর"-স্থলে "আমি"-পাঠান্তর। **এড়ি**—ছাড়িয়া। **এক এড়ি ইত্যাদি**—এক কথা (আমার কথার উত্তরে যাহা বলা আবশ্যক, তাহা) ছাড়িয়া (না বলিয়া) আর (অন্য কথা) বল কেন? এক কথার জায়গায় অন্য কথা বল কেন? "এড়ি"-স্থলে "কহি"-পাঠান্তর। অর্থ—আমি এক (রকম) কথা বলি, তুমি অন্য (রকম) কথা বল কেন? "দশবার"-স্থলে "দরবার"-পাঠান্তর।

৭৬। **আই**—শচীমাতা। অথবা আই—আসি।

৭৮। **চৈতন্যের ভাবে**—শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক প্রেমে। "চৈতন্যের ভাবে"-স্থলে "চৈতন্য-আবেশে" -পাঠান্তর—চৈতন্যসম্বন্ধে প্রেমের আবেশে। **মত্ত**—বাহ্যজ্ঞানহারা।

আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি, হাসে' পদ্মাবতীর নন্দন ॥ ৭৯
নিত্যানন্দ-চরিত্র দেখিয়া আই হাসে'।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে' ॥ ৮০
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সে-ই রূপ আই মাত্র দেখে ॥ ৮১
কাহারে না কহে আই, পুত্রস্নেহ করে।
সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে ॥ ৮২
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিল বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥ ৮৩
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খাই, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া ॥ ৮৪
"হায় হায়" বোলে আই "কেনে ফেলাইলা।
নিত্যানন্দ বোলে "কেনে একঠাঞি দিলা ॥ ৮৫
আই বোলে "আর নাহি, আর কি খাইবা ?"
নিত্যানন্দ বোলে "চাহ, অবশ্য পাইবা ॥" ৮৬
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেখে ॥ ৮৭
আই বোলে "সে সন্দেশ কোথায় পড়িল।
ঘরের ভিতরে কোন্ পথেতে আইল ?" ৮৮
ধুলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া ॥ ৮৯
আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বোলে "বাপ ! ইহা পাইলা কোথায় ?" ৯০
নিত্যানন্দ বোলে "যাহা ছড়াই ফেলিলুঁ।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিলুঁ ॥" ৯১
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে'।
"নিত্যানন্দমহিমা না জানে কোন জনে ॥" ৯২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৯। "হাসে"-স্থলে "বাসে"-পাঠান্তর। বাহ্য নাহি বাসে—বাহিরের, কোনও বিষয় মনে করে না (বাহিরের, কোনও বিষয়ের প্রতি মন যায় না)। পদ্মাবতী—নিত্যানন্দের জননীর নাম পদ্মাবতী।

৮০। আই—শচীমাতা।

৮১। সেই মত বচন—বিশ্বরূপের কথার মত কথা। মুখে—নিত্যানন্দের মুখে। সেইরূপ—বিশ্বরূপের রূপ (নিত্যানন্দে)।

৮২। পুত্র-স্নেহ—নিত্যানন্দের প্রতি পুত্র-স্নেহ।

৮৫। একঠাঞি—একত্রে, একসঙ্গে (পাঁচটি ক্ষীরের সন্দেশ)।

৮৬। "আর নাহি আর"-স্থলে "ঘরে আর নাই" এবং "আর নাহি তবে"-পাঠান্তর। চাহ—ঘরের মধ্যে খুঁজিয়া দেখ।

৮৭। অপরূপ—অদ্ভুত ব্যাপার। পরতেখে—প্রত্যক্ষভাবে। "দেখয়ে পরতেখে"-স্থলে "আইল কোন পাকে (পথে)"-পাঠান্তর।

৮৮। "পথেতে"-স্থলে "প্রকারে"-পাঠান্তর।

৯০। সেই লাড়ু—যাহা নিত্যানন্দ ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, শচীমাতা যাহা আবার ঘরেও পাইয়াছিলেন, সেই লাড়ু (ক্ষীর-সন্দেশ)। 'লাড়ু"-স্থলে "নাড়"-পাঠান্তর। নাঁড়—নাড়ু, লাড়ু। ইহাও নিত্যানন্দের এক ঐশ্বর্য, লীলাশক্তির কার্য।

আই বোলে "নিত্যানন্দ ! কেনে মোরে ভাঁড়।
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়॥" ৯৩
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন॥ ৯৪
এইমত নিত্যানন্দ চরিত্র অগাধ !
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্য-বাধ॥ ৯৫
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন॥ ৯৬
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'শেষ' মহীধর॥ ৯৭
যে-তে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥ ৯৮
বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম॥ ৯৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ১০০

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দচরিত্র-বর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৩। **ভাঁড়**—ভাঁড়াও, ফাঁকি দাও।

৯৫। **সুকৃতির ভাল**—যাঁহারা সুকৃতি, পূর্ব পূর্ব জন্মের অশেষ সুকৃতি (ভক্তিমার্গের অনুসরণরূপ সুকৃতি) যাঁহাদের সঞ্চিত আছে, নিত্যানন্দের আচরণের রহস্য তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই তাঁহার আচরণকে ভাল মনে করেন, এবং তাঁহাদের সকল কার্যই (ভজনমূলক কার্যই) সিদ্ধ হয়। **দুষ্কৃতির কার্য্য-বাধ**—কিন্তু যাঁহারা দুষ্কৃতি, পূর্ব পূর্ব জন্মের অশেষ দুষ্কৃতি যাঁহাদের সঞ্চিত, তাঁহারা নিত্যানন্দ-চরিতের রহস্য বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের নিকটে তাহা ভালও লাগে না, তাঁহাদের সকল সৎকার্যই সিদ্ধির পথে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের কোনও কার্যই সিদ্ধ হয় না।

৯৬। **নিন্দা করে**—বাল্যভাবাবেশের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার বাল্যভাবাবেশের চাঞ্চল্যকে পাগলামি মনে করিয়া, নিত্যানন্দের নিন্দা করে। **গঙ্গাও তাহারে** ইত্যাদি—নিত্যানন্দের নিন্দায় রুষ্ট হইয়া পাপনাশিনী গঙ্গাও নিত্যানন্দ-নিন্দককে স্পর্শ দান করিতে ইচ্ছা করেন না, বরং তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করেন।

৯৭। ১।১।১৪-শ্লোকব্যাখ্যা এবং ১।১।৬ ও ১।১।৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৯। **মনস্কাম**—বাসনা, প্রার্থনা। **মোর প্রভু** ইত্যাদি—নিত্যানন্দরূপ বলরাম আমার প্রভু (নিয়ন্তা) হউন।

১০০। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে একাদশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(১৭. ৮. ১৯৬৩—১৮. ৮. ১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুইজন করে বহু-রঙ্গে ॥ ১
প্রেমানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ-রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥ ২
সভারে দেখিয়া প্রীত মধুর-সম্ভাষ।
আপনাআপনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস ॥ ৩
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
শুনিতে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সভার ॥ ৪
বর্ষায় গঙ্গার ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত ॥ ৫
সর্ব্বলোক দেখি তাঁরে করে 'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ-রায় ॥ ৬
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে 'হায় হায়' ॥ ৭
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন-চারি দিবসেও না হয় চেতন ॥ ৮
এইমত আর কত অচিন্ত্য-কথন।
অনন্ত-মুখেও নারি করিতে বর্ণন ॥ ৯
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে ॥ ১০
বাল্যভাবে দিগম্বর, হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে ॥ ১১
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু নিমাঞিপণ্ডিত নদীয়ার ॥" ১২
হাসে' প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর ॥ ১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। বাল্যভাবাবেশে নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য, দিগম্বর হইয়া ভ্রমণ। প্রভুকর্তৃক নিত্যানন্দের মহিমাকীর্তন। প্রভুকর্তৃক নিত্যানন্দের একখানি কৌপীন-ভিক্ষা এবং সেই কৌপীন খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রত্যেককে এক এক খণ্ড দান। প্রভুকর্তৃক নিত্যানন্দের পাদোদক-মাহাত্ম্য-কথন এবং পাদোদকগ্রহণে ভক্তবৃন্দের প্রেমোল্লাস। নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের একসঙ্গে প্রেম-নৃত্য। প্রভুকর্তৃক নিত্যানন্দের প্রতি ভক্তির মাহাত্ম্যকীর্তন।

২। "প্রেমানন্দে"-স্থলে "কৃষ্ণানন্দে"-পাঠান্তর। **ব্যবসায়—ব্যবহার।**

৪। **স্বানুভাবানন্দে**—১।৬।১১৯ ও ১।৬।১৫০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অপূর্ব্ব বুদ্ধি**—অপূর্ব বা অদ্ভুত বলিয়া বুদ্ধি (মনোভাব)। অর্থাৎ নিত্যানন্দের হুঙ্কার শুনিয়া সকলে মনে করেন—এইরূপ হুঙ্কার অতি অপূর্ব—অতি অদ্ভুত, এমন হুঙ্কার পূর্বে আর কখনও শুনেন নাই।

৫। **ভীত**—ভয়।

৬। "তাঁরে"-স্থলে "ডরে"-পাঠান্তর। ডরে—ভয়ে।

৭। **অনন্তের ভাবে**—শ্রীহরির শয্যারূপ অনন্তনাগের ভাবে আবিষ্ট হইয়া।

১০। **ঈশ্বরের**—মহাপ্রভুর।

আথেব্যথে প্রভু নিজ-মস্তকের বাস।
পরাইলেন থুইলেন তথাপিহ হাস ॥ ১৪
আপনে লেপিয়া তাঁর অঙ্গে দিব্য-গন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে ॥ ১৫
বসিতে দিলেন নিজ-সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্বভক্তগণ ॥ ১৬
"নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম মূর্ত্তিমন্ত ॥ ১৭
নিত্যানন্দ—পর্য্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার ॥ ১৮
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা ?
পরম সুসত্য—তুমি যথা কৃষ্ণ তথা ॥" ১৯
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহা-মতি।
যে বোলেন, যে করেন,—সর্ব্বত্র সম্মতি ॥ ২০
প্রভু বোলে "একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ'—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥" ২১
এত বলি প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া ॥ ২২
সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীর জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে ॥ ২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

। **আথেব্যথে**—অস্তব্যস্তে, তাড়াতাড়ি। **হাস**—নিত্যানন্দের হাস্য।

১৫। **শেষে মাল্যপরিপূর্ণ** ইত্যাদি—নিত্যানন্দের সমস্ত অঙ্গে দিব্যগন্ধ লেপন করিয়া তাহার পরে মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীঅঙ্গকে মাল্যদ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন।

১৭। **নামে নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—তোমার নাম হইতেছে নিত্যানন্দ; কিন্তু তোমার কেবল নামটিই নিত্যানন্দ নহে, রূপেও তুমি নিত্যানন্দ, তোমার রূপটিও নিত্য (ক্ষয়হীন) আনন্দ; তোমার দেহটি নিত্য-আনন্দঘন, আনন্দময়। "নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে"-স্থলে "নমো নিত্যানন্দ তুমি রূপ"-পাঠান্তর। **এই তুমি** ইত্যাদি—এই তুমিই মূর্তিমান রাম (বলরাম)। "রাম"-স্থলে "রস", "রূপ" এবং "সর্ব্ব"-পাঠান্তর।

১৮। তোমার পর্য্যটন (ইতস্ততঃ ভ্রমণ), তোমার ভোজন, তোমার (আচরণ)—সমস্তই নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দময়। অর্থাৎ তুমি যাহা কিছু কর, আনন্দের উচ্ছ্বাসেই কর এবং করিয়াও আনন্দই অনুভব কর। নিত্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দ-ব্যতীত তোমার মধ্যে (তোমার আচরণে এবং চিত্তে) অন্য কিছুই নাই। "তোমার"-স্থলে "আমার"-পাঠান্তর। অর্থাৎ তুমিই আমার সর্বস্ব।

১৯। "তথা"-স্থলে "তোথা"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

২০। অন্বয়। মহামতি নিত্যানন্দ চৈতন্যের রসে (শ্রীচৈতন্যবিষয়ক প্রেমরসে পরিনিষিক্ত, শ্রীচৈতন্যের প্রীতি-ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানেন না। এ-জন্য শ্রীচৈতন্য) যে বোলেন (যখন যাহা কিছু বলেন, কিংবা) যে করেন (নিত্যানন্দসম্বন্ধে যখন যাহা কিছু করেন, নিত্যানন্দের) সর্ব্বত্র সম্মতি (তৎ সমস্তেই নিত্যানন্দ সম্মতি প্রকাশ করেন, কোনও ব্যাপারেই কোনও রূপ আপত্তি করেন না)।

২২। **অনেক করিয়া**—অনেক খণ্ড করিয়া।

২৩। **খানি খানি করি**—প্রত্যেক বৈষ্ণবকে এক একখানি করিয়া কৌপীন-খণ্ড দিলেন।

প্রভু বোলে "এ বস্ত্র বান্ধহ সভে শিরে।
অন্যের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে ॥ ২৪
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি ॥ ২৫
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই ॥ ২৬
বেদের অগম্য—নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্ব-জীব-জনক-রক্ষক সর্ব্ব-মিত্র ॥ ২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪। যোগেশ্বরে—যোগেশ্বরগণও।

২৫। নিত্যানন্দ-প্রসাদে—নিত্যানন্দের প্রসন্নতায় বা কৃপায়। "প্রসাদে"-স্থলে "প্রভাবে"-পাঠান্তর। হয় বিষ্ণুভক্তি—কৃষ্ণভক্তি জন্মিতে পারে। মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণই নিত্যানন্দ বলিয়া তাঁহার কৃপা হইলেই ভক্তিরও কৃপা হইতে পারে। **কৃষ্ণের নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, শ্রীনিত্যানন্দে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণা ভক্তিশক্তি বিরাজিত।

২৬। **কৃষ্ণের দ্বিতীয়** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ-ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্থানীয় আর কেহই নাই। তাৎপর্য এই। ব্রজের মূল সঙ্কর্ষণ বলরামই হইতেছেন গৌরের সঙ্গী নিত্যানন্দ। সেই বলরাম হইতেছেন মূলভক্ত-অবতার। "মূল-ভক্ত-অবতার—শ্রীসঙ্কর্ষণ ॥ চৈ. চ. ১।৬।৯৮ ॥" সুতরাং নিত্যানন্দও হইতেছেন মূল-ভক্ত-অবতার। অনন্ত-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণগণ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণের অংশ পুরুষাবতারগণ, তাঁহাদের অংশাবতারগণ এবং অনন্তদেবও বলরামের—সুতরাং নিত্যানন্দেরও—অংশ বলিয়া তাঁহাদের সকলের মধ্যেই ভক্তভাব এবং সেই ভক্তভাবে তাঁহারাও সকলে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন; কিন্তু বলরাম—সুতরাং নিত্যানন্দও—তাঁহাদের অংশী বলিয়া, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতেছে বলরামের বা নিত্যানন্দের কৃষ্ণসেবার অংশমাত্র। তাঁহাদের সেবা হইতে বলরামের বা নিত্যানন্দের সেবার মহিমা হইতেছে সর্বাতিশায়ী; বলরামের বা নিত্যানন্দের কৃষ্ণসেবার ন্যায় অন্য কাহারও কৃষ্ণসেবা নহে। সুতরাং কৃষ্ণসেবার ব্যাপারে বলরাম বা নিত্যানন্দ হইতেছেন অদ্বিতীয়। আবার, "বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ—সব কৃষ্ণের সমান ॥ চৈ. চ. ২।২০।১৪৫ ॥ শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে মহাপ্রভুর উক্তি।" অপর কোনও স্বরূপ-সম্বন্ধেই "সব কৃষ্ণের সমান" বলা হয় নাই। সুতরাং স্বরূপ-তত্ত্ব-বিষয়ে স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণের পরেই বলরামের স্থান, অর্থাৎ বলরামই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্থানীয়। নিত্যানন্দই সেই বলরাম বলিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই (ব্যতীত) নাই।" স্বরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়-স্থানীয় হইলেও কৃষ্ণসেবায় যে তিনি অদ্বিতীয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। নানাভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। যথা, **সঙ্গী, সখা, শয়ন** ইত্যাদি—১।১।৬ এবং ১।১।৩১-৩২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। **বেদের অগম্য** ইত্যাদি—বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে বলরামের লীলার কথা দৃষ্ট হয়। সেই বলরামই নিত্যানন্দ বলিয়া সে-সমস্তও নিত্যানন্দেরই লীলা; সুতরাং বেদে নিত্যানন্দের লীলার কথা আছে। ২।১১।৫৬-পয়ারেও নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যেই কর, সেই সত্য,

ইহান ব্যভার কর্ম্ম কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ॥ ২৮
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে।
মহা-যত্নে ইহা পূজা কর' গিয়া ঘরে॥" ২৯
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্বভক্তগণ।
পরম-আদরে শিরে করিলা বন্ধন ॥ ৩০
প্রভু বোলে "শুনহ সকল ভক্তগণ!
নিত্যানন্দ পাদোদক করহ গ্রহণ ॥ ৩১
করিলে ইহার পাদোদক-রস পান।
কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন॥" ৩২
আজ্ঞা পাই সভে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥ ৩৩
পাঁচবার দশবার একো জনে খায়।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥ ৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চারিবেদে কহে।" চারিবেদেই যখন নিত্যানন্দের কর্মের কথা বলা হইয়াছে, তখন তাঁহার চরিত্র "বেদের অগম্য" কিরূপে হইতে পারে? নিত্যানন্দের চরিত্র বেদের যে একেবারেই অগম্য—অগোচর, তাহা বলা যায় না। তবে নিত্যানন্দের চরিত্র বা লীলা অনন্ত বলিয়া সম্যক্‌রূপে বেদের গোচর নহে। ইহাই এ-স্থলে অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। ১।২।২২৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অথবা, অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে—নিত্যানন্দ-চরিত্র বেদের কর্মকাণ্ডের অগম্য। মুণ্ডকশ্রুতি বেদবিহিত যজ্ঞাদি-কর্মানুষ্ঠানকে অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন, যে-অপরাবিদ্যায়, ভগবৎ-প্রাপ্তি বা ভগবদনুভূতি, ভগবানের লীলাদির অনুভব তো দূরের কথা, জন্মমৃত্যুর অবসানও হয় না, সংসার-সমুদ্রও উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। "প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥" সুতরাং নিত্যানন্দলীলা বেদের কর্মকাণ্ডের পক্ষে, অর্থাৎ যাঁহারা কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্গম। অথবা, যাঁহারা বেদের আলোচনা করেন, অথচ ভক্তিহীন, তাঁহারা বেদের গূঢ় রহস্য, সুতরাং নিত্যানন্দের (বলরামের) লীলারহস্যও, বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের বুদ্ধিতে বেদের যে-রূপ অনুভূত হয়, নিত্যানন্দ-চরিত্র বেদের সেই রূপের পক্ষে দুর্গম, অর্থাৎ তাদৃশ বেদালোচনাকারীদের পক্ষে অগম্য। **সর্ব্বজীব-জনক** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন সকল জীবের জনক (সৃষ্টিকর্তা), সকল জীবের রক্ষক (পালন-কর্তা) এবং সকলের মিত্র (বান্ধব—যেহেতু তিনি "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা ॥ ১।২।৩৬॥")। ১।১।৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮। **ইহান**—ইঁহার, নিত্যানন্দের। **ব্যভার**—ব্যবহার, আচরণ। "কর্ম্ম"-স্থলে "সর্ব্ব"-পাঠান্তর। **ব্যভার সর্ব্ব**—সমস্ত ব্যবহার। **কৃষ্ণরসময়**—কৃষ্ণপ্রেম-রসময়। কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদনের আনন্দোচ্ছ্বাসেই তাঁহার সমস্ত আচরণ প্রবর্তিত হয় এবং তাঁহার সমস্ত আচরণেই কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণপ্রেম-রস উৎসারিত হয়।

৩২। "করিলে ইহার পাদোদক-রস"-স্থলে "করিলেই মাত্র এই পাদোদক"-পাঠান্তর। এই পয়ারে নিত্যানন্দের পাদোদকের মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে।

৩৩। **পাখালিয়া**—প্রক্ষালন করিয়া, ধুইয়া।

৩৪। **বাহ্য নাহি**—প্রেমানন্দরসে তন্ময়তাবশতঃ নিত্যানন্দের বাহ্যজ্ঞান নাই; সুতরাং ভক্তগণ

আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লুটায় ॥ ৩৫
সভে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি পান।
মত্ত-প্রায় 'হরি' বলি করয়ে আহ্বান ॥ ৩৬
কেহো বোলে "আজি ধন্য হইল জীবন।"
কেহো বোলে "আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥" ৩৭
কেহো বোলে "আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।"
কেহো বোলে "আজি ধন্য দিবস প্রকাশ ॥" ৩৮
কেহো বোলে "পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনেও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে' ॥ ৩৯
কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব।
পান-মাত্র সভে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥ ৪০
কেহো নাচে, কেহো গায়, কেহো গড়ি যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহো করয়ে সদায় ॥ ৪১
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥ ৪২

ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥ ৪৩
নিত্যানন্দস্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেঢ়ি ভক্তগণ ॥ ৪৪
কার্ গা'য়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে।
কে বা কার্ চরণের ধূলি লয় শিরে ॥ ৪৫
কে বা কার্ গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
কে বা কোন্ রূপ করে, না যায় বর্ণন ॥ ৪৬
'প্রভু' করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু-ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি ॥ ৪৭
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকোলি।
আনন্দে নাচেন দুই মহা কুতূহলী ॥ ৪৮
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ পদতলে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্ব-গণ 'হরি' বোলে ॥ ৪৯
প্রেমরসে মত্ত হই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব-প্রেম-অনুচর ॥ ৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যে তাঁহার চরণ-প্রক্ষালন করিয়া পাদোদক গ্রহণ করিতেছেন, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। প্রেমানন্দের আবেশে **নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়**—নিত্যানন্দ সর্বদা কেবল হাসিতেই থাকেন।

৩৫। **লুটায়**—লুটাইয়া বা বিলাইয়া দেন।

৩৮। **দিবস-প্রকাশ**—দিনের আগমন, অর্থাৎ দিবস।

৩৯। **নাহি ভাগে**—ভাগিয়া বা চলিয়া যাইতেছে না, দূর হইতেছে না। "ভাগে"-স্থলে "ভাঙ্গে"-পাঠান্তর। **নাহি ভাঙ্গে**—ভাঙ্গিতেছে না, নষ্ট হইতেছে না।

৪০। **চঞ্চল**—প্রেম-চঞ্চল। তাহার লক্ষণ পরবর্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য।

৪২। **বিহ্বল**—প্রেম-বিহ্বল, প্রেমাবেশে আত্মহারা।

৪৪। **নিত্যানন্দ-স্বরূপ**— ২।৫।১০৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **দুই প্রভু বেঢ়ি**—দুই প্রভুকে (গৌর ও নিত্যানন্দকে) বেঢ়ি (বেঢ়িয়া, বেষ্টন করিয়া, দুই প্রভুর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া)।

৪৮-৪৯ **নিত্যানন্দ-চৈতন্যে ইত্যাদি**—নিত্যানন্দ ও চৈতন্য, এই দুই জন পরস্পরকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া। **দুই**—দুই জন। "মহা"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর—দুই প্রভু। **মহা-কুতূহলী**—পরমানন্দী। **পদ-তালে**—চরণের তালে, নৃত্যকালীন পদাঘাতে।

৫০। "হই"-স্থলে "দুই"-পাঠান্তর। **প্রেম-অনুচর**—প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ অনুচর (সেবক)।

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥ ৫১
এইমত সর্ব্বদিন প্রভু নৃত্য করি।
বসিলেন সর্ব্বগণ-সঙ্গে গৌরহরি ॥ ৫২
হাথে তিন তালি দিয়া গৌরাঙ্গসুন্দর।
সভারে কহেন অতি-অমায়া-উত্তর ॥ ৫৩
প্রভু বোলে "এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে।
যে কর‍য়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে ॥ ৫৪
ইহান চরণ ব্রহ্মা-শিবেরো বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সভে প্রীত ॥ ৫৫
তিলার্দ্ধেকো ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥ ৫৬
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গা'য়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্ব্বথায় ॥ ৫৭
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্বভক্তগণ।
মহা-জয়জয়ধ্বনি করিলা তখন ॥ ৫৮
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান ॥ ৫৯
নিত্যানন্দস্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল তাঁহারে, সে জানয়ে সর্ব্বথা ॥ ৬০
এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ॥ ৬১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৬২

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-প্রভাব-বর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫১। ১।২।২৮২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৩। **হাতে তিন তালি দিয়া**—ভক্তগণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই বোধ হয় প্রভু নিজ হাতে তিনবার তালি দিয়াছেন। ইহাদ্বারা প্রভুর আনন্দের উচ্ছ্বাসও সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। **অতি-অমায়া-উত্তর**—অত্যন্ত অকপট (হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত) বাক্য। পরবর্তী ৫৪-৫৭-পয়ারে ভক্তদের প্রতি প্রভুর বাক্যের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫৫। "চরণ"-স্থলে "চরিত্র"-পাঠান্তর।

৫৭। **সর্ব্বথায়**—সর্বপ্রকারে, কোনও প্রকারেই, কিছুতেই।

৫৯। **স্বামী**—প্রভু। ১।১০।২১০-১১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬০। **তাঁহারে**—শ্রীনিত্যানন্দকে।

৬১। "কত"-স্থলে "যত" এবং "প্রভু"-পাঠান্তর।

৬২। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(১৮. ৮. ১৯৬৩—১৯. ৮. ১৯৬৩)

মধ্যখণ্ড

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥ ১
লোকে দেখে পূর্ব্বে যেন নিমাঞিপণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত॥ ২
যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন এই মত কুতুহলে॥ ৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের ঘরে ঘরে কৃষ্ণভজনের উপদেশ প্রচার, তৎপ্রসঙ্গে পাষণ্ডীদের নানারূপ উক্তি। জগাই-মাধাইর প্রসঙ্গ। পথিস্থিত লোকদের নিষেধ-সত্ত্বেও কৃষ্ণভজনোপদেশ দেওয়ার নিমিত্ত নিত্যানন্দ ও হরিদাসের মত্তপ জগাই-মাধাইর নিকটে গমন ও উপদেশ-দান। ক্রোধভরে অত্যাচারার্থ অনুসরণকারী জগাই-মাধাইর ভয়ে উভয়ের পলায়ন এবং প্রভুর নিকটে আসিয়া দুই মত্তপের উদ্ধারের জন্য প্রভুর নিকটে নিত্যানন্দের প্রার্থনা এবং হরিদাস-কর্তৃক শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য-কথন এবং তৎশ্রবণে অদ্বৈতের ব্যাজস্তুতিময়ী উক্তি। মাধাই-কর্তৃক নিত্যানন্দের অঙ্গে মুটকী-প্রহার, জগাইর উদ্ধার ও প্রেমলাভ এবং প্রভুর ঐশ্বর্য-দর্শন। মাধাইর উদ্ধার। জগাই-মাধাইকর্তৃক প্রভুর স্তুতি। জগাই-মাধাইর পাপ গ্রহণ করিয়া প্রভুর "কালিয়া-আকার" ধারণ এবং সঙ্কীর্তনের ফলে নিন্দকের দেহে সেই পাপের সঞ্চারণ। জগাই-মাধাই ও ভক্তবৃন্দের সহিত গঙ্গায় প্রভুর জলকেলি, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রেম-কন্দল। গৌর-দর্শনার্থ অজ-ভবাদির আগমন। ভক্তনিন্দার কুফল-কথন।

১। হেন মতে—পূর্ব অধ্যায়ে কথিত প্রকারে। **নহে সর্ব্ব-নয়নগোচর**—সকলের নয়নের বা দৃষ্টির গোচর হয়েন না, সকলে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে না।

এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, এই পয়ারের পূর্বে, অর্থাৎ এই অধ্যায়ের আরম্ভে, "মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥ জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বসেব্য-কলেবর॥'" এ-স্থলে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকটির অনুবাদাদি আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমে দ্রষ্টব্য।

২। লোকে দেখে ইত্যাদি—প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে না বলিয়া সাধারণ লোকগণ প্রভুকে দেখিয়া মনে করিত, নিমাঞিপণ্ডিত পূর্বে যে-রকম ছিলেন, এখনও সেই রকমই; তাঁহার আচরণে তদতিরিক্ত আর কিছু নাই।

৩। **সেবকের মেলে**—ভক্তগণের সভায়; ভক্তগণ যে-স্থানে মিলিত হয়েন, সেই স্থানে। **তখন ভাসেন ইত্যাদি**—প্রভু তখন এই মত (পূর্বে কথিত প্রকারে) কুতুহলে (আনন্দে—প্রেমানন্দ-সমুদ্রে) ভাসিতে থাকেন। "এই"-স্থলে "সেই"-পাঠান্তর।

যার যেন ভাগ্য, তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে সব আপনা' লুকায়॥ ৪
একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি॥ ৫
"শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস!
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥ ৬
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর' কৃষ্ণ-শিক্ষা॥' ৭
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা॥ ৮
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সভারে কাটিব॥ ৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪। **যার যেন ভাগ্য ইত্যাদি**—প্রভু যখন ভক্তগণের সহিত মিলিত হইতেন, তখন ভক্তগণের মধ্যে যাঁহার যেরূপ সৌভাগ্য, প্রভু তাঁহাকে সেইরূপ (তাঁহার ভাগ্যের অনুরূপ) মহিমাই দেখাইতেন। অর্থাৎ যিনি যে-ভগবৎ স্বরূপের উপাসক, তাঁহাকে প্রভু সেই ভগবৎ-স্বরূপ-রূপেই দর্শন দিতেন; উপাসনার ফলে ভক্ত যে-ভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, সেই ভাগ্যের অনুরূপ রূপই ভক্ত প্রভুর মধ্যে দেখিতেন। কিন্তু ভক্তদের নিকটে প্রভু যে-প্রভাব প্রকাশ করিতেন, **বাহির হইলে ইত্যাদি**—ভক্তদের নিকট হইতে বাহিরে আসিলে তিনি নিজেই সেই প্রভাব সম্যক্‌রূপে লুকাইয়া ফেলিতেন; অর্থাৎ সেই প্রভাবের কিছুমাত্রও প্রকাশ করিতেন না (এ-জন্যই সাধারণ লোকগণ প্রভুর বাস্তব পরিচয় জানিতে পারিত না)। অথবা, বাহিরে আসিলে সমস্ত প্রভাব আপনা-আপনিই লুক্কায়িত হইত, প্রভাব আর আত্মপ্রকাশ করিত না। বস্তুতঃ, প্রভুর লীলাশক্তিই তখন প্রভুর প্রভাবকে প্রকটিত করিতেন না। "আপনা"-স্থলে "পুন (মাত্র) আপনে"-পাঠান্তর।

৫-৬। **আচম্বিতে**—হঠাৎ; দৃশ্যমান্ কোনও কারণবশতঃ নহে। **হেন মতি**—এইরূপ মনোভাব বা ইচ্ছা। নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি পরবর্তী ৬-৯-পয়ারোক্ত আদেশ-দানের ইচ্ছা হঠাৎ প্রভুর চিত্তে জাগিয়াছিল। **আমার আজ্ঞা ইত্যাদি**—সর্বত্র আমার আজ্ঞা (আদেশ) প্রচার কর। কি আজ্ঞা, তাহা পরবর্তী ৭-পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে বলা হইয়াছে।

৭। **ভিক্ষা**—যাচ্ঞা। অনুনয়-বিনয় করিয়া কাতরভাবে সকলের নিকটে প্রার্থনা জানাইবে, সকলে যেন আমার এই আদেশটি পালন করেন। কি সেই আদেশ? **কৃষ্ণ ভজ ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর, সর্বদা কৃষ্ণ বোল (কৃষ্ণ-কথা বল) এবং কৃষ্ণ-শিক্ষা (শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা) কর। এই দিন হইতেই প্রভু নবদ্বীপবাসী জনসাধারণের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে কৃপা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৮। **ইহা বই**—"কৃষ্ণ ভজ"-ইত্যাদি কথাব্যতীত **আর**—অন্য আর কোনও কথাই **না বলিবা** (তোমরা বলিবে না) এবং **না বোলাইবা** (অপরের দ্বারাও বলাইবে না)। **দিন অবসানে ইত্যাদি**—সমস্ত দিন ব্যাপিয়া আমার এই আদেশ প্রচার করিবে এবং দিন শেষ হইয়া গেলে সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে আসিয়া সমস্ত বিবরণ আমাকে জানাইবে।

৯। **তোমরা করিলে ভিক্ষা ইত্যাদি**—কৃষ্ণভজনের জন্য তোমরা সকলের নিকটে প্রার্থনা

আজ্ঞা শুনি হাসে' সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা আছে কার বল ॥ ১০
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলা, পথেতে আসি হাস ॥ ১১
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইহাতে অপ্রীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে ॥ ১২
করয়ে অদ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে'।
অদ্বৈতেই তারে সংহারিব ভাল-মনে ॥ ১৩
আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥ ১৪
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই! হই এক-মন ॥" ১৫
এইমত নদীয়ায়—প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে ॥ ১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জানাইলেও যদি কেহ কৃষ্ণভজন না করে, বা কৃষ্ণকথা না বলে, তবে—তাহা হইলে আমি **চক্রহস্তে** ইত্যাদি—আমি চক্র ধারণ করিয়া তাহাকে এবং তাদৃশ সকলকে কাটিয়া ফেলিব (সংহার করিব)। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "তোমরা করাইলে শিক্ষা যে না লইব (যে কৃষ্ণ না লৈব)" এবং "সভারে"-স্থলে "আপনে", "সকল" এবং "স্বহস্তে"-পাঠান্তর। "তবে আমি চক্র হস্তে সভারে কাটিব"—এই বাক্যটি হইতেছে, লীলাশক্তিকর্তৃক প্রভুর মুখে প্রকাশিত প্রভুর স্নেহমিশ্রিত কৃপাব্যঞ্জক **ধমক**; স্নেহাস্পদ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা সময় সময় যেরূপ ধমক দিয়া থাকেন, তদ্রূপ। বস্তুতঃ কাহারও সংহার প্রভুর অভিপ্রেত নহে। প্রভু কাহারও সংহারের জন্য অবতীর্ণ হয়েন নাই, কখনও কাহাকেও সংহারও করেন নাই; সকলের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন। এজন্য পদকর্তা বলিয়াছেন—"রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে, অসুরেরে করিলে সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিলে, প্রাণে কারে না মারিলে, চিত্তশুদ্ধি করিলে সভার।" উল্লিখিত ধমকের গূঢ় অর্থ হইতেছে—কৃপারূপ চক্রদ্বারা প্রভু দুর্মতি সংহার করিবেন।

১০। **অন্যথা করিতে আজ্ঞা**—প্রভুর আদেশকে অন্যথা করিতে (প্রভু যে-আদেশ করিয়াছেন, তদনুরূপ কার্যব্যতীত অন্যরূপ কার্য করিতে) **আছে কার বল**—কাহার শক্তি আছে? অর্থাৎ কাহারও শক্তি নাই।

১১। **পথেতে আসি হাস**—পথে বাহির হইয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস হাসিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহাদের আনন্দের হাসি।

১২। **অপ্রীত**—প্রীতির অভাব, অসন্তোষ। "ইহাতে অপ্রীত"-স্থলে "ইথে অপ্রতীত"-পাঠান্তর। ইথে—ইহাতে। অপ্রতীত—অপ্রতীতি, অবিশ্বাস।

১৩। "করয়ে অদ্বৈত-সেবা"-স্থলে "ভজয়ে অদ্বৈত সেই"-পাঠান্তর। **অদ্বৈত**—অদ্বৈতাচার্য।

১৪। **বুলে**—ভ্রমণ করেন।

১৬। **বলিয়া বেড়ান ইত্যাদি**—নিত্যানন্দ ও হরিদাস এই দুই জন জগত-ঈশ্বরে (জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে) বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কথা বলিয়া) বেড়াইতে লাগিলেন। অথবা, দুই (নিত্যানন্দ ও হরিদাস এই দুই জন) জগত-ঈশ্বরে (জগতের ঈশ্বর, ভজনোপদেশদ্বারা

দোহান সন্ন্যাসি-বেশ, যান যার ঘরে।
আথেব্যথে আসি ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে॥ ১৭
নিত্যানন্দ হরিদাস বোলে "এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥" ১৮
এই বোল বলি দুইজন চলি যায়।
যে হয় সুজন, সেই বড় সুখ পায়॥ ১৯

অপরূপ শুনি লোক দুইজন-মুখে।
নানা-জনে নানা-কথা কহে নানা-সুখে॥ ২০
"করিব করিব" কেহো বোলয়ে সন্তোষে।
কেহো বোলে "দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্র-দোষে॥ ২১
তোমরাহ পাগল হইয়া মন্ত্র-দোষে।
আমা'সভা' পাগল করিতে আইস কিসে?" ২২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জগতের ত্রাণকর্তা) বলিয়া (বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ইত্যাদি ১৪-১৫-পয়ারোক্ত কথা বলিয়া) বেড়ায় (নবদ্বীপের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করেন—ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১৭। **দোহান**—নিত্যানন্দ ও হরিদাস, এই দুই জনেরই। **ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ**—ভিক্ষার (আহারের) জন্য আহ্বান। অথবা, আহারের নিমিত্ত কিছু দ্রব্য গ্রহণের জন্য প্রার্থনা।

১৮। **এই ভিক্ষা**—অন্য কোনও ভিক্ষা আমরা চাই না। আমরা এইমাত্র ভিক্ষা চাই, তোমরা যেন "কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।"

২০। **অপরূপ শুনি** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ ও হরিদাসের মুখে অদ্ভুত কথা শুনিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোক, ভিন্ন ভিন্ন রকমের সুখ অনুভব করিয়া, নানাবিধ কথা বলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কে কি বলিয়াছিল, পরবর্তী ২১-২৬-পয়ারসমূহে তাহা বলা হইয়াছে। নিত্যানন্দ ও হরিদাসের মুখে লোকগণ যাহা শুনিয়াছিল, তাহাকে "অপরূপ অদ্ভুত" বলার হেতু এই। নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সন্ন্যাসীর বেশ। এই রকমের লোকেরা সাধারণতঃ ভিক্ষার জন্য লোকের ঘরে ঘরে গিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুই জন কেনাও ভিক্ষাদ্রব্যই গ্রহণ করেন না; ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আবার, তাঁহারা বলেন—"তোমরা কৃষ্ণ-ভজন কর"—ইহাই আমাদের ভিক্ষা; আমরা অন্য কিছু ভিক্ষা চাই না।" ইহাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। কোনও ভিক্ষুকের মুখে এমন কথা কেহ কখনও শুনে নাই। "নানা কথা"-স্থলে "নানা বোল" এবং "নানা মত"-পাঠান্তর।

২১। **করিব করিব** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ ও হরিদাসের কথা শুনিয়া কেহ কেহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট (সুখী) হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আমরা কৃষ্ণভজন করিব, কৃষ্ণভজন করিব।" ইহারা নিশ্চয়ই সুকৃতি। **আবার কেহো বোলে** ইত্যাদি—কেহ কেহ বলিলেন, "এই দুইজন (নিত্যানন্দ ও হরিদাস) মন্ত্রদোষে ক্ষিপ্ত (পাগল) হইয়া গিয়াছেন।" ইহারা নিশ্চয়ই দুষ্কৃতি। **মন্ত্র-দোষে** মন্ত্রের দোষে, অবিহিতভাবে মন্ত্রজপের ফলে। মন্ত্রার্থ উপলব্ধির নিমিত্ত মন্ত্রজপের জন্য চিত্তের একাগ্রতালাভের উদ্দেশ্যে যাঁহারা প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান করিতে যায়েন, ঠিকমত প্রাণায়ামাদি করিতে না পারিলে মস্তিষ্ক-বিকৃতির আশঙ্কা থাকে।

২২। এই পয়ারও পূর্বপয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে কথিত দুষ্কৃতিদের উক্তি—নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি **তোমরাহ** ইত্যাদি—তোমরাও মন্ত্রদোষে পাগল হইয়াছ। তোমরা নিজেরা মন্ত্রদোষে পাগল

যে গুলা চৈতন্য-নৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বোলে "মার মার ॥ ২৩
ভব্য ভব্য লোক-সব হইল পাগল।
নিমাঞিপণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥" ২৪
কেহো বোলে "দুইজন কিবা চোর-চর।
ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর ॥ ২৫
এমত প্রকট কেনে করিব সুজনে।
আর বার আইলে ধরি লইব দেয়ানে ॥" ২৬
শুনি শুনি নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে'।
চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে ॥ ২৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়া আবার আমা'সভা' ইত্যাদি—আমাদের সকলকেও তোমাদের ন্যায় পাগল করার নিমিত্ত কেন আসিয়াছ? "তোমরাহ পাগল হইয়া মন্ত্রদোষে"-স্থলে "তোমরা পাগল হৈলা দুষ্টসঙ্গ-দোষে"-পাঠান্তর। কিসে—কিসের জন্য, কেন?

২৩। যে গুলা ইত্যাদি—শ্রীবাসের গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রভু যখন কীর্তনে নৃত্য করিতেন, তখন যাহারা দ্বার (শ্রীবাসের গৃহে প্রবেশ) পায় নাই, তার বাড়ী ইত্যাদি—নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাহাদের বাড়ীতে যাওয়ামাত্রই তাহারা "মার মার" বলিয়া তাড়াইয়া আসিত।

২৪। এই পয়ার পূর্বপয়ারোক্ত লোকদের উক্তি। ভব্য ভব্য—শান্ত শিষ্ট, গণ্যমান্য, সদ্‌বংশে জাত সুজন। হইল পাগল—নিমাঞি-পণ্ডিতের সঙ্গদোষে পাগল হইয়াছে।

২৫। কিবা—হয়তো। চোর-চর—চোরদিগের চর (অনুচর, অনুগত লোক)। গোপনে গৃহস্থ-ঘরের সংবাদ জানিয়া যাহারা চোরদিগের চুরি-কার্যের সহায়তা করে, তাহারাই চোরের চর। ছলা করি—অছিলা করিয়া, কৃষ্ণভজনের জন্য উপদেশ-দানের আছিলায়, চর্চ্চিয়া—চর্চা বা আলোচনা করিয়া, "বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ" ইত্যাদি পূর্ববর্তী ১৪-১৫-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে —ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়। লোকদিগকে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত করা তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে; উহা একটি ছলমাত্র; প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে গৃহস্থ-ঘরের গোপন-সংবাদ সংগ্রহ করা।

২৬। এমত প্রকট কেনে ইত্যাদি—যাঁহারা সুজন, প্রকৃত সাধুলোক, তাঁহারা এমত (এই দুই জনের ন্যায়) প্রকট ভাবে, (প্রকাশ্য ভাবে, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া) কেনে করিব (কেন কৃষ্ণভজনের উপদেশ দান করিবেন? প্রকৃত সাধুগণ নির্জনে বসিয়াই ভজন করেন; তাঁহাদের নিকটে কেহ যদি উপদেশ-প্রার্থী হইয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোগ্য মনে করিলে উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা কখনও লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া নিজেদের মহিমা প্রচার করিতে যায়েন না। এই দুইজন যখন তাহাই করিতেছেন, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে, ইঁহারা সুজন বা প্রকৃত সাধু নহেন,—ভণ্ড, প্রতিষ্ঠাকামী। সুতরাং ইঁহারা) আর বার ইত্যাদি—আবার আসিলে ইহাদিগকে ধরিয়া দেয়ানে লইয়া যাইব; তাহা হইলেই তাঁহাদের কার্যের উপযুক্ত শাস্তি পাইবেন। দেয়ানে—রাজদরবারে, আদালতে।

২৭। শুনি শুনি ইত্যাদি—লোকদিগের উল্লিখিতরূপ কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস কেবল কৌতুকের হাসি হাসিতে থাকেন; তাঁহাদিগকে দেয়ানে নেওয়ার কথা শুনিয়াও তাঁহারা ভয়

এইমত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর-স্থানে কহে গিয়া ॥ ২৮
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহা-দস্যু-প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ॥ ২৯
সে দুই জনের কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে, হেন পাপ নাহি আর ॥ ৩০
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পরগৃহ দাহে' সর্ব্বক্ষণ ॥ ৩১
দেয়ানে নাহিক দেখা, বোলায় 'কোটাল'।
মদ্যপান বিনে আর নাহি যায় কাল ॥ ৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পায়েন না; যেহেতু, **চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে** ইত্যাদি—তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে এই কার্যের জন্য আদেশ পাইয়াছেন; ইহাতেই তাঁহারা তাঁহাদের চিত্তে যে বল (শক্তি) অনুভব করিতেছিলেন, তাহার ফলে **তাঁহারা না পায় ভরাসে** (ত্রাস বা ভয় পাইতেন না)। ভরাসে—ত্রাস, ভয়।

২৮। "বুলিয়া বুলিয়া"-স্থলে "বলিয়া বলিয়া"-পাঠান্তর।

২৯। এই পয়ারে জগাই-মাধাইর প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হইয়াছে। মাতোয়াল—মদ্যপানে উন্মত্ত। **মদ্যপ বিশাল**—অত্যধিকরূপে মদিরা-পানাসক্ত।

৩০। **অপার**—যাহার পারাপার নাই, কুল-কিনারা নাই; অনন্ত।

৩১। **ব্রাহ্মণ হইয়া**—ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও। **মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ**—ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য মদ্য ও গোমাংস ভোজন করিত। ডাকা—ডাকাতি। ডাকা, চুরি ইত্যাদি—সেই দুই মাতোয়াল সর্বদা চুরি, ডাকাতি করিত এবং পরের ঘরও পোড়াইত। দাহে—দগ্ধ করে, পোড়াইয়া দেয়। "পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ"-স্থলে "পরগৃহে ঢুঁহে অনুক্ষণ" পাঠান্তর-চুরি-ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই দুই জন সর্বদা পরের গৃহেই যাইত।

৩২। **দেয়ানে নাহিক দেখা**—দেয়ানে (রাজদরবারে) তাহাদের দেখা নাই (কখনও পাওয়া যায় না, কখনও রাজদরবারে যায় নাই; তথাপি তাহারা) **বোলায় কোটাল**—নিজেদিগকে কোটাল বলায় (কোটাল বলিয়া পরিচিত করায়)। কোটাল—নগর-রক্ষক পুলিশ কর্মচারী। তাৎপর্য—তাহারা নিজেদিগকে কোটাল বলিয়া জাহির করে; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা কোটাল ছিল না; যেহেতু, রাজদরবারই (রাজকর্মচারিগণই) কোটাল নিযুক্ত করেন; সুতরাং যাঁহারা কোটাল নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে রাজদরবারে বা রাজকর্মচারীদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে হয়; কিন্তু এই দুইজন কখনও রাজদরবারে যায় নাই। অথবা, **দেয়ানে নাহিক দেখা** ইত্যাদি—তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাইয়া কোটাল যখন তাহাদিগকে বোলায় (ডাকিয়া পাঠায়েন), তখন দেয়ানে (আদালতে বা কোটালের নিকটে) তাহাদের দেখা নাই (তাহারা দেয়ানে দেখা দেয় না, যায় না)। "নাহিক"-স্থলে "না দেয়"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তর উল্লিখিত দ্বিতীয় রকম অর্থের অনুকূল। অথবা, যাঁহারা রাজশক্তিকর্তৃক কোটাল নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের কার্যোপ-লক্ষ্যেই, কখনও কখনও দেয়ানে (রাজকার্যালয়ে) যাইতে হয়। কিন্তু এই দুইজন যদিও নিজেদিগকে কোটাল বোলায় (কোটাল বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে, তথাপি) দেয়ানে

দুইজন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায়॥ ৩৩
দূরে থাকি লোকসব পথে দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস-সঙ্গ॥ ৩৪
ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চকার বকার' শব্দ উচ্চ করি বোলে॥ ৩৫
নদীয়ার বিপ্রের করিল জাতি নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস॥ ৩৬
সর্ব্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল॥ ৩৭
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে॥ ৩৮
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম থাকিলেও তভু হয় ক্ষয়॥ ৩৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নাহিক দেখা (ইহাদিগকে কখনও দেয়ানে দেখা যায় না, ইহারা কখনও দেয়ানে যায় না)। ইহারা যে বাস্তবিক কোটাল ছিল না, এইরূপ অর্থ হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। "মদ্যপান"-স্থলে "মদ্যমাংস"-পাঠান্তর। কাল—সময়।

৩৩। **পথে পড়ি ইত্যাদি**—মদের নেশায় বিভোর হইয়া রাস্তায় পড়িয়া গড়াগড়ি করে। **যাহারে যে পায় ইত্যাদি**—তাহারা নিজেদের মধ্যে কিলাকিলি করে। অথবা, এই দুইজন, পথিকদের মধ্যে যাহাকে যে পায় (ধরিতে পারে), সে তাহাকে কিলায়।

৩৪। **দূরে থাকি ইত্যাদি**—লোকগণ এই দুইজনের ভয়ে কেহই তাহাদের নিকটে আসে না; দূরে থাকিয়াই পথিমধ্যে তাহাদের রঙ্গ (কৌতুক, তামাসা, ভূমিতে গড়াগড়ি ও পরস্পর কিলাকিলি) দেখে। **যেই খানে ইত্যাদি**—লোকগণ যে-খানে দাঁড়াইয়া এই দুইজন মাতালের কাণ্ড দেখিতেছিল, নিত্যানন্দ এবং হরিদাসও সে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৩৫। **ক্ষণে ইত্যাদি**—সেই দুইজন মদ্যপের মধ্যে কখনও কখনও বেশ সদ্‌ভাব থাকে; আবার **ক্ষণে ধরে চুলে**—কখনও কখনও একজন আর একজনের চুল ধরিয়া টানাটানি করে—তাহাদের মধ্যে অসদ্‌ভাব দেখা দেয়। **চকার বকার ইত্যাদি**—তাহারা উচ্চস্বরে অশ্লীল কথায় পরস্পরকে সম্বোধন করে। চ-কার ব-কার—"অর্থাৎ চোপরাও ব্যাটা প্রভৃতি শিষ্টজনবিগর্হিত অকথ্য শব্দ। অঃ প্রঃ।"

৩৬। **নদীয়ার**—নবদ্বীপের। "করিল"-স্থলে "করিব"-পাঠান্তর। **মদ্যের বিক্ষেপে**—মদের নেশার ঘোরে। **কারে করয়ে আশ্বাস**—কাহাকেও কাহাকেও বা আশ্বাস দান করে; অর্থাৎ "তোমার কোনও ভয় নাই"—ইত্যাদি বলিয়া থাকে।

৩৭-৩৮। তাহারা অশেষ পাপ-কর্ম করিয়াছিল; কেবল বৈষ্ণবের নিন্দারূপ পাপ (বৈষ্ণবাপরাধ) তাহাদের ছিল না। তাহার কারণ এই যে, তাহারা দিবারাত্রি মদ্যপদের সঙ্গেই থাকিত, কখনও কোনও বৈষ্ণবের সঙ্গ তাহাদের হয় নাই; সুতরাং বৈষ্ণবনিন্দার অবকাশও তাহাদের হয় নাই। **রঙ্গে**—আনন্দে। "রঙ্গে"-স্থলে "দুই"-পাঠান্তর। **পাকে**—প্রকারে, হেতুতে।

৩৯। "হয় ক্ষয়"-স্থলে "যায় ক্ষয়" এবং "তার ক্ষয়"-পাঠান্তর।

সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দ্য-কর্ম্ম।
মদ্যপেরো সভা হৈতে সে সব অধর্ম্ম্য ॥ ৪০
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনো কালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে ॥ ৪১
শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, হবে সর্ব্বনাশ ॥ ৪২
দুই-জনা কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস দেখে থাকি দূরে ॥ ৪৩
লোক-স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
"কোন্ জাতি দুইজন, হেন-মত কেনে ?" ৪৪
লোক বোলে "গোসাঞি! ব্রাহ্মণ দুইজন।
দিব্য পিতা মাতা, মহাকুলে উতপন্ন ॥ ৪৫
সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ-দোঁহার বংশে ॥ ৪৬
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হৈতে এমত করয়ে অপকর্ম্ম ॥ ৪৭
ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া ॥ ৪৮
এ-দুই দেখিয়া সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায় ॥ ৪৯
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন।
ডাকা, চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভক্ষণ ॥" ৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪০। "নিন্দ্য"-স্থলে "নিন্দা" এবং "সব"-স্থলে "সভা"-পাঠান্তর। **অধর্ম্ম্য**—অধর্মজনক।

৪১। **ভালে**—কপালে। অথবা, **ভালে**—ভাল বস্তুর দিকে।

৪২। "হবে সর্ব্বনাশ"-স্থলে "হইল সর্ব্বনাশ" এবং "যাইবারে নাশ"-পাঠান্তর।

৪৩। **দুই জনা**—সেই মাতাল দুইজন। **দেখে থাকি দূরে**—দূরে থাকিয়া, দূরবর্তী স্থানে যে সকল লোক দাঁড়াইয়া এই দুই মাতালের কার্যকলাপ দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া, নিত্যানন্দ এবং হরিদাসও তাহাদের কার্য-কলাপ দেখিলেন।

৪৪। **লোক-স্থানে**—সেই স্থানে সমবেত লোকদিগের নিকটে। **হেনমত কেনে**—এইরূপ করিতেছে কেন ? "মত"-স্থলে "মতি"-পাঠান্তর। হেন মতি কেনে—ইহাদের এইরূপ মতি (মনোবৃত্তি) কেন ?

৪৫-৪৬। **দিব্য পিতা-মাতা**—ব্রাহ্মণোচিত সদাচার-পরায়ণ পিতা-মাতা। **মহাকুলে উতপন্ন**—উচ্চ বংশে জন্ম। **সর্ব্বকাম** ইত্যাদি—এই দুই জনের পিতা-মাতা পুরুষানুক্রমে, বহু পুরুষ পর্যন্ত, সর্বদা এই নবদ্বীপেই বাস করিয়াছেন।

৪৭। **গুণবন্ত**—গুণবান্। ইহা ব্যঙ্গোক্তি, তাৎপর্য—অসদ্গুণের আকর। **অপকর্ম্ম**—অসৎকার্য। "করয়ে অপকর্ম্ম"-স্থলে "করে হেন পাপকর্ম্ম"-পাঠান্তর।

৪৮। **ছাড়িল গোষ্ঠীয়ে**—ইহাদের আত্মীয়-স্বজনগণ, পিতা-মাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গ, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন (ইহাদের সঙ্গদোষে অন্য বালকেরাও উচ্ছৃঙ্খল হইবে—আশঙ্কা করিয়া)। "গোষ্ঠীয়ে"-স্থলে গোষ্ঠীতে"-পাঠান্তর।

স্বতন্ত্র—অভিভাবকহীন। স্বেচ্ছাচার।

৪৯। **সব নদীয়া**—সমস্ত নবদ্বীপবাসী লোক। **ডরায়**—ভয় পায়। **বসতি**—বাসগৃহ।

শুনি নিত্যানন্দ বড় করুণ-হৃদয়।
দুইর উদ্ধার চিন্তে' হইয়া সদয়॥ ৫১
"পাপী উদ্ধারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥ ৫২
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা' প্রকাশ।
প্রভাব না দেখি লোক করে উপহাস॥ ৫৩
এ-দুইরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল-সংসারে॥ ৫৪
তবে হঙ নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এ-দুইরে করোঁ যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥ ৫৫
এখনে যে মদে মত্ত, আপনা' না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥ ৫৬
'মোর প্রভু' বলি যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥ ৫৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫২। উদ্ধারিতে—উদ্ধার করিতে। "পাপী উদ্ধারিতে"-স্থলে "পাতকী তারিতে"-পাঠান্তর। প্রভু কৈল অবতার—মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। "কোথা পাইবেন আর"-স্থলে "নাহি দেখি আর" এবং "না পাইবেন আর"-পাঠান্তর।

৫৩। লুকাইয়া ইত্যাদি—মহাপ্রভু লুকাইয়া (সাধারণ লোক যাহাতে দেখিতে না পায়, এমনভাবে; কেবলমাত্র ভক্তবৃন্দের নিকটেই। করে আপনা প্রকাশ (আত্মপ্রকাশ—স্বীয় প্রভাব ব্যক্ত করেন)। প্রভাব না দেখি ইত্যাদি—সাধারণ লোক তাঁহার প্রভাব দেখিতে পায় না বলিয়া, প্রভুকে চিনিতে পারে না; তাহারা প্রভুর কেবল উপহাসই (ঠাট্টা-বিদ্রূপই, নিন্দাই) করিয়া থাকে।

৫৫। এ-দুইরে ইত্যাদি—পরম-করুণ নিত্যানন্দ মনে মনে আরও ভাবিলেন আমি যদি এই দুই মদ্যপের চৈতন্য-প্রকাশ করিতে পারি (অর্থাৎ যদি ইহাদের সাক্ষাতে শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ বা প্রভাব প্রকাশ করাইতে পারি; অথবা ভগবদ্‌বিষয়ে, অচেতন এই দুই জনের মধ্যে যদি ভগবদ্‌বিষয়ে চৈতন্য বা চেতনা প্রকাশ করিতে পারি), তবে হও ইত্যাদি—তাহা হইলেই নিত্যানন্দ-নামক আমি (অর্থাৎ আমার নাম নিত্যানন্দ; আমার মধ্যে সর্বদাই আনন্দ যদি থাকে, তাহা হইলেই আমার নাম সার্থক হইতে পারে; কিন্তু এই দুই মদ্যপের দুরবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমার নিত্যানন্দ-নাম অসার্থক হইয়া পড়িয়াছে। যদি এই দুই জনকে "চৈতন্য-প্রকাশ" করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার পরমানন্দ জন্মিবে, আমার নিত্যানন্দ নামও সার্থক হইবে। এবং তাহা করিতে পারিলেই আমি) চৈতন্যের দাস—শ্রীচৈতন্যের ভৃত্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারি। তাৎপর্য—চৈতন্যের দাস শ্রীচৈতন্যের মহিমা অবগত থাকিবেন এবং শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের অভিব্যক্তিও দেখিবেন। যদি আমি দেখি যে, এই দুই মদ্যপের উদ্ধারার্থ শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেই আমার "চৈতন্যদাস"-নামও সার্থক হইবে। "করোঁ"-স্থলে "করাও"-পাঠান্তর।

৫৬-৫৭। শ্রীনিত্যানন্দ আরও ভাবিলেন—এখন এই দুই জন যে মদ্য পান করিয়া মত্ত হইয়া নিজেদিগকেও ভুলিয়া রহিয়াছে, যদি শ্রীকৃষ্ণ-নামে তাহারা এইরূপ মত্ত ইহয়া নিজেদিগকে ভুলিয়া

যে যে জন এ-দুইর ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান কৈল গিয়া ॥ ৫৮
সেই সব জন যবে এ-দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে', তবে মোরে লেখি ॥" ৫৯
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁর অবতার ॥ ৬০
এ সব চিন্তিয়া মনে হরিদাস-প্রতি।
বোলে "হরিদাস! দেখ দোঁহার দুর্গতি ॥ ৬১
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট-ব্যবহার।
এ-দোঁহার যমঘরে নাহি প্রতিকার ॥ ৬২
প্রাণান্তে মারিল তোমা' যে যবনগণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে ॥ ৬৩
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর' মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে ॥ ৬৪
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব কথা ॥ ৬৫
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার ॥ ৬৬
যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুক এবে এ-তিন-ভুবনে ॥" ৬৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

থাকে এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই যদি শ্রীচৈতন্যকে "আমার প্রভু" মনে করিয়া প্রেমাবেশে কাঁদিতে থাকে, তাহা হইলেই, প্রভুর আদেশে কৃষ্ণকথা-প্রচারার্থ আমার পর্যটন (দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ) সার্থক হইবে। (প্রভুর কৃপায় এই দুই মদ্যপের চিত্তের পরিবর্তন হইলে, তাহা দেখিয়া অন্য সকল লোকেই প্রভুর উপদেশের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে ; তখনই প্রভুর উপদেশ-প্রচারার্থ আমার ভ্রমণ সার্থক হইবে)। "যে মদে"-স্থলে "যে মত" এবং "সার্থক মোর"-স্থলে "সার্থক হয়"-পাঠান্তর।

৫৯। "যবে"-স্থলে "যদি"-পাঠান্তর। **তবে মোরে লেখি**—তাহা হইলেই শ্রীচৈতন্যের দাসগণের নামের সঙ্গে আমার নাম লিখিতে পারিব ; অর্থাৎ তাহা হইলেই আমার "চৈতন্যদাস"-নাম সার্থক হইবে (পূর্ববর্তী ৫৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৬১। **এ-সব চিন্তিয়া মনে**—মনে মনে এ-সব (পূর্ববর্তী ৫২-৫৯-পয়ারোক্তির বিষয়সমূহ) চিন্তা করিয়া (ভাবিয়া)। নিত্যানন্দ হরিদাসকে যাহা বলিলেন। ৬১-৬৭-পয়ারসমূহে তাহা কথিত হইয়াছে।

৬২। **প্রতিকার**—নিস্তার। "নাহি প্রতিকার"-স্থলে "নাহিক নিস্তার"-পাঠান্তর।

৬৩। **প্রাণান্তে**—প্রাণপণে। অথবা, তোমার প্রাণান্ত (প্রাণ বিনাশ) করিবার উদ্দেশ্যে। **ভাল মনে মনে**—মনে মনে ভাল (মঙ্গল-কামনা)।

৬৪। **শুভানুসন্ধান**—মঙ্গল-কামনা। **এই দুইজনে**—এই দুই জন মদ্যপ।

৬৫। **তোমার সঙ্কল্প ইত্যাদি**—তুমি যখন যে ইচ্ছা কর, প্রভুও তোমার সেই-ইচ্ছা পূর্ণ করেন ; তোমার ইচ্ছার অন্যথা (অন্যরূপ—যাহা তোমার ইচ্ছা নয়, এমন কিছু) প্রভু কখনও করেন না, তোমার ইচ্ছা অপূর্ণও রাখেন না। **আপনে কহিলা ইত্যাদি**—প্রভু নিজের মুখেই এই তত্ত্ব-কথা (সত্য কথা) বলিয়াছেন। "তত্ত্ব-কথা"-স্থলে "উক্ত কথা"-পাঠান্তর। ২।১০।৩৮-৪২-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৭। **যেন গায় অজামিল ইত্যাদি**—অজামিলের উদ্ধারের কথা যেমন পুরাণে কথিত হইয়াছে ;

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
'পাইল উদ্ধার দুই' জানিলেন মনে ॥ ৬৮
হরিদাস প্রভু বোলে "শুন মহাশয়!
তোমার যে ইচ্ছা, সে-ই প্রভুর নিশ্চয় ॥ ৬৯
আমারে ভাণ্ডাহ যেন পশুরে ভাণ্ডাহ।
আমারে সে তুমি পুনঃপুন পরিখাহ ॥" ৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কিন্তু বর্তমানের কোনও লোক তাহা দেখে নাই। সাক্ষাতে দেখুক—এবে (এই বর্তমানকালে) এই ত্রিভুবনের লোক সাক্ষাদ্‌ভাবে এই দুই মদ্যপের উদ্ধার দর্শন করুক। "পুরাণে"-স্থলে "কারণে"-পাঠান্তর। —অজামিলের উদ্ধারের কারণ (হেতু) কীর্তিত হয়। অজামিলের বিবরণ ২।১।১৬১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

এই দুই মদ্যপের উদ্ধারের জন্য শ্রীনিত্যানন্দের যে কত ব্যাকুলতা, তাহা হরিদাস-ঠাকুরের নিকটে তাঁহার উক্তিগুলি হইতেই জানা যায়। মদ্যপদ্বয়ের উদ্ধারের পক্ষে নিত্যানন্দের ইচ্ছাই যথেষ্ট; তথাপি, নিজের ব্যাকুলতাবশতঃ তিনি তাহাদের উদ্ধারের জন্য হরিদাসের শুভেচ্ছা যাচ্ঞা করিতেছেন। আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীনিত্যানন্দ হরিদাসের মহিমাও খ্যাপন করিলেন এবং হরিদাসের ন্যায় পরমভাগবতের কৃপাব্যতীত যে কেহ উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, জগতের জীবকে তাহাও জানাইলেন।

৬৮। পাইল উদ্ধার ইত্যাদি—হরিদাস মনে বুঝিতে পারিলেন, এই দুই মদ্যপের উদ্ধারের জন্য যখন নিত্যানন্দের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তাহারা উদ্ধার পাইয়াই গিয়াছে; তাহাদের উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী এবং অনতিবিলম্বেই তাহারা উদ্ধার পাইবে।

৬৯। তোমার যে ইচ্ছা ইত্যাদি—তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা প্রভুরও ইচ্ছা; তোমার এবং প্রভুর ইচ্ছার পার্থক্য কিছু নাই। এই দুই মদ্যপের উদ্ধারের জন্য তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন প্রভুরও ইচ্ছা হইয়াছে জানিবে, প্রভুও ইহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। ইহা নিশ্চিত, ইহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই।

৭০। ভাণ্ডাহ—ভাঁড়াও, ফাঁকি দাও। তোমার ইচ্ছার যে কোনও মূল্য বা প্রভাব নাই, কেবলমাত্র তোমার ইচ্ছাতেই যে এই দুই মদ্যপ উদ্ধার পাইবে না—এ সকল কথা বলিয়া তুমি আমাকে ভাঁড়াইতে (ফাঁকি দিতে) চাহিতেছ। তুমি যেন পশুকে ভাণ্ডাহ—যেন পশুকেই ফাঁকি দিতে চাহিতেছ। পশুর সত্যাসত্য-বিচারের শক্তি নাই; সুতরাং যে যাহা করায় তাহাই করে। তোমার ইচ্ছাতেই যে এই দুই মদ্যপ উদ্ধার পাইতে পারে না—একথা শুনিলে পশু বা পশুপ্রকৃতি লোকই তাহা বিশ্বাস করিবে; কিন্তু যদিও আমি ভগবানে রতিমতিহীন, ভগবদ্‌ভজনহীন, নিজের হিতাহিত-বিচারবুদ্ধিহীন বলিয়া বাস্তবিক পশুতুল্য, তথাপি তোমার এই কথায় আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। আমি জানি, কেবলমাত্র তোমার ইচ্ছাতেই এই দুই মদ্যপ উদ্ধার লাভ করিতে পারে; যেহেতু, তোমার যাহা ইচ্ছা, প্রভুরও তাহাই ইচ্ছা। পরিখাহ—পরীক্ষা কর; তোমার ফাঁকির ফাঁদে আমি পড়ি কি না, তাহা দেখিতে চাও। "পরিখাহ"-স্থলে "যে শিখাহ"-পাঠান্তর।

হাসি নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বোলেন বচন ॥ ৭১
"প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই ॥ ৭২
সভারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ ॥ ৭৩
বলিবার ভার মাত্র আমরা-দুইর।
বলিলে না লয়, তবে সেই মহাবীর ॥" ৭৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭১। **হাসি**—আনন্দের হাসি হাসিয়া। ভক্তভাবে তদুচিত দৈন্যবশতঃ নিত্যানন্দ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের ইচ্ছার এখন কোনও প্রভাব নাই, যাহাতে এই দুই মদ্যপ উদ্ধার পাইতে পারে; প্রভুর প্রিয় পরমভাগবত হরিদাসের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেই তাহাদের উদ্ধার হইতে পারে। হরিদাসের কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই দুই মদ্যপের উদ্ধারের জন্য হরিদাসেরও ইচ্ছা আছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং আনন্দের হাসি হাসিয়া নিত্যানন্দ **তানে দিলা আলিঙ্গন**—হরিদাসকে পরমানন্দে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। **অত্যন্ত কোমল হই**—প্রীতিভরে অত্যন্ত কোমল বা স্নিগ্ধ হইয়া। **বচন**—পরবর্তী ৭২-৭৪-পয়ারোক্ত কথা।

৭২। **লই**—লইয়া, বহন করিয়া। **তাহা কহি**—চল, সেই আদেশের কথা বলি গিয়া।

৭৩। **সভারে ভজিতে ইত্যাদি**—কৃষ্ণভজন করার নিমিত্ত সকলের প্রতিই প্রভুর আদেশ। **তার মধ্যে ইত্যাদি**—সকলের মধ্যে, আবার যাহারা অত্যন্ত পাপী (পাপকার্যরত), তাহাদের নিকটে প্রভুর আদেশ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন।

৭৪। অন্বয়। **বলিবার** (কৃষ্ণভজনের নিমিত্ত প্রভুর আদেশের কথা বলিবার) **ভারমাত্র** (দায়িত্বমাত্র) **আমরা-দুইর** (আমাদের দুই জনের—তোমার ও আমার)। নিত্যানন্দ হরিদাসের নিকটে বলিলেন—"প্রভুর আদেশ প্রচারের কার্যেই প্রভু আমাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আদেশ প্রচারই আমাদের কর্তব্য; তদতিরিক্ত কিছু করার দায়িত্ব আমাদের নাই, সামর্থ্যও নাই। কেহ যদি সেই আদেশ গ্রহণ না করে, তাহাকে তাহা গ্রহণ করাইবার দায়িত্ব এবং সামর্থ্যও আমাদের নাই। সুতরাং চল, আমরা যাইয়া এই দুই জনের নিকটে প্রভুর আদেশের কথা বলি।" **বলিলে না লয়**—প্রভুর আদেশের কথা এই দুইজনের নিকটে বলিলেও যদি ইহারা তাহা গ্রহণ না করে, প্রভুর আদেশানুসারে কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণভজনাদি না করে তবে **সেই মহাবীর**—তাহা হইলে সেই মহাবীর (অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান্, সকলের মনোবৃত্তির নিয়ন্তা, এবং জগতে যাঁহারা বীর বলিয়া খ্যাত, যাঁহার শক্তির তুলনায়, তাঁহাদের শক্তিও অতি তুচ্ছ, সেই মহাবীর গৌরচন্দ্র আছেন। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি ইহাদিগকে—এই দুই জনকে—কৃষ্ণনামাদি লওয়াইবেন, শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবর্তিত করিবেন)। "তবে সেই মহাবীর"-স্থলে "যবে, সেই ভার তাঁর"-পাঠান্তর। **তাঁর**—প্রভু গৌরচন্দ্রের। **সেই ভার তাঁর**—এই দুই জনকে কৃষ্ণনামাদি লওয়াইবার ভার (দায়িত্ব) তাঁহার (সেই গৌরচন্দ্রের)।

বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে-দুইর স্থানে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে ॥ ৭৫
সাধু-লোকে মানা করে "নিকটে না যাও।
নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও ॥ ৭৬
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে ॥ ৭৭
কিসের সন্ন্যাসী-জ্ঞান ও দুইর ঠাঞি।
ব্রহ্মবধে গোবধে যাহার অন্ত নাঞি ॥" ৭৮
তথাপিহ দুইজন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
নিকটে চলিলা, দোঁহে মহা-কুতূহলী ॥ ৭৯
'শুনিবারে পায়' হেন নিকটে থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ৮০
"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥ ৮১
তোমা' সভা' লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥" ৮২
ডাক শুনি মাথা তুলি চা'হে দুইজন।
মহা-ক্রোধে দুইজন অরুণ-নয়ন ॥ ৮৩
সন্ন্যাসি-আকার দেখি মাথা তুলি চা'হে।
"ধর ধর" বলি দোঁহে ধরিবারে যায়ে ॥ ৮৪
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায়।
"রহ রহ" বলি দুই দস্যু পাছে যায় ॥ ৮৫
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জগর্জ্জ করে।
মহা-ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে ॥ ৮৬
লোক বোলে "তখনেই নিষেধ করিল।
এ দুই সন্ন্যাসী আজি সঙ্কটে পড়িল ॥" ৮৭
যতেক পাষণ্ডি-সব হাসে' মনে মনে।
"ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে ॥" ৮৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৭। অন্তরে—দূরে। "পরম"-স্থলে "পরাণ"-পাঠান্তর। পরাণ তরাসে—প্রাণের ভয়ে।

৭৮। কিসের ইত্যাদি—তোমরা সন্ন্যাসী বলিয়া এই দুই মদ্যপ যে তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে, তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে না, তাহা মনে করিও না। এই দুই জনের নিকটে অন্য লোক যেমন, সন্ন্যাসীও তেমনই। ব্রহ্মবধে ইত্যাদি—যাহারা অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করিয়াছে, সন্ন্যাসীর প্রতি তাহারা যে শ্রদ্ধা দেখাইবে, তাহা মনে করিও না। "যাহার"-স্থলে "তাহার"-পাঠান্তর।

৭৯। তথাপিহ—পথিমধ্যস্থ সাধুলোকদের নিষেধ-সত্ত্বেও। দুইজন—নিত্যানন্দ এবং হরিদাস। নিকটে—দুই মদ্যপের নিকটে।

৮৩। মাথা তুলি—দুই মদ্যপ মাটিতেই পড়িয়াছিল; সুতরাং মাথাও মাটিতেই লুটাইয়াছিল। নিত্যানন্দ ও হরিদাসের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া মাথা তুলিয়া তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। মহাক্রোধে ইত্যাদি—নিত্যানন্দ ও হরিদাসের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়াই দুই মদ্যপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, ক্রোধভরে তাহাদের নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

৮৪। সন্ন্যাসি-আকার—সন্ন্যাসাকৃতি, সন্ন্যাসীর পোষাকধারী। সন্ন্যাসি-আকার দেখি ইত্যাদি—তাহারা মাথা তুলিয়া চাহিয়া যখন দেখিল, সন্ন্যাসীর পোষাকধারী দুই জন লোক উচ্চস্বরে ডাকিতেছে, তখনই তাহারা উঠিয়া "ধর ধর" বলিয়া তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইল। "দেখি"-স্থলে "দুই" এবং "ধর ধর বলি দোঁহে"-স্থলে "ধর ধর ধর বলি"-পাঠান্তর।

৮৮। হাসে মনে মনে—পাষণ্ডিগণ মনে মনে আনন্দের হাসি হাসিতে লাগিল। তাহারা

"কৃষ্ণ ! রক্ষ, কৃষ্ণ ! রক্ষ" সুব্রাহ্মণে বোলে।
সে-স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ॥ ৮৯
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।
"ধরিলুঁ ধরিলুঁ" বলি লাগি নাহি পায় ॥ ৯০
নিত্যানন্দ বোলে "ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে, তবে পাই সব ॥" ৯১
হরিদাস বোলে "ঠাকুর ! আর কেনে বোল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল ॥ ৯২
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ অবশেষ ॥ ৯৩
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥" ৯৪
দোঁহার শরীর স্থুল—না পারে ধাইতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ দেখিতে ॥ ৯৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ভণ্ড সাধু বলিয়া মনে করিত। তাহারা মনে করিল, ভণ্ডের উচিত ইত্যাদি—এই দুই মদ্যপের দ্বারা নারায়ণ এই দুই ভণ্ডসাধুর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাই করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই তাহারা আনন্দে হাসিতে লাগিল।

৮৯। **সুব্রাহ্মণে**—সেই স্থানে উপস্থিত ধর্মপরায়ণ ও সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ উত্তম ব্রাহ্মণগণ।

৯১। **ভাল হইল বৈষ্ণব**—আমাদের মুখে কৃষ্ণভজনের জন্য প্রভুর উপদেশ শুনিয়া এই দুই মদ্যপ উত্তম বৈষ্ণবই হইয়াছে। (ইহা হইতেছে শ্রীনিত্যানন্দের ব্যঙ্গোক্তি বা বিস্ময়োক্তি। প্রভুর উপদেশ শুনিয়া কোথায় ভক্তিভাবাপন্ন হইবে, কাহাকেও উদ্বেগ না দেওয়ার ইচ্ছা জন্মিবে; কিন্তু দেখিতেছি, এই দুই মদ্যপ আমাদিগকে সংহার করিবার জন্য আমাদের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে!! অদ্ভুত ব্যাপার। এখন ইহাদের হাত হইতে) আজি যদি ইত্যাদি—আজ যদি প্রাণে বাঁচিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা নিজেদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিব। "বাঁচে, তবে পাই"-স্থলে "রহে, তবে পাই" এবং "পাই, তবে হয়"-পাঠান্তর।

দুই মদ্যপের ভয়ে নিত্যানন্দ ও হরিদাস যে জানাইতেছেন, ইহাও লীলাশক্তির এক ভঙ্গী (পরবর্তী ১৭৬-৭৭ এবং ১৮৫-১৮৭-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৯২। "ঠাকুর"-স্থলে "রাম", "বাউল" এবং "বাক্য"-পাঠান্তর। বাউল—বাতুল, পাগল। **অপমৃত্যে**—অপমৃত্যুতে।

৯৩। **যেন**—যেমন। **প্রাণ অবশেষ**—প্রাণান্ত, মৃত্যু। এ-সমস্ত হইতেছে নিত্যানন্দের সহিত হরিদাসের প্রেম-কলহ। হরিদাস যে নিত্যানন্দের প্রতি রুষ্ট হয়েন নাই, পরবর্তী পয়ারোক্তিই তাহার প্রমাণ।

৯৫। **দোঁহার**—নিত্যানন্দ ও হরিদাস—এই দুই জনেরই। **ধাইতে**—দৌড়াইয়া পলাইতে। **দেখিতে**—দেখিয়া। "দেখিতে"-স্থলে "ত্বরিতে"-পাঠান্তর। অর্থ—তাড়াতাড়ি। "ত্বরিতে"-পাঠান্তর গ্রহণ করিলে বুঝা যায়, দুই মদ্যপের শরীরই স্থূল ছিল। কিন্তু পরবর্তী ৯৯-পয়ারোক্তি হইতে মনে হয় "দেখিতে"-পাঠই সঙ্গত।

দুই দস্যু বোলে "ভাই ! কোথারে যাইবা ।
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা ? ৯৬
তোমরা না জান' এথা জগা-মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের্-দেখ পাছে ॥" ৯৭
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া ।
"রক্ষ কৃষ্ণ ! রক্ষ কৃষ্ণ ! গোবিন্দ !" বলিয়া ॥ ৯৮
হরিদাস বোলে "আমি না পারি চলিতে।
জানিঞাও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে ॥ ৯৯
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঁই ।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি প্রাণ সে হারাই ॥" ১০০
নিত্যানন্দ বোলে "আমি নহিয়ে চঞ্চল ।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু সে বিহ্বল ॥ ১০১
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান বোল বলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ১০২
কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তাঁর ।
'চোর ঢঙ্গ' বই লোক নাহি বোলে আর ॥ ১০৩
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে ॥ ১০৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯৬। এড়াইবা—রক্ষা পাইবা। জগা-মাধার ঠাঞি—ইহা হইতে জানা গেল, এই দুই মদ্যপের মধ্যে এক জনের নাম ছিল "জগা" এবং অপর জনের নাম ছিল "মাধা"। এই দুইটি বোধ হয়, তাহাদের "ডাক নাম"। পরবর্তী ১২০-পয়ারে বলা হইয়াছে, ইহাদের নাম ছিল "জগাই" এবং "মাধাই"। "জগাই" ও "মাধাই"—সংক্ষেপে "জগা" ও "মাধা"। কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় (১১৫) লিখিয়াছেন, ইহাদের নাম ছিল "জগন্নাথ" ও "মাধব", বৈকুণ্ঠ-দ্বারপাল "জয় বিজয়"।

৯৭। খানি—ক্ষণেক।

৯৯-১০০। এই দুই পয়ারোক্তিও নিত্যানন্দের প্রতি হরিদাসের প্রণয়-কলহোক্তি। জানিঞাও—নিত্যানন্দ যে চঞ্চল, তাহা জানিয়াও। কাল যবনের—কালস্বরূপ (যমস্বরূপ) যবনের, যবন মুলুকপতির অনুচর যবনদিগের।

১০১। হরিদাসের কথার উত্তরে ১০১-১০৫-পয়ারসমূহে নিত্যানন্দের প্রণয়-কলহোক্তি কথিত হইয়াছে। তোমার প্রভু সে—তোমার প্রভুই, শ্রীচৈতন্যই বিহ্বল—ব্যাকুল ; ব্যাকুলতাবশতঃ চঞ্চল।

১০২। ব্রাহ্মণ হইয়া—তোমার প্রভু শ্রীচৈতন্য তো ব্রাহ্মণ, রাজা নহেন ; তথাপি কিন্তু তিনি যেন ইত্যাদি—যে-আদেশ করেন, তাহা যেন রাজার আদেশ, রাজার ন্যায় আদেশ করেন। তান বোল ইত্যাদি—তাঁহার আদেশে তাঁহার কথাই ঘরে ঘরে বলিতেছি। বোল—কথা। "বোল বলি"-স্থলে "বোলে বুলি"-পাঠান্তর। অর্থ—তাঁহার কথাতেই (আদেশেই) ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াই।

১০৩। কোথাও যে ইত্যাদি—কোনও স্থানেই যে-রকম আদেশের কথা শুনা যায় না, তোমার প্রভুর আদেশ সেই রকম। আর, তাহা যখন আমরা লোকদের মধ্যে প্রচার করিতে যাই, তখন লোকে আমাদিগকে চোর ঢঙ্গ ইত্যাদি—"চোর, ভণ্ড" ছাড়া আর কিছু বলে না। ঢঙ্গ—শঠ, ভণ্ড।

১০৪। না করিলে—তাঁহার আদেশ পালন না করিলেও তিনি আমাদের সর্বনাশ করেন,

আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই জনে বলিলাঙ, দোষভাগী আমি ?" ১০৫
হেনমতে দুইজনে আনন্দ-কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে, দেখিয়া বিকল॥ ১০৬
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়ারড়ি॥ ১০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আর করিলেও ইত্যাদি—তাঁহার আদেশ পালন করিতে গেলেও "চোর, ভণ্ড" বলিয়া অভিহিত হওয়া-রূপ ফলই পাইতে হয়। "তান"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর।

১০৫। **দুই জনে** ইত্যাদি—তোমার প্রভুর আদেশের কথা, তুমি এবং আমি—আমরা দুই জনেই তো প্রচার করিয়াছি, আমি একা তো করি নাই। এখন দোষ হইল কি কেবল আমার ?

১০১-১০৫ পয়ারসমূহে শ্রীনিত্যানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে বাস্তবিক হরিদাসের সহিত তাঁহার প্রণয়-কলহ বা আনন্দ-কলহ (পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)। আর প্রভুসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে ব্যাজস্তুতি—নিন্দার ছলে স্তুতি। প্রভুসম্বন্ধে তাঁহার উক্তিগুলির তাৎপর্য হইতেছে এই। "প্রভু স্বরূপতঃই ব্রাহ্মণ ; তাই তিনি ব্রাহ্মণকুলেই অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইলেও তিনি লৌকিক জগতের ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি হইতেছেন সকলের রাজা, রাজরাজেশ্বর, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং অনন্ত ভগবদ্ধামের অধীশ্বর এবং নিয়ামক। লোকনিস্তারের জন্য তাঁহার এতই ব্যাকুলতা যে, সেই ব্যাকুলতাতে তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। সে জন্যই তিনি ঘরে ঘরে কৃষ্ণভজনের উপদেশ প্রচারের নিমিত্ত তাঁহার ভৃত্য আমাদের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করার সামর্থ্য কাহারও নাই, তিনি নিজেই হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া তাঁহার আদেশ পালন করাইয়া থাকেন। সে জন্যই আমরা লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়াছি। কোনও কোনও লোক আমাদিগকে "চোর, ভণ্ড" বলিলেও আমাদের কোনও দুঃখ নাই, তাঁহার আদেশ পালন করিয়াই আমরা নিজে-দিগকে ধন্য মনে করি, পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকি এবং মনে করি, তাঁহার আদেশ পালন না করিলে এবং লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপে দুঃখ অনুভব করিয়া তাঁহার আদেশ-পালন হইতে বিরত হইলে, তাঁহার চরণে আমাদের মহা-অপরাধ হইবে, তাহাতে আমাদের সর্বনাশ হইবে। অহো ! প্রভুর কি করুণা ! লোকনিস্তারের জন্য প্রভুর কি ব্যাকুলতা !! এমন ব্যাকুলতা তো অপর কোনও ভগবৎস্বরূপেই দেখা যায় না ! করুণাবশতঃ লোকের নিস্তারের নিমিত্ত, সকল লোকের ঘরে ঘরে নিজের লোক পাঠাইয়া কৃষ্ণভজনের উপদেশের এমন ব্যাপক প্রচার কেহ কি আর কোথাও কখনও দেখিয়াছে ? না শুনিয়াছে ?"

১০৬। **আনন্দ-কন্দল**—আনন্দের উচ্ছ্বাস-জনিত কোন্দল (কলহ)। **দুই দস্যু**—জগা ও মাধা। বিকল—নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভয়ে অস্থির।

১০৭। **নিজ ঠাকুরের বাড়ী**—মহাপ্রভুর বাড়ীতে, বাড়ীর কোনও এক স্থানে, প্রভুর নিকটে

দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনেই বাজিল ॥ ১০৮
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল ॥ ১০৯
কথোক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চা'হে।
কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়ে ॥ ১১০
স্থির হই দুইজনে কোলাকোলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ১১১
বসি আছে মহাপ্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ মদনমোহন ॥ ১১২
চতুর্দ্দিগে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোঽন্যে কৃষ্ণকথা কহেন সকল ॥ ১১৩
কহয়ে আপন তত্ত্ব সভা'মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেতদ্বীপপতি যেন সনকাদি-সঙ্গে ॥ ১১৪
নিত্যানন্দ-হরিদাস হেনই সময়।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয় ॥ ১১৫
"অপরূপ দেখিলাঙ আজি দুইজন।
পরম মদ্যপ, পুন বোলায় 'ব্রাহ্মণ' ॥ ১১৬
ভাল রে বলিল তারে 'বোল কৃষ্ণ-নাম'
খেদাড়িয়া আইল, ভাগ্যে রহিল পরাণ ॥" ১১৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নহে (পরবর্তী ১১১-পয়ার দ্রষ্টব্য)। **মদ্যের বিক্ষেপে**—মদের ঝোঁকে, মদের নেশায়। **পাড়ে রড়ারড়ি**—দৌড়াদৌড়ি বা ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

১০৮। **দেখা না পাইয়া**—নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া। তাঁহারা যে "নিজ ঠাকুরের বাড়ীতে" প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা জগা-মাধা দেখিতে পায় নাই; তাহারা কেবল এইটুকুমাত্র দেখিল যে, রাস্তার উপরে তাঁহারা নাই। তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া দুই মদ্যপ আর তাঁহাদের অনুসন্ধান করিল না, **দুই মদ্যপ রহিল**—তাহারা দৌড়াদৌড়ি না করিয়া রাস্তার উপরেই থামিয়া রহিল। **শেষে হুড়াহুড়ি ইত্যাদি**—শেষকালে তাহারা নিজেদের মধ্যেই হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল (১১০-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

১১০। **কথোক্ষণে**—কতক্ষণ পরে।

১১৩। **অন্যোঽন্যে**—পরস্পর।

১১৪। মহাপ্রভু কৌতূহলের সহিত ভক্তমণ্ডলীর নিকটে নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছিলেন; দেখিলে মন হয় যেন, শ্বেতদ্বীপ-পতি (ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ) সনকাদির সঙ্গে বিরাজিত।

১১৫। **হেনই সময়**—প্রভু যখন নিজের তত্ত্ব বলিতেছিলেন, তখনই। **দিবস বৃত্তান্ত**—সেই দিন প্রভুর আদেশ-প্রচারার্থ তাঁহারা কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে কোন্ স্থানে কি ঘটিয়াছিল—এ-সমস্ত বিবরণ। **সম্মুখে**—প্রভুর নিকটে।

১১৬-১১৭। এই দুই পয়ারে প্রভুর নিকটে শ্রীনিত্যানন্দ জগাই-মাধাইর বিবরণ বলিয়াছেন। **অপরূপ**—অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক। **পরম মদ্যপ ইত্যাদি**—সেই দুই জন অত্যধিকরূপে মদ্যপানাসক্ত, অথচ নিজেদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করে। (মদ্যপান, এমন কি মদ্যস্পর্শও, ব্রাহ্মণের কর্তব্য বা ধর্ম নহে; অথচ এই দুই জন সর্বদা মদ্যপানে বিভোর থাকে। ইহাই অপরূপত্ব)। **ভাল রে**—তাহাদের ভাল'র জন্য, মঙ্গলের নিমিত্ত। **বলিল**—বলিলাম।

প্রভু বোলে "কে সে দুই, কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম?" ১১৮
সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম-প্রকাশ॥ ১১৯
"সে-দুইর নাম প্রভু!—জগাই মাধাই।
সুব্রাহ্মণপুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই॥ ১২০
সঙ্গদোষে সে দোঁহার হৈল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি॥ ১২১
সে-দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে'।
হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে॥ ১২২
সে-দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি!" ১২৩
প্রভু বোলে "জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর এথা॥" ১২৪
নিত্যানন্দ বোলে "খণ্ড খণ্ড" কর' তুমি।
সে-দুই থাকিতে কতি না যাইব আমি॥ ১২৫
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই-দুইরে যে 'গোবিন্দ' বোলাই॥ ১২৬
স্বভাবেই ধার্ম্মিক বোলয়ে কৃষ্ণনাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন॥ ১২৭
এ দুই উদ্ধার' যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকিপাবন' হেন নাম॥ ১২৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৯। **গঙ্গাদাস**—২।৯।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাসপণ্ডিত। **তার**—তাহাদের **বিকর্ম্ম-প্রকাশ**—যত অসৎকর্ম প্রকাশ পাইয়াছে; অনুষ্ঠিত অসৎকর্ম। পরবর্তী ১২০-১২৩-পয়ারসমূহে গঙ্গাদাস ও শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে সেই দুই মদ্যপের পরিচয় দিয়াছেন।

১২০। **সুব্রাহ্মণপুত্র দুই**—তাহারা দুই জনই ব্রাহ্মণোচিত সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের পুত্র। **এই ঠাঁই**—এই স্থানে, নবদ্বীপে। "এই"-স্থলে "এক"-পাঠান্তর।

১২১। **ডরে**—ডরায়, ভয় পায়। "ডরে"-স্থলে "জরে" এবং "জ্বরে"-পাঠান্তর। **জরে**—জর্জরিত হয়। **জ্বরে**—যেন জ্বর-রোগে আক্রান্ত হয়।

১২৩-১২৪। **আপনে ইত্যাদি**—তুমি গোসাঞি, সর্বজ্ঞ স্বয়ংভগবান্; সুতরাং তাহাদের সমস্ত পাতক তুমিই দেখিতেছ, তুমিই সমস্ত জান। **খণ্ড খণ্ড করিমু**—তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব। পূর্ববর্তী ৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৫। ১২৫-১২৯-পয়ারসমূহ প্রভুর প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি,—জগাই-মাধাইর উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর নিকটে, এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে, নিত্যানন্দের আবেদন। **কতি ইত্যাদি**—তোমার আদেশ প্রচারের নিমিত্ত আমি কোথাও যাইব না। **কতি**—কোথাও, কোনও স্থানেই।

১২৬। **বড়াই**—বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, স্পর্দ্ধা। **কিসের বা ইত্যাদি**—কি জন্য তুমি নিজের এত শ্রেষ্ঠত্বের কথা বল? এত আস্পর্দ্ধা কিসের জন্য কর? **আগে সেই ইত্যাদি**—আগে সেই দুই মদ্যপকে গোবিন্দ বলাও দেখি; তাহার পরে আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিও। তাহার পূর্বে তোমার এই আস্পর্দ্ধা শোভা পায় না। শ্রীনিত্যানন্দের এ-সমস্ত উক্তি, প্রভুর প্রতি তাঁহার গাঢ় প্রীতি এবং মমত্ব-বুদ্ধিরই পরিচায়ক।

১২৭-১২৮। **স্বভাবেই ইত্যাদি**—যাঁহারা ধার্মিক (ধর্মপরায়ণ), তাঁহারা নিজেদের স্বভাবের

আমরে তারিয়া যত তোমার মহিমা। ততোধিক এ-দোঁহার উদ্ধারের সীমা ॥" ১২৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গুণেই, আপনা হইতেই, কৃষ্ণনাম বলিয়া থাকেন; সুতরাং তাহাদিগকে কৃষ্ণনাম উপদেশ করার কোনও প্রয়োজনই নাই। যাহারা ধার্মিক নহে; কোনও সৎকার্য তো করেই না, বরং যাহারা সর্বদা অসৎকর্মে লিপ্ত, তাহাদের প্রতি কৃষ্ণনাম উপদেশেরই নিতান্ত প্রয়োজন: কেবল উপদেশ নহে, পরন্ত তাহারা যাহাতে উপদেশের অনুসরণে কৃষ্ণনাম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদনুরূপ কৃপা-প্রকাশেই উপদেশ সার্থক হইতে পারে। **এ-দুই বিকর্ম্ম** ইত্যাদি—এই দুই জন মদ্যপ বিকর্ম (অসৎকর্ম)-ব্যতীত অন্য কিছুই জানে না। **এ-দুই উদ্ধার'** ইত্যাদি—ভক্তি দান করিয়া যদি তুমি এই দুই জন দুষ্কৃতিকে উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলেই জানিব, তোমার "পাতকি-পাবন"-নাম সার্থক। (নচেৎ কেবল পাতকি-পাবনত্বের বড়াই করিয়া কি লাভ?) **বিকর্ম্ম**—বিগর্হিত বা অসৎকর্ম। **উদ্ধার'**—উদ্ধার কর, উদ্ধার করিতে পার। জগাই-মাধাইর নিকটে যাওয়ার পূর্বেই, দূর হইতে তাহাদের আচরণ দেখিয়া এবং পথিমধ্যস্থ লোকদের মুখে তাহাদের পরিচয় জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই দুই মদ্যপ এখন যেমন প্রাকৃত-মদিরাপানে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রেম-মদিরা-পানে যেন তাহারা এইরূপ প্রমত্ত হয় (পূর্ববর্তী ৫৭-পয়ার)। ইহার পরেই নিত্যানন্দ ও হরিদাস জগাই-মাধাইর নিকটে গিয়াছিলেন এবং জগাই-মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের উপর অত্যাচার করার জন্য তাঁহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও নিত্যানন্দের সেই ইচ্ছা স্তিমিত হয় নাই, বরং তীব্রতা-ধারণ করিয়াছিল। সে-জন্যই তিনি তাঁহার অপূর্ব ভঙ্গীতে প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইলেন, প্রভু যেন কৃপা করিয়া এই দুই মদ্যপকে, কেবল কৃষ্ণনাম করার প্রবৃত্তি নয়, "ভক্তি-দান দিয়া—প্রেমভক্তি দান করিয়া" কৃতার্থ করেন। "অক্রোধ-পরমানন্দ" এবং "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা" পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের কি অদ্ভুত করুণা!

১২৯। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকটে আরও বলিলেন, **আমারে তারিয়া** ইত্যাদি—আমাকে তুমি উদ্ধার করিয়াছ, তাহাতে তোমার করুণার মহিমাও অসাধারণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে; যেহেতু, আমি ছিলাম নিতান্ত বহির্মুখ, তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে রতি-মতিহীন। আমার বহির্মুখতা এত গাঢ় ছিল যে, তোমার করুণার অসাধারণ প্রকাশব্যতীত তাহার দূরীকরণ সম্ভব নয় (এ-সমস্ত হইতেছে নিত্যানন্দের দৈন্যোক্তি)। কিন্তু প্রভু এই দুই জনের ন্যায় আমি মদ্যপানাসক্ত ছিলাম না, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া গোবধ-ব্রহ্মবধও করি নাই, গোমাংসও ভক্ষণ করি নাই। সুতরাং **ততোধিক এ-দোঁহার** ইত্যাদি—আমার উদ্ধারের জন্য তোমার কৃপা যে অসাধারণ প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, এই দুই জনকে উদ্ধার করিলে, তোমার কৃপা তাহা অপেক্ষাও অসাধারণরূপে অভিব্যক্ত হইবে, কৃপার প্রকাশ চরম সীমায় উঠিবে।

জগাই-মাধাইর উদ্ধারের নিমিত্ত নিত্যানন্দের যে কত ব্যাকুলতা, তাঁহার এই পয়ারোক্তিতেই তাহা বিশেষরূপে জানা যায়। নিত্যানন্দ হইতেছেন মূলভক্ত-অবতার শ্রীবলরাম;

হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥ ১৩০
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাত কৃষ্ণ তার করিব কুশল ॥" ১৩১

শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
জয় জয়-হরি-ধ্বনি করিলা তখন ॥ ১৩২
"হইল উদ্ধার" সভে মানিলা হৃদয়ে।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে ॥ ১৩৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সুতরাং তাঁহার মধ্যে ভক্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত; অন্য অপেক্ষা কোনও বিষয়েই নিজের উৎকর্ষের কথা তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইতে পারে না; বরং সকল বিষয়ে নিজের সর্বাপেক্ষা হীনতার কথাই তাঁহার মুখে প্রকাশ পাওয়ার কথা। কিন্তু এই দুই মদ্যপের উদ্ধারের জন্য তাঁহার তীব্র ব্যাকুলতাবশতঃ, সর্বাপেক্ষা তাহাদের হীনতা—সুতরাং প্রভুর কৃপায় সর্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্রতা দেখাইবার জন্য তিনি ব্রহ্মহত্যা-গোহত্যাদি কোনও কোনও বিষয়ে এই দুই মদ্যপ অপেক্ষা নিজের উৎকর্ষের কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। পাতকীর উদ্ধারের জন্য পতিত-পাবন নিত্যানন্দের কি বিস্ময়-জনক কৃপাভঙ্গী !!

১৩০-১৩১। নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতে এই দুই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। জীব-নিস্তারের জন্যই প্রভুর অবতরণ; জীব-নিস্তারের ব্যাপারে, তাঁহার অভিন্নস্বরূপ মূলভক্ত-অবতার শ্রীনিত্যানন্দই প্রভুর প্রধান সহায়। সেই নিত্যানন্দের মধ্যে পাতকীর উদ্ধারের জন্য অসাধারণ ব্যাকুলতা দেখিয়াই প্রভুর আনন্দ। সেই আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতেই প্রভু এই দুই পয়ারোক্ত কথাগুলি নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন। আনুষঙ্গিকভাবে প্রভু নিত্যানন্দের মহিমারও খ্যাপন করিয়াছেন। প্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন—**হইল উদ্ধার** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ! যে-সময়ে এই দুই মদ্যপ তোমার দর্শন পাইয়াছে, সেই সময়েই, তোমার দর্শনমাত্রেই, তাহারা ভব-বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। **বিশেষে চিন্তহ** ইত্যাদি—কেবল ভব-বন্ধন হইতে উদ্ধার-লাভ নহে, তদপেক্ষাও একটি বিশেষত্ব তোমার কৃপায় তাহারা লাভ করিবে। সেই বিশেষত্বটি হইতেছে এই। তুমি তাহাদের জন্য **এতেক মঙ্গল** (প্রেমভক্তি-লাভরূপ মঙ্গল) চিন্তা করিতেছ। তোমার এই চিন্তার প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অচিরাৎ (অনতিবিলম্বে) তাহাদের **কুশল** করিবেন (তোমার অভীষ্ট প্রেমভক্তি দান করিয়া তাহাদের পরমতম মঙ্গলের বিধান করিবেন)।

১৩৩। **অদ্বৈতের স্থানে** ইত্যাদি--নিত্যানন্দ ও হরিদাস যখন বিশ্বম্ভরের নিকটে গিয়াছিলেন, তখন নিত্যানন্দই প্রভু-বিশ্বম্ভরের নিকটে সেই দিনের কার্যবিবরণ-কথনের প্রসঙ্গে জগাই-মাধাইর কথা বলিয়াছিলেন। হরিদাস কিন্তু প্রভুর নিকটে কিছু না বলিয়া অদ্বৈতাচার্যের নিকটে তাঁহার কথা জানাইতেছিলেন। পরবর্তী ১৩৪-৪৬-পয়ারসমূহে শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে হরিদাসের কথিত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিবরণে নিত্যানন্দের প্রতি হরিদাসের প্রণয়-কটাক্ষ এবং নিত্যানন্দের মহিমাও ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিগে ধায়॥ ১৩৪
বরিষায় জাহ্নবীয়ে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥ ১৩৫
কূলে থাকি ডাক পাড়ি, করি 'হায় হায়'।
সকল-গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥ ১৩৬
যদি বা কূলেতে উঠে ছাওয়াল দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া॥ ১৩৭
তার পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা'সভা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া॥ ১৩৮
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥ ১৩৯
সেই সে করয়ে কর্ম্ম যে যুগত নহে।
কুমারী দেখিয়া বোলে' মোরে বিবাহিয়ে'॥ ১৪০
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে 'মহেশ' বোলায়।
পরের গাবীর দুগ্ধ—তাহা দুহি' খায়॥ ১৪১
আমি শিখাইতে গালি পাড়য়ে তোমারে।
'তোহোর অদ্বৈত মোর কি করিতে পারে॥ ১৪২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৪। **চঞ্চলের সঙ্গে**—নিত্যানন্দের ন্যায় চঞ্চল লোকের সঙ্গে। গূঢ় অর্থ—গৌর-প্রেম-চঞ্চল বা আনন্দচঞ্চল নিত্যানন্দের সঙ্গে।

১৩৫। নিত্যানন্দের চাঞ্চল্যের কথা বলা হইতেছে। **বরিষায়**—বর্ষাকালে। **জাহ্নবীয়ে**—গঙ্গায়। "বরিষায় জাহ্নবীয়ে"-স্থলে "বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে"-পাঠান্তর। **তারে**—সেই কুম্ভীরকে। **সাঁতার এড়িয়া**—সাঁতার দিয়া গিয়া।

১৩৬। **কূলে থাকি**—আমি গঙ্গার তীরে থাকিয়া ডাক পাড়ি ইত্যাদি—"হায় হায়" করিয়া চীৎকার করি।

১৩৭। **ছাওয়াল**—অল্পবয়স্ক শিশু। "ছাওয়াল"-স্থলে "ছাত্তাল" এবং "বালক"-পাঠান্তর। **মারিবার তরে ইত্যাদি**—শিশুদিগকে মারিবার (প্রহার করিবার) জন্য খেদাড়িয়া (তাড়া করিয়া) যায় (নিত্যানন্দ)। "মারিবার তরে শিশু"-স্থলে "মারিবারে তা' সভারে" এবং "মারিবারে শিশুগণে"-পাঠান্তর।

১৩৮। **তার পিতা মাতা**—সেই শিশুগণের পিতা মাতা। **ঠেঙ্গা**—লাঠি। **পাঠাই**—ঘরে পাঠাইয়া দেই। **চরণে ধরিয়া**—তাঁহাদের চরণ ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক।

১৪০। **যুগত**—যুক্ত, সঙ্গত। **বিবাহিয়ে**—বিবাহ কর। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "কুমারিকা দেখি বিভা করিবারে চাহে"-পাঠান্তর। **বিভা**—বিবাহ।

১৪১। **মহেশ বোলায়**—বলেন "আমি মহেশ—শিব"। **গাবীর**—গাভীর। **দুহি**—দোহন করিয়া।

১৪২। **আমি শিখাইতে ইত্যাদি**—এ-সকল চাঞ্চল্য না করার জন্য আমি যদি নিত্যানন্দকে শিক্ষা দেই, তাহা হইলে তিনি তোমাকে (শ্রীঅদ্বৈতকে) গালি পাড়য়ে (তিরস্কার করেন) এবং বলেন **তোহোর অদ্বৈত ইত্যাদি**—অদ্বৈত তোর মুরুব্বি আছে বলিয়া তুই আমাকে শিক্ষা দিতে আসিস্; কিন্তু তোর অদ্বৈত আমার কি করিতে পারে? (আমি কি তোর অদ্বৈতের তোয়াক্কা

চৈতন্য—বলিস্ যারে 'ঠাকুর' করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া ॥' ১৪৩
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবে ভাগ্যে আজি রক্ষা পাইল পরাণে ॥ ১৪৪
মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়ি আছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে ॥ ১৪৫
মহা-ক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার।
জীবন রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার ॥' ১৪৬
হাসিয়া অদ্বৈত বোলে "কোন চিত্র নহে।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে ॥ ১৪৭
তিন-মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত? ১৪৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

রাখি ?)। গূঢ়ার্থ—শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন নিত্যানন্দরূপ বলরামের অংশাংশাংশ ; অংশী নিত্যানন্দের উপরে অংশ অদ্বৈতের কোনও অধিকারই থাকিতে পারে না।

১৪৩। নিত্যানন্দ আরও বলেন, চৈতন্য ইত্যাদি—এই যে শ্রীচৈতন্য, যাঁকে তোরা "ঠাকুর" বলিস্, তিনি আসিয়াই বা আমার কি করিতে পারেন? (গূঢ়ার্থ—শ্রীচৈতন্য তো ভক্ত-পরাধীন ; তিনি তাঁহার ভক্তকে শাসন করিতে পারেন না)।

১৪৪। **কিছুই না কহি** ইত্যাদি—নিত্যানন্দের এ-সকল আচরণের কথা আমি ঠাকুরের (প্রভুর) নিকটে কখনও কিছুই বলি না। আজও নিত্যানন্দ এক চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ফলে আমাদের প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, দৈবে রক্ষা পাইয়াছি। আজিকার চঞ্চলতার কথা পরবর্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে। "দৈবে ভাগ্যে"-স্থলে "দৈবযোগে" এবং "দৈবে দৈবে"-পাঠান্তর।

১৪৬। "আইসে"-স্থলে "আইল"-পাঠান্তর। **প্রসাদ তোমার**—তোমার কৃপা।

১৪৭। হরিদাসের কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত ব্যাজস্তুতিচ্ছলে নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ১৪৭-১৫০-পয়ারসমূহে তাহা কথিত হইয়াছে। **কোন চিত্র নহে**—নিত্যানন্দ যে দুই মদ্যপের নিকটে যাইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি আছে? নিত্যানন্দও তো এক জন মদ্যপ। মদ্যপের সঙ্গ করাই মদ্যপের পক্ষে উচিত কার্য।

১৪৮। **তিন-মাতোয়াল-সঙ্গ**—জগাই, মাধাই এবং নিত্যানন্দ—এই তিন মাতালের এক সঙ্গে মিলন সঙ্গতই। নিত্যানন্দ-তত্ত্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈত ব্যাজস্তুতিতে—নিন্দাচ্ছলে গুণকীর্তনে, শ্রীনিত্যানন্দকে মদ্যপ—মাতাল বলিয়াছেন। গূঢ় অর্থ—নিত্যানন্দ হইতেছেন প্রেমরূপ-মদ্যপায়ী, প্রেম-মদিরা-পানে উন্মত্ত। নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই-মাধাইও শীঘ্রই প্রাকৃত মদিরা-পান ত্যাগ করিয়া প্রেম-মদিরা-পানে উন্মত্ত হইবেন ; তাঁহাদের প্রতি কৃপাবশতঃই নিত্যানন্দ তাঁহাদের নিকটে গিয়াছেন ; সুতরাং জগাই-মাধাইর সহিত নিত্যানন্দের মিলন সঙ্গতই হইয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈত হরিদাসকে বলিলেন **নৈষ্ঠিক হইয়া** ইত্যাদি—তুমি শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠচিত্ত ভক্ত ; তুমি এ-সমস্তের (তিন মাতালের) মধ্যে বা নিকটে যাও কেন? ইহাও শ্রীঅদ্বৈতের এক রহস্যোক্তি। গূঢ় অর্থ—তোমারও তাঁহাদের নিকটে বা মধ্যে থাকা সঙ্গত। **ভিত**—নিকটে, বা মধ্যে। "তার ভিত"

নিত্যানন্দ করিব—সকল মাতোয়াল।
উহান চরিত্র আমি জানি ভালে ভাল॥ ১৪৯
এই দেখ তুমি দিন-দুই-তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠী-মাঝে॥" ১৫০
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বোলে অশেষ-বিশেষ॥ ১৫১
"শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তাঁর শক্তি॥ ১৫২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্থলে—"তায় ভীত" এবং "ভাব ভীত"-পাঠান্তর। কেনে তুমি তায় ভীত—তুমি তাহাতে ভীত হইতেছ কেন? ভাব ভীত—ভয়ের কথা ভাব কেন, ভয় পাইতেছ কেন?

১৪৯। **ভালে ভাল**—খুব ভাল রকম। এই পয়ারও নিত্যানন্দের ব্যাজস্তুতি। গূঢ় অর্থ—নিত্যানন্দের চরিত্র আমি খুব ভালরকম জানি; সকল লোককে প্রেমোন্মত্ত করার জন্যই তিনি সকল কাজ করেন। তিনি সকলকেই প্রেমোন্মত্ত করিবেন।

১৫০। **ব্যাজে**—বিলম্বে, পরে। **দিন দুই তিন ব্যাজে**—এই দুই-তিন-দিন পরেই। **আনিব**—নিত্যানন্দ আনিবেন। **গোষ্ঠীমাঝে**—বৈষ্ণব-মণ্ডলের মধ্যে। এই দেখ না কেন হরিদাস! দেখিবে, দুই-তিন-দিন পরেই সেই মাতাল নিত্যানন্দ সেই মাতাল দুই জনকে বৈষ্ণবদের মধ্যে আনিয়া ফেলিবে। ইহাও ব্যাজস্তুতি। গূঢ় অর্থ—দুই-তিন-দিন পরেই প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দের কৃপায় সেই দুই মদ্যপ প্রাকৃত মদ্যপান ত্যাগ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া বৈষ্ণব-গোষ্ঠীতে আসিবে।

১৫১। **ক্রোধাবেশ**—ক্রোধের ভাবে আবিষ্ট। **অশেষ-বিশেষ**—নানারকম বিশেষ-বিশেষ কথা (পরবর্তী ১৫২-১৫৪-পয়ার দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী পয়ারত্রয় হইতে বুঝা যায়, শ্রীঅদ্বৈতের এই ক্রোধ হইতেছে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি। তাঁহার এই ক্রোধ সাংসারিক লোকের ক্রোধের ন্যায় মায়িক রজোগুণ-জনিত ক্রোধ হইতে পারে না; যেহেতু, শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন ঈশ্বর-তত্ত্ব (২।১০।১৩৮); মায়া বা মায়ার কোনও গুণ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। আবার তিনি ভক্তভাবময়, পরম-ভক্তিমান্, শ্রীচৈতন্যের চরণ-সেবাই তাঁহার কার্য (২।১০।১৪১), গৌর তাঁহার প্রভু এবং তিনি গৌরের অলঙ্কার-স্বরূপ (২।১০।১৫২)। তাঁহার মত পরম-ভাগবতকে মায়া বা মায়ার গুণ স্পর্শও করিতে পারে না; সুতরাং তাঁহার এই ক্রোধ রজোগুণোদ্ভূত ক্রোধ হইতে পারে না। ইহা হইতেছে তাঁহার গৌর-প্রীতিরই একটি ভঙ্গী; বাহিরে ক্রোধের আকার থাকিলেও ইহা গৌর-প্রীতিময়। চিনির পুতুল সর্পাকারে রচিত হইলেও তাহাতে সর্পের বিষ থাকে না, থাকে চিনির মিষ্টত্ব। এই ক্রোধাকৃতি গৌর-প্রীতির আবেশে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও গৌরের সম্বন্ধে ব্যাজস্তুতি, গৌরের মহিমা-কীর্তন এবং আনুষঙ্গিকভাবে জাতি-কুলাভিমানী লোকদের ভাগ্য-কথন।

১৫২। **শুষিব**—শোষণ করিয়া লইব। **শুষিব সকল ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্যের সমস্ত কৃষ্ণভক্তি আমি শোষণ করিয়া লইব; তাঁহার মধ্যে কৃষ্ণভক্তির লেশও আর থাকিতে দিব না। কৃষ্ণভক্তির কৃপাতেই তো শ্রীচৈতন্য নৃত্য-কীর্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত কৃষ্ণভক্তি শুষিয়া লইলে **কেমনে নাচয়ে ইত্যাদি**—কি প্রকারে তিনি নৃত্য-কীর্তন করেন, তাহা দেখিয়া লইব এবং তখন

দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাঞি নিতাই দুই নাচিব মিলিয়া ॥ ১৫৩

একাকার করিবেক সেই-দুই জনে।
জাতি লই তুমি আমি পলাই যতনে ॥ ১৫৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহার শক্তিও (যে-শক্তিতে তিনি অপরকেও নৃত্য-কীর্তন করাইতে পারেন বলিয়া বড়াই করেন, সেই শক্তিও) দেখিয়া লইব (অর্থাৎ আমি তাঁহাকে দেখাইয়া দিব যে, যে-শক্তিতে তিনি অপরকেও নাচাইয়া এবং গাওয়াইয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব শক্তি নহে, তাঁহার মধ্যে অবস্থিত কৃষ্ণভক্তির শক্তি)। শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে যে-অখণ্ড-ভক্তিভাণ্ডার বিরাজিত এবং সেই ভক্তির প্রভাবেই যে তিনি সকলকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া প্রেমোন্মত্ত করেন, এই পয়ারোক্তিতে, তাঁহার অদ্ভুত বচন-ভঙ্গীতে, শ্রীঅদ্বৈত তাহাই জানাইলেন। ইহা প্রভু-সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাজস্তুতি। শ্রীঅদ্বৈত বিশেষরূপেই জানেন, শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভক্তিকে শোষণ করার সামর্থ্য তাঁহার নাই ; তথাপি যে তিনি বলিলেন, "শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি", ইহা হইতেছে শ্রীঅদ্বৈতের নিজস্ব এক বচনভঙ্গী।

১৫৩। পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ—হরিদাস! দেখিতে পাইবে, আগামীকল্যই, নিমাই ও নিতাই সেই দুই মদ্যপকে এখানে আনিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া নৃত্য করিবেন। (সমস্তই একাকার করিয়া দিবেন, কাহারও আর জাতি রাখিবেন না। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু এই পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতের অভিপ্রেত গূঢ় অর্থ হইতেছে—হরিদাস! দেখিতে পাইবে, এই আগামী কল্যই নিমাই ও নিতাই সেই দুই মদ্যপকে এখানে আনিয়া কৃষ্ণভক্তি দিয়া তাহাদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন এবং তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, গলাগলি হইয়া, প্রেমাবেশে নৃত্য করিবেন। (এ-জন্যই ভাবিতেছিলাম—যদি শ্রীচৈতন্যের "সকল কৃষ্ণভক্তি" শুষিয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলেই ভাল হইত)।

১৫৪। **একাকার** ইত্যাদি—হরিদাস! দেখিবে, আগামীকল্যই নিমাই ও নিতাই সেই দুই মদ্যপকে নিজেদের সহিত এবং সকল বৈষ্ণবের সহিতও একাকার করিয়া ফেলিবেন, গলাগলি হইয়া সেই দুই গো-ব্রাহ্মণ-হত্যাকারী, গোমাংস-ভোজী মদ্যপায়ীর সঙ্গে নৃত্য করিবেন। নিমাই-নিতাইর, ভক্তগণের এবং ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণের সহিতও এই দুই গোমাংসভোজী মদ্যপের কোনও ভেদ আর থাকিবে না। এইরূপ করিলে, কাহারও কি জাতি থাকে? সকলেরই জাতি নষ্ট হইবে। আমরা যদি কল্য এখানে থাকি, তাহা হইলে এই দুই গোমাংসভোজী মদ্যপের সঙ্গবশতঃ আমাদেরও জাতি নষ্ট হইবে। সমাজ তো আমাদিগকেও জাতিচ্যুত করিবে। তখন আমাদের কি অবস্থা হইবে? তাই বলিতেছি, হরিদাস! **চল জাতি লই** ইত্যাদি—আমাদের জাতি লইয়া (জাতিরক্ষার নিমিত্ত) তুমি ও আমি এ-স্থান হইতে এখনই পলায়নের চেষ্টা করি। "সেই"-স্থলে "ওই" এবং "যতনে"-স্থলে "দুজনে"-পাঠান্তর।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই যবন-কুলোদ্ভব হরিদাস-ঠাকুরের ভক্তিমহিমা অবগত হইয়া অদ্বৈতাচার্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—হরিদাস! "তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজন ॥ চৈ. চ. ৩।৩।২০৯ ॥"

অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে' হরিদাস।
'মদ্যপ-উদ্ধার' চিত্তে হইল প্রকাশ ॥ ১৫৫

অদ্বৈত-বচন বুঝে কাহার্ শকতি।
বুঝে হরিদাস প্রভু, যার যেন মতি ॥ ১৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কেবল মুখে বলা নয়, শ্রীঅদ্বৈত কার্যতঃও তাহা দেখাইয়াছেন। যাহা একমাত্র ব্রাহ্মণোচিত আচারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রাপ্য (মশ্রী॥ ১২৬৮ পৃষ্ঠায়, "শ্রাদ্ধপাত্র" দ্রষ্টব্য), শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধতিথিতে, বহু বেদজ্ঞ সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, হরিদাস-ঠাকুরকেই সেই শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়াছিলেন। "এতবলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥ চৈ.চ. ৩।৩।২০৯ ॥" এইরূপ কার্যের জন্য তাঁহাকে যে ব্রাহ্মণ-সমাজে অপমানিত এবং পরিত্যক্ত হইতে হইবে, তাহা শ্রীঅদ্বৈত জানিতেন (বস্তুতঃ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকর্তৃক তিনি অবমানিত হইয়াছিলেনও)। তথাপি তিনি তাহা করিয়াছেন। জাতির মর্যাদারক্ষা অপেক্ষা ভক্তের ও ভক্তির মর্যাদা-রক্ষার প্রতিই তাঁহার সর্বতোভাবে প্রয়াস এবং আচরণ ছিল। সেই অদ্বৈতাচার্যই আলোচ্য ১৫৪-পয়ারে স্বীয় জাতিরক্ষার জন্য ভক্তসমাজ এবং গৌরের সান্নিধ্য হইতেও দূরে পলায়নের কথা বলিয়াছেন। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, এই পয়ারোক্ত কথাগুলি তাঁহার অন্তরের কথা নহে, পরন্তু তাঁহার নিজস্ব-ভঙ্গীময়ী ব্যাজস্তুতি। পূর্ববর্তী পয়ারোক্তিও তদ্রূপ। ১৫৩-৫৪-পয়ারদ্বয়োক্তির গূঢ় তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ। অচিন্ত্যপ্রভাব এবং অনন্ত-করুণাবারিধি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই-মাধাই অনতি-বিলম্বেই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, ভক্তবৃন্দের সহিত প্রেমোন্মত্ত গৌর-নিত্যানন্দ প্রেমোন্মত্ত জগাই-মাধাইর সঙ্গে গলাগলি হইয়া নৃত্যকীর্তন করিবেন। যদিও জগাই-মাধাই অশেষ দুষ্কর্ম করিয়াছেন এবং এমন দুষ্কর্মও করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন, তথাপি গৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় লব্ধ প্রেমভক্তির প্রভাবে তাঁহাদের সমস্ত দুষ্কর্মের ফল সমূলে বিনষ্ট হইবে, তাঁহারা পরম-পাবনী শক্তি লাভ করিবেন। তাঁহাদের স্পর্শে এবং তাঁহাদের প্রেমাবেশজনিত নৃত্যকীর্তন-দর্শনে সংসারাসক্ত জীবগণও চরম কৃতার্থতা লাভ করিবে। কিন্তু যে-সমস্ত জাতি-কুলাভিমানী লোক, ভক্তের ভক্তির মহিমা অপেক্ষা জাতি-কুলাদির মর্যাদাকেই প্রাধান্য দিয়া থাকে, জগাই-মাধাইর পূর্ব-দুষ্কৃতির দোহাই দিয়া, নিজেদের জাতি-কুলের গৌরব রক্ষার জন্য তাহারা জগাই-মাধাই হইতে এবং জগাই-মাধাইর সহিত যাঁহারা প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্যকীর্তন করিবেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও দূরে সরিয়া থাকিবে; জাতি-কুলের গৌরব রক্ষা করিতে যাইয়া তাহারা মানব-জন্মের সার্থকতা এবং পারমার্থিক কল্যাণ হইতেই বঞ্চিত হইবে।

১৫৫। **'মদ্যপ উদ্ধার' চিত্তে** ইত্যাদি—অদ্বৈতাচার্যের কথা শুনিয়া হরিদাস মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, মদ্যপ জগাই-মাধাই অবিলম্বেই উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন।

১৫৬। **অদ্বৈত-বচন**—শ্রীঅদ্বৈতের বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য। অদ্বৈত-বচনের গূঢ় তাৎপর্য বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই, হরিদাসের সেই শক্তি আছে; তাই অদ্বৈতের বাক্য শুনিয়া হরিদাসের প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, অবিলম্বেই জগাই-মাধাই উদ্ধার লাভ করিবেন। অন্য লোকদিগের মধ্যে যার যেন

এবে পাপিসব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া ॥ ১৫৭
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য-বৈষ্ণবেরে নিন্দে', সে-ই যায় ক্ষয় ॥ ১৫৮
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল— যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে ॥ ১৫৯
দৈবযোগ সেইখানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্বঠাঞি দেই হানা ॥ ১৬০
সকল-লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহা রঙ্ক ॥ ১৬১
নিশা হৈলে কেহো নাহি যায় গঙ্গাস্নানে।
যদি যায়, তবে দশ-বিশের গমনে ॥ ১৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মতি—যাহার যেমন মনোবৃত্তি, তদনুরূপভাবেই সে অদ্বৈতবাক্যের অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা, যাহার যেরূপ মনোভাব, হরিদাস তাহা বুঝিতে পারেন।

১৫৭। এই পয়ারে যে-প্রসঙ্গের প্রতি গ্রন্থকার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই। এক সময়ে মহাপ্রভুর নিকট হইতে শাস্তিরূপ কৃপা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে নিজ গৃহে বসিয়া যোগবাশিষ্টের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে স্বীয় শিষ্যদিগের নিকটে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের (নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানের) উৎকর্ষ কীর্তন করিয়াছেন (মধ্য, উনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইহার পরে শ্রীঅদ্বৈত যখন মহাপ্রভুর নিকট হইতে তাঁহার অভীষ্ট কৃপা লাভ করিলেন, তখন হইতে তিনি, পূর্বের ন্যায় সর্বদাই ভক্তির উৎকর্ষ খ্যাপনই করিতেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুর নিকট হইতে শাস্তিরূপ কৃপালাভের উদ্দেশ্যে অদ্বৈতাচার্য যোগবাশিষ্টের যে ছলনাময় অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অর্থকেই প্রকৃত অর্থরূপে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানমার্গেরই প্রাধান্য খ্যাপন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ ছিলেন পরম-ভক্তিমান্। তিনি পরম-ভাগবত শ্রীল গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীর শিষ্যত্ব অঙ্গীকারপূর্বক শুদ্ধা ভক্তিমার্গের সাধনের আদর্শ দেখাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বিরুদ্ধমতাবলম্বী অদ্বৈত-শিষ্যগণ মনে করিলেন, স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ কীর্তন করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার এই মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুত যে পিতার অনভিপ্রেত ভক্তিমার্গের অনুসরণ করিতেছেন, তাহা কেবল গদাধর-পণ্ডিতের প্রভাবে। এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীর নিন্দা করিতেন।

১৫৮। "হয়"-স্থলে "লয়"-পাঠান্তর। **নিন্দে**— নিন্দা করে।

১৫৯। শ্রীঅদ্বৈত-বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ যে নিজেদের অনর্থ আনয়ন করে, প্রসঙ্গক্রমে ১৫৭-১৫৮-পয়ারে তাহা বলিয়া, গ্রন্থকার আবার এক্ষণে জগাই-মাধাইর প্রসঙ্গ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

১৬০। **থানা**—"স্থান"-শব্দের অপভ্রংশ, আড্ডা। **দেই হানা**—হামেলা বা উপদ্রব করে।

১৬১। **সশঙ্ক**—শঙ্কাযুক্ত, ভীত। **রঙ্ক**—দরিদ্র।

১৬২। **দশ বিশের গমনে**—দশ-বিশ জন গমন করিলে। জগাই-মাধাইর উপদ্রবের ভয়ে রাত্রি-কালে একাকী কেহই গঙ্গাস্নানে যাইত না। যাইতে হইলে দশ-বিশ জন একত্র হইয়া দল বাঁধিয়া যাইত।

প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্ব-রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে ॥ ১৬৩
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে!
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে ॥ ১৬৪
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায় ॥ ১৬৫
যখন কীর্ত্তন রহে, সেই দুই রহে।
শুনিঞা কীর্ত্তন পুন উঠিয়া নাচয়ে ॥ ১৬৬
মদ্যপানে বিহ্বল, কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে ॥ ১৬৭
প্রভুরে দেখিয়া বোলে "নিমাঞিপণ্ডিত!
করাইলা সংপূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী-গীত ॥ ১৬৮
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাঙ।
সকল আনিঞা দিব, যথা যেই পাঙ ॥" ১৬৯
দুর্জ্জন দেখিয়া, প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর আর পথ দিয়া সভেই পলায় ॥ ১৭০
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া ॥ ১৭১
"কে রে, কে রে" বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বোলেন "প্রভুর বাড়ী যাই ॥" ১৭২
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে "কিবা নাম তোর?"
নিত্যানন্দ বোলে "অবধূত নাম মোর ॥" ১৭৩
বাল্যভাবে মহা-মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহয়ে লীলায় ॥ ১৭৪
'উদ্ধারিব দুইজন' হেন আছে মনে।
অতএব নিশাভাগে আইলা সে-স্থানে ॥ ১৭৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৬৪। **মদ্যের বিক্ষেপে**—মদের ঝোঁকে, মদের নেশার ভোরে। **তারা**—জগাই-মাধাই। "তারা"-স্থলে "তাহা"-পাঠান্তর। তাহা—মন্দিরা-মৃদঙ্গের বাদ্য।

১৬৫। "নাচিয়া অধিক"-স্থলে "অধিক নাচয়ে"-পাঠান্তর।

১৬৬। **কীর্ত্তন রহে**—কীর্ত্তন থামে। **সেই দুই রহে**—জগাই-মাধাইও নৃত্য বন্ধ করেন। "শুনিঞা"-স্থলে "শুনিলে"-পাঠান্তর।

১৬৮। **মঙ্গলচণ্ডী-গীত**—প্রভুর কীর্তনের ব্যাপার জগাই-মাধাই জানিত না। তৎকালে সাধারণ লোকের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডীর গীতেরই প্রচলন ছিল; জগাই-মাধাই তাহা জানিত। তাই তাহারা মনে করিয়াছিল, নিমাইপণ্ডিতও বুঝি মঙ্গলচণ্ডীর গানই করেন।

১৬৯। **গায়েন**—প্রভুর গানের (কীর্তনের) সঙ্গী। "গায়েন"-স্থলে "গানী" এবং "কালি"-পাঠান্তর। **মুঞি দেখিবারে চাঙ**—গায়েনদিগকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। **সকল আনিঞা ইত্যাদি**—যেখানে যাহা পাই, তোমার মঙ্গলচণ্ডীপূজার সমস্ত দ্রব্য আমরা আনিয়া দিব। "যথা যেই"-স্থলে "যে বা যথা" এবং "যথা যত"-পাঠান্তর।

১৭০। "দুর্জ্জন"-স্থলে "দুইজন"-পাঠান্তর।

১৭১। **দোঁহে ধরিলেক গিয়া**—জগাই ও মাধাই উভয়েই গিয়া নিত্যানন্দকে ধরিল। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "রাত্রিতে আইসে (আসিতে) দুই ধরিল বেঢ়িয়া"-পাঠান্তর।

১৭৩। **অবধূত**—১।৬।৩৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। **লীলায়**—রঙ্গে, আনন্দে।

অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া ।
মারিল প্রভুর শিরে মুট্কী তুলিয়া ॥ ১৭৬
ফুটিল মুট্কী শিরে, রক্ত পড়ে ধারে ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' স্মঙরে ॥ ১৭৭
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে ।
আরবার মারিতে—ধরিল দুই-হাথে ॥ ১৭৮
"কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দড় ।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড় ? ১৭৯
এড় এড়—অবধূত না মারিহ আর ।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার ॥" ১৮০
আথেব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা ।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণ ঠাকুর আইলা ॥ ১৮১
নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে ।
হাসে' নিত্যানন্দ সেই-দুইর ভিতরে ॥ ১৮২
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে' ।
"চক্র ! চক্র ! চক্র !" প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥ ১৮৩
আথেব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল ।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল ॥ ১৮৪
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ ।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥ ১৮৫

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৬। **কুপিয়া**—ক্রুদ্ধ হইয়া। "কুপিয়া"-স্থলে "কোপিয়া"-পাঠান্তর। **মুট্কী**—মুট্কী, মাটির জলপাত্রবিশেষ।

১৭৯। **নির্দ্দয় তুমি দড়**—তুমি দৃঢ়রূপে (অর্থাৎ অত্যন্ত) নির্দয়! **দেশান্তরী**—ভিন্ন দেশীয় লোক।

১৮০। **এড় এড়** - ছাড়, ছাড়। "লাভ বা"-স্থলে "ভাল বা"-পাঠান্তর।

১৮১। **আথেব্যথে**—তাড়াতাড়ি। **লোক**—দূরে থাকিয়া যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা। **সাঙ্গোপাঙ্গে**—ভক্তবৃন্দের সহিত।

১৮২। "পড়ে"-স্থলে "বহে"-পাঠান্তর। **ধারে**—ধারার আকারে। **সেই-দুইর ভিতরে**—জগাই ও মাধাইর মধ্যস্থলে; এক পার্শ্বে জগাই ও অপর পার্শ্বে মাধাই। মুট্কীর আঘাতে নিত্যানন্দের মাথা কাটিয়া গিয়াছে; কাটা স্থান হইতে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু তাহাতে নিত্যানন্দ কোনওরূপ দুঃখ অনুভব করিতেছেন না। নিত্য অপ্রাকৃত পরমানন্দে যাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, তাঁহার মধ্যে দুঃখের স্থান কোথায়? জগাই ও মাধাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অক্রোধ-পরমানন্দ নিত্যানন্দ প্রফুল্লবদনে হাসিতেছেন। তাহাদের নিকট হইতে তিনি দূরে সরিয়াও দাঁড়ান নাই।

১৮৩। **রক্ত দেখি ইত্যাদি**—নিত্যানন্দের মস্তক হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া মহাপ্রভু এতই ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তিনি বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন। "মানে"-স্থলে "জানে" এবং "মনে"-পাঠান্তর। জগাই-মাধাইকে সংহার করার জন্য ক্রোধাবিষ্ট মহাপ্রভু চক্রকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রভুর এই ক্রোধ হইতেছে নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার প্রীতির একটি ভঙ্গী, ইহা প্রাকৃত রজোগুণোদ্ভূত ক্রোধ নহে (পূর্ববর্তী ১৫১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৮৪। **উপসন্ন**—উপস্থিত।

১৮৫। **নিত্যানন্দ করে নিবেদন**—জগাই-মাধাইর রক্ষার নিমিত্ত নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর চরণে,

"মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই ॥ ১৮৬

মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু! এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির ॥" ১৮৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরবর্তী ১৮৬-১৮৭-পয়ারদ্বয়োক্ত, নিবেদন জানাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, "আমার প্রতি স্নেহবশতঃই প্রভু চক্রকে আহ্বান করিয়াছেন; চক্রও আসিয়া উপস্থিত। প্রভুর ইচ্ছা জানিয়া চক্রও তো এই ক্ষণেই জগাই-মাধাইর প্রাণান্ত ঘটাইবে। পূর্ব হইতেই আমার ইচ্ছা—জগাই-মাধাই যেন প্রেমলাভ করে। কিন্তু মরিয়া গেলে কিরূপে প্রেমলাভ করিবে? প্রভু চক্রকেই বা আহ্বান করিলেন কেন? এ-তো চক্রের যুগ নহে! কাহারও প্রাণ-সংহারের জন্য তো প্রভু অবতীর্ণ হয়েন নাই। যাহা হউক, প্রভুর মন যদি জগাই-মাধাইর প্রাণ-সংহারের দিকে থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চক্র তো এই দুই জন হতভাগ্যের প্রাণ সংহারই করিবে। কিরূপে ইহাদের সংহারের দিক্ হইতে প্রভুর মনকে অন্য দিকে সরাইয়া নেওয়া যায়? প্রভুর স্নেহের গতি তো আমার দিকেই; আমার অঙ্গে রক্ত দেখিয়াই প্রভু আমার রক্তমোক্ষণকারী জগাই-মাধাইর সংহারে উদ্যত হইয়াছেন। চক্র ও সংহার হইতে প্রভুর মনকে অপসারিত করিয়া যদি সম্পূর্ণরূপে আমার দিকে আনা যায়, তাহা হইলেই জগাই-মাধাই রক্ষা পাইতে পারে, আমারও অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে।" শ্রীনিত্যানন্দ বোধ হয় এ-সব কথা ভাবিয়াই প্রভুর চরণে পরবর্তী পয়ারদ্বয়োক্ত নিবেদন জানাইয়াছেন।

১৮৬। **দৈবে সে ইত্যাদি**—নিত্যানন্দ বলিলেন—"প্রভু! মাধাই মদের ঝোঁকে একটা মুট্‌কী ছুড়িয়া মারিয়াছিল; তাহাও আমাকে লক্ষ্য করিয়া মারে নাই; সে মদের ঝোঁকে অম্‌নি আকাশে ছুড়িয়াছিল, দৈবাৎ মুট্‌কীটি আসিয়া আমার মাথায় পড়িয়াছে, তাহার কোনও দোষ নাই। যেহেতু, আমাকে লক্ষ্য করিয়া ইচ্ছাপূর্বক তো মাধাই মুট্‌কী ছোড়ে নাই। যাহা হউক, দৈবাৎ আমার মাথায় মুট্‌কী পড়িয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে আমার কোনও কষ্ট হয় নাই (অথচ তখনও নিত্যানন্দের মস্তক হইতে রক্তের ধারা বহিয়া পড়িতেছে !!)। মদের ঝোঁকে মাধাইর তো বাহ্যজ্ঞানই নাই; আমার মাথায় যে মুট্‌কী পড়িয়াছে, তাহাও হয় তো সে জানে না।" **মাধাই মারিতে ইত্যাদি**—মদের ঝোঁকে মাধাই আর এক বার আকাশে মুট্‌কী ছুড়িতেছিল, তখন জগাই তাহার হাতে ধরিয়া তাহাকে বাধা দিয়াছে, মাধাই দ্বিতীয় বার আর মুট্‌কী ছুড়িতে পারে নাই। প্রথম বারের ন্যায়, দ্বিতীয় বারের মুট্‌কীও হয়তো দৈবাৎ আমার মাথায় পড়িতে পারিত; কিন্তু জগাই তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছে।

১৮৭। **মোরে ভিক্ষা ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর চরণে আরও নিবেদন করিলেন—"প্রভু! আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি স্থির হও। আমার কষ্ট হইয়াছে মনে করিয়াই তো আমার প্রতি স্নেহবশতঃ প্রভু তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছ। কিন্তু প্রভু আমার কোনও কষ্টই হয় নাই, তুমি স্থির হও প্রভু। তোমার চরণে আমি একটি ভিক্ষা চাই প্রভু—তুমি কৃপা করিয়া জগাই-মাধাইর দেহ-দুইটি আমাকে ভিক্ষা দাও।" পতিতের প্রতি নিত্যানন্দের কি করুণা!

"জগাই রাখিল" হেন বচন শুনিয়া।
জগাইরে আলিঙ্গন কৈলা সুখী হৈয়া ॥ ১৮৮
জগাইরে বোলে "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া, কিনিলি তুঞি মোরে ॥ ১৮৯
যে অভীষ্ট চিতে দেখ, তাহা তুমি মাগ'।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি-লাভ ॥ ১৯০
জগাইর বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল।
জয় জয়-হরি-ধ্বনি করিলা সকল ॥ ১৯১
"প্রেমভক্তি হউ" করি যখন বলিল।
তখনে জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইল ॥ ১৯২
প্রভু বোলে জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে ॥" ১৯৩
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর !
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ১৯৪
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্যগোসাঞি ॥ ১৯৫
পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই যেন অমূল্য-রতন ॥ ১৯৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৮-১৯০। নিত্যানন্দের নিবেদন সার্থক হইল। "মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই"—নিত্যানন্দের মুখে এই কথা শুনিয়া জগাইর প্রতি করুণায় প্রভুর চিত্ত বিগলিত হইয়া গেল, যেন নিত্যানন্দের প্রতি প্রভুর প্রীতির একটি ধারা জগাইর প্রতিও প্রবাহিত হইল। প্রভু পরমানন্দে জগাইকে আলিঙ্গন করিলেন, বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বুকে জড়াইয়া ধরিয়াই প্রভু জগাইকে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন, নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া তুই আমাকে কিনিয়া লইয়াছিস্, আমি তোর 'কেনা'-হইয়া রহিলাম, আজ হইতে আমি তোরই হইলাম। জগাই! তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, সেই বরই আমার নিকটে চাও; যাহা চাহিবে, তাহাই আমি তোমাকে দিব। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া তোমাকে একটি জিনিস দিতেছি—আজ হইতে তোমার প্রেমভক্তি লাভ হউক।" ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ যে-বস্তু, প্রভু নিজে উপযাচক হইয়া তাহা দিলেন—পরম-দুরাচার মদ্যপ জগাইকে! কেন? নিত্যানন্দের প্রতি একটু প্রীতির আভাসেই জগাইর এই পরম সৌভাগ্য।

১৯৩। **উঠিয়া দেখ মোরে**—প্রভু বলিলেন—"জগাই! উঠ; উঠিয়া আমাকে দেখ, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ—কে তোমাকে প্রেমভক্তি দিয়াছেন।" **সত্য আমি প্রেমভক্তি ইত্যাদি**—আমি সত্য সত্যই তোমাকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছি, ইহাতে মনে কোনওরূপ সন্দেহ পোষণ করিও না।

১৯৪। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহই প্রেমভক্তি দিতে পারেন না। স্বয়ংভগবানে সমস্ত ঐশ্বর্যশক্তি পূর্ণতমরূপে বিরাজিত। ঐশ্বর্যাত্মক রূপ না দেখাইলে হয়তো জগাইর বিশ্বাস জন্মিবে না; সে-জন্য, স্বয়ংভগবান্ কংস-কারাগারে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী যে-ঐশ্বর্যাত্মক রূপে দেবকী দেবী হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রভু কৃপা করিয়া সেই রূপেই ভাগ্যবান্ জগাইকে দর্শন দিলেন। **জগাই দেখিল সাই ইত্যাদি**—সেই প্রভু বিশ্বম্ভরকে জগাই **চতুর্ভুজ ইত্যাদি**—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজরূপে দেখিলেন। "সে"-স্থলে "সব"-পাঠান্তর।

চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই।
এমত অপূর্ব করে গৌরাঙ্গগোসাঞি॥ ১৯৭
এক-জীব, দুই দেহ—জগাই মাধাই।
এক-পুণ্য, এক-পাপ, বৈসে এক-ঠাঁই॥ ১৯৮
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥ ১৯৯
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবত হৈয়া॥ ২০০
"দুইজনে এক-ঠাঞি কৈল প্রভু! পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু! হয় দুই ভাগ? ২০১
মোরে অনুগ্রহ কর', লঙ তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে ন্যারে আন॥" ২০২
প্রভু বোলে "তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্ত পাড়িলি সে তুঞি॥" ২০৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৭। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "'পাইয়া চরণ' হইতে 'গৌরাঙ্গ গোসাঞি' পর্যন্ত পয়ার দুইটি সকল পুঁথিতে নাই।"

১৯৮। এক জীব ইত্যাদি—এই পয়ার গ্রন্থকারের নিজের উক্তি। জগাই ও মাধাইর দুইটি দেহ হইলেও তাহারা এক রকমেরই জীব—তাহাদের এক রকমেরই প্রকৃতি, এক রকমেরই প্রবৃত্তি এবং এক রকমেরই কর্ম। এক পুণ্য ইত্যাদি—দৈবাৎ যদি কখনও তাহারা পুণ্যকর্ম বা সৎকর্ম করে, তাহাও উভয়ের এক রকম হয়, উভয়ে একত্রেই তাহা করে এবং তাহারা যে-অশেষ পাপকর্ম করে, তাহাও এক—দুই জনে এক সঙ্গেই করে। তাহারা সকল সময়ে এক সঙ্গেই থাকে।

১৯৯। ততক্ষণে—তৎক্ষণাৎ। ভাল হৈল—মাধাইর চিত্ত ভাল হইয়া গেল, তাহার সমস্ত দুর্মতি দূর হইয়া গেল, চিত্ত শুদ্ধ হইল। (ইহা শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছার প্রভাব)।

২০০। নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া—নিত্যানন্দের পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, মাধাই নিত্যানন্দের পরিহিত বস্ত্র ধরিয়াছিল। জগাইর প্রতি নিত্যানন্দের কৃপা দেখিয়া মাধাইর নিজের প্রতিও তদ্রূপ কৃপার নিমিত্তই বোধ হয় প্রাণভয়ে ব্যাকুলতার সহিত মাধাই নিত্যানন্দের বসন ধরিয়াছিল। পড়িল চরণ ধরি—মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইল।

২০১-২০২। প্রভুর চরণে পতিত হইয়া মাধাই বলিল—প্রভু! আমরা দুই জনে (জগাই ও আমি) একই স্থানে একই সঙ্গে যত কিছু পাপ-কর্ম করিয়াছি; সুতরাং সেই পাপ-কর্মের ফল আমাদের উভয়ের পক্ষে সমানই হইবে, দুই জনের পক্ষে দুই রকম ফল হইবে কেন? প্রভু! তুমি জগাইর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, আমার প্রতিও সেই অনুগ্রহ প্রকাশ কর। আমি তোমার নাম কীর্তন করিতেছি প্রভু, আমাকে অনুগ্রহ কর। আমার ন্যায় মহাপাপীকে উদ্ধার করিবার সামর্থ্য তুমি-ব্যতীত আর কাহারও নাই প্রভু।" "কৈল প্রভু"-স্থলে "করিলাঙ"-পাঠান্তর।

২০৩। মাধাইর কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিস্, তোর উদ্ধারের কোনও উপায় আমি দেখিতেছি না।" (ব্যঞ্জনা—জগাই নিত্যানন্দের রক্তপাত করে নাই, বরং তোর অত্যাচার হইতে জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং জগাই যে-অনুগ্রহ পাইয়াছে, তুই সেই অনুগ্রহ লাভের যোগ্য নহিস্)।

মাধাই বোলয়ে "ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম প্রভু! আপনি কেনে ছাড়? ২০৪
বাণে বিন্ধিলেক তোমা' যে অসুরগণে।
নিজ পদ তা'সভারে তবে দিলে কেনে?" ২০৫
প্রভু বোলে "তাহা হইতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে তুঞি কৈলি রক্তপাত॥ ২০৬
মো' হইতে মোর নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দঢ়॥" ২০৭
"সত্য যদি কহিলা ঠাকুর! মোর স্থানে।
বোলহ নিষ্কৃতি—মুঞি তরিমু কেমনে? ২০৮
সর্ব্ব-রোগ নাশ'—বৈদ্যচূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিচ্ছিলে সুস্থ হই আমি॥ ২০৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৪। প্রভুর কথা শুনিয়া মাধাই বলিল—"প্রভু, তুমি যাহা বলিলে, তাহা তুমি বলিতে পার না; কেন না, এইরূপ কথা বলা তোমার ধর্ম বা স্বভাব নয়। প্রভু, তুমি নিজের ধর্ম বা স্বভাব নিজে ত্যাগ করিতেছ কেন?" "না পার"-স্থলে "না পারহ" এবং "আপনি কেনে ছাড়"-স্থলে "আপনি রাখহ"-পাঠান্তর।

২০৫। প্রভুর নিজের ধর্ম কি, এই পয়ারোক্তিতে মাধাই তাহা বলিয়াছে। নির্বিচারে সকলকে তোমার চরণ দেওয়াই হইতেছে তোমার ধর্ম বা স্বভাব। যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে **বাণে বিন্ধিলেক** ইত্যাদি—যে-সমস্ত অসুর (তোমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ এবং তোমার প্রাণ-সংহারের জন্য চেষ্টিত লোক) তোমাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও তুমি স্বীয় চরণ দিলে কেন?

২০৬-২০৭। মাধাইর যুক্তিপূর্ণ বাক্যের উত্তরে প্রভু বলিলেন—তোর আচরণ আর সেই অসুরদের আচরণ এক রকমের নহে। **তাহা হৈতে** ইত্যাদি—সেই অসুরদের অপরাধ হইতেও তোর অপরাধ গুরুতর। সেই অসুরেরা আমাকে বাণ-বিদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু তুই আমার নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিস্। মাধাই! তোর নিকটে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত একটি অতি সত্য কথা বলিতেছি। তাহা হইতেছে এই—**মো হইতে** ইত্যাদি—আমার নিকটে আমার নিজের দেহ অপেক্ষাও আমার নিত্যানন্দের দেহ বড়—অত্যধিকরূপে প্রিয়। (ব্যঞ্জনা এই যে- "মাধাই, আমার নিত্যানন্দের রক্তপাত করাতে আমার যত দুঃখ জন্মিয়াছে, তুই যদি আমার অঙ্গে রক্তপাত করিতি, তাহা হইলেও আমার তত দুঃখ হইত না; জগাইর প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছি তোর প্রতিও সেই অনুগ্রহ দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু মাধাই, তুই আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিস্, তোর উদ্ধার আমাদ্বারা হইবে না, আমি তোর উদ্ধারের কোনও উপায়ও দেখিতেছি না। 'তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি। পূর্ববর্তী ২০৩-পয়ার।'" "মো হইতে মোর"-স্থলে "আমা হৈতে এই"-পাঠান্তর।

২০৮। প্রভুর কথার উত্তরে, ২০৮-১০-পয়ারে মাধাইর উক্তি কথিত হইয়াছে। **নিষ্কৃতি**—পাপ হইতে অব্যাহতি। **বোলহ নিষ্কৃতি**—আমার নিষ্কৃতির (উদ্ধারের) উপায় বল। "নিষ্কৃতি"-স্থলে "দুষ্কৃতি"-পাঠান্তর। দুষ্কৃতি মুঞি—দুষ্কৃতি আমি, **তরিমু**—ত্রাণ পাইব, উদ্ধার পাইব।

২০৯। **নাশ'**—নাশ কর। **চিকিচ্ছিলে**—চিকিৎসা করিলে।

না কর' কপট প্রভু! সংসারের নাথ!
বিদিত হইলা, আর লুকাইবা কা'ত ?" ২১০
প্রভু বোলে "অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া তুমি পড় ॥" ২১১
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্যধন নিতাইচরণ ॥ ২১২
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন যেই চরণ-প্রকাশ ॥ ২১৩
বিশ্বম্ভর বোলে "শুন নিত্যানন্দ রায়!
পড়িলে চরণে—কৃপা করিতে জুয়ায় ॥ ২১৪
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমা'ত ॥" ২১৫
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু! কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ-দ্বারে কৃপা কর' সেহ শক্তি তুঞি ॥ ২১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১০। **বিদিত হইলা** ইত্যাদি—আমার নিকটে বিদিত হইয়াছ। তুমি যে সংসারের (জগতের, জগদবাসী জীবমাত্রের) নাথ (প্রভু), তুমিই যে সকলের সর্বরোগ (ভবরোগেরও) নাশক, তুমিই যে বৈদ্যচূড়ামণি, জগাইর প্রসঙ্গে আমি তাহা অবগত হইয়াছি, অন্য সকলেও অবগত হইয়াছেন। এখন তুমি আর কাহার নিকটে নিজেকে লুকাইবে? (আত্মগোপন করিবে?)। **কা'ত**—কাহাতে, কাহার নিকটে।

২১১। মাধাইর কথা শুনিয়া প্রভুর মন গলিয়া গেল। প্রভু পূর্বে মাধাইকে বলিয়াছিলেন, "তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি। ২০৩-পয়ার।" এক্ষণে প্রভু মাধাইকে তাহার ত্রাণের উপায় বলিয়া দিতেছেন। **অপরাধ কৈলে** ইত্যাদি—নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়া তুমি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। সুতরাং তোমার প্রতি নিত্যানন্দের কৃপা হইলেই তোমার উদ্ধার সম্ভব। তুমি নিত্যানন্দের চরণে পতিত হও, নিত্যানন্দের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর। "তুমি"-স্থলে "গিয়া"-পাঠান্তর।

শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছা—মাধাইও জগাইর ন্যায় কৃতার্থ হউক। নিত্যানন্দের এই ইচ্ছার প্রভাবেই মাধাইর উদ্ধার-সম্বন্ধে প্রভুর মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে।

২১৩। **রেবতী**—বলরাম-প্রেয়সী। **চরণ-প্রকাশ**—চরণ-মহিমার তত্ত্ব।

২১৪-২১৫। পরমকরুণ প্রভু, নিত্যানন্দের চরণে পতিত হওয়ার জন্য মাধাইকে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত লইলেন না, মাধাইকে ক্ষমা করার নিমিত্ত নিত্যানন্দের নিকটেও আবেদন জানাইলেন। ইহাও নিত্যানন্দের ইচ্ছারই প্রভাব। নিত্যানন্দ তো মূল-ভক্ত-অবতার বলরাম। তাঁহার ইচ্ছা ভক্তপ্রাণ গৌর-কৃষ্ণের উপরেও অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। **পড়িল তোমা'ত**—মাধাইকে ক্ষমা করার ভার তোমার উপরেই পড়িল।

২১৬। প্রভুর আবেদনের উত্তরে, ২১৬-২১৮-পয়ার নিত্যানন্দের উক্তি। **বৃক্ষ-দ্বারে** ইত্যাদি—মানুষের ন্যায়, বৃক্ষ কথা বলিতেও পারে না, গমনাগমনও করিতে পারে না। মানুষের ন্যায় বিচার-বুদ্ধিও বৃক্ষের নাই; সুতরাং কাহারও প্রতি কৃপা প্রকাশ করার সামর্থ্যও বৃক্ষের নাই। তোমার অচিন্ত্যশক্তিতে, তুমি ইচ্ছা করিলে বৃক্ষের দ্বারাও কাহারও প্রতি কৃপা প্রকাশ করাইতে পার। (মূলভক্ত-অবতার নিত্যানন্দ ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ এই কথাগুলি বলিয়াছেন। তাৎপর্য—

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে, শুনহ নিশ্চিত॥ ২১৭

মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর', তোমার মাধাই॥" ২১৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভু, আমি বৃক্ষতুল্য, বিচার-বুদ্ধিহীন। কাহারও প্রতি কৃপা প্রকাশ করার কোনও সামর্থ্যই আমার নাই। তবে তোমার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে যদি আমাদ্বারা তাহা করাইতে চাও, তাহাতে আমার আর বলিবার কি আছে? —"প্রভু! কি বলিব মুঞি।") "বৃক্ষ"-স্থলে "ভৃত্য" এবং "শক্তি"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তর। ভৃত্যদ্বারে—প্রভু, আমি তো তোমার ভৃত্য—দাস। কাহারও প্রতি কৃপা করার, কাহাকেও কিছু দেওয়ার, অধিকার দাসের থাকিতে পারে না, সেই অধিকার একমাত্র তোমার। যেহেতু, তুমিই প্রভু। পাঠান্তরের—সেহ ভক্তি-তুঞি—এই মাধাই যদি ভক্তি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার উদ্ধার সম্ভব। সেই ভক্তিও তো তুমিই তাহাকে দিতে পার, তাহাতে আমার কি অধিকার আছে?

২১৭-২১৮। নিত্যানন্দ প্রভুকে আরও বলিলেন—প্রভু, মাধাইকে কৃপা করার, কিংবা ভক্তি দেওয়ার, কোনও যোগ্যতাই আমার নাই। যেহেতু, আমার মধ্যে কৃপা করার শক্তিও নাই, ভক্তিও নাই। আমার যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে আমি মাধাইকে তাহা দিতেছি। কোন জন্মে ইত্যাদি—ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ সাধারণ জীব-অভিমানে শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "প্রভু, অনাদি কাল হইতে আমি তো অনেক বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সে-সমস্ত জন্মে, মায়ামুগ্ধতাবশতঃ আমি অনেক পাপ, অনেক অপরাধ করিয়াছি। কোনও সুকৃত (সৎকার্য) করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোনও কোনও জন্মে যদি কোনও সৎকর্ম আমি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার সমস্ত সৎকর্ম (সৎকর্মের ফল) আমি মাধাইকে দিলাম; ইহাতে তুমি কোনওরূপ সন্দেহ মনে পোষণ করিবে না (শুনহ নিশ্চিত)। কিন্তু আমার কৃত অশেষ পাপের বা অপরাধের কিছুমাত্রই আমি তাহাকে দিলাম না। আমার অপরাধ—পাপাদির জন্য আমিই দায়ী রহিলাম, মাধাই দায়ী হইবে না (কিছু নাহি দায়)। প্রভু, তুমি যে তাহাকে উদ্ধার করিতে পার না বলিয়াছ, ইহা তোমার মায়া—কপটতা। তুমিই মাধাইকে উদ্ধারের সামর্থ্য ধারণ কর, অপর কেহ না। তুমি এই কপটতা ত্যাগ কর, মাধাইকে কৃপা কর। প্রভু, মাধাই যে তোমার; যেহেতু, মাধাই তোমার চরণে পতিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তোমার মাধাইর প্রতি কৃপা কর প্রভু।" মায়াবদ্ধ সাধারণ জীব মায়ার প্রভাবেই পাপজনক বা অপরাধ-জনক কাজ করিয়া থাকে। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ব্রজের বলরাম—ভক্তভাবময় ঈশ্বর-তত্ত্ব; সুতরাং মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, তাঁহার পক্ষে পাপজনক বা অপরাধ-জনক কাজ করাও সম্ভব নহে। সাধারণ জীব-অভিমানেই তিনি এই পয়ারদ্বয়ে কথিত কথাগুলি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীনিত্যানন্দের একমাত্র কৃত্য হইতেছে গৌরের এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। গৌরের এবং কৃষ্ণের প্রতি প্রেমেই তিনি সর্বদা মহামত্ত। গৌর এবং কৃষ্ণের প্রীতিবিধানই হইতেছে তাঁহার সুকৃতি। এই সুকৃতিই অর্থাৎ গৌর-কৃষ্ণ-বিষয়ক

বিশ্বম্ভর বোলে "যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ', হউক সফল॥" ২১৯
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ়-আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সর্ব্ব-বন্ধ বিমোচন॥ ২২০
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা॥ ২২১
হেনমতে দুইজনে পাইলা মোচনে।
দুইজনে স্তুতি করে দুইর চরণে॥ ২২২
প্রভু বোলে "তোরা আর না করিস্ পাপ।"
জগাই মাধাই বোলে "আর নারে বাপ॥" ২২৩
প্রভু বোলে "শুন শুন তুমি-দুই-জন!
সত্য এই তোরে আমি বলিল বচন॥ ২২৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রেমই তিনি মাধাইকে দান করিলেন। প্রেম চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া স্বরূপতই বিভু-পূর্ণ; সুতরাং মাধাইকে তাঁহার সমস্ত সুকৃতিরূপ প্রেম দেওয়াতেও শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে প্রেমের অভাব হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—পূর্ণবস্তু হইতে পূর্ণবস্তু সমস্ত লইয়া গেলেও পূর্ণবস্তুই অবশিষ্ট থাকে।" শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক কার্যও রাধাভাবাবিষ্ট গৌরের প্রীতিজনকই হইয়া থাকে; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের কৃষ্ণপ্রেমের পর্যবসানও গৌরপ্রেমেই। গৌরপ্রেমেই তিনি মাতোয়ারা।

২১৯। নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"নিত্যানন্দ! তুমি যে মাধাইকে তোমার সমস্ত সৎকার্যের ফল দান করিলে, কোনও অপরাধের জন্য তাহাকে দায়ী করিলে না, তাহাতেই আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার সম্বন্ধে মাধাইর সমস্ত দুষ্কৃতি তুমি ক্ষমা করিয়াছ। যদি তুমি তাহার সমস্ত দোষই ক্ষমা করিলে, তাহা হইলে তুমি মাধাইকে কোলে জড়াইয়া ধর, মাধাই কৃতার্থ হউক।" প্রভুর উক্তির গূঢ় তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ। "নিতাই! তোমার সুকৃতি পাইলে মাধাইর সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু অপরাধ দূরীভূত হইলেই তো মাধাই প্রেমভক্তি পাইবে না; তুমি মাধাইকে তোমার কোলে জড়াইয়া ধর নিতাই।" (প্রভুর অভিপ্রায়—নিত্যানন্দ যদি মাধাইকে কোল দেন, তাহা হইলেই মাধাই প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, তাহার মানব-জন্ম সফল (সার্থক) হইতে পারে। মাধাইর প্রেম-প্রাপ্তির জন্য নিত্যানন্দের ইচ্ছার ফলেই প্রভুর চিত্তেও সেই ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে)।"

২২০। প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ মাধাইকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন; তাহার ফলে মাধাইর ভব-বন্ধন সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া গেল। "বন্ধ"-স্থলে "বিঘ্ন"-পাঠান্তর। বিঘ্ন—প্রেমভক্তি-প্রাপ্তির অন্তরায়।

২২১। মাধাইর দেহে ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ আলিঙ্গনের দ্বারা মাধাইর দেহে স্বীয় শক্তি (প্রেমভক্তি লাভের শক্তি) সঞ্চারিত করিলেন। এই শক্তিরূপেই নিত্যানন্দ মাধাইর দেহে প্রবেশ করিলেন।

২২২। দুই জনে—জগাই ও মাধাই। দুইর চরণে—গৌরের ও নিত্যানন্দের চরণে।

২২৪। "বলিল বচন"-স্থলে "করিল মোচন"-পাঠান্তর। জগাই মাধাইকে প্রভু কি বচন বলিলেন, পরবর্তী পয়ারদ্বয়ে তাহা কথিত হইয়াছে।

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্, সব দায় মোর ॥ ২২৫
তো-সভার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ॥" ২২৬
প্রভুর শুনিঞা বাক্য জগাই-মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়িলা তথাই ॥ ২২৭
মোহ গেল, দুই বিপ্র আনন্দসাগরে।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ২২৮
"দুইজনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুইজনের সহিতে ॥ ২২৯
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ-দোঁহারে দিব।
এ-দুইরে জগতের উত্তম করিব ॥ ২৩০
এ-দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ-দুইরে বলিবেক গঙ্গার সমান ॥ ২৩১
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা মুঞি জানিহ নিশ্চয় ॥" ২৩২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২৫। **সব দায় মোর**—সমস্ত দায়িত্ব আমার।

২২৬। **তো-সভার মুখে** ইত্যাদি—প্রভু জগাই-মাধাইকে বলিলেন, আমি তোমাদের মুখে আহার করিব। লিঙ্গপুরাণে কথিত হইয়াছে, "নারায়ণপরো বিদ্বান্ যস্যান্নং প্রীতমানসঃ। অশ্নাতি তদ্ধরেরাস্যং গতমন্নং ন সংশয়ঃ ॥ হ. ভ. বি. ১০।২৬৫-ধৃত প্রমাণ ॥—হরিপরায়ণ সুধী ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে যে-অন্ন সেবন করেন, সেই অন্ন ভগবানের বদনপদ্মগত বুঝিবে, সন্দেহ নাই। শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ ॥" ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মার নিকটে ভগবানের উক্তি—"নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া। ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥ হ. ভ. বি. ১০।২৬৬-ধৃত প্রমাণ ॥—হে ব্রহ্মণ! মদীয় শালগ্রামাদি মূর্তির সম্মুখে যে-অন্ন অর্পিত হয়, আমি দর্শনমাত্রে তাহা স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু ভক্তের রসনাগ্রে রসাস্বাদন করি। ঐ ॥" **তোর দেহে** ইত্যাদি—তোমাদের দেহে আমি অবতীর্ণ হইব, তোমাদের হৃদয়ে আমি বাস করিব। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ চৈ. চ. ১।১।৩০ ॥" দুর্বাসার নিকটে ভগবান্ বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ভা. ৯।৪।৬৩ ॥"

২২৮। **মোহ গেল**—জগাই-মাধাইর সংসার-মোহ দূরীভূত হইল। **দুই বিপ্র**—জগাই ও মাধাই, **আনন্দ-সাগরে**—আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন (তাঁহাদের মূর্ছাই তাঁহাদের পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জনের পরিচায়ক)। অথবা, **মোহ গেল**—আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্নতাবশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানহারা হইলেন (ইহার ফলেই পূর্বপয়ারোক্ত মূর্ছা)। **বুঝি** ইত্যাদি—ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর ভক্তদিগকে পরবর্তী ২২৯-২৩২-পয়ারে কথিত আদেশ দিলেন।

২৩১। পূর্বে যাঁহারা এই দুই জনকে স্পর্শ করিলে নিজেরা অপবিত্র হইয়াছেন মনে করিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন, তাঁহারাই এখন এই দুই জনকে গঙ্গার সমান পবিত্রতা-দায়ক বলিবেন।

২৩২। প্রভু আরও বলিলেন—নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই দুই জনকে তিনি প্রেমভক্তি দেওয়াইবেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা কখনও অন্যথা (ব্যর্থ) হইতে পারে না। ইহা তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ—আমি নিত্যানন্দের ইচ্ছা পূর্ণ করিব। **নিত্যানন্দ-ইচ্ছা মুঞি** ইত্যাদি—

জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লৈয়া ॥ ২৩৩
আপ্তগণ সান্ধাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট, কারো শক্তি নাহি যাইতে ॥ ২৩৪
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ছুই-পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর ॥ ২৩৫
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র-রাজ।
চারিদিগে বৈসে সব বৈষ্ণব-সমাজ ॥ ২৩৬
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস।
গরুড়াই, রামাই, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস ॥ ২৩৭
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
এ সব জানয়ে চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য ॥ ২৩৮
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেঢ়িয়া।
আনন্দে বসিলা জগাই মাধাই লইয়া ॥ ২৩৯
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব্ব-গা'য়।
জগাই মাধাই ছুই গড়াগড়ি যায় ॥ ২৪০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তোমরা ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিবে যে, আমি নিত্যানন্দের ইচ্ছা; নিত্যানন্দের ইচ্ছাতে এবং আমাতে কোনও প্রভেদ নাই। আমার স্বরূপ ও মহিমাদি যেরূপ সত্য, তাহাদের যেমন কোনও রূপ ব্যতিক্রম হইতে পারে না, নিত্যানন্দের ইচ্ছাও তদ্রূপ সত্য, তাঁহার ইচ্ছার কোনও রূপ ব্যতিক্রম হইতে পারে না, সর্বতোভাবে আমি নিত্যানন্দের ইচ্ছা রক্ষা করিয়া থাকি, পূর্ণ করিয়া থাকি। "মুঞি জানিহ"-স্থলে "এই জানিল"-পাঠান্তর। অর্থ—নিত্যানন্দের ইচ্ছা—জগাই-মাধাইয়ের প্রেম-প্রাপ্তির ইচ্ছা—আমি নিশ্চয়ই জানিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়াই জগাই-মাধাইকে আমি প্রেমভক্তি দিয়াছি।

২৩৪। **আপ্তগণ**—প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ। **সান্ধাইলা**—প্রভুর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। **পড়িল কপাট**—বাহিরের প্রবেশদ্বারে কপাট পড়িল; দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, অপর কেহ যেন প্রবেশ করিতে না পারে। "যাইতে"-স্থলে "যাত্যে"-পাঠান্তর। যাত্যে—যাইতে।

২৩৬। **মহাপাত্র-রাজ**—মহা-ভক্তিপাত্রদিগের রাজা (শ্রেষ্ঠ)। **বৈষ্ণব-সমাজ**—বৈষ্ণব-সমূহ।

২৩৯। "আর"-স্থলে "সব"-পাঠান্তর। **আর বেঢ়িয়া**—আরও (অনেক মহান্ত) বেষ্টন করিয়া।

২৪০। এই পয়ারে জগাই-মাধাইর প্রেম-বিকাশের, সাত্ত্বিকভাবের, কথা বলা হইয়াছে। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, জগাই-মাধাইকে ব্রহ্মাদিরও ছুর্লভ প্রেমভক্তি দিয়াছেন।

যাহাদের প্রাণ-বিনাশের নিমিত্ত প্রভু চক্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে দিলেন ব্রহ্মাদিরও ছুর্লভ প্রেমভক্তি! চক্রকে আহ্বান করিয়া প্রভু বোধ হয় জগতের জীবকে এই শিক্ষা দিলেন যে, চক্রের আঘাতে প্রাণত্যাগই হইতেছে নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীদের উপযুক্ত শাস্তি। এই প্রসঙ্গে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের মহত্ত্বও জগতের জীবকে জানাইলেন। যে-মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তধারা বহাইয়াছে, সেই মাধাইর প্রতি নিত্যানন্দ ক্রুদ্ধ তো হয়েনই নাই, রক্তপাতের প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছাও তাঁহার চিত্তে তো জাগেই নাই, নিত্যানন্দ সেই মাধাইকে নিজের সমস্ত সুকৃতি দিলেন এবং সেই মাধাইকে ব্রহ্মাদিরও ছুর্লভ প্রেমভক্তি দেওয়ার নিমিত্ত প্রভুর চরণে কাতর আবেদন

কার্ শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অভিমত।
দুই দস্যু করে—দুই মহাভাগবত ॥ ২৪১
তপস্বী সন্ন্যাসী করে—পরম পাষণ্ড।
এইমত লীলা তান অমৃতের খণ্ড ॥ ২৪২
ইহাতে বিশ্বাস যার, সে-ই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায় ॥ ২৪৩
জগাই মাধাই দুইজনে স্তুতি করে।
সভার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥ ২৪৪
শুদ্ধা সরস্বতী দুইজনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্রপ্রভুর আজ্ঞায় ॥ ২৪৫
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুইজনে—যার যেন তত্ত্ব ॥ ২৪৬
সেইমত স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥ ২৪৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জানাইলেন! এত করুণা শ্রীনিত্যানন্দের!! শ্রীনিতাই হইতেছেন করুণা-স্নিগ্ধতা-ঘনবিগ্রহ। তাই নিতাইর চরণ কোটিচন্দ্র-সুশীতল। "নিতাই পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, যে ছায়ায় জগত জুড়ায় ॥ শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়ের উক্তি।"

২৪১-২৪২। **অভিমত**—অভিপ্রায়। **দুই দস্যু করে** ইত্যাদি—জগাই ও মাধাই, এই দস্যুকে প্রভু দুই মহাভাগবতে পরিণত করিলেন। আবার **তপস্বী সন্ন্যাসী** ইত্যাদি—যাঁহারা নিত্যানন্দের শরণ গ্রহণ না করিয়া উৎকৃষ্ট তপস্যাচরণ করেন, কিংবা সন্ন্যাসের দুঃখ বরণ করেন, প্রভু তাহাদিগকে পাষণ্ড করেন (প্রভু ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদিগকে পাষণ্ড করেন না, নিত্যানন্দবিমুখতায়, সুতরাং ভগবদ্‌বিমুখতায়, তাঁহাদের পাষণ্ডিত্ব আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে; নিত্যানন্দ-বিমুখ বলিয়া তাঁহাদের পাষণ্ডিত্ব প্রভু দূর করেন না)।

২৪৪। **জগাই-মাধাই দুইজনে**—জগাই এবং মাধাই—এই দুই জন স্তুতি করে—গৌর-নিত্যানন্দের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

২৪৫। **শুদ্ধা সরস্বতী**—চিচ্ছক্তির বিলাসরূপা সরস্বতী। **দুইজনের**—জগাই ও মাধাই—এই দুই জনের। **বসিলা** ইত্যাদি—অন্তর্যামী প্রভু জগাই-মাধাই-কর্তৃক স্তুতির ইচ্ছা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হওয়ার নিমিত্ত শুদ্ধা সরস্বতীকে আদেশ দিলেন এবং তদনুসারে শুদ্ধা সরস্বতীও জগাই-মাধাইর জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হইলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা গৌর-নিত্যানন্দের স্তুতি করাইলেন। প্রভুর শক্তিব্যতীত প্রভুর স্তুতির সামর্থ্য কাহারও জন্মে না।

২৪৬। ভাগ্যবান্ জগাই-মাধাইর সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য—এই উভয়ের স্বরূপ-তত্ত্বই একসঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যাঁহার যেরূপ স্বরূপ-তত্ত্ব, প্রভুর কৃপায় জগাই ও মাধাই তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে দেখিতে পাইলেন।

২৪৭। **সেই মত**—তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে। **দুই মহাশয়**—জগাই ও মাধাই—এই দুই মহাভাগবত। পরবর্তী ২৪৮-২৮৩-পয়ারসমূহে জগাই-মাধাইর গৌর-নিত্যানন্দ-স্তুতি কথিত হইয়াছে। ২৪৮-২৫৬-পয়ারের প্রত্যেক পয়ারের প্রথমার্ধে গৌরের এবং দ্বিতীয়ার্ধে নিত্যানন্দের স্তব করা হইয়াছে।

"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর-ধর ॥ ২৪৮
জয় জয় নিজনাম-বিনোদ আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য ॥ ২৪৯
জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-শরণ ॥ ২৫০
জয় জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু ॥ ২৫১
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা-প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময়-কলেবর ॥ ২৫২
সেই জয় প্রভু—তুমি যত কর' কাজ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ ॥ ২৫৩
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূতবর ॥ ২৫৪
জয় জয় অদ্বৈতজীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ ॥ ২৫৫
জয় গদাধর-প্রাণ মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর ॥ ২৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪৮। **বিশ্বম্ভর-ধর**—বিশ্বম্ভরকে ধারণ করেন যিনি, তিনি বিশ্বম্ভর-ধর। অভিন্ন-বলরাম শ্রীনিত্যানন্দ বাহন, শয্যা, আসনাদিরূপে বিশ্বম্ভরের সেবা করেন বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বম্ভর-ধর বলা হইয়াছে। ১।১।৩১-৩২-পয়ার ও তৎ-টীকা দ্রষ্টব্য। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর"-পাঠান্তর। কোঙর—কুমার, পুত্র।

২৪৯। **নিজনাম-বিনোদ আচার্য্য**—যিনি নিজের নাম (শ্রীকৃষ্ণ-নাম) শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন এবং যিনি আচার্য (উপদেষ্টা)-রূপে সেই নাম জগতে প্রচার করেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র। **চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য**—শ্রীচৈতন্যের সমস্ত কার্যই যিনি নির্বাহ করেন, সেই নিত্যানন্দ।

২৫০। **চৈতন্য-শরণ**—শ্রীচৈতন্যই যাঁহার একমাত্র শরণ্য, সেই নিত্যানন্দ।

২৫২। **রাজপণ্ডিত-দুহিতা-প্রাণেশ্বর**—রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র।

২৫৩। "প্রভু"-স্থলে "জয়"-পাঠান্তর। **তুমি কর যত কাজ**—হে প্রভু শ্রীচৈতন্য! তুমি যত কিছু কার্য বা লীলা করিয়া থাক, তৎসমস্ত কার্যের বা লীলার জয় হউক। **বৈষ্ণবাধিরাজ**—মূল-ভক্ত-অবতার বলিয়া বৈষ্ণবদিগের অধিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ।

২৫৪। **শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর**—শ্রীচৈতন্য। পূর্ববর্তী ১৯৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রভুর বিগ্রহ**—প্রভু শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দরূপ বলরাম হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, সুতরাং গৌর-কৃষ্ণেরই এক স্বরূপ বা বিগ্রহ। **অবধূতবর**—বেদানুগত অবধূতগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ১।৬।৩৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৫। **সহস্রবদন**—অনন্তদেব। **সহস্রবদন নিত্যানন্দ**—সহস্রবদন অনন্তদেবরূপে এক স্বরূপে শ্রীনিত্যানন্দ ভগবানের সেবা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে সহস্রবদন নিত্যানন্দ বলা হইয়াছে। ১।১।৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৬। **প্রিয়কর**—প্রিয়কার্যকারী (নিত্যানন্দ)।

পাপী উদ্ধারিলে যত নানা-অবতারে।
'পরম অদ্ভুত' যাহা ঘোষয়ে সংসারে॥ ২৫৭
আমি দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব-পাইল পূর্ব্ব-মহিমা তোমার॥ ২৫৮
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব॥ ২৫৯
সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী॥ ২৬০
কোটি-ব্রহ্ম বধি' যদি তোর নাম লয়ে।
'সদ্য মোক্ষ তার' বেদে এই সত্য কহে॥ ২৬১
হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥ ২৬২

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৫৭-২৫৮। **পাপী উদ্ধারিলে যত** ইত্যাদি—ভিন্ন ভিন্ন অবতারে তুমি যত পাপীকে উদ্ধার করিয়াছ। **পরম অদ্ভুত** ইত্যাদি—যে-"পাপীর উদ্ধার-কার্যকে" সংসার (জগদ্বাসী-লোকগণ) "পরম অদ্ভুত—অতি আশ্চর্য" বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে (সে-সমস্ত পাপীর উদ্ধার-কার্য-প্রসঙ্গে তোমার অপূর্ব মহিমা কীর্তন করিয়া থাকে)। "যাহা"-স্থলে "তাহা"-পাঠান্তর। **আমি-দুই** ইত্যাদি—কিন্তু তোমার দ্বারা আমাদের ন্যায় দুই জন পাতকীর উদ্ধার দর্শন করিয়া (অর্থাৎ যাঁহারা আমাদের উদ্ধার-কার্য দর্শন করিয়াছেন এবং পরে আমাদের উদ্ধার-কার্যের কথা শুনিবেন, তাঁহাদের বিচারে) **অল্পত্ব পাইল** ইত্যাদি—তোমার পূর্বমহিমা (পূর্ব-পূর্ব-অবতারে পাপীদের উদ্ধার-কার্যে তোমার যে-"অদ্ভুত মহিমা" লোকে কীর্তন করিয়া থাকে, তাহা) অল্পত্ব (ক্ষুদ্রত্ব) পাইল (অর্থাৎ আমাদের উদ্ধার-কার্যে তোমার যে-মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার তুলনায় তোমার পূর্বমহিমা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইবে)। পরবর্তী পয়ারসমূহে পূর্বমহিমার অল্পত্বের হেতু কথিত হইয়াছে। এই সমস্ত পয়ারে, জগাই-মাধাই তাঁহাদের ভক্ত্যুত্থ দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ২৫৭-২৮৩-পয়ারসমূহে শ্রীচৈতন্যের মহিমা কথিত হইয়াছে।

২৫৯-২৬০। **যতেক মহত্ত্ব**—তোমার যত মহিমা। **উচিতেই** ইত্যাদি—অজামিল যে মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাহা উচিতই, সঙ্গতই। পরবর্তী পয়ারদ্বয়ে ইহার হেতু কথিত হইয়াছে।

২৬১-২৬২। **কোটি ব্রহ্ম বধি**—কোটি কোটি ব্রহ্মবধ করিয়াও; অথবা কোটি ব্রহ্মবধকারী ব্যক্তিও। **সদ্য মোক্ষ তার** ইত্যাদি—কোটি কোটি ব্রহ্মবধ করিয়াও যদি কেহ তোমার নাম গ্রহণ করেন, তিনি যে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন, এই সত্য কথা বেদে কথিত হইয়াছে। যথা, "স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥ সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম। নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্ বিষয়া মতিঃ॥ ভা. ৬।২।৯-১০॥ ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যাহাঘবান্। শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ॥ ভা. ৬।১৩।৮॥" (শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছেন পঞ্চমবেদস্থানীয় পুরাণসমূহের অন্তর্গত)। **হেন নাম অজামিল** ইত্যাদি—অজামিল তোমার এতাদৃশ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন নাম উচ্চারণ করিয়াছেন; সুতরাং অজামিলের মোক্ষ বিচিত্র কিছু নহে। কেন না, অজামিলের কার্যেও মোক্ষ-প্রাপক গুণ লক্ষিত হয়।

বেদ-সত্য পালিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার ॥ ২৬৩
আমি দ্রোহ কৈলুঁ প্রিয়-শরীরে তোমার।
তথাপিহ আমি-দুই করিলে উদ্ধার ॥ ২৬৪
এবে বুঝি দেখ প্রভু! আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুইজনে ॥ ২৬৫
'নারায়ণ নাম শুনি অজামিল-মুখে।
চারি মহাজন আইলা সেই জন দেখে ॥ ২৬৬
আমি দেখিলাঙ তোমা' রক্ত পাড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ—সব সঙ্গে ॥ ২৬৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬৩। **বেদ সত্য পালিতে ইত্যাদি**—বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র যে-সমস্ত সত্য কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্ত সত্য কথার পালনের নিমিত্ত (সে-সমস্ত যে সত্য, লৌকিক জগতে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত) তুমি অবতীর্ণ হইয়া থাক। (কোটি ব্রহ্মঘাতীও যদি তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি যে সদ্য মোক্ষলাভ করেন—এই সত্য কথা বেদ বলিয়া গিয়াছেন। অজামিল তোমার নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং বেদবাক্য অনুসারে তিনি মোক্ষ-লাভের অধিকারী)। **মিথ্যা হয় বেদ ইত্যাদি**—তুমি যদি অজামিলকে উদ্ধার না করিতে, তাহা হইলে বেদ (বেদবাক্য) মিথ্যা হইয়া যাইত (জগতের লোক মনে করিত, বেদের বাক্য সত্য নহে। এ-জন্যই তুমি অজামিলের উদ্ধার করিয়াছ। অজামিলের উদ্ধার করিয়া তুমি কেবল বেদবাক্যের সত্যতামাত্রই জগতের জীবকে দেখাইয়াছ; সুতরাং সে-স্থলে অজামিলের প্রতি তোমার কৃপা হইতেছে আনুষঙ্গিক—সুতরাং তাহাতে তোমার যে মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের উদ্ধারের মহিমার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। এ কথা বলার হেতুও আমি বলিতেছি—পরবর্তী কতিপয় পয়ারে)। "পালিতে"-স্থলে "স্থাপিতে" এবং "তবে"-স্থলে "তারে"-পাঠান্তর। স্থাপিতে—স্থাপন করিবার নিমিত্ত। তারে—অজামিলকে। অজামিলের বিবরণ ২।১।১৬১ এবং ২।১০।৭৮-৮০-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৬৪। **দ্রোহ কৈলুঁ**—দ্রোহাচরণ করিয়াছি; মুট্‌কীর দ্বারা আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছি। **প্রিয়-শরীরে তোমার**—তোমার অতি প্রিয় নিত্যানন্দ-দেহে। পূর্ববর্তী ২০৭-পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৬৫। **অন্তর**—দূরে, তফাতে, পার্থক্যে। **কত কোটি অন্তর ইত্যাদি**—দুই জন লোকের আচরণাদিতে যদি ততোধিক পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে বলা হয়, "এই দুই জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।" অজামিল এবং আমরা দুই জনের আচরণ ও ভাগ্যের এত পার্থক্য যে, অজামিল এবং আমাদের মধ্যে "আকাশ-পাতাল তফাতেরও" কত কোটি গুণ অধিক তফাৎ। অনন্তগুণে পার্থক্য। আচরণের পার্থক্য—অজামিল তোমার কোনও প্রিয় ব্যক্তির প্রতি দ্রোহাচরণ করেন নাই; আর, যে-নিত্যানন্দের দেহ-সম্বন্ধে তুমি নিজ মুখেই বলিয়াছ, "মো হইতে মোর নিত্যানন্দ-দেহ বড় (পূর্ববর্তী ২০৭-পয়ার)", তোমার প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়, সেই নিত্যানন্দ-দেহে আমরা মুট্‌কীদ্বারা আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছি। আর সাধনের পার্থক্য—অজামিল তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছেন; আমরা কখনও তাহা করি নাই। তথাপি তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ।

২৬৬-২৬৭। আর অজামিলের ও আমাদের ভাগ্যের পার্থক্যের কথাও বলিতেছি। অজামিলের

গোপ্য করি রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হৈল প্রভু! মহিমার সীমা ॥ ২৬৮
এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াক্রি করি গাইব অনন্ত ॥ ২৬৯
এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য-গুণগ্রাম।
'নির্লক্ষ্য-উদ্ধার' প্রভু! ইহার সে নাম ॥ ২৭০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মুখে তোমার "নারায়ণ"-নাম শুনিয়া যে-চারি জন মহাজন (চারি জন বিষ্ণুদূত) আসিয়াছিলেন, অজামিল তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছেন। আমরাও তোমার দর্শন পাইয়াছি সত্য, কিন্তু অজামিলের ন্যায় তোমার নাম-উচ্চারণ করিয়া নহে, পরন্তু তোমার প্রাণাধিক প্রিয় নিত্যানন্দ-দেহে রক্তপাত করিয়া। তোমার নামোচ্চারণের সৌভাগ্য অজামিলের হইয়াছিল; সেই সৌভাগ্য হইতে আমরা তো বহু বহু দূরেই ছিলাম, আবার, তোমার প্রিয়-শরীরে (নিত্যানন্দের শরীরে) রক্তপাত করার পরম দুর্ভাগ্যই আমাদের হইয়াছে। তোমার "নারায়ণ"-নাম বিষ্ণুদূতগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া অজামিল বিষ্ণুদূতগণের দর্শন পাইয়াছিলেন, কিন্তু তোমার বিষ্ণুস্বরূপের দর্শন লাভ করেন নাই। তুমি কিন্তু নিজগুণে কৃপা করিয়া, তোমার নামের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নহে, পরন্তু তোমার প্রাণাধিক নিত্যানন্দের দেহে রক্তপাত দেখিয়াও, তোমার স্বয়ংরূপে এবং সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত, আমাদিগকে দর্শন দিয়াছ। সুতরাং প্রভু, তুমি নিজেই বিবেচনা করিলে দেখিবে, আমাদের উদ্ধারে তোমার যে-মহিমা প্রকটিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় তোমার অজামিল-উদ্ধারের মহিমা নিতান্ত অল্প—সামান্য।

২৬৮। যাহার তুলনায় তোমার পূর্ব-মহিমা খর্ব হইয়া যায়, তোমার সেই সমস্ত অদ্ভুত মহিমা তুমি এতদিন গোপন করিয়াই রাখিয়াছিলে। আমাদের দুই জনের ন্যায় পরম-হতভাগ্য এবং তোমার প্রসাদে শেষকালে পরম-ভাগ্যবানের প্রসঙ্গে এক্ষণে তোমার সেই মহিমা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণেই প্রভু তোমার মহিমার সীমা ব্যক্ত হইল।

২৬৯। **এবে সে হইল বেদ** ইত্যাদি—এক্ষণেই প্রভু, বেদ অত্যন্ত বলবান্ হইলেন (বেদে তোমার মহিমার সীমার কথা যাহা বলা হইয়াছে, তোমার প্রকটলীলায় জগতের নিকটে তুমি তাহা দেখাইয়াছ বলিয়া বেদবাক্যের সত্যতা-সম্বন্ধে লোকের গাঢ় বিশ্বাস জন্মিবে এবং) **এবে সে বড়াক্রি** ইত্যাদি—এখনই সহস্রবদন অনন্তদেবও খুব গর্বের সহিত তোমার মহিমা কীর্তন করিতে পারিবেন। প্রভুর এ-সমস্ত মহিমা যে বেদে কথিত হইয়াছে, ২।১।১৬৬-পয়ারের টীকায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

২৭০। **এবে সে বিদিত** ইত্যাদি—তোমার যে-সমস্ত গুণ তুমি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলে, এক্ষণেই সে-সমস্ত সকলে জানিতে পারিল। **নির্লক্ষ্য-উদ্ধার প্রভু** ইত্যাদি—প্রভু, আমাদের ন্যায় দুই জনের উদ্ধারকেই নির্লক্ষ্য উদ্ধার বলে। **নির্লক্ষ্য উদ্ধার**—সাধনাদির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে-উদ্ধার, তাহাকে নির্লক্ষ্য উদ্ধার বলে। যে-সকল সাধনের ফলে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে, সে-সকল সাধন আছে বা ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে কোনওরূপ বিবেচনা না করিয়া যে-উদ্ধার দেওয়া

যদি হেন বোল কংস-আদি দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন॥ ২৭১
কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ-মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে॥ ২৭২
তোমা' সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা' নিরন্তর চিন্তিলেক মর্ম্মে॥ ২৭৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হয়, তাহাকে বলে নির্লক্ষ্য উদ্ধার, অহৈতুক উদ্ধার। আমাদের সাধন-ভজন কোনও সময়েই ছিল না, ছিল বরং তাহার বিরুদ্ধ আচরণ। তথাপি প্রভু তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ। আমাদের সাধন-ভজন কিছু ছিল কি না, সে-সম্বন্ধে তুমি কোনওরূপ অনুসন্ধানই কর নাই। তাই, আমাদের উদ্ধার হইতেছে নির্লক্ষ্য উদ্ধার। প্রভুর নির্লক্ষ্য জীবোদ্ধারের কথা মুণ্ডকশ্রুতি এবং মৈত্রায়ণীশ্রুতিতে বলা হইয়াছে। ২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অথবা নির্লক্ষ্য উদ্ধার—যাহাকে উদ্ধার করা হয়, উদ্ধারের অনুকূল কোনও কার্যই যে-স্থলে তাহার কার্যাবলীর মধ্যে লক্ষিত (দৃষ্ট) হয় না, সে-স্থলে সেই উদ্ধারকে বলা হয় নির্লক্ষ্য উদ্ধার। জগাই-মাধাই বলিলেন—"তোমাকর্তৃক আমাদের উদ্ধারই নির্লক্ষ্য উদ্ধার। যেহেতু আমাদের কার্যাবলীর মধ্যে উদ্ধারের অনুকূল কিছুই নাই; আছে বরং উদ্ধারের প্রতিকূল কার্য—দ্রোহাচরণ। আমরা তোমার প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি দ্রোহাচরণ করিয়াছি—তাঁহাকে সংহার করার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছি, তাঁহার অঙ্গে রক্তপাতও করিয়াছি। তথাপি প্রভু! তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ।"

২৭১। যদি হেন বোল ইত্যাদি—প্রভু, তুমি যদি বল যে, কংস-প্রভৃতি অসুরগণও তো আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াও উদ্ধার লাভ করিয়াছে; সেই উদ্ধার যদি নির্লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে তোমাদের উদ্ধারই বা কিরূপে নির্লক্ষ্য হইতে পারে? তোমরাও তো নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়া দ্রোহাচরণ করিয়াছ। "যদি হেন বোল কংস-আদি"-স্থলে "যদি বোল কংস আদি যত"-পাঠান্তর। পরবর্তী পয়ার-সমূহে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

২৭২-২৭৩। কত লক্ষ্য ইত্যাদি—কংসাদির উদ্ধারও নির্লক্ষ্য উদ্ধার নহে; প্রভু, তুমি নিজের মনে ভাবিয়া দেখ, সেই উদ্ধার-ব্যাপারেও (তথি), অনেক লক্ষ্য ছিল, কংসাদির আচরণেও লক্ষ্য করিবার বিষয় সাধনাঙ্গ অনেক ছিল। নিরন্তর দেখিলেক ইত্যাদি—কংসাদি নরেন্দ্রগণ সর্বদা তোমাকে দেখিয়াছেন (এ-স্থলে ভগবদ্দর্শনরূপ সাধনাঙ্গ)। তোমা' সনে ইত্যাদি—ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অনুসরণ করিয়া তাঁহারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন (এ-স্থলে স্বধর্মাচরণরূপ সাধনাঙ্গ)। ভয়ে তোমা' ইত্যাদি—এবং ভয়বশতঃ হইলেও, তাঁহারা মনে মনে তোমার চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাদের শত্রুরূপে সর্বদা তাঁহারা তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন (এ-স্থলে স্মরণরূপ সাধনাঙ্গ)। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, নিভৃত স্থানে বসিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমনপূর্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়ে যাঁহার ধ্যান করেন, স্মরণের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুগণও তাঁহাকে পাইয়া সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন। "নিভৃত-মরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ॥ ভা, ১০।৮৭।৩৩॥" সুতরাং প্রভু, তোমার শত্রু কংসাদির উদ্ধারও নির্লক্ষ্য নহে।

তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে ॥ ২৭৪
তোমারে দেখিতে নিজ শরীর ছাড়িল।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিল ? ২৭৫
আমারে পরশে' এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি যেই জন কৈলা গঙ্গাস্নানে॥ ২৭৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৪। **তথাপি নারিল ইত্যাদি**—কংসাদি অসুর-নৃপতিগণ তোমার স্মরণের প্রভাবে উদ্ধার পাইয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহা পাইয়াছেন তাঁহাদের মৃত্যুর পরে। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তাঁহারা তোমার প্রতি শত্রুতাচরণই করিয়াছেন; এই শত্রুতাচরণের পাপ হইতে তাঁহারা অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহারা সবংশে নিহত হইয়াছেন।

২৭৫। **তোমারে দেখিতে ইত্যাদি**—তোমার সহিত যুদ্ধাদি-সময়ে তোমাকে দর্শন করিতে করিতেই সেই নৃপতিগণ নিজ-নিজ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। **তবে কোন ইত্যাদি**—দেহত্যাগের পরে, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকিলেও, কোন্ মহাজন (সাধু-সজ্জন) তাঁহাদের দেহকে স্পর্শ করিয়াছিলেন ? (অর্থাৎ নিতান্ত অপবিত্র-জ্ঞানে, কেহই স্পর্শ করেন নাই)। "শরীর"-স্থলে "জীবন"-পাঠান্তর। জীবন—প্রাণ।

২৭৬। **আমাকে পরশে ইত্যাদি**—কিন্তু প্রভু, যদিও আমি (আমরা) তোমার প্রাণাধিক প্রিয় নিত্যানন্দ-দেহে রক্তপাত করিয়া তোমার দ্রোহাচরণ করিয়াছি, তোমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নৃপতিগণের ন্যায় যদিও আমরা কখনও তোমার স্মরণও করি নাই, তথাপি প্রভু, যে-সকল পরম-ভাগবতগণ আমাদের দুষ্কৃতি দেখিয়া আমাদিগকে নিতান্ত অপবিত্র-অস্পৃশ্য মনে করিয়া, আমাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও, পবিত্র হওয়ার নিমিত্ত গঙ্গাস্নান করিতেন, প্রভু তোমার কৃপায় এখন তাঁহারাও আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছেন। **পরশে**—স্পর্শ করেন। **ছুঞি**—স্পর্শ করিয়া। ১৭১-১৭৬-পয়ার-সমূহে জগাই-মাধাই যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম হইতেছে এইরূপ—"প্রভু যদি তুমি বল—'কংসাদি নরপতিগণও তোমার প্রতি দ্রোহাচরণ করিয়া মোচন (মুক্তি—সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি) পাইয়াছেন, তদ্রূপ দ্রোহাচরণ করিয়া তোমরাও উদ্ধার পাইয়াছ। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আমার যে-কৃপা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সহিত তোমাদের প্রতি কৃপার পার্থক্য কোথায়',—এ-কথা যদি তুমি বল, তাহা হইলে আমরা বলিতেছি--পার্থক্য অপরিসীম। কিরূপে ? তাহা বলি শুন। প্রথমতঃ তাঁহাদের দ্রোহাচরণের ফল হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পায়েন নাই, দ্রোহাচরণের ফলে তাঁহারা সবংশে নিহত হইয়াছেন (২৭৪-পয়ার)। আমরাও দ্রোহাচরণ করিয়াছি ; কিন্তু তুমি আমাদের বংশের কাহাকেও হত্যা কর নাই, আমাদিগকেও হত্যা কর নাই। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুর পরে সেই নরপতিগণ যে সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতিরূপ উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, তাহাও নির্লক্ষ্য উদ্ধার নহে ; উদ্ধারের অনুকূল অনেক সৎকার্য তাঁহাদের চরিত্রে লক্ষিত হয়—তাঁহারা তোমাকে নিরন্তর দর্শন করিয়াছেন (২৭২-পয়ার), তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম (স্বধর্ম) পালন করিয়াছেন এবং তোমা হইতে ভয়বশতঃ তাঁহাদের মর্মে (হৃদয়ের অন্তস্তলে)

সর্ব্বমতে প্রভু ! তোর এ মহিমা বড় ।
কাহারে ভাণ্ডিবে ?—সভে জানিলেক দঢ় ॥ ২৭৭

মহাভক্ত গজরাজ করিলা স্তবন ।
একান্তশরণ দেখি করিলা মোচন ॥ ২৭৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সর্বদা তোমাকে চিন্তা (স্মরণ) করিয়াছেন (২৭৩-পয়ার)। তোমার দর্শনের এবং স্মরণের প্রভাবেই তাঁহারা উদ্ধার পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু নিরন্তর তোমার দর্শনও করি নাই, কখনও তোমার স্মরণও করি নাই। তথাপি তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ। তৃতীয়তঃ, তুমি তাঁহাদিগকে মুক্তিই দিয়াছ, কিন্তু ভক্তি দাও নাই, ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিও দাও নাই, প্রেমভক্তির কথা তো দূরে ; কিন্তু আমাদিগকে তুমি ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেমভক্তি দিয়াছ। চতুর্থতঃ, তাঁহাদিগকে তুমি সেই মুক্তিও দিয়াছ তাঁহাদের মৃত্যুর পরে, মৃত্যুর পূর্বে দাও নাই। কিন্তু আমাদিগকে প্রেমভক্তি দিয়াছ আমাদের জীবিত-কালে। পঞ্চমতঃ, তোমার প্রতি তাঁহাদের দ্রোহাচরণের ফলে, নিতান্ত অপবিত্র-জ্ঞানে কোনও মহাজনই তাঁহাদের শব-দেহ স্পর্শ করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা পূর্বে আমাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও গঙ্গাস্নান করিতেন, তোমার কৃপালাভের পরে, সে-সমস্ত মহাভাগবতগণও এখন আমাদিগকে স্পর্শ করেন (২৭৫-২৭৬-পয়ার)। এখন প্রভু, তুমি নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি—আমাদের প্রতি তুমি যেই কৃপা প্রকাশ করিয়াছ, তাহার তুলনায়, সেই নরেন্দ্রগণের প্রতি প্রকাশিত কৃপা কি নিতান্ত তুচ্ছ নহে ?"

২৭৭। **সর্ব্বমতে** ইত্যাদি—অতএব প্রভু, যে-দিক্ দিয়াই বিচার কর না কেন, দেখিতে পাইবে, আমাদের উদ্ধারে তোমার যে-মহিমা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা, কংসাদি নরপতিগণের উদ্ধারের মহিমা অপেক্ষাও সর্বতোভাবে বড়—অধিক। **কাহারে ভাণ্ডিবে** ইত্যাদি—তুমি এখন স্বীয় মহিমা গোপন করার চেষ্টা করিয়া কাহাকেও ভাঁড়াইতে (ফাঁকি দিতে) পারিবে না ; যেহেতু, আমাদের উদ্ধারে তোমার যে-মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, সকলেই তাহা দঢ়—দৃঢ়রূপে—জানিয়াছেন, তোমার আত্ম-গোপন চেষ্টাতেও, তোমার এই অপূর্ব মহিমা-সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহই আর জাগিবে না।

২৭৮। **মহাভক্ত গজরাজ** ইত্যাদি—প্রভু, তোমার চরণে আরও নিবেদন করিতেছি। গজরাজ তোমাতে অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ছিলেন ; সে-জন্যই তিনি বিপদে পড়িয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য একান্তভাবে তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমার স্তব করিয়াছিলেন। তোমাতে একান্তভাবে শরণাপন্ন দেখিয়া তুমিও তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছ। গজরাজের ঐকান্তিকী ভক্তি ও শরণাগতির ফলেই তিনি উদ্ধার লাভ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার উদ্ধারও নির্লক্ষ্য ছিল না।

গজরাজের বিবরণ। ভা. ৮।৪-অধ্যায় হইতে জানা যায়। এই গজেন্দ্র পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামক দ্রাবিড়ের পাণ্ড্যদেশীয় এক বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণুব্রত-পরায়ণ। ভগবদ্‌ভজনের নিমিত্ত তিনি তাপসবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক মলয়াচলে যাইয়া এক আশ্রম নির্মাণ করিয়া ভগবদারাধনায় তৎপর হইলেন। এক দিন তিনি নির্জনে মৌনী হইয়া শ্রীহরির পূজা করিতেছিলেন, এমন সময় সশিষ্য অগস্ত্য মুনি যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন ; কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন মৌন ছিলেন বলিয়া তাঁহার কোনওরূপ অভ্যর্থনা করিলেন না। তাহাতে অগস্ত্য মুনি

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কোপিত হইয়া হস্তিযোনি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন। (এই প্রসঙ্গে "যদৃচ্ছয়া তত্র" ইত্যাদি ভা. ৮।৪।৯-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"চুকোপ হেতি ন স্বাবমাননেন কিন্তু বিধ্যতিক্রমেণ। অতএব বিপ্রাবমন্তেতি বক্ষ্যতি। অনেন চ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্রেষ্ববজ্ঞানং কৃতবানিতি বোধ্যতে॥" তাৎপর্য—অগস্ত্য মুনির অবমাননা করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি রাজাকে শাপ দিয়াছিলেন, তাহা নহে; বিপ্রের অভ্যর্থনা না করিয়া রাজা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়াই অগস্ত্য শাপ দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, এই রাজা পূর্বেও বিপ্রের অবমাননা করিয়াছিলেন)। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন অগস্ত্যের শাপকে দৈবপ্রেরিত মনে করিয়া হস্তিযোনি প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার ভগবৎ-স্মৃতিও বিলুপ্ত হইল। ভা. ৮।২-অধ্যায় হইতে জানা যায়, হস্তিযোনিতেও ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাপ্রতাপশালী ছিলেন, তিনি গজেন্দ্ররূপে অভিহিত হইতেন, সর্বদা করিণীগণের সহিত বিহার-সুখ উপভোগ করিতেন। একদা গ্রীষ্মকালে, তিনি করিণীগণে পরিবৃত হইয়া অন্যান্য হস্তিগণের সহিত ত্রিকূট পর্বতে, ভগবান্ বরুণদেবের ঋতুমৎ-নামক উপবনে বিচরণ করিতে করিতে, তৃষ্ণার্ত হইয়া উক্ত পর্বতস্থিত এক মনোরম বিশাল সরোবরে প্রবেশ করিয়া জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং হস্তিনীগণকে ও অন্যান্য হস্তিদিগকেও জল পান করাইয়া যথেচ্ছ-ভাবে আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি অতি বলশালী কুম্ভীর আসিয়া গজেন্দ্রের চরণ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে গভীর জলমধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল, গজেন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বলবান্ কুম্ভীরটির আকর্ষণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; তাহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী হস্তিগণ, তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল। এইভাবে কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধে গজেন্দ্রের সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল; গজেন্দ্র শ্রান্ত, ক্লান্ত, হীনবল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে, পূর্ব সাধন-ভজনের ফলে, তাঁহার চিত্তে ভগবৎ-স্মৃতি উদিত হইল এবং তিনি মনে করিলেন, ভগবানের কৃপাব্যতীত এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের তাঁহার কোনওরূপ সম্ভাবনাই নাই। তখন তিনি ভগবচ্চরণে সর্বতোভাবে শরণাপন্ন হইয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তব ভা. ৮।৩-অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ হরি চক্রায়ুধধারী হইয়া গরুড়ারোহণে সেই সরোবরের উপরিস্থিত আকাশে আসিয়া উপনীত হইলেন, গজেন্দ্রও তাঁহার দর্শন পাইলেন। ভগবান্ সরোবরের উপরে নামিয়া আসিয়া সেই কুম্ভীরের সহিত গজেন্দ্রকে তীরে আনিয়া চক্রদ্বারা কুম্ভীরের বদন বিদারিত করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিলেন। ভা. ৮।৪-অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, এই কুম্ভীরটিও ছিল পূর্বজন্মে হূ-হূ-নামক গন্ধর্ব-সত্তম। এই গন্ধর্ব এক সময়ে গন্ধর্ব-স্ত্রীগণের সহিত এক সরোবরে ক্রীড়া করিতেছিল; তখন ঋষি দেবল সেই সরোবরে স্নান করিতে আসিলে হূ-হূ কৌতুকবশতঃ জলমগ্ন ঋষির চরণ ধরিয়া জলমধ্যে আকর্ষণ করিতেছিল। তখন দেবল ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিলেন—এই গন্ধর্ব যেন কুম্ভীর-যোনি প্রাপ্ত হয়। কুম্ভীররূপী এই গন্ধর্বই গজেন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়াছিল। ভগবানের কৃপায় কুম্ভীর পুনরায় গন্ধর্বলোকে গমন করিল এবং গজেন্দ্র ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করিলেন।

দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পূতনা।　　　অঘ-বক-আদি যত, কেহো নহে সীমা ॥ ২৭৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৯। দৈবে—দৈব-বিষয়ে, ভাগ্য-বিষয়ে। **দৈবে সে উপমা ইত্যাদি**—প্রভু সৌভাগ্য-বিষয়েও আমাদের সহিত অসুরা (অসুর-যোনি-জাতা) পূতনার উপমা (তুলনা) হয় না। পূতনার যে-সৌভাগ্য হইয়াছিল, আমাদের তাহা হয় নাই। কংসের চর পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিব্যরমণীর বেশ ধারণ করিয়া স্বীয় স্তনযুগলকে তীব্র কালকূটে লিপ্ত করিয়া কৃষ্ণের মুখে সেই স্তন প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। পূতনা মনে করিয়াছিল, স্তনলিপ্ত কালকূট কৃষ্ণের মুখে গেলেই কৃষ্ণ গতাসু হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যপান করিলেন, এবং স্তন্যের সহিত পূতনার প্রাণবায়ুকেও আকর্ষণ করিলেন, পূতনা গতাসু হইল। এ-স্থলে পূতনার সৌভাগ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যদান পূতনার অভিপ্রেত না হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্তন্যপান করিয়াছেন এবং তাহার ফলেই শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে স্তন্যদান-কারিণীর গতি—ধাত্রীগতি—দিয়াছেন—সুতরাং ব্রজের প্রেমভক্তিই (বাৎসল্যপ্রেমই) দিয়াছেন। পূতনার ন্যায় জগাই-মাধাইও প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু যে-সৌভাগ্যের ফলে পূতনা প্রেমভক্তি পাইয়াছে, সেই সৌভাগ্য জগাই-মাধাইর হয় নাই। স্তন্যদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতিবিধানের নিমিত্ত পূতনার ইচ্ছা না থাকিলেও পূতনার আচরণে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাহার স্তন্যপানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক তো নহেই, জগাই-মাধাইর কোনও অনিচ্ছাপূর্বক কার্যেও গৌর-কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের কোনও সুযোগ ঘটে নাই। তথাপি গৌর-কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পূতনার ন্যায়ই প্রেমভক্তি দিয়াছেন। এ-জন্যই তাঁহারা বলিয়াছেন—পূতনার যে-সৌভাগ্য জন্মিয়াছিল, তাঁহাদের সেই সৌভাগ্য জন্মে নাই; সুতরাং প্রেমভক্তি-প্রাপ্তির ব্যাপারে পূতনার সহিতও তাঁহাদের তুলনা হইতে পারে না। প্রেমভক্তি পাইয়াছে বলিয়া পূতনাও অবশ্য উদ্ধারের সীমাই পাইয়াছিল। পূতনার কথা বলার পরে জগাই-মাধাই বলিলেন—**অঘ-বক-আদি ইত্যাদি**—অঘাসুর-বকাসুর প্রভৃতি তোমার যে-কৃপায় যে-উদ্ধার লাভ করিয়াছে, তাহাও তোমার কৃপার সীমা (শেষ সীমা) নহে, তাহারা যে-উদ্ধার লাভ করিয়াছে, তাহাও উদ্ধারের সীমা (শেষ সীমা) নহে। কেন না, তাহারা মোক্ষমাত্র লাভ করিয়াছে, প্রেমভক্তি পায় নাই।

সীমা—উদ্ধারের সীমা। উদ্ধার—মোক্ষ, মায়াবন্ধন বা সংসার-বন্ধন হইতে অনন্তকালের জন্য অব্যাহতি। ইহা হইতেছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থের (অর্থাৎ জীবের কাম্য-বস্তুর) মধ্যে চতুর্থ পুরুষার্থ। এই চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ বা মুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা অনন্তকালের জন্য মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং অপরিসীম চিন্ময় আনন্দের অধিকারীও হইয়া থাকেন। অপর একটি পুরুষার্থের কথাও শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায়—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা। যাঁহারা এই সেবা কামনা করেন, তাঁহারা—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও মুক্তি চাহেন না, ভগবান্ উপযাচক হইয়া তাঁহাদিগকে ইহাদের কোনও এক রকমের মুক্তি দিতে চাহিলেও তুচ্ছজ্ঞানে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। "সালোক্য-সার্ষ্টি-

ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্য-গতি।
বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার্ শকতি॥ ২৮০

যে করিলা এই দুই পাতকী-শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল-সংসারে॥ ২৮১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ভা. ৩।২৯।১৩॥" কৃষ্ণসেবা-সুখের নিকটে মোক্ষসুখকেও তাঁহারা তুচ্ছ মনে করেন; সুতরাং তাঁহাদের কাম্যবস্তু বা পুরুষার্থ কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা হইতেছে মোক্ষ অপেক্ষাও পরমোৎকর্ষময় এবং এই সেবা-প্রাপ্তির সৌভাগ্য ঘটিলে, মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি অনায়াসেই পাওয়া যায়, সূর্যোদয়ে অন্ধকার যেমন অনায়াসেই দূরীভূত হয়, তদ্রূপ। যাঁহারা এই সেবা কামনা করেন, তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে প্রেম-প্রাপ্তি, যে-প্রেম পাওয়া গেলে, প্রেমের স্বরূপগত ধর্মবশতঃই কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা পাওয়া যায়। এ-জন্য প্রেমরূপ পুরুষার্থকামী ভক্তগণ মোক্ষ-সুখকেও তুচ্ছ মনে করেন। প্রেমসুখ অর্থাৎ প্রেমলব্ধ কৃষ্ণসেবা-সুখ যখন মোক্ষ অপেক্ষাও পরমোৎকর্ষময়, তখন প্রেম যে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষেরও অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ, তাহাই জানা যায়। যাঁহারা এই প্রেম প্রাপ্ত হয়েন, অপর কোনও কিছুর জন্যই তাঁহাদের কামনা কখনও জন্মে না এবং এই প্রেমই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা লাভের একমাত্র হেতু বলিয়া, ইহার উপরে জীবের কাম্য আর কিছু থাকিতেও পারে না। এ-জন্য এই প্রেমকে পরম-পুরুষার্থও বলা হয় এবং এই পরম-পুরুষার্থ-লাভে আপনা-আপনিই যখন সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায়, তখন ইহাও এক রকমের উদ্ধার; অথচ এই উদ্ধারের উপরে যখন আর কিছুই নাই, তখন ইহাই হইতেছে—উদ্ধারের শেষ সীমা। অঘ-বকাদি কেবল মোক্ষরূপ উদ্ধারই লাভ করিয়াছেন, কিন্তু প্রেম লাভ করেন নাই; সে-জন্যই বলা হইয়াছে—"অঘ-বক-আদি যত—কেহো নহে সীমা।" কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই-মাধাই প্রেম লাভ করিয়াছেন—সুতরাং উদ্ধারের চরম সীমা লাভ করিয়াছেন।

এই পয়ারে যাহা বলা হইল, তাহার হেতু পরবর্তী দুই পয়ারে কথিত হইয়াছে। এই পয়ারে "অসুরা"-স্থলে "তবে বা" এবং "অঘ বা"-পাঠান্তর। পূতনার বিবরণ ২।১।১৫৭-পয়ারের টীকায় এবং ২।৭।১-শ্লোকব্যাখ্যায়, অঘাসুরের বিবরণ ২।১।১৫৮-পয়ারের টীকায় এবং বকাসুরের বিবরণ ২।১।৩৩০-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

২৮০-২৮১। ছাড়িয়া সে দেহ ইত্যাদি—অঘাসুর-বকাসুর-পূতনা প্রভৃতি তাহাদের অসুর-দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার কৃপায় দিব্য (অপ্রাকৃত) গতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু প্রভু **বেদ বিনা তাহা** ইত্যাদি—বেদ-(শাস্ত্র-) ব্যতীত তাহাদের এই দিব্যগতি দেখিবার শক্তি কাহার আছে? (অর্থাৎ কাহারও নাই। অর্থাৎ তাহারা যে-দিব্যগতি লাভ করিয়াছে, তাহা কেহ দেখে নাই; তাহা কেবল শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে; লোক শাস্ত্র হইতেই তাহা জানিতে পারে)। কিন্তু প্রভু তুমি **যে করিলা এই দুই** ইত্যাদি—আমাদের ন্যায় মহাপাতকীর দেহে তুমি যাহা করিয়াছ, **সাক্ষাতে দেখিল** ইত্যাদি—সংসারের সকল জীবই তাহা সাক্ষাতে (প্রত্যক্ষভাবে) দর্শন করিয়াছে। সুতরাং

যতেক করিলা তুমি পাতকী উদ্ধার।
কারো কোনোরূপে লক্ষ্য আছে সভাকার॥ ২৮২
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুইজন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥" ২৮৩
বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই-মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্যগোসাঞি॥ ২৮৪
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
জোড়হাতে স্তুতি করে সভে দাণ্ডাইয়া॥ ২৮৫
"যে স্তুতি করিল প্রভু! এ দুই মদ্যপে।
তোর কৃপা বিনে ইহা জানে কার বাপে॥ ২৮৬
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যে-রূপে কৃপা করহ যাহারে॥" ২৮৭
প্রভু বোলে "এ-দুই মদ্যপ নহে আর।
আজি হইতে এই দুই সেবক আমার॥ ২৮৮
সভে মিলি অনুগ্রহ কর এ-দুইরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা' না পাসরে॥ ২৮৯
যে যে রূপে যার ঠাঞি আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥" ২৯০
শুনিঞা প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই।
সভার চরণ ধরি পড়িলা তথাই॥ ২৯১
সর্ব্ব-মহাভাগবত কৈলা আশীর্ব্বাদ।
জগাই-মাধাই হৈলা নির-অপরাধ॥ ২৯২
প্রভু বোলে "উঠ উঠ জগাই-মাধাই!
হইলা আমার দাস, আর চিন্তা নাই॥ ২৯৩
তুমি-দুই যত কিছু করিলা স্তবন।
পরম সুসত্য, কিছু না হয় খণ্ডন॥ ২৯৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আমাদের এই সৌভাগ্যের সহিত কি পুতনাদির সৌভাগ্যের তুলনা হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে মশ্রী॥ ১৫।৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৮২-২৮৩। **যতেক করিলা** ইত্যাদি—প্রভু, তোমার পূর্ব পূর্ব লীলায় তুমি যত পাতকীকে উদ্ধার করিয়াছ, তাহাদের প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও লক্ষ্য (লক্ষণীয় বিষয়—তোমার স্মরণ-দর্শনাদি, কপটতাময়ী হইলেও সেবাদি) ছিল; কিন্তু প্রভু, তুমি **নির্লক্ষ্যে তারিলা** ইত্যাদি—আমাদের ন্যায় দুই জন ব্রহ্মদৈত্যকে যে উদ্ধার করিয়াছ, তাহা হইতেছে নির্লক্ষ্য উদ্ধার (পূর্ববর্তী ২৭০-পয়ার দ্রষ্টব্য)। **তোমার কারুণ্য** ইত্যাদি—আমাদের এই নির্লক্ষ্য উদ্ধারের একমাত্র কারণ (হেতু) হইতেছে তোমার কারুণ্য (করুণা)।

২৮৪। **অপূর্ব্ব করে**—অদ্ভুত লীলা করেন।

২৮৬-২৮৭। এই দুই পয়ার ভক্তগণকর্তৃক প্রভুর স্তুতি।

২৮৮-২৯০। ভক্তের মর্যাদা ও মহিমা জগতের জীবকে জানাইবার উদ্দেশ্যে, এই তিন পয়ারোক্তিতে, প্রভু নিজে জগাই-মাধাইর জন্য ভক্তদের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়াছেন।

২৯১। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে পাঠান্তর—"সভার চরণে পড়িলেন সেই ঠাঁই।"

২৯২। "হৈলা"-স্থলে "দুই"-পাঠান্তর। **নির-অপরাধ**=নিরপরাধ, সর্বপ্রকার অপরাধ হইতে মুক্ত।

২৯৪। **কিছু না হয় খণ্ডন**—স্তবে তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহা এত দৃঢ় সত্য যে, তাহার কোনও অংশেরই খণ্ডন করিতে কেহ সমর্থ নহে।

সশরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥ ২৯৫
তোসভার যত পাপ মুঞি নিল সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই! এই অনুভব॥" ২৯৬
দুইজনার শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার॥ ২৯৭
প্রভু বোলে "তোমরা আমারে দেখ কেন?"
অদ্বৈত বোলয়ে "শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন॥" ২৯৮
অদ্বৈত-প্রতিভা শুনি হাসে' বিশ্বম্ভর।
'হরি' বলি ধ্বনি করে যত অনুচর॥ ২৯৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৯৫। **সশরীরে**—শরীর বিদ্যমান থাকিতে, যথাবস্থিত দেহে অবস্থানকালে। "সশরীরে"-স্থলে "এ-শরীরে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। **নিত্যানন্দ-প্রসাদে ইত্যাদি**—একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেই তোমাদের এতাদৃশ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে—এ-কথা তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ।

২৯৬। **সাক্ষাতে দেখহ ভাই**—ভাই! সাক্ষাতে, প্রত্যক্ষভাবে দেখ। **এই অনুভব**—আমি যে তোমাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলাম, তাহা চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া হৃদয়ে অনুভব কর। জগাই-মাধাই সাক্ষাতে কি দেখিবেন? পরবর্তী পয়ারদ্বয়ে তাহা বলা হইয়াছে। প্রভু এ-স্থলে জগাই-মাধাইকে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিলেন!!

২৯৭। **দুইজনার ইত্যাদি**—জগাই ও মাধাই—এই দুই জনের দেহে যে আর পাপ নাই, প্রভু যে তাঁহাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, **ইহা বুঝাইতে ইত্যাদি**—জগাই-মাধাইকে তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু "কালিয়া-আকার" হইলেন, প্রভুর দেহ কালবর্ণ হইয়া গেল; যেন জগাই-মাধাইর পাপ নিজের দেহে গ্রহণ করাতেই প্রভুর দেহ কালবর্ণ হইল। প্রভুর এই "কালিয়া-আকার" জগাই-মাধাইও দেখিলেন, তত্রত্য ভক্তবৃন্দও দেখিলেন।

পাপ হইতেছে মায়ার প্রভাব—সুতরাং মায়া। জড়রূপা মায়া বা মায়ার কার্য পাপ ভগবানের সচ্চিদানন্দ তনুকে স্পর্শও করিতে পারে না, "কালিয়া-আকার" করা তো দূরে। কিন্তু প্রভুর দেহ যে "কালিয়া-আকার" হইয়াছিল, তাহাও সত্য; সকলেই তাহা দেখিয়াছেন। ভগবানের কৃপা যাঁহার প্রতি হয়, যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাহার অপরাধ—পাপাদি যে আর কিছুই থাকে না, ভগবান্ নিজেই যে তাঁহার সর্ববিধ পাপ তাঁহার দেহ হইতে দূর করিয়া দিয়া থাকেন, জগতের জীবকে তাহা জানাইবার জন্য লীলাশক্তিই স্বীয় অচিন্ত্যপ্রভাবে প্রভুর সচ্চিদানন্দ কনকনিন্দি-গৌরদেহকে "কালিয়া-আকার" করিয়াছেন।

২৯৮। **প্রভু বোলে ইত্যাদি**—কৌতুকবশতঃ প্রভু ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে কেমন (কিরূপ) দেখিতেছ? **কেন**—কেমন, কি রকম। তখন **অদ্বৈত বোলয়ে ইত্যাদি**—অদ্বৈতাচার্য বলিলেন, "প্রভু, আমরা যেন শ্যামসুন্দর শ্রীগোকুলচন্দ্রকেই দেখিতেছি।" তবে কি জগাই-মাধাইর প্রতি কৃপা করিয়া লীলাশক্তি, প্রভুর কাঞ্চন-গৌরকান্তির অন্তরালে লুক্কায়িত "নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ দলিতাঞ্জনচিক্কণ" শ্রীগোকুলচন্দ্রকেই তাঁহাদের সাক্ষাতে প্রকটিত করিয়াছিলেন?

২৯৯। **অদ্বৈত-প্রতিভা**—শ্রীঅদ্বৈতের প্রত্যুৎপন্নমতি। "শুনি"-স্থলে "দেখি"-পাঠান্তর। **হাসে**—

প্রভু বোলে "কালা দেখ দুইর পাতকে।
কীর্ত্তন করহ সব যাউক নিন্দকে॥" ৩০০
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সভার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-পরকাশ॥ ৩০১
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
বেঢ়িয়া বৈষ্ণব-সব যশ গায় রঙ্গে॥ ৩০২
নাচয়ে অদ্বৈত—যার লাগি অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার॥ ৩০৩
কীর্ত্তন করয়ে সভে দিয়া করতালী।
সভেই করেন নৃত্য হই কুতূহলী॥ ৩০৪
প্রভু-প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু-সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয়॥ ৩০৫
বধূ-সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে।
বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ সাগরে॥ ৩০৬
সভেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস॥ ৩০৭

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

—তৃপ্তির হাসি হাসিতে লাগিলেন। **যত অনুচর**—ভক্তবৃন্দ। "যত অনুচর"-স্থলে "সব সহচর"-পাঠান্তর।

৩০০। **কালা দেখ ইত্যাদি**—জগাই ও মাধাই—এই দুই জনের পাতকে (পাপ আমি গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তোমরা আমাকে) কালা (কালবর্ণ—কৃষ্ণকায়) দেখিতেছ। **কীর্ত্তন করহ ইত্যাদি**—তোমরা সকলে কীর্তন কর; কীর্তনের প্রভাবে এই পাপ আমার দেহ হইতে নিন্দকে (নিন্দাকারীদের দেহে) যাউক (সঞ্চারিত হউক)। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইহার পর দুইখানি পুঁথিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে—'তথাহি—নিন্দকাঃ শূকরাশ্চৈব সফলং নির্ম্মিতং হরেঃ। শুধ্যন্তি শূকরা গ্রামং সাধূন্ শুধ্যন্তি নিন্দকাঃ॥' শ্লোকার্থ—নিন্দকগণ এবং শূকরগণ হইতেছে শ্রীহরির সফল (সার্থক) নির্মিত (সৃষ্ট)। (গ্রামস্থ পুরীষাদি ভোজন করিয়া) শূকরগণ গ্রামকে শুদ্ধ করে এবং (পাপ গ্রহণ করিয়া) নিন্দকগণ সাধুদিগকে শুদ্ধ করে।"

৩০১। **কীর্ত্তন-পরকাশ**—কীর্তনের প্রকাশ (আবির্ভাব)।

৩০৩। **যার লাগি অবতার**—যাঁহার শ্রীকৃষ্ণার্চনের এবং প্রেম-হুঙ্কারের সহিত আহ্বানের ফলে শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৩০৫। **প্রভু-প্রতি ইত্যাদি**—মহা পরমানন্দের আবেশে ভক্তগণ প্রভু-সম্বন্ধে গৌরব-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছেন; সুতরাং প্রভুর সহিত ঠেলাঠেলি করিতেও তাঁহাদের মনে ভয় জন্মিতেছিল না। **প্রভু-সঙ্গে কত ইত্যাদি**—প্রভুর সহিত তাঁহারা যে কত লক্ষ লক্ষ বার ঠেলাঠেলি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

৩০৬। **বধূ-সঙ্গে**—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত। **আই**—শচীমাতা। পূর্ববর্তী ২৩৩-পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, প্রভুর আদেশে ভক্তগণ জগাই-মাধাইকে প্রভুর বাড়ীর ভিতরে লইয়া আসিয়াছিলেন। সে-স্থলেই তাঁহারা প্রভুর স্তব-স্তুতি করিয়াছেন এবং "কালিয়া-আকার" প্রভৃতি দেখিয়াছেন। সেই সময়ে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঘরের ভিতরে বসিয়া প্রভুর এ-সমস্ত লীলা দর্শন করিয়া আনন্দ-সমুদ্রে ভাসিতেছিলেন।

যার অঙ্গ পরশিতে রমা পায় ভয়।
সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয় ॥ ৩০৮
মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্যগোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি ॥ ৩০৯
নিন্দায় না বাঢ়ে ধর্ম্ম, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা কোনো মহাভাগ ॥ ৩১০
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি।
গণ-সহে নাচে প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৩১১
নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিকে বেঢ়ি বৈষ্ণবমণ্ডল ॥ ৩১২
সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ।
তথাপি সভার—অঙ্গ নির্ম্মল-গেয়ান ॥ ৩১৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০৮। **পরশিতে**—স্পর্শ করিতে। **রমা**—লক্ষ্মীদেবীও। **অঙ্গ-সঙ্গে**—অঙ্গের সহিত সঙ্গ করিয়া (কোলাকোলি করিয়া বা ঠেলাঠেলি করিয়া)। **মদ্যপ**—মদ্যপায়ী জগাই-মাধাই।

৩০৯। **বৈষ্ণব-নিন্দকে**—যাহারা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহাদিগকে। **কুম্ভীপাকে**—কুম্ভীপাক-নামক নরককুণ্ডে। **দিলা ঠাঞি**—স্থান দিলেন। বৈষ্ণব-নিন্দকদিগকে প্রভু কখনও উদ্ধার করেন না; তাহাদিগকে কুম্ভীপাক-নরকের অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

৩১০। **নিন্দায় না** ইত্যাদি—বৈষ্ণব-নিন্দাতে ধর্ম বৃদ্ধি পায় না, পুষ্টিলাভ করে না, **সবে পাপ লাভ**—তাহাতে কেবল পাপই জন্মে। জগতে এমনও দেখা যায় যে, যিনি শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তিনি যদি কোনও বৈষ্ণবের মধ্যে শাস্ত্রবহির্ভূত আচরণ দেখেন, তাহা হইলে অন্যের নিকটে তিনি সেই বৈষ্ণবের নিন্দা করেন এবং মনে করেন, ইহাতে তিনি ধর্মের মহিমাই খ্যাপন করিয়াছেন, সুতরাং ইহাদ্বারা তাঁহার ধর্ম-পুষ্টিলাভ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম পুষ্টিলাভ করে না, বৈষ্ণব-নিন্দার ফলে তাঁহার কেবল পাপের সঞ্চয়ই হইয়া থাকে। যে-বৈষ্ণবের শাস্ত্রবিগর্হিত আচরণ দৃষ্ট হয়, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মর্যাদাহানি না করিয়া, বিনীতভাবে, তাঁহার সহিত আলোচনায় নিন্দা হয় বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু তাঁহার অসাক্ষাতে অপরের নিকটে তাঁহার দোষ কীর্তন করিলে, অপরের নিকটে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই হয়। ইহাতে বৈষ্ণব-নিন্দাজনিত পাপই হইয়া থাকে এবং নিজের অহমিকার ফলে শ্রবণকীর্তনাদির ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও নষ্ট হয়। **এতেকে**—এ-জন্য **না করে নিন্দা** ইত্যাদি—কোনও মহাভাগবতই বৈষ্ণবের নিন্দা করেন না। "কোনো"-স্থলে "সব" এবং "মহা"-পাঠান্তর।

কেবল বৈষ্ণবের নিন্দা কেন, যে-কোনও লোকের নিন্দাতেই নিজের ক্ষতি হইয়া থাকে। কেন না, নিন্দার সময়ে নিন্দনীয় বিষয়ে চিত্তের আবেশ জন্মে; তখন ভগবদ্‌বিষয়ে এবং সাধনাঙ্গেও মন যাইতে পারে না।

৩১২। **নৃত্যাবেশে**—যেই আনন্দের আবেশে প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই আনন্দের আবেশের সহিত। প্রভু যখন বলিলেন, তখন নৃত্য বন্ধ হইল বটে; কিন্তু আনন্দের আবেশ দূর হয় নাই। **বেঢ়ি**—প্রভুকে বেষ্টন করিয়া।

৩১৩। **সর্ব্ব অঙ্গে** ইত্যাদি—নৃত্যকালে আনন্দের আবেশে, বা প্রেমাবেশে, ভূমিতে গড়াগড়ি

পূর্ব্ববত হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া সভারে বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৩১৪
"এ-দুইরে পাপী-হেন না করিহ মনে।
এ-দুইর পাপ মুঞি লইলুঁ আপনে ॥ ৩১৫
সর্ব্বদেহে মুঞি করোঁ বোলোঁ চালোঁ খাঙ।
তবে দেহ-পাত যবে মুঞি চলি যাঙ ॥ ৩১৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দিয়াছিলেন বলিয়া সকলের সমস্ত অঙ্গেই চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ (চারি-অঙ্গুলি-পরিমিত) ধুলা জমিয়াছে (অর্থাৎ অত্যধিক পরিমাণে ধুলা জমিয়াছে)। তথাপি ইত্যাদি—তথাপি তাঁহাদের প্রত্যেকের অঙ্গই পরম-নির্ম্মল বলিয়া মনে হইতেছিল (অঙ্গে পুঞ্জীভূত ধুলা দেখিয়াও কাহারও মনে ঘৃণার ভাব জাগে নাই)। গেয়ান—জ্ঞান, বোধ।

৩১৪। **পূর্ব্ববত**—আগের ন্যায়। পূর্ববর্তী ২৯৬-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিবার সময়ে প্রভুর মধ্যে যে-ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবাবিষ্ট। **সভারে বোলে**—ভক্তগণের নিকটে বলিলেন। ভক্তগণের নিকটে প্রভু কি বলিলেন, তাহা পরবর্তী ৩১৫-৩২৪-পয়ারসমূহে কথিত হইয়াছে।

৩১৫। "লইলুঁ"-স্থলে "দহিলুঁ"-পাঠান্তর। দহিলুঁ—দগ্ধ করিলাম।

৩১৬। **সর্ব্বদেহে**—সকল জীবের দেহে, **মুঞি**—আমি জীবাত্মারূপে। জীবাত্মা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা শক্তি (গীতা ॥ ৭।৫)। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই প্রভু গৌর-কৃষ্ণ এ-স্থলে জীবাত্মাকে "মুঞি—আমি" বলিয়াছেন। **মুঞি করোঁ বোলোঁ** ইত্যাদি—সকল জীবের দেহে জীবাত্মারূপে (অনাদিবহির্মুখতাবশতঃ মায়ার প্রভাবে দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া) আমিই করোঁ (কাজকর্ম করিয়া থাকি), বোলোঁ (কথা বলিয়া থাকি), চলোঁ (গমনাগমন করিয়া থাকি এবং) খাও (খাইয়া থাকি, আহার করি)। "চলোঁ"-স্থলে "চলে"-পাঠান্তর—চলিয়া থাকি। **তবে দেহপাত** ইত্যাদি - যবে (যখন) মুঞি (জীবাত্মারূপ আমি) চলি যাঙ (দেহ হইতে চলিয়া যাই), তবে (তখন জীবের) দেহপাত (মৃত্যু) হইয়া থাকে। দেহ হইতে জীবাত্মার চলিয়া যাওয়ার ব্যাপারটিকেই মৃত্যু বলা হয়। "দেহ পাত"-স্থলে "দেহ চলে" এবং "দেহ পড়ে"-পাঠান্তর। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁহার মায়াবাদ-ভাষ্যে বলিয়াছেন, ব্রহ্মই মায়াকবলিত হইয়া জীব হইয়াছেন, জীব ব্রহ্মই, "জীব" বলিয়া পৃথক্ কোনও বস্তু নাই। ব্রহ্মই মায়ার কবলে পতিত হইয়া জীব সাজিয়া এই সংসারে কাজকর্ম করিতেছেন, কথাবার্তা বলিতেছেন, গমনাগমন ও আহারাদি করিতেছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের এতাদৃশ অভিমতের স্মরণে কেহ যদি বলেন, এই পয়ারে প্রভু জানাইয়াছেন যে, তিনি নিজেই উল্লিখিতরূপে জীব সাজিয়া সংসারে আহার-বিহারাদি করিতেছেন, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হইবে না। যেহেতু, শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্য বেদবিরুদ্ধ (গৌ. বৈ. দ., দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। যে-ব্রহ্মকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না বলিয়া শ্রুতি স্পষ্টকথায় বলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম কিরূপে মায়াকবলিত হইয়া জীব হইতে পারেন? মায়াকবলিত ব্রহ্ম যখন কল্পনাতীত, জীবের দেহে মায়াকবলিত ব্রহ্মের অবস্থিতিও কল্পনাতীত। স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মও যে নিজ স্বরূপে অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের দেহে অবস্থান করেন, বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র হইতে তাহাও জানা যায় না; জানা যায়—তিনি জীবান্তর্যামী

যেই দেহে অল্প-দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনে সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে॥ ৩১৭

তবে যে জীবের দুঃখ,—করে অহঙ্কার।
'মুঞি করোঁ বোলোঁ' বলি পায় মহামার॥ ৩১৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পরমাত্মারূপে এবং তাঁহার চিদ্‌রূপা শক্তি জীবাত্মারূপেই জীবদেহে অবস্থান করেন। "দ্বাসুপর্ণা" শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, জীবই (অর্থাৎ জীবাত্মাই) স্বীয় কর্মফল ভোগ করে (এবং কর্মফল-ভোগের উপলক্ষ্যে কথাবার্তা বলে, গমনাগমন ও আহারাদি করে), কিন্তু পরমাত্মা তাহা করেন না, তিনি কেবল জীবের কর্মফল-ভোগ ও তদুপলক্ষ্যে জীবের কর্মাদি দর্শন করেন। সুতরাং "সর্ব-দেহে মুঞি করোঁ"-ইত্যাদি বাক্যে প্রভু জানাইলেন যে, জীবাত্মারূপেই তিনি সকল জীবের দেহে থাকিয়া আহার-বিহারাদি করিয়া থাকেন। জীবাত্মা তাঁহার শক্তি বলিয়া, শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় "মুঞি" বলা হইয়াছে।

৩১৭। **যেই দেহে অল্পদুঃখে**—জীবের যেই দেহে সামান্যমাত্র দুঃখ জন্মিলেও **জীব ডাক ছাড়ে**—যন্ত্রণায় জীব চীৎকার করিতে থাকে, অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, **মুঞি বিনে**—আমাব্যতীত, অর্থাৎ জীবাত্মারূপ আমি সেই দেহ ছাড়িয়া গেলে, **সেই দেহ** ইত্যাদি—জীবের সেই দেহ দগ্ধ হইলেও নড়ে না। জীবের পঞ্চভূতাত্মক জড়দেহ স্বরূপতঃ অচেতন—সুতরাং অনুভব-শক্তিহীন। যতদিন জীব জীবিত থাকে, ততদিন তাহার দেহের মধ্যে চিদ্রূপা-চেতনাময়ী-শক্তিরূপ জীবাত্মা থাকে বলিয়া তাহার চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবে জীবের দেহও চেতনাময়—সুতরাং অনুভব-শক্তিযুক্ত হয়; যেমন, অন্ধকার ঘরে ক্ষুদ্র একটি দীপ আনিলে সেই গৃহটি আলোকময় হয়, তদ্রূপ (গুণাদ্ বা আলোকবৎ॥ ২।৩।২৫ ব্র. সূ.)। কিন্তু জীবাত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, অর্থাৎ জীবের মৃত্যু হইলে, জীবাত্মার স‌ঙ্গে সঙ্গে সেই চেতনাময়ী শক্তিও চলিয়া যায়; যেমন ঘর হইতে দীপটিকে সরাইয়া লইয়া গেলে, টি আলোকহীন, অন্ধকারময় হয়, তদ্রূপ। তখন জীবের সেই দেহে, অর্থাৎ শবদেহে, চেতনাশক্তি থাকে না—সুতরাং অনুভব-শক্তিও থাকে না; সে-জন্য তখন অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইতে থাকিলেও দেহ দাহ-যাতনা অনুভব করিতে পারে না, যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া চী কার দেওয়া, কি ছট্‌ফট্ করা তো দূরে, একটু নড়া-চড়াও করে না।

৩১৮। **তবে যে জীবের দুঃখ**—জীবাত্মা ভগবানের চিদ্রূপা শক্তি বলিয়া চিদ্‌বিরোধী জড়-দুঃখ তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না; অথচ সংসারী জীবের অনেক দুঃখ দেখা যায়। ইহার হেতু কি, তাহাই বলা হইতেছে। **তবে**—জীব স্বরূপতঃ ভগবানের চিদ্রূপাশক্তি বলিয়া জীবের স্বরূপতঃ কোন দুঃখ নাই, থাকিতেও পারে না; ইহা সত্য, তথাপি যে **জীবের দুঃখ**—দেখা যায়, তাহার হেতু এই যে, **করে অহঙ্কার**—জীবের অহঙ্কারই সেই দুঃখ করে (জন্মায়)। **অহঙ্কার**—অহংকৃতি, "এই দেহই অহং—আমি"—এইরূপ ভাব মনে পোষণ করাই হইতেছে "অহংকৃতি বা অহংকার।" জীব স্বরূপতঃ ভগবানের চিদ্রূপাশক্তি বলিয়া মায়া বা মায়িক সুখ-দুঃখ তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না; স্বরূপতঃ জীব নিত্য-মায়ামুক্ত, মায়িক-সুখ-দুঃখ-মুক্ত। কিন্তু যে-সমস্ত জীব অনাদিবহির্মুখ, অনাদিকাল হইতেই

এতেকে যতেক কৈল এই-তুই-জনে।	করিলাঙ আমি, ঘুচাইলাঙ আপনে॥ ৩১৯

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাদের এই অনাদিবহির্মুখতা এবং অনাদি কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ মায়া তাহাদিগকে কবলিত করিয়াছে, কবলিত করিয়া তাহাদের দেহেতে আত্মবুদ্ধি—"এই দেহই আমি," এইরূপ বুদ্ধি, অর্থাৎ অহঙ্কার জন্মাইয়াছে। এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি বা অহঙ্কারের ফলে, "দেহই আমি" মনে করে বলিয়া জীব দেহের সুখ-তুঃখকেও নিজের সুখ-তুঃখ বলিয়া মনে করে। মায়ার প্রভাবে দেহের তুঃখকেই নিজের তুঃখ মনে করে বলিয়াই অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীব তুঃখ অনুভব করে; সুতরাং জীবের তুঃখ, বা তুঃখের অনুভব জন্মায়—তাহার অহঙ্কার, বা দেহাত্মবুদ্ধি। দেহেতে আত্মবুদ্ধি-পোষণ হইতেছে জীবের ভ্রান্তিমাত্র; অনাদিবহির্মুখতাবশতঃ মায়ার প্রভাবেই এই ভ্রান্তির উদ্ভব। **মুঞি করোঁ বলোঁ** ইত্যাদি—উল্লিখিতরূপ অহঙ্কারবশতঃ জীব মনে করে, "আমিই সব নষ্ট করিতেছি, আমিই সব বলিতেছি"; এইরূপ মনে করিয়া জীব পায় **মহামার**—মহামার (অর্থাৎ মহাসর্বনাশ, মহা অধঃপতন) প্রাপ্ত হয়। অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্মপ্রারভতে নরঃ। ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্য-কৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি তুর্ম্মতিঃ॥ গীতা॥ ১৮।১৪-১৬॥" সারমর্ম হইতেছে এই। জীব তাহার শরীর, বাক্য ও মন-আদির দ্বারা যাহা কিছু করে, তৎসমস্তের হেতু হইতেছে পাঁচটি—শরীর, অহঙ্কার, (দেহাত্মবুদ্ধি), চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর ব্যাপাররূপ বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব (পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্মজাত সংস্কার)। পূর্বজন্মকৃত কর্ম-সংস্কারের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অহঙ্কারবশতঃ জীব শরীরাদি-দ্বারা কর্ম করে। জীবের সকল কর্মের হেতু ঐ দেহাদি পাঁচটি বস্তু হইলেও অশুদ্ধবুদ্ধি (দেহাত্মবুদ্ধি) জীব জীবাত্মাকেই কর্তা বলিয়া (অর্থাৎ আমিই কর্তা—এইরূপ) মনে করে। তাৎপর্য হইতেছে এই যে, বস্তুতঃ কর্ম করে দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদি, জীবাত্মা (স্বরূপতঃ যে আমি, সেই আমি) কোনও কর্ম করে না। অহঙ্কারবশতঃ জীব মনে করে—আমিই কর্ম করিতেছি। তাহার ভলে মায়ামুগ্ধ জীব নিজের সর্বনাশকেই ডাকিয়া আনে।

৩১৯। **এতেকে**—এই সমস্ত হেতু (অর্থাৎ জীব-সম্বন্ধে আমি যে-সমস্ত কথা বলিলাম, সে-সমস্ত কথা বিবেচনা করিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে), **এই তুই জনে**—জগাই ও মাধাই **যতেক কৈল**—যত কিছু কাজ করিয়াছে, (তৎসমস্ত) **করিলাঙ আমি** মায়ামুগ্ধ অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবরূপে (জীবাত্মারূপে) আমিই করিয়াছি। বস্তুতঃ তাহাদের জীবাত্মা সে-সমস্ত না করিলেও অহংকৃতিভাববশতঃ তাহারা মনে করিয়াছে এবং লৌকিকী দৃষ্টিতে অন্যান্য লোকও মনে করিয়াছে—তাহারাই তৎসমস্ত করিয়াছে। এখন **ঘুচাইলাঙ আপনে**—মায়ামুগ্ধ শক্তিরূপে আমি যাহা করিয়াছি, এখন সেই শক্তির শক্তিমান্‌রূপে আমি নিজেই তাহা ঘুচাইলাম, সে-সমস্ত তুষ্কর্ম্মের কুফল হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দিলাম।

বস্তুতঃ মায়াবদ্ধ জীব যত কিছু কর্ম করে, তাহার প্রয়োজক-কর্তা হইতেছেন ঈশ্বর। ব্যাসদেব

ইহা জানি এ-দুইরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবা অভেদ-দৃষ্ট্যে—যেন তুমি সব ॥ ৩২০
শুন এই আজ্ঞা মোর—যে হও আমার।
এ-দুইরে শ্রদ্ধা করি যে দিব আহার ॥ ৩২১
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত মধু বৈসে।
যে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে ॥ ৩২২
এ-দুইরে বট-মাত্রো দিব যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ ॥ ৩২৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্বাৎ ॥ ২।৩।৩৩ ॥" প্রভৃতি কয়েকটি সূত্রে জীবের কর্তৃত্বের কথা বলিয়া শেষকালে "পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ।) ২।৩।৪১ ॥ ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন, জীব তাহার কর্তৃত্ব-শক্তি পরব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে জানা গেল ঈশ্বর পরব্রহ্মের শক্তি না পাইলে জীবের কর্তৃত্ব থাকিত না। সুতরাং ঈশ্বরই যে প্রয়োজক কর্তা, তাহাই জানা গেল। কর্মফল-ভোগের এবং সাধন-ভজনাদির জন্যই তিনি জীবকে এই শক্তি দিয়া থাকেন। ঈশ্বরই মায়াদ্বারা জীবসমূহকে সংসার-চক্রে ঘুরাইতেছেন, জীবসমূহের দ্বারা নানাবিধ কর্ম করাইতেছেন। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥ গীতা ॥ ১৮।৬১ ॥" জীবের প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করাইয়া তাহার কর্মভাবের লঘুতা-সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই ঈশ্বরের এই কৃপা। জীবই কর্মের অধীন, ভগবান্ কর্মের অধীন নহেন; পরন্তু কর্ম বা দৈব তাঁহারই আয়ত্তে; সুতরাং কাহারও প্রতি কৃপা করিয়া তিনি তাহার সমস্ত কর্ম খণ্ডন করিতেও পারেন (২।১০।২৪৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ভগবানের দর্শন বা অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিলেও সমস্ত কর্ম সমূলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। "ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরেঃ॥ মুণ্ডকশ্রুতি ॥ ২।২।৮ ॥" পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ গৌর-কৃষ্ণ প্রয়োজক কর্তারূপে জগাই-মাধাইদ্বারা নানাবিধ কর্ম করাইয়াছেন (অর্থাৎ বস্তুতঃ প্রয়োজক রূপে তিনিই সে-সমস্ত কর্ম করিয়াছেন); এক্ষণে কৃপা করিয়া এবং তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া, সে-সমস্ত ক[illegible] ফলও ঘুচাইয়া দিয়াছেন।

৩২০। **ইহা জানি**—ইহা, (অর্থাৎ জগাই-মাধাই-দ্বারা আমিই কর্ম করাইয়াছি এবং আমিই আবার তাঁহাদের সমস্ত কর্ম ঘুচাইয়া দিলাম—এ-কথা) জানিয়া, তোমরা সকল বৈষ্ণব এই দুই জনকে অভেদ-দৃষ্টিতে দেখিবে, **যেন তুমি সব**—তোমরা যেমন, তদ্রূপ দেখিবে (অর্থাৎ তোমরা আমার যেমন প্রিয়, জগাই-মাধাইকে আমার তদ্রূপ প্রিয় বলিয়া মনে করিবে, আমার প্রিয়ত্ব-বিষয়ে, তোমাদের সহিত এই দুই জনের কোনওরূপ ভেদ নাই, ইহাই তোমরা মনে জানিবে)। অথবা, **যেন তুমি সব**—তোমরা সকল যেমন পরস্পরের সহিত প্রিয়ত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, তদ্রূপ জগাই-মাধাইকেও তোমাদের সহিত প্রিয়ত্বের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিবে, তোমাদের মধ্যে এই দুই জন বলিয়া মনে করিবে, এই দুই জনকে তোমাদের হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করিবে না।

৩২১-৩২৩। প্রভু ভক্তবৃন্দের নিকটে আরও বলিলেন, **শুন এই আজ্ঞা** ইত্যাদি—তোমাদের মধ্যে যাহারা আমার হও, তাহারা আমার এই আদেশ শুন (তোমরা সকলেই আমার, তোমরা যেমন আমাকে ব্যতীত আর কিছুই জান না; আমিও তোমাদিগকে ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তাই

এ-দুই জনেরে যে করিব পরিহাস।
এ দুইর অপরাধে তার সর্ব্বনাশ ॥" ৩২৪
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই-মাধাই-প্রতি করে পরণামে ॥ ৩২৫
প্রভু বোলে "শুন সব ভাগবতগণ!
চল সভে যাই ভাগীরথীর চরণ ॥" ৩২৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তোমাদের নিকটে আমি একটি আদেশ দিতেছি ; তোমরা তাহা শুন। অথবা, তোমরা যদি আমার হও, তাহা হইলে আমার এই আদেশটি শুন। তাৎপর্য—তোমরা যখন আমারই, তখন আমার এই আদেশটি তোমরা শুনিবেই, অর্থাৎ পালন করিবেই। আমার সেই আদেশটি হইতেছে এই)। **এ-দুইরে শ্রদ্ধা করি** ইত্যাদি—এই জগাই-মাধাইকে যিনি শ্রদ্ধার সহিত আহার (খাদ্যবস্তু) দিবেন, (তাঁহার কি ফললাভ হইবে, তাহা বলিতেছি, শুন)। **অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে** ইত্যাদি—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে ; এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত সব মধু (তৃপ্তিদায়ক বা আনন্দদায়ক, মধুর ন্যায় আস্বাদ্য বস্তু) বৈসে (বাস করে, বিদ্যমান আছে), **যে হয় কৃষ্ণের** ইত্যাদি—সে-সমস্ত আস্বাদ্য বস্তুর মধ্যে যে-কোনও একটি বস্তুই শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্পিত হইলেই তাহা প্রেমরসে (প্রীতিরসের ন্যায় অনির্বচনীয়-আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় বস্তুতে) পরিণত হইয়া যায়। **এ-দুইরে বট-মাত্রো** ইত্যাদি—এই দুই জনকে বটমাত্রো (অতি অল্প পরিমাণ দ্রব্যও) যিনি দিবেন, **তার যে কৃষ্ণের** ইত্যাদি—তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মুখে মধুসমর্পণ করাই হইবে, অর্থাৎ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের, তৃপ্তিদায়ক বা আনন্দদায়ক মধুর ন্যায় আস্বাদ্য সমস্ত বস্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্পণ করিলে এবং শ্রীকৃষ্ণমুখে অর্পিত হইয়া সে-সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকটি অনির্বচনীয়-আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় প্রেমরসে পরিণত হইলে যে-ফল হয়, যিনি জগাই-মাধাইকে সামান্য কিছু দিবেন, তাঁহারও সেই ফল লাভ হইবে।

অথবা, অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। তাহা বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তমুখেও আহার করেন ; নারায়ণপরায়ণ ভক্ত যাহা আহার করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের মুখে গমন করে। (পূর্ববর্তী ২।১৩।২২৬-পয়ারের টীকায় শাস্ত্র-প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। জগাই-মাধাইকে প্রভু নিজেই প্রেমদান করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যাহা ভোজন করিবেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের মুখে যাইবে এবং তাহাও শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্পণের তুল্যই হইবে এবং তাহা হইবে শ্রীকৃষ্ণের মুখে মধুসমর্পণের তুল্য এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণের মুখে যাইয়া প্রেমরসে পরিণত হইবে (পূর্ববর্তী ৩২২-পয়ার দ্রষ্টব্য)। এ-জন্যই প্রভু বলিয়াছেন—"এ-দুইরে বটমাত্রো দিব যেই জন। তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ ॥"

৩২৪। জগাই-মাধাইকে শ্রদ্ধার সহিত আহার-দানের ফলের কথা বলিয়া, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ না করিয়া অশ্রদ্ধার সহিত যাহারা তাঁহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবে, তাহাদের কি ফল লাভ হইবে, এই পয়ারে প্রভু তাহাও বলিতেছেন। **এ-দুইর অপরাধে**—এই দুই জনের (জগাই-মাধাইর) নিকটে অপরাধের ফলে।

৩২৫। **মহাপ্রেমে**—অতিশয় প্রেমাবেশে। **পরণামে**—প্রণাম।

৩২৬। **ভাগীরথীর চরণ**—গঙ্গার চরণে, গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত গঙ্গার নিকটে।

সর্ব্ব-গণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর ।
পড়িলা জাহ্নবীজলে বল মহাবল ॥ ৩২৭
কীর্ত্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ ।
শিশু-প্রায় চঞ্চল-চরিত্র সর্ব্বক্ষণ ।। ৩২৮
মহা ভব্য বৃদ্ধ সব, সেহো শিশুমতি ।
এইমত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি । ৩২৯
গঙ্গাস্নান মহোৎসব কীর্ত্তনের শেষে ।
প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে ।। ৩৩০
জল দেই প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের গা'য় ।
কেহো নাহি পারে, সভে হাসিয়া পলায় ।। ৩৩১
জলযুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে ।
কথোক্ষণ যুদ্ধ করি সভে দেই ভঙ্গে ।। ৩৩২
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দে ।
ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে ।। ৩৩৩
শ্রীগর্ভ, শ্রীসদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্ ।
পুরুষোত্তমসঞ্জয়, বুদ্ধিমন্তখান ।। ৩৩৪

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩২৭। অন্বয়ঃ সর্বগণ-সহিত (সমস্ত পরিকরের সহিত) ঠাকুর বিশ্বম্ভর (শ্রীগৌরসুন্দর) এবং মহাবল (মহাবলশালী) বল (বলরাম—নিত্যানন্দরূপী বলরাম) জাহ্নবীজলে পড়িল (পতিত হইলেন)।

বল মহাবল—মহাবলশালী বল (বলরাম), নিত্যানন্দরূপ বলরাম। রোহিণীপুত্রের নামকরণ-কালে, গুণসমূহদ্বারা সুহৃদ্গণের মনোরঞ্জন করিবেন বলিয়া, গর্গাচার্য তাঁহার একটি নাম রাখিয়াছিলেন **"রাম"** এবং অত্যন্ত বলশালী হইবেন বলিয়া একটি নাম রাখিয়াছিলেন "বল"। "অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ। আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ ॥ ভা. ১০।৮।১২ ।।" সুতরাং রোহিণীনন্দনের একটি নাম "বল" এবং আর একটি নাম "রাম"। এই উভয় নামের মিলনেই তাঁহার নাম—বলরাম। "বল-মহাবল"-স্থলে "বনমালাধর"-পাঠান্তর। বনমালাধর- বনমালাধারী, বনমালী শ্রীকৃষ্ণ ; এ-স্থলে গৌররূপী শ্রীকৃষ্ণ।

৩২৯। মহাভব্য বৃদ্ধসব—অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং পরমগম্ভীর বৃদ্ধগণও। "ভব্য বৃদ্ধ"-স্থলে "ভব্য-বুদ্ধি"-পাঠান্তর। **শিশুমতি**—শিশুর ন্যায় মনোবৃত্তিবিশিষ্ট, শিশুর ন্যায় চঞ্চল। **এই মত হয় ইত্যাদি**—বিষ্ণুভক্তির এইরূপই শক্তি হইয়া থাকে ; কৃষ্ণভক্তির অচিন্ত্যশক্তি গণ্যমান্য পরম-গম্ভীর বৃদ্ধদিগকে পর্যন্ত চঞ্চল করিয়া ফেলিতে পারে।

৩৩০। প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ৩০৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩১। কেহো নাহি পারে—প্রভু যেমন বৈষ্ণবদের গায়ে জল ছিটাইতেছিলেন, তেমনি ভক্তগণও প্রভুর গায়ে জল ছিটাইতেছিলেন ; কিন্তু প্রভুর সঙ্গে কেহই পারিয়া উঠিলেন না। "হাসিয়া"-স্থলে **"হারিয়া"**-পাঠান্তর।

৩৩২। সভে দেই ভঙ্গে—সকলেই পলাইয়া যায়েন।

৩৩৪। শ্রীমান্—শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই।

পুরুষোত্তম সঞ্জয়—যাঁহার চণ্ডীমণ্ডপে প্রভুর অধ্যাপনার টোল ছিল, সেই মুকুন্দসঞ্জয়ের পুত্র, প্রভুর ছাত্র-শিষ্য। "পুরুষোত্তমসঞ্জয়"-স্থলে "পুরুষোত্তম মুকুন্দাক্রুর"-পাঠান্তর। ১।৭।৩৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, জগদীশ নাম।
গোপীনাথ, গদাধর, গরুড়, শ্রীরাম ॥ ৩৩৫
গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ, কাশীশ্বর।
জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীশুক্লাম্বর ॥ ৩৩৬
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য, কত নিব নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥ ৩৩৭
অন্যোঽন্যে সর্ব্বজন জলকেলি করে।
পরানন্দরসে কেহো জিনে, কেহো হারে ॥ ৩৩৮
গদাধর-গৌরাঙ্গে মিলিয়া জলকেলি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে খেলয়ে হই মেলি ॥ ৩৩৯
অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাত করিয়া জল দিলা মহাবলী ॥ ৩৪০
দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে।
মহাক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে ॥ ৩৪১
"নিত্যানন্দ মদ্যপ করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান ॥ ৩৪২
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি।
কোথাকার অবধূতে আনি দিলা ঠাঞি ॥ ৩৪৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩৫। **গঙ্গাদাস**—২।৯।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) **শ্রীরাম**—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস-পণ্ডিতের ভাই।

৩৩৭। "নিব"-স্থলে "জানি"-পাঠান্তর।

৩৩৯। "মিলিয়া"-স্থলে "কলহ", "ক্ষণেক" এবং "খেলছঁ" এবং "খেলয়ে হই"-স্থলে "কলহ হয়" এবং "ক্ষণেক দোঁহে"-পাঠান্তর।

৩৪০। **নির্ঘাত করিয়া**—খুব জোরে। "করিয়া"-স্থলে "মারিল" এবং "নয়নে"-পাঠান্তর।

৩৪১। **মহাক্রোধাবেশে**—নিত্যানন্দের প্রতি অদ্বৈতাচার্যের যে-গাঢ়প্রীতি, কৌতুক-রঙ্গ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহাই ক্রোধের আকার ধারণ করিয়াছে ; সেই প্রেম-ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া, **প্রভু**—অদ্বৈত-প্রভু, **গালাগালি পাড়ে**—শ্রীনিত্যানন্দকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। এই গালাগালিও কৌতুক-রঙ্গময়, ব্যাজস্তুতি। পরবর্তী তিন পয়ারে এই গালাগালি কথিত হইয়াছে।

৩৪২। **নিত্যানন্দ মদ্যপ**—মদ্যপ নিত্যানন্দ (স্তুতি অর্থে—প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দ), **করিল চক্ষু কাণ**—জল ছিটাইয়া আমার চক্ষুকে কাণা (অন্ধ) করিয়া দিলেন (শ্লেষার্থ—আমার বহির্দৃষ্টিকে, দেহ-সুখ-সাধক বস্তুর প্রতি দৃষ্টিকে, দূর করিয়া দিলেন। এ-স্থলে নিত্যানন্দ-সৃষ্ট জলের মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে)। **কাণ**—কাণা, অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন। **কোথা হৈতে ইত্যাদি**—এই মদ্যপ নিত্যানন্দ কোন্ স্থান হইতে আসিয়া এ-স্থানে উপস্থিত হইলেন ? (স্তুতি-অর্থ—নিত্যানন্দের যে-রূপ প্রেমোন্মত্ততা দেখা যাইতেছে, তাহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, তিনি এই জগতের লোক নহেন, ভগবানের নিত্যপার্ষদ। জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন)। **উপস্থান**—উপস্থিতি।

৩৪৩। **শ্রীনিবাসপণ্ডিতের ইত্যাদি**—মূলতঃ শ্রীবাসপণ্ডিতের জাতি নাই ; তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি **কোথাকার**—কোন্ দেশের এক অজ্ঞাত পরিচয় **অবধূতে ইত্যাদি**—ভ্রষ্টাচারী অবধূতকে (অর্থাৎ নিত্যানন্দকে) আনিয়া নিজের গৃহে স্থান দিয়াছেন। স্তুতি-পর অর্থ—শ্রীনিত্যানন্দ ভগবৎ পার্ষৎ হইলেও ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লৌকিকী লীলায় বেদানুগত তুরীয়াতীত অবধূত সাজিয়াছেন

শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে ॥" ৩৪৪
নিত্যানন্দ বোলে "মুখে নাহি বাস লাজ।
হারিলে আপনে, আর কন্দলে কি কাজ ॥" ৩৪৫
গৌরচন্দ্র বোলে "এক-বারে নাহি জানি।
তিন-বার হইলে সে হারি-জিতি মানি ॥" ৩৪৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(১।৬।৩৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া সন্ন্যাসীর আচার-পালন-সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। তিনি যে বাস্তবিক ভগবৎ-পার্ষদ, ভগবদ্ধামেই যে তাঁহার নিত্য অবস্থান তাঁহার অবধুত-বেশ এবং অবধুতের আচরণ দেখিয়া, তাহা কেহ জানিতে পারে না, সাধারণ লোকের নিকটে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় অজ্ঞাত। শ্রীবাসপণ্ডিতের পরম সৌভাগ্য, তিনি এই নিত্যানন্দকে নিজের গৃহে স্থান দিয়াছেন। নিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীবাসের মূল-ব্রাহ্মণ-জাত্যভিমান দূরীভূত হইয়াছে। অথবা, নিত্য ভগবৎ-পার্ষদ বলিয়া—সুতরাং জগতের জীবের ন্যায় জন্ম নাই বলিয়া—নিত্যানন্দের যেমন বাস্তবিক জাতি-কুলাদি নাই, নিত্য ভগবৎ-পার্ষদ বলিয়া শ্রীবাসেরও তদ্রূপ বাস্তবিক জাতি-কুলাদি কিছু নাই।

৩৪৪। **শচীর নন্দন চোরা** ইত্যাদি—চোরা শচীনন্দন এত সব কর্মও করিতে পারেন! কি আশ্চর্য! **নিরবধি** ইত্যাদি—সর্বদা এই ভ্রষ্টাচারী অবধুতের সঙ্গে বিহার করিতেছেন!! স্তুতিপর অর্থ—শচীনন্দনের এই গৌরবর্ণ রূপটিই চোরের রূপ। ধরা পড়িবার ভয়ে চোর যেমন নানা সময়ে নানা রকম পোষাক ধারণ করে, ইনিও তাহাই করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইনি তো যশোদা-নন্দন, নবজলধর শ্যাম। আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়া শ্রীরাধার রসস্তোম অপহরণ করিয়া ধরা পড়ার ভয়ে শ্রীরাধারই হেম-গৌর-কান্তি-দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া আত্মগোপন করিয়াছেন। সেই শ্যামসুন্দরেরই দ্বিতীয় কলেবর শ্রীবলরামই এখন অবধুতের বেশে আত্মগোপন করিয়া নিত্যানন্দ-পরিচয়ে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছেন। এই দুই আত্মগোপন-তৎপর প্রভুর পরস্পরের প্রতি নিবিড় সৌহার্দ ও প্রীতি স্বাভাবিক। সে-জন্য পরস্পরের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা কেহ কাহাকে ছাড়িতে পারেন না, একসঙ্গেই বিহার করেন, একসঙ্গেই নৃত্য-কীর্তনাদি করিয়া থাকেন।

৩৪৫। শ্রীঅদ্বৈতের কথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—**মুখে নাহি** ইত্যাদি—অদ্বৈত! মুখে এ-সমস্ত কথা বলিতে কি একটুও লজ্জা অনুভব করিতেছ না? **হারিলে আপনে**—আমার সহিত জলযুদ্ধে তুমি নিজেই তো হারিয়া গেলে; তাহাতে তোমার লজ্জিত হওয়াই উচিত; যে-লোক কোনও ব্যাপারে নিজে হারিয়া গিয়া লজ্জিত হয়, তাহার পক্ষে সেই ব্যাপার লইয়া কলহ করা শোভা পায় না; অথচ তুমি আমার সহিত কলহ করিতেছ! এখন, **আর কন্দলে কি কাজ**—আর কলহ করিয়া কি লাভ হইবে? তোমার পরাজয় তো কলহদ্বারা জয়ে পরিণত হইবে না। ইহাও শ্রীনিত্যানন্দের প্রীতিমধুর পরিহাসোক্তি।

৩৪৬। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—**একবারে** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ! তোমার সহিত অদ্বৈতের তো মাত্র একবার জলযুদ্ধ হইয়াছে; ধরিয়া লইলাম, তাহাতে

আর-বার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ দুই ঠাঁই ॥ ৩৪৭
দুইজনে জলযুদ্ধ—কেহো নাহি পারে।
এক-বার জিনে কেহো আর-বার হারে ॥ ৩৪৮

আর-বার নিত্যানন্দ সম্ভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া ॥ ৩৪৯
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বোলে "মাতালিয়া!
সন্ন্যাসী না হয় কভু এ ব্রহ্ম বধিয়া ॥ ৩৫০

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অদ্বৈত না হয় হারিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিত্যানন্দ! যুদ্ধে কেহ একবার হারিয়া গেলেই যে তিনি পরাজয় স্বীকার করিবেন, এমন কথা তো আমি জানি না। **তিনবার** ইত্যাদি—তিন বার যুদ্ধ হইলেই কাহার জয় হইল এবং কাহার পরাজয় হইল, তাহা নির্ণয় করা যায় বলিয়াই আমি মনে করি। (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মধ্যে পুনরায় জলকেলি-রঙ্গ দেখিবার ইচ্ছাই রঙ্গীয়া প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন। প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া তাঁহারা আবার জলযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন)। "জিতি"-স্থলে "জিনি"-পাঠান্তর।

৩৪৭। **কৌতুক লাগিয়া**—কৌতুক-রঙ্গ আস্বাদনের নিমিত্ত। **একদেহ দুই ঠাঁই**—একই দেহ দুই স্থানে, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই দুই স্বরূপে অবস্থিত। এ-কথা বলার হেতু এই। শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন জগৎকর্তা মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ীর অবতার। এই কারণার্ণবশায়ী হইতেছেন বলরামের এক অংশাংশ স্বরূপ—সুতরাং বলরামেরই এক স্বরূপ। তাহাতে বলরাম এবং কারণার্ণবশায়ীও তত্ত্বতঃ এক দেহ, কিন্তু দুই স্বরূপে অবস্থিত। সেই বলরামই নিত্যানন্দ বলিয়া এবং অদ্বৈতও সেই কারণার্ণবশায়ীর অবতার (বা এক স্বরূপ) বলিয়া, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতও তত্ত্বতঃ এক দেহ, কিন্তু দুই স্বরূপে দুই স্থানে অবস্থিত।

৩৪৯। **সম্ভ্রম পাইয়া**—লজ্জা পাইয়া; শ্রীঅদ্বৈতকে সম্যক্‌রূপে হারাইতে পারিতেছেন না বলিয়া লজ্জিত হইয়া। বঙ্গদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে এখনও "সম্ভ্রম" বলিতে "লজ্জা" বুঝায়। অথবা, সম্ভ্রম—সম্যক্ ভ্রম। অদ্বৈতাচার্যের ভ্রমজনিত অনবধানতার সুযোগ পাইয়া। **নয়নে**—অদ্বৈতের চক্ষুতে। **নির্ঘাত করিয়া**—খুব জোরের সহিত খুব বেশী পরিমাণে।

৩৫০। ৩৫০-৩৫২-পয়ারত্রয় হইতেছে শ্রীঅদ্বৈতের প্রেম-ক্রোধাবেশের উক্তি, বস্তুতঃ ব্যাজস্তুতি (নিন্দাচ্ছলে স্তুতি)। রস-পোষক বলিয়া রস-শাস্ত্রে, ব্যাজস্তুতি একটি অলঙ্কার-রূপে পরিগণিত। **মাতালিয়া**—মাতাল। স্তুতি-অর্থে- প্রেম-মদিরা-পানে উন্মত্ত, প্রেমোন্মত্ত। পূর্ববর্তী ৩৪২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সন্ন্যাসী না হয় কভু**—এই মাতাল নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর পোষাক ধারণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু বাস্তবিক ইনি কখনও সন্ন্যাসী নহেন, বস্তুতঃ **এ ব্রহ্ম বধিয়া**—ইনি হইতেছেন ব্রহ্মবধী (ব্রাহ্মণ-হত্যাকারী); নচেৎ, ব্রাহ্মণ-আমার চক্ষুতে এমনভাবে জলের আঘাত করিয়া আমাকে মারিয়া ফেলার চেষ্টা করিতেন না। **স্তুতি-অর্থ**—এই নিত্যানন্দ সর্বদা প্রেমোন্মত্ত; সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ ভক্তিবিরোধী, তাঁহারা কখনও প্রেমোন্মত্ত হয়েন না; সুতরাং নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর পোষাক ধারণ করিয়া থাকিলেও বাস্তবিক ভক্তিবিরোধী সন্ন্যাসী নহেন; ইনি প্রকৃত সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসের উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়া ইনি তুরীয়াতীত অবধূত, ভাগবত-পরম-হংস হইয়াছেন। ইনি কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণত্বের অভিমান-

পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহো না জানে কোথাত ॥ ৩৫১
মাতা পিতা গুরু নাহি, না জানি কিরূপ।
খায় পরে' সকল, বোলায় 'অবধূত' ॥" ৩৫২
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু গণ-সহ হাসে' ॥ ৩৫৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পোষণকারী আমার সেই অভিমান দূর করার জন্যই, আমার অভিমান-রূপ পঙ্ককে সর্বতোভাবে বিধৌত করার জন্যই, যে চক্ষুর দ্বারা আমি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রাহ্মণেতর কাহাকেও দেখিলে তাহাকে আমা-অপেক্ষা হেয় মনে করি, আমার সেই অভিমান-কলুষিত চক্ষুর কলুষ দূর করার জন্যই, আমার উপরে জল নিক্ষেপ করিতেছেন। অথবা, ইনি ব্রহ্ম বধিয়া। ব্রহ্ম = বেদ। বেদকে বধ করেন যিনি অর্থাৎ তুরীয়াতীত অবধূত বলিয়া, কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততাবশতঃ বহির্বিষয়ে অনুসন্ধানরহিত বলিয়া, যিনি সন্ন্যাসীদের বেদবিহিত আচরণের পালন করেন না, করিতে পারেন না, তাঁহাকে ব্রহ্ম (বেদ)-বধকারী বলা যায়। নিত্যানন্দও এতাদৃশ ব্রহ্মবধিয়া।

৩৫১-৩৫২। এই নিত্যানন্দ **পশ্চিমার ঘরে** ইত্যাদি—পশ্চিমদেশীয় লোকদিগের ঘরে যাহার-তাহার ভাত খাইয়া বেড়াইয়াছেন। **কুল জন্ম** ইত্যাদি—এই নিত্যানন্দের কোথাও (কোথায়) জন্ম, কোন কুলে জন্ম, কি জাতি, এ-সব কেহই জানে না; ইনি অজ্ঞাত-কুলশীল। **মাতাপিতা** ইত্যাদি—ইঁহার মাতা, পিতা এবং গুরুই বা কি রকম, তাহাও জানি না। **খায় পরে সকল**—ইনি সকলের দ্রব্যই আহার করেন, লোকসকল যে-পোষাক দেয়, সেই পোষাকই পরিধান করেন। আবার **বোলায় অবধূত**—অবধূত বলিয়াও পরিচয় দেয়। "না জানি"-স্থলে "নাহি জানিয়ে"-পাঠান্তর। স্তুতি-অর্থ—ইনি ঈশ্বর-তত্ত্ব এবং নিত্যভগবৎ-পার্ষদ বলিয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় ইঁহার পিতা, মাতা ও গুরু নাই, থাকিতেও পারে না। এ-সমস্ত নাই বলিয়া লোকেও তাহা জানে না। লোকসকল শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত তাঁহাকে অন্ন-বস্ত্রাদি যাহা কিছু অর্পণ করে, তাহাদের প্রতি কৃপাবশতঃ, ইনি তাহাই অঙ্গীকার করেন এবং তদ্দ্বারা ইনি তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন। জগতের প্রতি কৃপাবশতঃ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া যখন পশ্চিমদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন পশ্চিমাদের, অর্থাৎ ব্রজবাসীদের ঘরে ঘরে, তাঁহাদের প্রীতিমণ্ডিত দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন, অথবা, গত দ্বাপরে ইনি যখন—এই নবদ্বীপ হইতে পশ্চিমদিকে অবস্থিত– গোকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন গোকুলবাসীদের ঘরে ঘরে এবং পরে যখন পশ্চিমাঞ্চলস্থিত মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন মথুরাবাসী কৃষ্ণপরিকরদেরও ঘরে ঘরে, অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে জীবসমূহকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের আদর্শ দেখাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তভাবে ইনি তুরীয়াতীত অবধূতের ভাব প্রকটিত করিয়াছেন।

৩৫৩। **ব্যপদেশে**—ছলে, নিন্দার ছলে। **নিত্যানন্দ-প্রতি** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈত নিন্দাচ্ছলে শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতি করিয়াছেন। তাহা **শুনি নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতকৃত নিত্যানন্দের নিন্দাচ্ছলে স্তব (ব্যাজস্তুতি) শ্রবণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দও হাসিতে লাগিলেন এবং ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু-গৌরচন্দ্রও হাসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের হাসি হইতেই বুঝা যাইতেছে, শ্রীঅদ্বৈত বস্তুতঃ নিত্যানন্দের নিন্দা

"সংহারিব সকল, আমার দোষ নাঞি।"
এত বলি জলে ঝাঁপে' আচার্য্যগোসাঞি ॥ ৩৫৪
আচার্য্যের ক্রোধে হাসে' ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে হেন শুনি কুবচন ॥ ৩৫৫
হেন রস কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন জ্ঞানে নিন্দে' বন্দে' সে মরে পুড়িয়া ॥ ৩৫৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করেন নাই, নিন্দার ছলে স্তুতিই করিয়াছেন। অদ্বৈতের বাক্যভঙ্গী ইঁহাদের পরিচিত ছিল বলিয়াই সকলে হাসিয়াছেন।

৩৫৪। **সংহারিব সব**—আমি সকলকে সংহার করিব, **মোর দোষ নাঞি**—আমার কোনও দোষ নাই (সকলকে সংহার করিব বলিয়া আমার কোনও দোষ হইবে না), **এত বলি ইত্যাদি**—এ-সকল কথা বলিয়া অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী যেন ক্রোধাবেশে গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দের এবং ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর হাসি দেখিয়াই শ্রীঅদ্বৈত এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। সকলকে সংহার করিবেন বলিয়াও সংহারার্থ কাহারও উপরে ঝাঁপাইয়া না পড়িয়া তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন গঙ্গার জলে। ইহাতেই বুঝা যায়, কাহারও সংহার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; সকলকে হাসিতে দেখিয়াই, তাঁহার স্বাভাবিক অদ্ভুত বাক্যভঙ্গীতে গৌর-নিত্যানন্দাদিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার এই রহস্যময় বাক্যগুলির তাৎপর্য বোধ হয় এই। "আমার কথা শুনিয়া তোমরা হাসিতেছ কেন? তোমরা বুঝি মনে করিয়াছ, নিন্দাচ্ছলে আমি নিত্যানন্দের স্তব করিয়াছি? কি আশ্চর্য! তোমরা আমার কথার এমন কদর্থ করিলে? নিন্দাকে স্তুতি বলিয়া মনে করিলে? আমার বক্তব্যবিষয় পরিষ্কার-ভাবে বলিবার সামর্থ্য বুঝি আমার নাই? তোমরা আমার অবমাননা করিয়াছ। আমি তোমাদের সকলকে সংহার করিব। আমার কোনও দোষ নাই; এইরূপ অবমাননা কে সহ্য করিতে পারে?" ইহাও শ্রীঅদ্বৈতের এক অদ্ভুত বাক্যভঙ্গী, তাঁহার ব্যাজস্তুতিরই ভঙ্গীবিশেষ। "ঝাঁপে"-স্থলে "শাঁপে"-পাঠান্তর। শাঁপে—শাপ দেন।

৩৫৫। **ক্রোধে**—প্রেম-ক্রোধে, প্রেম-ক্রোধ দেখিয়া; ক্রোধের আকারে নিত্যানন্দের প্রতি অদ্বৈতের প্রীতির বিকাশ দেখিয়া। **ক্রোধে তত্ত্ব কহে**—প্রেম-ক্রোধের আবেশে শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দের স্বরূপ-তত্ত্বই বলিয়াছেন। **হেন শুনি কুবচন**—শ্রীঅদ্বৈত যে-সকল বাক্যে নিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যে-সকল বাক্য শুনিতে "কুবচন হেন—যেন মন্দ-কথা, নিন্দা বলিয়াই" মনে হয় (ব্যাজস্তুতির যথাশ্রুত অর্থে নিন্দাই বুঝায়)। অদ্বৈতের ক্রোধও বাস্তবিক ক্রোধ ছিল না; নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার প্রীতিকেই তিনি ক্রোধের আকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

৩৫৬। **হেন**—এতাদৃশ। **রস-কলহের**—প্রীতিরস-নিষিক্ত আনন্দ-কোলাহলের। **ভিন্ন-জ্ঞানে ইত্যাদি**—ভিন্ন-জ্ঞানে (অর্থাৎ কলহ-বাক্যের গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, গূঢ় অর্থ অপেক্ষা ভিন্ন বা অন্যরূপ অর্থ মনে করিয়া) যে-ব্যক্তি নিন্দে (নিন্দা করে। কলহ-বাক্যের গূঢ় স্তুতি-অর্থের স্থলে নিন্দা-অর্থ গ্রহণ করিয়া বক্তার নিন্দা করে, এবং) বন্দে (বন্দনা বা স্তুতি করে। যাঁহার সম্বন্ধে কলহ-বাক্যগুলি বলা হইয়াছে, অনর্থক তাঁহার নিন্দা করা হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার স্তুতি বা প্রশংসা করে। অথবা, যাঁহার

নিশ্চয় গৌরাঙ্গচন্দ্র যারে কৃপা করে।
সে-ই সে বৈষ্ণববাক্য বুঝিবারে পারে ॥ ৩৫৭
সেই কথোক্ষণে দুই মহাকুতুহলী।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী ॥ ৩৫৮
মহামত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র-রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে ॥ ৩৫৯
হেনমতে জলকেলি কীর্ত্তনের শেষে।
প্রতিরাত্রি সভা' লৈয়া করে প্রভু রসে ॥ ৩৬০
এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সভে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই ॥ ৩৬১
সর্ব্ব-গণে গৌরচন্দ্র গঙ্গাস্নান করি।
কূলে উঠি উচ্চ করি বোলে 'হরিহরি' ॥ ৩৬২
সভারে দিলেন মালা-প্রসাদ-চন্দন।
বিদায় হইলা সভে করিতে ভোজন ॥ ৩৬৩
জগাই-মাধাই সমর্পিলা সভা'স্থানে।
আপন-গলার মালা দিলা দুই জনে ॥ ৩৬৪
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয় ॥ ৩৬৫
গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ-বন্দন ॥ ৩৬৬
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি মা'য়ে করিলা গোচর ॥ ৩৬৭
সর্ব্ব-ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ করয়ে ভোজন ॥ ৩৬৮

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিন্দা করা হইয়াছে, তিনি বাস্তবিকই নিন্দার যোগ্য মনে করিয়া বক্তার প্রশংসা করে), সে (সেই ব্যক্তি) পুড়িয়া মরে (নরকানলে দগ্ধ হয়)। "ভিন্ন-জ্ঞানে"-স্থলে "তত্ত্ব-জ্ঞানে"-পাঠান্তর। তত্ত্ব-জ্ঞানে—সত্য জ্ঞান (মনে) করিয়া।

৩৫৭। "নিশ্চয় গৌরাঙ্গচন্দ্র"-স্থলে "নিত্যানন্দ গৌরচাঁদ"-পাঠান্তর।

৩৫৮। **কথোক্ষণে** (কতক্ষণ পরে) সেই দুই **মহাকুতুহলী** (মহারঙ্গ-প্রিয়) নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে কোলাকোলি হইল, তাঁহারা পরস্পরকে প্রীতিভরে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

৩৫৯। **গৌরচন্দ্র-রসে**—গৌরপ্রেমের রসাস্বাদনে। **মহামত্ত**—অত্যধিকরূপে প্রেমোন্মত্ত। **ভাসে**—ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৩৬০। এই পয়ারে গ্রন্থকার জানাইয়াছেন, ভক্তবৃন্দের সহিত মহাপ্রভু, জগাই-মাধাইর উদ্ধারের রাত্রিতে কীর্তনের শেষে যে-ভাবে গঙ্গায় জলকেলি করিয়াছেন, অন্য সময়েও প্রতি রাত্রিতেই কীর্তনের শেষে সেইভাবে জলকেলি করিতেন। "প্রভু"-স্থলে "মহা"-পাঠান্তর। **রসে**—আনন্দ-রসে নিমগ্ন হইয়া।

৩৬১। **সংগোপে**—সংগোপনে, অত্যন্ত গোপন-ভাবে, লোকসকলের অলক্ষিতভাবে। **তথাই**—সে-স্থানে। **সবে**—কেবলমাত্র।

৩৬৩। "ভোজন"-স্থলে "শয়ন"-পাঠান্তর।

৩৬৫। ১৷২৷২৮২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৬৭। **নৈবেদ্যান্ন**—শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত অন্ন, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ।

৩৬৮। **সর্ব্বভাগবতেরে**—বলি-প্রভৃতি পরম-ভাগবতদিগকে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,

পরম-সন্তোষে মহাপ্রসাদ খাইয়া।
মুখশুদ্ধি করিবারে বসিলা আসিয়া ॥ ৩৬৯
বধূ-সঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দ-সাগরে শরীর ডুবাইয়া ॥ ৩৭০
আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে।
সহস্রবদন প্রভু যদি শক্তি ধরে ॥ ৩৭১
প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
আই-শব্দ-প্রভাবেও তার দুঃখ নাই ॥ ৩৭২
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগন্মাতা।
নিজ দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা ॥ ৩৭৩
বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় করে গুপ্ত দেবগণ ॥ ৩৭৪
চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥ ৩৭৫
দেখিতে না পায় ইহা কেহো আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু অনুগ্রহে বোলে কারো স্থানে ॥ ৩৭৬

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বৈষ্ণব নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিয়া বলি-প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ নিবেদন করিয়া তাহার পরে নিজে ভোজন করিবেন। "বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোর্জ্জুনঃ। প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্বায়ুসুতঃ শিবঃ ॥ বিষ্বক্‌সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ ॥ হ. ভ. বি. ৮।৮৬-ধৃত প্রমাণ ॥ —বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, বসু, বায়ুসুত, শিব, বিষ্বক্‌সেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনকাদি ও শুকাদি বৈষ্ণবসমূহ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসাদ গ্রহণ করুন।" প্রভু নিজে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও এবং বলি-প্রভৃতি মহাভাগবতগণ তাঁহার প্রসাদলিপ্‌সু হইলেও, স্বরূপতঃ ভক্তভাবময় বলিয়া (১।৭।১৭৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), প্রভু ভক্তভাবে বলি-প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ নিবেদন করিয়া পরে নিজে আহার করিয়াছেন। জগতের জীবের শিক্ষার নিমিত্ত প্রভুর এইরূপ আচরণ।

৩৭০। **বধূ-সঙ্গে**—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত। **আই**—শচীমাতা।

৩৭১। **সহস্রবদন প্রভু** ইত্যাদি—সহস্রবদন অনন্তদেবের যদি শক্তি থাকে, তবে তিনিই শচীমাতার ভাগ্যের সীমা বলিতে পারেন, অপর কাহারও সেই সামর্থ্য নাই।

৩৭২। **প্রাকৃত শব্দেও**—প্রাকৃত (জাগতিক) বিষয়ের কথাবার্তা-প্রসঙ্গেও। **দুঃখ নাই**—কোনও দুঃখ থাকিবে না।

৩৭৩। **নিজ দেহ** ইত্যাদি—আনন্দের পরমাবেশে শচীমাতা স্বীয়-দেহস্মৃতিও হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

৩৭৪। **গুপ্ত দেবগণ**—যে-সমস্ত দেবতা আত্মগোপন করিয়া, লোকগণের অলক্ষিতে, প্রভুর লীলা দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রভু তখন বিদায় দিলেন। "করে গুপ্ত"-স্থলে "হয় গুপ্তে"-পাঠান্তর—তাঁহারা গোপনে বিদায় হয়েন, চলিয়া যায়েন।

৩৭৫। **চতুর্ম্মুখ**—ব্রহ্মা। **পঞ্চমুখ**—শিব। **নিতি**—নিত্য, প্রতি দিন।

৩৭৬। **আজ্ঞা বিনে**—প্রভুর আদেশ (কৃপাদেশ) ব্যতীত। **অনুগ্রহে বোলে**—অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মা-শিবাদির কথা বলেন।

কোনদিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর ॥ ৩৭৭
"অই-খানে থাক" প্রভু বোলয়ে আপনে।
"চারি-পাঁচ-মুখগুলা লোটায় অঙ্গনে ॥ ৩৭৮
পড়িয়া আছয়ে যত নাহি লেখা-জোখা।
তোমরা-সভেরে কি এ গুলা না দে' দেখা ?"৩৭৯
কর-জোড় করি বোলে সব ভক্তগণ।
"ত্রিভুবনে করে প্রভু! তোমার সেবন ॥ ৩৮০
আমরা-সভের কোন্ শক্তি দেখিবার।
বিনে প্রভু! তুমি দিলে দৃষ্টি-অধিকার ॥" ৩৮১
এ সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্ত কথা।
সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় ইহা শুনিলে সর্ব্বথা ॥ ৩৮২
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
অজ-ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে ॥ ৩৮৩
হেনমতে জগাই-মাধাই-পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ ॥ ৩৮৪
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার ॥ ৩৮৫
শূলপাণি-সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে ॥ ৩৮৬

তথাহি (ভা. ৫।১০।২৫)—

"মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধিমাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ১ ॥"

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৭৭। কোন অনুচর—প্রভুর কোনও ভক্ত।

৩৭৮-৩৭৯। অইখানে ইত্যাদি—প্রভু নিজে সেই অনুচরকে (ভক্তকে) বলেন, "তুমি ঐখানে থাক", অর্থাৎ আমার নিকটে আসিও না, দূরে থাক। যেহেতু, প্রভুর নিকটে, চরণ-সন্নিধানে, **চারি-পাঁচ-** ইত্যাদি—চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং পঞ্চমুখ শিব প্রভৃতি দেবগণ অঙ্গনে পড়িয়া লুটাইতেছেন, গড়াগড়ি দিতেছেন। (কোনও ভক্ত প্রভুর নিকটে আসিলে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণের অঙ্গে তাঁহার পাদস্পর্শ হইতে পারে বলিয়া প্রভু সেই ভক্তকে সাবধান করিয়া বলেন—ঐখানে দূরে থাক। সেই দেবগণকে প্রভু-ব্যতীত অপর কেহই দেখিতে পায়েন না)। **পড়িয়া আছয়ে** ইত্যাদি—ব্রহ্মা-শিবাদি কত দেবতা যে প্রভুর অঙ্গনে পড়িয়া রহিয়াছেন, তাহার লেখা-জোখা নাই (সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না)। প্রভু সেই ভক্তকে আরও বলেন, **তোমরা সভেরে** ইত্যাদি—এই দেবতাগুলি কি তোমাদিগকে দেখা দেন না ? তোমরা কি ইঁহাদিগকে দেখিতে পাও না ? ২।১০।২৩৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৮০-৩৮১। ত্রিভুবনে—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই তিন ভুবনের সমস্ত দেবতাই। **বিনে প্রভু** ইত্যাদি—প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া এই সমস্ত দেবতাদের দর্শনের অধিকার না দিলে, ইঁহাদিগকে দর্শন করিবার শক্তি আমাদের নাই।

৩৮৩। অজ—ব্রহ্মা। **ভব**—শিব। **নিতি**—নিত্য।

৩৮৬। শূলপাণি—মহাদেব। **শূলপাণি সম যদি** ইত্যাদি—মহাদেবের ন্যায় প্রভাববিশিষ্ট কোনও ব্যক্তিও যদি ভক্তের নিন্দা করেন, তাহা হইলেও অচিরেই যে তাঁহার সর্বনাশ হয়, শ্রীভাগবতের উক্তিই তাঁহার প্রমাণ। নিম্নে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ মাদৃক্ (মাদৃশ ব্যক্তি) শূলপাণিঃ অপি (শূলপাণি মহাদেবের ন্যায়

হেন বৈষ্ণবেরে নিন্দে' অসর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্ব-শাস্ত্রে কই' ॥ ৩৮৭

সর্ব্ব-মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সে-ই নামে লয় প্রাণ ॥ ৩৮৮

পদ্মপুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন ॥ ৩৮৯

তথাহি (পদ্মপুরাণে, ব্রহ্মখণ্ডে ২৫।১৪)—
"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্ ॥" ২ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভাব-বিশিষ্ট হইলেও) স্বকৃতাৎ (নিজের কৃত) মহদ্‌বিমানাৎ (মহদ্‌ব্যক্তিদিগের, মহাভাগবতদিগের, বিমানের অর্থাৎ অবমাননার ফলে) অদূরাৎ (অনতিবিলম্বে, শীঘ্রই) নঙ্ক্ষ্যতি হি (নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে)।

অনুবাদ। আমার মত কোনও ব্যক্তি, মহাদেবের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হইলেও, যদি কোন মহা-ভাগবতের অবমাননা করে, তাহা হইলে, তাহার নিজের কৃত 'সেই মহদবমাননার ফলে, শীঘ্রই যে সেই ব্যক্তি বিনষ্ট হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ২।১৩।১ ॥

ইহা হইতেছে শ্রীভরতের নিকটে রাজা রহূগণের উক্তি।

৩৮৭। **অসর্ব্বজ্ঞ**—অজ্ঞ, মূঢ়।

৩৮৮। **সর্ব্বমহা প্রায়শ্চিত্ত** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের যেই নাম শাস্ত্রকথিত সর্ববিধ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে মহা (সর্বশ্রেষ্ঠ) প্রায়শ্চিত্ত, **বৈষ্ণবাপরাধে** ইত্যাদি—বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ হইলে, সেই নামও (সেই কৃষ্ণনামও) প্রাণ লয়, সংহার করে, সর্বনাশ সাধন করে। "কৃষ্ণের"-স্থলে "প্রভুর"-পাঠান্তর।

৩৮৯। **পদ্মপুরাণের এই** ইত্যাদি—পূর্বপয়ারোক্ত কথাগুলি পদ্মপুরাণেরই প্রমাণ-বাক্য। **প্রেমভক্তি** ইত্যাদি—পদ্মপুরাণের এই বাক্যের পালন করিলে, এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া ভজন করিলে, প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে। নিম্নে পদ্মপুরাণ-বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয় ॥ সতাং (সাধুদিগের, পরম ভাগবতদিগের) নিন্দা (নিন্দা) নাম্নঃ (নাম হইতে নামের নিকটে) পরমং (মহা—অতি উৎকট) অপরাধং (অপরাধকে—নামাপরাধকে) বিতনুতে (বিস্তার করিয়া থাকে)। যতঃ (যে-সমস্ত মহাভাগবত হইতে) খ্যাতিং যাতং (নাম—খ্যাতি, জগতে প্রসিদ্ধি—লাভ করিয়াছেন), উ (খেদে। হায়!) তদ্‌বিগরিহাম্ (সেই সাধুদিগের নিন্দা) কথং (কিরূপে, কেমন করিয়া) সহতে (নাম সহ্য করেন ?)।

অনুবাদ। সাধুদিগের নিন্দা নামের নিকটে উৎকট অপরাধ (নামাপরাধ) বিস্তার করিয়া থাকে। হায়! যে-সাধুগণ হইতে (সাধুগণের দ্বারা প্রচারের ফলে) নাম জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই সাধুগণের নিন্দা, নাম কেমন করিয়া সহ্য করিতে পারেন ? (অর্থাৎ সহ্য করিতে পারেন না; নাম রুষ্ট হইয়া ভক্তনিন্দকের সর্বনাশ করেন)। ২।১৩।২ ॥ নামাপরাধের বিবরণ ২।৮।১০২-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

যেই শুনে দুই-মহাদস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র অবতার ॥ ৩৯০
ব্রহ্মদৈত্য-পাবন গৌরাঙ্গ! জয় জয়।
করুণাসাগর প্রভু পরম-সদয় ॥ ৩৯১
সহজ-করুণা-সিন্ধু মহাকৃপাময়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণ মাত্র লয় ॥ ৩৯২
হেন-প্রভু-বিরহে যে পাপি-প্রাণ রহে।
সবে পরমায়ু-গুণ, আর কিছু নহে ॥ ৩৯৩

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯০। **দুই মহাদস্যুর**—জগাই ও মাধাইর।

৩৯২। **সহজ**—স্বভাবতঃই, স্বরূপতঃই। **করুণাসিন্ধু**—করুণার সমুদ্র। **মহাকৃপাময়**—অত্যন্ত দয়ালু, করুণাঘন বিগ্রহ। **সহজ করুণাসিন্ধু** ইত্যাদি—শ্রীগৌরচন্দ্র স্বরূপতঃই করুণার মহাসমুদ্রতুল্য, তিনি করুণাঘন বিগ্রহ। **দোষ নাহি দেখে প্রভু**—প্রভু গৌরচন্দ্র কাহারও দোষের প্রতি দৃষ্টি করেন না, **গুণমাত্র লয়**—যাহার মধ্যে যেটুকু গুণ আছে, তাহার সেইটুকুই তিনি গ্রহণ করেন। শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, প্রভু গৌরচন্দ্রের দর্শনমাত্রেই জীবের সর্ববিধ দোষ তৎক্ষণাৎ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ জীব প্রেম লাভ করে (২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যে-লোকের অশেষ দুষ্কৃতি আছে, প্রভুর দর্শনমাত্রেই যখন সেই লোকও তাহার সমস্ত দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়া প্রেম লাভ করে,—তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, প্রভু গৌরচন্দ্র কাহারও দোষের প্রতি দৃষ্টি করেন না, কাহারও কোনও দোষ আছে কি না, সেই বিচার বা অনুসন্ধান প্রভু করেন না। তাঁহার দর্শনমাত্রে সর্বদোষবিমুক্ত হইয়া কোনও লোক যে প্রেমলাভ করে, তাহার সেই প্রেমরূপ গুণটিই প্রভু গ্রহণ করেন। কাহারও অশেষ দোষ থাকা সত্ত্বেও, তাহার কোনও একটি গুণ যদি থাকে, তাহার দোষ গ্রহণ না করিয়া প্রভু যে তাহার সেই গুণটিই গ্রহণ করেন, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। "করুণা-সিন্ধু"-স্থলে "করুণানন্দ" এবং "করুণাবন্ধু"-পাঠান্তর। সহজ-করুণানন্দ—স্বভাবতঃ বা স্বরূপতঃই হইতেছেন করুণা এবং আনন্দ; করুণা-স্বরূপ (করুণাঘন বিগ্রহ) এবং আনন্দ-স্বরূপ (আনন্দ-ঘন বিগ্রহ)। সহজ করুণাবন্ধু—স্বভাবতঃই প্রভু করুণা-বন্ধু—নির্বিচার-কারুণ্যবশতঃ জীবমাত্রের বন্ধু, জীবমাত্রকেই প্রেমভক্তি দিয়া কৃতার্থ করিতে ব্যাকুল।

৩৯৩। **হেন প্রভু-বিরহে**—এতাদৃশ (অদোষদর্শী এবং গুণমাত্রগ্রাহী মহাকৃপাময়) প্রভুর বিরহে (অভাবে, তাঁহার সান্নিধ্যের অভাবে, অর্থাৎ চরণ-সেবা না করিয়া) **যে পাপি-প্রাণ রহে**—যে-পাপীপ্রাণ দেহে থাকে (অর্থাৎ যে-ব্যক্তি এতাদৃশ গৌরের চরণ-সেবা করে না, সে মহাপাপী, মহাপাপী বলিয়াই গৌর-চরণ-সেবায় তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না; অশেষ পাপের ফলে তাহার মৃত্যুই নিশ্চিত। তথাপি সেই লোক যে জীবিত থাকে, তাহা) **সবে পরমায়ু-গুণ**—কেবল তাহার পরমায়ুর গুণে, **আর কিছু নহে**—পরমায়ু আছে বলিয়াই সেই লোক জীবিত থাকে, অন্য কোন কারণে নহে। যত দিন প্রারব্ধ কর্ম থাকে, তত দিনই জীব জীবিত থাকে, তত দিন পর্যন্তই জীবের পরমায়ু। সেই পরমায়ু থাকিতে, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ভোগ শেষ হইয়া যাওয়ার পূর্বে, কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না বলিয়াই গৌর-চরণ-সেবা-বিরহিত মহাপাপী লোকও জীবিত থাকে—কেবল তাহার প্রারব্ধ পাপকর্মের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করার নিমিত্ত। "আর কিছু"-স্থলে "আর হেতু"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

তথাপিহ এই কৃপা কর' মহাশয় !
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয় ॥ ৩৯৪
আমার প্রভুর সঙ্গে গৌরাঙ্গসুন্দর ।
যথা বৈসে, তথা যেন হঙ অনুচর ॥ ৩৯৫
চৈতন্যকথার আদি-অন্ত নাহি জানি ।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ ৩৯৬
গণ-সহ প্রভুপাদপদ্মে নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৩৯৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩৯৮

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯৪। **তথাপিহ**—তথাপিও। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যের আবেশে গ্রন্থকার বলিতেছেন, হে মহাশয় (অদোষদর্শী মহাকৃপাময় গৌরচন্দ্র) ! যদিও আমি তোমার চরণ-সেবায় রতিমতিহীন, যদিও কেবল আমার অশেষ পাপের ফল আমাকে ভোগ করাইবার নিমিত্তই এখনও আমার দেহে প্রাণ রহিয়াছে, তথাপি প্রভু, তুমি তো অদোষদর্শী এবং মহাকৃপাময় ; আমার অশেষ দোষের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তুমি আমার প্রতি **এই কৃপা কর**—এতাদৃশী কৃপা প্রকাশ কর, **শ্রবণে বদনে যেন** ইত্যাদি—যেন (যাহাতে) আমার শ্রবণ (কর্ণ) এবং বদন (মুখ) তোমার যশ গ্রহণ করিতে পারে (যাহাতে আমার কর্ণ তোমার মহিমা-কথা শুনিতে ইচ্ছুক হয় এবং শুনিতে পারে এবং আমার বদনও তোমার মহিমা-কীর্তন করিতে ইচ্ছুক হয় এবং মহিমাকীর্তন করে)।

৩৯৫। গ্রন্থকার আরও প্রার্থনা করিতেছেন, **আমার প্রভুর সঙ্গে**—আমার প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর **যথা বৈসে**–যে-স্থানে বসেন, অবস্থান করেন, **তথা যেন** ইত্যাদি—আমি যেন সেই স্থানে গৌরচন্দ্রের অনুচর (ভৃত্য) হইতে পারি।

৩৯৬। **যে-তে-মতে**— যে-কোনও রকমে, যতটুকুমাত্র পারি। **বাখানি**—কীর্তন করি।

৩৯৭। **ইথে অপরাধ** ইত্যাদি—গৌর-কথার আদি বা অন্ত আমি কিছুই জানি না। কোনও রকমে সামান্য যাহা কিছু বর্ণনা করিলাম, তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার যেন কোনও অপরাধ না হয়, ইহাই সপরিকর-প্রভুর পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া আমি তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা করিতেছি। ১।১।৬৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯৮। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(১২. ৮. ১৯৬৩—৩০. ৮. ১৯৬৩)

মূলে পয়ারাদির শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পয়ারাদির অঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	৯৫	তোমার	তোমরা
১৩	৯৬	দিনদোষে ॥	দিনদোষে ॥”
২৯	১৯২	কৃষ্ণভক্তি	কৃষ্ণভক্তি
৪৮	২৫৭	পুলকিত-রঙ্গ	পুলকিত অঙ্গ
৪৮	২৫৭	বহু অঙ্গ	বহু-রঙ্গ
৫৮	৩২৯	দূর্ব্বা	দূর্ব্বা
৬৭	পয়ারশেষে সংযোজ্য:—	ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥	
৮২	৯৫, ৯৮	বায়ু	বায়ু
৮৪	১২২	বায়ু	বায়ু
১০৬	২৯৪	তোমার ॥	তোমার ॥”
১০৯	৩১১	সভারে ॥”	সভারে ॥
১১২	৩২৪	আস্ফালিয়া	আস্ফালিয়া
১৪১	১৬৬	পাষণ্ডার	পাষণ্ডীর
১৮২	শ্লো-৩	মূর্দ্ধ্নি	মূর্দ্ধ্নি
১৯৪	৪৪	তরে ॥	তরে ॥”
১৯৭	৬৪	তাম্বুল	তাম্বুল
২৪২	৩৩	কে তোরা	‘কে তোরা
২৪২	৩৪	উপহার ॥	উপহার ॥’
২৪২	৩৫	সে কাল	‘সে কাল
২৪২	৩৭	কোন্ জন ?	কোন্ জন ?’
২৪৩	৩৮	আজি	‘আজি
২৪৩	৩৮	ঠাক্রি ॥’	ঠাক্রি ॥
২৪৩	৩৯	‘দোহাই	দোহাই
২৪৩	৩৯	আন।	আন।’
২৪৩	৪০	তোর	‘তোর
২৪৩	৪০	ঈশ্বর ॥	ঈশ্বর ॥’
২৮০	২৪৯	আচার্য্য ॥”	আচার্য্য ॥
২৮১	২৫৮	দেখিয়া ॥	দেখিয়া ॥”
২৮৯	৩২২	শরীরে ॥	শরীরে ॥”
৩০৮	১৭৬	“যাগানিদ্রা	“যোগানিদ্রা
৩২৩	১৫	অপার ॥	অপার ॥”

পৃষ্ঠা	পয়ারাদির অঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২৭	৪৫	অদ্বৈতে ॥	অদ্বৈতে ॥"
৩৫৪	১৫৯	-বুদ্ধে	-বুদ্ধ্যে
৩৬৯	২৩১	'আছে হেন ॥	'আছে হেন' ॥
৩৮৩	২৭৫	মুরারীগুপ্তেরে	মুরারিগুপ্তেরে
৩৯২	১৫	তোমা"	তোমা'
৪০১	৮৫	দিলা ॥	দিলা ॥"
৪০৭	৩৯	ভাগে' ॥	ভাগে' ॥"
৪০৮	৫৭	সর্ব্বথায় ॥	সর্ব্বথায় ॥"
৪২২	৯৩	অবশেষ ॥	অবশেষ ॥"
৪২২	৯৪	গর্জ্জিয়া ॥"	গর্জ্জিয়া ॥
৪২৬	১২৫	খণ্ড"	খণ্ড
৪২৯	১৪২	'তোহোর	"তোহোর
৪৩০	১৪৬	তোমার ॥'	তোমার ॥"
৪৩৪	১৬০	দৈবযোগ	দৈবযোগে
৪৩৮	১৯০	প্রেমভক্তি-লাভ ॥	প্রেমভক্তি-লাভ ॥"
৪৩৮	১৯৩	জগাই	"জগাই
৪৬০	৩১২	াবশ্বম্ভর	বিশ্বম্ভর
৪৬৫	৩২৪	ভার	তার

টীকাদির শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২৩	নির্থানকালে	নির্যানকালে
৭	৯	সুদ্দীপ্তা	সুদ্দীপুতা
১৫	সর্বশেষ	সঞ্চয়	সঞ্জয়
১৭	১৪, ১৭	উষাকালে	উষঃকালে
১৮	৩	আগ্রাহাতিশয্যে	আগ্রহাতিশয্যে
১৮	২১	তস্মাদাগমমুচ্যতি	তস্মাদাগমমুচ্যতে
১৯	৭	আগম ও	আগমও
৩০	২৪	শ্বপচাধমঃ	শ্বপচাধম
৩৮	১৫	থাকে।	থাকে।"
৪৩	১০	প্রভুরেব	প্রভুরেব চ ॥
৪৭	সর্বশেষ	সসীহিত	সমীহিত
৪৯	১	তাঁহ র	তাঁহার

ড. রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত — "রাধাগোবিন্দনাথ-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য"

প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন। — পরিপক্ক হস্ত, প্রতিভাশালিনী বুদ্ধি, সুপাণ্ডিত্য এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণা — এই চারিটি থাকিলে যেরূপ হয়, সেইরূপই তোমার এই সংস্করণ হইয়াছে। . . . ভূমিকাংশটি অতি সুন্দর হইয়াছে; বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবদ্ধ এবং বাহুল্য পরিবর্জিত হইয়া শুধু জ্ঞানপূর্ণ তথ্যে ইহা পরিপূর্ণ। জটিল স্থানসমূহের সমাধানে তুমি যেরূপ ধৈর্য এবং যত্নসহকারে সুসঙ্গত অর্থ করিতে প্রয়াস করিয়াছ, তাহা অননুকরণীয়; ইহাতে তুমি সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছ। দার্শনিক তত্ত্বসমূহের যে সুমীমাংসা করিয়াছ, তাহা মনোরম হইয়াছে। . . . তুমি যে প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়াছ, ইহা সর্বসাধারণের বলিতেই হইবে।

প্রভুপাদ শ্রীল রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ। — এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্ব ভূমিকাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। . . . শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবু গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে অন্যের ব্যাখ্যা দুষণ করিয়া নিজ মতে শাস্ত্রানুগত যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্য ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ অথবা তাঁহাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই; বৈষ্ণবোচিত রীতিতেই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবুর যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার আছে, তাহা তৎকৃত টীকা পাঠেই স্পষ্টরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালব্ধ ভাগ্যবানের পক্ষেই শ্রীগৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীকা লেখা সম্ভব। বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যাসম্বলিত এই প্রকার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। . . . এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্বগর্ভ ব্যাখ্যাসম্বলিত একটি অপূর্ব সম্পদ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীল ভাগবত কুমার গোস্বামী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। — আপনার ব্যাখ্যানচাতুর্য ও লিপিকৌশল বড়ই হৃদয়াকর্ষক। এরূপ দুরূহ গ্রন্থের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অপ্রকৃত ভাবরাজি এমন উজ্জ্বল ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার শক্তি যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীশচীনন্দনের কৃপাপাত্র, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আপনার এই প্রেমভক্তির বিবৃতি উজ্জ্বলরসের উপাসকগণের কণ্ঠহার রূপে বিরাজ করুক, ইহাই প্রার্থনা। 'ভূমিকাদিতে আপনি (অপ্রকটে) স্বকীয়াবাদ অবলম্বন করিয়াই প্রেমধর্মের অপূর্ব অপ্রাকৃত মহিমা প্রকটন করিয়াছেন ঃ এপথের যাঁহারা ভাগ্যবান পথিক, তাঁহার আপনার প্রদর্শিত যুক্তিপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া অবশ্যই কৃতার্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের বরেণ্য শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর উপদিষ্ট এই পথ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। আপনার প্রকাশিত শ্রীশ্রীচরিতামৃত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে-আনন্দ পাইলাম, তাহা ভাষায় লিখিয়া আপনাকে জানাইবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি এপর্যন্ত এই গন্থের যত সংস্করণ দেখিয়াছি, আমার বিবেচনায় আপনার সম্পাদিত সংস্করণই তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

শ্রীল রাখালানন্দঠাকুর-শাস্ত্রী (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকায়)। . . . বঙ্গভাষায় দুরূহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারমর্ম প্রকাশ করিতে ইনি সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য সম্পাদক-মহাশয় ভূমিকার ম য়াছে, সেই দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা গ্রন্থপাঠকগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাটিও বেশ সুন্দর হইয়াছে। ধ্যে — যেসকল বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর মূলগ্রন্থ লিখিত হই

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (বহু গোস্বামিগ্রন্থের অনুবাদক)। — শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এমন প্রাঞ্জল সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকা বৈষ্ণবজগতের সম্পদবিশেষ।

পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনাচার্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সংখ্যা-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, জ্যোতিভূষণ। . . . এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু এরূপ সুসজ্জিতভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া কোনও সংস্করণই বাহির হয় নাই, হইবে কি না তাহাতেও আমার সন্দেহ আছে। কি সিদ্ধান্ত পরিবেষ, কি ভাষাসনিবেশ --- সর্বপ্রকারেই এই সংস্করণটি বৈশিষ্ট্যসন্দম।

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — ছয় গোস্বামীর মহাদানের প্রতিটি অক্ষর আস্বাদনে-বিতরণে রাধাগোবিন্দের জুড়ি নেই গত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে। . . . আগামী সহস্র বৎসর তাঁহার দান ভক্তিগঙ্গার পূতধারায় মানবগতিকে জীবন্ত রাখিবে।

অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী — শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্কে ও বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্বের স্থাপনকল্পে এমন সামগ্রিক ও সার্থক দার্শনিক আলোচনা তাঁহার পূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নাই। . . . আধুনিক কালের উচ্চতর গণিততানুসীল ও বিজ্ঞানচর্চা তাঁর শাস্ত্রবিচারে তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা বিধান করে।

উদ্বোধন। — ড. রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশ পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সুবিদিত। তাঁহার সুবৃহৎ ভূমিকা টীকাসম্বলিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' বঙ্গদেশের অমূল্য ও অনপম সম্পদ।

মূল্য ঃ ২৫০০,০০ (৬ খণ্ড)